

শিখ-ইতিহাস।

(মুদ্রিত)।

কলিকাতা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কোম্পানি।

সিদ্ধান্তময়ী সঙ্গীতময়ী।

কলিকাতা।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে।

সিদ্ধান্তময়ী সঙ্গীতময়ী।

সিদ্ধান্তময়ী সঙ্গীতময়ী।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে।

সম্পাদকের নিবেদন।

আপনার দেশ, আপনার জাতিকে উন্নত করিতে হইলে, কোন জাতি
নে করিয়া উন্নতি লাভ করিল, কোন জাতির কি একাধারে অধোগতি
হইয়াছে; তাহারই আদর্শ চিত্র, আদর্শ চরিত্র, আদর্শ ঘটনাবলী
নি জাতির সমুখে উপস্থাপিত করিতে হয়। ইতিহাস, সেই আদর্শের
প্রদর্শনী। ইতিহাস পাঠ করিলে, জাতীর উন্নতির নিগূঢ় তত্ত্ব আপনিই
প্রাপ্য প্রতিভাত হয়। কনিংহাম কৃত "শিব ইতিহাস" জাতীর
গুণাগুণের উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত আছে। কনিংহাম কৃত "শিব-
হাস" গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কেমন করিয়া বিভিন্ন
কলমের এক-সুত্রীভূত হইতে পারে; আর সেই শক্তি-সমষ্টিতে কি
ধরনেরই বা প্রবল জাতির অভ্যুদয় হয়। সুত্র অধি-কুলিমে, কিশল্যে,
মন করিয়া, হিন্দীরা বাবামলের প্রতি হইয়া থাকে; বর্ষসকল অত্র,
যে কেমন করিয়া অকল্যাণের মলক ধান করিতে পারে; আর কেমন
রা উপকারী প্রত্যুপকার এবং শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা-বৃদ্ধি চরিতার্থ
হয়;—"শিব-ইতিহাস" গ্রন্থে জাতি বিশদরূপে পরিবর্ণিত আছে।

জাতি ও শিব ধর্মের জেনোজি, বিস্তার ও প্রাধান্য লাভ; শিবধর্মের
পতনের নিগূঢ় তত্ত্ব; শিবধর্মের অসাম্প্রদায়িক আদর্শতা ও
বল,—এই গ্রন্থে একসঙ্গে অসংখ্য দীপক রূপে চিত্রিত যে,
"বলিত, পড়িতে পড়িতে, প্রাণমন ব্যস্তপ্রাণ হয়; যখন
বলত, অসংখ্য সংস্কার করিতে যখনই অসংখ্য প্রশ্ন

২ "শিব-ইতিহাস" পাঠ না করিলে, ভারত

৩৮। জাতি ও সমাজের মর্ম

... আর দুখলা নাই। ইংরেজ জাতি

... গড়কাষী, নিরপেক্ষ ইতিহাস-লেখক অবগ্রহণ করিতে পার
ইহাই আশঙ্ক। মহামতি টড, রাজহাস্যের ইতিবৃত্ত সংকলন কা
... কোষ্ঠি রাখিয়া নিরাকুল; আর এই মহামুগ্ধ কনিংহাম, "নি
ইতিহাস" প্রস্তুত করিয়া ১৭-৫৩-এর বিভিন্নস্থ উল্লিখিত করিয়া রাখি
ছেন। তাঁহার ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে, যখন দেখিতে পাই
কিছুর অসঙ্গতিতে জাতি একতাপূত্রে আবদ্ধ হইয়া, অসং-প্রত্যয় বিস্ত
করিয়া সমর্থ হইয়েছে, তখন এই অবসর গ্রহণ উৎসাহে উদ্ভূত হই
তে। যখন দেখিতে পাই,—শুভ খোদিতের প্রতিষ্ঠিত "খালসা" সম্প
দায় "শুভকর জয়" উচ্চারণ করিয়া অকাতরে আত্ম-বিসর্জন কর
কেনে; যখন দেখিতে পাই,—তাহার ধর্মরক্ষার জন্য আহ্বান
(শির) হস্তক প্রদান করিতেছে, কিন্তু (মাত্র) স্বর্গ দিতেছে না; তখন
মনে হয়,—“নিব ইতিহাসের” এই আদর্শ বর্ণন আবার কবে হিন্দুর দো
শেখিতে পাইব। আবার যখন দেখিতে পাই,—ইংরেজ জাতি কোম
রীর বীরে অতি-দুঃস্থ হুজুরের মত পক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন
কোন বীরের বীর “কটকটেনব কটক” নীতির সম্মুখনে নিব জাতি
স্বাই নিবজাতি উচ্চল সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তখন যখন
হজিয়ার হস্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। যখন দেখিতে পাই,—নিব
শুভকর, নিবারণ নিবাসযাতকতা, নিবারণ জ্যাচার প্রকারে, তাঁহার
জ্যোৎস্বা নিব-সম্মুখিত প্রাপ্ত করিতে দেখিতেছেন; তখন
কোনও জাতি সমর্থ করি। কনিংহাম, “নিব-ইতিহাস”
শির, করিতেছেন। এক দিকে তিনি যেমন নিব-জা
হীন যখন নিবারণ নিবারণ করিতেছেন, তখন
অন্য দিকে করিতেছেন করিতেছেন নাই। ৩-

ঐশান্য প্রথমবার সন্ধান, কবিহাসের সেই বিরাট গ্রন্থ—“শিব-ইতিহাস” অসম্পূর্ণক অবস্থায় বহিরা বলাভ্যন্তর হইলেন।

কবিহাস কৃত “শিব-ইতিহাসে” প্রথম শিব-বুদ্ধের অবগাম লক্ষ্য লিখিত ছিল। পরবর্তী দ্বিতীয় শিব-বুদ্ধের ইতিবৃত্ত কবিহাস লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু সে আর “শিব-ইতিহাসের” সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে, “শিব-ইতিহাস” অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই শিব-ইতিহাস গ্রন্থের মুদ্রণালয় ব্যাপদেশে, সেই অসম্পূর্ণতা দূরীকরণ অভিলাষে, “শিব-ইতিহাসের” পরবর্তী সংস্করণী আমি লিখিয়া বিজ্ঞাপ্য। এই গ্রন্থের “উপসংহার” নামক অংশ, ৩১৭ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় শিব-বুদ্ধের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আমারই লিখিত। নামা প্রব হইতে ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া, আমি সংক্ষেপে উহা লিপিবদ্ধ করি-
 য়াছি। কবিহাসের রচনার সহিত আমার রচনার যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান হইবে, সে আশা অবশ্যই ভেদ করিতে পারেন না। সুতরাং, শিব-ইতিহাসের শেষ ঘটনাবলীর অভ্যাস প্রদান করাই, আমার লিখিত অংশের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য যদি কিকিমান সফল হইয়া থাকে, তাহা হইলেই আমার অর্থ সার্থক মনে করিব।

সমস্বাসী-কলিঙ্গ,

২৫ই আগস্ট, ১৩১৪ সাল,

শিবী,

ঐশান্য নাথিকী।

শিখ-ইতিহাস।

শিখ জাতির উৎপত্তি হইতে শতাব্দী
বদীর ভীমের যুদ্ধ পর্য্যন্ত ।

লেখক
সহকারি ইন্সপেক্টর এবং ভারতীয় সৈন্যের

অধ্যক্ষ

জোসেফ ডেভি কনিংহাম প্রণীত ।

(বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ)

গ্রন্থকারের ভূমিকা ।

যে পুস্তক পাঠকের পক্ষে এতদূর গুরুত্ব সহকারে লেখা, অথচ কঠোর
কল্পক্ষেত্রে সাধারণের সমস্ত পক্ষপাতের সর্বকথা প্রতিপন্ন করিতে
হইবে, সে ক্ষেত্রে পাঠকের নিকট দেখান কর্তব্য—কি দৃষ্টি, কি
সঠিক উপাধান গ্রহণ হইয়া, অবশেষে জ্ঞান সিদ্ধিতে উপনীত হওয়া
সিদ্ধি হইবে ।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, লর্ড অকল্যান্ডের অধিষ্ঠিত অধুনা, এই
গ্রন্থকার, কর্বেল ওয়েডের সহকারিত্ব পক্ষ গ্রহণ হন । কর্বেল ওয়েড,
যদিও নার 'পোলিটিকাল এক্সচেঞ্জ' নামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; পণ্ডিত এবং
আকস্মিকভাবে সাধারণের সহিত যুক্তি গবর্ণমেন্টের সমস্ত সমস্ত
সমস্ত কার্য বিচারের ভার তাঁহার উপর অর্পিত ছিল ; বিরোধপূর্ণ
সংসদে হুত । সম্পাদন অর্ন্ত, তাঁহার একজন ইতিহাসের আবশ্যক হয় ।
বিরোধপূর্ণের আত্মীয়তার কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না থাকায়,
সেই ক্ষণে সংসদে যুক্তি গবর্ণমেন্টের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল ; একদা
সাধারণ যুক্তি অধুনা সেই সংসদে হুত । সম্পাদন আবশ্যক হইল ।
উক্ত সাধারণ বিষয়ে কর্বেল ওয়েডের অধিষ্ঠান, তৎকালিক প্রধান
সম্পাদিত সাধারণ বিষয়ে কোন অধিষ্ঠান করেন । কিন্তু সাধারণ প্রতি
কথা এই নথি বৈধ করা অসম্ভব অপর কোন উপায় অবলম্বন করে
কিন্তু যত্ন হয় । তবে এই ক্ষণে সাধারণে বিশ্বাসে পুন-
প্রতিষ্ঠার বিষয়ে শিব-বরষাভেদে সহিত একদা হইবার অর্ন্ত, যুক্তি
গবর্ণমেন্ট বিরোধপূর্ণের হুত । সম্পাদন কিছুদিনের অর্ন্ত স্থগিত রাখেন ।
এই হেতু বিরোধপূর্ণ অনেক দিন পর্যন্ত সাধারণ সেবাদিগণ অপেক্ষে
পবিত্র ছিল, এবং সেই সেবাদিগণ অধুনা বহুদিনের অধিষ্ঠান
হইতে হুত সাধারণের দৃষ্টি করিতে প্রতিং লব্ধ হইত ।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত লর্ড অকল্যান্ডের বন্ধন
সাক্ষাৎ হয়, প্রথমকর তথ্য উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সাহায্য
তাইমুর এবং কর্ণেল ওয়েডের সহিত তিনি পেশোয়ারেও গমন করিয়া-
ছিলেন; তাঁহার বন্ধন জোর করিয়া সাইবার-পাশ পিরিসবট অভিক্ষেপ
পূর্বক কানুলের পথে অগ্রসর হন। প্রথমতে সেই সময়ে তাঁহাদের সহিত
বিদায়ান ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ারে বেলার শাসনভার গ্রহণকারের
হস্তে অর্পিত হয়। ঐ প্রকারে শেষভাগে সীমান্ত প্রদেশের নতুন
এজেন্ট, মিটার ক্রাফ্ট কর্তৃক মনোনীত হইয়া, কর্ণেল সেন্টন এবং তাঁহার
সাহায্যকারী সেনাপতির সহিত প্রথমকর পেশোয়ারে গমন করেন। কর্ণেল
হইলারের পরিচালিত, দোস্ত মহম্মদ, খাঁর শরীর রক্ষক সন্ত্রাসের
সহিত প্রথমকর পেশোয়ার হইতে বিদায় আসেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে
প্রথমকর বিরোজপুর বেলার মাতিয়েটের কমতা প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে
শেষ ভাগে, পুনরায় তিনি মিঃ প্রাচীর উপরীশে ভিকারে গমন করেন।
জাম্বু অবতরী রাখা, শাসন চলায়নের যে প্রাচ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন,
তাহা তিনি লাঞ্ছন করিয়াছেন কিনা, এবং সূচক প্রভৃতি হানে দৃষ্টি-
বশিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা, তাহা পরিকল্পন করাই, তাঁহার
ভিন্না, বাক্যের উদ্বেগ। এক বৎসর পরে প্রথমকর ভিকারে হইতে
প্রত্যগত হন। দোস্ত মহম্মদ বখন লুবিয়ানা সহরে লর্ড এডেলবার্গের সহিত
সাক্ষাৎ করেন, প্রথমকর তথ্য বড়মান ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে
বিরোজপুর সহরে লর্ড অকল্যান্ডের সহিত শিব-সম্মত হইবার সাক্ষাৎকালেও
প্রথমকর উপস্থিত ছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমকর আখালা সহরে
বিচার বিভাগের ভার প্রাপ্ত হন; ঐ বৎসরের বড় জল হইতে ১৮৪৪
খ্রীষ্টাব্দে শেষ পর্যন্ত, প্রথমকর কর্ণেল রিডমন্ডের সাক্ষাৎ সহকারী
(সেনা শাসন প্রতিষ্ঠা) কর্তব্যের কাণ্ড করিয়াছিলেন। রিডমন্ড, মিঃ
দীপা প্রভৃতি রক্ষণ করিয়া

কিত হন, সেই সময়ে, এবং ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে অধিকাংশ কাল, পলাতক সিংহাসননিধির সন্তান কার্যকরে গ্রন্থকার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিকানীর ও বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থপুস্তকাদি এবং দার্জিলিংপত্রনিধির মধ্যে রামজ্যোতীনা লইয়া যে বিস্তারিত উপস্থিতি হয়, তাই সময়ে তাৎপরিদর্শনের ভারও গ্রন্থকারের উপর ন্যস্ত ছিল। শিব-মুদ্রা আদিত হইলে, সার চালস মেসিয়ার ওল্ডফোর্ডের কৃত্যের সৈল্যবলে ধোমসদস্যর অন্তর্গত মিষ্ট্রাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৬৮ সালের বৃহৎ পয়, গ্রন্থকার লন্ডন প্রত্যেক গ্রন্থান কার্যালয়ে আশ্রিত হইয়াছিলেন। অতঃপরে বহুসংখ্যক বিদ্যার দিকে নৈকমল আগ্রহ হইতে থাকে, তখন গ্রন্থকার, সার হারি শিবের সহচর্য্যে অন্তর্গত হন; এই গ্রন্থকার সহকার, বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকার্য্যে এবং আলিওরালের যুগ্ম উপস্থিতি ছিলেন। সেত্রেওঁর যুগ্মে গ্রন্থকারের অংশভাগী বলিয়াও গ্রন্থকার অংশভাগে গোলাপশালী মনে করেন। সেই বৃহৎয়ের প্রসিদ্ধ দিনে, গ্রন্থকার, 'পর্ব্বত-জেনারেলের', এইডিক্টরের পক্ষে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। অতঃপরে গ্রন্থকার গ্রন্থান গোলাপতির গ্রন্থান কার্যালয়ে কর্ম্মভার গ্রাপ্ত হয়। অতঃপরে লাহোর-লৈক বিদ্রোহী হইলে, গ্রন্থকার লন্ডন দার্জিলিং সহিত তাঁহার শিবিরে শিবলা গিয়াই মনন করেন। সেই স্থান হইতেই দুপাল ব্যতীর পথ গ্রন্থিত হয়। এই সময়ের প্রতি পর্ব্বত মেলা-রঙ্গ সঙ্ঘট হইয়া, দুপাল রাজা এবং তনুভাষী গ্রন্থকার সমুদয় 'পোলিটিক্যাল এসোসিয়েট' নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি গ্রন্থকারের প্রতি আশাভীত অসুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

গ্রন্থকার

পর্ব্বততির মধ্যে বসবাস করিয়া

ছিলেন। তাহারই ইতিহাসে সেই সময়ের বিশেষ প্রসিদ্ধ। সার লাহোর সর্ব্বম সন্তানদের সহিত গ্রন্থকারের বিশেষ সেনাধিনি হইয়াছিল; এর ফলে সীমান্ত প্রদেশে সন্তানদের সহিত কালম পয় তিনি বন্দ্যোপাধ্যায়

কমিশনের সমিতি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সমগ্র নিয়মে, এবং প্রকাশিত: পত্রাবলি সাময়িক প্রতি-সামর্থ্য; সমগ্র একটা বিবরণী লিখিবার তার প্রকারের উপর অর্পিত হয়। সেই সময়ে এই ইতিহাস লিখিবার কল্পনা প্রকারের মনে উন্নয়ন হইয়াছিল; তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই ইতিহাস রচনার উপাদান তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকার একজন সেই ইতিহাস সমাপ্তিগণের সময়ে উপস্থিত করিতেছেন।

মালব দেশে প্রকাশিত: অর্থহীন অনেকাংশে প্রকাশের পক্ষে প্রচেষ্টা হইয়াছিল। এই সময়েই প্রকাশ এই প্রকার রচনার সুবিধা প্রাপ্ত হন; যথাক্রমে ডির ভিন্ন স্থানে যে সকল শিব বোদ্ধগণের উপস্থিতি স্থাপন তাহাছিল, তাহাদের প্রকৃতি ও পদ্ধতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষেও এই সময়েই প্রকাশের অবসর হইয়াছিল।

মি. হোম, কলকাতা।

১ই ডিসেম্বর, ১৮৪৮

সূচীপত্র :

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দেশের বিবরণ এবং অধিবাসিনগণ ।

বিষয়	পৃষ্ঠা :
শিব-রাজ্যের (বৌদ্ধ-বাসিন্দ) সীমা ; গারো-রাজ্য ইত্যাদি	১
শিব-রাজ্যের ক-নাম, এবং উৎপত্তি এবং ; শিব-রাজ্যের শক্তি	২
ও শাল-দেশ	৩
মুলতানের দেশ, নীল ও কাপাস	৪
মধ্য প্রদেশের রাজ্যের নাম ; পশ্চিমবঙ্গী বন-পার্শ্ব দেশ	৫
দেশীয় বস্ত্র ; উৎকর্ষ সমস্ত জমির শক্তি	৬
কাম্বোজের শাল ও কাপাস ; দেশ-গারো-র চাউল ও গম ; পার্শ্ব-দেশ	৭
প্রদেশ-গারো-র গম ও গম এবং মালাবিশ্ব বাজু	৮
অধিবাসিনগণ ; তাহাদের জাতি এবং বংশ	৯
আর্মিনের উপনিবেশ স্থাপন এবং মুসলমান শত্রুর প্রতিষ্ঠা	১০
ভিবড় দেশীয় জাতি ; আর্মিন হুদুদ জাতি ; মিল-বিশ্বের	১১
তুর্কমান জাতি	১২
কাম্বোজিনগণ	১৩
—তাহাদের প্রতিবেশী,—‘কাম্বোজ’, ‘বাম্বোজ’ ও ‘কাম্বোজ’-প্রভৃতি জাতি ;	
কাম্বোজ ও বাম্বোজ জাতি ; হুদুদ-বাম্বোজ, আর্মিন প্রভৃতি	
জাতি ; তুর্কমান এবং কাম্বোজ-বাম্বোজ জাতি ; মধ্য প্রদেশ	
দেশীয় দেশ, জাতি এবং প্রদেশ-প্রভৃতি জাতি ; মধ্য	

বিষয়

পৃষ্ঠা।

শেখর কুমার, তুটি এবং কাঁচি জাতি, নিম্নতর পার্বত্য	
শেখর 'চিব' ও 'বাহো' জাতি	১২
দক্ষিণ শেখর জোহারা এবং পুলা জাতি, হিমালয়ের ভেতর	
ও কামেইনগ, হিমালয়ের কোলি জাতি	১৩
মধ্য সমভূমি কুদির মঠ জাতি—কুজুর, রাজপুত ও গাঠাল	
এবংতি বজালা জাতির সহিত ভাষাস্থের সংশ্লিষ্ট	১৫
করকণী প্রধান জাতির আনুগত্য অনুশাসন	১৬
কানপাথ সমুহের জাতি ও উৎপত্তি পথ	১৭
পার্বত্যবাসী চাকারগ	১৮
শিখ রাজ্যে প্রবর্তিত বিভিন্ন ধর্মমত	১৯
মুসলমানের লম্বা প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধগণ ; বাল্টিক সিংহ	
মতাবলম্বী মুসলমান সম্প্রদায়, কাশ্মীর, পেশোয়ার ও	
মুলতানের হারি শেখর মুসলমান সম্প্রদায়	২১
কাম্বোজ ধর্মাবলম্বী পার্বত্য জাতি সমূহ	২২
মধ্য প্রদেশের মুসলমান ও ব্রাহ্মণ ধর্ম বিমিশ্রিত শিখ জাতি,	
মুসলমান জনগণের বিশুদ্ধতাবাসিনগ ; জাতিস্বত্ব চতুর্ভুজিক-	
বর্গ প্রমাণ অধিবাসীজিগের মধ্যে অধিবাসী শিখ জাতি ;	
পতিত ও সমাজ বহির্ভূত বিভিন্ন জাতি—হানৌর দেবতা ও	
প্রত্যাদিষ্ট দেবদেবী উপাসকগণ ; জাতি ও ধর্মের স্বাভাবিক	
বিশেষত্ব ও প্রিয়া	২৩
কাম্বোজ-বর্গ ও বৌদ্ধধর্ম, বাহিক,—আভ্যন্তরীণ ভগবানিষ্ট নহে	২৪
—ভগবানিষ্ট নহে ধর্মের প্রবর্তনার বা সংহার সাধনে বাধা এখানে	
সময় ; মুসলমানদের হইলেও মুসলমানধর্ম, বিশেষ	
উদ্ভবক, প্রত্যাদিষ্ট আশ্রয়গণ বর্গে-সমূহ	২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
কেহই ধর্মবর্ষে লীক্ষিত হইতে কোন ক্রমেই সম্মত নহে	২৭
শিববর্ম জীবনী-শক্তি প্রদানক্রম, মকরুক এবং মর্ক-ম.ম.নোপ-	
দোহা লীতি	২৭
পরিভ্রমণ এবং সংস্কারী জাতিগণ	২৮
জাতি এবং অপরাধের কয়েকটি জাতি, কৃষিজীবী	২৮
হিমালয়ে জাতিবিশেষ অপেক্ষা নিকট নহে; কৃষিজীবী রাজপুতগণ	৩০
পশুপালক এবং গুরুাকারী বেলুচি জাতি; পরিভ্রমণী এবং পতি-	
বিত্তভারী জাতি ও উত্তরা জাতি; শিবনিপুণ ভীক এবং	
উদ্যমহীন কাশ্মীরী জাতি	৩১
অধিশিষ্ট রাজপুত জাতি, বিভাব্যারী ও কলাচারী তিব্বতীয়গণ	
জাতিদের মধ্যে ৩৬ পতিত প্রচার আবশ্যিকতা	৩২
পশুপালক এবং শালিক প্রভৃতি জাতি ও কাষি জাতি	৩৩
জাতি সমুহের আংশিক উপনিবেশ স্থাপন; উপনিবেশ স্থাপনের	
অবশ্যকতা; “বেলুচি” জাতির নিম্ন নগর নিকটবর্তী	
প্রদেশে, এবং হাউলপোত্রদিগের শতক্ৰম নদীর নিকটবর্তী	
প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন	৩৪
‘ডোবার’ ‘জাহিরা’ এবং ‘মোটাম’প্রদেশ উপনিবেশ স্থাপন; ধর্ম-	
স্তর গ্রহণ; তিব্বতে ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি; প্রদানতা	
বরণ এবং সহস্রসমূহ ইসলাম ধর্ম প্রচার	৩৫
হিমালয়ের কোন কোন কোন প্রদেশে লামামগ্ন প্রবর্তিত	
বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি; সম্মান কেন্দ্রের আশ্রয় প্রদেশে	
ব্রাহ্মণ ধর্মের বিস্তৃতি	৩৬
কুবকুল এবং শিখিগণ কর্তৃক আশ্রয় ধর্ম পরিভ্রমণ	৩৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রাচীন ভারতের পদ্ধতি,—আধুনিক সংস্কার ও
পরিবর্তন—নানক প্রতাপিত ধর্ম,—

১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত,—

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
ভারতবর্ষ এবং ভারত কেন্দ্রিক শাসনকর্তৃগণ—বৌদ্ধগণ,	
জৈনগণ এবং কঠিনগণ, হুয়ান-শানগণ এবং খ্রীষ্টানগণ	৩০
বৌদ্ধ ধর্মের নথিত শাসন কর্তার সংঘর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের	
বিস্তৃতি	৩২
ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্ষয় ও বিশেষত্ব	৩৩
বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধ লাভ	৩৪
ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একতা ও প্রভাবের লোপ	৪৬
বহু ঐশ্বর উপাসনা সম্বন্ধে গদগদাচার্যের নিয়ম প্রণালী	৪৯
১৫০০—১৬০০ । ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্মের কার্যকারিতা	৫১
গদগদাচার্য কর্তৃক “ভিনুকা” সম্প্রদায় সংগঠন এবং তৎ-	
কর্তৃক শৈব ধর্মের প্রাণান্ত বিস্তার	৫৪
১৬০০—১৭০০ । ব্রাহ্মণ্য কর্তৃক অজ্ঞাত সম্প্রদায় সংগঠন ;	
এবং তৎকর্তৃক বিকুই রজাকস্তা ঐশ্বর বলিয়া প্রচার	৫৬
কল্মসিককগণ বা সম্প্রদায় বিশেষের নেতৃত্ব প্রাপনাদিগকে	
কল্মস বলিয়া প্রচার করণ	৫৮
মাত্তিকতা এবং নিরীশ্বরবাদের বিস্তৃতি	৫৯
নৈতিক ক্রিয়াকলাপেও মাত্রার প্রাণান্ত	৬০
ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পতন	৬২

ବିଷୟ

ପୃଷ୍ଠା

ଆକ୍ରମଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ; କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
 ଲେଖକର ଅସମ୍ଭବତା
 ଭୁବନାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁସଲମାନ ବର୍ଷ ଗ୍ରହଣେର ପର ମୁସଲମାନ
 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

୩୭
 ୩୮
 ୩୯

୧୧୦୦ — ଆକ୍ରମଣ କରକ ଆକ୍ରମଣ
 ୧୧୦୧ — ଶତ୍ରୁକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧୀନେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ବାଦନ ଓକ୍ତି
 ମୁସଲମାନ ବାଦନ ପରିବର୍ତ୍ତନ
 ଆକ୍ରମଣ ଓ ବାଦନ ବିଷୟ ମୁସଲମାନ
 ମୁସଲମାନ ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
 ଶତ୍ରୁକାକ୍ରମଣର ପର ବିଷୟ ଲିଖିତ

୪୦
 ୪୧
 ୪୨
 ୪୩

୧୧୦୦ ମହାବୀର } ୧. ମାନବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାହାସୀ ଶତ୍ରୁକ ମୁସଲମାନ
 ଆକ୍ରମଣ } ବାଦନ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ
 ମାନବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୌରାନ୍ତରାସ୍ତ୍ରମାନେ ପୂଜା-ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ
 ମାନବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏକ ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକାକ୍ରମଣର ଶତ୍ରୁକ ମାନବ
 ମାନବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ ଏକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ
 ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ ଏକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ ଏକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ
 ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ ଏକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ ଏକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ
 ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ ଏକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ ଏକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ
 ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ ଏକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ ଏକ ଶତ୍ରୁକ ମାନବ

୪୪
 ୪୫
 ୪୬
 ୪୭
 ୪୮
 ୪୯
 ୫୦

୧୧୦୧ — ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ଏବଂ କୋରାଣ୍ଡ
 ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ; ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ
 ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ
 ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ

୫୧
 ୫୨

୧୧୦୨ — ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ ଶତ୍ରୁକ

বিষয়

পৃষ্ঠা।

কার্যকারিতা সম্বন্ধে কীভাবে পক্ষপাতিত্ব : তৎকালিক

সংসারপ্রবর্তন সম্বন্ধে

৭৬

১৫০০-১৫৪০ :—কার্যকারিতা সম্বন্ধে কতক চৈতন্য ধর্মের বিস্তৃতি ৭৬-৭৭

তৎকালিক বিবাহ সংস্কার কবিতা কল্পের চেতনা : পূর্ব জড়িত : ৭৭

সংস্কারের পক্ষপাতিত্ব এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের

উৎপত্তি

৭৭-৭৮

নামকরণ ধর্মমত এবং সামাজিকতা এবং পণ্ডিত বিজ্ঞানপূর্ণ

৭৯

১৫৪০-১৫৬০ :—নামকরণ ধর্ম এবং সামাজিকতা

৮০

নামকরণ সামাজিক উন্নয়ন

৮০

নামকরণ ধর্ম প্রচার

৮১

৭০ বৎসর বয়সে নামকরণ জড়িত

৮২

নামকরণ ধর্মনীতির ভিত্তি

৮৫-৮৬

ধর্মব্রত

৮৬

নামকরণ কতক মুসলমান এবং হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে সম্বন্ধে

সংসার ধর্মের আনন্দময় প্রকাশ

৮৭

বিবাহ, তত্ত্ব, তিন এবং সংস্কারের আনন্দময়তা

৮৮

কল্যাণ সাধন কল্যাণ কিংবা দৃষ্টান্তমূলক নামকরণ কতক

সংসার-ধর্ম প্রচার

৮৯

সংসারের ধর্ম প্রচার এবং হিন্দু অবতারসংসার ধর্ম প্রচার,

নামকরণ কতক সম্বন্ধে প্রচার

৯০

কার্যকারিতা পক্ষপাতিত্ব নামকরণ অধিবেশন

৯১

নামকরণ কতক সম্বন্ধে ধর্মের বিস্তৃতি

৯২

নামকরণ কতক মুসলমান এবং হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে সামাজিক

প্রকাশ

৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা।
মানক কর্তৃক তাঁহার অমুচরণের সম্পূর্ণরূপে ভ্রম নিরসন	১৭
প্রধানতঃ নীতি এবং ধর্ম বিষয়ে মানকের সংস্কার সাধন	১৮
শিখদিগকে কিংবা শিখধর্মকে মানক কিয়ৎ সম্প্রদায়ের জাঘ	
নতন সামাজিক-ব্যবসে আবদ্ধ করেন নাই	১৮-১৯
—বরং একটী সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে মানক	
মতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন	১৯
মানক কর্তৃক অসমকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বা মানব	
জাতির উপদেশেই মনোনিবেশ	১০১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়ক ২। শিককরণ ; গোবিন্দ কর্তৃক
শিখধর্মের সংস্কার সাধন।

১৫২৯—১৭৭৬।

অসম কর্তৃক মানকের প্রশস্ত মত পরিপোষণ	১০৩
১৫৫২।—অসমের বুদ্ধা	১০৩-৪
উমার দাসের উত্তরাধিকারিত্ব ; উল্লাসী হইতে শিখধর্মকে	
বিভিন্ন করণ	১০৪
সমীচীন মতেরে তাঁহার মত	১০৫
১৫৭৪।—উমার দাসের বুদ্ধা	
মানবদাসের উত্তরাধিকারিত্ব এবং অসম কর্তৃক অসমের প্রতিষ্ঠা	১০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১৪৮১।—কায়দারের কথা	১০৭
অর্জুনের উত্তরাধিকারিত প্রথম ভবকর্তৃক নানকের সন্তান প্রাপ্ত তাৎপর্য উৎসাহিতকরণ — ভবকর্তৃক অমৃতময় শিব- দ্বিগের শবিত্র সন্তান নামে পরিচিত হওন	১০৮
“দ্যাবিগ্রহ” সম্বলন	১০৯
১৪৮২।—প্রচলিত পুণ্যভাগবৎ সন্তান ভবকর্তৃক নিরনিত ৪৩ বা “টাইব” রূপে পরিণত হওন — ভবকর্তৃক শিবদ্বিগকে ব্যবসাব্যবহায়ে নিয়োজ	১১০
অর্জুন কর্তৃক ৩৩ দার শবিত্রের বন্ধন	১১১
বসন্তক বিদ্রোহে কায়দারের ভয়ভয়ান	১১২
১৪৮৩।—অর্জুনের কায়দারের কথা	.
শিবদ্বিগের বিস্তৃতি, কায়দারের পুণের রূপাবলী	১১৩
নানকের বহুবলিত অমৃতময় পান সাধাবণের উদ্দেশ্যে বুদ্ধি, —ভবকর্তৃক প্রাপ্ত উৎসাহিতকরণে ভবকর্তৃক উত্তরাধিকারিত দ্বিগের সন্তান নামে পরিচিত হওন, ইব- শোবিত্রের ভবকর্তৃক পান ৩৩ দার নিধন সম্বল	১১৬
হরমোবিত্র শিবদ্বিগকে অত্র-শবিত্র হৃদয়ভিত্ত করিয়া আপনি ভবকর্তৃক সামগ্রিক নেত্র প্রাপ্ত হওন	১১৭
শিব দ্বিগের ক্রম পরিবর্তন	১১৮
হিন্দু-ধর্মভাগী ব্যক্তিদ্বিগের সহিত শিব-ধর্মের সম্পূর্ণ সাম্যক-বিধান	১১৯
হর মোবিত্রের প্রতি কাহাঙ্গীরের অমৃতময় বুদ্ধি	১২০
হর মোবিত্রের কায়দার	১২১
হর মোবিত্রের মুক্তি	১২২

বিষয়	পৃষ্ঠা
১০২৮।—হরগোবিন্দের মৃত্যু: এবং মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু হর গোবিন্দের	
যোগদান	১২৩
হরগোবিন্দ হরগোবিন্দের নিহত বাস:—পত্রাধে প্রত্যাপন:	১২৪
উদাহর বহু পাহেণ্ডা হইক মৃত্যু হত্যাকরণ	১২৫
১০২৯।—হরগোবিন্দের মৃত্যু: —উদাহর চিত্তাশ্রমের শিখাগণের	
অন্ত্যস্তান	১২৬
সংক্রান্তের মধ্যে শিখ সংক্রান্তের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব	১২৭
হর গোবিন্দের সংক্রান্তে কতকগুলি পত্র	১২৮
হর গোবিন্দের দার্শনিক মত	১২৯
হর রায় কর্তৃক প্রকাশিত লাত	১৩০
হর রায় কর্তৃক বাস্তবমৈত্বিক গীত গ্রন্থ	১৩১
১০৩০।—হর রায়ের মৃত্যু	১৩২
হরগোবিন্দের উত্তরাধিকারিত্ব	১৩৩
১০৩১।—হর কিষোরের মৃত্যু: নবম ওক ভোগ বাহাদুর	১৩৪
হর রায় কর্তৃক প্রকাশিত হারী করণ	১৩৫
বিহবিন্দের স্বতন্ত্র ভোগ বাহাদুরের স্বতন্ত্রে পরিভ্রমণ	১৩৬
ভোগ বাহাদুরের পত্রাধে প্রত্যাপন ভোগ বাহাদুরের	
উত্তরাধিকারী—দিল্লীতে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইল	১৩৭
১০৩২।—ভোগ বাহাদুরের প্রাণ-সংহার	১৩৮
উদাহর চরিত্র এক প্রকার	১৩৯
স্বতন্ত্রগণের "সাক্ষা পানসা" উপাধি	১৪০
গোবিন্দের স্বতন্ত্র প্রাণ	১৪১-৪২
কয়েক বৎসর গোবিন্দের নিহত বাস:—গোবিন্দ	
চরিত্রের পরিচয়	১৪৩

বিশ্ব

পৃষ্ঠা

১৩৬৫ — মানবের বস্তু হৃদয়ের মাঝের মাঝের চেষ্টা, এবং

মুসলমানদের কবর-প্রকার: মুসলমান শক্তি এবং

মুসলমান ধর্ম বাবা লেখন ১৪২-৪৩

গোবিন্দের মত ও উদ্দেশ্য ১৪৫

গোবিন্দের দর্শন-প্রকার পদ্ধতি ১৪৫

গোবিন্দ পৃথিবীর দাবী: একটি কু-সংস্কার-হীন বলিয়া

প্রচার করেন, এবং উৎকর্ষক-জন পণ্ডের প্রবর্তন ১৪৬

গোবিন্দ কর্তৃক নানক প্রবর্তিত বস্তু সংগ্রহাণের সংস্কার

নামক সম্বন্ধে একটি পত্র ১৪৭

গোবিন্দ প্রবর্তিত পদ্ধতি ১৪৯

“বাল্য” সংস্কার

ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত উপাসনা বৃদ্ধি, ঈশ্বর অধিকার। মনুষ্য

মাত্রেই সমান; গোবিন্দ ধর্মের উচ্চতম-সংস্করণ আবেশক:

মুসলমানদের বিশ্ব-প্রতিবেদন হইবে ১৫০

“পাহা” বা “নিঃ” সংগ্রহের শিবনিদের মন্ত্রদীক্ষা ১৫২

‘শিব’ অথবা ‘সং’ হিসেব বাহ্যিক স্বাভাবিকতাক নিবন্ধন ১৫৬

জল দ্বারা পরিচালিত; মানবের প্রতি ভক্তি; এবং “ভক্ত”

জগৎ হইতে” শব্দে অর্থশাসি উচ্চারণ ১৫৭-৫৮

মতক-মুণ্ডনে নিবেদন, প্রচার: “নিঃ” উপাধি ১৬০

অন্তেষ্ট প্রতি ভক্তি ১৬১

গোবিন্দের অস্ত্রের কালে মোমল সাক্ষ্যের বিশেষত্ব

এবং অবস্থা ১৬৪

আরও ১৬৫

আরও ১৬৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা।
মহারাজার বীর শিখারী ;	১৬৭
ভক্ত গোবিন্দ	১৬৭-১৬৮
প্রকাশ বাণ্য প্রদানে গোবিন্দের বরণ	১৬৮
—ঠাহার নান্দ্রিক জীবন স্থান ; হিমালয়ের পাদদেশস্থ	
পার্বত্য সামন্তদের সহিত গোবিন্দের যোগদান ;	
খন্দোপমোহন গোবিন্দের প্রভুত্ব প্রস্তাব	১৬৯
সাহস এবং নান্দ্রিকের রাজার সহিত গোবিন্দের কলহ	১৬৯-৭০
বাদসাহের সৈন্তের বিরুদ্ধে গোবিন্দ কর্তৃক কাশ্মীরের রাজা	
এবং অস্ত্রাঙ্গ সামন্তগণকে সাহায্য প্রদান	১৭০
১৭১।—গোবিন্দের কাণ্ডকলাপে পার্বত্য সামন্তদের সন্দেহ	
বৃদ্ধি, এবং তৎকালে সম্রাটের উদ্বেগ	১৭১
আনন্দপুরে গোবিন্দের বিলম্ব ; গোবিন্দের সন্তানদের	
পলায়ন ; কিন্তু পরিশেষে বৃত্ত ও নিহত হওন	১৭২
—গোবিন্দের চুম্বকোড় পলায়ন	১৭৩
চুম্বকোড় হইতে গোবিন্দের প্রস্থান	১৭৪
মৃতদের অনুসরণকারীগণকে বাধা প্রদান এবং কৃতকাঙ্ক্ষতা	
লাভ ;—ভাতিয়ার সন্নিকটস্থ গম্বুজের গোবিন্দের বিশ্রাম ;	
গোবিন্দকর্তৃক “বিচিত্র নাটক” রচনা	১৭৪-৭৫
—আত্মরক্ষার গোবিন্দের সাক্ষাৎকার লাভে আশ্রয়	১৭৫
—আত্মরক্ষার প্রতি গোবিন্দের ধর্মাত্মক উত্তর	
প্রদান	১৭৫-৭৬
১৭৭।—আত্মরক্ষার বৃত্ত ; বাহাহর সম্রাটের সিংহাসন	
প্রাপ্তি ; গোবিন্দের নাকিবাতে মনন	১৭৬
গোবিন্দের সম্রাটের কর্মচারী পদ লাভ	১৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১৭০৮।—সহকার হতে গোবিন্দ শাস্ত্রাভিক আদ্য প্রাপ্ত হন	১৭৮
—গোবিন্দের মৃত্যু :—উদ্দেশ্য লক্ষ্যের তত্ত্ব শিক্ষণের	
প্রতি গোবিন্দের উপদেশ ; ক্রমবর্ত হতে “বালসা” সম্বন্ধ	১৮০
অকালে গোবিন্দের মৃত্যু হইল বটে ; কিন্তু তাঁহার পরিচয়	
নিশ্চল হয় নাই	১৮১
১৭০৮।—সংসার-প্রাপ্ত বিবৃতিতে উপর লক্ষ্যভেদে প্রভাব-	
এসার বিস্তৃতি	১৮২
—ভারতবর্ষীয় পক্ষে প্রকাশ্যে হইলেও, তাহা বৈদে-	
শিক্ষণের যোগ্যতা নহে	১৮৪
কিছুকালের জন্য বিন বহুক গোবিন্দের উত্তরাধিকারিত্ব	
লাভ	১৮৬
১৭০৯-১৭১০।—বৈদ্যের উত্তরাধিকারের সম্বন্ধ এবং সামগ্রিক	
অধিকার	১৮৭
সংসার অতিমুখে বালসারের অভিধান	১৮৮
ইতিমধ্যে বালসার জন্ম অতিমুখে প্রদান	১৮৮-৮৯
১৭১২।—সংসারের বাহ্যিক সার মৃত্যু	১৮৯
১৭১৩।—যেরোকসার হতে জাহান্নার সার মৃত্যু ; যেরোকসার	
সম্রাট পদ প্রাপ্তি	১৮৯
বাস্তব অধীনে শিক্ষণের পুনরাবিত্তি এবং সারভিক্ষণের	
মহত্ব প্রদর্শন পূর্ণ	১৯০
১৭১৪।—বাস্তব পরাজয় এবং কারাগার	১৯১
বিব্রিত বাস্তব প্রাপ্তি	১৯৩
বাস্তব কর্মমত সমূহ সকলে গ্রহণ করিয়াছে বটে ; কিন্তু	
সংসার প্রাপ্তি প্রতি কেহই সম্মান প্রদর্শন করে না	১৯৩

বিবরণ

পৃষ্ঠা

৬শ্রাব মৃত্যুতে শিখনিগের প্রতি বোর অত্যাচার এবং
তাৎক্ষণিক নিষ্করসাধ
সংক্রান্ত বর্ণনা ; মানক, উম্মার মান, ওজ্জ্বল, হর গোবিন্দ,
এবং গোবিন্দ সিং

১২৪

১২৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

শিখনিগের স্বাধীন রাজ্য ।

১৭১৩—১৭৫৭ ।

১৭১৩—১৭৩৮ —মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি ; দিল্লির দা

নয়াদ্বীপ প্রভৃতি জাতি

১২৬

মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনে শিখনিগের পুনরাবিস্কাষ

১২৭

দুঃ কষ্টবিশ্রাম বলে শিখনিগের একতা-বন্ধন

১২৮

১৭৩৮—১৭৩৯ —শিখনিগের লুণ্ঠনকারীক গুল পৃষ্ঠি

১২৯

১৭৪৫ —ইরানতী নদীতীরে দিল্লিওরাল নামক স্থানে শিখ-
নিগের দুর্গ নিৰ্ম্মাণ ; কিন্তু পরিশেষে তাৎক্ষণিক ইতস্ততঃ
প্রস্থান

১৩০

১৭৪৭—১৭৪৮ —আবদুল সার এবং বার জারত আক্রমণ

১৩১

১৭৪৮ মৃত্যুকের মার্ক মান —সাবহিন্দ হইতে আবদুল সার

প্রস্থান ; শিখগণ কর্তৃক আবদুল সার বিপর্যস্ত হওন

১৩২

পঞ্জাবের শাসনকারী বীর মন

১৩৩

বীর মন বিশেষ বক্তব্য সহিত শাসন-৭৩ পরিচালনা

বিষয়

পৃষ্ঠা।

- করেন; এবং কাণ্ডা ময় ও আদিবা বেগ তাহার কর-
জারী নিষ্পত্ত হন ২০৫
- শিখদিগের পুনরাবির্ভাব; জুলা সিং কর্তৃক "ডাল" বা প্রাণ-
সার সৈন্য সন্তানদের অস্তিত্ব ঘোষণা ২০৬
- ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ।—মীর ময়র নিকট শিখদিগের
পরাজয়; আমের সার সিদ্দিকের অস্তিত্ব; আমের
সার সহিত মীর ময়র সন্ধিহাপন ২০৭
- ১৭৬৩—৬১ —মুলতানের শাসনকর্ত্ত হস্তস্থলিত হওয়ার সভ্য-
নার, বিদ্রোহ সহিত ময়র যুদ্ধ; মীর ময়র আমের সারকে
বীরত্ব প্রাণত্ব প্রদানে অসম্মত হন; সেই যেতু আমের
সার কর্তৃক তৃতীয় বার ভারত আক্রমণ ২০৮-৯
- ১৭৬৩ খৃঃ এপ্রিল মাস।—আবদুলীর লাহোর আক্রমণ ২০৮
- ১৭৬৩।—আবদুলী কর্তৃক মীর ময়র পরাজয়; কিন্তু মীর
ময়রকে পরাজয়ের শাসন কর্তৃক প্রদান; শিখদিগের শক্তি-
সামর্থ্য বৃদ্ধি ২০৯
- আদিবা বেগের নিকট শিখদিগের পরাজয়; আদিবা
বেগের সহিত শিখদিগের সন্ধি ২০৯-১০
- মুহম্মদ আলীর জুলা সিং ২১০
- ১৭৬৩ খৃঃ শেষভাগ।—মীর ময়র মৃত্যু; লাহোর পুনরায় বিদ্রো-
হসম্পাদিত হইল ২১০-১১
- ১৭৬৩-১৭৬৭।—চতুর্থ বার আমের সার ভারত আক্রমণ;
ময়রায় তাইমুরের পরাজয়ের শাসনকর্ত্ত্বক সালিমুল্লাহর
বিদ্রোহ সৈন্যের সেনাপতিত্ব লাভ ২১১
- অবশেষে হইতে তাইমুরকর্ত্ত্বক শিখদিগের বিজয়িত্ব প্রাপ্ত ২১১-১২

বিবরণ

পৃষ্ঠা :

- ১৭৫৬-১৭৫৮ :— বিত্ত পরিদর্শনে আকস্মিকত্বের প্রকাশ ; শিখ-
 দিগের লালোচন অধিকার এবং তাহারের সুশাসন আদর্শ ২১২
- ১৭৫৮ :— দিল্লীতে মহারাজগিরি ২১৩
- আকস্মিকত্বের বিরুদ্ধে আদর্শ : বেগ কর্তৃক হারচাঁচীনিবন্ধ
 নিকট সাহায্য প্রদান ২১৩-১৪
- ১৭৫৮ হ: মে মাস :— লাহোরের কাশ্মীর আগমন : এক আদর্শ
 বেগের পক্ষাঘাত : শাসনকর্তৃক প্রদান ২১৪
- ১৭৫৮ হ: মে মাস :— আদর্শ বেগের মৃত্যু ২১৫-১
- ১৭৫৮-১৭৬১ :— অসম সাহ পঞ্চম বার ভারত আক্রমণ ২১৫
- ১৭৬১ : আকস্মিকত্ব কর্তৃক দিল্লী অধিকার : মাহারাজগিরি
 কর্তৃক দিল্লীর পুনরুদ্ধার ২১৫-১৬
- ১৭৬১ হ: ৭ই ফেব্রুয়ারী :— পাশ্চাত্য যুদ্ধে মহারাজগিরিদিগের
 সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বীকার : উত্তর ভারত হইতে মহারাজগিরি-
 গণের পলাতন ২১৬
- রাজ্য শিখদিগের অপ্রতিহত প্রতি ২১৭
- ১৭৬১-১৭৬২ :— ছুড়ত সিং কর্তৃক হুজুরানওয়ারীর উদ্ধার মানন
 এবং লাহোরের হুজুরানওয়ারীর অধিকার হওন ২১৮
- অসমতে শিখদিগের সন্ত্রাসন : এবং শত্রু সলীর উদ্ধার
 ভারত প্রদেশ সন্ত্রাস প্রুঠন ২১৮-১৯
- বই বার আবেদ সাহ ভারত আক্রমণ ২১৯
- ১৭৬২ হ: ফেব্রুয়ারী :— "বাসু বর" বা লুধিয়ানার সন্ত্রাসে শিখ-
 দিগের সাহায্যিক পলাতন ২১৯-২০
- পাতিয়ালায় আদর্শ সিং ২২০
- লাহোরের শাসনকর্তা কামালী মন ২২০

বিষয়

পৃষ্ঠা।

১৭৯২ খৃঃ শেখর ভারত।—সামান্য অজ্ঞাতারের পর, আমের দা আবদুল্লাহ প্রকাশ	২২০-২১
শিখবিশেষের ললপুটি ও বলবদ্ধি ; কাগজ লুপ্ত	২২১
১৭৯৩ খৃঃ ডিসেম্বর।—সারহিন্দের সত্রিকটে আফগানবিশেষের পরাজয়	২২১-২২
সারহিন্দ অধিকার এবং লুপ্ত ; ৩-প্রদেশে শিখবিশেষের দ্বারী অধিকার	২২২
১৭৯৪ খৃঃ—দিল্লীকর্তৃক গুরুতলুৎ দখল হওয়ার, গুরুতলুৎ সাধনে উক্ত "খান" দিল্লীকে শিখবিশেষের সাহায্য প্রদান	২২২-২৩
আমের দা আবদুল্লাহ সপ্তম বার ভারত স্বাক্ষর, এবং কনজিবিশেষের কর্তব্য প্রদান ; শিখবিশেষের লাহোর অধিকার	২২৩
অনুভবের শিখবিশেষের সভাধবেশন,—শিখবিশেষের শাসক সম্প্রদায় সংগঠন	২২৪
শিখবিশেষের রাজনৈতিক প্রথা বা সম্প্রদায় ;	২২৪-২৫
শিখবিশেষের দৈনিক শাসন-সুসজ্জী সন্ধিবদ্ধ জাহাজী প্রথা	২২৫
১৭৯৫ খৃঃ—শিখবিশেষের "গুরুমাটা" বা প্রদান প্রদান ব্যক্তিবিশেষের সম্মিলন	২২৬
শিখবিশেষের এই প্রথা কোন দ্বারী নিয়ম-প্রণালী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে ; গুরুতলুৎ অসম্পূর্ণ এবং কনজিবিশেষের	২২৬
শিখবিশেষের "মিছিল" নামক সম্মিলন	২২৬
"মিছিল" সমূহের নাম এবং উৎপত্তি বিবরণ	২২৭
"মিছিল" বা মিত্র-সম্প্রদায় সমূহের আণেখিক কনজা- প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠা লাভ	২২৭
"মিছিল" আদির অধিকার	২২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিখদিগের মোট সৈন্য সংখ্যা; এবং "মিছিল" সংক্রান্ত	
পরস্পর তুলনার তাহারদের আনৈতিক শক্তি	২৩৫
"মাকানি" সংক্রান্ত	২৩৬
"মাকানি" সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিষয়ক এবং কাছা	
প্রধানীয় রীতি পদ্ধতি	২৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

শিখ জাতির দাখীন রাজ্য স্থাপন হইতে বর্ণনিত
সিংহের অভ্যুদয় এবং ইংরাজদিগের
সহিত মিত্রতা স্থাপন ।

১৭৯৫—১৮০৮-৯ ।

১৭৯৭ :—জামেন দার শেখ বার স্ত্রীত আসমানে শিখদিগের উদ্ভবনা বৃদ্ধি এবং তাহারদিগের উদ্যোগ	২৪০
পতিয়াগার উদ্যোগ সিং, এবং কটোচের রাজপুত সামন্তের আবদালির অধীনে সেমাপতি গ্রহণ	২৪১
জামেন দার প্রত্যাহ	২৪১-৪২
১৭৯৮ :—শিখগণ কর্তৃক রোটার বা রোহিতক অধিকার	২৪২
শিখগণ কর্তৃক গজাবের নিয়ন্ত্রণ সময়ভুক্তিমি লুণ্ঠন ; —ভাওয়ালপুরের সহিত শিখদিগের সন্ধি	২৪২-৪৩
কান্দীর আক্রমণে শিখদিগের উদ্যোগ	২৪৩
১৭৯৯ :—বহুলা এক বহুলায় জয়বন্দী হানে শিখগণ কর্তৃক মাঝি- হুদায়ীয়ায় নিধতি	

বিষয়	পৃষ্ঠা।
"ভাৰী" বিধিগণের কাঁদা সিংহের প্রতিষ্ঠা লাভ	২৪৪
কাতর অধিকার	২৪৪-৪৫
১৭৭২।—মূলভান অধিকার	২৪৫
১৭৭৪।—কর নিং কাবির কঠক কাঁদা সিংহের শ্রাণ সংহার	২৪৫-৪৬
কর নিং কাবির এবং জুনা নিং কুলানের আক্রমণে	
হুজুর জাতীর জুনা সিংহের পলায়ন	২৪৬
"কাবির" মিউন কঠক কাঁদা অধিকার	২৪৬-২৭
১৭৭৬।—কাবুর জাইয়র সা কঠক মূলভানের পুনরুদ্ধার সাধন	২৪৭
১৭৭৩।—জাইয়র মার মুহা, জাহার হুজুরে শিখরণ কঠক	
আটক পর্যন্ত বিস্তৃত পলায়ের উত্তর বিভাগ অধিকার	"
১৭৭৮—৭৮।—হরিমানর "কাকির" মন্ত্রণায়ের আশ্রিত্য	২৪৭-৪৮
১৭৭৯—৮০।—"মলোয়া" শিখদিগের বিরুদ্ধে বাহাদুর নৈস্তের	
কৃষ্ণাভিযান—আংশিক জয়লাভ	২৪৮
১৭৮১। পণ্ডিতালার অমর সিংহের হুজুর	২৪৮-৪৯
১৭৭৬।—নাভিন উকোনার গুর আবিতা খাঁ; জাহার মন্ত্রিত্ব	
মারুর মন্ত্রণার শিখদিগের কঠক সাংঘাত্য দান	২৪৯
১৭৮১—৮৫।—বাহেব সিং ব্রোড়া নিংখিয়ার অধিনায়কত্বে	
গোবিন্দগু এবং মোরায়ে শিখদিগের অভিযান	২৫০-৫০
১৭৮৫।—বিরাজে শিখদিগের পরাজয়	২৫০
জিলালের পাকদেশস্থিত দাখলুত অধিকৃত রাজ্যগুলির	
কর-রাজ্য মধ্যে পরিমণিত করণ	২৫০-৫১
১৭৮৫-৮৫।—কর নিংহু কাবির প্রতিষ্ঠা লাভ	২৫১
বাহা নিং জুকারচাকির অত্যাচার	২৫১-৫২
১৭৮৫-৮৬।—কাবির মন্ত্রণায়ের আক্রমণ	২৫২

বিধ	মূল্য
হজরত জুনা সিংহের রাজ্য প্রতিষ্ঠা ; বটেশ্বর মন্দির টাকাকৈ কাঠড়া প্রত্যর্পণ	২৪২-৪৩
১৭৮৪-৯২ ।—শিবজীতির মধ্যে বাহা সিংহের প্রতিষ্ঠা লাভ	"
১৭৯২ ।—বাহা সিংহের মৃত্যু	"
১৭৯৩ ।—স্বা আমানের কাকুল-সিংহাসন প্রতিষ্ঠা	২৪৩
১৭৯১-৯৬ ।—আমানের উদার এবং রোহিণীকর্ণ কর্তৃক স্বা দাম্পত্যের ভারত আক্রমণের অন্ত আত্মবল	২৪৩-৪৪
১৭৯৭ ।—স্বা আমানের লাহোর আগমন	২৪৪
১৭৯৮-৯৯ ।—স্বা দ্বিতীয় বার লাহোর আক্রমণ	২৪৪-৪৫
১৭৯৯ ।—রবজিৎ সিংহের অত্যাচার আক্রমণ সম্রাটের নিকট হইতে রবজিৎ সিংহের লাহোর প্রাপ্তি	২৪৪-৪৫
১৭৮৫ ।—উত্তর ভারতে মহারাষ্ট্রী বনিগের কমতা শিবনিগের সহিত নিকিতার সন্ধি স্থাপন	২৪৫-৪৭
১৭৮৮ ।—গেলাস কানির কর্তৃক স্বা আমানের চক্কর-পাটন সিদ্ধিলা কর্তৃক দিল্লী অধিকার এবং শিবনিগের কমতা হ্রাস	২৪৫
১৭৯৭ ।—জেনারেল পেরণ ; উত্তর ভারতে পেরণ কর্তৃক সিদ্ধি- দায় প্রতিনিষিদ্ধ লাভ	২৪৬-৪৭
সিদ্ধিলা এবং পেরণের অভিসন্ধি ; হোলকার এবং জর্জ টমাস কর্তৃক টোমাসের মরণ ব্যর্থ	২৪৬
১৭৯৮ ।—জর্জ টমাস কর্তৃক দিল্লী অধিকার	২৪৬-৪৭
১৭৯৯ ।—শিবনিগের সহিত টমাসের যুদ্ধ	২৪৭
১৮০০ ।—সুবিদ্যা অধিকার টমাসের রাজ্য —মারবেস সিং জ্যোতি কর্তৃক বাহা প্রতিষ্ঠা	২৪৭-৪৮

বিষয়

পৃষ্ঠা।

হাতিতে টমাসের প্রস্থান ; পরিশেষে তৎকর্তৃক দিল্লীর
ময়িকটস্থ সাকিনন অধিকার

২৬২

১৬০১।—পেরণের প্রত্যাহে টমাসের উপেক্ষা প্রকাশন, পরিশেষে

তথ্যবিষয়ে টমাসের আশ্রয় ধারণ

২৬২-৬৩

১৬০২।—পেরণের নিকট টমাসের আশ্রয় সম্বন্ধে

১৬০২-৩।—পেরণের অধিকারকে সার্বভৌম শিবদিগের মধ্যে

মহারাত্রীপণের প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠা

২৬৩

কর্ণজিং সিংহের সহিত পেরণের সন্ধি

২৬৩-৬৪

সিদ্ধির আশ্রয়ে শান্তি উৎস

২৬৪

১৬০৩।—ইংরাজদিগের নিকট পেরণের পলায়ন ; ইংরাজদের

সহিত মহারাত্রীপণের আত্মকালীন মুক্ত শিবদিগের সহিত

ইংরাজ আত্মকালীন পলায়ন

২৬৪-৬৫

১৬০৪-১৭।—বান্দ্য প্রভৃতিতে মুক্ত বান্দ্য প্রভৃতি বান্দ্য প্রভৃতি

সহিত মহারাত্রীপণের ইংরাজ বান্দ্য প্রভৃতি অবস্থিতি

২৬৫

১৬০৫।—কর্নাটক এবং উমিটাক

২৬৫-৬৬

১৬০৬।—শিবদিগের আশ্রয়ে পেরণের অধিকার রক্ষা করে

কর্ণজিং সিংহের চেষ্টা

২৬৬

১৬০৭।—মহারাত্রীপণের বিষয়ে শিবদিগের কর্তৃক ইংরাজের

সাহায্য প্রার্থনা

২৬৬-৬৭

শিবদিগের সহিত ইংরাজদিগের প্রথম ধারণা

২৬৭

কর্ণজিং সিংহ ; পরিত্রাণক কর্তব্য

২৬৭-৬৮

১৬০৮।—দিল্লীতে শিবদিগের কর্তৃক লুণ্ঠ লোকের দ্বারা প্রাপ্ত হওন

মহারাত্রীপণের শিবদিগের কর্তৃক ইংরাজদিগের অধীনতা

২৬৮

বীকার ; প্রথম এবং দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়

২৬৮-৬৯

বিবরণ

পৃষ্ঠা

মহারাজারজিগের নামক শৃঙ্খল হইতে সা. আলমের

মুক্তিলাভ

২৩৯

১৮০৪—৫।—হোলকারের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ

২৪০-৭০

ইংরাজ পক্ষে অবিকার্য শিখের বোম্বাদান, এবং রণনৈপুণ্য

প্রদর্শন

২৭০

১৮০৫—শতক্ৰ. অতিমুখে হোলকারের এহান পাতিয়ালায়

হোলকারের বিজ্ঞান

২৭০-৭১

অমৃতসরে তাঁহার অবস্থিতি; রণজিৎ সিংহের সহিত

মিত্রতা স্থাপনে তাঁহার অক্ষমতা

২৭১

১৮০৫—৬।—ইংরাজদিগের সহিত হোলকারের মিত্রতা স্থাপন,

এক দাফিনাতা দ্বারা

২৭১-৭২

১৮০৬—৮।—সারহিন্দে শিবগণ কর্তৃক ইংরাজদিগের সহিত

মিত্রতা স্থাপন

২৭২

১৮০৭—রণজিৎ সিং এক কতে সিং আলহুওয়ালিয়ার সহিত

স্বাক্ষরি সন্ধি প্রস্তাব

২৭২-৭৩

কটোচের সংসার চাঁদের প্রস্তাবে ইংরাজদিগের সম্মতি

প্রাপন

২৭৩

সারহিন্দে শিবগণ সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের অধীন, এবং

ইংরাজদিগের আজারে রক্ষিত,—সর্ব প্রকারে সেইরূপ

ধারণা

২৭৩-৭৪

—কিন্তু তাহাদের সহিত সন্ধির সর্ব বিষয়ে ঘোষণা প্রেরণ

কৃত হয় নাই; কিংবা প্রচলিত মিয়নে তাঁহারা ইংরাজ

বিবেক অধীন

২৭৪

পাতিয়ালায় সারহিন্দে কর্তৃত্ব স্থাপন

২৭৫

বিবরণ

পৃষ্ঠা।

- ১৮০৩—৪।—রূপজিৎ সিং কর্তৃক সাংসার চাঁদের কন্যতা পারীকতা
প্রদেলে সৌম্যবন্ধ হইল ২৭৬
- সুখাধিপের সহিত সাংসার চাঁদের বিবাহ ২৭৬-৭৭
- ১৮০৫—১৮০৬।—সাঁ আমল কর্তৃক সাংসার চাঁদের রাজ্যচ্যুতি
এবং হুসাইন মল্লিকের বন হুস ২৭৬
- ১৮০৫।—সেই সুযোগে পলায়ে গিয়া পশ্চিম প্রদেশে রূপজিৎ-
সিংহের বান্ধা ২৭৬
- হোসাইনের আগমনে রূপজিৎ সিংহের উত্তরাভিমুখে
আগমন : শিবসিংহের "জয়হাট" বা জাতীয় সমিতির
অধিবেশন ২৭৬
- কিন্তু শিবসিংহের সে প্রথাও গৌরবীর্ণতা বিহীন এবং
অপকৃত্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান হইল ২৭৬-৭৭
- অবশেষে রূপজিৎ সিং চাঁদের মৃত্যু সর্বপ্রান্তে হইল
উল্লেখ : সকলেই তাঁহারই আশাধীন হইল ২৭৬
- ১৮০৬।—সারসিংহের শিবসিংহের কার্য কলাপে রূপজিৎ সিংহের
বাধা প্রদান ২৭৬
- ১৮০৬।—রূপজিৎ সিং কর্তৃক সুবিধা অধিকার ; পাতিয়ালা
হইতে রূপজিৎ সিংহের নিকট উপরোধক প্রেরণ ২৭৬-৭৭
- ১৮০৭।—সাংসার চাঁদ এবং সুখাধিপ ২৭৭
- সাংসার চাঁদ এবং তাঁহার সাহায্যকারী নানাপ্রকার
সাহসের সহিত উত্তরাভিমুখে পলায়ন ২৭৭
- সুখাধিপ কর্তৃক কাছড়া অধিকার ২৭৭-৮০
- ১৮০৭।—রূপজিৎ সিং কর্তৃক কাছড়ার পঠান শাসন-কর্তার
নিবাসস্থান ২৭৮

বিষয়

পৃষ্ঠা।

—আংশিকরূপে মূলতাম অধিকার

২৮১-৮২

১০০৭।—রূপজিৎ সিংহের অধীনে মোকুমা টাঙ্গের কার্য গ্রহণ

২৮২

১০০৮।—রূপজিৎ সিংহের দ্বিতীয় বার শতক্র অভিযান

২৮৩

—হাজিগুলা সন্তোদারের শাসনকর্তার দ্বারা আক্রমণের

অন্ত রূপজিৎ সিংহের প্রত্যাবর্তন; রূপজিৎ সিংহের গুরে

ভীত হারহিনের সামন্তগণ

২৮৪-৮৫

১০০৯।—সারহিনের শিখগণ কর্তৃক ইংরাজদিগের নিকট

সাহায্য প্রার্থনা

২৮৬

ইংরাজগণ স্পষ্টতঃ কোন সাহায্য প্রদানে স্বীকৃত হইলেন

না;—তাহাতে সামন্তগণ রূপজিৎ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ

করিলেন

২৮৭-৮৮

১০১০-১।—করাচী আক্রমণের কালনিক মন্তব্য উপলব্ধি

দওয়া; শিখদিগের সম্পর্কে ইংরাজ আভিযান সাহায্যপ্রতি

অবলম্বন

২৮৮

সারহিনের সামন্তগণকে ইংরাজ কর্তৃক আশ্রয় প্রদান

এবং রূপজিৎ সিংহের সহিত ইংরাজদিগের মিত্রতা

স্থাপনের চেষ্টা

২৮৯-৯০

ইংরাজ প্রতিনিধি মেইকাঙ্কের লাটবার আগমন

২৯০

বাহাদুর জমত। সামান্যতঃ হয়, সেজন্য কোন সন্ধি-সম্বন্ধ

আবদ্ধ হইতে রূপজিৎ সিংহের অসম্মতি জ্ঞাপন এবং

শতক্র পরপরে রাজ্যাধিকারে রূপজিৎ সিংহের তৃতী দ্বারা

উদ্যোগ

২৯১-৯২

১০১১।—শতক্র অভিযানে বৃটিশ সৈন্যের দ্বারা

২৯২

ইংরাজদিগের উদ্দেশ্যে করত্যায়ে সংঘত হওয়া; শতক্র

বিষয়

পৃষ্ঠা।

ডীকর উক্তর প্রবেশ সম্বন্ধে স্থপতিং নিয়মের আদিপত্র

সম্বন্ধে ইংরাজবিশেষের নির্দেশাবলি

২১২

সকি প্রত্যবে স্থপতিং নিয়মের সঙ্গতি প্রদান

২১৩

—ইংরাজবিশেষের সহিত সকি স্থপতি

২১৪

সাক্ষিহিন্দে শিখবাহাদুরের অধীনতা স্বীকারে এবং সার-

হিন্দে ইংরাজবিশেষের আশঙ্ক নিষেধে যে সকি হয়, তাহার

সঙ্গ

২১৫

ইংরাজবিশেষের আশঙ্কনাতে জাহাঙ্গীর একমাত্র অধিকারী,

সার ডেভিড অসীমজানিত কর্তৃত্ব সেই বিষয়ের প্রধান

প্রদর্শন

২১৬

আজিত রাজপুত্রের পরামর্শ সম্বন্ধ

২১৭

আশঙ্ক সংক্রান্ত সম্বন্ধে এবং ভিন্ন জাতি সংক্রান্ত

নীতি সম্বন্ধে ইংরাজবিশেষের সংশয়

২১৮

একম যে নীতি অনুসৃত হয়, সেই নীতির ভ্রমশূন্যক প্রতিপ

সম্বন্ধে সার ডেভিড অসীমজানিত মঙ্গল স্বীকারোক্তি

৩০১

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

রূপজিৎ সিংহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হইতে মূলতান,
কাশ্মীর এবং পেশোয়ার অধিকার ।

১৮০১—১৮২০-২৪ ।

বিবরণ	পৃষ্ঠা ।
১৮০১—সন্ধি সন্ধেণ্ড রূপজিৎ সিংহের প্রতি ইংরাজদিগের অধিবাস	৩০৬
ইংরাজদিগের প্রতি রূপজিৎ সিংহের সন্ধেহ	৩০৭
রূপজিৎ সিংহ এবং ইংরাজদিগের পরস্পর অধিবাস ক্ষেত্রঃ বিদ্রিষ্ট হইল	৩০৭-৮
রূপজিৎ সিংহ কর্তৃক কাণ্ডা অধিকার, এবং তৎকর্তৃক বক্তৃত্তর পশ্চিম তীরে জুখানিগের অধতা সীমাবদ্ধ	৩০৯
পেশোয়ার অধিকার সম্বন্ধে জুখা এবং ইংরাজদিগের মিলনেহ জন্ত, ইংরাজ প্রতিনিধির নিকট জুখা সেনাপতির প্রস্তাব উত্থাপন	৩১০
১৮১১—নেপাল সেনাপতিক কাখা এদনের জন্ত রূপজিৎ সিং নতরু অতিক্রম করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে রূপজিৎ সিংহের নিকট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় জ্ঞাপন	৩১১
১৮১০—শিখদিগের বিরুদ্ধে ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপনের জন্য উমার সিং খানার প্রস্তাব উত্থাপন	৩১১-১২
১৮১৪-১৫—ইংরাজ এবং জুখানিগের যুদ্ধ	৩১২
কটোচের সংসার চাঁদ, রূপজিৎ সিং এবং ইংরাজগণ	৩১২-১৩
১৮১৬-১৭—আফগানিস্থান হইতে লাহোর অধিকার	৩১৩

বিবরণ

পৃষ্ঠা।

রূপজিৎ সিংহের অধিবাস ওয়্য মন্তব্য	৩১৪
১৮১০।—সা হুজার সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ হইল বটে ; কিন্তু কোন কল্যাণকর বিষয় হয় নাই	৩১৫
রূপজিৎ সিংহের মূলতান আক্রমণ এবং কুতকাবিতা লাভে পরাভূত	৩১৬-১৩
মূলতান আক্রমণের জন্য হৈরাজিগিরের সাহায্য প্রার্থনা	৩১৬
১৮১০-১১।—সা হুজা কর্তৃক পেশোয়ার এবং মূলতান আক্রমণ এবং কাশ্মীরে তাঁহাৎ কারাবণ্ড	৩১৭-১৮
১৮১১।—সা হুজার সহিত রূপজিৎ সিংহের সাক্ষাৎ	৩১৯
অল্প সা আশাবাদের সাহায্যে কলকাতা বিশ্রাম	৩২০
১৮১২।—সা হুজার পাসিফিকগের সাহায্যে প্রদান	৩২০-২১
সা হুজার নামে মহারাজের স্বার্থ-সাধন	৩২১
কাবুলের উজীর সন্ত হাঁদ সহিত রূপজিৎ সিংহের সাক্ষাৎ	৩২১-২২
—কতে হাঁদ মহারাজার উজীরের কাশ্মীর আক্রমণ	৩২২
১৮১৩।—কতে হাঁদ ফৌজলক্রেমে নিখোজাত প্রত্যাবর্ত ; কতে হাঁদ কর্তৃক মেঘন অধিকার	৩২২-২৩
রূপজিৎ সিংহের আটক অধিকার ; রূপজিৎ সিংহের সহিত সা হুজার সন্ধি	৩২৩
মোক্তার চাঁদের সিকট কাবুলের উজীরের পরাজয় বীকার	৩২৩-২৪
১৮১৩-১৪।—রূপজিৎ সিংহের “কোহিমুর” বীচক লাভ	৩২৪
—সা হুজার সাহায্যের ক্ষত রূপজিৎ সিংহের অধীকার	
রূপজিৎ সিংহের সিন্ধু নদ অধিমুখ পমন	৩২৪-২৫
সা হুজার ভারত বিপর্যয়	৩২৫

বিষয়

পৃষ্ঠা

- ১৮১৪।—সাঁ হুকার পরিবারগণের সাহায্য হইতে মুখিয়ানার
পলায়ন
সাঁ হুকার ক্রীড়ারত্রে পলায়ন ৩২৫-২৬
- ১৮১৫-১৬।—কান্দীর অধিকারে সাঁ হুকার অক্ষমতা এবং মুখি-
য়ানার প্রস্থান ৩২৬
- ১৮১৫।—কান্দীর অধিকারে রণজিৎ সিংহের চেষ্টা, কিন্তু তাহার
পরাজিত হইয়া উহার প্রত্যাবর্তন ৩২৭
- ১৮১৫-১৬।—পার্বত্য প্রদেশের জিন্ন জিন্ন নরপতিগণের এবং
সিদ্ধুর সন্নিকটবর্তী বহু রাজ্যের রণজিৎ সিংহের নিকট
বরীমতা স্বীকার ৩২৯
- ১৮১৬।—রণজিৎ সিং কর্তৃক মুগডান অধিকার ৩৩০
- কান্দীর আর্মির নগে খাঁর নিকল সাধন ৩৩১
- মাসুদ আলির কর্তৃক সাঁ আইবুরের সিংহাসন প্রাপ্তি ঘোষণা ৩৩১
- রণজিৎ সিংহের পেশোয়ার আক্রমণ ৩৩১-৩২
- জৈদান দান খাঁকে পেশোয়ার অর্পণ ৩৩২
- রণজিৎ সিংহের কান্দীর আক্রমণের ব্যর্থতা ৩৩২-৩৩
- ১৮১৬।—ইংরাজসৈন্য সহিত তর্ক-বিতর্কে রণজিৎ সিং কান্দীর
আক্রমণ ত্রিভুজের নিষিদ্ধ পরিভ্রাম ৩৩৩
- রণজিৎ সিং কর্তৃক কান্দীর অধিকার ৩৩৪
- এবং তাহার সাহায্য প্রাপ্তকৃত করণ ৩৩৫
- ১৮১৬-১৭।—রণজিৎ সিং কর্তৃক ডেহলীতে অধিকার এবং
তাহার সাহায্য প্রাপ্তকৃত করণ ৩৩৬
- ১৮১৭-১৮।—মাসুদ আলির খাঁর পেশোয়ার অধিকারের
ফলস্বরূপ ৩৩৭

বিবরণ

পৃষ্ঠা।

- ১৮২২।—রূপজিৎ সিং কর্তৃক সেই স্থানের রাজস্ব কাবীকরণ,
এবং রাজস্ব গ্রহণ ৩৬৮
- কিছু রূপজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য নামে ইংরাজদিগের
বাক্য প্রদান, ওয়ার্লিন নামক স্থানের স্বত্ব-স্বামিত্ব লইয়া
বক্তার সহিত বাক-বিবাদাদি; এবং ওয়ার্লিৎ ইংরাজদিগের
সহিত রূপজিৎ সিংহের ডাক বিতর্ক ৩৬৮-৩৬৯
- ১৮২৩।—বিবিধ পেশাদার আক্রমণ ৩৬৯
- নোশেরার হুজ ৩৬৯-৩৭০
- পেশাদার অভিযাত্রা ৩৭০
- এবং ইহার ফলস্বরূপ পেশাদার প্রদান ৩৭০-৩৭১
- মহাশয় শাজীম বীর মৃত্যু ৩৭১
- ১৮২৩—২৪।—রূপজিৎ সিংহের মিত্রদেপে পদন ৩৭২
- ১৮২৪।—কটৌচের মঙ্গলার টানের মৃত্যু ৩৭৩
- রূপজিৎ সিংহের অপ্রতিভত কমতা ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা;
অধিকাংশ রাজা বিজয় ৩৭৪
- ১৮২৪—২৫।—বিবিধ কারিগরগণ। সা মুজা কর্তৃক শিকার-
পূর এবং পেশাদার আক্রমণ ৩৭৫
- ১৮২৫।—সার মুজার সুবিধানের আগমন ৩৭৬
- সা আমান কর্তৃক উৎপাদনসমূহ এবং সুবিধানের সা
স্বাস্থ্যের অবস্থান ৩৭৬-৩৭৭
- ১৮২৬—২৭।—মালপুরের ভূতপূর্ব রাজা আলা সাহেব ৩৭৭
- সা আমানের পুত্রের সহিত আলা সাহেবের জজনা-কল্যাণ ৩৭৭-৩৭৮
- ১৮২৬—২৭।—মালপুরের ভূতপূর্ব রাজা কর্তৃক ইংরাজদিগের
স্বাস্থ্য প্রদানে রূপজিৎ সিংহের দাননিক উদ্দেশ্য বৃত্তি ৩৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১৮২০।—পঞ্জাব পরিব্রাজক যন্ত্রকোট	৩৭১
রক্ষিত সিংহের শাসন-ব্যবস্থা; নিখিলেশ্বর তদ্বিহারক	
হিসাবে জাহাজ পত্তি-সামগ্রী	৩৪০
শিখ সৈন্ত	৩৫৩
১৮২২।—সংহারের ফরাসী কর্মচারী	৩৫৪-৪৫
সৈন্তদল হিসাবে শিখ সৈন্তের প্রেরণ	৩৫৫-৫৬
রাজপুত এবং পাঠানদিগের চরিত্রগত বিশেষত্ব	৩৫৬
মালভাড়া জাতি এবং জুখদিগের চরিত্রগত বিশেষত্ব	৩৫৬-৫৭
জুখজাতি এবং মুসলমানগণ ব্যতীত, হারী ও নিখিলিত	
সৈন্তদল গঠনে ভারতীয় যোদ্ধাজাতির বীতম্পূহ	৩৫৭
বন্দুকধারী শিখ অথবা হারী সৈন্ত	৩৫৭-৫৮
১৮২৩।—করাচীর কর্তৃক শিখ সৈন্তের বিশেষত্ব উপলব্ধি	৩৫৮
১৮২৫।—মালভাড়া কর্তৃক শিখ সৈন্তের বিশেষত্ব উপলব্ধি	৩৫৮-৫৯
১৮২০।—মার ডেভিড অক্টোবরলোনি কর্তৃক শিখ সৈন্তের বিশেষত্ব	৩৫৯
ইংরাজ এবং অপরাপর জাতির জাতীয় অস্ত্র-শস্ত্র; ইংরাজ	
জাতির বিজয় লাভের ফলে, গোলন্দাজ সৈন্তের বিশেষত্ব	
ভারতবাসী কর্তৃক উপলব্ধি	৩৫৯-৬০
সৈন্তদলের মধ্যে সুনিয়ম এবং সুশৃঙ্খলা প্রাপ্তির জন্য	
রক্ষিত সিংহের পরিচয়	৩৬০
পঞ্জাবে রক্ষিত সিংহ-নিয়ন্ত্রক হারী পদাতিক ও	
অথবা হারী সৈন্তদল গঠনে সমর্থ হন	৩৬১
করাচী কর্তৃক নিয়ন্ত্রক শাসনের পূর্বে পঞ্জাবে ইউরোপীয়	
সামরিক কীর্তি-পদ্ধতি এবং সৈন্তদলের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং	
সুনিয়ম প্রাপ্তি	৩৬২

কল্যাণী কর্মচারিগণের কাছাকাছি, তথাপি বৃদ্ধজিং মিথের

পক্ষে সমস্ত কার্যকরী এবং কল্যাণী কর্মচারিগণের পক্ষে

বিশেষ সম্মানজনক ৩৬৩

বৃদ্ধজিং মিথের বিবর্ত এবং পারিবারিক সম্বন্ধ ৩৬৪

বৃদ্ধজিং মিথের পত্নী মেডার কোর এবং তাঁহার বক্তা সম্মান
কোর ৩৬৪-৩৬৫

১৮০১ — মেডার কোরের পত্নী মিথ এবং তাঁহার সন্তান কিং
কেহই কাছাকাছি বৃদ্ধজিং মিথের বিরুদ্ধে পুত্র
যজিগা স্বীকার করে না ৩৬৫

১৮০২ — মদা কোরের কন্যাশিশু এবং তাঁহার পুত্রভ্রাতৃ ৩৬৫-৩৬৬

১৮০৩ — বুজোদের গর্ভে বৃদ্ধজিং মিথের পুত্র পত্নী মিথের
জন্মগ্রহণ ৩৬৬

১৮০৪ — বৃদ্ধা মিথের পুত্র নাত নিভাস মিথ ৩৬৭

বৃদ্ধজিং মিথের ব্যক্তিগত উচ্চাঙ্গভরণ এবং তাঁহার
ক্রটি-বিদ্ভুতি। শিব ভক্তি প্রভি এই ব্যক্তিগত মোদের
আরোপ করা আছে ৩৬৮

বৃদ্ধজিং মিথের পুত্রহ ভাজন ব্যক্তিগত ৩৭০

ব্রাহ্মণ বংশীয় বংশাঙ্গ মিথ ৩৭০-৩৭১

আম্বুয় মামপুত্ৰ ৩৭১

বৃদ্ধজিং মিথের বিধাসী কর্মচারী ৩৭১-৭২

কবীর উল্লাহ উল্লাহ ৩৭২

মিথের মোহান মদ; মদ মিথ নাভোয়া ৩৭২-৭৩

মদে মিথ আলেক্সান্দ্রিয়া; মদা মিথ যজিগা ৩৭৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু, জাঙ্গীর এবং পেশওয়ার অধিকার
 ইহাতে রক্ষা সিংহের বৃত্ত।

১৮২৪—১৮৩১।

বিষয়:

পৃষ্ঠা।

১৮২৩ ইংল্যান্ডের গার ইংল্যান্ডের অবস্থা পরিবর্তনের	
মৃত্যু, জাঙ্গীর এবং পেশওয়ার অধিকার	৩৭৪
১৮২৪—২৫ —বিবিধ কার্য	৩৭৫
পেশওয়ার এবং নেপাল	৩৭৫-৭৬
নিম্নোক্ত উল্লেখ্য	৩৭৬-৭৭
আলবার্টের মৃত্যুর পরে মানস ফতে সিং	৩৭৭
১৮২৬ —রক্ষা সিংহের পুত্র, এবং ইংল্যান্ড ডাক্তার	
কর্তৃক ইংল্যান্ড চিকিৎসা	৩৭৭
১৮২৭ —মৃত্যু; নবাবের জেনারেল জর্জ আর্মস্ট্রং	৩৭৮
ইতিশ-নবাবের মৃত্যুর পরে কাশ্মীর নিকটস্থ অঞ্চ	
মৃত্যুর ইংল্যান্ড প্রতিনিধি কামেন্ড ওয়েড	৩৭৯
মৃত্যু মৃত্যুর ইতিহাস পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে বর্ণনা	
বিবরণ উল্লেখ্য	৩৮১
আলবার্ট, ওয়াশিংটন, মিলওয়ান পুত্র	৩৮২
১৮২০—২১ —বীরান সিং, অর্থাৎ জাহাঙ্গীর পুত্র ও জাহাঙ্গীর	
অভ্যাস	৩৮২-৮৩
মৃত্যুর চারের পরিবার অর্থাৎ বীরান সিংহের বিবাহ অর্থাৎ	৩৮৩
মৃত্যুর চারের বিবাহ পুত্র এবং পুত্রের পলায়ন	

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১৮২১।—ইরান সিংহের বিবাহ	৩৮৩-৮৪
১৮২৭।—সৈয়দ মহম্মদ সা রাজার অবিনাশকণ্ঠে পেশোয়ারের বিজ্ঞোহানিল	৩৮৪
সৈয়দ মহম্মদের জীবনকৃত্য	৩৮৪-৮৫
সৈয়দের ধর্মশ্রুতি প্রচার	৩৮৫
সৈয়দের জীবনকৃত্য	৩৮৬
রাজপুতনা এবং সিদ্ধদেশের মধ্যে নিরা কান্দাহার এবং পেশোয়ার সম্রাট সৈয়দের পরিভ্রমণ	৩৮৭
ধর্মযুদ্ধে ইউরোপীয়দেরকে আহ্বান	৩৮৮
আকোদা নামক স্থানে শিবদিগের দ্বিকট সৈয়দ আমেদের পরাজয় স্বীকার	৩৮৯
১৮২৯।—সৈয়দ মহম্মদের দ্বিকট ইরান সাম্রাজ্যের পরাজয়; এই যুদ্ধে ইরান সাম্রাজ্যের প্রাণ হান	৩৮৯-৯০
১৮৩০।—সৈয়দ আমেদ সার দ্বিকট অতিক্রম	৩৯০
সৈয়দ আমেদ পলায়ন করিতে বাধ্য হন : কিন্তু মুলতানের মহম্মদ পুর্বে আক্রমণ করিয়া আমেদ তাঁহাকে পরাজিত করেন ; আমেদ কর্তৃক পেশোয়ার অধিকার	৩৯১
সৈয়দের প্রত্যা-প্রত্যাব প্রাণ	৩৯২
সৈয়দের পেশোয়ার পরিত্যাগ	৩৯২-৯৩
১৮৩১।—পরিণেবে সৈয়দ আমেদের কন্যার অভিযুক্ত গমন ; শিবসৈন্য কর্তৃক আমেদের পরাজয় এবং আমেদের প্রাণসংহার	৩৯৩
কবজিং সিংহের সহিত বিজয় দেশের রাজপুতের বিরুদ্ধে হান্স ; কোন্টি জাতি	৩৯৩-৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
স। বাবুদ	৩২৫
গোয়ালপুরের বাইজী বাই	৩২৪-২৫
রূপ জাতি এবং ইংরাজ জাতি	"
সিদ্দিকুল্লাহ নবাবের-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বোর্ড	৩২৫
রূপজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব : বিভিন্ন কারণে	
উক্ত পক্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্মৃতি জ্ঞাপন	৩৫৫-২৬
কৃষ্ণের নবাবের জেনারেল এবং রূপজিৎ সিংহের পরামর্শ	
সাক্ষাৎ	৩২৬
সিদ্ধিকুল্লাহ সম্বন্ধে রূপজিৎ সিংহের উদ্বেগ	৩২৭
বাণিজ্য ব্যপদেশে সিদ্ধিকুল্লাহ বাণিজ্যপোত পরিচালনার	
ইংরেজদিগের যত্ন	৩২৮
সিদ্ধিকুল্লাহর আমীরগণের এবং শিখদিগের নিকট ইংরেজ-	
দিগের বাণিজ্য-বিষয়ক প্রস্তাব	৩২৯
রূপজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য এবং সম্বোধ	৪০০
পত্রাবের দক্ষিণাংশ হইতে রূপজিৎ সিংহ কর্তৃক "দাউদ-	
পোত্র"পত্রের বহিস্কার সাধন	৪০১
শিকারপুরে তাঁহার অধিকার স্বত্বই প্রবল বলিয়া রূপজিৎ	
সিংহের যেমন প্রচার	৪০১-২
১৮৩২।—ইংরেজদিগের দাবীকৃত বিষয়ে রূপজিৎ সিংহের স্মৃতি	
জ্ঞাপন	৪০২
—কিন্তু রূপজিৎ সিং প্রচার করিলেন, ইংরেজদিগের বাণিজ্য-	
নীতি তাঁহার রাজনৈতিক বিধি-ব্যবহার অন্তরায় স্বরূপ	৪০২-৩
১৮৩৩—৩৫।—স। হুজা কর্তৃক দ্বিতীয় বার আকবরিয়ান	
আক্রমণ	৪০৩

বিবরণ

পৃষ্ঠা।

- ১৮২৭।—ইংরাজদিগের নিকট সা হুজার কর্তৃক প্রত্যাহ উপাশন ৪০০-৪
- ১৮৩১।—সিদ্ধিরামদিগের সহিত সা হুজার সন্ধি প্রত্যাহ ৪০৪
- রূপজিৎ সিংহের সহিত সা হুজার সন্ধি স্বাক্ষরের প্রত্যাহ ৪০৪-৫
- সোমনারথের সিংহ-বার এবং সো-হত্যা ৪০৫
- ১৮৩২।—শিখপ্রতি এবং সিদ্ধিরামদিগের সহিত সা হুজার পুন-
রায় সন্ধি প্রত্যাহ উপাশন ৪০৬
- সা হুজার সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টার ইংরাজদিগের
সাহায্য প্রদানে সম্পূর্ণ উপাসিত ৪০৭
- ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া লোক মতামত দ্বী কর্তৃক ইংরাজ-
দিগের সাহায্য প্রার্থনা ৪০৮
- ১৮৩৩।—সিংহাসন অধিকারের জন্য সা হুজার যাত্রা ৪০৯
- ১৮৩৩।—সা হুজার নিকট সিদ্ধিরামদিগের পরাজয় স্বীকার ৪১০-১১
- কন্দাহারে সা হুজার পরাজয় ৪১০
- ১৮৩৪।—সা হুজার সুবিধানের প্রত্যাশবর্তন ৪১০-১১
- ১৮৩৪।—সা হুজার প্রতি রূপজিৎ সিংহের অবিধান; পেশা-
রায় পাছোং বাজোর অজ্ঞত্ব করিয়া লইয়া রূপজিৎ
সিংহের আপন কমতা বুঝি করণ ৪১১
- ১৮৩২।—৩৬।—রূপজিৎ সিং কর্তৃক হাজারা এবং ডেরাজাত
অধিকার ৪১২
- ১৮৩৩।—সংসার চাঁদের পৌরের প্রত্যাশবর্তন ৪১২-১৩
- ১৮৩৪।—৩৬।—রূপজিৎ সিং কর্তৃক কলিকাতার প্রতিনিধি প্রেরণ ৪১৩
- ১৮২১।—রূপজিৎ সিং এবং লুদাক ৪১৪
- ১৮৩৪।—৩৫।—জম্মু রাজস্ব কর্তৃক লুদাক অধিকার ৪১৪
- ১৮৩৪।—৩৬।—রূপজিৎ সিং পুস্তকের শিকারপুর দাবী করেন; সিদ্ধ ৪১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিল্ডের তাঁরাও তাঁরাও বহুধা	৪১৪
সন্ধি প্রস্তাব	৪১৫
রূপজিৎ সিংহের উচ্চাভিলাষে ইংরাজদিগের অসন্তোষ বৃদ্ধি	৪১৬
ইংরাজদিগের অসন্তোষ সত্ত্বেও, রাজ্য অবিকারিত কখনা	
রূপজিৎ সিং কখনও পরিত্যাগ করেন নাই	৪১৭
১৮৩৬।—ইংরাজদিগের বাণিজ্য সংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক নীতি	৪১৮
রূপজিৎ সিং এবং সিদ্ধিওয়ান সিংহের মধ্যস্থতা অবলম্বনে	
ইংরাজদিগের ৭৫ সংকল্প	৪১৯
রূপজিৎ সিংহের প্রতি ভার প্রকাশনা না করিয়া, রূপজিৎ	
সিংহের কখনো সীমাবদ্ধ করিতে ইংরাজদিগের অস্তিত্বের	
প্রকাশ	৪২০
সিদ্ধিওয়ানসহ অষ্টাশা হইয়া উঠিল ; রূপজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে	
সিদ্ধিওয়ানদিগের অস্তিত্বের উদ্যোগ	৪২১
রূপজিৎ সিংহ ও ডাচদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমভাবে	
প্রস্তুত হইলেন :—কিন্তু ইংরাজ প্রতিনির্দিষ্ট প্রার্থনায়	
রূপজিৎ সিংহের যত্নতা বীকার	৪২১-২২
তথাপি কোন ভাবী উদ্দেশ্যে রূপজিৎ সিং রাজ্যের অধি-	
কার পরিত্যাগ করিলেন না	৪২২
পূর্বস্মৃতি ; ইংরাজ এবং ভারতবাসিন্দগ	৪২৩
১৮৩৯।—শিখদিগের আক্রমণের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য	
হুলজান মহম্মদ খাঁ কর্তৃক ইংরাজদিগের বন্ধন এক	
সাহায্য প্রার্থনা	৪২৪
১৮৪১।—কোন্ মহম্মদ কর্তৃক হুলজান মহম্মদ খাঁর পদাধি	
অনুমোদন	৪২৪-২৫

কিয়

পৃষ্ঠাঃ

- স্বাস্থ্যের জন্য তাঁত বইয়া, “স্বাস্থ্যকাম্য” নামের কর্তৃক
 পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত মজিব প্রস্তাব ৪২২
- জন্মের নী কর্তৃক পত্রকে পরিবর্তন প্রেরণ ৪২৩
- ১৮৩৪ — ইংরাজদিগের নিকট দোস্ত মহম্মদের অসীমতা স্বীকার ;
 স্বাস্থ্যকে পরামর্শিত করিয়া, দোস্ত মহম্মদ কর্তৃক ইংরাজ
 দিগের সহায়ত আশ্বাসন ; দোস্ত মহম্মদের প্রতি ইংরাজ
 দিগের বিবাস আশ্বাস ৪২৪-২৫
- পেনশনার অধিকারের জন্য দোস্ত মহম্মদের চেষ্টা ৪২৬
- ইংরাজগণের কাছাকাছি গোপনীয় করিতে অস্বীকৃত হন ৪২৮
- ১৮৩৪ — পেনশনারের উপস্থিতি সিং এবং দোস্ত মহম্মদ উভয়েই
 বুঝাই মজিব করিয়া দস্তাবেজ ৪২৯
- বুঝ না করিয়া দোস্ত মহম্মদের প্রত্যাখ্যান ৪২৯-৩০
- ১৮৩৪ — গারত সন্ত্রাসের নিকট দোস্ত মহম্মদের সাহায্য প্রার্থনা ;
 কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা বন্ধন এবং তাঁহাদিগের
 সাহায্য প্রতি দোস্ত মহম্মদ কর্তৃক স্বেচ্ছা জ্ঞান করণ ৩৩০
- কাশ্মীরের শাসনভাঙ্গন কর্তৃক ইংরাজদিগের নিকট
 সাহায্য প্রার্থনার অস্থিপ্রায় ব্যর্থ করণ ৪৩০-৩১
- রপজিং সিং কর্তৃক অসীমকে অধুরক্তনের চেষ্টা ৪৩১
- ১৮৩৫-৩৭ — আত্মীয় বুঝ করাই প্রেরণ করিয়া মনে করেন ৪৩২
- ১৮৩৭ — আমরুদের বুঝ ৪৩২
- এই বুঝে শিখদিগের পরাজয়ে এবং হরি সিংয়ের মৃত্যু
 হয় ; কিন্তু আশ্বাসন প্রত্যাখ্যান করে ৪৩২-৩৩
- পেনশনার পুনরায় কয়ে রপজিং সিংয়ের চেষ্টা ৪৩৩
- দোস্ত মহম্মদ এবং স্বাস্থ্যের সহিত রপজিং সিংয়ের মতি ৪৩৩

বিষয়

পৃষ্ঠা।

শিখ এবং আফগানিস্তানের মধ্যস্থতা অবলম্বনে ইংরাজ- সিঙ্গের সংকল্প	৪৩৪-৩৫
প্রথমতঃ কশিয়ার ভরে ভীত বলিয়া, তাঁহাদের এইরূপ প্রতিক্রিয়া	৪৩৫
জেনারেল আলাউদ্দীন কান্দাহারের ইংরাজসিঙ্গের অসহযোগিতা কৃত	৪৩৫—৩৬
ম. ও. সিংহাল সিংহের বিবাহ	৪৩৭
মার ভেনেটি সেনার লাহোর আগমন	৪৩৮
সিখসিঙ্গের মধ্যে সামরিক উপাধি-প্রদান প্রতিষ্ঠা (The South Military Order of the Star)	৪৩৮-৩৯
কলিঙ্গ সিংহের উদ্দেশ্য ; শিখ এবং অতিথিসিঙ্গের মন- কল্প বিধান	৪৩৯
ভবনেশ্বর গুরুদ্বারা	৪৪০
সিঙ্গের বাণিজ্য শোভা পরিচালনা করে ইংরাজসিঙ্গের অতিথি ; তাহাতে সা হুজাক সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংকল্পে মন্ত্রণা	৪৪২
৪৩৭-৩৮ :—সার আলেকজান্ডার বার্নেসের কাবুল গমন	৪৪৩
পারস্য এবং কশিয়ার অভিসন্ধিতে দোস্ত মহম্মদ, বোপ- দান করেন	৪৪৪-৪৫
ইংরাজসিঙ্গের ভ্রমশূলক রাজনীতি	৪৪৫-৪৬
বেঙ্গল অধিদপ্তর উপস্থিত তাহাতে কাবুল অভিসন্ধি প্রকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল	৪৪৬
৪৩৯ :—সা হুজাক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা সংকল্পে বিধি বহুবলক কার্যকলাপ	৪৪৭

বিবরণ

পৃষ্ঠা।

রূপজিৎ সিং তাহাতে প্রথম অসন্তোষ প্রকাশ করেন;	
কিছু পরিশেষে তাহাতে মনস্ত হন	৪৪১-৫০
১৮৩১।—রূপজিৎ সিংহের মহত্বের উচ্চ চূড়ার আবিষ্কার	৪৫০
রূপজিৎ সিংহের মানসিক অশান্তি এবং স্বা-ভা-উক্ত	৪৫১
রূপজিৎ সিংহের মৃত্যু	৪৫২
রূপজিৎ সিংহের প্রাতিভাযশে নিবন্ধিদের সংস্কার সাধনের	
কালে, নিবন্ধিদের রাজনৈতিক অবস্থা	৪৫৩-৫৩
বড়ো সিংহের সিংহাসনে স্থাপনের অল্প বয়সে সিংহের	
কৌশল-কাল বিস্তার	৪৫৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:—:—

মহারাজ রূপজিৎ সিংহের মৃত্যু হইতে

জোয়াহির সিংহের মৃত্যু।

১৮৩১—১৮৪৫।

১৮৩১।—শের সিংহ কর্তৃক সাহেব সিংহাসনের উচ্চতা-	
বিকাশিত হাবী	৪৫৬
কিছু নাও নিহাল সিং কর্তৃক রাজ্যের সবুজার কমতা	
প্রাপ্ত	৪৫৭-৫৭
জামুনাঙ্গণের সহিত নাও নিহাল সিংহের স্বয়ং কাল	
হারী সন্ধি স্থাপন	৪৫৭
অনুগ্রহ ভাষন প্রিয়শাল চৈৎ সিংহের জীবন সাহায্য	৪৫৮
১৮৪৫।—কাজেন ওয়েডের ওখানে বিঃ কর্তৃক প্রতিনিবন্ধ	
প্রাপ্তি	৪৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
কাকুলের ইংরাজ ঐচ্ছিক সাহায্য	১৬১
বাণিজ্য সম্পর্কে ইংরাজদিগের সহি সৎস্থাপন	১৬৩
আম-রাজগণের ক্ষয় সাধনে লাভ নিহাল সিংহের অতিসজ্জি	১৬৫
—আমনিহাল সহজে ইংরাজদিগের সহিত ডক	
সীমান্ত নাও নিহাল সিংহের বাধা প্রাপ্তি	১৬৭
মহাকাল বজ্র সিংহের মৃত্যু	১৬৮
মুন্সিফ নাও নিহাল সিংহের মৃত্যু	১৬৯
শের সিংহের সিংহাসন প্রাপ্তি	১৭০
—কিছু মৃত্যু সিংহের নিধবা পত্নী কর্তৃক পানন কর্তৃক	
প্রথম, তৃতীয় শের সিংহের পদত্যাগ	১৭০-৭১
মল্লীপ সিংহের প্রায়-দুস্তান্ত এবং সিংহাসন লাভ সম্বন্ধে	
কাহার মত-পানি	১৭২
ইংরাজদিগের তৎকালিক নিরুপেক্ষতা	১৭৩
কোন্ট মসজিদ কর্তৃক কাবুল অধিকারের চেষ্টা; কিন্তু	
ইংরাজদিগের নিকট কাহার আত্ম-সমর্পণ	১৭৩-৭৪
১৮৩১।—দীর্ঘদিন সিংহের সহকারিতার শের সিংহের দৈন্যদগের	
সাহায্য লাভ	১৭৫-৭৬
শের সিংহ কর্তৃক লাহোর আক্রমণ	১৭৬
চাঁদ কোরের মৃত্যু; সীকার; শের সিংহের লাহোর	
সংস্থাপন প্রাপ্তি	১৭৬-৭৭
“সিখানওয়াল” পরিবার	১৭৭
সৈন্যদলের উচ্চ-শক্তি; সৈন্যদল বহনে কর্তৃপক্ষীয়গণের	
অক্ষমতা	১৭৭-৭৮
শের সিংহের কন্যে তীতি সখার	১৭৮

বিষয়

পৃষ্ঠা:

দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য কৃতি ৪৭৭-৭৮

ইংরেজদের সময়ক নিষেধের নিকটতঃ; নিষেধাজ্ঞা

প্রতি ইংরাজদিগের আছিল প্রকাশ

৪৭৮

অন্ত সাহায্যে নিষেধকে বহু প্রকারে ইংরেজদিগের দৃষ্টি

প্রতিজ্ঞা

৪৭৯

সৈন্যদের অনাধি: এক দিগ্গজ ক্রমে বিদ্রিও হইল;

কিন্তু ইংরেজদিগের প্রতি সন্তোষের অবিস্ময় বহুদল

হইল। টাড়াইল

৪৮১

পত্রাবলি মধ্য দিগ্গজ ওড়কট কর্তৃক ব্রিটিশ সৈন্যদল

সময়গতনের পর নির্দেশ

৪৮২

—এই কারণে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে নিষেধ আরও উত্তে

জিত হইল

৪৮৩

সৈন্য: রাজ্যের পক্ষের অবস্থা পরিবর্তন; সৈনিকদল

এক লাহোর সংঘর্ষের মধ্যে পক্ষের সংকট বিদ্রুতি ৪৮৩-৪৪

সৈন্যদের সামগ্রিক নিষেধ-ব্যবস্থা প্রত্যাহ "খালসা"

প্রতিনিধি সম্প্রদায় গঠন

৪৮৪-৪৪

হুলগেই বাহিনীর জন্য ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন ৪৮৬

জাহাঙ্গীরের প্রতিনিধি জোরাওয়ার সিং কর্তৃক ইসকর্দে

অধিকার

৪৮৮

জোরাওয়ার সিং কর্তৃক চীন সম্রাটের রাজ্য গারো নামক

দেশে অধিকার

৪৮৯

—উৎপ্রতি ইংরাজদিগের হস্তক্ষেপ

৪৯১

লাসা হইতে প্রেরিত চীন সম্রাটের সৈন্যদের নিকট

নিষেধের পরাজয়

৪৯২

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১৮৪২. —চীন সৈন্য কর্তৃক গারো পুনরুদ্ধার	৪২০
শিবস্বাতি এবং চীন সেনাপ্রবিন্দের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপন	৪২৪
১৮৪২. —সিদ্ধান্তীকৃত প্রদেশ সমূহ অধিকারের জন্য জাম্মুরাজ- শাহের হুমকাজ্ঞা।	৪২৫
জাম্মুরাজশাহের এই অতিক্রম ইংরাজ-সীতার বিরোধী	৪২৫-৪২৬
কানুনে বিদ্রোহ আকস্মিক (১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে)	৪২৬
শিবস্বাতি এবং ইংরাজপ্রবিন্দের অধিষ্ঠান মধ্যেও শিব- স্বাতি নিকট ইংরাজপ্রবিন্দের সাহায্য প্রার্থনা	৪২৭
১৮৪২. —প্রতিশোধপরবশ সৈন্যবল	৪২৯
শাহজি স্থাপনার্থ গোলাপ সিংহকে তৎস্থানে প্রেরণ	৪৩৩
কানুনের উদ্ধার সাধন	৪৩৪
খেলনাবাদ এবং শিব-রাজ্যের সীমানা-সম্পর্কে বাদ- প্রতিবাদ	৪৩৫
শিব মন্ত্রী এবং লাহোর সিংহাসনের ভারী উত্তরাধিকারী সহিত বিরোধপূর্ণের পর্বের ফেনারেলের সাক্ষাৎ লাভ	৪৩৮
১৮৪৩. —কানুনে দোস্ত মহম্মদের পুনরাগমন	৪৩৯
শেখ সিংহের উদ্বেগ-অশান্তি	৪৩৭
সিদ্ধান্তগোষ্ঠার সন্ধিগণ এবং জাম্মুরাজশাহের মধ্যে সন্ধি স্থাপন এবং সন্ধিগণ	৪৩৮
অজিত সিং কর্তৃক শেখ সিংহের প্রাণ সংহার	৪৩৯
অজিত সিং কর্তৃক ধীরেন্দ্র সিংহের জীবন সংহার ; হীরা সিং কর্তৃক পিতার বৃত্তার প্রতিশোধ গ্রহণ	৪৩৯-৪৪০
কানুনে দোস্ত সিংহের সিংহাসন প্রাপ্তি	৪৪০
সৈন্যবলের ক্রমতা বৃদ্ধি	

বিবর	পৃষ্ঠা।
রাধা পোলাপ সিং	৫১৯
সর্দার জোয়াহির সিং	৫১৯-২০
বতে সিং হোজান	৫২০
১৮৪৪।—কালীদাস সিং এবং পোলাপদ সিংহের বিরুদ্ধে জোয়াহির সিং	৫২১
রাধা হুতেন সিংহ বর্জিক জাভুই লালের চেহী	৫২১-২২
সর্দার উত্তর সিং এবং তাই বীণ সিংহের বিরুদ্ধে	৫২৩
মুহাজিরের শমনকণার বশত! জীতান	৫২৩-২৪
১৮৪৩।—শিখদিগের বহিকার	৫২৪
১৮৪৫।—হীরা সিং বর্জিক ইংরাজদিগের প্রতি অবিশ্বাস জন- সাধারণের মনে গুণগন হওন	৫২৫-২৬
শিখলোক অধিনায়ক হনমান্ত জরু আদিত্ত কুটিল-সিপাহী দৈন্তের বিরুদ্ধে হোজান	৫২৬
মোরান নামক পক্ষী সম্মুখে ইংরাজদিগের সহিত বালাহু- বাদ এবং উর্জ-মুদ্রা	৫২৬-২৭
হুতেন সিং যে অতঃপর জগদীশ্বর সাক্ষর করিয়া রাখিয়াছিলেন, তদনুসারে সম্পর্কে ইংরাজদিগের সহিত বাক-প্রতিবাদ	৫২৭-২৮
হীরা সিং কর্তৃক, উক্ত কংসার্মপদেষ্ঠা পণ্ডিত আলার পরামর্শ গ্রহণ	৫২৯
পণ্ডিত আলার এবং পোলাপ সিং	৫৩১
পণ্ডিত আলার উল্লোপনায় শিখদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি হেতু রাণী বাতায় অনন্তোদয় বৃদ্ধি	৫৩২
হীরা সিং এবং পণ্ডিত আলার পরামর্শ; কিন্তু শিখদিগ- কর্তৃক হুইরা তাহাদের বক্তৃতা উত্তরে প্রাণ বিলাপ	৫৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
জোয়াহির সিং এবং লাল সিংহের প্রভুত্ব কথিত।	৫৩৬
১৮৭৫ — দাখু অতিথুখে শিখ-সৈন্যের গমন	৫৩৭
সেওয়াল সিংহের বক্তৃতা স্বাক্ষর এবং তাঁহার বাহোর	
আগমন	৫৩৮-৩৯
জোয়াহির সিংহের উদ্দেশ্য লক্ষ্যভেদ	৫৪০
১৮৭৬ — কলকাতার সোওয়াল মহলের নিগম সাধন	৫৪১
সোওয়াল মহলের পুর জুলদারের সেওয়াল লক্ষ প্রার্থনা	৫৪১-৪২
১৮৭৭ — জাহেজের প্রস্তাবিত সন্তে বাহা হইতে মুকদ্দার	
কর্তব্য কথন	৫৪২
সেওয়াল সিংহের সিংহাসন	৫৪৩
সেওয়াল সিংহের বক্তৃতা স্বাক্ষর, তাঁহার প্রাণ সংহার	৫৪৩-৪৪
শিখ-সৈন্যের অন্ত্যেষ্টিক্রম এবং আবিষ্কার বুদ্ধি	৫৪৫
জোয়াহির সিংহের হত্যাবুদ্ধি	৫৪৬-৪৭
সৈন্যপদকর্তৃক জোয়াহির সিংহের প্রাণ লুণ্ঠন আদ্য	
প্রত্যয় ; এবং জোয়াহির সিংহের প্রাণ লুণ্ঠন	৫৪৭
সৈন্য সম্প্রদায়ের একাধিপত্য লাভ	৫৪৭-৪৮
ইংল্যান্ডবাসিনের সহিত বুদ্ধ সত্যাবদায় লাল সিংহের উদ্দেশ্য	
পদ-লাভ এবং তেজ সিংহের সেবাপতি-পদ প্রাপ্তি	৫৪৮

নবম পরিচ্ছেদ ।

—২০১—

ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ।

১৮৪৭—৪৮ ।

বিষয়

পৃষ্ঠা।

১৮৪৭।—শিব এলা ইংরাজদিগের পরস্পর যুদ্ধ সংঘটনের বিষয়	
অনিবার্য যুদ্ধ ভারতীয় জন-সাম্রাজ্যের উৎকর্ষা	৪৪২
ইংরাজদিগের আওতা	৪৫০
শিবদিগের ভয়	৪৫৪
১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ-মাসের বিরুদ্ধাচরণে, শতজ্ঞ	
কতিপুৰে ইংরাজদিগের নৈজ্ঞ প্রেরণ	৪৫২
পেশবারের সহযোগ ইংরাজদিগের মতামত, ইংরাজগণ	
কর্তৃক পের সিংহকে সাহায্য প্রদানের অস্বীকার,—	
শিবদিগের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের উদ্বেজনা বৃদ্ধি	৪৫২-৪৬০
তাত্ত্বিক গ্রাটিন এজেন্ট কর্তৃক শিবদিগের প্রতি	
অশ্রদ্ধাভাব প্রকাশে শিবদিগের আরও উদ্বেজনা বৃদ্ধি	৪৬০
ম্যাকর ডেপুটি'র মতামত এবং উদ্বেগ; তৎকর্তৃক	
প্রকাশভাবে শিবদিগের অসন্তোষমূলক কার্যকলাপ	
সংশয় হওন	৪৬০-৬৪
ম্যাকর ডেপুটি'র কার্যকলাপে শিবদিগের সহিত অবস্থা	
জাতীয় সূক্তের পূর্ণাভাব জ্ঞাপন	৪৬৪
সার চার্লস সেপিয়ারের কার্যকলাপ, শিবগণ কর্তৃক	
অনিবার্য যুদ্ধের প্রকৃত প্রমাণ বরণ প্রেরণ	৪৬৫-৬৬
পরবর্ত্তের নামভঙ্গন বা প্রবাল প্রবাল কনভাঙ্গন ব্যক্তিগণ	
কর্তৃক আপ-আপন উদ্বেগ সাধারণ জনসাধারণকে নিবৃত্ত করণ	৪৬৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা :
শিখসৈন্তের নিধন-সাধন উদ্দেশ্যে লাহোর কংগ্রেস	
কর্তৃক ইংরাজের বিরুদ্ধে শিখদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি	৫৭০
শিখসম্মত কর্তৃক শত্রেয় আতিক্রম	৫৭২
—এবং সত্রেয় এই দুইয়ের অস্ত ইংরাজসম্মত সম্পূর্ণ দোষ	৫৭৩
এখনও ইংরাজসম্মত কর্তৃক শিখদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ	৫৭৪
ইংরাজদিগের অসহায় অবস্থা	৫৭৫
শিখদিগকে বহু প্রদানের অস্ত ইংরাজগণের আশ্রয়	৫৭৬
শিখদিগের সৈন্য সংখ্যা	৫৭৭
শিখসম্মত কর্তৃক হিরোজপুর আক্রমণের সম্ভাবনা, কিন্তু মেনাপাতিগণের বড়বজ্রে হিরোজপুর পরিত্যক্ত	৫৭৮
লাহোর সিং ওয়াং সিংহের উদ্দেশ্য	৫৭৯
শিখদিগের যুদ্ধ-কৌশল	৫৮০
বুদ্ধির যুদ্ধ	৫৮১
কিরমসিংহের যুদ্ধ এবং শিখদিগের আহ্বান	৫৮২
ইংরেজদিগের আতঙ্ক ও বিপদাশঙ্কা	৫৮৩
১৮৪৬ :—শিখসম্মত কর্তৃক শত্রেয় নদী পুনরতিক্রম, এবং তাহাদিগের লুণ্ঠন; আক্রমণের উদ্যোগ	৫৮৪
বাহাদুরসিংহের বড় যুদ্ধ	৫৮৫
শিখদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং গোলাপ সিংহের লাহোর আতিক্রমের সম্ভাবনা বহু হওন	৫৮৬
আসিওয়ারসিংহের যুদ্ধ	৫৮৭
সন্ধিচাপসে শিখ-সামন্তগণের উৎকর্ষা; যুদ্ধ নিটাইবার জন্য ইংরেজদিগের আতিক্রম	৫৮৮

বিষয়

পৃষ্ঠা :

—তখন প্রত্যেক হইল,—ইংরেজগণ শিশু মৈনটামিরক	
আক্রমণ করিলে এবং স্ব-স্বাভীর এবং স্ব-স্বাভীর ভাৱ-	
গুপ্তের ও লাহোর প্রবর্তমেন্টের নিকটে তাহারা কোনই	
দাখাল্য প্রাপ্ত হইবে না	৩১১
শিশুদিগের আক্রমণবোধপ্রবর্তী সুরক্ষিত হুগ	৩১২
৩৮৪৬ —শিশুদিগকে আক্রমণের জন্য ইংরেজদিগের দ্বারা	৩১২-৩৩
অভ্যুত্থানের যুদ্ধ	৩১৩
বর্তমান নীতি অবশ্যে অগ্রিমুখের পক্ষে প্রমাণিত, কৃষ্ণি	
প্রবর্তমেন্টের নিকটে মহারাষ্ট্রের অধীনত: স্বীকার; এবং	
ইংরেজগণ কর্তৃক লাহোর আক্রমণ	৩১৩
মজি সংস্থাপন	৩১৪
গোলাপ সিং	৩১৫
জাল সিং	৩১৬
পঞ্জাব ব্যবস্থার এবং গোলাপ সিংহের স্বাধীনতা লাভ	৩১৭-৩৩
৩৮৪৬ ইষ্টানের আক্রমণিক অতিরিক্ত ব্যবস্থা প্রমাণিত ;	
কৃষ্ণি প্রবর্তমেন্টের সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সাবালক	
কলীল সিংহের অতিভাবকতা করিবেন শিশুগণ তখনও	
নিরুৎসাহিত হয় নাই	৩১৮
উপসংহার ; ভারতে ইংরেজদিগের পদ-সংস্থাপন	৩১৯

উপসংহাস ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের কারণ

১৮৪৭—৪৮ ।

বিবরণ	পৃষ্ঠা
পূর্ব সূচী	৩৫৭
মূলরাজের দেওয়ানী পদ পরিভ্রমণের সংকল্প	৩৫৮
লক্ষ্যভ্রমের কারণ	৩৬০
ফ্রেমডেট লয়েসের প্রতিজ্ঞা	৩৬১
ইংরেজের বিশালবাহিনী	৩৬১-৬২
ব্রিটিশ সৈন্যের সাহসিকা বী. সিংহের দেওয়ানী পদ লাভের চেষ্টা	৩৬২
আহত ব্রিটিশ কর্মচারিগণ	৩৬৩-৬৪
ইন্দুর ব্রিটিশ পক্ষের অবস্থান ; মূলরাজকে আত্মসমর্পণের অঙ্গশয় ; মূলরাজের অস্বীকৃতি ও দলপুষ্টি	৩৬৫
শিখদেশের ব্রিটিশ পক্ষ পরিভ্রমণ ; বিভীষিকার ব্রিটিশ পক্ষের আত্মরক্ষার চেষ্টা ; উন্নত জনসংখ্যায় কর্তৃক ইন্দুর আক্রমণ	৩৬৬
ইংরেজ কর্মচারিগণের হত্যা ও বী. সিংহের বন্দিত্ব ; ব্রিটিশ নববৈষম্যই হত্যাকাণ্ডের জন্ম দায়ী ; দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের প্রসঙ্গ ; কার্যক্রমের কি পরিণাম	৩৬৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় শিখবৃন্দের সূত্রপাত ।

১৮৪৮ ।

বিষয়	পৃষ্ঠা :
ইংলিড্‌স্টেট নিকট হুসারাজ কুর্খটনার সংবাদ প্রেরণ; তৎকর্তৃক সৈন্ত প্রেরণের ব্যবস্থা	৩৩৮
শিখ-সৈন্তের প্রতি অবিশ্বাস; প্রথমে সেনাপতির নিকট সৈন্য সাধাৰ্ণ প্রার্থনা	৩৩৯
হুসারাজে প্রথমে সেনাপতির অসন্তোষ; পরবর্ত্তর জেনারেলের সন্তোষ প্রকাশ	৩৪০
সেক্টেন্স্ট এডওয়ার্ডসের অভিধান	৩৪০-৩১
সৈন্ত অধিকার; সৈন্য হুসারাজ কর্তৃক বাধা প্রদানের সংবাদে এডওয়ার্ডসের জিহাদ হুর্গে আগ্রহ প্রকাশ; কটলাগুয় সৈন্তবলের সহিত জাহাজে সশস্ত্র; শিখ-সৈন্তের প্রতি এডওয়ার্ডসের অভিধান	৩৪১-৩২
সেক্টেন্স্ট এডওয়ার্ডসের কড়াকড়তা	৩৪২
সেনাপতি-বাঁ আক্রমণ; জাহাজ বাঁ কর্তৃক অতিরিক্ত সৈন্য সাধাৰ্ণ প্রকাশ	৩৪৩
উভয় পক্ষের সৈন্যবল	৩৪৪
কিলারীর হুজ	৩৪৫
কিলারীর হুজ জাহাজ-পূর্ব-সৈন্তের অকর্তৃত্ব	৩৪৬
একজন কিলারীর পরাজয়	৩৪৭
হুসারাজ হুজ পরাজয়	৩৪৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

মুক্তান অধিকার ।

১৮৪৮—১৮৫২ ।

বিবরণ	পৃষ্ঠা ।
মুক্তানের বিবরণ	৬৭২
মুক্তান আফ্রিকার প্রারম্ভ	৬৮১
সেমাণ্ডি হাইলের বোম্বা প্রচার	৬৮১-৬৮২
শের সিংহের ক্রম-বিশেষ ৬ ইংরেজের প্রত্যাবর্তন	৬৮২
শের সিংহের ইংল্যান্ড-দল পরিচয়	৬৮৩
মুক্তানের সহিত শের সিংহের সন্ধি ; শের সিংহ কর্তৃক প্রচারিত ন্যায় স্থানে নতুন নিষ-সূত্রের আয়োজন	৬৮৪
প্রচারিত ন্যায় স্থানে মুক্তান অধিকার হ্রাসিত থাকায়, উক্ত সূত্রের বল নঃ হইল	৬৮৪
ডিসেম্বর মাসে ইংরেজ কর্তৃক মুক্তান পুনরুদ্ধার : ২৭ দিন ব্যাপী ক্রম-বিশেষ ; ৩০শে ডিসেম্বর ইংরেজের গোলায় আগুন ৩৪২ মুক্তানের বাক-বাকী তদ্বিত্ত	৬৮৫
মুক্তানের আশ্রয় স্থান	৬৮৭
মুক্তানের বিচার এবং নিষ্পত্তি	৬৮৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

ব্রাহ্মণ ও চিলিয়ান ওয়াগার যুদ্ধ ।

১৮৪৮ খ্রি. অক্টোবর—১৮৫২ খ্রি. জানুয়ারী ।

শের সিংহের বিবরণ

৭০২

শের সিংহের বিবরণ প্রকৃতিকভাবে পলায়ন : কোর্টের দায়িত্ব

বিষয়	পৃষ্ঠা :
কর্তা মূলতান মহাশয় লিঃ কর্তৃক লরেন্স প্রভৃতিকে ছত্র সিংহের সিকট বিক্রয়	৩১০
রাধনগরে শের সিংহের সহিত ইংরেজ পক্ষের যোদ্ধা যুদ্ধ	৩১১
কিটরটন, হ্যাডেলক প্রভৃতির যুদ্ধ : শের সিংহের সৈন্যদল কর্তৃক রাধনগর পরিত্যাগ	৩১২
ছত্র সিংহের সহিত শের সিংহের সন্মিলন	৩১৩
চিসিয়ানওয়ালার ইংরাজ পক্ষের সহিত শিব পক্ষের যোদ্ধা সমর	৩১৫
চিসিয়ানওয়ালার ইংরাজ পক্ষের পরাস্ত : ঐ যুদ্ধে জয়-পরাজয় সংক্রমে মৃত-পারিতোষ	৩১৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

১৮৩৯—মার্চ ।

চিসিয়ানওয়ালার যুদ্ধের পরিণাম	৩১৭
গুজরাটে শিব-সৈন্য মহাবেশ ; ইংরেজ পক্ষের বিশূল আয়োজন	৩১৮
শের সিংহের পরাজয়	৩১৯-২
গুজরাটে যুদ্ধের ফলাফল	৩২১
লরেন্স লরেন্সের মুক্তি : শের সিংহের সহিত প্রস্তাব	৩২২
শিব সম্প্রদায়ের পরিণতি ; দখিলাত ; পঞ্চদশ বৃটিশ অধিকার ও ইংরেজের কোহিনুর লাভ	৩২৩
সর্বত্র-জেনারেলের বেবেগা	৩২৪
ফলীপ সিংহের নির্কাসন ও বৃত্তির ব্যবস্থা ; উৎকর্ষক ঘটনার ক্লেম ও তাঁহার পরিণাম ; মৃত্যু	৩২৫-৬

পরিশিষ্ট ।

প্রথম পরিশিষ্ট ।

“আদিগ্রন্থ” কিংবা প্রথম পুস্তক : অর্থাৎ
শিখদিগের প্রথম গুরু বা শিক্ষক
নামকের বর্ণনামূলক ।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
হুতলা (অষ্টব্য)	১
অপজী এবং সোনার গাই রাস	৩
কীর্ত্তি সোহিলা এবং একত্রিশ প্রকার কবিতাহীন	৪
ভোগ	৬
প্রেরণ প্রেরণ	৭

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ।

“নাম পাঠসা কা গ্রন্থ” বা নাম প্রকাশের গ্রন্থ ; কিংবা
বাহ্যমাত্র-পন্থিক বা প্রবাস বর্ণনামূলক
গুরু গোবিন্দের গ্রন্থ ।

হুতলা—(টীকা)	১
অপজী	২
অকাল গুরু ; বিভিন্ন নাটক বা আশ্চর্য কাহিনী এবং চণ্ডী চরিত্র বা বৃহৎ চণ্ডীর উপাখ্যান ।	১০
চণ্ডী-চরিত্র বা বৃহৎ চণ্ডীর কাহিনী ; চণ্ডী কি জ্বর ; জ্ঞান প্রিয় যেহ এবং প্রোগ্রাম চরিত্র অবতারণা কিং (চরিত্র অবতারণা)	১১
যেহ বীর এবং প্রকার অবতারণা	১২

বিষয়	পৃষ্ঠা।
শিবের অবতার সমূহ ; শিব নাম ধারণা ; শ্রীমুখ বাক সাইরা বাণ্ডিল	
এক বাজার শব্দ	১৩
শ্রীচরিত্র বা শ্রী-কাহিনী এবং বিকাউত বা নল নাম	১৪

তৃতীয় পরিশিষ্ট ।

অশ্বাপদেষ্টা চরিত্রমণ্ডল প্রচারিত কতকগুলি

আলম-বন্দনোক্তি বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের

কয়েকটী গুহ্য ।

নামক এবং গোবিন্দ প্রচারিত যে ধর্ম্মমত শিবমণ্ডল কর্তৃক সমাপ্ত

এক সমাপ্তিত, তাহারই কতকগুলি টুটীক এই

অতিরিক্ত পরিশিষ্টে প্রস্তুত হইল ।

শিব-সংস্কৃত	১৫
অবতার, যোগী এবং ভবিষ্যৎকাল	১৭
শিব-ভক্তমণ্ডল পুণ্য মহোৎসব	১৮
প্রতিমা এবং দেগিপনের উপাসনা	১৯
অলৌকিকত্ব ; দেহান্তর গ্রহণ	২০
বিবাস ; শিবের কপা ; অশ্বপদ—পূর্বজন্ম ; বেল, পুরাণ এবং কোরাণ	২১
মধ্যম ধর্ম	২২
আদি	২৩
বাক্য ; ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মাচার প্রভৃতি	২৪
শিব-হত্য এবং মর্ত্য	২৫

অতিরিক্ত ।

কবি কবিরাজ কবি কর্তৃক নামকরিত ধর্ম্মমত প্রচার পত্রি	২৭
কবি কবিরাজ কবি প্রচার পত্রি	২৮

সিঙ্গার	পৃষ্ঠাঃ
ভাষ্যে অবতার হইতে সংকল্প সাধ এবং গোবিন্দ বিবর্তিত প্রভেদ	
অঙ্গগত বেদি বীরা	৩৩

চতুর্থ পরিশিষ্ট ।

কল্পিত বা উপন্যাসোক্ত সন্ন্যাসী কেরণের প্রতি নামকরণ
উপদেশ-পূর্ব অবচা তিরস্কার-ব্যঙ্গক পত্র ; এবং
শিখণ্ডকে নির্ভাঙ্কিত পথে পরিচালনার্থ
কর গোবিন্দ প্রবর্তিত নির্দিষ্ট
নিয়মাবলী ।

সূচকঃ	৩৬
‘নামিহুও শব্দে’ ন, নামকের তিরস্কারব্যঙ্গক এবং উপদেশস্থলক পত্র	৩৭
কেরণের প্রতি নামকরণ উক্তর	৩৮
গোবিন্দ প্রবর্তিত “সেহত নামে”	৪০
গোবিন্দ প্রবর্তিত “সি ৬৭ নামে”	৪২

পঞ্চম পরিশিষ্ট

নির্ভাঙ্কিত কতকগুলি সম্প্রদায় এবং তাহাদের জাতি ও উপাধি বর্ণন	৪০
---	----

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট ।

শিখ গুরুদেবের বংশাবলী	একখানি অক্ষর পত্র ।
-----------------------	---------------------

সপ্তম পরিশিষ্ট ।

সাহসার গবর্ণমেন্টের সহিত ১৮০৬ ইষ্টাব্দের সন্ধি	৪৪
--	----

আষ্টম পরিশিষ্ট ।

সাহসার গবর্ণমেন্টের সহিত ১৮০৬ ইষ্টাব্দের সন্ধি	৪৫
--	----

বিবরণ	পৃষ্ঠা।
নবম পরিশিষ্ট ।	
লাহোরের সহিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি	৫৮
দশম পরিশিষ্ট ।	
শতাব্দী নবম পূর্বভাগের রাজ্য সম্বন্ধে লাহোরের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ প্রদান করা হয়, তাহার বোধ্যবা পত্র	৬০
একাদশ পরিশিষ্ট ।	
শতাব্দী নবম পূর্বভাগের রাজ্য সম্বন্ধে পশ্চিম পর-পশ্চিমের বিরুদ্ধে লাহোরা প্রদানের বোধ্যবা পত্র	৬২
দ্বাদশ পরিশিষ্ট ।	
সিদ্ধান্তে বাণিজ্য পোত পরিচালনার ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি	৬৭
ত্রয়োদশ পরিশিষ্ট ।	
শতাব্দী নবম পূর্বভাগে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের অতি- শ্রিত সন্ধি	৭২
চতুর্দশ পরিশিষ্ট ।	
১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ এবং সা-মুজার সহিত ত্রিশকীর সন্ধি	৭৬
পঞ্চদশ পরিশিষ্ট ।	
সিদ্ধান্ত এবং শতাব্দী নবম পূর্বভাগে বাণিজ্য পোত স্থাপন সম্বন্ধে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি-পত্র	৮৩
ষোড়শ পরিশিষ্ট ।	
সিদ্ধান্ত ও শতাব্দী নবম পূর্বভাগে বাণিজ্য পোত স্থাপন সম্বন্ধে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি-পত্র	৮৫

সপ্তদশ পরিশিষ্ট ।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের দুই বোঝা

৮১

অষ্টাদশ পরিশিষ্ট ।

লাহোরের সহিত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সন্ধি

১২

ঊনবিংশ পরিশিষ্ট ।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের সহিত যে প্রথম সন্ধি হয়, তাহারই
কয়েকটি অতিরিক্ত সত্ত

১৮

বিংশ পরিশিষ্ট ।

রাজা গোলাপ সিংহের সহিত ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি

১০৩

একবিংশ পরিশিষ্ট ।

লাহোরের সহিত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় সন্ধি

১০৫

দ্বাবিংশ পরিশিষ্ট ।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের গুলনা অনুসারে লাহোরের রাজস্ব পরিমাণ

১০৮

ত্রয়োবিংশ পরিশিষ্ট ।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব মতে লাহোর সুবর্ণমন্ডের সৈন্য পরিমাণ

১১৮

চতুর্বিংশ পরিশিষ্ট ।

লাহোর রাজ-পরিবারের কণাখলা

একখানি অতিরিক্ত পত্র ।

পঞ্চবিংশ পরিশিষ্ট ।

লাহোর পরিবারের কণাখলা

একখানি অতিরিক্ত পত্র ।

ষড়বিংশ পরিশিষ্ট ।

১৮৮০ পর্য্যন্ত উল্লিখিত সোণের অনুমান

১২৫

হাঁও বেড়ান ও সঙ্গীত শব্দসমূহে কবিরবংশসমূহে শিবসুন্দর নামক
এক গোবিন্দ, বর্ষসংক্রান্ত ও সমাজস্বাধীনতা বিষয়ে অল্প কয়েক
কবিতা, লাহোর ও শব্দ নদী দক্ষিণ-পূর্ববর্তী কবিগোষ্ঠী "জাতি" অধি-
বাসিন্দা সেই বংশসংক্রান্ত কর্মসমূহ অবলম্বন করিয়া জাহাঙ্গীর শিবসুন্দর
কবিতা "শিব" অর্থাৎ "শিব সঙ্গীত" একত্রে একটি আভির্ভাষে পরিণত :
জিলা হইতে শেখোয়ার ও সিদ্ধ হইতে কাবাকোয়ার পর্যন্ত-এই
পরাগত বিশাল ভূখণ্ডে তাহাদের অধিকার ও আধিপত্য বিস্তৃত। একত্রে
শিব আভির্ভাষে অধিকৃত রাঙ্গা উত্তর অক্ষাংশের অষ্টাধিশ ও বহুভিংশ
সমান্তরাল বেলাই (28th and 36th parallels of north latitude)
এক পূর্ব আধিপত্য একত্রে ও অপরভাষিত অপর অধিপত্য বেলাই

(71st and 77th meridians of east longitude) মধ্যবর্তী।
পশ্চিমপাশ্বে হইতে “বাইবার পান” পর্যন্ত প্রায় চারি শত মাইল পরিমিত
একটি ভূমি-প্রদেশ ছিল, তাহার উপর দুইটা সম্ভবতঃ দ্বিভূজ অধিক
হইতে পারে; যবজিং সিংহের বিজিত রাজ্য এবং শিব-জাতির দ্বারা
উপনিবেশসমূহ তাহারই অন্তর্গত।

শিব-রাজ্য এইরূপে মধ্যবর্তী অক্ষাংশ সমূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত
আফ্রিকা ও আমেরিকার উত্তরবর্তী প্রদেশ-সমূহের সহিত ইহার
অনেক সাদৃশ্য পরিমলিত হয়। সমুদ্রের জলতরঙ্গ হইতে অনেক উচ্চ
প্রান্তর এবং দুই তিন মাইল উচ্চ পর্বতমালা সমাক্রম্য থাকার এই বিশাল
শিবরাজ্যে প্রকৃতির আগন্তুক সর্বত্রই বিবিধ প্রকার জল-বায়ুর
প্রভাব দৃষ্ট হয়, এবং যতাব্যাহত প্রাণিবিধ প্রত্যই প্রচুর থাকে : দুলাকর
শীত বীর্ষকাল-দ্বারা এবং অনহনীর; বৎসরাকি কল দ্বারা
কুমারাকর থাকে; নিভৃত প্রান্তরের নিত্যকতার স্থানে জলের স্রবস হয়,
এবং কোন সজীব প্রাণী দৃষ্টিগোচর হয় না। এই পর্বতমালা-
সমাক্রম্য উচ্চ অশুষ্ক প্রদেশ পাল-পশু-উৎপাদকরা প্রাণিগণিত
জীবনের ভিত্তি প্রসিদ্ধ। এই প্রদেশই বঙ্গপরিদ্রঃ ভূমিও উৎকট
পশু এবং বৎ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই উচ্চ
প্রান্তর হইতে মধ্যপ্রদেশ নদীর দৃষ্টিগোচর হয়; অধিকতর এ স্থানের দূর
খাতসে সচিৎ বহু-নির্দেশ-প্রদত্ত কণ বিদ্যমান। তিব্বত দেশের

* শিব-রাজ্য প্রাচীন শাখা এবং শাজুক (Shajuk) মধ্যবর্তী
নির্ভীক পর্বত ভূমিও শালের উপর্যাপি অতি উৎকট পাল-পশু প্রচুর
পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শতক নদীর উপত্যকা হইতে লুইসানা ও দিল্লী
পর্বত নিভৃত ভূমিও ১০০,০০০ লোক, অথবা ১০,০০০ পশু-উৎপাদক
প্রাণী পশু উৎপন্ন হইতে দেখা যায় (১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে “এসি-
এটিক জার্নাল” নামক পত্র, ২১ পৃষ্ঠা) Journal, Asiatic Soc.

বীত এবং বায়ুচালিত হিমালী অপেক্ষা, মূলতানের উত্থাপ ও হুমিধরজ (dust storm) অধিকতর কমলনীয়। নগরটী নদীর তীরে রুম্বীর হ্রদে অবস্থিত বলিয়া দেশমুখ্য পণ্যাদি এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ের ciety of Bengal for 1844. p. 210)। মুরত্রফট পক্ষা কদ্রিয়া দেখিয়াছেন যে, একসময় কাশ্মীরেই প্রায় ১৫,০০০ পাউণ্ড মুলের পশম আমদানী হইয়াছে। (জম্বন কৃতান্ত, দ্বিতীয় ভাগ, ১০৫ পৃ—“Travels”, II P. 105)। এইরূপে শতাব্দি প্রান্তবর্তী দেশসমূহে শাল-পশমের ব্যবসায় সমগ্র দেশবাসী ব্যবসায়ের নৃক্ষমণিক দশমাংশ মাত্র। মুরত্রফট ত্রিকত দেশের ধন ও ধর্মের চাক্ষের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ত্রিকত দেশে বহু শতাব্দি যে উৎকৃষ্ট অদি দেখিয়াছিলেন, সেদেশ ও ভুলনীয় শতাব্দি কৃতান্তি জাহার নয়নপথে পতিত হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, একজন ইংরেজ কুবক বহুদূর জম্বন করিয়াও এরূপ লখনতপ্তকর ধন-দম-ক্ষেত্র কোথায়ও দেখিতে পার কিম্বা সম্ভব-বল। (“Travels”, 269, 280;—“জম্বন কৃতান্ত”, ২৬৯, ২৮০ পৃ।)

ভিকটোর উত্তরবর্তী অক্ষরীয় দেশের সুদ্র সুদ্র প্রান্তর ও উপনদীত এবং বায়ুকারাশির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণরেনু পাওয়া যায়; কিন্তু রূপ সমূহে যে স্ববসায়োপযোগী কাঁচা সোহাগা পাওয়া যায়, তাহার মূল্য, বহুকৃত্য বাতু অপেক্ষাও অত্যন্ত অধিক।

ইতালিয়ানে “ডরম” নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়; তাহডকর্ষে ইহার প্রচুর কর্তৃতি। ওখন অহিকেন হিমালয়ের গর পাশেও কৃতান্তি হইত, এক হিন্দু ও চীন দেশীয় ব্যবসায়িন্য এই দুই বিবকুল্য পদার্থের পরস্পর বিবিনয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য করিত।

ভিকটোর বহু দিবা কাশ্মীর এবং কাবুল পর্যন্ত, চা-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। ওখন কৃতান্তি হ্রদেই ইহার উপসোদিত উপকৃতি হইত। আট পটিও ওখনকার “ডরম” বর্তন (block) ওপায়সারে ১২ ও ১৬ শিলিং

সম্পূর্ণ উপস্থানী। অতঃপর দুই দুই প্রোভিন্সী বর্তমান থাকায় এই
স্থানে প্রচুর পরিমাণে গম, নীল এবং কার্পাস জমিয়া থাকে। হিমালয়ের
দক্ষিণ পাদদেশস্থ নিম্নভূমি সময়ে সময়ে বৃষ্টির জলে প্রাবিষ্ট হয়।
কিন্তু জলভারত প্রদেশ সমূহে প্রায়শই বৃষ্টি হইতে দেখা যায় না, এবং
হইতে ৩৬ ও ৪৮ শিলা মূল্যে বিক্রীত হইত (Moorecroft Travels,
p. 350 and 351 :—মুরক্রফ্টের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ৩৬ ও ৩৫১ পৃ।)

মূলভূমির গম শীতপত্র; ইহার শত (শীত) দীর্ঘ ও শুষ্কতার।
এই শত বালপূতামার এবং ব্রিটিশ অধিকারের সময় হইতে সিঙ্গপুর্নে
প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। মূলভূমির শিলজাত কার্পাসের বার্ষিক
মূল্য সত্তরভূঃ ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক নহে। দেশম-
জাত জলদিয় মূল্য কার্পাসের মূল্য অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক; অথবা,
ভাওয়ালপুরের শিলজাত জলদিয় মূল্য সময়ে সর্বোচ্চ ৫০০,০০০ টাকার
অধিক টাকা। কিন্তু সিঙ্গপুর্নের একটা দ্রাবকণ বিভাগিত হওয়ার সময়
হইতে, শিলজাত বস্তাদির আমদানী যে প্রচুর পরিমাণে কমিয়াছে—
কিন্তু শটাই বৃদ্ধি পায়। বঙ্গদেশজাত ক্রিশম অপেক্ষা শক্ত, উজ্জ্বল
এবং চাকচিক্যশালী বলিয়া, তাৎপরিবর্তে আজকাল, বোম্বাইর উর্ণ-ভক্ত
(অপরিবর্তিত রেশম) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিলাতী বস্তাদির এবং বঙ্গদেশস্থানী কার্পাস দুইয়ের ব্যবহার (দ্যায়-
মিক পরিমাণে) ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু কেবলমাত্র
পূর্বিয়ার কলী ব্যক্তিদাই এই মনস্ত বিদেশী জলদিয় ক্রয় করিতে সমর্থ
হইয়া থাকেন। ভাওয়ালপুরের তত্ত্বাবধান কেবলমাত্র আটম “টম”
কার্পাস দুইয়ের কাপড় প্রস্তুত করে; কিন্তু সেই জেলার গজতঃ জি-
শত “টম” পরিবৃত্ত কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। তত্ত্বতা পূর্বিয়ার
কতক পরিমাণ এই কার্পাস সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং অবশিষ্টগুলি
সিঙ্গপুর্ন বালপূতামার প্রেরণ করে।

মূলভাগ ও সিদ্ধান্তের তীরবর্তী ভাগ সমুদ্রে ইহার কাঠের তট আছে। অল্প-
ভূত ভয় না। মধ্যপ্জাব বন-জঙ্গলাবৃত্ত, কিংবা পল্লভাবন-বোধ্য অল্প-
প্রাকৃত-সমাক্রম। এত সংখ্যক নদনদীর প্রাচুর্য-হেতু এই প্রদেশটী
মলভূমিতে পরিণত হয় নাই; কিন্তু অন্যত্রি এবং প্রায়ান্তিময় বিখ্যাত
স্থানটী হিংস্র জঙ্গল বনসের অল্পপর্বতী, এবং পৌ-বেলাদি গুল-পালিত
পল্ল এই দেশের মূল্য সম্পন্ন। পর্বতমালা-সমাচ্ছন্ন সীমাবদ্ধ বিস্তৃত
নদভাগ প্রদেশের মধ্য দিয়া সিদ্ধান্ত এবং শাবানদীসমূহ প্রবহমান থাকায়,
ও প্রদেশটী ভাঙের অস্তিত্ব স্থান অপেক্ষা অধিকতর উর্বর।
জনপ্রিয় নগরগুলি কার্ণস, রেশম ও পশম বরনকারী সুনিপুণ শিল্পকে
পরিপূর্ণ। এই প্রদেশে চর্ক, পশম এবং লৌহাবসারী বহুসংখ্যক
মূল্যক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর উপস্থিতির অতি সন্নি-
বর্তী জন দুই ভয়, জল-সেচন প্রভৃতি কার্যে সাধারণতঃ পারদ-
বন্দী বহাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে প্রচুর পরিমাণে শর্করা
কর। আর্থাৎ দেশের মধ্যে অমৃতসহরই দ্যবসা-ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রস্থল।
এখনকার সভ্যবিস্তরণ এই মূল্যবান পণ্যজাতের কতকংশ কাবুল ও
সিদ্ধান্তে বিক্রয় প্রেরণ করে *। কান্দাহারের শিল্প, এবং উত্তরা

প্জাবের নিম্নভূমিসমূহ এবং তাওয়ারিসপুরে বধ্যভূমে ৭৫০ এক ১৫০
টন নীল করে। উত্তরা হানে প্রতি পাউন্ডের মূল্য ১ হইতে ১৮
পেন্স মাত্র। উত্তরা প্রদেশে বোরানদেনই অধিক পরিমাণে রপ্তানি হয়
হয় ও, ভারতভাগ নীল কতক পরিমাণে পারস্ত উপসাগরের পথে এই
দেশে প্রেরিত হয় বলিয়া, উত্তরা হানসমূহ নীলের ব্যবসার অনেকটী
ভাগ হইয়াছে। শিল্পাতি এবং সিদ্ধান্তের পার্বত্যী মুসলমানগণ
নীলকর পোষক প্রকল্প বিশেষ পছন্দ করে বলিয়া, এই ক্ষেত্রে নীলকর
ব্যবসার প্রচলিত হইয়া থাকিলে।

* ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে প্জাব প্রদেশের আবদালী-রপ্তানী প্রকল্প

উপত্যকার কুচুয়, ডাক্রাণ, প্রভৃতি বিবিধ পশু দ্রব্য সর্বত্রই প্রমিত ;
 কাশ্মীরের শাল, বেশ-বিখ্যাত এবং উল্লেখযোগ্য *। আটক ও
 পেনোয়ারের সমস্ত ক্ষেত্রে পশুর প্রভৃতি আদৌ দেখিতে পাওয়া
 যায় না। যাক্ষ অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন ; তাহার আগমনের
 সময় হইতেই এই প্রদেশে হিংস্র অন্তর প্রভাব লোপ পাইয়াছে।
 অতীত সেই সকল সুদীর্ঘ প্রান্তর-ভূমি ধান, ধব, ধম, প্রভৃতি বহুমূল্য শস্য-
 ক্ষেত্রে পরিণামিত। পর্বতমালা হইতেও বহুবিধ ঔষধ, রক্ত এবং কল
 সংগৃহীত হইত। এই সমস্ত অত্যন্ত পর্বত পার্বে সুদীর্ঘ দেবদারু-কল
 এবং ডাক্রা-খনি দেখিতে পাওয়া যায়। লৈকম লবণ এবং অগ্নিহৃত লৌহের
 বিস্তৃত খনি এই বিশাল পর্বত-স্রোত নিহিত রহিয়াছে। সিদ্ধন ও
 কাশ্মীরের মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলি অতি মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর ; এই
 ক্ষেত্রই মনে হয়, আসিয়াখণ্ডে এই প্রদেশ অকুলসীম ; সামরিক আ-
 হাওয়া ইউরোপীয়দিগের উপযোগী। এখানে বর্ষাকালের কঠোরতা আদৌ

আবশ্যায়িত শুষ্ক সর্বত্রই ২৪০,০০০ কি ২৫০,০০০ পাউণ্ড আদায় হয়।
 এই শুষ্কের পরিমাণ রপজিং সিংহের সময় আরের অর্থাৎ ৩,২৫০,০০০
 পাউণ্ডের অয়োজন্য।

* কি: য়ুট্রাক্‌ই (Travels, II. 194 ;—জনন বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় খণ্ড
 পৃ: ১২০) পক্ষা করিয়া হির করিয়াছেন যে, কাশ্মীরজাত শালের বাৎসরিক
 মুদ্র ৩,০০,০০০ পাউণ্ড ; কেবল যাক্ষ অগ্নিহৃত বস্তুর মূল্যই বহি
 ৭৫,০০০ পাউণ্ড হয়, তাহার তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ
 কম বলিয়া বোধ হইত। (Travels; II. 165, &c) ; অর্থাৎ সমস্ত
 আয়ের প্রত্যেকটী বহনোপযোগী ডিম পাড় পাউণ্ড ওকনের (এতি
 পাউণ্ড অকনের) প্রত্যেক পাউণ্ডের মূল্য পাঁচ শিলিং (এতি শিলিং
 প্রত্যেক পাঁচ আনা)।

অল্পকাল হইল না; বরং তৎপরিবর্তে ন্যাতনীতোক ঋণের রক্ষণীয় বস্তু-
বান্ধি গ্রাণ মন মোহিত করে।

নিম্ন অধিকৃত রাজস্বগণে নানা জাতির লোক বাস করিত।
তাহাদের ভাষা, বংশ এবং ধর্ম পরস্পর বিভিন্ন ছিল। পুরাকালে
জাঙ্গল এবং জাতি,—এই দুই জাতিই প্রকৃত সভ্য জাতি
বলিয়া অভিহিত হইত। তাহাদের আবাসভূমি—সেই আধ্যাত্মিক বিস্তৃত
প্রান্তর—পরিচালন ও আনন্দকল্পনার সময় হইতে ব্যবস এবং নগর
সার সময় পর্য্যন্ত,—সময়ে সময়ে ‘পারলো’ এবং ‘সিদিব’ প্রভৃতি অসভ্য
জাতিও উক্ত ভূমিতে হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিভিন্ন আক্রমণ-
কারী অনেক নিদর্শন এখনও হইতে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু
তাহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক মুসলমান জাতির প্রাচুর্য এবং উত্তর
এসিয়া-খণ্ড হইতে ভারতভূমিতে জাতি জাতির উপনিবেশ স্থাপন,—
এই দুইটাই প্রধান উল্লেখযোগ্য। ‘গ্রীক’দিগের ‘গীতি’ (Getae)
এবং চীনা-বলীয়দিগের ‘ইউইচি’ (Yuechi) প্রভৃতি পৌরাণিক নর
এমনে জাতি কিনা। কিন্তু বংশসমূহ ‘বহুর’ বংশ-পরিচালনা
করিয়া, চীন, জাপানী ও গ্রীকদিগের সহিত তাহাদের স্বতঃপ্রসারিত
মুক্ত নিগদের আকর্ষণ নাই; অথবা রবজিং সিংহ ‘বান্ধি’
বংশ-সমূহ কিনা,—তাহাও আলোচনা করিতে চাহি না। হুইয় ধর্মের
একটি মুগ্ন আধ্যাত্মিক হিন্দুধর্ম এবং সভ্যতার প্রাণকোষ হেতু
হিংস্র অসভ্য আক্রমণকারিগণও ক্রমে হুসভ্য হইয়াছিল; আর এক
শতাব্দীর মধ্যেই ‘জাতি’ জাতি আক্রমণের ভাষা এবং ধর্ম গ্রহণ
করিয়া তাহাদের ভাষা আচার-ব্যবহার ও বর্জ্যচরণ আদৃত করিয়াছিল।
সিদ্ধবংশের দক্ষিণ তীরস্থ ‘জাতি’ অধিবাসিনগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে;
এক উত্তর খণ্ডের জাতিগণও বহুবিধ পরিমাণে প্রাচীন পৌরাসিক
ধর্মের উপাসক ছিল। সন্দেহ এই যেমত সভ্যতার এক নতুন

জীবন-যাত্রা হইয়াছে ; এক্ষণে তাহারা ইহকের স্বরূপত্ব এবং মানবের একত্ব ও সমত্ব প্রচার করিতেছে ; এবং বহুদিন হিন্দু ও মুসলমান নরপতির অধীন থাকিয়া এক্ষণে তাহারা এক অসীম এবং রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে । * মৌলানা

* অভিধান অনুসারে “জাতি” (Jati) শব্দে একটী ‘জাতি,’ ‘বংশ’ অথবা ‘বিশেষ কোন একটী জাতি’ বুঝায় ; কিন্তু “জাতি” (Jati) শব্দে ‘রীতি,’ ‘জাতি’ এবং ‘কৃত্রিম কেশপুচ্ছ’ বুঝা যায় । সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে ইহার অর্থ ‘কেশভার লোম’ অথবা কেশরাশি । সিদ্ধ দেশের উত্তরাংশে “জাতি” (Jati) শব্দে অশুনা ‘উষ্ট্র ও গো-মহিষাদি পালনকারী’ অথবা ‘মেষ-পালক’ বুঝিতে হইবে ; এ অঞ্চলের কৃষকগণেই এই জাতির অন্তর্গত নহে । পশ্চিমে “জাতি” (Jati) বলিলে এখনও সাধারণতঃ ‘গ্রামবাসী’ অসভ্য বলিয়া মনে হয় । অজ্ঞাত ব্যবসায়ী ও শিল্পিণ হইতে তাহাদের রীতি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র ; তাহাদের সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক । প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে “দেবীহান” প্রচলিত এই কথা বলিয়া দিগাহেন (Dabistan, ii. ১১১—দেবীহান, দ্বিতীয় বন্ধ ১১২ পৃঃ) । কিন্তু লাহোরের ‘জাতি’ জাতি (Jati) এবং যমুনার পার্বত্য ‘জাতি’ (Jati) সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে ক্রমতাপন্ন হওয়ার, ঐ পটভূমি ব্যবহার সীমাবদ্ধ হইয়াছে ; এক্ষণে মতরাচর ঐ শব্দে উহার কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়কেই বুঝায় । ‘জাতি’ এখন এক বিবেক রাজপুত্রদিগের সহিত এবং অত্রাধিক আকস্মিকদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু এই শুভ ক্ষুদ্র ‘জাতি’ জাতির দ্বারা সম্প্রদায়গুলি পূর্বে অঞ্চলের ‘রাজপুত্র’ এবং পশ্চিমাঞ্চলে ‘আকস্মিক’ ও ‘বেহুতি’ বলিয়াই অভিহিত হয় । অজ্ঞাত অসভ্য জাতির বংশাবলী আন্দাজনা করিলে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশিত হইবে, তাহারাও ‘আকস্মিক’ কিংবা ‘রাজপুত্র’ অথবা ‘জাতি’ জাতির অন্তর্ভুক্ত । এই ‘জাতি’ বংশ রাজপুত্রবংশ প্রতিনিধি

দেশের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা—সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে এত মূল্যবান উপস্থিতি করিয়াছে ; তাহাতে জনসাধারণের তাৎক্ষণিক কিংবা পরিস্ফুটিত হইয়াছে । মহম্মদের নূতন বর্ষমত প্রচারিত হওয়ার সমগ্র ভারতীয় মহাদল-বন্ধনও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে । কিন্তু ভিন্ন-জাতীয় বিজেতৃবৃন্দের নব-প্রচারিত বর্ষমত অপেক্ষা তাহাদের অসম্ভাব্যতায় পরাজিত জাতি অধিকতর ক্ষুব্ধ হইয়াছিল । এখনও ‘জাট’ এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে, প্রজাপীড়কগণ ‘তুর্ক’ নামে অভিহিত হয়, ‘তুর্ক’ এবং ‘পীড়নকারী’—একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

শিখি বেঙ্গলোরাই রাজবংশের মধ্যে একটি প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশ—অনেক ইতিহাস-লেখক এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন (Fod's Rajasthan, p. 106 :—টডের “রাজস্থান” প্রথম খণ্ড, ১০৬ পৃঃ) ; অধিকন্তু এই “জাট” জাতি ‘চন্দ্রবংশসমূহ’ এবং ‘ইতিহাস’ দ্বিগুণ বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয় । পতিয়ালায় মহারাজও উক্ত পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন । ভারতবাসী নানা সম্প্রদায়ের অসংখ্য অধিবাসিগণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ ; ইহার প্রমাণ এই যে, টড সাহেব “বীরকু” (অথবা “ভীরকু”—Virks) নামক বিদ্যাত জাজিকে, ‘চলুক্য’ বংশীয় জাতি জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (i, 100,—প্রথম খণ্ড, ১০০ পৃঃ) । তিনি আরও বলিয়াছেন যে, “কুকার” এবং “কাবুর” সম্প্রদায়ের জাতি এবং “কুকার-কোবুর” ও “কাবুর” নামক আকস্মিক জাতিও এই বংশসমূহ ; কিন্তু ‘কুকার’ জাতি এই জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত নহে । উনার কোটের রাজপরিবার ‘আমর’ বা ‘শক্তি’ বংশ সমূহ (Rajasthan 7. 92. 93,—“রাজস্থান” প্রথম খণ্ড, ৯২, ৯৩ পৃঃ) ; কিন্তু বহরমুলের জীবনলেখক, এবং বহরমুলের রাজ ও তাঁহার অন্তঃসম্বন্ধিক ‘জাট’ বলিয়া পরিচয়

সর্বিভ রাজপুতজাতি কেবলমাত্র মুসলমানদিগের নিকট বশতা স্বীকার করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। তাহারা দাসদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তুরস-দেশীয় মুদ্রার অপর নাম—রাজকরকোতক “তুর্কানা” (অথবা তুর্কদেশীয় মুদ্রা) শব্দ আপন জাতীয় ডাকায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সুদাক এবং সূত্র ভিন্সড নামক সিঙ্কনের উক্ত উৎপত্ত্যাকা ভূমি-খণ্ডে “জুটি” বংশই প্রধান এবং আদিম অধিবাসী। ইহারা এখন পরাক্রান্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের “জাতার” জাতির শাখা বিশেষ। ইতিহাস-শাসিত্র এই সিঙ্কনের অঞ্চলপ্রদেশে অথবা নিলগিট ও চুলাস নামক স্থানে, “দার্দুস” (Durdoos) এবং “দাঙ্গার্স” (Dungfers) নামক ত্রি জিহ্বা জাতির ধ্বংসাত্মক এবং বর্তমান রহিয়াছে। ইসকারডো এবং নিলগিট উভয় স্থানেই এক মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহারা ‘পামের’ এবং ‘কাশকর’ প্রভৃতি বহুপ্রদেশস্থ অসত্য “ইরকম্যান” সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। কাশ্মীরের অধিবাসিগণ সময়ে সময়ে উক্ত, দক্ষিণ

বিবরণ (Memoire of Humayoon' P. 45)। ভৌগোলিক সমিতির সমাদারপত্র-সম্পাদকগণ (Editor of the Journal of the "Geographical Society," XIV, 207, note) বলেন,—প্রাচীন ও আদিম সংস্কৃত শব্দ “জিহ্মসূতা” শব্দ হইতে “জি” (Jut) শব্দ নিস্পন্ন, এবং ইহাতে “আদিম অধিবাসী” বুঝায়। এইরূপ শব্দ-সাধনে স্বভাবতঃ “নীতি” এবং “ইউইটি” দিগের উপনিবেশ স্থাপন সময়ে প্রমাণিত বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত হয় না; মধ্য এশিয়ার “জেটস” (Jettels) জাতির সহিত তৈমুরলঙ্গের যুদ্ধ-বিবরণে যে ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে,—সাহায্য অস্বীকার প্রতীয়মান হয়।

“জি” বিবরণে কতকগুলি প্রসিদ্ধ শাখা পড়াবে সিদ্ধ, চৌলী, জুয়াইট, চাংল, শিখ, হুজিরাণ ও গুণাল প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

ও পশ্চিম হইতে প্রত্যগত জিন্ন জিন্ন জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভাষা হিন্দুস্থানী; এবং তাহারা মুসলমান-ধর্মাবলম্বী। “জাতার” জাতির সহিত নিকট সম্বন্ধ হেতু আদিম “কুশ” অথবা “কচ্ছ” জাতির আচার-ব্যবহারে কিকিৎ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। কাশ্মীর হইতে সিন্ধুনদের পশ্চিম দিকস্থ পার্বত্য প্রদেশে “কাক” এবং “কুশা” জাতি বাস করে; তাহাদের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সিন্ধুর নিকটবর্তী স্থান সমূহ “ইউসকজাই” (Eusakzais) এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক আফগান জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। প্রতাপ্তির অন্যান্য নির্জন উপত্যকাসমূহেও বহুসংখ্যক “গুজার” জাতি বসবাস করে। এই “গুজার” জাতির ঐতিহাসিক তথ্য এখনও মিলিত হয় নাই; ইহারা আরব দেশীয় “সৈয়দ”দিগের অথবা “আফগান” এবং “টুর্কমান” জাতীয় রাজাদিগের প্রজা বিশেষ।

কাশ্মীরের দক্ষিণ বিস্তৃত নদীর পশ্চিম হইতে সিন্ধুতীরস্থ অটক ও কানাবাগ পর্যন্ত পার্বত্য প্রদেশে “গুজার”, “গুজের”, “খাটির”, “খাওয়ান” এবং “জাহু” প্রভৃতি বহু জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়-সমষ্টি সময়ে সময়ে হিন্দুজাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের ভাষা, ভাব ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার ‘জুহু’—প্রধানতঃ গুজার জাতি, তত্ত্বতঃ স্থানে বিশেষ সম্ভব-শালী। পেশোয়ার এবং তৎপার্বর্তী চতুর্দিকস্থ পার্বত্য প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আফগান জাতি বাস করে; ইহাদের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশস্থ “ইউসকজাই” ও “মুসাওন,” মধ্যপ্রদেশস্থ “কুজির” ও অপরায় সম্প্রদায়, এবং দক্ষিণ ও পূর্বপ্রদেশস্থ “আফ্রিহ” “বটক” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কোহাটের দক্ষিণবর্তী পার্বত্য-সমূহ এবং টাণ্ড ও বাবু প্রদেশে অবস্থিত অসংখ্য আফগান জাতি বাস করে; গভর্ণমেন্ট “কুজির” প্রভৃতি সম্প্রদায় তন্মধ্যে প্রধান।

এই প্রদেশে আর এক প্রকারের ক্রমক জাতি দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহারা এই আকর্ষণ জাতির ক্রমকর বনিয়া পরিচিত । বস্তুতঃ সিন্ধু নদের উত্তর পার্শ্বস্থিত পর্বতমালায় এক একটা উপত্যকার এক একটা বস্তু জাতি বাস করে ; তাহাদের কার্যকলাপ, ভাষা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার—সকলই পর-পর বিভিন্ন । সাধারণতঃ দেখা যায়, পূর্ববর্ণিত নিম্নোক্ত আদিম “সিন্ধু” জাতি, একদিকে আকর্ষণ ও অপরদিকে তুর্কমান কর্তৃক প্রাধান্যই উপস্থিতি হইত ।

কালাবাগের দক্ষিণ সিন্ধু নদের উত্তর পার্শ্বস্থ স্থান সমূহে এক মূল-ভানের চতুর্দিকেই অধিবাসী, কতক “বেলচ” এবং কতক “জ্যাঠ” সম্প্রদায় ভুক্ত ; ইহারা আবার “উরোরা” এবং “রায়েন” জাতির সহিত মিশিয়া নিয়াছে । “মুলেমান” পর্বতশ্রেণীর নিকটবর্তী স্থানসমূহে “আকর্ষণ” জাতি দেখিতে পাওয়া যায় । সিন্ধুদেশ এবং শতদ্রুর মধ্যবর্তী পতিত ক্ষেত্র সমূহে “জুন”, “ভুটিন”, “শিরাম”, “কুরুক”, এবং “কাধি” প্রভৃতি বহু সংখ্যক বিভিন্ন স্বাধীন অধিবাসিগণ বাস করে ; শতপাশন এবং নহা-বৃত্তি ইহাদের প্রধান ব্যবসায় । এই জাতিসমষ্টি, এবং শতদ্রু ও চত্রেভাগার মধ্যবর্তী কাম্বোজের দক্ষিণস্থ স্থানসমূহের “চিব” ও “বুলাও” জাতি এই লোকদের আদিম অধিবাসী । বিজেতা হিন্দু ও মুসলমানজিগের বস্তুতা স্বীকার করিলেও ইহাদের আচার-পদ্ধতির কিছু-যাত্র পরিবর্তন হয় নাই । চত্রেভাগসমূহ বনিয়া পর্বতস্থিত “ভুটিজাতি” এবং আরও দুই একটা জাতিকে প্রাচীনকালের বিজয়কৃত অথবা উপনিবেশিকপণের মতো গণনা করা যাইতে পারে ; পরে ইহারা অধিক-তর ক্রমতাপ্রাপ্তি কোন-না-কোন জাতির বস্তুতা স্বীকার করিয়াছে । বস্তুতঃ এক সময়ে “ভুটি” বা “ভাটি” জাতি যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-ভাগে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল,—অধিকার কোসই সন্দেহ নাই । এই জাতি এখন চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু বশবীরের বাসকা-

কীৰ্ণ প্রান্তর সমূহে এখনও ইহাদের প্রাধান্ত অল্পই বহিয়াছে। শতজর পার্বত্য পৰ্বতী "পকপটনের" চতুর্দিক "উটু" এবং "বোহিয়া" সম্প্রদায়ের রাজপুত্রজাতি * বাসস্থান। শতজর অধঃপ্রদেশ সমূহে "লুদা" জাতীয় কতকগুলি অধিবাসী দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহারা এক সময়ে মূলতান এবং "দিচ" প্রদেশে প্রাক্কর করিত ।

জাতীয় এক শতজর অধাবতী পার্শ্বতা প্রদেশগুলি রাজপুত্রজাতির অধিকৃত : মুসলমান আক্রমণের সময় হইতে বর্ধমান জারতবাসিগণ একতিকে রাজপুত্রজাতি ও মুসলমানের পক্ষিত সমূহে এবং অন্তর্ভিকে হিমালয় পর্বতের বিভাজিত হইয়াছে। জাতীয় চতুর্দিকস্থ স্থান সমূহ এবং পূর্বদিকে গঙ্গা ও যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের লোকসংখ্যার অধিকাংশই এক প্রকার মিশ্রিত জাতি ; ইহারা "ভোগ্রা" নামে অভিহিত ও রাজপুত্র কন বসিয়া বসিত : এখানে আরও কতকগুলি মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায় : তন্মধ্যে "গাধি" নামক জাতি অতি অল্প এবং "কোশি" জাতি আদির অধিবাসী বসিয়া পরিচিত। অধ-

* ১৩ নম্বরে,—এই "বোহিয়া" বংশ এক্ষণে লোপ পাইয়াছে (Humboldt, p. 101)—রাজহান, প্রথম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।। কুস্তর এবং জাতিগণের মধ্যবর্তী শতজর উত্তর তীরস্থ স্থান সমূহে ইহাগুলি কবিজীবি ভোহিয়াগণ এখনও বাস করিতেছে ; কিন্তু অল্পই। মুসলমান বর্ধ গ্রহণ করিয়াছে। টড্ জিভিগিত "ভহিয়া" (p. 114) জাতি শতজর নিম্নতর ভূমি সমূহের অধিবাসী। ইহারা মুসলমান ও কবিজীবি ; ইহারা উচ্চতা নামে "ডেহে" বা "ডেহোর" এবং "ডেহার" নামে অভিহিত হয়। ইহারা এবং জাতীয় কতকগুলি জাতি কতকংশে রাজপুত্রজাতির রাজপুত্রজাতির এক কতকংশে "কোলাচি" জাতির বর্ত্তা স্বীকার করিয়াছে।

ভারতের অসভ্য পার্বত্য জাতির সহিত ইহাদের আচার-পদ্ধতি, এমন কি ভাষারও বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তুবারক্কর স্থান সমূহে “জুটি” নামক এক মিশ্রিত জাতি বাস করে : কাখ্যারের নিকটবর্তী স্থানে ও সহরজুদিতে, তত্রত্য উপত্যকার অল্প প্রকার মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

জিহুম (Jhelum) হইতে হান্সি, হিসার ও পাণিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত আভ্যন্তর-সমূহের কেন্দ্রস্থলে এবং খশাব ও প্রাচীন দিপালপুরের উত্তরদিকবর্তী সমতলক্ষেত্রে “জাঠ” অধিবাসীই প্রধান। কিন্তু লাহোর ও অমৃতসরের চতুর্দিকে, শুজাট হইতে শজদুর উত্তর, এবং দক্ষিণদিকস্থ ভাতিয়া নগর ও হুনার পর্যন্ত শিখ-রাজ্য বিস্তৃত। পূর্বোক্ত অংশটী “মাক্কা” অর্থাৎ মধ্যদেশ নামে এবং অপরটী মালব নামে অভিহিত। মধ্য-ভারতের মালব দেশের সহিত উর্করতা ও সম্ভাবতার কারণে সাদৃশ্য হেতু, ইহা “মালব” নামে প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ এবং পশ্চিমের “জুটি” ও “ডোবার” এবং পূর্বদিকের “ব্রাহ্মেন”, “রুড” এবং অন্যান্য জাতীয় বহুসংখ্যক অধিবাসী পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। “জুজার” এবং “জুটি” ভিন্ন অন্যান্য রাজপুত জাতি সর্বত্রই বহুল পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে। কেলিও কেলিও নগর ও গ্রামে “পাঠাল” নামক অপর এক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠালদিগের মধ্যে “কুত্তর” নামক স্থানের অসংখ্য অধিবাসিগণ বহুকাল পর্যন্ত অসীম ক্ষমতামালী ছিল, এবং রাজপুতের রাজপুতগণ তত্রত্য স্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই মধ্য প্রদেশই সমগ্র কুহিজৌরী অধিবাসিগণকে সমান লক্ষ্যভাষে বিভক্ত করিলে দেখা যায় যে, ‘জাঠ’গণের সংখ্যাই সেই ভাগ-সমষ্টির চারি ভাগেরও অধিক ; শুজারদিগের সংখ্যা একভাগ ; নানাদিক অধিমিশ্র রাজপুতদিগের সংখ্যা—এই লক্ষ ভাগের দুই ভাগ মাত্র। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন-স্থান-প্রজাপ্রভৃৎ মুসলমানদিগের সংখ্যা এক ভাগেরও কম।

বহুত সমগ্র লোক সমষ্টির তৃতীয়াংশ অধিবাসী, মুসলমান ধর্মাবলম্বী
যদিও অল্পমিত হয় । *

* শতক এবং বঙ্গের মধ্যবর্তী ইউক্ততঃ বিকিষ্ট ১০০ বারি গ্রাম-
সমষ্টিতে সর্বমুদ্য ৪১ টি বিভিন্ন শ্রেণীর কবিবীরী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয'
যার এটি স্থানগুলি ১৮৪৪ খ্রষ্টাব্দে ইংরেজদিগের কর্তৃত্বাধীনে ছিল ।
বিভিন্ন কবিবীরী সম্প্রদায় নিম্নলিখিত অল্পপাত অনুসারে বিভিন্ন গ্রাম-
সমূহে বাস করিত । দেখান কোন এক সম্প্রদায় সমগ্র গ্রামা সম্প্র-
দায়ের এক অংশরূপে গৃহীত হয়, সেই উদাহরণ সমূহও এই তালিকা-
ভুক্ত হইল ।

গ্রাতি বা বংশ	গ্রাম সমষ্টি ।
জা	৪৪৩
হাফুপুত	১৩৪
ডুজাব	১৭২
সৈয়ল	১৭
শেব	২৫
পাঠান	৪৮
মোপল	৫
আফগ	২৮
কত্রি	৬
রায়েন (অথবা আরাকেন)	৪৭
কুয়ে	১৯
মাজি	১২
রুফ	৩৩
জোয়ার (মুসলমান কিন্তু কত্রি বসিয়া গত্রিও বের)	২৮

অধিকতর প্রতি মণ্ডল ও প্রতি সহরে বর্ষপ্রচারক, সৈনিক, ব্যবসায়ী
অথবা কারিকর সংশ্লিষ্ট বাস করিত ; এইরূপ আনৈমিক রাজধানীর

কুলাল	...	...	৫
গোলাগ্রি বর্ষ প্রচারকগণ		...	৩
বৈরাগী	...	...	২
অতীত ২৪ প্রেমীর বিভিন্ন সম্প্রদায়			
৪০০ খানি প্রাঙ্গণ বাস করে ।	...		৪০

মোট ১০৩০

এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসমূহ, আপনাপন বাসস্থান,
বংশ এবং বর্ষ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয় নাই ; সমগ্র
দেশের ইতিহাস সংক্ষেপে ফলস্বরূপ করিতে হইলে, এরূপ প্রেম-
বিশ্বাস সর্বত্রোক্তভাবে প্রয়োজনীয় । গঙ্গার তীরবর্তী স্থানসমূহের
রাজস্ব-অধিকার তালিকা কতকগুলি বংশের বিবরণ উল্লিখিত আছে ;
উহাতে অসংখ্য প্রত্যেক গ্রামের প্রাক্তন জাতিগুলির বিবরণ দেখিতে পাওয়া
যায় । সেই তালিকা সংশোধিত এবং পরিবর্তিত হইয়া অনুসন্ধানের এক
পুস্তকের সংশোধনের চেষ্টা হুজি হইয়াছিল ।

গঙ্গার এবং তরিকটবর্তী স্থানসমূহের শিখনিগের সংখ্যা সর্বত্র
৫০০,০০০ নিরূপিত হইয়াছে । (Compare Burnes, Travels,
i, 289, and Elphinstone, History of India, i, 275, note);
কিন্তু এরূপ বর্ণনার ইহাদের সংখ্যা, নিরূপিত সংখ্যার তৃতীয়াংশ কি
অধিকংশের কম বলিয়া অনুমানিত হয় । এ সম্বন্ধে কোন সঠিক
প্রমাণ পাওয়া যায় না ; সুতরাং সে বিষয়ে তিন মত প্রকাশ করণও উচিত
নহয় । তবে শিখ সৈনিকগণের সংখ্যা রুবনও ৭০,০০০ এর কম
সংখ্যা যায় নাই ; সমগ্র সম্রাটের অধিনায়ক সংখ্যা আড়াই লক্ষেরও

সমগ্র বিত্ত প্ৰসঙ্গের পবিত্র ত্রাণ * অথবা প্রকৃত সৈরিক বংশ, আকস্মিক অথবা সুলভা সন্তপন, ক্রিয়, উত্তরা এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বৈচিত্র্যপূর্ণ,

অধিক বলিয়া বর্ণিত আছে। পরন্তু চন্দ্রভাগা ও বম্বাধি বধ্যবস্তী শিব-সন্তোষায় যে স্ববর্ণাধিকারী লোকসমূহের পূর্বোক্ত সংখ্যার অর্ধেক পরিমাণ লোক সংখ্যার ও প্রতীতি কহিতে পারিত,—তদ্বিত্ত কোন সন্দেহ নাই। তবে ক্রিয়বস্তী শিব ভাগীর কোন কোন সম্প্রদায় যে আদৌ অন্তঃপ্রবণ কহিত না, এবং অগ্রাঙ্গ পরিবারের অন্ততঃ একজন বয়স্ক ব্যক্তি যে অবি-জমা চাহ-আবাসের জন্য মুক্ত হইত না,—তাহা নিশ্চিত। এই হেতু সমগ্র শিব ভাগীর লোক সংখ্যা,—দ্বীপুক্ষ এবং পুত্র-কন্যা সহিত সর্বমুদে ১২ লক্ষ ৩ হাজার কিম্বা ১৫ লক্ষ বলিয়া অনুমানিত হয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা সম্বন্ধে সম্ভারপণ্ডা অনেক মতামত দৃষ্ট হয়। বাবশাহ জাহাঙ্গীর বলেন, (Memoirs, P 29,) হিন্দু ও মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা পঞ্চা-শ্রমে ২ ও ১ : কিন্তু পণ্ডার উপত্যকার অধিবাসিনীগণের বর্তমান আনু-পাতিক সংখ্যা অপেক্ষা ইহা অনেক পরিমাণে অধিক। এলফিনষ্টোনের (History of India, ii. 238 and notes) মতে, সমগ্র দেশের লোক সংখ্যার পদ্যপরি আনুপাতিক অনুপাত স্বাক্ষর ৮ ও ১ মতে।

পণ্ডার এবং পণ্ডার তীরবর্তী স্থান সমূহের ত্রাণপণ, শিকিত সম্প্রদায়ের ভায় পণ্ডিত না হইলেও, সাধারণতঃ “মিত্র”, “মিত্র” অথবা “মিত্র” নামে অভিহিত। এইরূপ কিংবদন্তী আছে এবং কহনশী ইতিহাসের অনেক তারতম্যী অনুমান করেন যে, পুরাকথন মুসলমান আক্রমণকারিণী একে এই উপাধি প্রদান প্রচলন করিয়া নিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহঃ দুকা বার, একেকজনকে প্রতিমাত্রিককারিণী, আক্রমণকে সন্তোষায়ক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন।

কাম্বোজের বহুনির্মিত, অথবা হিন্দুস্থানের বহুবিদ্যাভিযাত্রকণ এবং হীন
জাতীয় বহুসংখ্যক নৌচ ব্যবহারিগণ বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই
সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায়ই বিশেষ কম ভাষালী কিংবা
একতানুত্রে আবদ্ধ হয় নাই; ইহাদের সংখ্যাও এত অধিক ছিল না যে,
পারিপার্শ্বিক অন্ত্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে। কিন্তু আঠবিগের
অবনতির পর, কত্রিগণই এই প্রদেশে বিশেষ কমভাষালী এবং
অব্যবসায়শীল বলিঃ পরিচিত হইয়াছিল। *

* পঞ্জাবের কত্রিগণ বংশমর্যাদা এবং জাতীয় পবিত্রতা
এখনও রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এইরূপ গণ প্রচলিত আছে,—
যোদ্ধা-জাতি পরক্ৰমকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া-
ছিল, ইহারা তাঁহাদেরই বংশধর। পঞ্জাবের উত্তর ভাগ এবং দিল্লী
ও হরিদ্বারের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে ইহাদের সংখ্যা অনেক অধিক। কাম্বী
এবং পাটনা পর্যন্ত গঙ্গাভীরসহ সহর সমূহে কত্রির জাতির বাস দেখিতে
পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গদেশে, যথাক্রমে এবং লাক্ষ্মণাত্মে তাঁহাদের
সংখ্যা অতি অল্প; এই স্থানসমূহে সূর্য ও চন্দ্রবংশসম্বৃত হই একটি
রাজপরিবার ভিন্ন আর কোন কত্রির জাতি দৃষ্টিগোচর হয় না। পঞ্জাবের
মধ্যে প্রাচীন নীপালপুর কত্রিগণের রাজধানী ছিল। কত্রিগণ প্রধানতঃ
চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত;—(১) “চার জাতি” অথবা চারিটী বংশ; (২)
“বার জাতি” অথবা বারটী বংশ; এবং (৩) “বারান জাতি” বা বারানটী
বংশ। (ক) শেরী, (খ) মারোটা, (গ) পুরা, এবং (ঘ) কপূর
প্রভৃতি চারিটী সম্প্রদায় চারি জাতি নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে
বারান প্রথমটী হইল এবং অবশিষ্ট তিনটী প্রত্যেক তিন তিনটী বিভিন্ন
সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বার জাতির শাখাগুলির মধ্যে চোপরা, টায়েয়ার,
ইরান, লাইলান, কুকর, মাইতা প্রভৃতি প্রধান। “বারান জাতির” মধ্যে

গৃহস্থ ইত্যন্তঃ ভ্রমণকারী অত্যন্ত আতিথ্য মধ্যে “চাক্ষার”পনের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক, এবং ইহারা সর্বত্র সুপরিচিত । ইহাদের সকলকে

মুন্সারি, মাইজাও, শেটি, হুবি, সানি, উরাহ, রাসিন, শোদি, বেদি, টিহান এবং বুলি প্রভৃতি কতকগুলি জাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

“উরোরা” জাতি কত্রিগের ঔরশে বৈজ্ঞানী বা শুদ্ধাচারি পর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—এইরূপ দাবী করিয়া থাকে । নিম্নো হইতে কত্রিগণ বিজাড়িত হইয়া যখন প্রথমতঃ টাটা ও সিদ্ধদেশের অত্যন্ত প্রদেশে এবং পরিশেষে মূলভানে উপনিবেশ স্থাপন করে, সেই সময়ে ইহারাও বহুল পরিমাণে “উচ” নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকে । তৎকালিক যুদ্ধে কত্রিগণ উরোরাকিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায়, উরোরগণ সাহায্য করিতে সম্মত হইয়া থাকে । এই কারণে ব্রাহ্মণগণ কত্রিগিগের প্ররোচনায় উরোরাকিগের সমস্ত ধর্মকর্ম বন্ধ করিতে বাধ্য হন । এইরূপে উরোরগণ ৩০০ খ্রিস্ট শত বৎসর কাল সমাজভূত ছিল । তৎপরে নীপালপুরের “সিদ্ধজোজা” ও “সিদ্ধ সোয়ামা” ইহাদিগকে পুনরায় হিন্দু-সমাজভুক্ত করিয়া নন । শিকারপুরের হিন্দু-কুঠিওয়ালগণ উরোরা সম্ভ্রমের ভুক্ত, এবং বোথারা ও খোরাসানের হিন্দু ব্যবসায়িগণও এই উরোরা বংশসভূত,—পঞ্জাবীগণ ইহাই অনুমান করেন । উরোরগণ প্রধানতঃ দুই প্রেইতে বিভক্ত : (১) “উজ্জদি” অথবা উত্তরাংশের অধিবাসী, এবং (২) “দক্ষিণী” অথবা দক্ষিণাংশের অধিবাসী । এই “দক্ষিণী”র আবার “হুহাসি” নামে একটা প্রধান শাখা দেখিতে পাওয়া যায় ।

নিম্ন পঞ্জাব এবং সিদ্ধদেশের সমস্ত হিন্দু ব্যবসায়িগণ মুসলমান কর্তৃক “কোরার” নামে অভিহিত হয় ; উক্তর পঞ্জাবে “কোরার” শব্দ “ভীকর” অথবা “নীচ” ও “হুনিচ” অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; মূলভানে এই শব্দ “হিন্দু ও ব্যবসায়ী” প্রভৃতি শব্দের ভার হুশা-ব্যবহৃত । বর্তমানের

বিশেষ আলোচনা কর্তব্য। তুরক দেশের “চিঙ্গানি”, রুস-জাতীয় “টাইজান”, অস্ট্রীয় “অকুথেনার”, ইটালির “জিয়ারান”, স্পেন দেশের “লিটারো” এবং ইংলেণ্ডদেশের “জিপুসি” প্রভৃতি জাতি এবং এই “জাঙ্গাঙ্গন” একই জাতীয় বলিয়া অনুমিত হয়। দিল্লীর চতুঃপার্শ্ববর্তী অধিবাসিগণ “কাজার” নামে অভিহিত। কুলটা নগরী বালিকানগ পঞ্চাষ প্রদেশে “কাজার” বহিঃ পরিচিত।

এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির বংশ এবং ধর্ম বিভিন্ন; নচেৎ, পৃথক হুইচী জাতিতে সাধারণতঃ এক জাতি বলিয়া মনে হইত। সুপ্রসঙ্গ অধিবাসিগণ ও অধীনস্থ রাজবংশ ‘জামা’ প্রচারিত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী; অধুনা বৌদ্ধধর্ম মধ্যপ্রদেশের সর্বত্রই বহুল পরিমাণে প্রচারিত। কিন্তু

“কেরার” নামে এক জাতি বাস করিত; বহিঃ প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে এই কেরারদিগের একটী ভিন্ন জাতি গঠিত হইয়াছিল। তথানি সেই সময়ে মধ্যপ্রদেশে “কেরার” শব্দে চলিত কথার “পার্কত্য” অথবা “বক্ত” সুপ্রসিদ্ধ। অধ্যাপক উইলসন বলেন, প্রাচীন আদিম “কিরাদি” ও “কেরার”—একই জাতীয়। বহুজা, হিন্দুদিগের পাঁচটী “প্রম্বে”র অথবা “প্রদেশ”—সমূহের মধ্যে “কেরার” অন্তর্ভুক্ত। সেই পাঁচটী “প্রম্বে” বর্ণ্যক্রমে,—“চৌ প্রম্বে”, “বন প্রম্বে”, “ইন্দ্রপ্রম্বে”, “দায়ু প্রম্বে” এবং “কিরাত প্রম্বে” নামে, অভিহিত হয়। এই “কিরাত প্রম্বে”কে উজ্জয়িনী এবং উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ বলিয়া ভারত-বাসীরা অনুমান করেন। (Compare Wilson. “Vishnoo Pooran”, p. 175. note for the Keratas of that book) দায়ুপ্রম্বে দ্রাবিড়ভাষাভাষী পণ্ডন “রাজপণ্ড” নামে এক অহিন্দু-পণ্ডন “কিরাত পণ্ড” নামে পরিচিত। এই শব্দে ইহাদের অপরি-
কল্পিত কথক সুপ্রসিদ্ধ।

ইসকান্দার ভিক্টোরী জাতি, গিলগিটের “দার্দু”, এবং বহুতর পার্শ্বজ
দেশের “কাফা” এবং “বাম্বা” গণ “সিরা” সম্প্রদায়ের মুসলমান। কাশ্মীর,
কিসৌজার, ভিন্সর, লাম্বা এবং সিদ্ধনগ ও সাতপুরা পর্যন্ত প্রাচীর
পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকবর্তী পর্যন্ত-সমূহে “হুদি” সম্প্রদায়ের মুসল-
মান বাস করে। পেশোয়ার, সিদ্ধনগের দক্ষিণবর্তী নিয়তুদি, মুলতান
এবং শিওকান-গা, চনিয়ট ও দিপালপুর পর্যন্ত উত্তর দিকের
অধিবাসিগণ মূলতঃ হিন্দু। কিসৌজার ও ভিন্সরের পূর্বের
হিমালয়ের অধিবাসিগণ ব্রাহ্মণ-ধর্মাবলম্বী হিন্দুজাতি। উত্তর দিকে
হোন্ধুতাবলম্বী কতকগুলি ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে
কতকগুলি মুসলমান জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। মাকা এবং মালবের
“বিকান-জাতি” অধিবাসী “শিখ” ধর্মাবলম্বী; কিন্তু বিত্তল এবং ধম-
নার মধ্যবর্তী সমগ্র লোকসংখ্যার অসুমানিক হুতীয়ংশ নানক ও
সৌরাস-প্রচলিত নতুন ধর্ম গ্রহণ করে নাই। অবশিষ্ট হুই-
হুতীয়ংশের কতকগুলি মুসলমান এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণ-ধর্মাবলম্বী।

দো সহর ব্যতীত অসংখ্য প্রত্যেক সহরে, পেশোয়ার ও কাশ্মীরের
অন্তর্গত মুসলমান অধিকৃত জেলার গ্রামসমূহে, এবং মাকা ও মালোর
অন্তর্গত শিখ-অধিকৃত জেলা-সমূহের গ্রামসমষ্টিতে, প্রচুর পরিমাণে হিন্দু-
ব্যবসায়ী ও হিন্দু-সোকানী দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকের সহরগুলিতে
অত্রি জাতি এবং মুলতানে বহুসংখ্যক “উরোরা” জাতি আবাস
করিয়াছে। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণ, মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণের এবং বাঙ্গালী
বাবুদিগের মিত্রা ও বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের
অনেকেই সরকারী কর্মচারী; কিন্তু অত্রি ও উরোরগণ সাধারণ মুন্সী
এবং করদাতা কৃষিজীবী। কেবলমাত্র মালব দেশে অর্ধাং জাতিগণ এবং
মালবের চতুর্দিকে অবস্থিত শিখ জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার
লোকসমূহের কি গৃহোচিত, কি সৈনিক, কি শিল্পী, কি দোকানী, কি

কক, সকলেই শিখ-সম্প্রদায়-ভুক্ত,—এইরূপ জনকতি চলিয়া আসিতেছে।

পড়াবে এবং তাহাদের সর্বত্র কতকগুলি নীচ জাতি বাস করে : ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন না, কিংবা মুসলমানগণ কখনও তাহাদিগকে ধর্মোত্তর গ্রহণ করাইতে উদ্যোগী হন নাই। তাহারা গ্রামে অথবা বনদেশেও কিংবা বংশের আদিপুরুষের উপাসনা করে ; অথবা, কোন প্রস্তরমূর্তি মনুষ্য জাতির স্মৃতিকর্তার প্রতিরূপ করিয়া, সেই প্রস্তরমূর্তিই পূজা করিয়া থাকে। এক্ষণে তাহাদের কতকগুলি সম্প্রদায়, আধুনিক হিন্দুসংস্কারকগণের উপদেশ-সমূহ অগ্রগত হইয়া, আপনাদিগকে অগ্রসর শিখ-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক একটী অপকৃষ্ট সম্প্রদায় বলিয়া অহুমান করে। হিমালয়ের যে সকল নরনারী প্রদেশে মোক্সা, নামা কি ব্রাহ্মণগণ, কেহই বসতি স্থাপন করেন নাই,—সেই সমস্ত স্থানের উপভাৱ অধিবাসিগণের কোন নিষিদ্ধ ধর্মোপদেশক ছিল না ; কিংবা তাহারা কোন বিশেষ ধর্মমতও বিশ্বাস করিত না। তাহারা এতোক উচ্চ নিরিশ্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীর উপাসনা করিত, এবং তুহারাহ্মর প্রতি পর্বতচূড়ার অধিষ্ঠাত্রী উপাস্ত দেব-দেবীর মন্দির নির্মাণ করিত। ঈশ্বরের অসুপত ও আত্মবাহী ব্যক্তি, সময়ে সময়ে যে প্রেহলিকামর বাক্যসমূহে ঈশ্বরের আজ্ঞা বিজ্ঞাপনার্থ আদিষ্ট হয়,—তাহারা তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। তাহাদের ধারণা এই যে, পর্বতাদি-উপলক্ষে সমারোহ-বাত্রাকালে “দৈত্য” কিবা “ঈতানের” প্রতিমূর্তি বহনসময়ে, নক্ষিণ ও বামদিকে প্রতিবার আশেপাশে প্রদক্ষিণ,—সৌভাগ্য-হর্তায় এবং সুখ-দুঃখের পরিচায়ক। *

* পড়াবে হিমালয়ের পাদদেশে “লুনা” বা “গোনা”র অনেকগুলি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। নীচ জাতির দ্বারা ব্যক্তিগণই এতাদৃশ

দেবপ্রাপ্ত পঞ্চমধ্যাকা ও সমসাময়িক বী-শক্তির সামান্যতম অপেক্ষা, জাতি ও ধর্মের বিশেষত্ব,—সর্বত্র বহুল পরিমাণে প্রয়োজনীয় : কিন্তু উৎপত্তি, বংশমধ্যাকা, আচার-পদ্ধতি ও ধর্মসংস্কার প্রভৃতির প্রভাবের বিষয়, বিশেষরূপে আলোচনা করা নিম্নপ্রয়োজন। বুদ্ধ, ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর প্রচারিত ত্রিবিধ ত্রিধর্মমত এসিয়ায় সর্বত্রই বিস্তৃতভাবে প্রচলিত ত্রিণ : এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম বিধানে সমস্ত সমস্ত লোকের প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারের বিশেষ পরি-
বর্তন সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই সকল ধর্মমতে উপাসকসমূহকে উদ্বাস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই ; তাহাদের ধর্ম একে-
কোনোমতেই নাই। এখন এই ধর্মমতগুলিকে সামাজিক প্রথা ব্যতীত
অপরিচিন্তনীয় ধর্মরীতি বলিয়া অর কেহই বিশ্বাস করে না। তাহাদের
বিশ্বাস এই যে, এই ধর্মমতগুলি, বহু শতাব্দী হইতে অত্যন্ত প্রাচীন।

বীর-পুরষের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ এই মন্দিরগুলিকে বিশেষ সম্মান করে।
সেই বীর-পুরষের সম্মানভাজ এবং স্বাভাবিক আকৃতি সানারূপে
বর্ণিত হয়। একটী গল্পে লিখিত আছে,—“সেই বীর-পুরষ পঞ্চদশ
অধিপতি ছিলেন ; অর্জুন এবং হুরজান নামক তাঁহার দুই
সহোদরের সহিত ধোয়তর বুদ্ধ হয়, এবং সেই বুদ্ধ তিনি নিহত
হন : কিন্তু কি আশ্চর্য্য। একটী পর্বত বিস্তৃত হইল ; এবং গুপ্তা
পন্থার বুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া পর্বত হইতে অবশেষে বহির্গত হইলেন।”
আর একটী গল্পে বর্ণিত আছে,—“গুপ্তা রাজাওয়ারায় মরুময় প্রদেশের
জাউ-ভুররা নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন।” এই বীর-পুরষের সম্মানে
টঙ্ক, বাহা লিপিবদ্ধ, তাহার সহিত এই বুদ্ধভক্তের অনেক বিস্তার ঐক্য-
মত বৃত্তি হয় (Rajasthan, ii. 447)। টঙ্ক, বঙ্গল, এই বীর-পুরষের
সৈনিকদিগের সহিত বুদ্ধ নিহত হন।

সমুদয় ঐতিহাসিক ও বহুমূল সম্মান প্রদর্শন দ্বারা আর কিছুই
 নহে। এই সময়ে তিব্বতীয়দের এবং হিন্দুজাতির মধ্যে তাহাদের
 চিরন্তন পৌত্তলিক ধর্মই প্রচলিত ছিল। অগ্নীধর মনুষ্য-শরীর
 ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এবং চক্রেপতিতে প্রার্থিত দিব্য
 পুরণ করেন,—অন্যতঃ তিব্বতীয়গণ নিঃসংসারতিলে তখনও এই ভ্রম-
 বিশ্বের বিশ্বাস করিত। এলিফ আবার হিন্দুগণ, দৈবর মূর্তিকা বা প্রস্তর-
 মূর্তিতে আংশিকরূপে পাকিতে ভালবাসেন,—এইরূপ পূর্বাভাসক বিষয়ে
 বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। সুতরাং তিব্বত ও হিন্দু উভয় জাতিই
 ক্রিস্টীয়গণের অসম্ভাবিক নতন ধর্মমত প্রচারে বাধা অশ্রাইতে লাগিল।
 কিন্তু যে শক্তিবলে ঐশ্বর্যমূল হইতে নীতমণ্ডল পর্যন্ত ভবিষ্যৎকাল
 শাসকের মন্ত্রের নিশ্চিত হইয়াছে; যে শক্তিতে ব্রাহ্মণগণ ভারতীয় অস্ত্রাত্ম
 জাতির মধ্যে প্রেরণ, এবং সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে অশেষ পারদর্শী;
 যে শক্তিবলে তাঁহারা বিজয়-শ্রী লাভ করিয়াছিলেন;—ব্রাহ্মণগণের এবং
 বৌদ্ধদিগের সেই প্রাচীন সরল ও সতেজ দৈবশক্তি এক্ষণে আর নাই।
 য য অমরত্ব লাভের আশ্রমে বৌদ্ধ মতাবলম্বী এবং বেদ-বিশ্বাসব্রাহ্মণী
 উভয়েই পরম দুর্ভাগ্য; সুতরাং জন-সাধারণের এই ধর্ম-প্রবর্তনসময়ে
 তাঁহারা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা যেমন নিজ নিজ
 ধর্মবিষয়ে অস্ত্রের অনধিকার-চর্চা সম্বন্ধে করিতে অনিচ্ছুক, তেমনই
 অস্ত্র বা বিক্রম-বিশ্বাসব্রাহ্মণী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করি-
 তেও একান্ত নিষ্লাহ। এমন কি, যে মুসলমানগণ কোন
 অস্ত্রক দৈবর-মূর্তি কখনা করিয়া দেব-দেবীর উপাসনা করিত না,
 তাহারাও মনে করে যে,—মৃত ব্যক্তি ঐশ্বরিক শক্তির আধার, এবং
 তাঁহাদের কবরস্থান তীর্থস্থান স্বরূপ। সুতরাং যে শক্তিবলে অন্তঃ
 আত্মবিশ্বাস এবং কষ্টসহিত ধর্মপ্রত্যাগী ‘কুরুমান’-সম্রাট পৃথিবীর
 পুরাতন-ভারতের পরম্পরে রাজত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া-

হিন্দু,—সেই শক্তি বুলাইবার জন্য একটী সাধারণ সংজ্ঞা নির্দেশ করা বড়ই কঠিন; তদ্বিষয়ে বৃথা অবেষণও অনাবশ্যক। বঙ্গভূমি, মুসলমান-প্রধান স্থান-সমূহে, এখনও এমন স্বর্ণমুদ্রারূপী মুসলমান এবং অনেক পার্শ্বভা জাতি ও পশুপালক-সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং লক্ষ্য-যুদ্ধে ধৈর্যভাবে প্রাণ বিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। দুর্কা, পাতসী এবং পাঠান জাতি কর্তব্যানুরোধে মুসলমানধর্ম রক্ষা হেতু মহানদের নামে ধর্মযুদ্ধে বড় নীচ একতান্ত্রে আবদ্ধ হয়,—কি রূপ, কি স্ত্রীত, কি স্পেনিয়ার্ড, কেহই তত নীচ ধর্মযুদ্ধে এক সাধারণ “জায়েদেহে” বা একতান্ত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না,—এ কথা কে না স্বীকার করিবেন? মুক্তির উপায় করায়ত্ত করিয়াছে বলিয়া মুসলমানগণ অভিমান করিয়া থাকে। তাহারা যাহাদিগকে অসভ্য জাতি বলিয়া ঘৃণা করে, সেই ঘৃণিত ও নীচ জাতীর ব্যক্তি গণের নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে তাহারা কখনও সন্মত হয় না। তাহারা মুসলমান ধর্ম প্রচার করিয়া প্রকৃত মুসল-মানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ সুখ অর্জন করিতে অত্যন্ত অভিলাষী। তাহারা হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের জ্ঞান নিশ্চেষ্ট থাকিতে ভাল পাসে না। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য এবং মহান্দার ধর্মাবলম্বী প্রত্যেকেই এক একটী ধর্মজ্ঞ প্রচারক-সম্প্রদায় আছে; প্রত্যেকেই স্বতঃ-সম্মত ধর্মসংহিতা অথবা দৈবনিয়ম সমূহে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এইরূপে স্ব স্ব ধর্মে বিশ্বাস অনুরাগী হওয়ায়, তাহারা আপনাপন বিচার-শক্তি এবং মুক্তির আশার সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে। এই কারণেই আধুনিক সভ্য ধর্মপ্রচারকগণ ইহাদিগকে স্বতীয় ধর্মে বীভক্ত করা এত দুষ্কর বলিয়া মনে করেন, এবং তাহাদের উদ্ধাবিত উপায়ও কার্যকরী হয় না। স্বর্ণমুদ্রারূপী স্বত্বাধীন ধর্মপ্রচারকগণ বিজ্ঞানের এবং সভ্য-

লোকস্বাস্থ্য অসার যুক্তিভাণে বিস্তার করিয়াই নিরস্ত থাকেন ; তাঁহারা লোকের অন্তরাত্ম উন্মোচিত করিতে কিংবা কল্যাণ-শক্তির উদ্বোধন করিতে প্রয়াস পান না, অথবা প্রোভুর্গের আশাতীত কোন তত্ত্ব নির্ণয় করিতেও সমর্থ হন না। হুটান ধর্মপ্রচারকগণ উপবাসী হইয়া মন্ত্রভূমে বাইতে, কিংবা ধর্মোপাসনা হেতু নিম্নত পর্বত-কঙ্করে বাস করিতে অসমর্থ। তাঁহারা সাধারণতঃ বহু-বহু-পোষিত মানসিক আশা পূরণ বিষয়ে ভবিষ্যৎ বলিতে অপারক। কোন নৃত্য ধর্মের প্রচারকালে, অস্ত্র-সাহায্যে ধর্ম-প্রচারে সিঁছির বিশেষ সম্ভাবনা এবং এ সময়ে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ প্রতীক্ষা—প্রভৃতি সন্দেহমূলক দ্বিগুণ প্রচার করিতে তাঁহারা অসমর্থ। ধর্ম বিষয়ে পবিত্রতার কোনপ্রকার কর্তব্য বিধানই লোকের মানসিক খাটনা বহুমূল্য হয় না। কারণ পণ্ডিত ও যোদ্ধাগণ—কি ওর্বশান্ত, কি নীতিভক্ত, এমন কি ঈশ্বরবাসী প্রভৃতি বিষয়েও পরস্পর বিরোধী। ধর্মোপাসনা হুটান ধর্মপ্রচারকগণ, হুটানদিগের মধ্যেই হয় ত, ঈশ্বরোপাসক, ইন্দ্রিয়-সুখানন্ড, বৈরাগ্যবৃত্তি বিভিন্ন সম্ভাব্য গঠন করিতে পারেন ; হয় ত, তাঁহারা পিতৃ-মাতৃদীন পৌণ্ডলিক ধর্মাবলম্বী বাসক-বালিকাদিগের শিক্ষা-দান ও প্রতিপালন সম্বন্ধে নানারূপ প্রাশংসনীয় কার্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারেন ; হয় ত, তাঁহাদের প্রেরণানায় অনেক অজ্ঞানী এবং দক্ষিণ ব্যক্তি, এমন কি কতকগুলি জ্ঞানী এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও ধর্মাস্তর গ্রহণ করিতে পারে ; কিন্তু ভারতীয় বিভিন্ন জাতি এবং মুসলমানদিগকে হুটান ধর্মে দীক্ষিত করা এখনও তাঁহাদের আশাতীত বলিয়া বোধ হয় । *

* শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কদ্বারা কিংবা ঐতিহাসিক শিক্ত লোক কর্তৃক কোন বিষয়ের অসঙ্গত প্রমাণিত হইলে, লোকে সেই বিষয়ের অসঙ্গত

প্রাচীন বর্মানুসঙ্গী ব্যক্তিরণ তাঁহাদের নিজ নিজ সরস বর্ণনাত
অনুসরণ করিয়া থাকেন; তাহাতেই তাহারা পরিতুষ্ট; অল্প বর্ণ
সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু শিখগণ আর এক নতুন
বর্ণন বীজিত;—এই নতুন বর্ণনে ব্রহ্মা এবং মহাম্মদ প্রচলিত বিবিধ
ঐশ্বরিক মত বর্তমান রহিয়াছে। এক্ষণে তাহারা এই নতুন ধর্মোক্ত নতুন
জায়ে বিভোয়;—এই ধর্ম-বিশ্বাস প্রভাবে তাহারা এক অভিনব
উৎসাহে উৎসাহিত। জনসীমার তাহাদের মন্ত্রী, তাহাদের সমস্ত বংশীয়
তিনি সাহায্যকারী, এবং অতি নীত্রেই তাহাদের পত্র বিতরণ করিয়া
তিনি নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন;—অধুনা তাহারা এইরূপ ধর্ম-
শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। সভ্য ইংরেজ জাতির সভ্যতা এবং
শাসন-প্রণালীর প্রেক্ষিত্র এতদূতর কারণেই শিখদিগের এই অভিনব
ধর্মনীতি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করা উচিত। শুদ্ধ

অতি সহজেই বুঝিতে পারে। সুভিত্তক দ্বারা শিক্ষিত মস্তদ্বারকে
কোন বিষয় বুকাইতে পাওয়া নিম্নলি; ডাক্তার ‘সি’ কর্তৃক অনুদিত
‘মার্টিনের’ ‘পারসিয়ান কন্ট্রিভারসি’ই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এলাহাবাদে
হাটান মিসমরিগণ এবং লঙ্কোয়ের মুসলমান মোল্লদিগের
পরস্পর বাদানুবাদেও এ সম্বন্ধে অনেক বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে।
দামবোহন রায়ের “আন্তিকতা এবং বেদ” বিষয়ক গ্রন্থে এবং কলি-
কাতার “ডক্ট-বোখিনী সভার” চিঠি-পত্রে এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত
দেখিতে পাওয়া যায়। “মুরক্রফটের প্রবণবৃত্তান্ত” গ্রন্থের যে অংশে
বর্তকগুলি উদাসী সন্ন্যাসী, মুরক্রফটকে তাহাদের দ্বারা এক
দৈবর মন্ত্র করিতে উপদেশ দিয়াছেন, নিজ নিজ মন্তব্যের তত্ত্ব
হিন্দুগণ, সেই অংশ পাঠ করিয়া দেখিবেন। (Moorcroft
“Travels,” i. 118)

গোবিন্দের শিষ্যগণ যখন স্বাভাবিক ভবিষ্যৎ ভাব্যকল আলোচনা করিতে থাকে, তখন উৎসাহে তাহাদের চক্ষু আকর্ষিত হয়,— উত্তমসার বাৎসর্যশী কল্পিত হইতে থাকে। তাহারা শুধু গোবিন্দের কোন শিষ্যের এইরূপ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন,—তাঁহারা ই মুক্তি পাবি-
বেন, কি শক্তিবলে অসত্য আয়বজাতি রোম এবং পারস্তদেশের বর্ধমানী
অসংখ্য সৈন্তের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইয়াছিল;—তাঁহারা ই
মুক্তিতে পাবিবেন, কি শক্তিবলে ইংরেজদিগের সাহসী বর্ধমানের পূর্ব-
পুরুষগণ এমিয়ার প্রান্তসীমায় বর্ধ-মুখে বাজা করিয়াছিলেন। শিখজাতি
জির ভিন্ন বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত নহে। তাহারা বর্ধমানরাণী এবং বর্ণনিপুণ;
তাহাদের সৈন্তসংখ্যা অল্প হইলেও, তাহাদের একতা, বর্ধমানগণ এবং
বর্ণনিপুণ অমুসারেই তাহাদের সৈন্তবল স্থির করা কর্তব্য। “খালসা”
বা ‘সাধারণ-উন্ন’ রক্ষা যেতু তাহারা বহুকষ্ট সহ্য করিত,—এমন কি,
জীজন বিসর্জন করিতেও কৃতসংকল ছিল। তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও
মিরাসাহ হয় না; বরং মানক ও গোবিন্দ প্রচারিত বিবিধ কর্ম্মমত
প্রচার করিয়া বিগ্নপত্ন উৎসাহে ভারতীয় অস্ত্রাস্ত্র জাতিকে,—আয়ব,
পারস্ত, তুর্ক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে,—এই নতুন ধর্মে দীক্ষিত
করিতে বহুবল হয়।

ধর্মের বিশেষত্ব অপেক্ষা জাতিগত বিশেষত্বই চিরস্থায়ী এবং
অধিকতর বহুল সংখ্যক বলিয়া মনে হয়। কোন সম্প্রদায়ের ইতি-
হাস বর্ণনা করিতে হইলে, তাহাদের উৎপত্তি ও পঠন, এবং তাহাদের
বংশ ও বর্ধ প্রভৃতি একযোগে উল্লেখ করা কর্তব্য। ভারতবর্ষের
উত্তর এবং পশ্চিম খণ্ডে ‘জাঠ বা জ্যাঠ’ জাতি পরিভ্রমী এবং উন্নতিশীল
কৃষক সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত; পরন্তু তাহারা সৈনিক-সম্প্রদায়ের
ভারতবর্ষকালে যুদ্ধ করিতে এবং দুর্ভিক্ষে কৃষিকার্য করিতে সমভাবে
ক্ষমত। তাহারা ভারতবর্ষের অস্ত্রাস্ত্র কৃষকশ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

ফুলতীব্রতা হান-সমূহে তাহাদের প্রাধান্য সহজেই উপলব্ধি হয় ;
 উন্নততর তাহাদের ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । শতাব্দি
 তীরবর্তী প্রবেশ সমূহে ধর্ম-সংস্কার ও রাজনৈতিক উন্নতির ফলে,
 এক অভিন্ন শক্তির সাহায্যে তাহারা নতুন বলে বলীয়ান ; তাহাদের
 কাণ্ডশীলতা এবং ক্রিপ্রকারিতা বহুল পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ।
 এক্ষণে তাহারা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বিশেষ সাহসে সাহসী । * যদিও
 ‘হাইনি’, ‘মালি’ এবং অন্যান্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ‘জাতিগণের
 প্রায় সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নহে, তথাপি পরিমিতাচার এবং পরিশ্রম
 প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে, তাহারা ‘জাতি’ জাতি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট
 নহে । রাজপুত জাতি সাধারণতঃ সাহসী বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত । এতাই
 সম্প্রদায়ের রাজপুতগণ বহুল পরিমাণে একত্র বাস করে । কি হিন্দু, কি
 মুসলমান—উভয় ধর্মাবলম্বী ‘জাতি’ জাতিই কৃষি-কার্য অপেক্ষা গভ-
 পালন কার্যই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করে, এবং ‘জাতি’গণ সর্বত্রই গভ-
 পালক সম্প্রদায়ভূক্ত । ‘বেলুচি’গণ বহুদিনের অধিকৃত হানসমূহেও স্ব-
 পূর্বক চার আবাদ করে না । পার্শ্বতীরগণ সত্যমতেই কলহপ্রিয় এবং
 দস্যবভাষাঙ্গ । তাহারা উই প্রতিপালন করিয়া প্রধানতঃ জীবন্যতি-

* তামুকদার (আরগীবদার), কি পূর্বতম খরিদদার, রাজস্ব আদায়
 করিতে অসমর্থ হইলে, মালেকী বণ্ড বিক্রয়ের যে ইংরাজী প্রথা প্রচলিত
 আছে, সেই প্রথা অনুসারে উক্ত রাজস্বের জাতিজাতি ক্রয়ণঃ অধিকাংশ জমি
 দখল করিতেছে,—এ কথা আমি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটনাট
 বা টেমসনের নিকট অবগত হইয়াছি । সাধারণতঃ ভূমিতে পাণ্ডুরা বার
 যে, কোন জাতি ৫০ টাকা জমাইতে পারিলে, তাহা বিবাহাদি দ্বারা আয়বাদ-
 প্রযোজ্যে ব্যয় না করিয়া ৩ টাকা দ্বারা একটি কুল ধমন কিংবা একজোড়া
 কল ক্রয় করিয়া থাকে ।

বাহিত করে, এবং উদ্ভুল পরিচালক-রূপে ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তর-বঙ্গে পরিভ্রমণ করত জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। অকস্মাত্তিও এক্ষণে কৃষিকার্ষে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। বদবধি তাহারা ভারতবর্ষে আশিয়া নির্ঝিরে শান্ত স্থাপন করিয়া বাস করিতে সমর্থ হইয়াছে, অথবা যে সময় হইতে তাহারা বদশে নিরাপদে বাস করিতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই তাহারা কৃষিকার্ষে বিশেষ উন্নতিশীল। কিন্তু তাহারা 'বেলুচি' অপেক্ষাও অধিকতর কলহপ্রিয়; এই কারণে সর্বত্রই বেতনভোগী আকপান সৈন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। নতুও এই উত্তর জাতিই আপন আপন দেশে দস্যুল হইতে কতকাংশে প্রেষ্ঠ ও উন্নত। বিদ্রোহ প্রভি তাহাদের অত্যাচার প্রধানতঃ ক্ষত্রের নামেই সমহিত হয়, ক্ষত্রের নামেই তাহারা অস্ত্রের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে; এবং সমগ্রস্বাধীনসী সকলেই একত্রিত হইয়া পরস্পরের সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। মগর ও সহকের "কজির" ও "উরোরা"গণ বর্গিকনিপের জ্ঞায় অধ্যবসায়শীল এবং ব্যবসায়ীর জ্ঞায় মিডাচারী; তাহারাি দেশের প্রধান রাজস্ব-সচিব এবং ধনাধিক। কজিরগণ এক সময়ে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এখনও তাহাদের অন্তরে সময়ে সময়ে সেই বীরোচিত পুরাতন মূর্তি আশিয়া উঠে, এবং তাহারা দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন এবং সৈন্ত পরিচালনা করিয়া থাকে।* বলিষ্ঠ কাশ্মীরীগণ প্রচুর পরিমাণে শিলজাত

* রণজিং সিংহের সেনাপতিগণ-মধ্যে হরি সিং নামক একজন শিখই সর্বপ্রথম; এই শিখ বীরপুরুষ প্রাজিতে কজির। রণজিং সিংহের কামিন্য অজ্ঞাত শাসনকর্তাদিগের মধ্যে দুর্ভুটচাঁদ ও মোরানালাল একই শিখ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'আলুওরাবীর' সন্তানদের শিখ শাসন-কর্তার অন্তরে 'কজা' সন্তানদের কজির-বংশোদ্ভব বুলু মজ বহু বিখ্যাত

দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। কার্ঘ্যক্ষমতা এবং শিল্পনৈপুণ্যের দৃষ্ট
একপক্ষে তাহারা যেমন বিখ্যাত, অন্যপক্ষে তাহারা আবার তেমন দরিদ্র,
ভীষ এবং চরিত্রহীন বলিয়া পরিচিত। কাশ্মীরের দক্ষিণ ও পূর্ববর্তী

কাহরাছলেন, এবং শিথিল সম্ভ্রমারে তাহার বিশেষ আদর ছিল। জনকর
দোয়াব এবং লাহোরের ব্রাহ্মণগণ কুলুম্বের এই অল্পত শিকার দ্রব্য
কতকটা তাঁহাকে হিংসা করিত। যে চণ্ডমল এতকাল হারদ্রবদেব
নিজামের রাজকর্ষ্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই চণ্ডমলও
শাখাজাদির ক্ষত্রিয়-বংশসম্বৃত ছিলেন, এবং নিজাম রাজ্যের বেতনভোগী
শিখ সৈন্তদিগকে আত্মব এবং আফগানদিগের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে
উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সৈনিক এবং রাজ-
পুরুষ হইতে মহাজন ও পোদানী অবস্থার ক্ষত্রিয়দিগের অংশেপতন
হইয়াছে। ইতিহাসে ইছদীদিগের অবনতি সহজে ফেরপ বর্ণিত আছে,
তৎসঙ্গে ক্ষত্রিয় জাতির এই অবনতির অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।
পরিভ্রমী এবং কার্ঘ্যকুশল ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ব্যবসার নিজেরাই অনুসন্ধান
করিয়া লন। বিজ্ঞতা রোমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া
এবং বর্তমান সময়ে তুর্ক নরপতিগণের অধীনে থাকিয়া গ্রীকগণের ত্রেকপ
অবস্থাস্তর ঘটিয়াছিল,—তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেও এ সম্বন্ধে
অনেক প্রমাণ পাওয়া বাইতে পারে। আমরা আরও জানিতে
পারি যে, মধ্যযুগের স্পেনিয়াডগণের অন্ত্যস্ত প্রকার মধ্যে পরাজিত “মুর-
গাই” অবিকল্পে পরিভ্রমী ছিল। আজকাল ইংরেজাধিকৃত ভারত-
বর্ষের মোগলজাতি ক্রমশঃ ব্যকসা-বাধিত্যে নিবৃত্ত হইতেছে। এক্ষণে
স্পাইই প্রতীয়মান হয় যে, সাক্সন অধিকৃত “ইংলণ্ডের”, ক্যান্সী-বিদিত
“গাল” এবং “গব” রাজ্যভুক্ত ইতালীয়, ব্যবসায়ী এবং কর্মবাহক-
সম্প্রদায় প্রধানতঃ রোমান বংশসম্বৃত।

পার্কতা জাতিসমূহের জাতি-ধর্মগত কোন বন্ধনুল প্রকৃত বিশেষত্ব দেখা যায় না। তবে এইটুকু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জাতিগোত্র এবং সাহসিকতার জন্য কয়েকটা অবিভিন্ন রাজপুত্র জাতি অস্তিত্ব স্থানে আদরণীয়, এখনও কোন কোন স্থলে, কতকগুলি অবিভিন্ন রাজপুত্র-জাতি সেই জাতিগোত্র এবং সাহসিকতার আদর করিয়া থাকে। "গুকার"গণ যাকরের বিরুদ্ধে এক সময়ে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং পরে হুমায়ূনের স্নানতুল্যে সাহায্য করিয়াছিল;—সেই স্মৃতি এখনও তাহাদের জ্ঞানে জাগরক রহিয়াছে। তিনতীরগণ মিডাচরী; তাহারা তাহাদের শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলি চাব আবাদ করিয়া জীবনান্ধি-বাহিত করে। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত ভীক। তাহাদের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহারা কোন কালে স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এমন কি, নৃশংসরূপে উৎপীড়িত হইলেও, তাহারা তাহাতে বাধা প্রদানে অক্ষম। ত্রীলোকের বহু স্বামী ও বহু বিবাহের প্রথা তিনতীরদিগের মধ্যে সৃষ্টি ও বর্ধ বিক্রম বলিয়া অনুমিত হয় না; বরঞ্চ ইহা একটা চিরস্থল অনি-শাথ নীতি—এইরূপ কথিত হয়। পার্কতমণ্ডলস্থিত কৃষি-কার্যোপযোগী প্রত্যেক ভূমিখণ্ডেই বহুকাল হইতে চাব আবাদ হইতেছে। লোক-সংখ্যার অনুপাতে এতদূর পরিমাণ জমি বর্তমান স্বাকার, সাধারণ সমভাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক পরি-বারের মালেকী স্বত্ব এবং বন্দাবনের ক্ষমতা একই পুরুষানুক্রমিক হস্তে স্তম্ভ থাকার, এই অনুপাত পূর্ণ হইতেই একইভাবে বর্তমান রহিয়াছে। পশ্চিম প্রদেশে মুসলমান ধর্ম প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের বিচার-শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অনেকেরই তিন তির স্থানে উপ-নিবেশ স্থাপন করিতেছে। মুসলমান ধর্মের প্রভাবে চিরস্থায়ী প্রধার অনেক পরিবর্তন ঘটয়াছে। এমন কি, লামা-তিব্বতীয়গণ কেহ কোন

সময়ে ব্যবসা বা অন্য উপায়ে সামান্য ধনের অধিকারী হইলেই, এতোক পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে থাকে।* “চিহ্ন” ও “রুহা” প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী অসভ্য জাতি, এবং সমস্তল খণ্ডের “কুন”, “কার্বি”, “ডোবার” এবং “ভুটি” প্রভৃতি জাতির বিস্তৃত বিস্তারিত বর্ণনার আবশ্যক নাই। ইহাদের কতকগুলি জাতি অগম ও দহ্যপ্রকৃতি; কতকগুলি গণপালক, ইহার সং ও শাস্ত প্রকৃতি। অবস্থা এবং স্বভাবগত বিশেষত্ব ভিন্ন আর অন্য কারণ কি হইতে

* লুদাকে ব্রীটোলের বহু খানী। বহু বিবাহ সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে (Travels ii, 321, 322,) এবং এসিয়াটিক-সোসাইটীর ১৮৪৪ ইষ্টকের “জরনাল” (P. ২০২ &c) জটিল। বলতঃ এইরূপ প্রথার প্রচলনে বহুসংখ্যক জারজ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। শতক্রে এবং পিটি (বা স্পিডি) নদীতীরের সন্নিহিত স্থানে ‘হাডুগ্রাডু’ নামক মুক্ত স্থানের ৭৬০০টি পরিবারের মধ্যে ২৬০টি জারজ সম্প্রদায় লক্ষিত হয়; এবং প্রতি ২৯টির মধ্যে একটি করিয়া জারজ সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এতোক বরংপ্রাপ্ত ব্যক্তিই নিজ নিজ জন্ম-দেশলক্ষণা স্বীকার করিয়া থাকে বলিয়া, এই হিসাবে জারজ-সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরও অধিক হইতে পারে। ১৮৩৫ ইষ্টকের গণনার ইংলও ও ওয়েলসের লোকসংখ্যা সর্বমুদ্র ১৪,৭৫০,০০০ হির হয়। ইহার মধ্যে (নূতন Poor law প্রচলিত হওয়ার পূর্বে) ৩৫,৪০০০টি জারজ সম্ভ্রান্তকে সমাজভুক্ত করা হয়। তখন প্রতি ২২৬০টির মধ্যে একটীর অনুপাতে জারজ সম্ভ্রান্ত দেখা গিয়াছিল। (Wade's ‘British History’, pp 1041—1055)। এখন কি, ব্রীটোলের চারিত্র কল্পিত হয় বলিয়া, জারজ ব্যক্তির সংখ্যা, জানিত সংখ্যার বিস্তার হইলেও, ব্রীটোলের বহুবিবাহ প্রথা প্রমাণিত হয় না।

পায়? দীর্ঘকায়, হৃৎকায় দীর্ঘজীবী “কুম” ও “কাধি”, উই, ধো-মেবাদি পত্ৰপাল প্রতিপালন করিয়া থাকে। ইহাদের হৃৎকায় নবনীত পুষ্কিমণ হইতে প্রস্তুত হইয়া সহরে আমদানি হয়, এবং প্রত্যং স্থানীয় অধিবাসিগণ এই দুই পিতৃপুত্রবদ্বিগণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া থাকেন। *

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, জাতি-বর্জনত বিশেষত চিরস্থায়ী নহে। অধুনা ভারতের সর্বত্রই কৃষক-সম্প্রদায় একস্থান হইতে অন্যস্থানে উপ-নিবেশ স্থাপন করিতেছে। রাজনৈতিক অভ্যুত্থান, জনকষ্ট ও বঙ্গ-প্রভৃতি কারণেও কোন ক্ষেত্র বা গ্রামের অধিবাসিগণ অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে বাইরা বাস করে। অধিকন্তু রাজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ, পরিভ্রমী ঔপনিবেশিকদিগকে অল্পহাতে জমি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই কারণে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যেরও অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক পরস্পর পৃথক থাকিতে এবং বংশ-বর্জ্যতা ও জাতিগত পার্থক্য অসুগম রাখিতে ভালবাসে। তজ্জন্ম তাহারা বিশেষরূপ যত্নবান হয়। ইহার কলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশের সংখ্যা একরূপ অসীম হইয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল হইল, সিংহলের উত্তরপ্রদেশের নিখরালো ‘বেলুচি’গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে: বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে ‘সিঙ্ঘিয়ান’ জাতির

“On milk sustained, and blest with length of days,

The Hippomolgi, peaceful, just, and wise.”

“Iliad, xiii, Cowper’s Translation.”

“হিপমল্গী শান্তিপূর, জ্ঞানী, সত্যবান,

পুষ্কিকায়, দীর্ঘজীবী, কল্পি হৃৎপাল।”

“ইলিয়াড”, ১০শ খণ্ড, কাটিপারের অনুবাদ।”

“লাউলপুর সম্প্রদায়” শত্ৰুর নিয়ন্ত্রণগুলি অধিকার করে : দিল্লী হইতে কিরোরপুরে “ডোবার” জাতি এবং মিবার হইতে শত্ৰু তীরবর্তী পাকপট্টম নামক স্থানে ‘জোহিরা’গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন জাতির স্থানান্তর-প্রথম জনগণতিমূলক বলিয়া বোধ হয় না,—ইতিহাসেও ইহা বর্ণিত আছে। পরিশ্রমী হিন্দু ‘মোটা’গণ ক্রমশঃ রাড়া ও চন্দ্রকণা হইতে পূর্বদিকে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অগ্রসর হইয়া, অধিকতর সাহসী অথচ অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমী সম্প্রদায়-সমূহের সহিত বীরে বীরে মিলিত হইতেছে।

বর্দিও বর্তমান সময়ে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ এবং মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্ম-যুদ্ধ উপস্থিত হয় না ; বর্দিও অত্যন্ত বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী-দিগের সংখ্যক কম কতক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে ;—তথাপি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও মুসলমান সকলেই অপরাপর সকল জাতিকেই নিজ নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিতে সর্বদা বৃত্তমান। মুসলমান ধর্ম প্রদানও জীবনী শক্তি প্রদান করিতে পারে বলিয়া,—এখনও মুসলমান ধর্মের নামে মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি হয় বলিয়া, মুসলমানগণ বহুদিন পর্যন্ত অসভ্য জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণকে তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইবে। ইসলাম ধর্ম ইস্কাফো হইতে সে পর্যন্ত সিদ্ধান্তের উত্তরাংশে প্রচারিত হইতেছে এবং ক্রমে বৌদ্ধদিগকে ধর্মাত্মক গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেছে। পেশোয়ারের সীমান্তবর্তী পৌত্তলিক “কাফের”দিগের রাজ্যের সীমাও ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কাশ্মীরের নক্ষিণে ও পূর্বে নানাটি মুসলমান-ধর্মই বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক জনাকীর্ণ সহরে এবং মুসলমান অধিকৃত প্রদেশ সমূহে মুসলমান ধর্ম যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া আদিপত্য বিস্তার করিতেছে,—তাহা কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ক্রিটোরায়ের পূর্বদিকে হিমালয়ের নিম্নতর উপত্যকা-সমূহের পথপারে বিজয় রাজপুত্রগণ

প্রাথমিক ধর্ম প্রচার করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু অধিকতর বহু পন্থার-
সমূহ,—যে হানের অজ্ঞান অধিবাসিগণ গ্রাম্য ও স্থানীয় দেবতা পূজা
করিয়া থাকে,—সম্প্রতি বোদ্ধগণ সেই দুর্গম স্থানসমূহেও অগ্রসর হইতে
আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল দুর্গম স্থানে এক পুরুষ পূর্ণের কেহই বাহিতে
সাহসী হয় নাই, সেখানে ‘লোভিত’ ও ‘শীত’ সম্প্রদায়ের জামান
আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ভারতীয় বহু জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণদের
প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। কি ‘ভীল’, কি ‘গও’, কি ‘কোল’,—
প্রত্যেকই একটি কন্যজাণী কিংবা ধনবান হইলেই “ব্রোহ্ম” অপেক্ষা বহু
হিন্দু নামে অভিহিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। * কিন্তু অল্প
পক্ষে আবার সাধারণ হিন্দুগণ কয়েক বৎসর হইতে ধর্মপ্রচার
করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদিও হিন্দুগণের সংখ্যা এখনও

* গওনিগের রাজ্য অপর্যায় করিয়া মধ্য ভারতের ‘ভূপাল’ রাজ্যের
অধীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মল্লধন নতাকীর মধ্যভাগে এই গওনি
বলপ্রয়োগ দ্বারা পশ্চিম দিকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।
আরম্ভের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইহারা হোসজাবাদের পার্শ্ববর্তী নরুদা-
তীরস্থ স্থানসমূহে আপনাদিগের প্রাথমিক স্থাপন করিয়াছিল। তথায় বহু
কাল রাজত্ব করিবার পর, একজন আক্রমণ জাতীয় আক্রমণকারী, রাজ্য-
ভাঙ্গনের সুচনা পাইয়া, তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া
লয়। সেই আক্রমণ, পরাজিত জাতির কড়কড়ালি বলপ্রয়োগ দ্বারা অধঃ
ভারতীয় প্রবল করিয়া বহুধর্ম বীজিত করিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ
আবার দুলাল ও চিত্তপ্রসন্নতা হেতু আক্রমণ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। একদে
কর্তব্যের উত্তর পার্শ্বস্থ দুই দুই অধিবাসিতে কড়কড়ালি মূল্যবান
ধর্মকারী ‘গও’ পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মকারী
গওগণ অপেক্ষা ইহারা জাতীয় কৃষ্ণভার পরিচায়ক করিয়াছে।

জান হয় নাই, তথাপি শাস্ত্রজ্ঞান-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদিগের সে গোভাব জান
নাই। “গোমতী” ও গাইয়া-বর্ধাকান্দী সাধুগণ, ব্রাহ্মণের আখ্যাত
অনেকাংশে অধিকার করিয়াছে। শিখজাতি এখন প্রধানতঃ তাহাদের অধি-
কৃত স্থানসমূহে তত্ত্বতা অধিবাসীদিগকে শিখধর্মের দীক্ষিত করিতেছে।
কিন্তু, প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ কর্তৃক বাধ্য প্রাপ্ত হওয়ার, শিখগণ পূর্বে-
দিকে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই, এবং তৎকালেই যখন
এ সকল নিকটবর্তী জাতিগণ পুরাতন পৌত্তলিক ধর্মেরই উপাসনা
করিততঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রাচীন ভারতের ধর্মমত,—আধুনিক সংস্কার ও

পরিবর্তন,—নানক প্রচারিত ধর্ম,—১৫২৯

খস্টান প্যান্থ ।

[বৌদ্ধগণ ;—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি ;—বিজয়ী ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের উপর
বৌদ্ধধর্মের প্রতিক্রিয়া ;—প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-প্রতীতির সীমা ;—শঙ্করাচার্য
ও শৈব ধর্ম ;—ভিক্ষু সম্প্রদায় ;—রামানুজ ও বৈষ্ণব ধর্ম ;—‘মাদা’ হস্ত
(যোগ) ;—মুসলমান অধিকার ;—ব্রাহ্মণ ধর্ম ও মুসলমান ধর্মের
পারস্পরিক ক্রিয়া ;—রামানুজ, গোরক্ষনাথ, কবির, চৈতন্য এবং বনভ
কর্তৃক নতুন ধর্ম প্রচার ;—নানক প্রচারিত সংস্কার ।]

রোম রায়েয় অখণ্ডন এবং দ্বিতীয় ধর্মের প্রবর্তন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ
অল্প-কৌতূহলপ্রদ হইলেও, অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময়
পর্যন্ত ভারতবর্ষের অবস্থা,—অন্যতঃ ইতিহাসে একটা আশ্চর্য উপাখ্যান-
বিশেষ। ‘কলৌষ’ সম্প্রদায়ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধজাতি দক্ষিণপাট
হইতে হিমালয় পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এশিয়ার এই উপদ্বীপে
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়। তাহারা প্রাচীন ‘যেদিক’
ও ‘পারত’ ভাষায় স্বায় একটা স্বতন্ত্র ভাষায় কথাবার্তা করিত, এবং
সুদূর নদী ও সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া
বাস করিত। তাহারা বাবিলন ও মিশরে প্রচলিত ধর্মমতের অনুগত
হইয়া একটা ধর্মের উপাসক ছিল ;—তাহাদের সেই ধর্মমত এখনও
কয়েকটুকু স্থানবের মনে শক্তি প্রকাশ করিতেছে। পার্শ্বিক ও সং-
যুক্তিকর্গের বসতি-স্থান—দিল্লী, লাহোর, শুজারাট এবং বঙ্গদেশ—আর্য্য-

বর্ষের অনুষ্ঠান । একত পূজ, এক নৃত্য শক্তিতে অনুপ্রাণিত হওয়ার, গঙ্গাতীরবর্তী উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের অধিবাসিদের লুকারিত ভেজই প্রথম প্রকটিত হয় । ইহার ফলে, ব্রাহ্মণদিগের এক নৃত্য সভ্যতা প্রচারিত হয়, এবং আকোসিয়া হইতে ‘সুবর্ণ’ কার্ণেলিড পর্যন্ত কতকগুলি বোদ্ধ-পরিবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে । দরিদ্রদের বীরত্ব, সেকন্দর সাহের মহত্ব, গ্রীসের দর্শন শাস্ত্র এবং চীনের ধর্মশিক্ষা,—সকলই ভারতবর্ষে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে । যে সময়ে যৌবীরগণ, ‘অর্য্য’ এবং ‘কিম্বদ্বী’দিগের সহিত বিবাহ-বিসম্বাদে রত ছিল, এবং ক্রমশঃ ‘সখ’ ও ‘হমা’দিগের অবসাদা স্বীকার করিতেছিল, হিন্দুগণ সেই সময়ে অসংখ্য জমজ, ‘সিনিক’ জাতিকে অজ্ঞানসেই স্বদলভুক্ত করিয়া গইরাছিলাম । হিন্দুদিগের প্রভাবে (Sacae) * ‘শাকী’ জাতি দেশ হইতে বিতাড়িত হয় ; তাঁহারা (Getae) ‘গিতি’ জাতিকে আপনাদিগের এক প্রসিদ্ধ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন ; † এবং অস্ত্রাভ বীর

* Sacae (Sakae) শাকীদিগের বিরুদ্ধে অনুপ্রাণিত করিয়া বিক্রমজিৎ যে অনুত কার্য সাধন করেন, তৎকাল তিনি “শাকারি” (Sakaree) উপাধি প্রাপ্ত হন । ইয়রকন্দ এবং বাসসরোবর দুইদিক মধ্যবর্তী ভাভারের বস্ত্র প্রদেশে এই জাতির অনেক বিস্তৃত সম্প্রদায় এখনও সম্ভবতঃ বর্তমান আছে । এখানকার ‘শকপো’ জাতি মুসলমান কর্তৃক “কেলমাক” (Kelmaqs) নামে অভিহিত হয় । তিব্বতের অধিবাসিগণ ইহাদিগকে সময় সময় ত্বর প্রদর্শন করিয়া থাকে ।

† Getae (গিতি) জাতি এবং আধুনিক চীনেসীর ইউইচি (Yuechi) এবং আধুনিক ‘জাট’ বা ‘জাট’ (Juts or Jats)—একই জাতি বলিয়া কথিত হয় । কিন্তু তৎ-বৃত্তি-সম্বোধনায় তাহাদের বহুপদ নির্বীত না হইলেও ভাষ্যকৃত ভাষা বৃত্তিতে পারা যায় ।

জাতিকে আশ্বাসাদিগের সঙ্কল্পে নিমুক্ত করিয়াছিলেন * । অতঃপর ভারতবর্ষ-বিজয়-লিপ্ত মুসলমানগণ ধর্মের পতি প্রতিরোধ করিয়াছিল বটে ; কিন্তু রাষ্ট্রের ‘তুর্কমান’ দিনের স্বাধীনতার সম্পূর্ণরূপে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই । ভারতবর্ষও মুসলমান সাম্রাজ্যের একটা শ্রেষ্ঠ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এবং আরব দেশের সেই ধর্ম-প্রচারকের প্রতিভা-শক্তিভে হিন্দুদিগের মানসিক অবস্থার একটা স্থায়ী পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল । এক্ষণে লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী ও পরিভ্রমী ভারতবাসীর মজলুমগণ পশ্চিম ঋণের এক প্রবান জাতির অদৃষ্টের সহিত প্রাণিত । খৃষ্টীয় ধর্মমত এবং রোমদেশীয় রাজ্যশাসন-নীতি-সমূহের আদর্শের সহিত, ধর্মাত্মগত ব্রাহ্মণধর্মের,

* কত্বেই অথবা রাজপুতদিগের চারিটা “অধিকুল” প্রতিরোধ বিজয় বর্ণিত হইতেছে । যথা,—“চৌহান”, “সোলাঙ্কি”, “পাওয়ার” (অথবা প্রামর) এবং “পুত্রিয়ার” । ইহাও “পট্টই-বুকা বার বে, ইহাদের আদি-পুরুষগণ প্রদেশ আক্রমণ করেন । ব্রাহ্মণদিগের সহিত কত্বেই-দিগের ও বড়িহু ধর্মজাগরণের এবং গ্রীস ও ব্যাকট্রিয়া-দেশে আক্রমণ-প্রিয়দের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন ইহারা ব্রাহ্মণ-দিগের পক্ষ অবলম্বন করে । ইহাদের বোদ্ধ প্রকৃতি ও প্রতিভা, একদাপ্রকারী সাহায্য ও পশ্চাদভী সাহুত প্রভৃতি কারণে, যুদ্ধ ও এই বংশ হইতে স্বতন্ত্র নামে ইহারা “অধিবংশ” বলিয়া অভিহিত । উজ্জলি হইতে রেওরা পর্যন্ত বিস্তৃত কান্দীর মিকটবর্তী স্থানে এখনও “অধিকুল” কত্বেই দৃষ্ট হয়, এবং “আবু” পর্বত তাহাদের বসৌকিক গ্রাম বা আধিকার স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । রাজস্ব-ধর্মের প্রতিপোষক বিক্রমজিত এই “পাওয়ার” বংশ সমুদ্র স্রিয়া সাধারণতঃ কথিত হয় ।

শাসনশক্তিসম্পন্ন মোক্কাবশের এবং বৃহদাকারী শিখবশের বহুদিন পর্যন্ত মতবিরোধ চলিবে ।

ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রাচীন ধর্মমত লইয়া বহুকাল ব্রাহ্মণ ও পরাক্রম-শালী কত্রিয়বশের বান-প্রতিবাদ চলিয়াছিল; পরিশেষে ক্রমে ক্রমে সেইমত পরিত্যক্ত হইয়া এসিদ্ধ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হয় । *

* পরস্পর তুলনার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের আপেক্ষিক অগ্রগত্যতঃ ও প্রাপ্ত বিবরে পণ্ডিতবিশেষের মধ্যে বহুতর তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ-বিসম্বাদ হইতেছিল । এক সময়ে যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম বহুদূর বিস্তৃত হইয়া ছিল এবং পরবর্তী সময়ে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠানভ্যস্ত করিয়া-ছিল,—তদ্বশ্যে সন্দেহ নাই । কিন্তু উভয় ধর্মের মূল বিস্তারিত ! বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উভয়ই যে এক সময়ে সম-সাধারণরূপে বহুকাল বিদ্যমান ছিল,—তাহা সত্য বলিয়া অনুমান হয় । বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অযোধ্যা ও ত্রিভুজের নিকটবর্তী স্থান সমূহে প্রচলিত ছিল । এম বাক্যক বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম কেবল ভারতবর্ষেই প্রচলিত এবং ভারতবর্ষেই ইহার উৎপত্তি ; কিন্তু এরূপ অনুমান বুদ্ধিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না ("Introduction à l'Histoire du Bouddhisme Indien, Avertissement, 1) ; ভাষাণি অনুমান হয়, এই "বৌদ্ধ" শব্দ সংস্কৃত "বুদ্ধি" অর্থাৎ "বুদ্ধি" শব্দ হইতে উৎপন্ন; অথবা "বো" বা "বোদি" অর্থাৎ নিপুলগ্রাহ (the fœtus religiosa) হইতে নিপন্ন হইয়াছে । ব্রাহ্মণ্যবিশেষের অসাধারণ ব্রাহ্মণ্য শক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষুণ্ণিত ও উন্নত হয়, এবং এই ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা যেন হিন্দুধর্মেরই ভারতবর্ষের সর্বত্র অভূচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল । কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের এই প্রেত ধর্মশিক্ষা এবং শাস্ত্রজ্ঞান হইতে শত্রুগণ অনেক সাহায্য পাইয়াছিল । ব্রাহ্মণ বা কত্রিয় বংশ সত্ত্বে দ্রৌতম, ব্রাহ্মণ-

হুই জয়ের পর নয় শত বৎসর পূর্বে যখন মহা ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন ;
তৎপরে সেকেন্দর সাহ যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ; এমন কি,

দ্বিগের এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় অধিকতর বিস্তৃত
জ্ঞানিক রীতি অনুসারে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার কাবা সংসাধন করিয়া
পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক এবং ঐশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি
বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে প্রচলিত ধর্মসমূহের
মধ্যে শৈবধর্মই বৈদ্যোক্ত উপাসনার পদ্ধতি লক্ষিত হয় (Compare
Wilson "As. Res" XVII. 170 &c, and "Vishnoo Pooran",
Preface. XIV.)। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের বেশ-ভূষা
বিষয়ক বিবাস-ঘরের সংশ্লিষ্টে কথাক্রমে বৈষ্ণব ও জৈন ধর্ম উৎপন্ন হই-
রাছে। শাক্ত ধর্মে সমগ্র লোকের প্রাচীন অল্প বিবাস অধিকতর স্পষ্ট-
রূপে ব্যক্ত হয় ; শক্তি-উপাসকগণ তুর্ভিক, মহামারী ও মৃত্যু-
বিধারত্নী তরুণী দেবীর সমক্ষে ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া থাকে।
অথবা মধ্যভারতের অন্তর্গত ভিলসায় নিকটবর্তী বৌদ্ধধর্মের "টোপা"
বা অর্জুনোলাকার যে স্মৃতিস্তম্ভ বর্তমান রহিয়াছে, বোধ হয়, সেইটী
সর্বপ্রথম। এক পুরুষ পূর্বে ইংরেজগণ প্রাচীন কীর্তি-কাহিনী পরিপূর্ণ
এই স্তম্ভ-মধ্যেস্থিত কাল্পনিক কোটির বা পাত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য
স্তম্ভটীর কিরণাংশ খনন করিয়া ইংরেজ নাম কলঙ্কিত করিয়াছেন। এক্ষণে
ইংরেজগণ কেবলমাত্র তাহার একটা নক্সা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।
উহা ভারীদ্বিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই অদিভৌর প্রস্তর-প্রাকারের
বহুসংখ্যক ভাস্কর্য্য ("bas-reliefs",) অশোকের রাজত্বকালীন ভারত-
ধর্মের ধর্ম ও আচার পদ্ধতিসমূহের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।
এই সমস্ত ভাস্কর্য্য দেখিলে বুঝা যায় যে, আঞ্চলিক অধিবাসিগণ, বৃক্ক,
হুই, জুল (অথবা টোপি) প্রভিকেই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত পর্বত

খ্রিস্টব্দের ত্রয়োদশ শত বৎসর পরেও, যখন অজ্ঞাত-কুলশীল অসম্ভব
“হোহেনস” জাতি সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া জ্ঞানার্জন করিত;—তখনও
কতকগুলি রাজ্য, প্রাচীন “আর্য” জাতি ভিন্ন অজ্ঞাত জাতির
শাসনাধীন ছিল। প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর-স্বরূপা অস্পষ্ট-ভাব
বর্তমান। তথাপি একেশ্বরবাদী বেদধর্মের অপেক্ষা এই শৌঙ্ক-
ধর্মের উপাসক সংখ্যাই অধিক। বেদধর্মাবলম্বিগণ প্রথর সূর্য্য,
বায়ু কিংবা অগ্নি ভিন্ন অন্য কোন সাদৃশ্য স্বীকার করিত না : *

যা যেসব প্রত্যক্ষ নিদর্শন এবং বুদ্ধকে জগদীশ্বরের সাকার স্বরূপ মনে
করিয়া, তথেষ্ট শ্রদ্ধা ও উপাসনা করিত। তৎকালে এতদেশবাসি-
গণের মধ্যে কোন কোন জাতি উচ্চ “টুপি” এবং ছোট জামা ব্যবহৃত
করিত। তাহাদের বেশ-ভূষা হিন্দুদিগের প্রচলিত বেশ-ভূষা হইতে
সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিল।

* এলফিনষ্টোনের সাহেব উইলসনের ‘অক্সফোর্ডের’ বক্তৃতা এবং
বিষ্ণুপুরাণ ইত্যে কিয়ৎশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন
(History I. 135) —“অর্চনীয় দেবতার কোন প্রতিমূর্তি বা প্রত্যক্ষ
নিদর্শন আছে বলিয়া মনে হয় না।” অথচ নতন ও পুরাতন উভয়
বর্গীয় ধর্মগ্রন্থেই (Old and New Testaments) অগ্নিই ঈশ্বরের
প্রধান নিদর্শন,—এইরূপ বর্ণিত আছে (Strauss Life of Jesus,
301)। যেসে ঐশ্বরিক ভেষ (শক্তি) এবং শুণের মনুষ্যরূপ বর্ণিত
আছে। ইহুদীদিগের অজ্ঞাত দেবদেবীর বর্ণনার ‘জেরোবার’ অধীতীয়
শক্তি-মন্তার হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্ত্তা
শিব, এবং অজ্ঞাত দেবদেবীর অবতারগণ একেশ্বর প্রচার বিশেষ কোন
পরিবর্তন করে নাই। যদিও বৈদিক প্রথা সম্বন্ধে “কোলাক্কের” ও অজ্ঞাত
ঐশ্বর্য্যকর্ত্তার এবং রামমোহন রায়ের প্রয়োজনীয় টীকা এবং অক্সফোর্ডের

এই যুগে হিন্দুধর্মের প্রতিভাশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম, বহুধর্ম এবং বহু কিংসে প্রেরিত প্রৌক্তিকের প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। বীরপদপূর্ণ প্রাচীন কবিতাগুলি অসৌন্দর্য্য কল্পনা ও বর্ণনাশক্তির পরিচায়ক। রামায়ণ এবং মহাভারতের কবিতাগুলিতে এখনও মনোভাব উদ্বেগিত হয়; লোকচরিত্রে ও প্রভাব বিস্তৃত হইয়া থাকে। পবিত্র-শাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র এতদূর নির্ভুল ও সম্পূর্ণ ছিল যে, হুয়া ও চম্বের ভ্রমধর্ম নিম্নলিখিত নিশ্চিতরূপে পরিমাপ করা হইত *।

বর্তমান আছে, উৎসাহ বেশ ও বৈজ্ঞানিক ধর্মসম্বন্ধে এখনও অনেক বিষয়ে শিক্ষার অভাব বহিরাছে। ("Asiatic Researches, VIII; "Transactions, Royal Asiatic Society", i and ii, and "Ram mohan Roy on the Veds") এ সম্বন্ধে (Ward's Hindu's ii, 175. ওয়ার্ডের "হিন্দু" নামক গ্রন্থের "বেদান্ত সার" নামক অনূদিত অংশ এবং ডাক্তার রোয়ারের পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত অনুবাদ দ্রষ্টব্য (Journals, Asiatic Society of Bengal. Feb. 1845. No 105))। যদি অনুবাদকারীগণ আধুনিক এবং অনুসারে সংস্কৃত শব্দগুলির ইংরাজী প্রতিবাক্য না দিয়া, প্রত্যেক শব্দ বিশদরূপে ইংরাজী ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা হইলে, আদিম বিচারকর্তৃগণের প্রকৃত ধর্মমত সুবিধার পক্ষে বিশেষরূপ সুবিধা হইত।

* ভারতবর্ষে সাধারণতঃ 'সৌর' বৎসরই (solar year) প্রচলিত আছে। এইরূপ বৎসর গণনার সম-বিষ-ব্রাহ্মের প্রকৃত-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবৃত হয় নাই, কিন্তু নাকটিক বৎসর হিসাবে এইরূপ গণনা অনেকাংশে সমীচীন। হুয়ার ভ্রমধর্ম এবং বিষ্ণু-বেদার পরস্পর মিলন-বিবৃতিসমূহের আবর্তন হিন্দুধর্ম বহুকাল পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন।

কতকগুলি শিক্ত ব্যক্তি দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন : কিন্তু জনসাধারণ পরমার্থজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিত ।

প্রথমতঃ উভয় দলের দর্শন-জ্ঞান ও পরমার্থ-জ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গিতে নিকট-সম্বন্ধীয় এবং অভিন্ন ছিল । ব্রাহ্মধর্ম, ঈশ্বরের একত্ব, পৃথিবীর সৃষ্টি, আত্মার অমরত্ব এবং মানব জাতির দায়িত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ধর্মমত প্রণয়ন করিয়াছিলেন । পরস্পর তীরবর্তী প্রাচীন অধিবাসিগণ পারস্পরিক (ভবিষ্যৎ) জীবন এবং ঈশ্বরের একত্ব ও সর্ব-শক্তিমত্তা প্রচার করিত ; কিন্তু এই সম্বন্ধে মোজেস (Moses) কোন মতই প্রকাশ করেন নাই ; এ বিষয়ে তিনি নির্বাক কিংবা অনভিজ্ঞ । *

এইরূপ প্রাপক আচার্যের নির্দিষ্ট সময় হইতে হিন্দুদিগের কতকগুলি ধর্ম মতলাভ করা হইয়া থাকে ; (Compare Mr Davis's paper in the "As. Res." Vol ii and Bentley's Astronomy of the Hindus, P. 2—6. ৪৪)

* জর্জ ও বিজ মোজেসকে,—ঈহো নাস্তিক এবং হিসরীয় দিগের ধর্মবাক্য বলিয়া মনে করিতেন । (as quoted in Volney's Ruins, Ch. xxii, Sec. 9, note) কিন্তু মোজেস যে আত্মার নবরূপে সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করিতেন—এ কথা স্বীকার না করিলেও, ইহদ্বীপে যে কেহোবকেই তাহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা বা অভিন্ন ব্রহ্মাকর্তা মনে করিত—এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না । হেরোডোটাস (Herodotus. Euterpe, cxxiii) যদিও বলিয়াছেন, যে, হিসরীয়গণই প্রথম আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে করিয়াছে, তথাপি তার্কিক "মাতৃকী"গণ তাহাদের ধর্মগুরুকে ঐরূপ ভাবেই অভিহিত করিয়া থাকে । মন্ডেউটস্ এবং সের্টো সম্পূর্ণ স্পষ্ট-পর্যাপ্ত হইলেও, উভয়েই বলিয়াছেন যে, আত্মার অপরাধের অবস্থা অপেক্ষা

কসেববাদী গ্রীক ও রোমানগণ, * এবং যৈতবাদী “মিথরেইক” দ্বাতীর
 বিশিবিধারকণ, ঈশ্বরের একত্ব ও সর্বশক্তিমানতা বিষয়ে কিছুই জ্ঞাত নহেন।
 মন্দ কার্য করিলে ঈশ্বর গুরুতর শাস্তি বিধান করেন,—ব্যাস এই মত
 প্রচার করেন। ব্যাস-প্রবর্তিত এই মতে জনসাধারণে মন্দ কার্য করিতে
 অধিকতর ভীত হইত। এ বিষয়ে ব্যাস প্রোটোকেও পরাজিত করিয়া
 ছিলেন। † প্রকৃত পক্ষে, আত্মার অবিনশ্বর্য এবং মৃত্যুর পর দেহান্তর

অমরত্ব ভাবই অধিক। (“Phaedo”, Sydiaham and Taylor’s
 Translation. iv. 324).

* অথেনসবাসীদের (Athenians) অজ্ঞাত দেবতা অতৃষ্ট (late)।
 ঐতিহাস-পদবিশ ‘নেমিসিস’ (Nemesis) এবং ‘মিরস’ বা ভূপিতারের
 ক্রমতা-বহির্ভূত অজ্ঞাত দেবশক্তির বর্ণনার বুঝা যায় যে, প্রাচীন ব্যক্তি-
 গণ প্রচলিত পৌরাণিকত্ব সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে অনিশ্চুক ;
 আধুনিক সমালোচনার যদি কৃত্রিম বা অসত্য বর্ণনা প্রকাশ না
 পাইত, তাহা হইলে, হোমারের সাময়িক ‘থিওস’ (“theos”)
 অর্থাৎ কাল্পনিক বর্ণনা সম্বন্ধে যে বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়াছেন,
 (Odyssey, XIV, Cowpers note, P. 48. vol ii. Edition of
 1807) হয় ত বিশপ গ্রীসওয়াল (History of Greece. i. 192 &c)
 এবং মি গ্রোট উভয়েই তাহা অবিশ্বাস করিতেন (History of Greece,
 I, 3. and XVI Part i generally.)

† প্রোটো, কর্তব্য জ্ঞান এবং বাধ্যতা স্বীকার করিতেন না ; কিংবা
 তিনি কর্তব্য ও বাধ্যতার নিয়ম দৃঢ়রূপে অনুসরণ করিতেন না।
 সমকালীন প্রবর্তিত প্রবাদসারে এই নিয়ম বাধ্যবাধিকরণে পালন করি-
 যার কোন আবশ্যকতা নাই,—এই হেতুবাদে রিটার তাঁহাকে এই
 যৌন হইতে মুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন (Ancient Philo-

গ্রন্থ, এই হুই মত পরম্পর জড়িত হইয়াছিল : কার্যকরী তত্ত্ব (কর্ম) , অপেক্ষা দৈহিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং মানসিক উদাসীনতা অধিকতর প্রশংসা-
 sophy, in. 387) প্রেটো মনে করেন যে, এইরূপ কঠোরতায় নৈতিক
 দর্শনের উপযোগিতা অল্প বলিয়া বোধ হয় এবং ইহাই তাঁহার আপত্তির
 প্রধান কারণ । বেকন অভি হেতুক্রমে প্রেটোর এই মত স্পষ্টতঃ
 অবলম্বন করিয়াছেন (Compare Hallam's 'Literature of
 Europe, iii, 191. and Macaulay, Edinburgh Review.
 July, 1837. P 84.) । যদিও ইক্ষরের প্রতি এইরূপ কঠোরতাস
 অধোগতিক, এবং নাস্তিকদিগের দর্শন-শাস্ত্রের প্রধায় ইহা অসাধারণ,
 সামাজিক মঙ্গল কাহনার ইক্ষরের প্রতি এইরূপ কঠোর কঠব্য
 জ্ঞান মর্কস্বেভাবে প্রয়োজনীয় : সমস্ত গ্রীস দেশে এবং আধুনিক
 ইউরোপ ব্যতীত সমগ্র এসিয়াখণ্ডে “দর্শনশাস্ত্র” এবং “তত্ত্বশাস্ত্র”
 পরম্পর নিকটে সম্পর্কীয় এবং একত্র লড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে ।
 প্রেটো বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মার বিচার আরম্ভ হয় ;
 বিচারানুসারে হুই ব্যক্তির আত্মা শাস্তিপ্রাপ্ত ও উৎসীড়িত হইয়া
 অনন্ত স্বর্গলা ভোগ করে : (উদাহরণস্বরূপ “Gorgias,” Sydenham
 and Taylor's Translation, IV. 451) ফলতঃ এইরূপ নিয়মই
 সাধারণের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রসূ । কিন্তু গ্রীকদিগের শাস্ত্রানুসারে
 অবিনশ্বর মাহুদী আত্মার পরিভূতি ও উপভোগ এবং ইক্ষরের প্রতি
 ভ্রাণপরতাই পূণ্যজনক বলিয়া কথিত হয় ।) Compare Schleier-
 macher's Introduction to Plato's Dialogues, P. 181, &c,
 and Ritter's Ancient Philosophy, ii. 374) ক্যাসেব যে কৃত-
 জ্ঞতা ও ভ্রাণপরতা-মূলক ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে সোকে তাহাই
 কঠব্য জ্ঞান বলিয়া বীক্ষার করে । তাহাই যে তাহাদের কঠব্য কাণ্ড
 এবং তাহাতেই যে তাহারা বাধ্যতা ;—তাহাও স্পষ্টরূপে বলিতে পারা

সীর হইত। * মানবসম্প্রদায়ের সম্মান নহে, এবং একই জাতির বিভিন্ন
পুরুষাদ্বয়ে ধর্মোপদেশে থাকিতে পারিবেন—এইরূপ মত প্রচলিত
হওয়ায়, ব্রাহ্মণদিগের নীতিশাস্ত্র তৎসহ গুরুতর রূপে লঙ্ঘিত হইয়া যায়।†

যায় না। সম্ভবতঃ, ভারতবাসীর পক্ষে বিবেচনাস্থের উপদেশক হওয়ার
পরিকল্পিত তত্ত্ব শাস্ত্রোপদেশক হওয়াই অধিকতর সহজ হইতে পারে।

* সৈবাস্ত্র দ্বষ্টান প্রবচনসমূহ, হিন্দু-তত্ত্বশাস্ত্র সম্বন্ধে বাহ্যিক লিখিত-
ছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য দেখা যায় যে এই বিষয়ে অনেক বাদান্ত
করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, এই নীতি অবলম্বন করিলে মানবের
ইচ্ছা-বৃত্তির স্বাধীনতার অনেকটা লোপ হয়; পূর্বজন্মসমূহের দোষমুক্ত
আত্মা পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করায়, পূর্ব আত্মা অপেক্ষা
পর-আত্মা অনেকটা লুপ্ত বলিয়া অনুভূত হয়। তদা বায়, এইরূপে
মহুয্য স্ত্রীক ও গোবান্দিগের ভাষা-কোষে বর্ণবস্তী হইয়া থাকে।
(Compare “Ward on the Hindoos” ii. Introductory
Remarks, xxviii. &c). নীতিশাস্ত্রানুসারে আত্মা পূর্ব জন্মের পাপ
ভারাক্রান্ত হইলেও, পূর্ব ও পরবর্তী আত্মার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই;
আদমের (Adam) পাপসমূহে আত্মা কলুষিত হইলেও, বর্তমান
জীবনের আচার-সংহারে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। দর্শনশাস্ত্র
মতে, আত্মা বেদান্ত-গ্রহণ করে না। কেবলমাত্র বর্তমান জীবনে
পাপ সমূহের অবস্থিতির এবং মহুয্যের উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃতির
পরিমাণ-নির্ণয় একটা একটু পছন্দ ব্যতীত ইহা আর কিছুই
নহে।

‡ জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়; মিসর এবং পারস্যও
এক সময়ে এই প্রথা প্রভাব ছিল এবং প্রাচীন কোম জাতি বিভিন্ন
ধর্মাবলম্বী এবং পুরুষাদ্বয়িক আচার অনুষ্ঠান করিত। মধ্যযুগে এবং

ব্রাহ্মণগণ ভারত উপদ্বীপ হইতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদেরকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন ; ষষ্ঠ অশ্বের নয় শত বৎসর পরে, দশম শতাব্দীতে

বর্তমান সময়ে ইউরোপে এই প্রথা কতদূর পর্যন্ত প্রচলিত আদিপিতা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিয়া, ওৎসবদিগকে একত্র করিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করা হইতে পারে। তাহারা বিদ্যান বলিয়া খ্যাত, বাহ্যিক বহুদর্শী, আভিভূত প্রথা সম্বন্ধে সর্বদা যেই একটী প্রবন্ধ রচনা করা উচিত। প্রাচীন সভ্যতাঃ ক্রমে ক্রমে পরবর্তী সময়ে যেগুলি বিবরণ উল্লিখিত না হইয়াছিল, তাহারই বলে এই আভিভূত প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দী হইতে এই প্রথা যেহেতু বহুদূর পর্যন্ত প্রচলিত হইতেছে, পুরাকালের আদিম অধিবাসিনী ইহা সন্দেহ করোক্তার সহিত মানিয়া চলিত না। বিবাহিতের সাক্ষ্যাদি পিতৃ সন্তান তাহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিজ্ঞানজিও ও পিতৃ সন্তানের স্তম্ভ বিশেষরূপে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাহাতে তিনি কতকটা কৃতকাণ্ড হইয়াছিলেন। আসনবে এই প্রকারে এক শব্দকে পুনরাবৃত্তি করিতে উদ্যত করেন ; তাহার বংশধরগণ অপেক্ষাকৃত নীচ জাতি হইলেও, তাহারা ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হয়। (Ward on the Hittites, i. 83 and see Munoo's Institutes, chap. x. 42-72 &) এখানে যত্ন স্বীকার করিয়াছেন যে, একবার যোগ্যতা অনুসারেই আভিভূতের মর্যাদা ও শ্রেণী বিভক্ত হয়, এবং সেই স্তম্ভে যে কোন আভিভূত প্রকৃষ্ট হইতে পারে।) এমন কি বর্তমান সময়েও সিদ্ধান্তবোধে সম্প্রদায়ের কতকগুলি আভিভূত পরিবার (ইহারা বর্ণজিও সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত), বাজপুত্রদিগের সামাজিক সংস্কার ও আচার ব্যবহারে যোগ্য নহি। কতিপয় প্রকার পাইয়াছিল এবং এক সমাজভুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। বাকি বিজয়ী সোমণ ও পর্জন্য আভিভূত প্রথা বিবাহ

ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া বীর মত প্রচলনের চেষ্টা করিতে
ছিলেন, তখন কয়েকটা শিক্ত পণ্ডিত এবং নিরীহ অধ্যবসায়ী
জৈন * ব্যতীত ভারত উপদ্বীপে আর কোন আতি দেখা যায় নাই।

স্মা করিত, এবং তাহাদের প্রচলিত ধর্মবাক্য সম্প্রদায় না থাকিত, তাহা
হইলে তাহারা বোধ-ধর্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ অথবা রাজপুত্রদের মধ্যে
পরিপক্বিত হইত,—তাহাতে কোন সংশয় নাই।

তদুপায় কবির, ব্রাহ্ম বা সৈবদের স্বরূপ জানিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।
বর্ষসংস্কারক গ্রামাঙ্কনের মুখে এই কথা প্রকাশ হওয়ায়, পুরোহিত সম্প্র-
দায়ের আশ্রয় নীতি প্রচারিত হয়। (The Dabistan ii. 158.)

হিন্দুধর্মের ভার ভারতীর মুসলমান আতিও চারি প্রকারে বিভক্ত।
কথা,—সৈয়দ, শেখ, যোগল ও পাঠান। সকলেই মতঃ বলিয়া
প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটা আতি মহম্মদের জাতীয়,
এবং মহম্মদের নামাজা ‘আলির’ বংশধর বলিয়া ইহাদের মধ্যে সর্ব-
প্রথমে। অতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সকলেরই এই বিশ্বাস যে,
হিন্দুধর্মভাঙ্গকারী কবির এবং স্বর্গবর্জিত শিখ, ‘শেখ’ নামে অভিহিত
হয়, এবং অতঃ নীচ জাতীয় স্বর্গবর্জিতকারী ‘যোগল ও পাঠান’
আতিদের পরিপক্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন ব্রাহ্মণ স্বর্গ
ভোগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে তৎকথায় ‘সৈয়দ’
প্রসিদ্ধ হইত,—তাহাতে কোন সংশয় নাই।

* আধুনিক জৈনগণ, বৌদ্ধধর্মের সহিত তাহাদের ধর্মের নিকট
সম্বন্ধ অবগতভাবে স্বীকার করিয়া থাকে। বলতঃ, পূর্ব মালবের জৈন
সংবাদরূপ, ‘ভিনসার’ ‘টোপিক’ জৈনধর্মের ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া মনে
করে। কোন সময়ে ‘জৈনগণ’ অসমাপ্রদায়-শিক্ত একটা জৈন সম্প্রদায়
বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল,—তাহা নিশ্চিত কথা বার না। আশ্চর্যের

তখন কেবলমাত্র এই “জৈন”গণই “ব্রহ্ম” জাতি বলিয়া অভিহিত
হইত। ইহাব্যতী হিন্দুদিগের মধ্যে অসত্য জিন এবং পৌত্তলিক ধর্মের
উপাসনা করিত। অজিৎগণ এই সময়ে রাজ্য বিজয় করেন। সাক্যবর্গ
অসত্য গ্রহণ কেহ কেহ তাহাদের বশতঃ লীকার করিয়াছিল; কেহ
কেহ বা তাহাদের ধর্মের লীকিত হইয়াছিল। এ পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণ ধর্ম-প্রচার
কার্য উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। তাহারা প্রচারকরূপে ধর্ম-প্রচার
করা ভাববাসিতেন না। উপেক্ষা ইহু-শ্রোত্রিত মহাপুরুষ ও কয়েক
প্রাণজনকর্তৃ বনিয়া পরিচিত হওয়াই বহু প্রাধান্য মনে করিতেন। এই
কল্প বিশেষে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা প্রায় হইয়াছিল। কোনও রাজ্য
প্রজ্ঞাভিলাষ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান না করিলে, কিংবা কোন
উচ্চাভিলাষী বোদ্ধা তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হইলে,
বুঝ দেশেই কেহই তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিত না। হিন্দু বর্গ
উন্নতির চরম সীমায় আয়োজন করিয়াছিল; এই ধন উন্নতির সঙ্গে
সম্বন্ধেই অবনতি ও ক্ষয়ের বীজ অঙ্কুরিত হয়। জিন দেশের আশঙ্ক-
দিগের সহিত মিলিত হওয়ার, তাহাদের আচার-পদ্ধতি কতকাংশে হিন্দু-
ধর্মের সহিত মিশিয়া যায়। মহাপুরুষত্ব প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ
হইলে, যখন সবচেয়ে আত্মোপযোগী কোনও উপায় দেবতা অনুসন্ধান
করিয়া লয়; তখন আর নিরাকার ও নির্মিকার দেবতায় বিশ্বাস

কিয়ং এই যে, “কোষ” বা অমরসিংহের অভিধানে বর্ণিত জড় ভগবতের
প্রতিনিধি দেবী, বোদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতমের মাতা, “মহাপুরুষের”
নামাকলীর মধ্যে “জিন” শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু
তদ্ব্যতী “জৈন” শব্দের আরো কোন সন্নিধান নাই। তাৎপর্য
নিশ্চিত আছে যে, বুদ্ধ “জিনের” পুত্র; তিনি “কিন্তু দেশ” বা বিহারে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কল্পিত প্রতীতি হয় না। * ইতিমধ্যে জানের কর্তব্যে সামান্য একটা কালো
প্রভা-লিঙ্গ পূজা করিয়া তখন আর কাহারও মনোযোগ হইত না। †

* এলক্সিস্ট্রাস বলেন, (History of India, i, 189) রাম এবং
কৃষ্ণ মনুষ্যোচিত ভাব এবং কার্য দ্বারা অধিক সংখ্যক উপাসকের প্রাণ
মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন; অপরিষ্কৃত শৈবধর্মের তেজ লোক আকৃষ্ট হয়
নাই। আমার মনে হয়, “এডিনবরো রিভিউ” পত্রে লেখিয়াছি যে, এই
কল্প বিশেষ কিছুতরূপে বর্ণিত আছে। তাহাতে জানা যায়, যীতহুই
বেশ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকৃতই হুইথর্নের বিশেষ
উদ্বেগ সাধিত হইয়াছিল; ক্রোশাবদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি সহানুভূতি
প্রদর্শনের জন্য অনেকেই হুইথর্ন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। “বীডগুলি
কৃত্রিম হইলে, তাহাদের দেবতা গো-মহিলাদির আকার ধারণ করিত,—
“বজ্রোদ্ভবের এই তীর্থ মন্তব্য সত্য বলিয়া মনে হয়; কেননা, তখন
সেইকাল সাধারণতঃ দেবতাকল্পিত মনুষ্যের আকৃতিতে সাকার করনা
করিতে ভাববসিত। (Grote. History of Greece, iv. 523,
and Thirlwall. History, ii 136).

† হিন্দুদিগের শৈবধর্ম অথবা ‘লিঙ্গ’ উপাসনার প্রথা, জ্ঞানময়
ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটা পরিবর্তনের নিদর্শন। যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিশেষ
প্রাধান্য লাভে জনসাধারণের ভ্রম-সংস্কার বিদূরিত করিয়া তাহাদিগকে
পবিত্র করিবর চেষ্টা করিতেছিল, তখন এই পরিবর্তন সংস্কারিত হয়।
একদিন পর্য্যন্তও ভারতের সাধারণ জাতিধর্ম প্রত্যেক বস্তুতেই ঈশ্বরের
বিদ্যমানতার নিদর্শন দেখিয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম শৌভলিকদিগকে এই
শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন যে, উপাসনা সময়ে কাল প্রভৃতিটিকে নিরাকার
নিরুপস্থিত। বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মুক্তি-
উপাসকসকলের ইতিমধ্যে জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ বিচার কথন প্রদান

যিনি বস্তুত্বের মীমাংসার ভিত্তি বোধনপক্ষে নীরস করিয়াছিলেন, তিনি
শাস্ত্রিক চার্বাকদিগের * ধর্ম বিষয়ক যোগ্য নাস্তিক্য যত বশত করিয়া-
ছিলেন, এই সময়ে সেই শব্দসূচীও শুধু এবং শক্তিগত উৎপাদনা
বীক্ষার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । এমন কি, শব্দসূচী প্রচারিত ধর্মও

করিয়াছেন । নিজই পুনরাবৃত্তি শক্তির প্রতিরূপ,—এইরূপ কোন
অপেক্ষা বহিরা মনে হয় । এইরূপ ইহঁদের জ্ঞান, অসম্বন্ধক (স্বাধীন)
অবস্থায় প্রচলিত । ইহঁারা কেবলমাত্র সমাধার স্বরূপ মূর্তির ক্ষমতা অতিক্রম
করেন এবং উচ্ছিন্নরূপে শুদ্ধ শক্তির আবির্ভাব দেখিয়া থাকেন ।
(Compare Wilson. "Vishnoo Pooran," Preface lxiv).

* অধ্যাপক উইলসন ("Asiatic Researches", xvi (8).)
চার্বাক নামক কোন যোগী বা মুনির নাম হইতে এই "চার্বাক"
সম্প্রদায়ের উপাধি নিম্পন্ন করিয়াছেন । কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম, (অর্থাৎ: মালবের
ব্রাহ্মধর্ম), এই সম্প্রদায় এবং মালবের গুরু,—এতদ্ব্যতীত এই বিশেষ
নাম, "চার্বাক" (প্রবৃত্তিজনক, অত্যাচার) এবং "বাক" (বাক্য, কথন)
শব্দস্বরূপ হইতে নিম্পন্ন করিয়া থাকেন । এইরূপে নিম্পাদিত হইলে, এই
সম্প্রদায়টী তাত্ত্বিক, ভাববিশিষ্ট বা প্রত্যক্ষ বহিরা বর্ণিত হয় । বস্তুত,
পরিশেষে সম্প্রদায়টী এই নামেই পরিচিত হইয়াছিল । এই সম্প্রদায়ের
সকলেই যোগ ভাববাদী ; তাহারা শরীরিক উৎপাদন সমূহের নির্দিষ্ট কোন
অবস্থা অথবা অবস্থা-সমূহের একত্রীকরণের নিয়ম হইতে যিন্দ-শক্তি
উৎপত্তি বীক্ষার করিয়া থাকে । মনে হয়, এ সম্বন্ধে তাহারা প্রসিদ্ধ
শরীরতত্ত্ববিৎ জ্ঞানব পুরোহিতের মত অনুভব করিয়াছিল । জ্ঞানব
পুরোহিতের ধারণা এই যে, বস্তুত' যেমন শিল্পের আধার, তেমনি যত্নবশ
চিত্তা শক্তির আধার । (Compare Wilson, "As. Res." xvii.
308 and Troyer's "Dabistan," ii. 198, note.)

প্রতিমা অর্পণা হইত, এক দেবমন্দিরে মূর্তিকা বা প্রস্তরের দেব-মূর্তি অথবা মূর্তি-বিহীন নিরুপনি (শিবলিঙ্গ) স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। তিনি আত্মতরঙ্গ, তাঁহাকে আর কেহই উপাসনা করিত না। প্রকৃত ধর্মোপাসকগণ, পালনকর্তা “বিশু”, সংহারকর্তা “শিব”, সৃষ্টির প্রতিনিধি দেবতা, এবং সিদ্ধি-বিষয়ক প্রবেশ প্রভৃতি দেবতার পূজা করিত; অথবা, প্রকৃতির পুনরুৎপাদিকা শক্তিকেই দেবীরূপে কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা করিত। তাহারা মনে করিত যে, জননীধরু নিচরই তাহাদের প্রার্থনা গ্রহণ করেন এবং পূজা গ্রহণ করেন। *

পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ গৃহান্তরে অথবা নির্জননে ধর্মোপাসনা করিতেন। বৌদ্ধধর্মের ধর্মোপাসনা সাধারণ স্থানে অথবা ধর্মসভায় হইত। ব্রাহ্মণ-জাতীয় তপস্বিগণ জনসমাগম হইতে পৃথক থাকিতেন; কিন্তু বৌদ্ধ মহাসিদ্ধগণ, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কিংবা উপাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেন। সন্ন্যাসী হওয়ার পূর্বে ব্রাহ্মণগণ গৃহ-ধর্ম আচরণ করিতেন; কিন্তু বৌদ্ধগণ অবিবাহিত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন, এবং অবিকার্য ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ করিতেন। বিজিত জাতি সমূহের এইরূপ আচার ব্যবহারের প্রভাব বিদ্রোহধর্মের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। শবরাচার্য্য বিদ্রোহ ধর্মতত্ত্ব গৃহ করিবার চেষ্টায়, ‘সেন্ট থোমাস’ ও ‘পোপ হেনোরিয়ারসের’ দ্বিধি মতের একত্র সমাবেশ করিলেন।† তিনি ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীদের নিমিত্ত একটি ‘মঠ’ স্থাপন করেন;

* যে পাঁচটা জাতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই হিন্দুধর্মের বিদ্রোহ মতের মধ্যে প্রোচক।

† অধ্যাপক উইলসন, “এসিয়াটিক হিস্টোরি” বোদ্ধ ও মগধগণ দ্বারা হিন্দুজাতির যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জাত প্রত্যেক বিদ্যাহারী ও অধ্যয়বিৎ যাকি তাঁহার নিকট কহি। এই সংকিশিষ্ট পুস্তকগুলি

তিনি ৮৩কমণ্ডুখারী অসভা নির্ধর্মবাসী "মণ্ডী"দিগকে দত্তক একটী সম্প্রদায়ে পরিণত করেন; তখন সেই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় "মঠবাসী" বা "ভিক্ষুক" বলিয়া পরিগণিত হইল; তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল এবং পবিত্রভাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। * শঙ্করাচার্যের

জানুয়ারী বহু লোকের দ্বারা বিদ্যমান; বিশেষতঃ, "ভগ্নাংগালা" বা সন্ন্যাসীদিগের ইতিহাস এবং তাহার মার সংগ্রহ সকলের নিকটই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের অবস্থাজ্ঞ কোন পণ্ডিতের চাকর সহিত মিসাইরা এই পণ্ডীর রহস্যপূর্ণ বিষয় পাঠ করাই অধিকতর সুবিধাজনক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধ্যাপক উইল্‌সন সম্প্রদায় সমূহের ধর্মমত এবং সংস্কার বিষয়ক উন্নতির বিষয় বর্ণনা করিতে চেষ্টা করেন নাই। হিন্দু-দিগের সম্বন্ধে মিঃ ওয়ার্ড যে, বিস্তৃত বহুমূল্য কথকণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও এই সকল বিষয়ের উল্লেখ নাই। "দেবীহীন" লেখক মোসাদ্দ ফারী পুস্তকেও ঘটনাবলীর সামগ্র্যস্তর এবং জ্ঞান-সম্পত্ত বর্ণনার অভাব। ফারী একটু প্রসঙ্গত এবং সরল বিবাসী হইলেও, এই প্রতিভাশালী মুসলমান লেখকের মত এবং বর্ণনাগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইনি প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কালেক্টর টেলার তাঁহার এই "দেবীহীন" অনুবাদ করিয়াছেন, এই দস্তই একটু অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক ইংরেজই এই মহামূল্য গ্রন্থ পাইতে পারেন।

* শঙ্করাচার্য দক্ষিণ ভারতের একজন ব্রাহ্মণ। অধ্যাপক উইল্‌সনের মতানুসারে ('As. Res.' xvii, 180) শঙ্করাচার্য অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। কিন্তু এরূপ পক্ষাণ্ড সন্দেহজনক। কেহেতু সাধারণত কবিত হয় যে, সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্যের শিষ্য এক ভাষিনের ছিলেন; সুতরাং তাঁহার আগের তারিখ উইল্‌সনের পক্ষমার এক শতাব্দী

এই সংকট দূরীকরণের পদবিবর্তিত হইল। এই 'দণ্ডিগণ' শিখকেই একমাত্র উপাত্ত দেবতা মিসিরা গ্রহণ করার, আরও অধিকতর পৃথক্ হইয়া গেল। ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ কল্পনা করিয়া এখন হইতে তাহারা "শিখকেই" উপাসনা করিতে লাগিল; এবং শীঘ্রই অস্তিত্ব সকলেও তাহাদের পূজা অনুসরণ করিল। বর্তমান একাদশ শতাব্দীতে 'রামানুজ' নিম্ন নামানুসারে ঈশ্বরবিশ্বের একটা ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার সম্বন্ধীয় কতকগুলি পরিবর্তিত নিয়ম তাহাদের মধ্যে প্রবর্তিত হইল। তাহারা বিষ্ণুকেই প্রকৃত দেবতার নামে উপাসনা করিত; সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের জিহ্বা ত্রিভুজ ও গুণ কল্পনা করিয়া সাধারণের নিকট তাহারা ঈশ্বরের স্বাধীনতা বানি করিয়াছিল। * প্রবর্তিত সংকট নিয়ম প্রতিপালন

কিংবা দেড় শত বৎসর পর হওয়াই সম্ভব। তিনি চারিটা "মঠ" (সন্ন্যাসী-বিশ্বের মন্দির অথবা চারিটা ধর্মসম্প্রদায়) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ জন শিষ্যের শিষ্যের মধ্যে যে চারি জন তাহার প্রচারিত ধর্মমত দৃঢ়তররূপে অবগম্যন করিয়াছিল, তাহারা সেই চারিটা "মঠের" প্রথম পাণ্ডা ও ব্রহ্মচর্য রূপে নিবৃত্ত হইল। শঙ্করাচার্যের এই চারিটা শিষ্যের অনু-চরগণ "চতু" নামে অভিহিত হইত। অথবা, ইহাদের সহিত ছয়টা নাস্তিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ মিশিয়া সকলে একত্র "কশনাম" নামে পরিচিত হইয়াছে। (Compare, Wilson, "As. Res," xvii. 169 &c.)

* রামানুজের আবির্ভাব সম্বন্ধে নানানত প্রচলিত আছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের মধ্যে কোন এক সময়ে রামানুজ বিদ্যমান ছিলেন। (Wilson, "As. Res." xvi. 28. note). যথাক্রমে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, রামানুজ তাঁহার শিষ্যকে (শঙ্করাচার্যকে) বলিয়াছিলেন,—তিনি (শঙ্করাচার্য) যে পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা একটি পথ মাত্র। সুতরাং রামানুজ

এবং ঐশ্বর্য্য। পালনের আবশ্যকতা উপলব্ধির জন্তই এই নতুন সন্তানদের
সৃষ্টি হইয়াছিল ; ত্র্যাক্ষের শরীর সর্ব্বসময়েই পবিত্র বলিয়া বিবেচিত
হইত। সকলেই বিশ্বাস করিত, ধার্মিক বৌদ্ধব্রাহ্মণসকল ইচ্ছা করিলে,
ইহকল্পেই আত্মাকে লেহযুক্ত করিয়া ঐশ্বরে মীল হইতে পারেন।
তখন শঙ্করাচার্য্য, কতকগুলি গ্রন্থ শিষ্যকে অবাধ্য এবং অধ্যর্ষে
বিচলিত দেখিয়া সন্তোষহীন হইতে বিভাড়িত করিলেন। তখন রামানন্দ
দেখিলেন যে, এক্ষণে নিরাকার ঐশ্বরের প্রাতি লোকের আর উত্ত
আস্থাবান নহে ; সুতরাং তিনি তাঁহার শিষ্যদিগের হৃদয়স্তির প্রদর্শিত,
কোনও মানবের প্রতি কৃত্রিম উপদেশ দিলেন। কিছুকাল পরে,
সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, “ভৃকর” অর্থাৎ সকল জিনিসই
পরিভ্রম্য করা বাইতে পারে, এবং “তনু, মন, ধন” (শরীর, আত্মা এবং
পার্বি ঐশ্বর্য্য),—সকলেই ভৃকর নামে উৎসর্গ করিতে হইবে। *
ধর্ম্মভৃকর সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিলে, ধর্ম্মোক্ত দেবতা

ভৃকরভাষ্য করিয়া ‘মঠ’ অথবা শিক্ষকশ্রেণীর প্রতিবোধক চারিটি “সম্প্রদায়”
বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় হইতে সম্প্রদায়ের
উপযোগী বোধে তিনি বিষ্ণুকেই একমাত্র উপাত্ত দেবতা বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন। রামানন্দ নিজ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে “ত্রী” বা “লক্ষ্মী” নামে
অভিহিত করেন। তৎপরে আরও তিনটি সম্প্রদায় স্থাপিত হয় ; প্রথমটি
মাতব কর্তৃক ; দ্বিতীয়টি বিষ্ণু স্বামী এবং তাঁহার পরিচিত শিষ্য ব্রজত
কর্তৃক ; এবং তৃতীয়টি নিম্বারক বা নিম্বারিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার
পশ্চিমে সকলেই বৈকুণ্ঠ, তথানি ইহাদের প্রভোকেই ধর্ম্ম-সম্প্রদায় স্বা-
ক্রেমে ব্রহ্মা, শিব এবং ব্রহ্মার পুত্র শমকাদিদের নাম অনুসারে পরিচিত
হিল। (Compare Wilson, ‘Ac, Res’, xvi. 27 &c.)

* Compare Wilson, Asiatic Researches, xvi. 90.

সকলে জীবন্ত ধারণা বহুমূল্য হইতে থাকে । যে সকল অসত্য প্রতি-
নিঃ ধর্ম পরিচয় করতঃ অসত্য ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদের অন্তরে
ঈশ্বর-প্রীতি অসম্ভব ; ধর্মকাণ্ডে দৃঢ় মনোযোগী না হইলে, ধর্ম-
জ্ঞান লাভ দুর্ভব । এই মত-পরিবর্তনের যেতু-দরূপ প্রতিপন্ন
স্বামাজুল করিয়াছেন যে, ঐহিক ধর্মকাণ্ডের কড়কগুলি উপ-
কল্প আবশ্যক ! * শান্তিপ্রিয় শিখিত সম্প্রদায়সমূহের দৃঢ়বিশ্বাসী-
দিগের ধর্মমত পরীক্ষা করিলেই, তাহাদের সরলতা এবং দৃঢ়তার পরিচয়
পাওয়া যাইতে পারে । এই কারণে ভারতীয় ধর্মসংস্কারকগণ মুক্তিপ্রার্থী-
দিগের নিকট হইতে অন্ধবিশ্বাস এবং আশার এইরূপ প্রমাণোক্তি সংগ্রহ
করিয়াছিলেন ।

ধর্মোচ্চারণেরও যেমন ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রচলিত হইতে লাগিল, নশ্বন-
শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শিক্ষাভাও ও সময়ে সমভাবে পরিবর্তিত হইল । বিদ্যা, অর্থ
এবং লোকের সহিত অধিক পরিমাণে মিলনের কারণ নাস্তিকতার প্রতি

* রুভিজ একটা গৃহ জয়ের পর বীতর ঈশ্বর বিশ্বাস এবং মৃত্যু-
কাহিনী শুনিয়া কিরূপ শোক ও বাগ্নতা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—পাঠক-
গণের হৃদয় শরণ থাকিতে পারে । রুভিজ তাঁহার ত্রীর ধর্মের লৌকিক
হইয়া “দৌমসের” প্রাচীন ধর্মোদেশ্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । তিনি
বলিয়াছিলেন,—“যদি আমি আমার সাহসী ফরাসী সৈন্যদলের সহিত
উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে বীতর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতাম ।”
(Gibbon, “Decline and Fall of the Roman Empire,” vi.
302.) মুসলমানগণও আলির পুত্র হোসেন এবং তাইমুরের সময়ে ঠিক
একইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে । বিজয়ী তৈমুর বলিয়াছিলেন,—“সত্যপন্থ
ইসলামের প্রাণরক্ষা করিতে কিংবা তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে
হুদয় ভারতবর্ষ হইতে আমি অনর্জিবিশেষ যাত্রা করিতাম ।”

সাম্প্রদায়িক সকলেরই আসক্তি জন্মিল। ছয়টি নাস্তিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ-বাদী ছয়টি বৃত্ত ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায় প্রযুক্ত হইল। মানসিক ও আত্মিক চূড়াবলি তর্কশাস্ত্র সাহায্যে আলোচনা করিয়া, ঈশ্বর-জ্ঞান সাংখ্যসার চেষ্টা হইতে লাগিল। * পরমাখুর সত্ত্ব ও অবিশ্বরূপ, এবং জ্ঞান ও বিবেক প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইল। জীবন ও আত্মা

* তাহাদের ছয়টি শ্রেণীই, সুক্তি তর্ক এবং ক্তান (শরীর) বিষয়ে দীক্ষিতদের তিনটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের অনুরূপ। অথবা চলিত কথায় “দেহবাদী” (বা নীতি), হেতু এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এই শ্রেণী বা সম্প্রদায় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জৈমিনীর “পূর্ব মীমাংসা” এবং ব্যাসের “উত্তর মীমাংসা” বা বেদান্ত, বেদের অনলম্বনে সিদ্ধিত। ঐশ্বর্যবাদের নৈতিক মতের সহিত উহাদের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। গৌতমকৃত “জ্ঞান বা তাত্ত্বিক” মত জেনোকেন্দ্রিকদের তর্কশাস্ত্রের সমতুল্য। কপিলের সাংখ্যদর্শন, এবং পাণ্ডুলের পরিবর্তিত সাংখ্য-দর্শন বা “যোগ”, উভয়ই নাস্তিকতার তানে পরিপূর্ণ। উহা খেলের অদ্বৈতাত্ত্বিক “আইওনিক” মতের সূক্ষ্ম বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কণদের “বৈশেষিক মীমাংসার” তাত্ত্বিক মত এবং ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় মত উভয়ই বিষয়ময়। যদিও বৈশেষিক মতটী “এ্যাটোমিক” এই বিশেষ নামে সাংখ্য বা নাস্তিক মতের সহিত একই জাতীয় গণনা করা যায়; কিন্তু উহা পূর্ববর্তী মতের নিকটসম্বন্ধীয় অথবা গৌতমের জ্ঞানশাস্ত্রের তুল্য বলিয়া মনে হয়। মিঃ ওয়ার্ড (“On the Hindoos” ii. ১১৩) এতদেক শাস্ত্রকারের পরস্পর তুলনা করিয়া তাহাদের সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বা গ্রীকদের ধর্মমতের প্রকৃত গুরুত্ব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ; সুতরাং এইরূপ সামঞ্জস্যের সত্যতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চয় করাও হক্কর। এই দুই

উভয়ই পরস্পর পৃথক—আবার আশ্রা ও জীবন উভয়ই এক এক ঈশ্বরের সহিত তুল্য,—এই সমস্ত বিষয় সহীরা বাহানুবাদ চমিতে লাগিল। এইরূপ বিচার-বীণাংসার ফলে, কেহ কেহ নাস্তিক হইয়া উঠিল, কেহ বা সাকার উপাসনা করিতে লাগিল : পরন্তু অধিকাংশ লোকেই “মায়-মুক্ত” অবলম্বন করিল। এই মায়ামুক্তানুসারে ইশ্টিয়-স্বাদই ইহ-জীবনের একমাত্র পরিচালক হইয়া লাড়াইল। মায়ামুক্তাবলম্বিনস দাতা অপত্যের কোন বস্তুই সত্য এবং লীলকালস্থায়ী বলিয়া স্বীকার

সম্প্রদায়ের বিশেষ সঙ্গতা সম্বন্ধে এলফিনষ্টোন যে কড়কগুলি প্রায়সঙ্গত মুক্তি দেবাইয়াছেন, তাহা হইবে। (History of India, i. 234.)

আধুনিক ছয়টি নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—“সোত্রান্তিক, মাদেওমিক, যোগচ’র এবং জৈবসিক” : হইয়া তিন সম্প্রদায়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত,—যথা, “মিগ্ধর” এবং “হেতাব্বর”। “মিগ্ধর” সম্প্রদায় মনে করে, জীবাতি মুক্তি লাভে অসমর্থ এবং তাহাদের আশ্রাও অমর নহে; যদি ত্রিঃ ত্রিঃ জৈন সম্প্রদায়কে এক দ্বন্দ্ব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহা হইলে, “চার্বাক” বা “হাইপত্য” সম্প্রদায় উপরোক্ত ছয়টির যষ্ঠটি বলা বাইতে পারে। ইহারা ধোর নাস্তিক; প্রচলিত ধর্মমতের কোনটাই ইহারা অনুসরণ করে না। হিন্দুগণ মনে করেন, “জুপিটর” গ্রহের প্রতিনিধি বৃহস্পতি—নাস্তিকতার আদি দেবতা। কারণ সাধারণ লোকে ঈশ্বর-স্বত্ত্ব ক্রমতাকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে, এবং নিকর্য্যাত্মিকতায় তাহারই উপাসনা করিয়া থাকে। ঈশ্বর চিন্তা এবং সংপথে থাকিয়া তাহার এইরূপ ধর্মোচরণ করিয়া ধর্মের অধিকারী হইতে লাগিল। এই সময় হইতেই বৃহস্পতি নারায়ণ ভাস্কর্য্যক বিষয়ের অবতারণা করেন; যেইজন অসমর্থতারপর বিচার-শক্তির প্রাস হইল এবং তাহার কণ্ঠ্য নির্ণয় করিতে পারিল না।

কল্পিত না। এই হুত্র পরবর্তী সংস্কারকণন আশ্রয় সহকারে গ্রহণ করিয়া নীতি ও ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । *

* হিন্দুদিগের “মার্মা-হুত্র”, নীতি, কাব্য ও কশন এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইতে পারে ।

“নীতি”-সম্বন্ধসারে—মার্মা সমসাময়ের কর্ম, (Ecclesiastes, and . . .) অথবা কলভের অসারতা ভিন্ন আর কিছুই নহে । এই গ্রন্থ কবিরা বলিয়াছেন যে, সংক্ষেপতঃ মার্মা ইন্দ্রজালের দ্বার ভ্রমাত্মক ও অনিরীকর অথবা নৈতিক ভ্রমপূর্ণ : (Asiatic Researches, xvi. 161.) মি. মিলম্যান বিস্তৃত সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ধর্ম-গ্রন্থের সেরা মন, প্রোটোর “লগোজের” (ঈশ্বর-বাক্য, বীণা : প্রকাশ) করিয়াছেন । ভারতীয় “মার্মা হুত্র” সেই ভাবেই পরিচয়িত হইয়াছে । (Note in “Gibbon’s History, iii. 312.) হিন্দুগণ সম্পূর্ণ জাগতিক চিন্তা বিষয়ে “মার্মাহুত্র” গ্রহণ করিয়াছেন । সেন্ট গ্রন, গ্রীক এক রোমানদিগকে জনস্বীকৃতির সহিত বীণস্থরের সংস্কার একটি দুকাইয়া দিয়াছেন ; তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতঃ বলিয়া-
ছিলেন যে, বীণস্থর হইতেই ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যক্ত হইবে ।

“কাব্য”-সম্বন্ধসারে,—“মার্মা” ঈশ্বর, এক ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন বীররূপের দৃষ্টিশক্তি-প্রতিরোধকারী হুত্র আকর্ষণ বিশেষ,—ইহাতে তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি অথবা ইন্দ্রিয়জ্ঞান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । (Hecreen’s Asiatic Nations, iii, 203.) প্যুলাস তদ্রূপ ডাইওমোডের চকের অন্ধকার বিদূষিত করিয়া ঈশ্বরের স্বর্গীয় মূর্তি নবন মানব-চকের গোচর করিয়া রাখিয়াছেন (Iliad, v)। কিন্তু জন-সাধারণের মনের বিকাশ এই যে,—কতসিদ্ধ সম্পূর্ণ শক্তি যেহু মানব মৈত্রিক জনদের বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভে অক্ষম ।

১৫ই জন্মের সহস্র বৎসর পরেও হিন্দুধর্ম এবং নীতিশাস্ত্রের এইরূপ অবস্থা হইরাছিল। ত্রৈমিক জাতি-বিচার ও জাতিবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের উপদেশিতঃ বিশেষরূপে ভ্রাম হইয়া পড়িয়া। ব্রাহ্মণগণ সৈনিক এবং কৃষক-সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেন। ঈশ্বরের বহু প্রচার করিয়া এবং সমাজে সম্রাসী সম্প্রদায়কে ধর্মিক দাঁড়ই সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হান অর্পণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণ আপনাবিশেষ প্রাধান্য নষ্ট করিয়াছিলেন। এই কারণে, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁতাদের দেবদেবীসমূহ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া প্রতীত হইলেন, এবং উপাসকগণের মধ্যেও ঘোরতর শত্রুতা আরম্ভ হইল। দৃষ্ট বীম অক্রিয়-জাতি নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিজ্ঞ ও সুনিপুণ নাবক-গণে অভিযুক্ত

‘দর্শন’ শব্দমতে.—বেদান্ত দর্শনে “মায়-শব্দ” যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বার্কলির মনস্তত্ত্বের ভূমি। (এই বেদান্ত-শব্দ, সাংখ্য-শব্দের ‘প্রকৃতি’। জেনোফনের দৃষ্টি-বিবরণের সহিত কতকংশে ইহার সমতা দৃষ্ট হয়। এবং হীরাটিটাসের অসীম শক্তিসম্পন্ন অনন্ত ঈশ্বরসীলার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে।) বেদনের “আইডোলা” শব্দ এবং মায়-শব্দ,—উভয়েরই উৎপত্তি স্থল এক; এইরূপ ইন্দ্রজাল অবস্থা ভ্রম-মুক্তির দ্বারা মায়ার প্রোটের “Idea” বা “মত” মতের বিশদীভূত। সাধারণতঃ মায় বলিলে প্রকৃত বস্তু বিচ্ছিন্ন-ধর্মাক্রান্ত অসুখের বা অন্তঃকর্মীয় বস্তুই বুঝা যায়,—দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সাধারণতঃ রজ্জ্বকে যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের,—এতদূর হানেই বার্কলির ধর্ম-বিবরণ করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণের ঐশ্বর-তাত্ত্বিক মত একই অসার মুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে। একটা উদ্ভ্রান্ত হস্তী কর্তৃক শকরাচাঞ্চ বিভাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শকরাচাঞ্চ নিজেকে এক অজ্ঞাত মানবকেই অসার বলিয়া মনে করিতেন। বৎস

হইলেন, এবং এক ধর্মশাসন হইতে অপসরণ ও এক ঈশ্বর হইতে অন্য ঈশ্বর প্রেরিত্য মনে করিতে লাগিলেন । এই সময়ে প্রকৃত ধর্মশাসনের প্রসার প্রতিপত্তি হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল ; অবিকার্য লোকে ধর্মবাহক ও প্রচারকদের ঘোষিতা, সরলতা ও ধর্মনিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ হইয়া উঠিল । পরে এই উপদেষ্টা-সম্প্রদায়ের মধ্যেও পরস্পর মতানৈক্য জন্মিল ।

এই সময়ে একদল নতুন জাতির আবির্ভাব হইল ; এবং এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তিত হওয়ায়, ত্রুটি হিন্দুধর্ম ধর্মসমূহের মধ্যে সগ্রসর হইল : “খ্রিস্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে প্রাচীন

শাসন প্রভুত্বের অধীনে লগ্নায় তিনি পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, তখনই ঈশ্বর এই মত বিশ্বাস হইয়াছিল,—ঈশ্বরের জন্মসময় তাহাই মনে করেন । বিশেষতঃ অনুচরণের বুদ্ধিশক্তি অপেক্ষা শঙ্করাচার্যের বুদ্ধিশক্তি অধিক ছিল । তখনই শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধবাদিন হু-এ প্রাণী হত্যাকাণ্ড সম্প্রদায়ের অল্প তাঁহাকে ঠাট্টা করিত, তখনই তিনি ভ্রমসমূহ করিয়া বলিতেন যে, এ সকলই ইন্দ্রজাল । তিনি বলিতেন, প্রকৃতপক্ষে শঙ্করও নাই, হস্তীও নাই, পলায়নও নাই—এ সকলই ইন্দ্রজাল । (Debistan, ii. 103) ।

চতুর্থতঃ মারা রাজনৈতিক হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে : “উচ্চ শাস্ত্র” অথবা চতুর্থ “উপবেদের” “নাতি” বা “সাহিত্য” অংশে এইরূপ বর্ণিত আছে । ইহাতে অজ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে শাসনকর্তৃদের কর্তব্য বিবরণও বহু বীমাংসা রহিয়াছে ; ইহা ইন্দিত বহু পাইবার উপায়স্বরূপ বলিয়াও কথিত হয় । বহুমান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রানুসারে, “মারা” অর্থ গোপন ভাব, চিন্তা কিংবা রাজনৈতিক কৌশল বুঝায় । ইহাতে সম্পূর্ণ প্রত্যয়না বৃদ্ধি বাই না ; কারণ বিদ্যা এবং প্রত্যয়না ইহাতে নিবদ্ধ । কথিত হয় যে, মারা-বংশ শত্রু শত্রুতা তুলিয়া যায় ; অনুচরাদিও বস্তুর স্বীকার করিয়া থাকে ।

আরও জাতির আক্রমণ এবং লুণ্ঠন-যাতনা তত অধিকতর হয় নাই ।
 বখশ আবাসাইনগর “কাসিক” গদে উন্নীত হইলেন, তখন হইতেই তাঁহার
 বহুদূর বিস্তৃত রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন । সেনা
 পৃথক হওয়ায়, তাঁহারের রাজ্য অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল ;
 সুতরাং পরবর্তী সময়ে তাঁহার আর দূরদেশে রাজ্য-বিস্তারে বশবস্তু
 করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না ; তাঁহার মনে করিলেন, বিদ্রোহে সে রাজ্য
 বিচ্ছিন্ন হইতে পারে । অবিকল্প আরও জাতির আর সে একতা,
 উৎসাহ ও বীর্য ছিল না ; তাঁহারের প্রতিবিধি আরম্ভণ যের
 স্বাধীন এবং বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । ধর্ম-প্রবর্তক মহম্মদ মেন-
 কাসীদিগকে প্রথমে যে শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার
 আপনাদের রাজ্য-বিস্তারের ক্ষমতা অধিকতর করিতে পারিয়াছিল । এক্ষণে
 সিন্ধীর হিন্দুদিগের এবং কসভাভিনোপসের খ্রীষ্টানদিগের উপর আধিপত্য
 বিস্তারের অত্র মুসলমান-ধর্মে সাহসিকতার আর এক নতুন বিধান
 উদ্ভবের আবশ্যক হইয়াছিল । সেই উদ্ভবনা-শক্তি মুসলমানগণ
 “খুর্ক” নামক পার্শ্ব জাতি এবং প্রধানতঃ পশুপালক “তুর্ক-
 খান” জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল । এই “খুর্ক” ও
 “তুর্কখান”গণ কোন অস্ত্রাত কার্যবশতঃ আর একবার উর্বর এবং ধন-
 ধান্তপূর্ণ দক্ষিণ দেশসমূহ আক্রমণ করিয়াছিল । স্বর্গীয় নবম শতাব্দীতে
 এই যুদ্ধপ্রিয় পশুপালক জাতি সিন্ধু-নদ পরিভ্রমণ করিয়া ককসগরের
 নিকটবর্তী হানসমূহে বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করে । পুরাকালে
 “গব” ও “জ্যাডাল” জাতি এবং তাহাদের আদিপুরুষগণ “সগাটস” এবং
 “ট্রোয়ানের” রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া যেভাবে শত্রুহস্ত হইতে রাজ্য
 অধিকার করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ মহম্মদের সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া
 শাসন-দয়করণ বিস্তার করিয়াছিল । তুর্ক খান ও মালানি,—টিলিকা ও
 বিরোজগিরির অন্তর্গত শাখা-বিশেষ । সাম্রাজ্যের যোদ্ধা এবং সৈন্যগণ,

এক এক লাটিন ধর্মমন্দির সম্রাটের “বিশপ” এবং “ডিকন”দিগের দ্বারা ‘ক্যাথেরিক’কে স্বতন্ত্র দীক্ষিত করিতে উৎসাহ হইয়াছিল। তিন দেশবাসী যে সকল অসভ্য জাতি সময়ে সময়ে ইউরোপ আক্রমণ করিত, তাহারাও হুট করে দীক্ষিত হইয়াছিল। তাহারা এসিয়া আক্রমণ করিত, তাহারাও তাহাদের উপযোগী বোধে বৈজ্ঞানিক-ক্রমে এবং অনুশাসন-মতে ‘ইসলাম ধর্ম’ গ্রহণ করিয়াছিল। শিক্ষা ও সভ্যতার যৎসামান্য অর্জনিত এক ভিত্তিহীন বিশ্বাসভুলি দূর হইল; এবং তাহারা মর্মান্বিতভাবে উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিল। এক্ষণে তাহারা ধর্ম বলে পরিচালিত; রাজ্য বিস্তার তাহাদের উদ্দেশ্য। এই ধর্ম এক রাজ্য বিস্তার “সালসাধ পরিচালিত হইয়া, “তুর্ক” জাতি বাইজান-টাইন সিদ্ধান্ত-দিগের ধর্মপ্রচার রাজ্য এবং ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল।

১০০১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ সিদ্ধান্ত আক্রমণ করেন। ইহার কিছুকাল পূর্বে শত্রুসাম্রাজ্য, বিশ্বদীক্ষিতের উদ্ভিজে বাধা দিবার বধা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যে বিবিধ ধর্মমত প্রচলিত থাকায়, দেশবাসী অসম্মানিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল, তিনি সেই সকল বিভিন্ন মতের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই। পঞ্চাশ চিরদিনের জন্য মুসলমানদিগের অধিকৃত হয় এবং মুসলমানের মৃত্যুর পূর্বেই মুসলমানগণ কনৌজ ও গুজরাট লুণ্ঠন করে। ১১৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ‘বোরা’গণ, ‘গজনবী’দিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করে। তৎপরে তাহাদের কর্তৃক বাঙ্গালা দেশ অধিকৃত হয়। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে কখন “ইবেক” তুর্কগণ হুলাকুর্ক তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লয়, তখন হিন্দুধর্ম মুসলমান রাজ্যের একটি স্বতন্ত্র অংশরূপে পরিণত হয়। পরে প্রায় কেড় শত বৎসরের মধ্যেই সমগ্র ভারতবর্ষ মুসলমানগণ অধিকৃত স্থাপন করে। দ্বিতীয় ক্রোড়শ শতাব্দীতে মোঘলগণ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে আকবর জাতি বহুল পরিমাণে ভারতবর্ষে আধিকৃত লাগিল।

তাহাদের আগমনে পরবর্তী শাসন-কর্তাদিগের কথ্যতা হ্রাস হইল; পরাজিত জাতির ভাষা ও ভাবে ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। খিলজী, জোঙ্গলক এবং গোহীলাগ এতদ্ভিন্ন ছিল যে, তাহারা আগমনের গোঁড়ামির কারণ পর্যন্ত অনুসন্ধান করিতে চাহিত না। তাহারা রাজস্ব আদায় বিষয়ে যথেষ্ট ব্যবহার করিত বটে; কিন্তু প্রচলিত আইন উল্লঙ্ঘন করিত না। ধর্ম্মে দীক্ষিত করা এবং অধিক পরিমাণে কর আদায় করা,— এই দুইটায় মনো থেযোক্তাঃ প্রশংসনীয় বিবেচনা না করিলেও, তাহারা তাহাই অধিকতর লাভজনক বলিয়া মনে করিত। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক মসজিদ তাহাদের দর্শনিস্থির এবং বদাকৃত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাহারা অনুসন্ধানের “চাত্র” বংশের পরিবর্তে “সৌর” বংশের গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের এই ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা প্রাত্যহিক কঠোর শ্রমের অর্থহীন করিত না বটে, কিন্তু কৃষি-কার্যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। * মুসলমানগণ দ্রুতি-প্রকৃতিতে ভারত-

* বস্তুতঃ সৌর অথবা নাকত্রিক বংশব, “সানুর হুঘ্য”,—অথবা আরও ইতর ভাষায় “শুর হুঘ্য”,—নামে অভিহিত হয়। আরবী ভাষায় বংশেরও এই নাম। ইষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথবা ১০৪১ ও ১০৪৪ খ্রষ্টাব্দের মধ্যে, জোঙ্গলক সাহ দক্ষিণাভ্যে এই “সৌর” বংশের প্রথম প্রচলন করেন। এক্ষণে মহারাজারূপ বিশেষ আবৃত্তকীর লগিল পক্ষেও এই বংশের উল্লেখ করিয়া থাকেন। হিন্দী (মায়হাট্টা) অক্ষরে আরবী কথায় ইহা লিখিত হয়। (Compare Princep's useful Tables, ii. 30. Who refers to a Report, by Lieut-Col Jervis on Weights and Measures.) ভারতবর্ষের অস্তিত্ব হানে যে সকল “ফসলী” বা “ধন্য” (শত) বংশের প্রচলিত আছে, তাহা আকবর এবং শাহজাহানের রাজ্যকালে প্রবর্তিত হয়। এখনও ইহার ব্যবহার দেখিতে

বাসীর জায় হইয়াছিল। খৃষ্টীয় কোড়শ শতাব্দীতে আকবর উক্তর মতেই উপাদান-সমষ্টি একত্র করিয়া জাতীয় শাসন-প্রণালী বা রাজতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবন করেন। রাজনৈতিক বস্তুত্ব-স্বীকারে সকল সময়ে সামাজিক একতা সাধিত হয় না; মুসলমানদিগের মনে ইহাওই প্রতিষ্ঠাত উপস্থিত হয়। আরও কেবল অধৈর্য্য হইয়া পড়েন। আরও কেবল চাকলের বদলে, ঘোণালবংশ নীত্রেই গোপ গ্রাস্ত হয়।

আর এক নতুন সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব, ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্যক্তির মানসক্ষেত্রে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহারা ক্ষত্রিয়-দিগের সমকক্ষ; পরন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহারা ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর সাহসী। শকরাচার্য্য বৈদিক যুগের যে সর্বত্র অংশটুকু পরিচয়্যাপ করিয়াছিলেন, তাহারা সেই অংশ পুনরায় গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এই নতুন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদিগকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিত; প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা একেবরত্ব প্রচার করিত, এবং নৃতি-পূজার ইত্যদেও রূপান্তর নিম্ন প্রকাশ করিত। কিন্তু তাহাদের এই প্রকৃষ্টি দীর্ঘে ধীরে সম্পন্ন হইয়াছিল। কারণ তখনও লোকের বিশ্বাস ছিল, জাতি ও বংশানুক্রমে তাহারা যে সকল দেবদেবীর আরাধনা করে, সেই সকল দেবদেবী বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও শক্তির আধার। কয়েক পুরুষ পূর্বে যন্ত্র

পাওয়া যায়। এমন কি, ইংরেজগণও রাজক-হিসাব-বহিতে এইরূপ বৎসর (ফল্গী) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রত্যেক বৎসর গণনা, খৃষ্টীয় শকের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হয়; মুসলমানগণ বিজরী এবং হিন্দুগণ “শাক” (শক) ও “সম্বৎ” প্রভৃতি নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা একতা এবং সমন্বয়তার নিদর্শন আর কি হইতে পারে? তখন ইংরেজদিগের সর্বব্যাপী প্রাধিকার হেতু এই উপযোগী মত সহজেই প্রচলিত হইয়াছিল।

আইন-একরূপ প্রচাৰিত হয়। একবে, মানবের চিন্তা ও আচার-ব্যবহার
অনুরূপে পরিচালিত হইতে লাগিল। তখন, অসভ্য বিজ্ঞত্বকণ্ড
আত্মবলিদের আতি-ভেদমূলক মৌরবে অবাধা প্রকাশ করিতে পারিলেন
না। শেখ এবং সৈবদগণ আপনাদের জাতিগত পন্থিতা রক্ষা করিতেছিল ;
কিন্তু যোগল ও পাঠালগণ রাজশুভকাণ্ডের দ্ব্যত্যা-বীতি অনুসরণ করিয়া-
ছিল। নতুন নতুন কুসংস্কারে প্রাচীন ধর্ম বিধাসমূহ বিদূষিত হইতে
লাগিল। “পীত” এবং “মুহিবগণ” “বোঙ্গী” এবং “সন্ন্যাসিনগণ” অলৌকিক
কার্য-সম্পাদনে রূক এবং ভৈরবের স্থান অধিকার করিল। মুসলমানগণ
অতীত সাধনোপযোগী দেবতার উপাসনা করার, তাঁহাদের একেশ্বরবাদিতা
বিলুপ্ত হইল। এইরূপে আচার-পদ্ধতি এবং ধর্মমতসমূহ পরস্পর
বিষমভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। অসংখ্যক বক্তৃতাগুলি লোক কোরাণ
এবং বেদ প্রভৃতি গ্রন্থের বাক্যসমূহ ধ্বংসীতি পালন করিতে লাগিল ;
কিন্তু অধিকাংশ লোক মানসিক উন্নয়ন বশে ব্রাহ্মণ, বোঙ্গা, মহামেধ,
সংস্কার প্রভৃতির প্রতি অস্বাধীন হইল। *

* গীকন (History, ii. 356) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, গ্রীক ও
রোমানদিগের নাস্তিকতার সূত্রধর্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।
“কোরাটালি রিভিউয়ের” (for June, 1846, P. 116) একজন লেখকও
ওকমুকুল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেকেন্সর সাহেব আক্রমণকারে
এবং রোমরাজ্যের প্রাধান্ত সম্বন্ধে, এসিয়া এবং ইউরোপের কুসংস্কার-
গুলির পরস্পর মিশ্রণ সংসাদন হইয়াছিল বলিয়াই যে, আধুনিক
নাস্তিকতার সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা কেহই সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন না।

মুসলমানগণের ক্ষমতা, এক শিকা-প্রভাবে ইউরোপারদিগের মানস-
ক্ষেত্র পৃষ্ঠিত হইয়াছিল, অমূল্য সকলই তাহা অব্যবহার করেন। কিন্তু
ঐতিহাসিক এক মানসিক বিজ্ঞান-সম্বন্ধে আমাদের বাস্তবায়নতা “জালায়”

এইরূপে পরস্পর মতবিরোধ আরম্ভ হইল। ইহার ফলে, এখনও চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রামানুজের মতনুযায়ী রামানুজ, কবিত্তে এক ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এক ধর্ম—এক বিবাস পূর্বকই

স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (Literature of Europe, i. 90, 91, 149, 150, 157, 158, 189, 190.) অল্পকোটি কলমেই প্রতিনিধি, সমালোচক এবং স্বভাব-কবি উইলিয়াম গ্রে (Sketch of English Prose Literature, P. 22, 37) কেবল গ্রন্থিগণ কল্পনাপ্রতির প্রশংসা করিয়াই বিরত হন নাই। তিনি যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, “গদ্য” জাতির প্রতিভার উপর সেই কল্পনাপ্রতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহারাও সেই জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিল, এবং তাহা সর্বত্র বিস্তার করিয়াছিল। ইহা এখন ভারতবর্ষে বিশেষ ইহার উৎপত্তি হয়; গ্রীক এবং রোমীয়গণ উহা পরিবর্তিত এবং পরি-মার্জিত অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইদানীং এই বিজ্ঞান শাস্ত্র আধুনিক ইউরোপীয়গণ কর্তৃক বহুলভাবে এক নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়াছে। ঐষ্টার্লিংগের বিবেক-শক্তি অপেক্ষা মুসলমানদিগের বিবেক-শক্তি অধিক-তর প্রচুর এবং প্রেত ছিল; দার্শনিকদিগের বিবেক-শাস্ত্রই তাহার প্রকৃষ্ট বৃত্তান্ত। বর্তমান সময়েও, স্পেনের রাজ্যশাসন নীতিতে, চিকিৎসা এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চলিত ভাষায়, ইউরোপের করদরাজ্য সমূহের প্রচলিত “শাসন”সমূহে, তাহার প্রমাণ লক্ষিত হয়। এই “শাসন”গুলি আরব দেশীয় ধর্ম-প্রচারকের, এক তুর্কি কিংবা সারাসেনদিগের উদ্দেশে গীত হয়; অথবা ইহাতে মুসলমান পবিত্রত্ব হস্তান বীর-পুরুষ “কীয়েদ” কাব্যাদম্বী ও বর্ণিত ও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

“হিস্টোরি” (History of Inductive Sciences i. 22, 276) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আরবদের প্রকৃত বিজ্ঞানশাস্ত্র—প্রাকৃতিক

বিলুপ্ত হইয়াছিল। একশত ব্রহ্মদেবী বিজয়দেবী রাজ্য অধিকার করার
বর্ষপ্রত্যেক এবং বর্ষব্যাপকদিনের মধ্যে কার্য-প্রণালীও বিজিত হইয়া
পড়িল; জ্ঞানার্জন্যের আগ্রহ কমিয়া আসিল; পুরাণ বা প্রাচীন ইতি-
হাসে কবির কল্পনা এবং বংশকাহিনী সংযোজিত হইতে লাগিল;
কেশব আধিপত্য হ্রাস হইয়া আসিল। * উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের

বিজ্ঞান, কি মর্মান-নিবৃত্তি শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যদি কিছু করিয়া থাকে,
তবে তাহার পরিমাণ অতি অল্প; আশ্রয়ভাতির বৈজ্ঞানিক উন্নতির
বিষয়, হরেকেল একট' চাকরের গাধার সহিত তুলনা করিয়াছেন।—
তিনি বলিয়াছেন যে, চাকরটীর শক্তি ছিল বটে; কিন্তু তদ্বারা
কোনই কার্য সাধিত হয় নাই। বাহা হউক, নিয়মিত হেতুযানে
হরেকেল তাহাদের দোর অপনোদনও করিতে পারিতেন;—আশ্রয়
ভাতির সমস্ত প্রতিভা-শক্তি ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত হইয়াছিল।
অত্যাশ্রয় চেষ্টার পারস্তের দুই-নোতি সংপথে আনীত হইয়াছিল,
জানতবর্ষে একেবারেবাকিতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; এবং আজ
পৃথিবীও ইউরোপীয়গণ আক্রমণ যে সকল স্থান মর্শন করিতে
সমর্থ হন নাই, আশ্রয়ভাতি প্রতিভাবে তথাকার ধোর পৌত্তলিক
ধর্মেরও উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল।

* পুরাণ বহুকাল পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে,—আধুনিক সমালোচকগণ
একথা স্বীকার করেন না। বলতঃ, ‘রাজপুত,’ ‘ভাট’ বা ‘কবি,’ এবং
‘চাঁদ’ প্রভৃতির অসংখ্য বিবরণের প্রচলিত সংখ্যায়, পৃথিবীজ এবং
সামুদ্রের পরবর্তী বংশাবলী এবং তাহাদের কার্যকলাপ সমূহের যেরূপ
বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল পুরাণে যে সেইরূপ অসংখ্য এবং
আধুনিক অসংখ্য বিবরণ সন্নিবেশিত রহিয়াছে,—তাহার কোন সন্দেহ
নাই। পুরাণের বিবরণগুলি হইতে নূতন বিষয় প্রবন্ধ করা কঠিন; সমা-

(অধ্যাপনার উপকূল-প্রদেশের) এই নতুন সম্প্রদায় মহাবীর কামরূপকে উপাস্ত দেখতা বলিয়া গ্রহণ করিল। মুসলমানদিগের আধাঙ্গ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং কবিরদিগের বংশাধীনত প্রভেদের নীতি লোপ পাইল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামানন্দ প্রচার করিলেন,—‘সকলের সমক্ষে সকল ব্যক্তিই সমান।’ গ্রামানন্দ, উপাসনার ভেদনীতি প্রবর্তিত করেন নাই। তিনি সকল প্রেবীর লোককেই সমভাব নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিতেন যে, প্রকৃত উপাসক সমাজ-প্রকৃতি রূপক। প্রেতের স্থানে উদ্রীত হয়, এবং দাবীনতা ও মুক্তি লাভ করে। *

লোচিত এবং স্বচ্ছ-হৃষ্ট রায়ারণ এবং মহাত্মারতই যে পুরাণ মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ,—সমালোচক এবং প্রতিবাদকারিগণ সকলেই হস্ত অঙ্গ নিক্ষেপে পারেন নাই। পরবর্তী ভোবামোদকারিগণ আধুনিক সংস্কারের প্রণয়ন। মিলিটরি করিয়া গিয়াছেন,—এই একমাত্র কারণে ভাবিয়া প্রতিষ্ঠিত অষ্টাদশ পুরাণের অসীম কামতার এবং সারবস্তার ব্যবস্থান করিতে দুধা চেষ্টা করিয়াছেন। বাহাই হটক, পুরাণ সমুদয়ে প্রতি-হাসিক ঘটনাবলীর পৃথাকপৃথাক বর্ণনা না ভাবিয়া, চিত্তাক্রোশের প্রতি নির্দেশক মনে করাই বাহনীর।

* Compare “Dabistan” ii. 179. and Wilson, “As. Res”. xvi, 36 &c.) অধ্যাপক উইলসন্ বলেন যে (idem. P. 44, and also xvii. 183), কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণই পঞ্চরাত্র এবং গ্রামাধুজের প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। স্বতঃ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পণ্ডিতগণই এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রামানন্দের অনুরোধে কেবলমাত্র বহুকাল পর্যন্ত শৈবদিগের সহিত বালাধুবাধ করিতেছিল। তন্মতে পাণ্ডুরাণ, তাহার কোনমতেই নব্বা নব্বী পার হইয়া বাইবে না। তাহার মনে করিত, এই নব্বী ‘মহাশয় বা মহাশয়’ নিকা

এই চতুর্দশ শতাব্দীতে অধ্যায়সায়সীল পণ্ডিত গোরক্ষনাথ পঞ্জাব প্রদেশে 'যোগবর্ষ বা হুজ' প্রচার করেন এবং তৎকাল সকলেই আগ্রহ-সহকারে তাহা গ্রহণ করে। এই 'যোগ হুজ' প্রকৃত প্রত্যাবে বৌদ্ধ ধর্মের একটি সাক্ষ্য বা কল্পনা প্রসূত। কিন্তু দার্শনিক মত বদ্বিহা ব্যাস এবং শাক্য উভয়ের শিষ্যদ্বয়ই এই হুজ সমভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। বাহা হউক,

বিশেষরূপ পবিত্র; পরন্তু বেশ ভ্রমণ কালে তাহার ঐ নদীর চারিদিক দূরিত্য বাইত।

মধ্যযুগের সকলেই মনে করেন যে, একদিন না একদিন নন্দীনা নদীর স্থান অধিকার করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র নদীমধ্যে পরিণত হইবে। কিন্তু এইরূপ ধারণার কোন কারণ বুঝি। পাণ্ডুর বার না। এই নদী যে শিবের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। মহেশ্বরে একটি দুর্গাবর্ত আছে। পণ্ডিত প্রভুরাও সমুদ্র ইহাতে গোলাকৃতি এবং পরিষ্কৃত হইয়া কতকটা "কিঙ্গের" আকৃতি ধারণ করে; উহা ধর্মদাতকদিগের আয়ের প্রকৃষ্ট উপায়। হিমালয়ের বিশেষ কোন অংশের নারায়ণ-চক্রও বৈকুণ্ঠের এইরূপ লাভ হইয়া থাকে। এই দুর্গাবর্তের সঙ্গিলকণা পার্বত্য নদীর চতুর্দিকের প্রভুরাও পবিত্রতা বিধান করে। রেনীর ভাষায় কথিত হয়,—“রেণ্ডা কি ককর মদ শকর সমান,” অর্থাৎ “সর্বদার (রেণ্ডার) প্রত্যেক প্রভুরাও ঐশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন এবং শিবভূতা।” মহেশ্বর, “হুজের বাউ” বা মহল-বাহ নামক এক কবির রাজার রাজধানী ছিল; হিন্দুরা পর-পারে অবস্থিত নিম্ন-উদ্র নামের অনতিদূরে পরভ্রমণের হস্তে সেই রাজা নিহত হন। এই ঘটনাই, মুকুণ্ডের প্রাচীন ব্রাহ্ম-বীর-কণ্ঠের ধর্মের কারণ বলিয়া অনু-মিত হয়।

তখন শোকের ধারণা ছিল যে, এই কলিযুগে পাপী ব্যক্তি এরূপ মহৎ এবং উন্নত প্রার্থিত করিতে সমর্থ নহে এবং সম্পূর্ণ যৌক্তিক লাভও অকম। কিন্তু গোরক্ষনাথ এই উপদেশ প্রদান করিতে আয়ত্ত করিলেন যে, কঠোর মানসিক ঔষাসীক এবং উপাসনার, অতি অধম পাপীর শরীরও পবিত্র স্বপ্নীষ দেবত লাভ করে, এবং তাহার আত্মা প্রেমের জ্বলে সর্জনিস্থ। পরমেশ্বরের আশ্রয় সহিত মিলিত হয়। তিনি শিবকেই শিষ্যগণের একমাত্র উপাত্ত দেবতা মনোনীত করিয়া দত্তপের প্রচার করিলেন যে, এই উপাত্ত দেবতা শিবই জাতি-ঐন্দ্র-নির্কিংশে নকশের কঠোর অধ্যবসায়ের এবং উপাসনার পুরস্কার সিদ্ধান্ত করিলেন : তিনি তখন শিষ্যগণের সম্প্রদায় ও ধর্ম-বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ জগদীশ সামান্য চিত্রে পরিভূত হইলেন না। অস্বাভাবিক হইতে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিবার জন্য তিনি তাহাদের কর্তব্য-বোধের ব্যক্ত্য করিলেন। তদবধি তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়, “কাণকাটা” (কাণকটী) বা হিন্দুত্ব বোলা সম্প্রদায় নামে পরিচিত। *

* (Compare Wilson As. Res, xvii. 183. &c.) and the Dabistan (Troyer's Translation, i, 123 &c.) দেবত্ব-প্রভেদ, দেবীত্বাদি, মোসান কালী দেবাইয়াদি ছিল যে, যোগী এবং মুসলমান-দের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যোগ সম্বন্ধে বলিতে গেলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে দেখা যায় যে, যোগ এবং ঔষাসীক বা আশ্রয়ভঙ্গ (বিশেষ) উভয়ই এক। এইরূপ জ্ঞান অহিন্দে, আত্মা অমরত্ব লাভ করে এবং তাপস্যক্রমের অবধি হয় না। ইহাতে সত্য বিষয়ে জ্ঞান জন্মে এবং স্নেহের “বিশেষ” (“Idea”) অথবা পৃথিবীর আদর্শ পটল উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আরও দেখা যায় যে, কি ভাবভঙ্গী, কি গ্রীকসন কেই বীকার করেন নাই যে, মহত্বজন এই সম্পূর্ণ

এইরূপে ধর্মসংস্কারের প্রথম স্তর প্রতিষ্ঠিত হইল। জাতিভেদে
এবা প্রচলিত থাকায়, ধনী এবং ক্ষমতামালী ব্যক্তির অভিমান এবং
সর্ব দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ধর্মের বিশ্বাস এবং জীবনের সুখ-
সমৃদ্ধি বিসর্জন,—সেই জাতিভেদে ধর্মের উপায় মধ্যে পরিণত
হইল। পরবর্তী যুগ, ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে, অজ্ঞাত ও ভয়ঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত
'কবির' নামক রামানন্দের একজন শিষ্য পৌত্তলিক ধর্ম বা মূর্তি উপাসনা
এবার উচ্ছেদ সাধন করেন। তাঁহার প্রভাবে কোরাণ এবং শাস্ত্রের
প্রভুত্ব ও কার্যকারিতা, এবং শিক্ষিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিকে সমভাবে
শিক্ষা দান করিতেন; তিনি তাহাদিগকে কল্পিত কবিরের উপাসনা
করিতে চালাতেন, এবং আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা-লাভে সর্বদা বৃত্তমান হইতে
উৎসাহ দিতেন। সমগ্র সৃষ্টি বা জগতকে, তিনি "মাগা" বা
প্রত্যক্ষণ ও ইন্দ্রজাল-পরিপূর্ণ স্ত্রী-মূর্তি বলিয়া বর্ণনা করিতেন।
এইরূপে তিনি মানবের দুর্কলভা এবং পাপকার্যে আসক্তি সহজে
মনোহরণ কর প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে কবির ঈশ্বরের বাহ্য

ব্যবহার ঈশ্বরে লীন হইতে এবং সত্য বিষয়ে একমুখ জ্ঞান
লাভ করিতে পারে। (Compare Ritter, "Ancient Philosophy,
Morrison's Translation," ii. 207, 334-336, and Wilson,
'As. Res.' xvii. 185) আরও বিশেষ অনুসন্ধান করিলে
বুঝা যাইত যে, যুল স্ত্রীর কপিল এবং পাতঙ্গলের সমবেত মন্ডের
সহিত প্রেটের মত, অনেকাংশে তুল্য। যথা,—ঈশ্বর এবং
প্রকৃতি উভয়ই অমর—চিরস্থায়ী; "মাগা" অথবা বিবেক অথবা
জ্ঞাতিক বিবেকশক্তি এবং নোয় (Nous) অথবা লগোস (Logos)
সকলই এক। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

সাহস্য স্বীকার করিতেন; তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, আমি অন্ধ। বিষ্ণুই
 স্বেচ্ছায় সৰ্ব্বপ্রভেদে বিভক্ত প্রতিকৃতি। পূৰ্ব্ববর্তী সংস্কারকগণের ভ্রান্ত
 তিনিও ভ্রমবশতঃ ভ্রমদীপকে নানা আকৃতি প্রদান এবং বহুভাবে ভূষিত
 করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—গৃহস্থপ্রিয় পরিভাষা করা বিধেয়; “সংস্কার”
 অথবা পবিত্র, নিষ্পাপ বা বিশুদ্ধ ব্যক্তি, মহিম্ব, ধীর বা নিরীহ
 উপাসকই ইহজীবনে সৰ্ব্বশক্তিমানের জীবন্ত প্রতিমূর্তিস্বরূপ কিংবা এইরূপ
 মত প্রচায়ে তাঁহার ধৰ্ম্ম-সংস্কার-নীতি সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল।
 তাহা হউক, কবিরের এই সংস্কৃত মত স্পষ্টরূপে প্রচারিত ও নিশ্চিত হয়
 নাই; কিংবা কেহ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গমও করিতে পারে নাই। কিন্তু
 তিনি যে আচার-পদ্ধতি প্রচলন করিতে পারিয়াছিলেন, এবং যে কথিত
 ভ্রান্ত প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রচারিত প্রদমন্ধ
 ভ্রান্তবাদের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম বিশেষ আদরবীর এবং বহুল প্রচারিত
 হইয়াছিল। *

* Compare the Dabistan, ii, 184 A.C., Wilson “As.
 Researches”, xvi, 53 and Ward’s Hindos,” iii, 176. কবির
 একজন আরবী শাস্ত্র; ইহার অর্থ সৰ্ব্বপ্রভেদে। অধ্যাপক উইলসন বলেন,
 কবির নামে কোন ব্যক্তি ছিল কি না সন্দেহহীন। মোসান কবীর যে
 কবিরের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কাল্পনিক গুরুত্ব বলিয়া মনে হয়।
 হয়ত, ছত্রবেশগারী কোন ব্রাহ্মজাতী হিন্দু এই উপাধি গ্রহণ করিয়া-
 ছিলেন। যদিও কবির নাম বিশেষ সংজ্ঞানির্দেশক, কিন্তু আত্মকাল
 ইহার বহুল প্রচার। কবির গিফ্‌মাত্‌হীন অসহায়, অসহায় একজন
 ভক্তব্যক্ত কর্তৃক প্রতিপালিত হন, এবং পরিশেষে রামানন্দ তাঁহাকে শিষ্য-
 রূপে গ্রহণ করেন,—এইরূপ সাধারণ গল্প প্রচলিত আছে, এবং ইহাই
 কবিরের পরিচর্য প্রদানে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া অনুমিত হয়। তুমিত

হুতীর বোতল শফাফীর এখন তাম্র, চৈতন্য নামক নদীর একজন
 ব্রাহ্মণ, বঙ্গদেশে রামানন্দের বর্নসংস্কার প্রবর্তন করেন । কতকগুলি
 মুসলমান তাঁহার এই ধর্মে দীক্ষিত হয় । চৈতন্য সকল সম্প্রদায়ের এবং
 সকল ধর্মের লোককেই তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত করিতেন । তিনি
 দৃষ্টান্ত সহিত বলিতেন,—একমাত্র ‘ভক্তি’ বা ‘বিবাহ’ বলেই অপবিত্রের
 পবিত্রতা লাভিত হয় । তিনি বিবাহ এবং পার্হন্য-ধর্ম অনুমোদন
 করিতেন ; তাঁহার শিষ্যগণ কিন্তু গুরুভক্তির সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন
 করিয়াছিল । তাহাদের কেহ কেহ বলিত, ঈশ্বরের সমক্ষে গুরুগণ
 উপাসনা করা কর্তব্য । * এই শতাব্দীতেই, বল্লভ স্বামী নামক

পাণ্ডুরাচার, তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই তাঁহার
 শরীর আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিল । মোসান ফানী বলিয়াছেন,
 অনেক মুসলমান, বৈরাগী বা আধুনিক বৈক্য সম্প্রদায়ের যোগী হইয়া-
 ছিল । রামানন্দ এবং কথির শিষ্যগণই এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি
 প্রধান শাখা বিশেষ । (Debistan ii 193) তখন চিত্তাশ্রোতের এবং
 পরমতের গুরুত্ব যে মিল ছিল, এবং অধুনা তাহার যে উন্নতি সাধিত
 হইতেছে,—তাঁহার আরও দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মক্কার “কাবা” রক্ষকদিগের
 প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানী হিন্দু অকমনাবেধ উপদেশ উদ্ধৃত করা বাইতে পারে ।
 অকমনাবেধ প্রথমে তাহানিকে গৃহস্থামীর অবস্থিতির বিপরীতজ্ঞান করিয়া
 তাহাদের নিন্দা করেন । পরে, কেন প্রতিমা নষ্ট করা হইবাছে,
 তাহা তাহানিকে জিজ্ঞাসা করেন । রক্ষকগণ বলে যে, মনুষ্য-হস্ত-
 নির্মিত মূর্তি আর তাহাদের উপাস্য নহে । তাহাদের এই কথা শুনিয়া
 তিনি বলিলেন,—“এই মন্দিরও ও মনুষ্য-হস্ত-নির্মিত ; সুতরাং মন্দির-
 টীর প্রতিও ও সমান প্রদর্শন করা উচিত নহে ।” (Dabistan ii, 117)
 * চৈতন্য এবং তাঁহার পার্হন্যধর্মের বিবরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত

তেজিসনার একজন ব্রাহ্মণ, প্রচলিত উন্নতিশীল সংস্কার ধর্ম পুনরায় এক নবশক্তি প্রদান করেন। তিনি বলিডেন,—কেবলমাত্র বিবাহিত নর-স্ত্রীই যে জ্ঞানোপদেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহা নহে; গৃহস্থানী মায়েই ধর্মভর্য পুত্র বরদায়, এবং পুত্র ও শিষ্য উভয়েই সমভাবে সংসারস্থলভোগে অধিকারী। শান্তিপ্রিয় ব্যবসায়ী (বণিক) সম্প্রদায় এই নীতি (ধর্মোপদেশ) আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করিল। গৌসামিগির পানিবাসিক ধর্মাদিকরণের একমাত্র উপদেষ্টা নির্দিষ্ট হওয়ার, তাঁহারা দেশবাসী ব্যবসায়ী পরিপ্রায়ী শান্তি-পিপাসুদিগের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তখন বিধি ব্রাহ্মণের একমাত্র ঈশ্বর-বরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহারা “বাল গোপাল” অর্থাৎ শিশু-ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নতুন একটা ঈশ্বর-মুর্তির উপাসনা প্রচলিত হওয়ার, প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্মের সংখ্যা পুনরায় বর্ধিত হইল। *

বোড়ল শতাব্দীর প্রারম্ভে এইরূপে হিন্দুদিগের মন উন্নতির পথে ধাবিত হইল। মুসলমান প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের মনেও এক নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। হিন্দুদিগের ধর্ম নবোদয়িতব্যের জন্ত

গ্রন্থ জটয়া ২:—বর্ধা,—Wilson, “Asiatic Researches” xvi, 109 &c, and Ward on the Hindoos, iii, 467 &c; অধিকন্তু তত্ত্ব বা বিবাস নবধর্ম কতকগুলি প্রকৃত মন্তব্যের জন্ত, Wilson, “As. Res. xvii, 312. জটয়া।

* See Wilson “Asiatic Researches” xvi, 85 &c; সাধকের একমতাবলম্বী বৈক্য সম্প্রদায়ের—যে সম্প্রদায় একমত শৈব-দিগের সহিত মিশ্রিত হইতে চেষ্টা পাইতেছে,—বিবরণের জন্ত Wilson, As. Res. xvi. 100 জটয়া।

পরিবর্তিত হইয়া এক সজীব ভাব ধারণ করিল। রামানন্দ এবং গোবিন্দ ধর্মের সমতা প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্য সেই সম্বন্ধপ্রাধান্ত সম্প্রদায়ের পুনঃসংস্কার সাধন করিলেন। পৌত্তলিক ধর্মের উচ্ছেদ-সাধন-করে কবির দেশ-প্রচলিত ভাষায় জন-সাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন। বরুণ ভ্রমের সাধারণ কর্তব্য কার্যের সহিত সফল উপাসনার সম্বন্ধ-বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমুদায় সফলকারী এবং ক্রমতাপালী ব্যক্তিগণ ইহজীবনের নবরসে এতদূর বিবাস হাপন করিয়াছিলেন যে, মানবের সামাজিক অবস্থার উন্নতি-সাধনে বিশেষ কোন উপকার হইতে পারে বলিয়া মনে করেন নাই। বহু দেবার্চনা, যোর পৌত্তলিকতা এবং পৌরহিত্য-কাণ্ড হইতে মুক্তিলাভ হয়,—ইহাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা সমস্ত শাস্ত্রপ্রিয় ব্যক্তিদিকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পবিত্র সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবী যুগের আশায় ভবিষ্যৎ চিন্তার নিরোজিত হইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহারা স্বজাতিবর্গকে সমাজ এবং ধর্মবন্ধন পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই; কিংবা প্রাচীনকালের দ্রুতি কুরীতি হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া উন্নত করিবার চেষ্টা পান নাই। তাঁহারা জাতিগঠনের বীজ বপন না করিয়া, আপসাপন বিভিন্ন ধর্মবাদের পরিপুষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়গুলি এখনও সেই উপদেশ অনুসারেই কাণ্ড করিয়া থাকে। সমাজ ও ধর্মের এই অবস্থার নানক ধর্ম-সংস্কারের প্রকৃত উপাধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানকের প্রতিষ্ঠিত সেই দৃঢ় ও প্রশস্ত ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী গোবিন্দ ধর্মেশবাসীদের মনে আত্মীয়তার এক নতুন বন্ধ প্রাণবন্ত করেন। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করেন,—কি জাতি, কি বংশ, কি রাজনৈতিক অবস্থান, কি ধর্মমত, সর্ব বিকল্পই উচ্চ ও নীচ সকলেই সমান।

১৪৮৯ খ্রষ্টাব্দে লাহোরের নিকটবর্তী স্থানে নানক জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার পিতা কালু আভিষে হিন্দু ছিলেন । কথিত হয়, তিনি ঘোড়ার দুক্কশির কত্রির জাতির “নেবী” সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত । নানকের পিতা সম্ভাব্য অধিকাংশ যুক্তির জ্ঞান নিজ গ্রামে একজন সামান্ত

* কথিত হয়, লাহোরের উত্তর ইরাবতী (Ravee) নদীতীরে তালেখান্দী গ্রামে নানক জন্মগ্রহণ করেন । “ভুটী” জাতীর “রাই-ভু ইয়া” দেশ তখন এখানে রাজত্ব করিত । (Compare Malcolm, “Sketch of the Sikhs,” p 78. and Forster, “Travels” i. 292-3) ; কিন্তু একখানি হস্তলিখিত পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, নানকের পিতা তালেখান্দী গ্রামে বাস করিতেন বটে ; কিন্তু বর্ণনাক্ত নানক, লাহোরের ১৩ মাইল দক্ষিণ ‘কানাকট’ গ্রামে মাতুলানন্দ নামে গ্রহণ করিয়াছিলেন । বলতঃ পঞ্চাব অঞ্চলে স্ত্রীলোকগণ অসুসজ্জা সময়ে, বিশেষতঃ প্রথম সম্ভান প্রসবকালীন, যে পিত্রাসরই উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিত,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । এইরূপে সম্ভানসম্মত মাতার পিত্রাসরে জন্মগ্রহণ করিত বলিয়া সচরাচর “নানক” (স্ত্রীলিঙ্গে “নানাকী”,—“ননকে” শব্দ হইতে নিস্পন্ন,—মাতার পিত্রাসর) নামে অভিহিত হইত । দরিদ্র এবং প্রমথীন হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই “নানক” একটি সাধারণ প্রচলিত নাম বিশেষ । নানকের জন্ম বৎসর সম্বন্ধে মতানৈক্য দৃষ্ট হয় না । কিন্তু কোন মাসের কোন দিন তাঁহার জন্ম হয়, এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয় । কোন কোন স্থলে দেখা যায়, নানকের জন্মদিন, ১৫২৬ বিক্রমজিৎ বৎসরের ১৩ই কার্তিক ; কোথায় বা দেখা যায়, ঐ বৎসরের ১৮ই কার্তিক নানক জন্মগ্রহণ করেন । ১৫২৬ বিক্রমজিৎ, হরীর ১৪৮৯ অব্দের শেখভাসের সমসাময়িক ।

ব্যবসারী ছিলেন। * নানক শৈশবকাল হইতেই স্বভাবতঃ ধার্মিক এবং চিত্তাঙ্গীন ছিলেন। অনেক স্থলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি বৌদ্ধ-কালেই হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির প্রচলিত ধর্মমত শিক্ষা করেন ; এবং কোরাণ ও হাদিসাদিগের শাস্ত্রে সাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। †

* "সৈব-উল-মুতাক্বরীণে" ("Brigg's Translation : 110) বর্ণিত আছে, নানকের পিতা শত্রু-ব্যবসারী ছিলেন। দেবীহাসে (ii. 247) দেখিতে পাওয়া যায়, নানক নিজেই শত্রুর গোলাদার ছিলেন। শিখদিগের বিবরণে নানকের পিতার সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ নাই। কিন্তু নানকের এক ভগ্নীর সহিত যে একজন শত্রু-ব্যবসারীর বিবাহ হইয়াছিল, তাহা শিখদিগের ইতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে। এই ইতিহাসে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানক নিজে তাঁহার ভগ্নীপতির নিকট ব্যবসার শিক্ষা করিলেন, কিংবা তাঁহাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন :

† পারস্ত ভাষার একখানি হস্তলিখিত পুস্তিতে দেখা যায়,—একজন মুসলমান নানকের প্রথম গুরু ছিলেন। "সৈব-উল-মুতাক্বরীণ" পাঠে জানা যায় (i. 110) যে, নানক সৈবর হুসেন নামক এক ব্যক্তির নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি নানকের পিতার প্রতিবেশী ছিলেন, নানকের পিতাকে বিপণ্য প্রদান করিতেন ; তিনি নিঃসন্তান এবং ধর্মবান ছিলেন। এই পুস্তকে আরও বর্ণিত আছে যে, নানক মুসলমানদিগের প্রসিদ্ধ পুস্তকাধি পাঠ করিতেন। ম্যালকমের মতে (Sketch, P. 14), মুসলমানগণ বলিত যে, খিজির বা ভবিষ্যদ্বক্তা ইজিরাসের নিকট নানক সর্বপ্রকার নৈসর্গিক বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। মুসলমানদিগের প্রচলিত বিবরণ পাঠে জানা যায়, নানক অতি শৈশবকালে বর্ণালার প্রথম বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ক গুঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে অত্যন্ত চমৎকৃত করিয়াছিলেন। আরবী এবং

হৃদয় এবং স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব হেতু বর্ষব্যতীত নীচ কুসংস্কারগুলিতে তাঁহার বিরক্তি আছে। তিনি শিক্ষিত ও পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যে অসন্তুষ্ট ছিলেন; দর্শনশাস্ত্রের আপাতঃমধুর গুঢ় ভাষার আশ্রয় গ্রহণে তিনি প্রতি বোধ করিতেন না। কবির এবং গৌরবনাথের ধর্মোপদেশ যে তাঁহার ধর্মশীল বী-শক্তির উপর সহজেই হারী এতাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও অসম্ভব নহে। * যে মুহূর্ত্তে তাঁহার চিন্তাশ্রুততা জন্মিল, সেই মুহূর্ত্তেই নামক গৃহ পরিভ্রমণ করিলেন। অনুভূত, চিন্তা, অধ্যয়ন, মানব জাতির সহিত বহল পরিমাণে এবং কিন্তুত্ব কালে আত্মপরিচয় এবং আচার ব্যবহার দ্বারা বিবেক বা জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। † সম্ভবতঃ নামক ভারত-

পারস্য ভ্রমণ বর্ষমালায় এই বর্ষ একটা ক্ষুদ্র সমুদ্র রেখা বা দাঁশ বাহ্য; ইতর ভাষায় ইহা ট্রাবের একটা প্রতিচ্ছবি করে। বীশ্বকর্মে শালশ বনসর ব্যয়ক্রমে কালে, বর্ষমালা সমুদ্রের শুভ মর্শ্ব দুর্বাঁইয়া দিয়া দিকককে কত চ্যেংকৃত করিয়াছিলেন,—প্রমাণসিদ্ধ বাইবেলে দেবপু নর্গিত হইয়াছে, পাঠকগণের হয় ও তহা স্বরণ থাকিতে পারে। (Strauss, Life of Jesus. i. 272)

* কবিরের গ্রন্থ হইতে কোন কোন স্থানের মর্শ্ব অথবা সারসংগ্রহ "আদি গ্রন্থের" অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। আদি গ্রন্থের সর্জকই—কোন স্থানে গৌরবোদ এবং অধিকাংশ স্থলেই কবিরের মত উল্লিখিত বা উদ্ধৃত হইয়াছে।

† কতকগুলি ফকিরের সহিত সময়ে সময়ে সাক্ষাৎকার (Malcolm Sketch, p. 8, 13) লাভ করার এবং একজন দরবেশের (Debistan, ii. 247) সিকট আরও নিরনিভরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার নামকের মন অভিভূত হইয়াছিল। এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার, নামক

কৰ্মের সীমার পরশার পৰ্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি নির্ভয়ে উপাসনা করিতেন, এবং বেদ ও মহাশব্দের উদ্দেশ্য বিষয়ে চিন্তায়ত থাকিতেন। তিনি সম্যক ব্যগ্রতার সহিত পণ্ডিত, ধর্মবাক্যক এবং সরল

তঁাহার জীবনের ভবিষ্যৎ পতি নির্দেশ করিবার ক্রমতঃ লাভ করিয়াছিলেন। ম্যালকমের বিবরণে লোকশ্রীতিকর আরও গম দেখা যায় যে, নানক কখনও কখনও ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তঁাহার ভগ্নপতির গোদার সমস্ত শত্রু বিতরণ করিতেন; তথাপি সেই শত্রু-গোদা সর্বদাই শত্রে পরিপূর্ণ থাকিত। নানকের ভগ্নপতির মনীব, দৌলত খাঁ লোদি, যখন জানিতেন সকল শত্রু বিতরিত হইয়াছে; অমাধক্রেচের হিসাব মিলাইয়া দেখিতে পাইলেন, আর-যর সমস্তই ঠিক রহিয়াছে।

শিখদিগের ইতিহাসে বর্ণিত আছে বাদশাহ বাহরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নানক কথাবার্ত্তা এবং আচার ব্যবহার দ্বারা সেই হুসাইনিক বাদশাহকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তিনি বাদশাহকে বলিয়াছিলেন যে, তঁাহারা উভয়েই বাদশাহ; উভয়েই দশজনের বংশ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সমস্ত কথা শুনিয়া বাহর অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আমি কেবল যাত্র হুইটী উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; তদ্বাখ্যে একটি শ্লোকঃ “আদিগ্রন্থের” ‘আখারান’ এবং ‘জেলদ’ অংশ হইতে উদ্ধৃত। এই হুইটী হুসেই সাধারণতঃ একটি গ্রাম ধর্মের বিবরণ এবং বাদশাহকে তঁাহার রাজ্য আক্রমণের বিষয় লিখিত আছে। মোসান কাণী (Dabistan, ii. 249) এক সমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, নানক আকবরাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া মোসাদিসকে তারতর্ক্যে আনয়ন করেন।

বর্ষাপ্রবাসীদিগের সহিত, ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং সুখের উপায়—এই দুইটি বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন । * প্রেটো, বেকন, ডে'কারটে এবং

* সাধারণতঃ সকলে বলিয়া থাকে, নানক সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন : তিনি পারস্তে গমন করেন ; তৎপরে মক্কা ক্রমি করিয়া-
ছিলেন : (Compare Malco Sketch, p. 16. and Forster, "Travels," l. 295-6) ! কিন্তু তিনি কত বৎসর ব্রিটিশ এইরূপ দেশ পর্য্যটন করেন, এবং কোন দিন 'অদেশে' কিরিয়া আসেন,—তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চিত বিবরণ জানা যায় না । তাঁহার বক্তৃতাগুলি সঙ্গী ছিল । তাহাদের মধ্যে 'কবাবি' বা বীণাবাদক (অথবা সাধারণ ভাবে গায়ক, অথবা বেহালায় জ্ঞায় ভারবিশিষ্ট বাদ্যকর-বাদক) যারদানা, তাঁহার অনুযুক্তী লেহনা, 'বালা' নামক সিঙ্কলেটীয় একজন লতা ; এবং বুক বা প্রাচীন নামে অভিহিত, রামদাস প্রভৃতির কথাই সচরাচর উক্ত হইয়া থাকে । চিত্রিত ছবিগুলিতেও যারদানা এবং নানক,—উভয়কেই একত্র দেখিতে পাওয়া যায় । প্রচলিত পুস্তকে জানা যায়, যখন মক্কার গমন করিয়া নানক তথাকার একটা মন্দিরের নিকে গা দু'খানি ছড়াইয়া থুমাইতেছিলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি ত্রোদপদবশ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে,—“তুমি কোন সাহসে ঈশ্বরের মন্দিরের প্রতি অবমাননা প্রকাশ করিলে ?” নানক উত্তর করিলেন,—“এমন কি কোন স্থান আছে, যেখানে ঈশ্বর মন্দির নাই, এবং সেইদিকে তিনি তাঁহার পা দিবেন ?” (Malcolm, Sketch of the Sikhs, p. 159.) অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য, নানক মুসলমান দরবেশের বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি মুসলমানে একজন মুসলমান দরবেশের সহিত সাক্ষাৎ করেন । নানক তাঁহারের কলে গমন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রভার ঘোড়ের জায় তিনি পবিত্রতা সাগরে

আলখানসি সকলেই জগতের প্রচলিত দার্শনিক মত গুলি আলোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু চিন্তাশক্তির কার্যকারিতা বিকসে কেহই সত্যের প্রকৃত ভিত্তি নির্দেশ করিতে পারেন নাই। ধর্মাত্মা নানকের অন্তরেণও একটি বিদ্বেষ বা বিরোধ স্থানের জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি সে বিরোধ স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া হতাশ হইলেন। পরিশেষে স্থানবের পরম্পর-বিরোধী বংশ এক জাতি পরম্পরা এবং তাহাদের আচার-পদ্ধতি তাহার লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিল। নানক বলিতেন,—সকলই ভ্রান্তি। তিনি কোরাণ ও পুরাণ দুইই পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু কোথাও ঈশ্বকে দেখিতে পান নাই। * নানক স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন; কঠোর সন্ন্যাস-ধর্ম পরিত্যাগ করিলেন; সংসারের প্রবেশ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন। তাহার দীর্ঘ জীবনের অবশিষ্ট অংশ ধর্ম প্রচারে অতিবাহিত হইল। তিনি

প্রবেশ করিতেছেন। (Compare Malcolm Sketch, p. ২১. and the "Seir ool Mntakhereen", i. ৩১১.)।

নানকের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা প্রচলিত আছে। তাহার মর্ম এই:—

“বহ শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ করি অধ্যয়ন।

নাহি পান ঈশ্বরের কোন নিদর্শন ॥

পুরাণ, কোরাণ আদি বহু শাস্ত্র আর।

কিছুতে প্রভুর নাহি হইল তাঁহার ॥”

আজিগ্রেতে এই মর্মের আরও অনেক কবিতা আছে। অধিকন্তু “দুখ-মালা” নামক ফোকলপুস্ত্রাংশে নানক বলিয়াছেন,—“কেণ ও কোরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া মনুষ্য কবিক স্বর্গীয় স্থখ লাভ করিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভ হইবে না”।

নানক একই নিয়মের চৈতন্য-স্বরূপ অঙ্গীকারের উপাসনা করিতে, সংপদে থাকিয়া ধর্মার্জন ও জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে, এবং জমা ও সম্ভোগ শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। নানকের সম্ব্যবহার, একান্ত সৌহার্দ্যবান এবং প্রাকৃতিক সম্ভোগ—সকলই প্রাণসার বিহীন। নানক বহুসংখ্যক উৎসাহী, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং দৃঢ়-বিশ্বাসী শিষ্য রাখিয়া, ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। *

* নানকের মৃত্যুকাল নির্ণয়ে সকল গ্রন্থেই একরূপ বর্ণনা দেওয়া যায়: সকল গ্রন্থেই ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে ৭২ বৎসর বা ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ, নানকের মৃত্যুবৎসর বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। একবার “জবমুখি” নামের গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নানক সাত বৎসর, ৫ মাস এবং ৭ দিন ধর্মপ্রচার পথে অতিষ্ঠ ছিলেন, এবং হিন্দুদিগের “অশোক” মাসের ১০ই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। ফররুখ (“Travels” i. 295) বলেন, নানক ১৫ বৎসর কাল দেশ-পর্যটন করেন। লাহোর হইতে চলিশ মাইল দূরে ইরাবটী (Ravee) নদীতীরে ‘কার্জারপুর’ গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎকাল তাঁহার পবিত্র নামে এক ধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহার দুইটা পুত্র সন্তান ছিল। দ্ব্যেষ্ঠ ‘প্রীতাম’—একজন গয়্যাসী ছিলেন ‘উদাসী’ নামক একটা হিন্দু-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা তিনি প্রসিদ্ধ। কবিত ‘গঙ্গীদাস’ সর্বদা মুখসম্বোধন করিতেন; তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। নানকের কংগল নামকপুত্রগণ “সাহেবজাদা” কিংবা প্রভুপুত্র নামে পরিচিত। শিখগণিত তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান করে। বহুক সম্প্রদায়ে ‘নানকপুত্র’গণ, যেশের রাজার নিকট বিশেষ সম্মান বা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মোকল কাষ্টী (“Dabistan” ii, 253) এখানে লিখেন

মানক পূর্ববর্তী ধর্মসংস্কারকদিগের প্রচারিত মতের সর্ব্বতোঁ সাধ অংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পুস্তকাদি ভ্রমশুলি পরিত্যাগ করিয়া-
ছিলেন। গ্রামানন্দ এবং কবিয় প্রবর্তিত মতাকৃতি এবং সীমাবদ্ধ
ক্ষমতাবিশিষ্ট ঈশ্বর উপাসনার পরিবর্তে, মানক সর্ব্বসম্বলকারে প্রচার
করিলেন যে, ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরবচ্ছিন্ন এবং সমস্যাভীত মহা বিশেষ।
তিনি সৃষ্টিকর্তা; তিনি স্বয়ত্ত্ব; তিনি জ্ঞানাতীত; তিনি অবিনশ্বর।
তিনি বলিতেম,—সত্য এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর—উভয়ই এক। সত্য,
সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান। আমরা চতুর্দিকে বাহ্য দেখিতে পাই ও
জানিতে পারি, ওহাের অস্তিম জ্ঞান ও কার্যস্বরূপ সত্য বা ঈশ্বর চিরকাল
বর্ত্তমান থাকিবেন। * মোমা, পণ্ডিত, দরবেশ এবং দূরাদী,—সকলকেই

সেখাইবাছেন যে, মানকের প্রতিনিধিগণ “কারতারা” নামে অভিহিত।
তাঁহারা কেবল কারতারাপুত্রের অধিবাসী বলিয়াই ঐ নামে অভিহিত
হয় না; পরন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের কাছে বিঞ্চাসী কিংবা বিশেষ পবিত্র
বলিয়া ঐ “কারতারা” নামে পরিচিত।

“দৃষ্টান্ত স্বরূপ, “আদিগ্রন্থের” “দৌরী” রাগ নামক অংশ, এক
“জগ” নামক দুগ্ধক (হুচনা) অথবা “অনুযোগ ও স্মৃতি” বিষয়ে
প্রার্থনার অংশ উল্লেখ। Compare also Wilkins, Asiatic
Researches i. 385, &c.

“অকলপূরীক” বা সমস্যাভীত মহা, শিখদিগের ঈশ্বর নামের একটী
সাধারণ মডেল। ইংরাজী ভাষায় প্রচলিত “অলমাইটী” (Almighty,
—সর্ব্বশক্তিমান) শব্দের সহিত ইহার সাংগৃহ আছে। ওখাপি গোবিন্দ
দ্বিতীয় গ্রন্থের “হজারা শাব্দ” অংশে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, “সমসই”
একমাত্র প্রকৃত এবং সত্য ঈশ্বর; জনদীর্ঘ প্রথমেও বর্ত্তমান ছিলেন,
এককাল পর্য্যন্তও বিদ্যমান থাকিবেন; ঈশ্বর অসীম অমৃত ইত্যাদি।

নানক সমভাবে শিকা দিতেন। তিনি, অসংখ্য মহত্মদ, বিদ্বৎ ও শিবের অবতার গ্রহণ এবং লয়প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, নানক সেই সর্ব-শক্তিমান, অনন্তকালস্থায়ী, অক্ষয়, অবার ঈশ্বরের ঈশ্বরকে স্বরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। * নানক বলিতেন,—“পুণ্য,

বিলুপ্ত ‘সময়ের’ সাময়িক এবং পরিমিত প্রয়োগ নির্দেশ করিয়াছেন।
সেকপিররও সময়ের একটী সীমা স্থির করিয়া দিয়াছেন :—

“কালপ্রতি অনন্তের পথে প্রধাবিত।
পাখির হারিত তার সীমা নিরূপিত।
বর্তমান, ভবিষ্যৎ, ভূত কালত্রয়।
সান্তভাবে অনন্তের সীমা নিরূপয়।”

“Milton, ‘Paradise Lost’ v.”

“চিন্তাশক্তি জীবনের হয় ক্রৌঞ্চদাস।
জীবন কালের করে পুতলী ক্রৌঞ্চর।
কালের জগৎ-পতি নির্ধরে প্রয়াস।
একদিন অবশ্যই অবসান তার।”

“Shakespeare, ‘Henry iv. Part First’ v. 4.”

ভারতবর্ষের আধুনিক দর্শন-শাস্ত্রাধ্যায়ী ধর্ম-সম্প্রদায়ের “সংখ্য,” “পৌরাণিক” এবং “শৈব” নামক তিনটি শাখা আছে; তাহাদের মধ্যে, “কাল” বা সময়, মানসিক এবং ভৌতিক জগতের ব্যাক্রমে ২৭,৩০ বা ৩০টী সায়-সমষ্টি বা প্রপঞ্চ সমূহের একটী। এইরূপে সময়ের পৃথক কার্য অথবা স্বতন্ত্র সত্তা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

* আদি-প্রয়ের পরিশিষ্টে নানকের মিয়নিষিত কবিতাটী পাওয়া যায়। কড়কভুলি ধর্ম-প্রবর্তক, গুরু-সম্মান/সদনের বিবরণের পর এই কবিতাটী লিখিত আছে :—

সঙ্গ-দাক্ষিণ্য, বীরোচিত কার্যকলাপ এবং জ্ঞানার্জন সকলই অমূলক। যে জ্ঞান অনন্তব্যাপী এবং অনন্তকালহারী,—তাহাই একমাত্র ঐশ্বর-জ্ঞান।* যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি স্বীয় কার্যে বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাসেই দ্বারা অনন্ত জীবন বা মুক্তি লাভে প্রয়াসী হয়,—তাহাদিগকে তিরস্কার করিবার অভিপ্রায়েই যেন মানক বলিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র ঐশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তিই তাহাদের একমাত্র ঐশ্বর।† পরন্তু ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের এবং মানসিক বৃত্তিসমূহের সমাব্যবহারের সহিত ঐশ্বরানুগ্রহ বিজড়িত। এই সকল মানসিক এবং ইচ্ছাশক্তি যে যেমন পরিচালনা করিবে, সে সেই পরিমাণ ঐশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে। মানক বলিতেছেন,—“বিবিধ পুণ্য কার্য, সত্যতা; সাধুতা এবং সমাচার দ্বারা মুক্ত বা ঐশ্বরে লীন হওয়া যায়। মৃত্যুর পর অগ্নীশ্বর সমুদ্যকে জিজ্ঞাসা করেন,—‘কি কার্য করিয়াছ?’‡ অধিকন্তু বর্ষশতক সমুদ্যের কার্যের ভিত্তি বখাবোণা অনুভূত করিতে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন,—‘যদি পাপী ব্যক্তি মৃত্যুকাল পৰ্যন্ত ঐশ্বরের নিকট কথা

‘ঐশ্বরের ঐশ্বর যিনি, তিনিই ঐশ্বর।

সর্বশক্তিমান জিনি, তিনি পরাংপর।

হে মানক! ইহা তুমি জানিও নিশ্চয়।

অনন্ত গুণের কড় ধারণা না হয়।”

* আদি-গ্রন্থের “আশা” (Assa) নামক অংশের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য।

† আদি-গ্রন্থের “আশা রাগ” (Assa Rag) অংশের শেষভাগ এবং “রত্নমালা” (Rutna Mala) নামক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

‡ The Adee Grunth, Purbhatee Raginee: Compare Malcolm (Sketch, P. 16, &c.) and Wilkins. (As. Res. 1. 289 &c.)

প্রার্থনা এবং আপনাকে গভিত হসেন না করে, তথা হইলে, সে কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হয়।” *

নানক সমেশবাসিনীগণের প্রচলিত দার্শনিক মত গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি বলেন,—কল্যাণত এবং দেহান্তরগ্রহণে আত্মা শাস্তিপ্রাপ্ত এবং পাপমুক্ত হয় । ইহারাভুগ্রহ লাভ করিলে, আত্মা দেহান্তর গ্রহণে বিরত হইয়া থাকে । তিনি পরম সূর্যকেই আত্মা এবং ইহাদের আত্মসম্মান বলিয়া নির্দেশ করেন । তাঁহার মতে জীবন উদ্ভটীয়মান পক্ষীর প্রতিকৃতিরূপ, কিংবা মানবের আত্মা কুলানচক্রের কায় সপ্তর চতুর্দিকে অনবরত আবর্তন করিতেছে । † অস্ত্রান্ত বিষয়েও লিখিত তথ্য এবং সাময়িক জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া, নানক একইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন । তিনি বলিডেন,—‘যে অধকারক (Unjan—অজ্ঞান) উজ্জ্বল ও আলোক প্রাপ্ত হয় ; ইহেজান এবং প্রতারণার (Maya—মায়) যে বিচলিত ও মুগ্ধ হয় না ; যে প্রেতা-তনের মধ্যে থাকিয়াও বিতর্ক এবং অবলম্বিত ;—সেই ব্যক্তিই মুখের অধিকারী ; কিন্তু প্লেটো ও ব্যাটেল দীতি অনুসারে নানক ভৌতিক

* ‘নাসিউত নামে’ (Nusseut Nameh) বা ‘কারোল’ নামক এক কথিত রাতার প্রতি নানকের তিরস্কারমূলক অংশ উল্লেখ্য : এতৎ কিংবা এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই । হয়ত এই ব্যক্তিগত কিংবা নির্দিষ্ট প্রয়োগ, প্রচুর সাধারণ ভাবে উপলব্ধ নহে বলিয়া ইহার বিবরণ উল্লিখিত হয় নাই । কলক, যদিও ইহাতে নানকের দার্শনিক ভাব বর্তমান আছে, তথাপি নিশ্চিতরূপে ইহা নানকের রচিত বলিয়া মনে করা যায় না ।

† “Adee Grunt’h”, end of the ‘Assa Reg’.

‡ “Adee Grunt’h”, in the ‘Sohee’ and ‘Ramkullee’ portions. (আদি গ্রন্থের “সোহি” এবং “রামকলি” অংশ উল্লেখ্য) ।

অপণ্ড এবং সমস্ত সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন—একপ অনুমান করা অসম্ভব । *
মানবসহ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয় এবং আত্মা চিরকালব্যাপী পাপ ও

* অধ্যাপক টাইলসন, ('Ac. Res'. xvii 233 and Continu-
ation of 'Mill's History of India' vii. 101, 102) নামক
দর্শনজ্ঞান এবং মন্তগুলিকে অতিক্রম কর মনে করিতেন; যেহেতু
উহা বেদান্তদর্শন এবং জড়-প্রাণত্বিক উদাসীনতার আদর্শ বোধক
স্বাক্ষর উপলব্ধি: জগদীশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে মতামত
প্রকাশ করা বড়ই দুষ্কঠিন। একপ হইলে, কোন না কোন বিশেষ
সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার দোষে কলুষিত হইতেই হইবে; রাজ-
নৈতিক কবি মিল্টন যখন তারিতেন,—“শরীর আত্মার দিকে দাব-
মান”,—তখন হয় ত কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার একা
ছিল (Paradise Lost, v); কিন্তু দর্শনগুরু প্রোমথিউস মেট পল
যখন বলিয়াছেন, “ভৌতিক সেহ রোপিত হইয়াছে এবং স্বর্গীয় নেহে
উন্নীত হইবে; (Corinthians. xv. 47) তখন কি তাঁহাকে অবজ্ঞা
করা উচিত? অথবা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে হইবে? “জগদীশ্বর
কি স্বর্গ এবং পৃথিবীকে পূর্ণ করেন নাই? বা জগদীশ্বর পৃথিবী ও
স্বর্গকে বিহীন রাখেন,” (Jeremiah xxviii. 24); যে জগদী-
শ্বরে আমরা বাস করি, পূজাধর্যম করি এবং বাঁহাতে আমাদের জীবন
অধিষ্ঠিত” (Acts. xvii. 24); “গীহা হইতে, বাঁহায় ভক্ত এবং
স্বাক্ষর কর্তৃত্বে আমরা সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হই” (Romans xi. 36);
এই সকল বাক্যাবলী পাঠ করিয়া কি বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর-প্রেরিত
দূত এবং তত্ত্বাবধান নাজিক ও দেহান্তবাদী ছিলেন? বাহা
হটক, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জেরিমিয়া, পল এবং নানকের, দার্শনিক মত
প্রকাশ দিই আরও অল্প উদ্বেগ ছিল। তাঁহারা লোকের কল

নরকান্তির বস্ত্রপাভোগ করে,—নানক এইরূপ ধর্মশিক্ষা দিতেন না।
পূর্বকার্য্য দ্বারা হোর নারকী, পাপী সন্ত আহারও পবিত্রতা অর্থে এবং

ঈশ্বরের মহত্ত্ব এবং সত্যতা বহুমূল করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।
যে ভাষা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং যে ভাষা কবনও
কাহাকেও বিশেষগামী করিবে না, তাহারাই সেই চলিত ভাষার সাধারণ
প্রয়োগই এ কার্য সাধনের বিশেষ উপযোগী মনে করিয়াছিলেন।

শিখ এবং প্রাক্কণ্য ধর্ম,—এতদ্ভেদের মধ্যে যথাক্রমে যে সাধারণ
এবং স্বতন্ত্র প্রচলিত আছে, উৎসগুণে অধ্যাপক উইলসন (As. Res.
xvii. 233, 237, 238) সহিত মোসান কাসির (Dabistan, ii
269, 270, 285, 286) তুলনা করা উচিত। ইহাদের উভয়ের
সহিত আবার সৈয়-উল-মুজাজ্জীদ (L. H.) মিলাইয়া দেখা কর্তব্য।
ইহাদের প্রত্যেকের বর্ণনাই সত্য। তাঁহাদের একজন, শিখদিগের—
অন্যজন: গম্ভীর নিকটবর্তী প্রদেশের শিখদিগের—অসাম্পূর্ণ এবং কুরীতি-
মূলক ধর্মবিশ্বাস বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; অপর জন, নানকপ্রবর্তিত
যে ধর্মশিক্ষা পণ্ডিতগণ সচরাচর প্রচার করিয়া থাকেন, সেই প্রচলিত
ধর্মের প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এখানে একটা বিষয় স্মরণ রাখা উচিত যে, নানক এবং গোবিন্দ
প্রবর্তিত শিক্ষা, মহম্মদ প্রভৃতি প্রচারিত ঈশ্বর-ভক্তির সমাধি ও সমাপ্তি
স্মার;—শিখদিগের ইহাই বিশ্বাস। মোজেস, এব্রাহাম, মাইকেল ও
পেট্রিল প্রভৃতি স্বর্গীয় দূতের প্রতি যুটানগণ যেমন ভক্তি প্রদর্শন
করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা শিখদিগের ভক্তি, বিশ্ব এবং অন্যান্য
স্বর্গীয় দেবতার উপাসনা,—অধিকতর অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।
স্বাভাবিকের যুটধর্মপ্রচারকগণ, যুটধর্মের সার নিরম পরিচয় করত,
কেবলমাত্র ভাষার উপর নির্ভর করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন বহু কেবর্তীনা

আত্মা পর্যায়ক্রমে নৃত্য বেহ ধারণ করে,—এসকলকার ঘর্ষণাপ্রকাশ
প্রকাশ করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন বলিয়া নানকের প্রতি উপেক্ষা
প্রদর্শন করা সুতীব্র নহে। * নানক আত্মবোধের ধর্মপ্রবর্তক

প্রবর্তন করিয়াছিলেন। শিবদিগের ঐহিকোপাসনা, হুট-প্রচারকদিগের
একেকরব্যক্তি। অপেক্ষা অধিকতর উপেক্ষণীয়।—Hallam, "Middle
Ages." iii 346.

নানক পৌরাণিক বাতীগুলির নৈতিক ব্যবহার করিতেন। এ
সময় ওয়ার্ডের 'হিন্দু' নামক পুস্তক হুটবা (Ward on the Hindoos,
ii 465)। বলতঃ নানক সর্বদাই হিন্দুদিগের ধর্মজ্ঞানের উল্লেখ
করিতেন; কিন্তু তিনি পৌত্তলিক ছিলেন না। আর একটা বিবরণ সঙ্গী
স্মরণ রাখা উচিত যে, সেন্ট জন গ্রীকদিগের দর্শন-শাস্ত্র হইতে "দুটোজ
সংগ্রহ করিতেন, সেন্ট পলও গ্রীক কবিত্বের কাব্যের উপযুক্ত প্রয়োগ
করিতে পারিতেন। বহুকাল হইল, মিল্টন ইহা প্রতিপন্ন করিয়া
গিয়াছেন (Speech for the Liberty of Unlicensed Prin-
ting). ঐহীনকালে "ডাইনি" বক্তার পত্র বীণাবাদ্যের দ্বারা
বক্তক বলিয়া উক্ত হইত। এক্ষণে এই সকল বাক্যের কৃত্রিমতা উপলব্ধি
হইয়াছে; হুটবঙ্গপ্রচারকগণ এক্ষণে আর বহু-দেবার্জনা-নোবে দ্বিষ্ট
নহেন। এখন আর তাঁহারা এমালগিয়া বা জুপিটারের বাত্রীকে কুমারী
'মেরীর' প্রকৃত প্রতিচ্ছবি মনে করিয়া কল্পিত নহেন।

* "আত্মার কোমল-প্রাণ" সম্বন্ধে সাধারণতঃ মুসলমানগণ এই
বলিয়া আপত্তি করেন যে, ইহজন্মের হুট আত্মা পর জন্মে তাহার
পূর্বাবস্থা এবং গুণ শক্তির কথা স্মরণ করে না; সুতরাং পরজন্মে
পবিত্রতাসম্বন্ধে আত্মার স্বাভাবিক কোনও উত্তেজনা-শক্তি থাকে না।
আত্মার পাপ-জ্ঞান এবং তাহার কলঙ্করূপ আত্মার বংশধরদের

মহান্নম এবং ত্রিশূলদিগের ঈশ্বরোত্তর-সমূহেরও উল্লেখ করিতেন। তিনি তাঁহাদেরকে প্রভাবক অথবা কুরীতি-প্রবর্তক বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, এই সকল মহাত্মা সত্য সত্যই ঈশ্বর-প্রেরিত। 'প্রবর্তক'দিগের এত চেষ্টা। সত্ত্বও এখনও পাপের প্রাধান্য বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন। নানকের মতাবলম্বিগণ নানককেই অবতার বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, পতিত পাপি-গণের উদ্ধারকমে—ধর্মণ এবং স্বজাতিবর্গের মধ্যে জ্ঞানলোক বিস্তারের জন্য—তিনি যেন স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে, নানকও আপনাকে সেইরূপ মনে করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।—নানক কোন বিশেষ দেবতার উপাসনার প্রথা ও শিক্ষা দেন নাই। সর্বত্রই সকল সময়ে তাঁহার ধর্মমত সকলেই গ্রহণ করিতে পারিত। নানক বলিতেন,—তিনি ঈশ্বরের একজন ক্রীতদাস এবং সর্ব-শক্তিমানের একজন আজ্ঞাবাহী দূত মাত্র। নানক সর্ববাদিসম্মত সত্য-

পাপাসক্তির বিষয় মূলমূল্যগণ কখনও স্বীকার করেন না। ইন্দ্রিয়সমূহের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি হইতে আসা পরিশেষে সম্পূর্ণ স্বাভাব্য অবলম্বন করে,—ব্রাহ্মণদিগের ইহাই নীতি। মিশর দেশীয় প্রচারকগণের মত এই যে, বিচারের দিন নব্বয় এবং পাপ দেহ পুনর্জন্মের প্রাপ্ত হয়। বিরূপেক চিত্তাশীল ব্যক্তিগণ, এ বিষয়ে মিশরীয়দিগের মত অগণন ব্রাহ্মণদিগের মতই প্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন। মোজেস বলিও এ বিষয়ে উদাসীন, তাহাণি 'ইজরাইল'দিগের মনে এই ধারণা বহুমূল ছিল। ইহাতে অন্ত্যম্য ধর্মমত প্রচারে বহুদিন পর্যন্ত বাধা জন্মাইয়াছিল; আলৌকিক কার্যসমূহে লোকের বিশ্বাস হওয়ার, সাধারণের মনে এই বিশ্বাসও প্রবলরূপে পুনর্জীবিত হইয়াছিল। (See also note, P. 33-34.)

যদিই আপন কোভা-কাৰ্বেএ একমাত্র অন্নদান গ্রহণ করিয়াছিলেন ।*
 তাঁহার গ্রন্থসমূহ বিবেক এবং আত্মোৎসর্গ বিষয়ক উপদেশে পরিপূর্ণ ।

* নানকের উপদেশের মন্ত্র এই ;—অন্নদানই সর্বোৎকৃষ্ট ;
 মানসিক পবিত্রতাও প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রার্থনার এক
 সাক্ষীর বস্তু নানক সকলক আত্মোৎসর্গ এবং আরাধনা শিক্ষা
 করিতে উপদেশ দিতেন । তিনি বলিতেন, পুণ্যবস্তী প্রবর্তকগণের
 প্রচারিত ধর্ম ও ঈশ্বর-নীতি সমস্তই অকিঞ্চনকর । তিনি কখনও
 আপনাকে অপরায়ণ সকল প্রবর্তকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অসাধারণ
 গুণ ও শক্তিলাভী মনে করিতেন না । তিনি বলিতেন যে, অন্যান্য সকলের
 জায় অনুসাধারণের মধ্যে তিনিও একটা ক্ষুদ্র প্রাণী-বিশেষ । তাঁহার অশেষ-
 বাসনাম্বশে পবিত্র জীবন বাসন করিতে তিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন ।
 (Compare the Dabistan, ii. 249. 250. 253 : and see
 Wilson. As. Res. xvi. 234. for the expression “Nanuk
 thy slave is a free-will offering unto thee.”—অর্থাৎ ‘হে
 পরমপিতা ; নানক আপনারই ভূতা । আপনি তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা
 প্রদান করিয়াছেন ; আপনাকে আরাধনা করিতেছি ।’)

† মুসলমান হেতুভূগণ নানকের পুস্তকগুলি এবং উপদেশ সমূহ
 মুক্তদর্শে গ্রন্থাঙ্গা করিয়া থাকেন । (Compare the “Seir-ool-
 Mutakhereen” p. 111. 114, and the ‘Dabistan’ ii. 251
 252.)

এসিচ্যাবাসীদিগের এই সকল প্রশাস্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ নীতির সহিত
 ইউরোপের ‘ব্যাপন বাজেলের’ মত মিসাইয়া দেখিলে, অনেক পার্থক্য
 দেখিতে পাওয়া যায় । ব্যাপন ভ্রমজল (Travels p. 283) বলেন,
 স্তম্ভ, অনির্দিষ্ট, অসার এবং মিথ্যা ভক্তের মিশ্রণে গ্রন্থ (Grunt’h)

তিনি তাঁহার রচনাবলিতে ঈশ্বর-বাক্যের প্রকৃত অর্থানুগি মনে করিয়া, তাহার কোনও অভিনব গোপ্যতা বা গুণ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হন নাই; অথবা তিনি কখনও ঐহিক ধর্মের প্রচার করিতে অলৌকিক কার্যের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই; কিংবা অলৌকিক কাণ্ড-কলাপেই যে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের সত্যতা উপলব্ধি হইবে,—নানক সে কথাও কখনও প্রকাশ করেন নাই।* তিনি বলিতেন,—“এক ঈশ্বর বাবা বাতীত অন্য কোন অস্ত্র-সাহায্যে যুদ্ধ করিও না; ধর্ম-মৌত্তির

পরিপূর্ণ। তিনি প্রীতি করেন যে, শিষ্যগণ একই ঈশ্বর উপাসনা করে; শৌকনিকতায় লিপ্ত করে; এবং অন্ততঃ কামনিক জাতিভেদে অবমাননা করিয়া থাকে।

* এদী গ্রন্থের ('Adee Granth') স্ত্রীরাগ ('Sree Rag') অধ্যায় বিশেষরূপে উল্লেখ্য। এই গ্রন্থের “মাজহার” (Majhar) অংশে বর্ণিত আছে যে, নানক অলৌকিক কার্য সম্পাদনে পারদর্শী একজন প্রত্যয়ককে বলিয়াছিলেন,—“তুমি অগ্নি মধ্যে অঙ্কিত মেঘে বাস কর; চির তুষারাক্রম স্থানে অঙ্কিত শরীরে কালব্যাপন কর; প্রকৃত পণ্ড তোমার বাণ্য হউক; তুমি পদ সকলগনে বৃহৎ নৃত্যিকা বশি দ্বরে নিষ্কলম কর; এবং তুলানিতে স্বর্ণ পরিমাপ কর। তারপর তুমি জিজ্ঞাসা করিও, নানক কি অস্বাভাবিক কার্য সম্পন্ন করিতে পারে?”

ইস (Strauss, 'Life of Jesus', ii. 237) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বীতশেষ অলৌকিক কার্য সাধনের উপায় অনুসন্ধান বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টা প্রকাশ করিয়াছেন (John, iv. 48); ইস বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরানুগিত দূতগণ কখন থাকে কিংবা লেখনীমুখে কোন অস্বাভাবিক কার্যের উল্লেখ করেন নাই।

বিক্রমজি ভিন্ন, মিঠাবান্ কর্তব্যের অত্র কোন উপায় বা
 ক্ষমতা নাই।” নামক বলিডেন,—“পৃথিবীতে পুণ্যকথ্যেরও পার্থক্য
 হইবার পক্ষে সন্ধ্যা-কর্ম গ্রহণ অথবা সমসাময়িক পরিচালনা করা
 অকর্তব্য। সর্বশক্তিবান্ জনদীপকের নিকট সাধু ও পুণী
 সমভাবে প্রিয় এবং আদরীয়।” যদিও তাঁহার নিজ দৃষ্টান্তে বুঝা
 যাইতে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বীয় স্বভাবজাত কর্ম-কর্ম-সমক
 কর্তব্য : তথাপি, তিনি, তাঁহার সমসাময়িক বলডেনের জ্ঞান
 বিবাহিত গুরুর প্রতি কোনরূপ দৃষ্টির ভাব প্রকাশ করেন নাই। †
 হিন্দুগণ গো-জাতির পূজা করেন এবং মুসলমানগণ শূকরের প্রতি দৃষ্টি
 প্রকাশ করেন। হুইটী পরম্পর বিরুদ্ধতাব্যক্তান্ত বিষয়ের আলোচনার
 সময়ে, নামক বিজ্ঞতার ও সমন্বিততার পন্থির প্রদান করিয়াছিলেন।
 এই প্রসঙ্গে চর ও নামক শিক্ষাজনিত কুসংস্কার ও স্বাভাবিক মন্তব্য
 কতকটা প্রস্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলিডেন,—“বিবর্ম্মদিগের হুইটী
 অবিকার। এক শ্রেণীর—গোজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ; অত্র শ্রেণীর—
 শূকর জাতির প্রতি আত-ক্রোধ। কিন্তু বাহারা কোন জীবন্ত প্রাণীর
 প্রাণহানি করে না, গুরু এবং পণ্ডিতগণ তাহাদিগকেই প্রাণসা
 করিয়া থাকেন।” ‡

* Malcom. "Sketch, p. 20, 21, 165.

† "Adee Grunth" particularly the "Assa Raginee" and "Ramkullee" Raginee (Compare the Dabistan, ii. 271) :—"আদি-প্রভু" অথ রাগিনী এবং রামকুলী রাগিনী বিশেষরূপে
 বর্ণিত।

‡ "আদিকর্ষ", "অথ" অধ্যায় (Adee Grunth, Majh chapter)।
 মালকমের সাহিত্য-প্রবন্ধ, ৩০ পৃষ্ঠা, নোট (note and Page 137)।

এইরূপে নানক, বহুকাল-প্রচলিত পুণ্ড্রীকৃত কুম্ভকরে এক বুনীতি হইতে তাঁহার শিষ্যদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন। চিন্তের একপ্রভা ওক

এখানে বর্ণিত আছে যে, নানক শূকরের মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন : কিন্তু একত-প্রস্তাবে হিন্দুদিগের পক্ষে এই পালিত শূকর-ছানার মাংস সকল সময়েই জাতিধর্ম-নাশক : ('Munro's Institutes', v. 10) 'দেবীহান' (Dahistan, ii. ২৪) লিখিত আছে, নানক মালক হুদা (মদ্য)*এবং শূকরের মাংস খাইতে নিষেধ করেন। বসন্ত, ধন্দা-নির্দেশ সম্বন্ধে বিপরীত-মতভেদক অনেক দৃষ্টান্ত দেখান খাইতে পারে। ওয়ার্ড (Ward 'On the Hindus', ii. ১৬৬) সমপ্রমাণ করিয়াছেন, যাহারা মাংস ভক্ষণ করে নানক তাহাদিগকে নির্দোষী বলিয়াছেন। নানক আরও বলিয়াছেন, যে শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে, সে শিশু কালেক-কালেই মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। "গুর রায়বীজিহ" ("Gur Raibeej") হস্তলিখিত সেই মত কিয়ৎপরিমাণ অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“মুখ্য প্রীলোক বিবাহ করে না কি ? বর্ষশুভক পল-চর্মে বসন হয় না কি ?”

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বক্তৃতা এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ সময়ে সময়ে নানকের সাধারণ নিয়মগুলির অবধা সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ ব্যাখ্যার ব্যবহারিক ভাবে পল-জীক-রকার বিবরণ বুঝা যায়। (Wilson, As. Res., xvii. ২৩৩) কিন্তু শিষ্যদিগের এইরূপ কোন মনোভাব বুঝা যায় না। তৈলন এবং অন্তর সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ বাহি ও পিপীলিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে এত অধিক সাবধান যে, এইরূপ একা দৃষ্টরূপে অবলম্বন করার তাহাদিগকে সকলো উপায় করিয়া থাকে। জগতসর্বত্র কতগুলি “রোমান-ক্যাথলিক”

রাজনৈতিক আচার-ব্যবহারের উৎকর্ষ-সাধনই প্রোথ ও প্রথম কর্তব্য
 জ্ঞানে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি শিখদিগকে সাহস এবং স্বাধীনতা প্রদান
 করেন; তাহাদিগের মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়। পরন্তু নানক
 কোন নির্দিষ্ট নিয়ম প্রবর্তিত করিয়া শিখদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই।
 এইরূপে সর্ববিধের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়ার, চূড়বিধানী উপাসকের
 দ্বারা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে; একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়
 গঠিত হয়; নানকের সংস্কার-নীতির সাফল্য-ফলস্বরূপ ধর্মবিষয়ক ও
 নৈতিক উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। ধর্মবিধানিনশ, “শিখ” অর্থ শিখ
 নামে অভিহিত হইত; তাহাদিগকে কেহই অধীনস্থ প্রজা বলিয়া মনে
 করিত না। সমাজ-সংস্কার এবং রাজনৈতিক উন্নতি-বিধানে নানক
 কেনও সহজলভ্য পায়-পন্থার মতের অধিকারী ছিলেন,—একটি
 সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব ও অনাবশ্যক। সময়-প্রসেতে
 শিখদিগের উন্নতি-বিধান চ্যুত করিয়া, তিনি ইহখান পরিত্যাগ
 করেন। তাঁহার ধর্ম-সম্প্রদায় সর্বোপ, এবং সমাজের অবস্থা অনুপযোগী
 মনে করিয়া, তিনি আপনাকে ধর্মবিধি-প্রবর্তনকর্তা বলিয়া ঘোষণা
 করিতে পারেন নাই। যত্নের বিধি-বিধান সংস্কার-করণ, কিম্বা জাতি ও
 ধর্ম-সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা বীতি-নীতির পরিবর্তন-সাধন,—তিনি সম্ভবপর
 বলিয়া মনে করেন নাই; তাঁহার পক্ষে সে বিষয় সহজসাধ্যও ছিল না। *

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ও এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তৃতীয়ের “ক্যাথলিক”
 সম্প্রদায়গুলি, “গেগেটের” সময় (চলিশ বিনের উপবাস-পর্বে) নিজ-
 ব্যবহার্য অপরিবর্তিত পদ্ধতি ব্যবহার করেন না; কেননা, তিনি প্রত্যেক
 হওয়ার সময় বহু প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে।

* ম্যাক্সম (‘Sketch’ pp. 44, 147) বলেন,—নানক হিন্দু-
 ধর্মের সামাজিক নিয়মের কিছুই পরিবর্তন সাধন করেন

বাহ্যতে তাঁহার শিষ্যগণ কোন একটা সম্প্রদায়-বিশেষ গঠন করিতে না পারে, এবং বাহ্যতে তাঁহার সর্ব-সামন্তব্যস্তক ধর্ম-নীতিসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া সংসার-বিরাগী জ্ঞান্যসৌন্দর্যের ধর্ম-মতেই ন্যায় পূরক সংজ্ঞা প্রাপ্ত না হয়,—সেই সম্বন্ধে তিনি অসম্মত

নাই। ওয়ার্ড (Hindoos, iii. 463) বলেন, শিখদিগের আদর্শত বিদ্যা-লোকদ্বারা সম্বোধিত কোন আইন ছিল না। প্রাচীন গুট্টানদিগের মত্ৰিতা বা আইনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ নিশ্চয় বা প্রশংসা করা য়ে। আমরা জানি, শিখ্যগণের সংকেত ও কুসংস্কারের লক্ষ্য এবং এমন-সিদ্ধ কোন নীতির অভাবে হুটবৎ-প্রচারকগণকে কত কষ্ট সহ করিতে হইয়াছিল (Acts xv. 20, 28, 29, and other passages)। ইংলণ্ডের ধর্ম্মমন্দির-বিষয়ক সপ্তম সংখ্যক নিয়মাবলী, এবং ‘স্কটল্যান্ডের ধর্ম্ম-বীক্ষণের’ (Scottish Confession of Faith), উল্লেখিত অধ্যায় পাঠে, ধর্ম্মপ্রচারে আধুনিক ধর্ম্মাচারদিগের বর্তমান বিরুদ্ধিতা ছাড়া অন্য দায়। ইহুদীদিগের আইনের লক্ষ্য গুট্টানগণ কিরূপ দ্বারী এবং শিখগণের জাতি-ব্যবহার ও মনুপ্রবর্তিত নিয়ম-সমূহ শিখদিগের অগ্রাহ করা কর্তব্য কি,—এ সম্বন্ধে যে বহুকাল ধর্ম্মের বাল্যজ্ঞান চর্চিত,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্বে ‘জুডা’জাতির এক গুট্টা-সম্প্রদায় ছিল; এক্ষণে ব্রাহ্মণ জাতির শিখ বর্তমান। তাহাদের এক সম্প্রদায় পুত্রকে স্পর্শ করে না; অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে গো-জাতি পবিত্র। একই বংশ ও একই জাতির পরিবারের মধ্যে পুরুষের বিবাহ কাঙ্ক্ষিত হইতে পারে,—এইরূপ বাদনা বহুমূল্য থাকার জাতিতেই ইহিত হওয়া অসম্ভব। (Compare ‘Ward on the Hindoos’, iii. 459; Malcolm, ‘Sketch’, p. 157 note; and ‘Forster’s Travels’, i. 293, 295, 308.)

ক্রেতা করিয়াছিলেন। তাঁহার অবতমানে তাঁহার চিত্তাশীল নিষ্ঠাবান
সন্ন্যাসী পুত্রকে ধর্ম্মান্বিতরূপের উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত করিয়া, তিনি
আপন উদ্দেশ্য-সাধন-বিষয়ে রূডকাণ্ড হইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত
হয়, নানকের মৃত্যুকাল উপনীত হইলে, তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য-
গণকে ডাকিয়া তাহাদের ঘোণাতা এবং আত্মপত্যের পরীক্ষা করেন ;
পরিশেষে মরণ ও অন্তরঙ্গী লেহনাকে 'প্রের্ত'-পদে বরণ করিয়া
যান। মর্শিয়া শানক যখন পদব্রজে অগ্নয়ন হইতেছিলেন,
তখন শাখিপোরে একটি মনুষ্যের মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহা দেখিয়া
শানক বলিলেন,—“যদি আমাতে তোমাদের ভক্তি থাকে, তাহা
হইলে এই ধর্ম্ম (মৃতদেহ) উদ্ধার কর।” লেহনা ব্যতীত আর
সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। লেহনা, হাঁটুর উপর ভর দিয়া
উপবেশন করিয়া, মৃতদেহের আবরণ উন্মোচন করিল, এবং মৃতদেহ
সম্মল কাঁধে নবমাংস উদ্ধরণের উপক্রম করিতেই সকলে আশ্চর্যান্বিত
হইয়। দেখিল। নেদানকার মৃতদেহ অন্তর্ধান হইয়াছে এবং তাহার স্থানে
শানক পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন গুরু তাঁহার বিবাসী শিষ্যকে আহ্বান
করিলেন; বলিলেন—তাঁহাতে ও শিষ্যে কোনই প্রভেদ নাই ;
তাঁহার আত্মা মর্ত্ত্যে শিষ্য-দেহে বিরাজমান থাকিবে । * তখন শানক-

* অনেক পদ্ধতী প্রকার এই গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডাক্তার
মাক্সমুলারও তাঁহার শিখ-ইতিহাসে (: 41) প্রকারান্তরে ইহার উল্লেখ
করিয়াছেন। পর্য্যায়ক্রমে চারি বৃন্দেই পাতী, ছোটক, বটী ও নরবলীর
প্রমাণ প্রচলিত ছিল,—দেবীস্থানে ('Dahistan', ii. 268, 269) এইরূপ
গল্প বর্ণিত আছে। তাহাতে জানা যায়, নরমাংসাদি পুষ্ট্যাদান
যুক্তিলাভ করিত এবং হত ব্যক্তি পুন্মর্য্য শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে
অবতীর্ণ হইত।

নানকের নাম পরিবর্তন করিয়া ‘আব-ই-খান’ অথবা ‘অবদ’ (বিল দেহ) এই নাম রাখিলেন।* এইরূপ নামের ভিত্তি বাহাই হটক না কেন, নব-সামন সভাই হটক আর মিথ্যাই হটক,—নিখদিগের কিছু সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, পরবর্তী প্রত্যেক গুরুর দেহে নানকের আত্মা জন্মগ্রহণে আবির্ভূত হইতেন।† ‘অবদ’ নিখদিগের গুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নানক যে ভয়ে ভীত হইরাছিলেন, তাঁহার পুত্র জীচান।

* Compare Malcolm, ‘Sketch of the Sikhs, p. 24, note.

† এই বিশ্বাস নিখ-ধর্মের একটি নীতি বিশেষ। Compare the ‘Dabistan (ii. 253, 281)—দেবীহান ভ্রষ্টব্য। “দেবীহান”—রচয়িতা মোসান ফারীর নিকট গুরু হরগোবিন্দ “নানক” নাম দত্তব্য করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন।

‡ উদাসীনদিগের কতক বিবরণের অল্প উইলসনের “এসিয়াটিক রিসার্চ”, সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৩২ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। (Wilson ‘Asiatic Researches xvii. 232) এই সম্প্রদায় এক্ষণে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সম্প্রদায়ের সভ্যগণ নিখদিগের সহিত বসিষ্টতার লক্ষ্য বিশেষ অভিমানী; ইহারা সকলেই নানকের ‘গ্রন্থ’ ব্যবহার করে এবং তৎপ্রতি ভক্তি করিয়া থাকে।

চীলনী।—নানকের সম্বন্ধে আরও গুরু জানিবার ইচ্ছা হইলে, উৎকৃষ্ট পাঠকগণ ম্যালকমের ‘সার-সকেচ’ (‘Malcolm’s ‘Sketch’), ‘দেবীহানের দ্বিতীয় পুস্তক (Second volume of the ‘Dabistan’) এবং ডাক্তার ম্যাকগ্রেগরের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, নব-সংস্করণ (Dr. Macgregor’s History, first volume) আলোচনা করিব।

স্বাক্ষর আহঁই করিয়া বসিলেন; তিনি 'উদ্যোতী' (পার্ব্বি চিত্রাব সম্পূর্ণ উদ্যোতী) নামক এক হিন্দু-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া, অহরহ গুরু-পদে বসিত রইলেন।

দেখিতে পারেন। হুসাইন কিংবা 'মোটে' ইহা সন্নিবিষ্ট করা আবশ্যক
নহে হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শিখ-গুরু বা শিখকগণ ; গোবিন্দকর্তৃক

শিখ-ধর্মের সংস্কার-সাধন ।

১৫২৯—১৭১৬ ।

[গুরু 'অঙ্গদ' ;—গুরু অমর-দাস এবং 'উদাসী' সম্প্রদায় ;—গুরু রামদাস ;—গুরু অর্জুন ;—“প্রথম গ্রন্থ” এবং শিখদিগের সমাজ-পটন ;—গুরু হরগোবিন্দ এবং শিখদিগের সৈনিক-সম্প্রদায় ;—গুরু হরগোবিন্দ ঈশ্বর ;—গুরু হরকিয়েল ;—গুরু তেগ বাহাদুর ;—গুরু গোবিন্দ, এবং শিখদিগের রাজ-নৈতিক ব্যবস্থা ;—গোবিন্দের অনুকর্ত্তা বান্দা বৈরাগী ;—শিখদিগের প্রসার বৃদ্ধি : ।

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নানক পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য অঙ্গদ শিখদিগের গুরু-পদে অভিষিক্ত হন। অঙ্গদ কত্তির ভাণ্ডির ‘ভিছন’ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তী গেওলের নিকট কাড়ুর নামক স্থানে ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অঙ্গদের বর্ষাধিকরণ-কালের বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে তিনি নানকের পুত্রাতন সহচর বালা-সিদ্ধুর নিকট নানকের সম্বন্ধে যাঁহা জানিয়াছিলেন, নানকের অর্চনা বা সেবার সময় যে সকল উপলক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং নানকের প্রকৃতি-সম্বন্ধে নিজে যাঁহা অনুধাবন করিয়াছিলেন,—কেবলমাত্র সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী-কালে সেইগুলি একত্রিত হইয়া “গ্রন্থে” সন্নিবেশিত হয়। মহাত্মা নানক তাঁহাকে যে শিক্ষা—যে নীতি প্রদান করিয়াছিলেন, অঙ্গদ আত্মবিশ্বাস

তাহারই দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, এবং তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। অসল তাঁহার দুইটা পুত্রের কাহাকেও ধর্ম্মাধিকরণের বা আশান উন্নয়নিকারিকের উপযুক্ত মনে করেন নাই। সেই জন্যই 'উমারুদাস' নামক একজন পরিশ্রমী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ অনুচরকে প্রচার কার্যে ও ধর্ম্মাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন।*

উমারুদাসও গুরুর জ্ঞান কত্রির বংশ-সম্প্রদায়; কিন্তু তিনি 'ভাসে' শাখার অন্তর্ভুক্ত। বহু ব্যক্তিকে স্বকর্ষে শিষ্যরূপে লীকিত করিয়া, উমারুদাস ধর্ম্মপ্রচারে বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কথিত হয়,—সচিৎ আকবরও মনোযোগ সহকারে তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন। অসলের শিষ্যসত্তার জ্ঞান নান্যকর পুর জীর্জনের অনুচরসমূহও 'একম গুরুব' শিষ্য বলিয়া মনে হইত। উমারুদাস ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, সংসারভাগী 'উদাসিন্দ' কল্মসুখ সংসারানন্ত 'শিখ'-সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই ঘোষণা প্রচারে, বহু সম্প্রদায়ের আবিগতা-হেতু শিখধর্ম্ম কলুষিত বা বিসৃষ্ট না হয়।

* অনেক বলেন, অসল ১৫৬১ সন্থ বা ১৫০৪ খ্রষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেহ বলেন,—১৫৬৭ সন্থ অথবা ১৫০০ খ্রষ্টাব্দে অসল পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। সাধারণতঃ সকলেই ১৬০৯ সন্থ (১৫৫২ খ্রষ্টাব্দ) তাঁহার মৃত্যুকাল নির্দেশ করেন। কখন কখন বা তাঁহার মৃত্যুসংসর কিছুকাল পূর্বে নির্ধারিত হয়। শিখদিগের বিশ্বাস, মাস ও দিনের কথা উল্লিখিত আছে; কিন্তু তাহা বিশ্বাস করা যায় না। ফরস্টার (Forster, 'Travels', i. 296) ১৫৪২ সন্থ অসলের মৃত্যু নির্দেশ করিয়াছেন। হবত, ভ্রমকথ্য ১৫৫২ সন্থ হলে ১৫৪২ সন্থ স্থিতি হইয়াছে।

উমারদাস তাহার উপায়-বিধান করিলেন।* উমারদাসও নানকের ভায় পক্ষের সহিত বলিতেেন,—“অগ্নিতে তাহার বিমান নাই, কিন্তু অমৃতপান-মানে যিনি দীক্ষীভূত, তিনিই প্রকৃত সত্যী; অমৃতপান দ্বীন ব্যক্তিই ইচ্ছা-পাসনার আশ্রয়প্রসাদ লাভ করে। উমারদাস বীরে বীরে কু-প্রচার উচ্চৈঃস্বরে সাধন করিলেন; কঠোর বিধি-বিধান প্রবর্তিত না করিয়া প্রাণের ক্ষিত্তর বিষাসের বীজ বপন করিলেন; জনসাধারণকে সত্যবহারে দীক্ষীভূত করিয়া তাহাদিগকে দোষ-সংশোধনের পথ প্রদর্শন করিলেন।† উমারদাস আর সাড়ে বাইশ বৎসর গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার একটা পুত্র

* ম্যালকম (Malcolm, 'Sketch', p 27) স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে, উমার দাস এই পার্বক্য বিধান করেন। দেবীহানে (Dabistan, ii. 574) বর্ণিত আছে, সাধারণতঃ শিখদিগের গুরুপদই এই পাত্তর্য্য অর্জন করেন। ইদানীং কতকগুলি শিক্তিত শিখ মনে করে যে, উমারদাস এবং নানকের প্রকৃত শিষ্যগণের মধ্যে এই পার্বক্য অর্জনেই প্রথমতঃ প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

† “আদি-গ্রন্থের” (‘Adee Grunth’, ‘Soohie’ Chapter) ‘মুহি’ অধ্যায়ের যে অংশ উমারদাস রচিত,—তাহাই উক্তব্য। ফরস্টার (Forster, ‘Travels’ i. 309) বলেন,—নানক সত্যীদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং বিধবাবিবাহ অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন নাই। প্রথমতঃ আকবর ও জাহাঙ্গীর (Memoirs of Jehangheer), এবং পরবর্তী-কালে ইখরজগণ, এই কু-প্রচার উচ্চৈঃস্বরে সাধন করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে প্রমাণ-প্রমাণ দ্বারা এইরূপ আশ্বাস-নিবারণের কোন চেষ্টা হয় নাই।

এবং একটা কস্তা ছিল।* কস্তার অকৃত্রিম পিতৃভক্তিতে এবং সেব্যত্বে তিনি মৃত্যু হইয়াছিলেন; কথিত আছে, তৎকাল অপর্যাপ্ত শিষ্যগণ অপেক্ষা বীর জামাতাকে তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন, এবং পরিশেষে তাহাকেই “বারকাত” বা গুরুর ক্রায় গুণসম্পন্ন বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও কথিত আছে, তাঁহার সেই উচ্চাভিলাষিণী কস্তার নিকট গুরু প্রতিক্রিয়াদ্বয় হইয়াছিলেন,—কস্তার সন্তান-সন্ততিই পর্যায়ক্রমে গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইবে।

উমার দাসের জামাতা রামদাস, কৃত্রিম বংশের “সোণি” শাখার অন্তর্ভুক্ত। দ্বীপ ভোলবাসীর এবং গুরুর মনোনয়নের তিনি উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। রামদাস আকবর রামদাসকে বিশেষ প্রদ্বা করিতেন; রামদাসকে তিনি কিছু ভূ-সম্পত্তিও প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ভূমি-খণ্ডে রামদাস একটা পুষ্করিনী খনন করেন; সেই পুষ্করিনীই “অমৃতসর”,—বা “অমরতের আধার” বলিয়া বিখ্যাত। রামদাসের প্রতিষ্ঠিত ধর্মমন্দির এবং তৎকালপার্বর্তী পর্ব-কুটীর-সমূহ, তাঁহারই নামানুসারে, “রামদাসপুর” নামে অভিহিত হইয়াছিল।† রামদাস,

* উমারদাসের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে সকল স্থলেই একরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই সকল বর্ণনানুসারে উমারদাস ১৫৬৬ সন্থ বা ১৫০২ খ্রষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল, ১৬৩১ সন্থ (১৫৭৪ খ্রষ্টাব্দ) দ্বির নির্দিষ্ট হইয়াছে। একস্থলে এই বিবরণে ব্যতিক্রম দেখা যায়; তাহাতে দেখা যায়, ১৫৮০ খ্রষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

† Malcom, ‘Sketch’, p. 29; Forster, ‘Travels,’ i. 397; the ‘Dabistan’, ii. 275. শিখগণ বর্ণনা করিয়া থাকে যে, একজন মৈরাণী আকবর-প্রদত্ত এই দাসের দ্বারা মইরা শিবান করিত এবং তাহা হইয়াছিল। মৈরাণীর বিশ্বাস এই যে, এই দাসের প্রাণীন পুষ্করিনী

শিখ-গুরুদিগের মধ্যে খ্রেষ্ট এবং বিশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন ছিলেন । সাধারণের গ্রহণোপযোগী কোনও ‘সূত্র’ বা নীতি তিনি প্রচার করেন নাই ; কোনরূপ কার্যকরী নিয়মও তিনি বিধিবদ্ধ করিয়া যান নাই । তিনি সাত বৎসর গুরু-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । নানকের পরবর্তী শিখ-গুরুগণ, বিহারিশ বৎসরের চেষ্টাডেও, দ্বিগুণের অধিক শিষ্য-সংখ্যা লাভাইতে পারেন নাই । ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, নানক-প্রবর্তিত ধর্ম কিরূপে বীরে ধীরে উন্নতি-লাভ করিয়াছিল । *

১৫৮১ খ্রষ্টাব্দে রামলাসের পুত্র অর্জুন শিখদিগের গুরুপদে বসিত হন । এইরূপে তাঁহার মাতার (উমার দাসের কন্যার) মনোবাঞ্ছা

প্রত্যক্ষের সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক দেবতা রামের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল ।—ইহা বলিয়াই সে নিবাদ করিত । কিন্তু শিখগুরু স্পর্ধা-মহাকারে বলিয়াছিলেন, তিনিই সেই বীরের প্রকৃত প্রতিকৃতি : বৈরাগী কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিল না ; রামলাস নৃত্যকার পভোরতম উদ্দেশ্য খনন করাইয়া তাঁহার অনুচরদিগকে তাঁহার কবিত দেবতার কীর্্তি প্রদর্শন করিলেন ।

* বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ভাই কাপ সিং একখানি হস্তলিখিত পুঁথির উদ্ধার-সাধন করেন । তাহাতে দেখা যায়, তিনি (নামক) তাঁহার ৮৪ জন শিষ্যের সহিত ধর্ম-বিষয়ক কথাবার্তা করিতেন । উপরোক্ত গ্রন্থের তাহাই মর্ম ।

রামলাস ১৫৮১ সনতে (১৫২৪ খ্রষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন । ১৫৫২ খ্রষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয় । ১৫৭৭ খ্রষ্টাব্দে অন্ততমর (অন্তত সন্ন্যাস) প্রতিষ্ঠা করিয়া, তিনি ১৫৮১ খ্রষ্টাব্দে ইহখাম পরিত্যাগ করেন ।

পূর্ব হইতে * অর্জুনই সর্ব-প্রথম নানক-প্রাক্ত ধর্মোপদেশ সমূহের প্রকৃত ভাষ্যপণ্য উপলব্ধি করেন। সেই সময়ের নীতি, জীবন ও সমাজের কোন অবস্থার বিরূপভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে,—তিনিই তাহা সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন। অতঃপরে তাঁহার শিষ্যগণের প্রথম ব্যাখ্যাত্মকরূপের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পার্শ্বি ভোম-লালসার আকৃষ্ট হইয়া, এই পবিত্র স্থানে তাহারা একতা-মূর্ত্তে আবদ্ধ হইত। যে স্থানে এক সময়ে রামদাসের নির্জন পর্বতটীর ও পূর্ববর্তী, নিয়মান্বিত ছিল, সেই স্থান এখনে বহুজনাধীনা সহরে পরিণত :—তাঁহার শিষ্যগণের একটা মূর্ত্ত তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত। পূর্ববর্তী গুরুদেবের

* রামদাসের দুইটা কি তিনটা পুত্র ছিল,—তাঁহা সন্দেহহীন। পৃথীচাঁদ (কম্বা ভারতমল বা ধীরমল), অর্জুন এবং মহানেকও তাঁহার এই তিন পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্জুন ও পৃথীচাঁদের মধ্যে কে কোঠ, কে কনিষ্ঠ ছিলেন,—তাঁহাওও সংশয় আছে। তবে ইহা স্থির নিশ্চয় যে, যদিও পৃথীচাঁদ পিতার মৃত্যুর পর ব্যাখ্যাত্মকরূপের দাবী করেন নাই, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারিণের অঙ্ক জিদ করিয়াছিলেন। অর্জুনকে বিব প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া সময়েই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করে। (Compare Malcolm, 'Sketch', p. 30 and 'Dabistan', ii. 273)। শতাব্দির নিকটবর্তী স্থানে, বিশেষতঃ কিরোজপুরের দক্ষিণে "কোটহার-কুহাই", নামক স্থানে পৃথীচাঁদের বংশধরগণ আজিও বসবাস করিতেছে।

। শিষ্যগণের সাধারণ বিরূপ দেখা যায়,—অর্জুন অতঃপরেই বালয়ান নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুকাল "তারান-তারান" ("Turun Tarun") নামক স্থানে বাস করেন; এই স্থান অতঃপরে

হুত্ৰ বা নীতি সংগ্রহ করিয়া, অর্জুন একত্র বিস্তার করেন । * তাঁহাতে
কয়েক শতকী পূর্বের ধর্ম-সংস্কারকদিগের সন্নিবেশ পরিচিত ও উপ-
যোগী গ্রন্থসমূহ সংযোজিত হয়। পরিশেষে তৎসহ স্ব-বস্তু-নিবৃত্তি
ঈশ্বরোপাসনার বিধি ও সহপদেশ সমূহ গ্রথিত করিয়া, অর্জুন রচনা
করেন। সেই সংকলনই সর্বশ্রেষ্ঠ “গ্রন্থ” বা ধর্মশাস্ত্র। শিখাসনের
নৈতিক এবং ধর্ম-সংক্রান্ত আচার-পদ্ধতি পরিচালনার জন্য অর্জুন
কয়েকটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। সেই নিয়ম প্রবর্তনকালে, তিনি
বলেন,—সাধারণ লোক, এমন কি গুরুাচার্য্য ব্রাহ্মণসমূহ, বেদাধ্যয়নে
অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন ; এক্ষণে তাহাতে আর এক ভিন্ন পরিমাণ
নিবাস হ'পন করাও কর্তব্য নহে। † ইতিপূর্বে শিখগণ যে সকল
পূজোপহার (এধার্মী) প্রদান করিত, এক্ষণে তাহা বীতিমত

এবং শুদ্ধ বিপাশ। নদীঘরের নিম্নলিখিত স্থানের মধ্যে অবস্থিত ।
(Compare the ‘Dabistan,’ ii. 275)

* Malcolm, “Sketch,” p. 30. সাধারণ জনশ্রুতি ও অনেক
নেদ গ্রন্থকারের বিবরণ পাঠে জানা যায়, অর্জুনই “প্রথম-গ্রন্থ”
(First Grunt'n) সংকলন করেন ; কিন্তু অনেক অনেক ধর্মোপদেশ
অন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফরস্টার (Forster, Travels,
i. 297) বলেন, দ্বাদশম গ্রন্থে তাঁহার পূর্ববর্তী গুরুদিগের ইতিহাস
এবং মূল-হুত্ৰ সংকলন করিয়া তাহাতে টীকা সন্নিবেশ করেন। সেই
গ্রন্থকর্তা (Forster, Travels, i. 297 note) প্রতিবাদহুত্ৰক বাক্য
আরও নির্দেশ করিয়াছেন যে, অর্জুনই ইহার সংকলন-কর্তা।

† “Adee Grunt'n,” in that portion of the “Soohee”
Chapter written by Arjoon. (আদি গ্রন্থের “হুহি” অধ্যায়ের
যে অংশ অর্জুন লিখিয়াছেন,—তাঁহাই এইখান)। “আদি অধ্যায় গ্রন্থ

কমরূপে পরিণত হইল। অর্জুনের প্রাধিক্ত-সময়ে তাঁহার শিষ্য ও সহচরগণ, প্রত্যেক সহরে ও গ্রামে বসবাস বিস্তার করিয়াছিল। বংশোদ্ভূত। তদুপরি প্রতি সন্ধান-প্রদর্শনে এবং তাঁহাদিগের পূজা ও প্রার্থনা প্রদানে, শিষ্যগণ স্বতঃই আকৃষ্ট হইত। সামাজিক রীতি এবং স্বাভাবিক গুরুভক্তি বশতঃ বাৎসরিক ধর্মসভার উপস্থিত হইয়া গুরু পাদপদ্মে শিষ্যগণ যে প্রার্থনা প্রদান করিত, বহুনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য অর্জুনের প্রতিনির্দেশন দেশের সর্বত্রই পরি-
 ক্রম করিতেন। সমসাময়িক মোসান কালী বলিয়াছেন—এইরূপ প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার, শিষ্যগণ রীতিমত রাজ্যশাসন-তত্ত্বে দত্যস্ত হইয়া উঠিয়া-
 ছিল। * অর্জুনের এবং প্রাধিক্ত-বিস্তৃতির অন্তিম উপায় উদ্ভাবন করিত ও অর্জুনের অমনোযোগী ছিলেন না। শিষ্যগণকে অর্জুনের বিশেষ প্রেরণ করিতেন। শিষ্যগণ শাস্ত্র দেখন বিদ্যাসী ও অমুদ্রাসী ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যও সেইরূপ প্রদর প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যগণ তুর্কীস্থান হইতে ঘোড়া ক্রয় করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিত; মণ্ডলাধারী ব্যবসায়েরও তাহারা বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।†

বহুনিষ্ঠ তপস্বীদিগের মধ্যে অর্জুনের বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া-
 ছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত লেখকগণ বলেন, বহুসংখ্যক বোদী ও

গ্রন্থের কতক বিবরণ আনিতে হইলে, পরিশিষ্টের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(See Appendix i, "Adce" or "First Grunt'h.")

* The 'Dabistan,' ii. 270 &c. Compare Malcolm, 'Sketch,' p. 30.

† শিখদিগের সাধারণ বিবরণে এইরূপ লিখিত আছে। Compare the 'Dabistan,' ii. 271.

ধার্মিক ব্যক্তি তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ধনী এক সম্বংশজাত ব্যক্তিরও বিশেষ প্রদ্বাভাজন ছিলেন। অর্জুন, সাহেব প্রদেশের রাজস্ব-সচিব চাণু সারহর কস্তার সহিত আগমন পুত্রের বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।* তিনি প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অনেকে অনেক সময়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিত। জাহাঙ্গীরের পুত্র

* Compare Forster, "Travels" i. 298 (ফরস্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', প্রথম পুস্তকের ২৯৮ পৃ: দ্রষ্টব্য) : লিখনিগের বিবরণ পড়ে জানি। বার, অর্জুনের পুত্রই চাণু-কস্তা-বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিলেন। চাণু-বর্ণিতভাবে এ প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া বনিয়াছিলেন,—“যদিও অর্জুন একজন বিখ্যাত এবং ধনী ব্যক্তি, তথাপি সে একজন ভিক্ষুক মাত্র।” এই কথা শুনিয়া, উপহাসের ক্রম অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোধের শাস্তিহেতু এবং পুনরায় তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপনের জন্য, চাণু নিজে অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু অর্জুন সে বিবাহে কিছুতেই সন্মত হন নাই।

নামের শেষে “সা” (সাহ) শব্দের যোগ,—ভারতবর্ষে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত একটি কুসংস্কারজনক উপাধি মাত্র। ইহা পারস্য ভাষার শব্দ ; ইহার অর্থ “রাজা”। কিন্তু পূর্বনিষ্ঠ হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন ‘মহারাজা’ উপাধি প্রচলিত, মুসলমান ককিরদিগের মধ্যেও যেমনই “সা বা সাহ” উপাধি প্রযুক্ত হয় ; ইহাতে একজন প্রবান সওদাগর বুঝায় ; অথবা “সাহ” বা “সাহকর” শব্দের অপভ্রংশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই শব্দ “সা” অথবা “সুহাই” শব্দের অপভ্রংশরূপে “সাম” অথবা “পালবী”রূপে প্রযুক্ত হয়। মুসলমানগণের দীক্ষিত নব্বদার উন্নততী ‘মওরুণ’ সকলেই নামের সঙ্গে “সাহ” শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।

কিন্তু বখশ রাজদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কিছুকাল পলায়ন অধিকার
করেন, তখন অর্জুন ঈশরের নিকট তাঁহার মজল কামনা করিয়া-
ছিলেন। বাদসাহ এক সময়ে গুরুকে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য
আহ্বান করেন; কথিত হয়, প্রধানতঃ চাণু সাহের প্ররোচনায়
বাদসাহ তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জুন চাণুসাহের সহিত
বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার, অবসর বুঝিয়া, বাদসাহের
নিকট চাণু সাহ আশ্রয় করেন,—“অর্জুন একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি;
তাঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে অনিষ্ট ঘটতে পারে।” * ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে
অর্জুনের মৃত্যু হয়। কারাগারের অসহ্য বন্দনাই তাঁহার অকাল মৃত্যুর
কারণ,—ইহা অনেক বিবাস করেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের দৃঢ়

* “Dabistan”, ii. 272, 273. শিখদের সকল দিবসগুলিই
তাঁদের ভর্ৎসনা এবং বিচার সময়ে এক মত, কোথাও তাঁহার রাজ-
দ্রোহিতার দলনঃ হুঁট হয় না। তাহার সকলেই একবাক্যে
ঘোষণা করিয়াছে যে, বাদসাহ গুরুর বধুনিষ্ঠতা এবং নিকোঁহিতার সম্বন্ধে
হইয়াছিলেন; অথচ তাহা বলি, চণুর ঈর্ষাবশতঃ এবং আত্মা
অবহেলা করায়, গুরু পুনঃপুনঃ কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন। (Compare
Malcolm, ‘Sketch,’ p. 32) হোসান ফারীও বলিয়াছেন, বদরুল
মজল প্রার্থনা করার ধানেররের একজন মুসলমান মহাসীও জাহাঙ্গীর
কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছিলেন। (Dabistan, ii. 273) বাদসাহ
জাহাঙ্গীর (‘Memoirs,’ p. 88) নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, বখশ
তিনি লাহোরের সাত শত খিদ্মোহীকে বিধ্বস্ত করিয়া লাহরে প্রত্যাবর্তন
করিয়াছিলেন, তখন তিনি ধানেররের পঞ্চ সিজান নামক এক
ব্যক্তিকে একটা উপহার প্রদান করেন (Memoirs p. 81.)।
সকল, তখন তাহার খিদ্মোহীতাদের দ্বারা অকৃত হইয়াছিলেন।

বিবাস.—বানসাহেব অমৃতসিক্রেমে গুরু একদিন ইরানভী নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন ; গ্রহরিগকে ভীত এবং চমৎকৃত করিয়া, সেই বন-সলিলা স্রোতশিনীর মধ্যে তিনি অন্তর্হিত হন । *

অর্জুনের ধর্ম্মাধিকরণ কালে, তাঁহার শিষ্যগণের মনে নানকের নীতি-সমূহ বৃহৎ বক্রমূল হইয়াছিল : † গুরুদাস নামক তাঁহার একজন শিষ্য একদা তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে গুরুর উদ্দেশ্য সহজেই উপলব্ধি হইয়াছিল। গুরুদাস আপন গুরুকে ব্যাস বা মহেশ্বরের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার বিবাস এই যে,—নানক সৈবর-প্রেরিত ; বাহু এবং আভ্যন্তরীণ বিত্তকতা ও পবিত্রতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠাতা ; পৃথিবীর বর্কমান পাপজার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নির্ভর আচার ব্যবহার দূর করিবার জন্যই নানকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি মুসলমানদিগের অন্ধ-ধর্ম্ম-বিবাস এবং তাহাদিগের উদ্ধৃত প্রকৃতি-বিরুদ্ধবাদী ছিলেন ;—হিন্দুদিগের সন্ন্যাস-ধর্ম্ম প্রণা করিতেন। তিনি পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া জীবনযাপন করিতে

* Compare Malcolm 'Sketch,' p. 33. ; the 'Dabistan,' ii. 272-3 ; and Forster. 'Travels,' i. 298.

একটা বিবরণানুসারে জানা যায়.—১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে অর্জুনের জন্ম হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার জন্ম-বৎসর ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ হওয়াই অধিক সম্ভবপর। ১৬৬০ সহস্র, ১০১৫ হিজিরা, অথবা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় ।

† মোহসুন ফান্সী (Mohsun Fanee, 'Dabistan,' ii, 270), অনুবাদক করিয়া বলিয়াছেন, অর্জুনের সময়ে শিখধর্ম্ম দেশের সকলই ইড়াইয়া পড়িয়াছিল ।

আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। নানক যে সভ্যত্বরূপ ঈশ্বরের বিধ
অতিপাল করিয়া নিরাহিঙ্গেন, সেই অতিভীর ঈশ্বর উপাসনা করিতে
তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। কবিতা আছে, এই বস্তুনিষ্ঠ শিষ্যের
কর্তৃত্ব অসংখ্য অনুরাগপূর্ণ বিধানগুলি “আদি-গ্রন্থ” সম্মিলিত করিতে
অসমর্থ অধীকার করেন। হয়ত তিনি মনে করিয়াছিলেন, নানক
সে নীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া নিরাহিঙ্গেন, সেগুলি তাঁহার উদ্দেশ্য বা
অভিপ্রায়ের অনুপযোগী; কেননা, নানকের নীতিসমূহ কখনও কাহারও
প্রতি হুণা বা ভয় প্রদর্শন করে না। বসন্ত, গুরুদাসের হস্তনিবৃত্ত
গ্রন্থগুলি ব্যবহারিক কার্যকলাপের রূপক বর্ণনা বিশেষ; সেগুলিকে
ঈশ্বরের শুভাশুভাশ্রমূলক সরল স্তোত্র বলা হইতে পারে না। তাঁহার
উদ্ভাবিত নীতিসমূহে নানকের উদ্দেশ্য বহু স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।
নানকের প্রধান উদ্দেশ্য,—হিন্দু-মুসলমান সকলেই তৎপ্রবর্তিত অভিব্য
ধর্মমত গ্রহণ করিয়া, নতুন ভাবে যিমোহিত হইবে। গুরুদাস যে
নীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন,—অহাতেও নানকের উদ্দেশ্য বিশেষ-
রূপে প্রচারিত হইয়াছিল। নানকের গৃহ কল্যাণপ্রসূত দিব্যজ্ঞান
পরিবর্তিতভাবে এই সময়ে লোকের মনে বড়মূল হইয়াছিল;
সকলেই সেই নীতি অবলম্বন করিয়া নতুন উৎসাহে উৎসাহিত
হইয়াছিল। এই সকল কারণে গুরুদাসের হস্তনিবৃত্ত নীতিসমূহ
উল্লেখনীয় নহে। নানক কখনও ছলনা বা প্রভাবনা করিতেন
না; তিনি হান্সবর পাপাসক্তির জন্ত সর্বদাই আবেগ করিতেন;
তিনি মনোহরসীমারকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। গুরুদাস প্রবুধ
সময় শিখজাতি নানককে স্বর্গীয় শক্তি বলিয়া মনে করিত;
তাঁহাকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া ভক্তি করিত; অন্তরে পাপজর
মোহনের জন্ত ঈশ্বরের প্রতিমিথ্যরূপে তাঁহার আবির্ভাব,—ইহাই বিশ্বাস
করিত। ভারতীয় বিভিন্ন জাতির ভবিষ্যৎ আশা ও চিন্তার বিষয়

আলোচনা করিলে, নামকের প্রচারিত নীতি-সমূহের শুভ উদ্দেশ্যে উক্ত গ্রন্থ প্রমাণ পাওয়া যায় । *

* তাই গুরুদাস বলন্তের এই নামযুক্ত অথবা “জান-ব্রহ্মাণী” নামক গ্রন্থ শিখগণ অতি সম্মানে পাঠ করিত । (Malcolm, Sketch, p. 30. note) এই পুস্তকখানি চম্পি অধ্যয়ে সম্পূর্ণ এবং বিভিন্নরূপে কবিতায় রচিত । ইহার কতকগুলি অংশ পরিশিষ্টের তৃতীয় ভাগে উদ্ধৃত হইয়াছে । ম্যালকম-কৃত ‘সার-সংগ্রহের’ ১৫২ পৃষ্ঠায়ও ইহা দৃষ্ট হয় । (Appendix iii and in Malcolm, ‘Sketch’, p. 152 &c) গুরুদাস, অর্থহীনতার কোনই ছিলেন ; তিনি অভিনয় ও গর্বের জন্য গুরুদাসের বিরোধিতা হইল, এবং সেইজন্য গুরু তাঁহার নীতিসমূহ ‘গ্রন্থ’ সন্নিবিষ্ট করিতে অস্বীকার করেন । সমস্ত এবং চিত্তের অবস্থান,—শিখ-গণ আর একটি অলৌকিক কার্যের বিষয় বলিয়া থাকে,—গুরুদাস নিজের ধর্ম এবং নীতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন । শিখের অনুভূতি বুঝিতে পারিয়া অর্থহীন বলিলেন, তাঁহার হস্তলিপি ‘গ্রন্থ’ সন্নিবিষ্ট হইবে । কিন্তু গুরুদাস শেষকালে এত দীর্ঘ ও নয় হইয়াছিলেন যে, তিনি গুরুদাস নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নীতিসমূহ ‘গ্রন্থ’ সন্নিবিষ্ট হইবার উপযুক্ত নহে । অতঃপর গুরু এই নিয়ম প্রচার করিলেন যে, বাহাই হউক না কেন, শিখজাতি এ নীতিসমূহ অবশ্য পাঠ করিবে । তিনি বলেন, (Malcolm, “Sketch,” p. 30. note) শিখ-অভিষেক বা প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেক অর্থহীন গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে । ইহা এই গুরুদাসের অন্তিম আশঙ্কিত কর্মের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

(Malcolm, “Sketch,” p. 30.) ম্যালকম বলেন,—তাও সা (বা হুদীচান) এবং গুরুদাস একই ব্যক্তি ; বাহা হউক, এখানে তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ।

অর্জুনের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিত্বের নিয়মানুসারে তাঁহার একমাত্র পুত্র গুরুপদে অভিষিক্ত হইবার অধিকারী হইলেন। কিন্তু তিনি তখন শিশু; হুতরাং অর্জুনের ভ্রাতা পৃথীচাঁদ সেই গুরুপদ গ্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্জুনের বিরুদ্ধেও তিনি কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন,—সেই বিবাহে শিখগণ অবিলম্বে অর্জুনের পুত্রকেই আপনানিষের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইতিমধ্যে পৃথীচাঁদও কতকগুলি শিখ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহার পৃথীচাঁদের নিয়মাবলী অনুসরণ করিল। এইরূপে বড় সন্তানদ্বয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইল;—যিনি এক বিবর্তনের সূত্রপাত আরম্ভ হইল। পরিশেষে সন্তানদ্বয় ও কর্মমত বড়ই বাড়িতে লাগিল বিবাদ ও দলাদলি ততই বাড়িয়া উঠিল। * অর্জুনের মৃত্যুকালে, পুত্র হরগোবিন্দের বয়স এগার বৎসরের অধিক ছিল না। কিন্তু শিষ্যগণের নিকট চাণু সাহের শত্রুতার বিষয় অবগত হইয়া, তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি নানা উপায়ে চাণু সাহের বিরুদ্ধে বাহসাহকে উত্তেজিত করিলেন; বাহসাহ কর্তৃক চাণু সাহের দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হইল। একপক্ষ কথিত হয়, বাহসাহের নিকট কোনরূপ আদেশের প্রতীক্ষা না করিয়া, হরগোবিন্দ নিজেই চাণু সাহের নিধন-সাধন করেন। † চাণুর মৃত্যু এবং হর-

* Malcolm, "Sketch," p. 30. and "Dabistan" ii. 273.

এই সন্তানদ্বয়ের ধর্মাবলম্বিনী "মিনা" (Meena) নামে অভিহিত। মৌলসি কবি বলেন, পঞ্চাবে এই শব্দ "মুণা" বা "অখ্যাতিমুচক" অর্থে সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়। মতবিশেষের প্রতি আদায় হুটানদিগের প্রমাণ অনুভব করিয়া, "পল" গ্রাহ্যদিককে তিরস্কার করেন। (1 Corinthians, i. 10-13)

† Compare Forster, "Travels," ii. 398.

হরগোবিন্দর গুরুপদ-প্রাপ্তির প্রথম সময়ের বিবরণ বেরুপাই হটক না কেন,—হরগোবিন্দ যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিখদিগের ধর্মগুরু এবং নেতৃপদ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাযে কোনও সন্দেহ নাই। নামক গার্হস্থ্য-ধর্মের নীতিসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন; নানকের অনুজ্ঞা ও সেই নীতি-সমূহ অর্জুন কর্তৃক ব্যবহারোপযোগী হইয়া আসিয়াছিল। এক্ষণে হরগোবিন্দ যে নবশক্তি প্রদান করিলেন, তাহাতে তৎসমুদায় ঐতিহ্য বহু-দিক্তৃত এবং সর্ববাসি-সংস্কারে পরিমূর্ত্ত হইল। অবস্থা-বশে এবং স্বাভাবিক প্রতিভাবলে হরগোবিন্দ যে নূতন প্রথা প্রবর্তন করিলেন, তাহাতে প্রচলিত নীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি ও ধর্ম-কর্ম অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়া আসিল। পিতার অপমৃত্যুতে তাঁহার মানসিক বৃত্তি বিচলিত হইয়াছিল; তিনি শিখ-প্রদর্শিত নীতি অতিক্রম করিতে মনস্ত করিয়াছিলেন। হিন্দু-ধর্মশাস্ত্র অতি নীচ ব্যক্তিকেও আশ্রয়দায়ক জগৎ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে; হর-গোবিন্দ মনুর উপদেশ ভাঙা ছিছেন। হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রের সেই প্রভাব তাঁহার মনোমধ্যে আদিপত্য দিতার করিয়াছিল; তিনিও আশ্রয়কার জগৎ প্রস্তুত হইয়াছিলেন * কুট-রাজনৈতিক নিয়মানুসারে, অর্জুন সপ্তদাগরের জ্ঞান বাণিজ্য করিতেন; ধর্মকর্ম সময়ে যাজক করিতেন। কিন্তু হরগোবিন্দ এক্ষণে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন; বিদ্যালী এবং ধর্মশিষ্ট

* এই শৈলোক্ত অনুমিত বিষয়ে ম্যালকম-কৃত 'সারসংগ্রহ' ৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (See Malcolm's, "Sketch", p. p. 44, 189.) অনুবাদ হর,—মুসলমান-রাজত্ব সময়ে, এ সময়ে মনুর নীতি-সমূহ অনেক দিন হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ অনুমানে ভ্রান্তি বিষয়ে বৃত্তি-ভর্য সময়ে অনেকটা সংশয় করা হইয়াছে।

শিখগণ সমভিব্যাহারে হরগোবিন্দ সম্রাটের সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ দ্বারা করিতেন; হরগোবিন্দ অসীম সাহসে সৈন্য পরিচালনা করিয়া আপন শত্রু অথবা ঐকেন্দ্রিক শাসনকর্তাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। মানক বিজে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; জ্ঞানবান অর্জুন সেইরূপ শরীরভাণ্ডার অবলম্বন করিয়া যোগিসমোচিত জ্ঞান ও কবিতার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু জু-সাহসিক হরগোবিন্দ পল্লীভার করিতে ভালবাসিতেন এবং মাংসাহার করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণও গুরুপ্রদর্শিত রীতি অনুকরণ করিয়াছিল। * সৈন্যদিগের নৈকত্বে, পুত্রের অনুসরণে এবং যুদ্ধের বিপদাশঙ্কায় এই যুদ্ধভিষ্ম পরিত্যক্ত সর্বদাই আনন্দ উপভোগ করিতেন। পিতার শোক, ধর্মভেদের কষ্ট এবং মনের উচ্ছাত্তজাব—এতৎসংমিশ্রণে স্বর্গভেদে হরগোবিন্দের মন সংগঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তদনুসারেই তিনি কাঁধেতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আকবর-পুত্রের দ্বারা-শাসন সময়ে শিখগণ আংশিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেও হরগোবিন্দের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। পলাতক এবং অপরাধিগণকে হরগোবিন্দ সমভাবে শিষ্যরূপ গ্রহণ করিয়া দলভুক্ত করিতেন। যদিও তাহার অনেক সময়ে আপনাদিগের রীতি-প্রকৃতি সংশোধন করিতে পারিত না, তথাপি কাহারও সহিত শত্রুতা উপস্থিত হইলে তাহার হরগোবিন্দের পক্ষ হইয়া প্রাণপণে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিত। ফলতঃ তাহাদের বিরাম ছিল—যদ্বিনিষ্ঠ শিখগণই স্বর্গে গমন করিবে। † একটা আভ্যন্তরে হরগোবিন্দের আটপাত খোঁড়া ছিল। তিন শত অথারোহী শিখ সর্বদা তাঁহার আভ্যাবাহী থাকিত। যদি হরগোবিন্দ কখনও নিহত

* The Dabistan, ii. 248 and Malcolm, "Sketch" p. 38.

† The "Dabistan", ii. 284, 286.

হওয়ার বিষয় মনে করিয়া ভীত হইতেন, তাহা হইলে বাটজন বন্ধুত্বপূর্ণী
এহরী তাঁহার শরীর রক্ষক নিযুক্ত হইত।* হরগোবিন্দ শিখদিগকে
এরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাহারা সেই শক্তি ও উত্তেজনা
ক্লে সমগ্র হিন্দু-জাতি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইয়াছিল। হর-
গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ গুরুদেব রীতি আর অনুসরণ
করিল না; সম্রাট ও ভিক্টরিকদিগের সৌম্যবদ্ধ পথ অবলম্বন করা তাহারা
বিপজ্জনক মনে করিল।†

* The "Dabistan" ii. 277.

† মালুকম (Sketch, p. 34-35) এবং ফরষ্টার ("Travels,"
p. 298, 299) উভয়েই সৌকার করিয়াছেন যে, মুসলমান-
দিগের বিরুদ্ধে বন্ধুবিবাক্য ব্যৱহাচরণে প্রবৃত্ত হওয়ার, হরগোবিন্দ কতক-
পরিমাণে এই পরিবর্তন সাধন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হরগোবিন্দের
শিষ্য-মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়; তিনি শিখদিগকে
যন্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করেন; প্রবৃত্ত যোদ্ধার দ্বায় সৈন্ত পরিচালনা করিয়া
শত্রু-বিরুদ্ধে অস্ত্র-ব্যরণ করিয়াছিলেন। শিখগুরু হরগোবিন্দ যে কারণে
এরূপ বুদ্ধিদম্বা করিয়াছিলেন, মোসান ফাঈ তাহা আশ্চর্যজনক এবং
অস্বাভাবিক মনে করেন নাই; হুতরাং "দেবীস্থান" নামক তাঁহার গ্রন্থ
এ বিষয়ের কোন কারণ নির্দেশ করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। নানকের
প্রবর্তিত বর্জ্যমতের সংস্কার সম্বন্ধে শিখগণ নিম্নেরাই বলে যে, মিথিলা
দেশের পৌরাণিক 'অনকের' দ্বার্য-ভাবিক নীতির সহিত উহার
আছে। নানকের শরীরে এই মহাত্মার মূলাভা প্রবিষ্ট হওয়ার,
নানক তৎশক্তিতে অণুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ('Dabistan,' ii 268)।
ব্যক্তিসত্ত পৌরাণিক বার্তায় বিশ্রমে তাহারা তাহাদিগের দাসত্বকর্তার
আদর্শ ভাবগ্রহ করিয়াছে।—অর্জুনের গ্রীষ্ম পুত্র-সন্তান ছিল না;

হরমোবিন্দ বাদসাহ আফগানদের একজন অধির হইয়াছিলেন।
 তাঁহাদের শেখতাবে, তিনি অসমসাহসিক যোদ্ধাপুরুষ এবং উগ্র

তিনি ইরাকীনে পুত্রের মাতা হইতে পারিলেন না। বলিয়া হতাশ হইতে
 লাগিলেন। তিনি নানকের একমাত্র পুত্রজন বন্ধু 'তাই বুখার' নিকট
 তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে গমন করেন। কিন্তু তাই
 বুখা তাঁহার অবস্থা ও বহুমূল্য পুত্রোপহার দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া
 তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। অতঃপর তিনি নগরপে
 ন্দরীর প্রজার উপযুক্ত বংশমাত্ত খাদ্য মন্তকে লইয়া একাকী মহাগার
 সাধিযে গমন করেন। তাই বুখা তাঁহার প্রতি দ্বন্দ্ব হইয়া হানিয়া
 বলিলেন,—তাঁহার একটা পুত্র সম্ভান হইবে, এবং সেই পুত্র 'ডেগ'
 ও 'তেগ' ('Dog and Togh') উভয়ে আধিপত্য করিবে।
 অর্থাৎ সবলভাষায়—সাধারণতঃ খাদ্য এবং গুরুবারি ভাণ্ডারের (অস্ত্র-
 পত্র); কিন্তু মার-কথায়, ঈশ্বর-এসান এবং রাজশক্তির অধিকারী
 হইবে। অন্যের "রাজ" এবং "যোগ" (১) শব্দদ্বয়ের সহিত,

(১) রাজ মেন যোগ কুমাইও ('Raj men jog koomaio')
 অগ্নিবর পুণ্য ও ধর্ম অর্জন করিতে, অথবা পৃথিবীতে ঐহিক রাজ-
 শক্তি পরিচালনা-কালে, হৃদে-সঙ্কল্পে বাস করিতে এবং ঈশ্বর-কৃপা
 পাইতে অভিলষী হইলে, "রাজ ও যোগ" আচরণ করিও—এইরূপ বাক্যই
 অচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে; "আদি-গ্রন্থেও" ইহা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।
 কতকগুলি ভাট-কবি "সিউউইয়াস" (Suweis) মতেও ইহা ব্যবহার
 করে। এইমত 'বিকা' (Beeka) নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "রাম-
 নাম" (চতুর্থ স্তর) উয়ার নামের নিকট "রাজ ও যোগ" সম্বন্ধে উক্ত
 ('Tuhak') বা সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

ধর্ম-বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত হন; তাহার স্বাভাবিক গুণ সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সত্ৰাটের সৈন্যের সহিত তিনি কাশ্মীরে নিয়া-

জাতীয় মুসলমানদিগের 'শিরি' ও 'মিরি' শব্দদ্বয়ের সহিত, খ্রিস্টানদিগের জাতী হীলুইট (Messiah) এবং 'মেকসিছেলেক'দিগের পৌরহিত্য ও রাজত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের সহিত 'ডেন ও দেন' শব্দ তুল্যার্থবাচক : কথিত হয়,—এইরূপে হরগোবিন্দ হুইখানি (উরোয়া) অত্র গ্রন্থণ করিয়াছিলেন;—একখানি তাঁহার পারমাখিক পাঁজি, এবং অপরাধানি তাঁহার শাসন-কর্তৃত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তিনি সময়ে সময়ে এইরূপ বোষণা করিতে ভালবাসিতেন যে, একখানি তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনার এবং অপরাধানি মুসলমান-ধর্মের উচ্ছেদ-সাধন-তরে ধ্বংস করিয়াছিলেন। (See Malcolm, "Sketches" p. ৩৫)

বাহা ইউক, অর্জুনের মৃত্যু এবং তাহার পুত্রের গোত্র-প্রকৃতি, এই উভয় কারণেই শিখজাতি অত্র গ্রন্থণ করিতে ব্যথা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই পরিবর্তন ক্রমে সাধিত হইল, তাহা স্পষ্টরূপে অনুমিত হয় না; অথবা সে বিষয়ের অনুসরণ করিয়া, প্রকৃত ঘটনা বুঝিয়া বাহির করিবারও কোন উপাধান পাওয়া যায় না। প্রাচীন রত্নানদিগের ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বন্ধেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সিংহের সময় বাহারা যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন কার্যে চণা করিত, তাহারা যে পরিবর্তন ও উন্নতিবলে 'ডাইওক্রিসিয়ানের' রাজত্ব সময়ে সৈন্ত-সলভুক্ত হইয়া সৈন্তসংখ্যার রাজ্য পূর্ণ করিয়াছিল; এবং পরিশেষে 'কনস্টাণ্টাইন' নামক এক ব্যক্তিকে ইউরোপীয় সৈন্তদলের অধিপতি স্বপ্নীত করিয়াছিল;—সেই পরিবর্তন ও উন্নতি ক্রমে সংসারিত হইয়াছিল, তাৎসব্যে আমরা বিশেষ সন্মত।

ছিলেন; তিনি এক সময়ে মোগলদিগের ধর্মোপদেশী মোল্লাদিগের সহিত পবিত্র ধর্মবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন। সৈন্যদিগকে যে বেতন দিতে হইবে, সেই বেতনের টাকা আপনার নিকট রাখিবার জন্য এক সময়ে সম্রাটের সহিত হরগোবিন্দের মতান্তর ঘটিয়াছিল। হরগোবিন্দের বহুসংখ্যক শিষ্য ও অনুচর ছিল। পতনশিকারে তিনি একান্ত আশঙ্ক ছিলেন; যাকবের ধর্মগুরুরূপে তিনি স্বাধীনতার চিহ্নের বিস্তার হইয়াছিলেন। যন এবং শিকার সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করায়, বাজসাহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন; অধিকন্তু অর্জুনের প্রতি যে অর্থ দণ্ড হইয়াছিল, অর্জুন তাহা কখনও পরিশোধ করেন নাই। এই সকল কারণে, বাজসাহ ত্বরিত হইয়া গোয়ালিদেৱের দুর্গে হরগোবিন্দকে কারাবদ্ধ করেন। সেখানে তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি সামান্য মাত্র আহাৱের দ্বন্দ্বোবস্তু হইয়াছিল। বিবাসী শিখগণ ইহাতেও কিন্তু তাহাদের নেতাকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রকৃত গুপ্তাঙ্গী বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা সকলে গোয়ালিদেৱের দুর্গ-প্রাচীরের নিকট সমবেত হইল; যে দুর্গে উৎসিদ্ধিত গুরু আবদ্ধ ছিলেন, সেই দুর্গ-প্রাচীর সমক্ষে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিল। গুরুর কারামুক্তি পর্যন্ত তাহারা এইরূপ করিয়াছিল। অবশেষে বাজসাহ লজাপরবশ হইয়া অবধা কুমন্ত্রার প্রণোদিত হইয়া, গুরুকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। *

* Compare the 'Dabistan,' ii. 273, 274 and Forster, "Travels," i. 290, 299.। সেনীর ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া কাস্তুরি-প্রবণ এবং মুসলমান মোল্লাদিগের সহিত ধর্মালোচনার বৃদ্ধান্ত উদ্ভূত হইয়াছে। মোগল কবীর যতে হরগোবিন্দ যাকব বৎসরকাল কারাবদ্ধ ছিলেন। ফররীর বংশ, এমনে একজন মুসলমান নেতা

১৬২৮ খ্রষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর হরগোবিন্দ মুসলমান বাহাদুরের অব্যবহিত কাৰ্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি পঞ্চাবের রাজকীয় মুসলমান কর্মচারিগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার একজন শিবা তুর্কেশ হইতে কয়েকটা বহুমূল্য খেটক আনয়ন করিয়াছিল। কথিত হয়, সেই খোড়াগুলি বাহাদুরের সম্পত্তি বলিয়া অবরুদ্ধ হয় : একটা খেটক পুস্তকর স্বরূপ লাহোরের কাজী (বিচারকর্তা) প্রাপ্ত হন। গুরু সেই খেটক খরিদ করিবার ছল করিয়া তাহার পুনরুদ্ধার করেন। এইরূপে প্রভাবিত হওয়ায়, বিচারকর্তা কাজী হরগোবিন্দের প্রতি তুচ্ছ হইলেন। আর একটা কারণে তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল। শিখগণ বলেন, কাজীর কল, এবং মুসলমানগণ বলেন কাজীর উপপত্নী, গুরুর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল; এবং গুরু তাহাকে অপহরণ করিয়াছিলেন। অত্যাচার কারণেও হরগোবিন্দ মুসলমানদিগের বিরোধভাজন হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্তসকলকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য মুসলমানগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। মুক্‌সিস খাঁ নামক একজন পেশবার্ত্তা তাঁহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু অমৃতসরের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাহাদুরের সমগ্র সৈন্ত শিখদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া-

হরগোবিন্দকে বাহাদুরের বক্ষতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন; এই নেতার মধ্যস্থতায় তাঁহার কারাবৃত্তি হয়।

বাহাদুর জাহাঙ্গীর তাঁহার জীবনকৃতান্তে, বৌদ্ধী ও ঐশ্বর্য্যজনিক-দিগের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান-সম্বন্ধে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার জীবন-কৃতান্তের ১২৯ প্রভৃতি পৃষ্ঠা, বিশেষরূপে উল্লেখ্য। সেখানে একজন ঐশ্বর্য্যজনিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কথা বর্ণিত আছে।

ছিল। কথিত আছে,—এই যুদ্ধে তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্তের নিকট রাজকীয় সাত হাজার সৈন্ত পরাজিত হয়। অতঃপর শিখকর্তাবলী একজন দ্রব্য সাতোর হইতে বাদসাহের হুইটী প্রেষ্ঠ বোটক চুরি করিয়াছিল; উক্ত প্রাদেশিক সৈন্তগণ কর্তৃক গুরু পুনরায় আক্রান্ত হন। কিন্তু যুদ্ধে সেই সমুদায় সৈন্ত বিধ্বস্ত এবং সেনাপতিগণ নিহত হইয়াছিল। তখন হরগোবিন্দ মনে করিলেন যে, শতক্রম দক্ষিণ ভাতিয়া নামক নির্জন বনা-প্রদেশে বাইরা কিছুকাল বাস করাই বিধেয়;—তাইলেন, সেই স্থানে তিনি নিরাপদে বাস করিবেন; রাজকীয় সৈন্যগণ সেরূপ দুর্গম স্থানে বাইরা তাঁহাকে পুনরায় আক্রমণ করা নিশ্চরোজন বা বিপদমূল মনে করিবে। তিনি সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সুযোগ আর আসিল না। নুতন বিবাহে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্যে, পুনরায় তিনি পত্নীকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পার্বেণ্ডা বী নামক এক ব্যক্তির মাতা হরগোবিন্দের ধাত্রী ছিল। এই ধাত্রীলোক এক সময়ে বিশেষ প্রোখিত লাভ করে। হরগোবিন্দ তাঁহার সেই ধাত্রী-পুত্রের প্রতি এতদিন বিশেষ দয়াপরবশ ছিলেন, এবং তাঁহার সহিত মূল ব্যবহার করিতেন। কোন সময়ে ঘটনা-বশতঃ গুরু জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটি বহুমূল্য বাজ পক্ষী উড়িয়া পার্বেণ্ডা বীর বাড়ীতে যায়। পার্বেণ্ডা সেই বাজ-পক্ষীটি নিজে রাখিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া পক্ষীটিকে পিঙ্করাবদ্ধ করে। সেই পক্ষীটী আবদ্ধ করার জন্য পার্বেণ্ডা বী একটু অসাবধান হইয়াছিল। পার্বেণ্ডা গুরুকে ছলনা করিল, এবং জন্মগত গুরু প্রোখিত শত্রু হইয়া উড়াইল। পত্নীকে হরগোবিন্দের উপস্থিতিতে উভয়ে রুদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার ক্রমজালাপ করিতে, এবং শত্রু-দমন উপদেশে, পার্বেণ্ডা বী বাদসাহের সেনাপতি নির্দিষ্ট হইল। পার্বেণ্ডা বী তখনই আক্রমণ করিল। কিন্তু যুদ্ধ-স্থান পর্যন্তক তাঁহার যৌবসৈন্য

যুদ্ধকে স্বহস্তে নিধন করিয়া পুনরায় যুদ্ধে অরাজক করিলেন। এই যুদ্ধে একজন সৈনিক-পুরুষ উদ্ভয়ের স্ত্রীর গুরুকে আক্রমণ করিয়াছিল; গুরু তাহার অস্ত্রাঘাত হইতে আশ্রয়লাভ করিয়া, তাহাকে নিহত ও পদতলে পাতিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে উভয়দলে বলেন,— “তুমি বেরূপ উদ্ভয়ের স্ত্রীর আমাকে আক্রমণ করিয়াছিলে, তদুপায় সেরূপে ব্যবহৃত হয় না। আমি তোমাকে বেরূপে নিপাতিত করিয়াছি, সেইরূপ পত্ন-প্রাণসের অভ্যুতী তদুপায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।” গুরু এই উপদেশ-পূর্ণ বাণী অবলম্বন করিয়া, ‘দেবীহানের’ রচয়িতা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে,—“হরগোবিন্দ ক্রোধ পরকাশ হইয়া কালকেও অস্ত্রাঘাত করিতেন না; তিনি নিহত ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য বিশেষ বিবেচনার সহিত তাহার সঙ্গে আঘাত করিতেন; কারণ, শিক্ষাবিধান ওরূপে গুরুর একমাত্র কার্য।” *

যেহা হইক, ইহা ত্রিহরগোবিন্দকে আরও অনেকানেক বিপদমুখল ও দুঃসাহসিক কাণ্ড সম্পন্ন করিতে হইত। এই কারণে তিনি সময় সময় বোর বিপদাশ্রমে আশ্রিত হইতেন; কিন্তু তাঁহার সন্তুষ্টির শিখণ সর্বদাই সুসজ্জিত থাকিত। গুরুদেবের তাঁহার সুখ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে পারস্ত

* See the “Dabistan”, ii. 275 ; (‘দেবীহানের’ দ্বিতীয় পুস্তক, ২৭৫ পৃষ্ঠা ত্রুটব্য)। প্রবাদতঃ ঘটনাগুলির পটভূমি বর্ণনা করিয়া এদেশবাসী মুসলমান এবং শিবাবাদের দেবীর বিবরণ অনুসৃত হইয়াছে। বাহা ইটক, গুরুর একজন শিষ্যের ষোটকসমূহের অবশেষ সম্বন্ধে ‘দেবীহানের’ দ্বিতীয় পুস্তক—২৮৪ পৃষ্ঠা ত্রুটব্য। (Dabistan, ii. 284),

শিখ-ইতিহাস ।

দেলীর একজন প্রাচীন ও বিখ্যাত ধার্মিক যোগিপুত্রম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন : * ১৬৪৫ খ্রষ্টাব্দে শতকের তীরবর্তী কাশ্মীর নামক স্থানে হরগোবিন্দ মুখ-শান্তিতে ইহলোক পরিভ্রম করেন। কতক নামক স্থানের পার্শ্বভাগে রাজা হরগোবিন্দকে এই স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর গুরু-ভক্তির নিদর্শন-রূপ শিষ্যগণ কাম্বোজদেশের ভ্রমণার্থে মূর্তি ধারণ করিল। হর-গোবিন্দের একজন রক্তপুত্র শিষ্য গুরুর চিত্তাঙ্গির মধ্যে রূপ প্রদান করতঃ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া গুরুর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করে। ‘জাঠ’ জাতির একজন শিষ্যও ঐরূপ ভ্রমণার্থে কাশ্মীরে আসিয়াছিলেন। এই সকল চূড়ান্ত বীর প্রদোষিত হইয়া অসংখ্য শিষ্যগণ ঐরূপ কাণ্ড অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু পরবর্তী গুরু, হর রায়, তাহাদের ঐরূপ আত্মোৎসর্গে বাধা প্রদান করিলেন। †

* The “Dabistan”, ii. 280.

† “দেবীস্থানের” বর্ণনা অনুসারে ঐরূপ ব্যাঘাত হইয়াছে। (‘Dabistan’, ii. 280, 281.) “দেবীস্থানের” মূল অবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে যে—৩২ মইরান, ১০৫৫ হিজরী অথবা ১৬৪৫ খ্রষ্টাব্দের ১২শে ফেব্রুয়ারিতে হরগোবিন্দের মৃত্যু হইয়াছে। ম্যালকমের ‘সারসংগ্রহ’ (Malcolm, ‘Sketch’, P. 37) এবং ফরস্টারের ‘ভ্রমণ-বৃত্তান্ত’ (Forster, ‘Travels’, i. 299)—উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত আছে যে, ১৬৪৫ খ্রষ্টাব্দে হরগোবিন্দের মৃত্যু হয়। এই বিবরণেই একতঃ এবং সম্মতঃ। ঐরূপ পণ্যের হস্তে তাঁহার স্মৃতিই স্নেহ করিয়াছেন যে, ১৭০১ সন, ১৬৪৫ খ্রষ্টাব্দের সহিত সর্বাংশে তুল্য। কিন্তু কেবল যে ১৬৪৫ খ্রষ্টাব্দের প্রথম দশ মাসের সহিত ১৭০১ সনের শেষ অর্ধাংশ মিলে,—এ বিবরণ তাঁহার্য্য ভাঙেন নাই। বর্তমান ইতিহাসের

হরগোবিন্দের সময়ে শিখদিগের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। অর্জুনের রাজস্ব-বিবরণ নীতির ফলে এবং তৎপুত্রের অল্প-বয়সে স্বাধীনতায়, বৃহৎ সাম্রাজ্য মধ্যে শিখদিগের স্বতন্ত্র একটি রাজ্য গঠিত হইয়া : যখন গুরু তাঁহার মরণ-বিধি দি' মুসলমান বন্ধুর সহিত কৌতুক করিতেন, কিংবা অভিমতের জন্য বন্ধুকে তিরস্কার করিতেন, তখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ শক্তি প্রকাশ পাইত। একদিন তাঁহার বন্ধু বলিয়াছিলেন,— "উত্তর দেশের এই রাজা, দিল্লীর বিষয় এবং তৎরাজার নাম ও তাঁহার বংশ-বিবরণ অবগত হইবার জন্য একজন দূত প্রেরণ করিয়াছেন ; আমি তুমি আশ্চর্য্যবিত হইতেছি যে, তিনি বার্ষিক-প্রদত্ত নরপতি-শ্রেষ্ঠ কাহ'কীরের নাম অবগত নহেন" : * কিন্তু হরগোবিন্দ তাঁহার বৈচিত্র্য-

ব্যাপ্তি অনেকগুলি তারিখ গণনা সম্বন্ধেও এই ভ্রম দূষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুঁবি আলোচনা করিলে দেখা যায়, হরগোবিন্দের মৃত্যু-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট আছে ;—যেথা যায়, তাঁহার মৃত্যুকাল যথাক্রমে, ১৬০৭, ১৬০৮ এবং ১৬০৯ খ্রষ্টাব্দে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে যেসকল বর্ণনাই থাকুক না কেন,—সবলেই একটি মারামতি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মোসান ফানী বলেন,—তিনি ১৬৪০ খ্রষ্টাব্দে হরগোবিন্দকে জীবিত দেখিয়াছিলেন ; ('Dabistan', ii. 281) কিন্তু ঐ সকল বিবরণে, তাঁহার মৃত্যুকাল কিছু পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দেশবাসীদিগের গণমাণ, হরগোবিন্দের জন্মকাল ১৬৫২ সম্বতের প্রথমভাগে নির্দিষ্ট হয় : ১৫৯৫ খ্রষ্টাব্দের মধ্যভাগের সহিত ইহা এক।

* See the 'Dabistan', ii. 276, 277. ('দেবীহান', দ্বিতীয় পুস্তক, ২৭৬, ২৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) মোসান ফানী নিজেই এই প্রসঙ্গের মুসলমান বন্ধু। এই গল্পে জানা যায়, শিখগণ মুসলমান-বন্ধুকে সত্য সত্যই আত্মীয়-প্রিয় বলিয়া মনে করিত। যে সময়ের

মর জীবন প্রকৃত কথা বিস্মৃত হন নাই। শিখগণের দৃঢ়
বিশ্বাস,—মানকের আত্মা পরবর্তী জগৎবিভক্ত প্রত্যেক জন্মের আত্ম-
মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অনুপ্রাণিত এবং নতুন শক্তি প্রদান
করিয়া থাকেন। * নিম্ন শিষ্যগণের এই বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের
অন্ত, হরগোবিন্দ সাধারণতঃ আপনাকে নামক নামেই অভিহিত করিতেন।
হরগোবিন্দ দশনি দিক্তান খতদর জনিতেন, এবং যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ
করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সেই সময়ের প্রচলিত মতগুলিই গ্রহণ
করেন। তাঁহার মতে,—ঈশ্বর অতিতীর্থ, বিশ্বসংসার ইন্দ্রজালময় ;—সার-
সংগ্রহীণ বাহ্যাকৃতি মাত্র। এইরূপে তিনি অধিকতর নাস্তিক-মত গ্রহণ
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; এবং এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকেই ঈশ্বরের প্রতী-
কৃতি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তবে এইরূপ চিন্তা তাঁহার মনে অধিক
দিন স্থান পায় নাই, অথবা তাঁহার ক্ষতর তাহাতে মগ্ন হয় নাই। একদিন
একটা ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন যে,—‘যদি
বিশ্ব-নামসার এবং ঈশ্বর একই, তাহা হইলে, অনুরে যে পদাঙ্ক চরিত্র
বেড়াইতেছে, তুচ্ছ হইয়াও তিনি ঐ পদ্যের তুল্য।’ ব্রাহ্মণের এই ভৎসনা-
বাক্যে বীর মহিমা হরগোবিন্দ কেবল একটু হাসিয়াছিলেন। † তিনি
জ্ঞাতিভেদ,—বিবেক এবং বুদ্ধি আমাদের একমাত্র পরিচালক। একব্যক্তি

কথা কলা হইতেছে, তখন সাজেহাম বাদসাহ ছিলেন। ‘দেখা-
হানের’ অনিষ্ট ৫৩ বকসী মধ্যস্থিত অংশে জাহাজীরের পরিবর্তে
সাজেহামের বিষয়ই বর্ণিত রহিয়াছে। ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে জাহাজীরের মৃত্যু
হয়। হরগোবিন্দের সহিত মোসান কবীর পরিচয়, জন্মের জীবনের
শেষভাগে অথবা ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দের পর হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

* Compare the ‘Dabistan’, ii, 281.

† Compare the ‘Dabistan’, ii, 277, 279, 280.

প্রচার করে যে,—ভ্রাতার সহিত গুরুর বিবাহ ঈশ্বর-নিষিদ্ধ । তৎ-
সময়ে গুরুর বাছা মত, সেই ব্যক্তির প্রতি গুরুর উত্তর হইতেই তাহা
উপলব্ধ হইতে পারে । তিনি বলেন,—যদি পরমেশ্বর কর্তৃক ইহা নিষিদ্ধ
হয়, তাহা হইলে এই গায়েত কার্য সম্পন্ন করা মানবের পক্ষে সুকঠিন ।
হরগোবিন্দ পৌত্তলিক ধর্ম্মে দৃঢ়া করিতেন ;—সময়ে সময়ে তিনি নানক-
প্রবর্তিত প্রীতিপ্রদ উপদেশসমূহও পরিচয় করিতেন । তাঁহান এই
প্রকার ব্যবহার, নিয়মিত আখ্যান হইতে বিচ্যুত করা বাইতে পারে ;—
একদা তাঁহার একজন শিষ্য একটা প্রতিমার নানিকা তত্ত্ব করিয়াছিল ।
মিকটবস্ত্রী খাসন-কর্ত্তৃণ গুরুর নিকট সেই শিষ্যের নামে অভিযোগ
করেন । শিখ-শিষ্য গুরু-সমীপে আহত হয় । গুরুর নিকট উপস্থিত
হইয়া, অপরাধী দোষ অবীকার করে ; ব্যঙ্গভক্তি সহকারে বলে,
—“যদি ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে
পারেন, তাহা হইলে সে দোষচার্য প্রাণদান করিতে প্রস্তুত আছে ।”
রাজা বলিলেন,—“বে নির্দোষ ! ঈশ্বর কিরূপে কথা বলিবেন ?” রাজার
এই কথায় শিখ উত্তর করিল,—“একদা পাষ্ট্রই দুখা গেল, কে নির্দোষ !
ঈশ্বর যদি মিছে আশ্বর্য্যকা করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে কিরূপে
তিনি তোমার উপকার করিবেন,—কিরূপে তিনি তোমাকে শত্রুহন্ত হইতে
পরিচয় করিবেন ?” †

হরগোবিন্দের দ্ব্যেষ্ঠ পুত্র গুরুদাস, বিশেষ খ্যাতি-প্রাপ্তি লাভ
করিয়াছিলেন ; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পূর্বে তিনি মৃত্যুমুখে পাতত হন ।
তাঁহার দুইটা পুত্র ছিল ; তন্মধ্যে একজন শিখধর্ম্মের গুরুপদে

* 'The 'Dabistan', ii, 280.

† 'The 'Dabistan,' ii. 276.

যদিও এইমতটিকে * এই নবজিহ্বিত গুরু, হর রায়, কিছুকাল
কীর্ত্তিপুত্রের নাম করেন। তিনি যখন কালুরের রাজাকে
অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার বিজ্ঞে সৈন্য সমাবেশ

* গুরুদাস বা গুরুদিত্ত সপক্ষে অনেক অজ্ঞাত বিষয় 'দেবীহানে'
বর্ণিত হইয়াছে। (See "Dabistan." ii 281, 282) তাঁহার মৃত্যু
এখনও অতি মেহ-সহকারে বর্ণিত হয়। তাঁহার শারীরিক সামর্থ্য
ও নৈপুণ্য বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। শতরু-তীরে
কীর্ত্তিপুত্র নামক স্থানে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র,—এক্ষণে উহা শিখদিগের
একটি ভীষণতম। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি গল্প আছে; এই গল্পে
স্মৃতিঃ হুয়া। হার, শিখ-সম্প্রদায় অমৌলিক ক্রমভাব ভাব করিয়া
সাধারণের ভক্তি ও প্রভাব পূজা হইতে হুয়া যোব করিতেন।
গুরুদিত্ত একটি দরিদ্র ব্যক্তির স্তব-স্তুতিতে বিচলিত হইয়া, সেই
ব্যক্তির একটি মৃত গাভীর প্রাণদান করেন। এইরূপ কাহিনী লোকের
প্রত্যক্ষদর্শন হইতে পুত্রের চেতন দেখিয়া, গুরুদিত্তের পিতা
কুপিত হইয়াছিলেন। গুরুদাস তাহাতে বলিয়াছিলেন, "একটি জীবন
ঈশ্বরের প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি যখন সেই জীবনটী রক্ষা করিয়া-
ছেন, তখন তিনি তাঁহার মিনের জীবন প্রদান করিবেন।" এই
কথা বলিয়া, গুরুদিত্ত ভূমিতে শয়ন করিয়া জীবন পরিত্যাগ করেন।
হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র অতুল রায় সম্বন্ধেও ঐরূপ একটি গল্প
প্রচলিত আছে। শুনা যায়, তিনি অনেক শোকাতুরা বিষকার মৃত-
পুত্রের জীবনদান করেন। তাঁহার পিতাও তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া
বলিয়াছিলেন,—গুরুদাস পুত্র ও পবিত্রতার ক্রমতা প্রকাশ করিলে।
সেই কথাকে কেহ কেহ শিখ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গুরুদিত্ত
যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা বলিয়াই ঐ যুক্তি প্রাণত্যাগ করেন।

করেন, পূর্ব-বাসস্থান পরিভ্রমণ করিয়া পূর্বাভিমুখে সীরমুর জেলার
বাস করাই তখন প্রথম বসিয়া মনে করিয়াছিলেন *। শেষোক্ত স্থানে
তিনি কিছুকাল শান্তিতে বাস করেন। এই সময়ে ভারত-সাম্রাজ্য গাইরা
দার-সেকো এবং তাঁহার জাতিদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়।
দারার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই বিবাদে যোগদান করার, গুরু হর রামের
শাস্তি ভঙ্গ হইল। কেন যে তিনি দারার সহিত যোগদান করিয়া-
ছিলেন, তাহার কোন স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। বুদ্ধে দারার পরাস্ত
হইলেন, — তাঁহার সাহায্যকারী সেন্যগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অসহযোগ
করিল। হর রাম, আপন ছোটে পুত্রকে লামোন-ধরুণ প্রদান করিতে
স্বাধ্য হইলেন। হররামের পুত্র বাদসাহ-এ নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে নীচুই মৃতদান করেন। তদা যার,
কৃষ্ণ-নীতিজ্ঞ আওরঙ্গজেবের এইকণ অঙ্গুষ্ঠে হররামের মনে দীর্ঘ
উদ্বেগ হইয়াছিল †। হর রামের জীবন-গীতা নীচুই দুরাইরা আসিল।

অন্যতমের তাঁহার সমাধি হয়; সেই স্থান এক্ষণে শিখদিগের একটী
পবিত্র তীর্থ স্থান।

গুরুদিগের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম বীরমল। জলন্ধর দোরাবের
কান্ডারপুর নামক স্থানে বীরমলের বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছে ‡।

* See 'Dabistan', ii, 282. যে স্থানের আভাস দেওয়া হইয়াছে,
তাঁহার নাম "টাকশাল" বা "টাংসাল" হইতে পারে। আশাণার উক্ত
ইংরাজদিগের বর্তমান প্রধান আড্ডা কাশোলা নিকট উহা অবস্থিত।

মোলান ফারী বিখ্যাত গ্রন্থে শিখ-ইতিহাসের এই অংশ পর্য্যন্ত
বর্ণিত আছে।

† কেবল ঘোষীর বিরুদ্ধে উপর নির্ভর করিয়াই, দারার প্রতি
ভরম এই পরশ্বাতিচার বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। দারার ব্যক্তিগত

১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মানবসীমা সম্বরণ করিলেন।* তাঁহার ধর্ম-শাসন অভিযান দীর্ঘ এবং দৃঢ় ছিল; যদিও তিনি কঠোরতা অবলম্বন করেন নাই, তথাপি তিনি সাধারণের বিশেষ ভ্রমার ও তত্ত্বের পাত্র ছিলেন। গুরু অমৃতগুহীত সঙ্গীদিগের বংশধর “ভাই” অথবা ভাত-সম্প্রদায়ের অনেকেই বরষায়ের কোন না-কোন প্রিয় ও ব্যাক্তমানা শিষ্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত। শিখদিগের অন্যান্য যে শাখা সম্প্রদায়গুলি প্রচলিত আচার-পদ্ধতি অপেক্ষা অবিকতর শুদ্ধ

কথাও বর্ণনোক্তি আলোচনা করিয়া দেখিলে, উহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

* প্রসিদ্ধ লেখকগণ সকলেই হর রায়ের মৃত্যুকাল-সম্বন্ধে এক-মতাবলম্বী। কিন্তু একটী বিবরণে তাহার মৃত্যু-বৎসর ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেহ বলেন, গুরু ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; কেহ বলেন,—১৬২১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

† ইহাদের মধ্যে লর্ড লেকের দলভুক্ত কাইখাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা “ভাই জাগট” বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ওয়াশিংটন-অবর্তমানে সম্প্রতি সরকারে বাজেরাথ হওয়ার ইংরাজ-প্রবর্তিত প্রথার কার্য-করণে এই বংশের কিছু গৌরব-হানি হইয়াছে। শত্ৰু এবং বম্বারার মধ্যবর্তী “বাগীজান” নামক স্থানের সম্রাট “ভাই”গণের পূর্বপুরুষ বরষ-সিং, হর রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন।

পূর্বপুরুষ গুরুর অমৃতচর বা সহচর হউন আর না হউন, আজকাল বিশেষ পুণ্যধান শিখ-যোগিদ্বয়েই সচরাচর “ভাই” উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন। অত্র পক্ষ “কৌ” ও “দোবী”গণ তাহাদের আতীর নামেই সম্বোধিত; এই নামেই তাহারা অত্যন্ত সম্প্রদায় বহির্ভে তাহাদের শাসন রক্ষা করিয়া আছে। “দোবী”গণ—“বখা” বা “মিজা” নামে উক্ত

নিরমালী অনুসরণ করিয়া থাকে, সেই সন্তানসন্ততিও গুরু এই শাস্তিপূর্ণ ধর্মশাসন ও আশানা-সময়ে পঠিত হইয়াছিল। *

হর রায়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম রায়; কনিষ্ঠের নাম হরকিশণ। হর রায়ের মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স, ১৫ বৎসর; কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স, ছয় বৎসর মাত্র। রাম রায় দানী-পর্জিত ছিলেন; সুতরাং হর রায় মৃত্যুকালে, তাহার কনিষ্ঠ পুত্রকেই শিখদিগের গুরুপদে নিৰ্বাচন করিয়া যান। ফলে, দুই পুত্রের মধ্যে গুরুত্ব বিবাদ উপস্থিত হওয়ার, বাসসাহের উপর সে বিষয়ের মীমাংসার ভার অর্পিত হয়। কোমও কোমও বিবরণে বর্ণিত আছে, আওরঙ্গজেব শিখদিগের গুরু মনোনীত করিবার অশীমতায় হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু প্রচলিত গুরু উদ্ভিগত হইয়াছে, একইরূপে একই ধর্মের পরিচ্ছদে সম্মিলিত কতকগুলি রমণীর মধ্য হইতে এই শিশু বৈরপ

হয়। অস্ত্রত্ব “সোদী” গণ সৌখিন এবং রামদাসের প্রতিমিত্ররূপে পরিচিত হইয়া অস্ত্রারপূর্বক গুরু-উপাধি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে।

* এই সন্তান-সমষ্টির মধ্যে “হুট-হুটী” অথবা “হুটরা-সাহী” গণই বিশেষ এমিক ও উল্লেখ-যোগ্য। ‘হুটরা’ নামক একজন ব্রাহ্মণ তাহারের প্রতিষ্ঠাতা। তাহারের দুর্গ প্রাচীরের নিম্নে তাহারের একটি “হান-ডেরা” বা আবাস-স্থান আছে। (Compare Wilson, “As Res”, xvii, ৪৩৬). তাহারের নাম অথবা নিৰ্বাচন সাধারণতঃ পরিচিত-হয়ক। কাড় নামক হর রায়ের আর একজন শিষ্য, অজিত-আতীত পণ্ড-ব্যবসারী; কাড় নিজে ‘ভাই পিতা’ নাম গ্রহণ করিয়াছিল, অথবা উপাধিবিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অসকে মনে করেন, এই ব্যক্তি ‘উদাসী’দিগের প্রকৃত স্থাপনকর্তা।

কিনয়কারিতা-সহকারে বাদশাহের বেগমকে বাহিয়া বাহিয় করিয়াছিল, অতঃপর বাদশাহ অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন ; তিনি যোশনা করিয়া দিয়াছিলেন,—শুরুপদে হরকিবংশের স্বত্বই অবধারিত। তদনুসারে হরকিবংশই শিখদিগের নেতা। এক শুরু-পদে বসিত হন। কিন্তু এই শিখ কথুগুরু দিল্লী পরিত্যাপ করিবার পূর্বে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া, ১৬৬০ খ্রষ্টাব্দে ঐ নগরেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন। *

তদা বায়, হরকিবংশের জীকন-দীপ বধন নির্মাণিত হইয়া আসিতে-ছিল, তখন তিনি ইন্ডিয়া-সহকারে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পরবর্তী শিখ-শুরু বিপাশা নদী-তীরে গণ্ডোয়ালের নিকটবর্তী ‘বাকলা’ গ্রামে লুট হইবে। এই গ্রামে হরগোবিন্দের বহু আত্মীয়-স্বজন বাস করিত। তাঁহার পুত্র, ভেগ বাহাহুর, বহুকাল দেশ-পর্যটনের পর পক্ষার তীরবর্তী পটিনায় কিছুকাল বাস করেন। এই সময় তিনি ‘বাকলা’ গ্রামে বাস করিতেছিলেন। রাম রায় শুরু-পদের দাবী করিতেছিলেন ; কিন্তু তখনও তিনি ব্রহ্ম-দল সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সুতরাং ভেগ বাহাহুবই সর্বসম্মতিক্রমে শিখদিগের শুরু-পদে বসিত হইলেন ; মহা সমারোহে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তদা বায়, তিনি পিতৃ-তরবারি ধারণে অকুপন্থক ছিলেন ; তাঁহার কাষ্ঠকলাপেও তাঁহার প্রতি অনেকের সম্মেহ হয়, সুতরাং রামরায়ের বৃত্ততা ও প্রতারণার আতি অসমকালের মধ্যেই

* Compare Malcolm, ‘Sketch’ p. 38, and Forster, ‘Travels’, i, 290 :—(ম্যালকমের ‘স্কetch’ ৩৮ পৃঃ এবং ফোর্স্টারের ‘ট্রাবেলস্’ প্রথম পুস্তকের ২৯০ পৃষ্ঠা মিলাইয়া দেখ)। একটা দেশীয় বিবরণে হয় কিবংশের মৃত্যু ১৬৬৬ খ্রষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু ১৬৬৪ খ্রষ্টাব্দই তাঁহার সর্ব-সম্মত প্রথম মৃত্যুকাল। ১৬৬৬ খ্রষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

তাহার জীবন ও প্রভু বিপদকালে জড়িত হইল। * প্রভারক এবং শান্তি-ভঙ্গকারী, প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, তিনি দিল্লিতে আবৃত হইলেন। জয়পুরের রাজা তাহার প্রতিবাদ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। এই রাজপুত তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বাদ-ভাবদ করিয়া দিলেন; বলিয়াছিলেন,—এইরূপ ঘোষিপুরুষগণের পক্ষে রাজত-পদের অভিলাষ অপেক্ষা তীর্থ-পর্যটনই বরং শ্রেয়স্কর; তাহী বসুন্ধা আক্রমণ কালে রাজা গুরুকে সঙ্গে লইবেন। † ডেগ বাহাদুর রাজার সহিত

* Compare Malcolm, 'Sketch', P. 38, and Forster, 'Travels', i, 299, and Browne's 'India Tracts' ii, 3. 4. মৌল্য হস্তলিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই, ডেগ বাহাদুরের পিতৃ-উত্তরাধিকার-গ্রহণে অসম্মতির বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই বিবরণে আরও একটা পল আছে যে, তিনি এইরূপে প্রেরিত লোক কবিরার পুর্বে যে একটা বিশেষ কাৰ্য সম্পন্ন করেন, তাহারই ফলে তিনি গুরু-পদে বসিত হন। মুহূন সাহ নামক একজন শিবা "আকাল" গ্রামের মধ্য দিয়া গমনকালে, ধর্মগুরুকে কিছু পুষ্পোপহার প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি উপহার দাবী করার মুহূন সাহকে রূপ হস্তবুজি হইয়া যান। তাহার উপহারের মূল্য সর্বশুদ্ধ ৫২৫ টাকা। কেবল মুহূনই ঐ উপহারের মূল্য অবশ্যত ছিলেন। মুহূন সাহ তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক টাকা করিয়া দিতে সক্ষম করিলেন :—মনে করিলেন, যে ব্যক্তি সর্বশেষ উপহার গ্রহণ করিবে, তাহাকেই আন্ত-উপলব্ধি দ্বারা গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ডেগ বাহাদুর অবশিষ্ট-গুলি দাবী করার, তিনি গুরুপদে বসিত হইয়াছিলেন,—ইত্যাদি।

* বরটার এক ম্যালকম উভয়েই এতদেবীর বিবরণ অনুসরণ করিয়াছেন। যে রাজা ডেগ বাহাদুরের আশ্রয়লা করিয়াছিলেন, এবং

পূর্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় কিছুকাল পাটনাতে বাস করেন। ইতিহাসজ্ঞ জর্জ পণ্ডিত বলেন, অতঃপর আসামের শাসনকর্তাদিগের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ-সজ্জা হয়, তাহাতে জয়লাভ করিবার আভিলাষী হইয়া ডেঙ্গবাহাদুর পুনরায় শিখ-সৈন্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে ধ্যানমগ্ন হন। শুনা যায়, কামরূপের রাজার মনে বিবাহ প্রসারিয়া, ডেঙ্গ বাহাদুর রাজাকে স্বধর্মের নীকিত করিয়াছিলেন। *

ডেঙ্গ বাহাদুর বাঁহার সহিত বন্ধুত্বে যুক্ত হইয়া গমন করেন,—তাহাকে জয়সিং নামে অভিহিত করিয়াছেন। একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে দেখা যায়,—বীর-সিং—এই রূপান্তরিত নাম। টড ('Rajasthan,' ii. 355) বলেন, জয়সিংহের পুত্র রামসিং প্রথম আসামে গমন করেন; কিন্তু তাঁহার কার্যের কোন বিবরণ তিনি প্রদান করেন নাই। আজকাল যেমন শিখগণ রণজিত সিংহের সৈন্য বলিয়া পরিচয় দেন; সেইরূপ বহুপূর্বের মৃত একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির বর্তমানকালে জীবিত থাকার পরিচয় প্রদান করা—ভারতবর্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পিতা "মির্জা রাজার" সূচ্যাদি চতুর্দিকে বিস্তৃত হওয়ার, রামসিংহের নাম যে কতকটা লোপ হইয়াছিল,—তাঁহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে সমসাময়িক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ মুহাম্মদ জয়সিং, এবং পণ্ডিতগণের প্রতিপালক রাজা জয়সিং,—এই দুইটা নাম পরস্পর মিশাইয়া, শিখ ঐতিহাসিকগণ মোহনযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ বিষয়ে ম্যালকম (Malcolm, "Sketch", p. 37.) সম্ভবতঃ কনুটস্ট্রের ('Travels', i. 299, 300) অনুকরণ করিয়াছেন। ম্যালকম বলেন,—এই সময়ে ডেঙ্গ বাহাদুর দুই বৎসরের অল্প কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন।

* হস্তলিখিত 'জয়সিংহী' নামক সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুসারে, ডেঙ্গ বাহাদুর জীবনের গোবাক্ত কাহিন্য এইটী লিখিত হইয়াছে।

কিছুকাল পরে ডেন বাহাহুর পুনরায় পত্নাবে কিরিয়া আসেন ; শতক্র-নদী-তীরে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন । এই স্থান এক্ষণে “মাধোয়ান” নামে অভিহিত ; তাঁহার পিতৃ-অতি-প্রিয় মনোরম বাস-স্থান কীরিতপুরের সন্নিকটে ইহা অবস্থিত ; এখানে আমিয়াও কিন্তু তিনি রামরায়ের বৈরিতা ও প্রভুত্বের হাত এড়াইতে পারিলেন না । শিখদিগের প্রচলিত, বর্ণনার আনা যায়,—এই ধার্মিক-প্রবর নির্দোষ ধর্মোপদেশটাকে আর একবার বাদসাহ-সমীপে অভিব্যক্ত হইতে হইয়াছিল । ডেনবাহাহুর যে পিতৃ-পলাতক অনুসরণে কৃত্তিব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তাহা বলাই বহুলা । কিছুকাল পরে ডেনবাহাহুর শতক্র এবং হাঙ্গীর মধ্যবর্তী যুদ্ধ-প্রক্ষেপে আপন গুপ্ত বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন । সে সময় লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা শিখদিগের ও আপনায় জীবিকা নির্বাহ করিতেন ।* কাজে কাজেই এক হিসাবে তিনি লোকের নিকট পরিচিত হইয়া পড়েন । বিবস্তৃত্তে আনা যায়, আদম হাফিজ নামক একজন মুসলমান দম্পত্যদ্বয়সহ ডেন বাহাহুর স্নিগ্ধতা স্থাপন করেন । তাঁহার ঐ মুসলমান বন্ধু, ধনী মুসলমানদিগের নিকট হইতে কয় সংগ্রহ করিতেন ; ডেনবাহাহুরও এক্ষণে অবস্থাপন হিন্দুদিগের উপর কয় ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । উইরা উত্তরেই পলাতক অপরাধীদিগকে আশ্রয়-সহকারে আশ্রয় প্রদান করিতেন ।

* সৈর-উল-মুতাকেরীর লেখক (Seir-ool-Mutakhereen, i. 112, 113) ডেন বাহাহুরের এই দস্যু বৃত্তি-এবং বিরোধ-মুচক কার্য কলাপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । হস্তলিখিত সাধারণ পুথি-গুলিতেও এইরূপ অভিযোগের বিষয় বর্ণিত আছে ; কিন্তু তাহাদের সত্যতা সন্দেহ সন্দেহ আছে । কালুরের রাজাকে মাধোয়ানের মুখ্যপ্রশাসক ১০০ পাউন্ড টাকা প্রদান করেন ।

কিছুকাল মধ্যেই তাঁহাদের প্রাণ ও আধিপত্য বিস্তৃত হইল; দেশের উন্নতি পক্ষে উৎসাহ বিশেষ অনুরাগ হইয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর উৎসাহের বিরুদ্ধে বাদশাহ একদল সৈন্য-প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ডেপসাহাবুর ও তাঁহার মুগলমান-বন্ধু পরাজিত এবং বন্দী হইলেন। বাদশাহ সেই মুগলমান কবিরকে নির্বাসিত করেন; কিন্তু শিখ-গুরু ভোগ বাহাদুরকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

দিল্লীতে বাইবার সময় ডেপসাহাবুর তাঁহার পুত্রকে আহ্বান করেন। হরনাবিশ্বর তরবারি দ্বারা পুত্রকে ভূষিত করিয়া, তাঁহাকেই শিখদিগের গুরু-পদে অভিষিক্ত করিয়া বান। বাদশাহকে তিনি তাঁহার পুত্রকে কহিলেন,—বিপক্ষগণ তাঁহাকে বধ করিতে লইয়া বাইতেছে; তাঁহার মৃতদেহ যেন হুকুরের ডাকদ্বার না হয়। পরিশেষে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার উপযোগিতা বুঝাইয়া, পুত্রের প্রতি তিনি আদেশ করিলেন,—“প্রতিশোধ এবং প্রতিহিংসাই পুত্রের একমাত্র কৰ্ত্তব্য কার্য।” এই প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত আছে যে,—ডেপসাহাবুর বাদশাহের নিকট উপনীত হইলে, কতকটা অবমাননা ও অবিবাহের সহিত বাদশাহ তাঁহার ধর্মের ঐক্যবিকৃত প্রমাণ-কয়ে-অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ডেপসাহাবুর উত্তর দেন,—“হুকুরের উপাসনাই একমাত্র কার্য।” তথাপি তিনি আর একটি কার্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি একটি মন্ত্র লিখিয়া দিলেন; জানাই-লেন,—যাহার গলার চতুর্দিকে ঐ মন্ত্র বাধা থাকিবে, তরবারির আঘাতে তাহার গলা বিচ্ছিন্ন হইবে না। অতঃপর তিনি আগলার গলার চতুর্দিকে উহা বাধিয়া হত্যাকারীর সমক্ষে মস্তক অবলম্বন করিলেন। কিন্তু মস্তকটির একই আঘাতে মস্তক ছিন্ন হইল; হুসংবাদসাহুর বিচারপতি একজন কবিরকে সকলেই আশ্চর্য্যভিত্ত হইলেন। পরিশেষে দেখা গেল,—“কবিরের এই কথাও মিথ্যে লিখিত নহিবে—‘শিখ দিয়া, মায় কেই দিয়া’;

আমার মন্তক বিগাছি ; কিন্তু গুরুত্ব কিছুই প্রদান কারি নাই । ফলতঃ, তাঁহার জীবন নষ্ট হইল ; কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত নবশক্তি এবং শিষ্যজ্ঞান সংসারে বিদ্যমান রহিল, অমৃত্যু এবং ইন্দ্রজাল-প্রিয় প্রতির উপা-
ধান এইরূপ । তবে তেরমাহাহুর যে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণে নিহত
হল, এক ব্রহ্ম-প্রকৃতি কৃষ্ণচরাক্ষর আত্মসংকল্পে যে দিল্লীর রাজ-
শেখ সর্বসময়ে তাঁহার মৃতদেহের প্রতি অবদাননা প্রদর্শন করেন,—
তদ্বশে কোন সন্দেহ নাই । *

তেরমাহাহুর তাঁহার পিতার প্রায় নব্বই অথবা পনেরো ছোট উপাধি
ছিলেন না । তিনি কষ্টসহিষ্ণু ও রক্ত-প্রকৃতি ছিলেন । বাল্যে, তাঁহার
দুষ্টভেদে, নান্যেত শিষ্যগণ সাহসী, রণকুশল ও ধর্মনিষ্ঠ আচরণে
পরিণত হইয়াছিল । পিতার তত্ত্বাবধির প্রতি তিনি অপরিসীম ভক্তি
প্রদর্শন করিতেন ; শিষ্যগণকে তিনি অগ্রদ্বারী প্রতিনিধি আদেশ প্রতি-
পালন করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন । তাঁহার একবিধ ব্যবহারে
সম্মত হইত হয়, তিনি ধর্মযাজকের শক্তি অপেক্ষা রাজশক্তি প্রেক্ষিতর মনে
করিতেন । ফলতঃ, এই সময় হইতেই শিখ-গুরুগণ তাঁহাদের শক্তির
পর্যায়োচ্চা করিতে আরম্ভ করেন ; অনুচরগণও গুরুদিগকেই “মাজা
পাদিসাহ”—অর্থাৎ “বর্ষাধ রাজা”, বলিয়া তাঁহাদের আত্মানুবর্তী হইতে
প্রবৃত্ত হয় । ফলতঃ, শিষ্যগণ বুঝিয়াছিল, গুরুগণই বর্ষাধ রাজা ; কারণ,
তাঁহারা অস্ত্রসাহায্যে রাজ্যশাসন করেন না ; তাঁহার জ্ঞান-শক্তিতে

* তেরমাহাহুর যে প্রতি নৃসংস্কারে ও নীচতাবে নিহত হইয়া-
ছিলেন, তৎসময়ে সকল দিবসই একমতাবলম্বী । ১৬৭৫ খৃষ্টা-
ব্দে শেষ ভাগে, (কেহ কেহ বলেন, “মাসের” মাসে) তাঁহার মৃত্যু
হয় । এই পর্বনাই অধিক সভা বলিয়া অনুমান হয় । তাঁহার জন্ম
বৎসর কোথাও ১৬১২ এবং কোথাও ১৬২১ খৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

শাসন বণ্ড পরিচালনা করেন; তাঁহার্য ধর্মগণ-প্রদর্শক এবং মুক্তি-
দাতা। অপরাপর রাজগণ কেবলমাত্র সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপ তত্ত্বাব-
ধান করিয়া থাকেন। শিখাদিগের এইরূপ বাক্য সকল অবস্থাতেই
উপযোজী। এই বাক্যের গুঢ় কার্যকারিতার যোগল-বানসাহস্রণ হতবুদ্ধি
হইরাছিলেন; তাঁহাদের মানসিক শক্তি অনেকটা হ্রাস হইরাছিল।
একজন বিচক্ষণ মুসলমান গ্রন্থকার উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে,
ডেগ বাহাদুর বহু সহস্র সৈন্তের নায়ক হইয়া রাজশক্তি প্রাপ্তির
আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন; *

ডেগ বাহাদুর যখন রাজ-বণ্ড দণ্ডিত হইয়া নিহত হইরাছিলেন,
তখন তাঁহার পুত্র গোবিন্দের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। সত্য ও
কর্তব্যানুরোধে প্রাণদাতা গুরুব শেষ উপদেশ ও তয়াবহ মত্ৰা, গোবি-

* বাহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি শৈর-উল-মুতাহেরীনের (Seir-
ool Mutaheeren, i. 112) গ্রন্থকর্তা সৈয়দ গোলাম হোসেন।

ব্রাউন-টোহার 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট' (Browne India, Tracts ii. 2,3)
নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,—ডেগ বাহাদুরের “বর্ষাষ রাজ উপাধি”
ধারণ করেন; পরন্তু তাঁহার বংশ-সম্বাদ্য এবং দরীয়া-হুক “বাহাদুর”
পদবী গ্রহণে বাৎসাহ ক্ষুদ্র হন। তাঁহাকে হত্যা করার ভ্রম আঁওরক-
জোবের হৃদ-সঙ্কলের এই সকলই কারণ। বক্ষ্যমাণ বর্ণনানুসারে, গুরু
অলৌকিক শক্তি বড় ভূণা করিতেন। “সাত্চা পাদসাহ” শব্দ সম্বন্ধে
এই অধ্যায়ের শেষ অংশ লেখ্য।

শিখ তত্ত্বাবি গ্রহণে ডেগ বাহাদুরের অনমতি, এবং আপন বহুশের
পুণ্য বিধে তাহার আদেশ প্রচার, অর্থাৎ তাঁহার বহুশের-বারীর
স্বাক্ষরকর্তা হওয়ার অঙ্গুষ্ঠা,—এই সমস্ত বিষয় যেন-প্রচলিত বিবরণের
সত্যতার উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিত হইয়াছে।



শুভ গোবিন্দ সিংহ

দেব মনে গভীর ও স্থায়ীরূপে অভিমত হইয়া রহিল। পিতার প্রাণদণ্ড এবং বন্দনের শোচনীয় অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, তিনি মুসলমানদিগের চিরন্তন শত্রু হইয়া উঠিলেন ; বিধাতা হিন্দুদিগকে একটি অভিনব বিজীগিসু জাতিতে পরিণত করিবার মহৎ কল্পনার অনুপ্রাণিত হইলেন। গোবিন্দের তখন অতি শৈশবাবস্থা ; অধিকন্তু তাঁহার অনুচরদিগের প্রতি বাদসাহ সন্দেহ করিতেন : শিখদিগের মধ্যেও এমন অনেক দল ছিল ; তাহারা ভেদ বাহাদুরের পুত্রের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কয়েকটা অনুরক্ত শিষ্যের ঐকান্তিকতায় মৃত গুরুর ছিন্ন দেহ পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার, গোবিন্দ পিতার অস্ফোটি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন ; এইরূপে মৃত-আত্মার সম্রাতি এবং তাঁহার আত্মীয়গণের সামাজিক কাণ্ড সমাহিত হয়।* গোবিন্দ কিছুকাল যমুনার উত্তর পার্শ্ববর্তী নিম্ন-পার্শ্ব-প্রদেশে বাইরা নিভৃত্তে বাস করেন। সেখানে কতক বৎসর কেবল ব্যায় ও বল-শুক্ল শিকারে ব্যাপ্ত হন। তিনি গাবস্ত-ভাষা শিখা করেন এবং যে সকল গ্রন্থে জাতীয় মাংসাদ্য বর্ণিত আছে, তাৎসমুদায় মনোভাওয়ার সন্নিভ করিয়া রাখেন।†

* অপবিত্র রূপিত মেঘের জাতীয় কড়কগুলি ব্যক্তি, ভেদ বাহাদুরের বিকিপ্ত দেহ দিল্লী হইতে আনয়নের জন্য প্রেরিত হয়। মুকুন সা নামক যে ব্যক্তি মৃত গুরুকে গুরু বলিয়া প্রথম সন্মোদন করিয়াছিল, কড়কটা তাহারই চেঁচায়, শিষ্যগণ গুরুর মৃত-দেহ আনয়ন করিতে সর্ব্ব্ব হইয়া ছিল।

† গোবিন্দের প্রথম বয়সে নির্জন-বাস এবং কার্য-কলাপ সম্বন্ধে সকল সময়েই একরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু ফরেষ্টারের (Forster, "Travels", I. 301) "গুরুদেব" বর্ণনা পাঠে জানা যায় যেবৎসর

আর বিশ বৎসর কাল গোবিন্দ এই অজ্ঞাতবাসে কলকাতন করিয়াছিলেন।* বৌদন-কালেই তাঁহার ভাবী মহত্বের লক্ষণ দর্শন করিয়া নানকের শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার সহিত যোগদান করিল। তিনি এক্ষণে শিখদিগের গুরু ও নেতৃপদে বসিত হইলেন। রাম রায়ের শিষ্যগণ তাহাদের গুরুকে উপেক্ষা করিয়া, এক বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী সম্প্রদায়ে পরিণত হওয়ায়, রাম রায়ের কমতা হ্রাস হইল। চতু-পার্শ্ববাসী নরপতিগণ গুরুর আধাও উপলব্ধি করিতে লাগিলেন; তাঁহারা বুঝিলেন,—গুরুর কোন উচ্চাভিলাষ নাই; তৎসম্বন্ধে তাঁহারা আশঙ্ক্যও কোন কারণ দেখিলেন না। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় এবং আশ্রয়ভ্রমের নির্ভর ব্যবহার, গোবিন্দের মনে চিরদিন আগুরুক ছিল। বিবিধ শাস্ত্রাণ্যয়নে ও ঈশ্বর-চিন্তায় গোবিন্দের মানসিক

গোবিন্দ পার্চনার নীত হন, সেখানে কিছুকাল বাস করিয়া পরে তিনি ত্রীনগরের পার্কতা-প্রদেশে প্রস্থান করেন।

* ইংরেজ অথবা ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ কেহই প্রকৃত সমর নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই। তারিখ ও ঘটনাবলী তুলনা করিলে দেখা যায়,—১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ অথবা পঁয়ত্রিশ বৎসর ব্যতীত না হওয়া পর্যন্ত, গোবিন্দ ধর্মগুরু-রূপে নতুন কার্য গ্রহণ করেন নাই। ম্যালকম একজন শিখ-প্রত্নকারের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। (Malcolm, "Sketch, p. 186. note) এই শিখ প্রত্নকারের মণনার ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দের ধর্মসংস্থার আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সকল মত বশুণকালে, গোবিন্দের কতকগুলি বাক্য অথবা তাঁহার হস্তলিপি উদ্ধৃত করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গোবিন্দ বৌদন ভারতবর্ষের দক্ষিণ-প্রদেশে গমন করেন, তখন হইতে তাঁহার মত-সংস্থার আরম্ভ হইয়াছে।

বৃদ্ধিগুলি সমুদ্রত হইরাছিল; বহুদর্শিতায় তাঁহার বিচারশক্তি পরি-
 ক্ষুণ্ণ হইরাছিল। গোবিন্দ এক্ষণে পিতার অপমৃত্যুর ও অকেনের
 অনিষ্টের জন্য ঐতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায় করিলেন।
 নবশক্তি ধরে তাঁহার উত্তেজনা বৃদ্ধি হইল; আপন শিষ্যানিদের পুনরায়
 এক নতুন গ্রাম সন্ধানের জন্য বহুপরিকল্প হইলেন। নানক-প্রদর্শিত
 সর্ব-সমুদ্র ধর্মশিক্ষার নতুন সংস্কার-সাধন করিয়া, তাহাতে অধিকতর
 সঠিক ও উদ্ভেদ-সাধনোপযোগী শক্তি-সঞ্চার করিতে সক্ষম করিলেন।
 প্রথম-শক্তি-সম্পন্ন সম্রাজ্য-মধ্যে বাস করিয়াও তিনি সেই
 সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধনে ক্রতসক্ষম হইলেন। সামাজিক অবনতি ও
 ধর্মবিষয়ক কুসংস্কার প্রভৃতির মধ্যেও তিনি আচার-পদ্ধতির সরলতা,
 উদ্ভেদের অভিন্নতা এবং দুর্দমনীয় চিন্তাশক্তিতে সৃষ্টি করিলেন। *

* প্রচলিত বিবরণে গোবিন্দের পিতামহের সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দেখা
 যায়, গোবিন্দের বিষয়েও সেইরূপ স্থান দায়,—পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ
 কামনায়ই তিনি প্রধানতঃ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে
 প্রবৃত্ত হইরাছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ অত্যন্ত কারণেও এইরূপ হুঁসাহ-
 মিক কার্যে প্রবৃত্ত হন। সে কারণাবলী যে ভায়সবৃত্ত, তাহা অব্যাহত
 করা কোন মতেই উচিত নহে। তিনি উৎকট জীবাংসা-পরবশ হইয়া
 তাঁহার এই মহৎ উদ্ভেদ সফল করিতে বহুপর হইরাছিলেন। বস্তুতঃ
 অবশ্য উৎপীড়িত হইলে, এইরূপ বনোভাব সকলেরই অগিয়া থাকে।
 পূর্বে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যেমন ঐতিহিংসা-বৃত্তি প্রবল ছিল;
 এক্ষণে ভারতবর্ষেও সেই ভাব সর্ব-সামান্যরূপে মনে আধিক্যক। এমন
 কি, একজন প্রকট-ঘটনোদ্ভূতগামী, “হেডমেন” দ্বারা ঐতিহিংসা-বৃত্তির
 চরিতার্থ হেতু কোন কর্মসম্পাদনা করিয়া, এই আবেগে তাহার নির্দোষতা

গোবিন্দ, বলবীৰ্য্যে অহিতীয়া, শাস্ত্রাধিক গঠনে অতুলনীয়
 এক উৎসাহে অটল ছিলেন। তাঁহাকে অবিবেচক উদ্বেগ-
 বিহীন, প্রত্যেক অথবা আত্মপ্রবন্ধক মনে করা ভ্রম-মূলক।
 তিনি জাবিয়া দেখিলেন, • মানবের মানসিক দৃতিসমূহ কোন
 নব্য কাৰ্য্যসাধনোপযোগী করিয়া গঠন করা হইতে পারে। বহুকাল-
 সম্ভ্রাত কু-সংস্কার ও কু-বীতিসমূহ দেখিয়া তিনি চাকিত ও সম্ভ্রান্ত হই-
 লেন; যে অত্যাচার অবিচারে তাঁহার জীবন বিপদ-জালে অড়িত
 হইয়াছিল ওজস্ব তিনি ত্রুণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস হইল,
 মানবের সামান্যিক ইচ্ছা-শক্তি উদ্গুদ্ধ করিতে, অত্র এক শুদ্ধ
 আবির্ভাব আবশ্যক। প্রাচীন কালের বীর-শুরুযদিগের বীরোচিত
 কাৰ্য্যকসপের স্মৃতি, গোবিন্দের মনোমধ্যে আগ্রহক ছিল। স্বীয়
 কল্মশ-শক্তি-প্রভাবে সংসারে উপদেশ দিবার জন্ত, গোবিন্দ পর্যায়ক্রমে
 ঐশ্বরিক বিধি-বাবস্থাগুলি পর্যালোচনা করিলেন। ভাষ্যচক্র সংক্ষে-
 প্তমাণ করিয়াছেন। নব্বয় মানবরূপে এ বিষয়ে তাঁহার নিজের সহায়-
 ভূতি এখনও সংসারে বর্তমান,—

প্রিয়, পথ-প্রদর্শক! তুমি কবতার!

তাই কহি, প্রতিশোধ নাই কি ভগতে?

নৃশংস জীবন হত্যা শিহরে স্কন্ধ!

যে লাঞ্ছন, অপমান, সহিল সে জন,

প্রতিশোধ নাই কি তাহার? নও নাই,—

কলঙ্ক-কলুষ-পূৰ্ব্ব যের পাশাচারে?

মকিল সে,—নীলবে চলিয়া গেল হার।

অরিলে অদৃষ্ট জার বিদরে পরাণ।

"Dante, Hell, xxix,—Cary's Translation."

তাহারও কু-সংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাস ছিল। একখানি প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, পৌরাণিক রাজবংশ হইতে গোবিন্দ আপন বংশ গণনা করিয়াছেন। * তিনি তাহার পূর্ব-পুরুষগণের বংশাবলি ও ঈশ্বরাত্মত্বের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিছেন,—তাহাদের এই পুত্র-অনুষ্ঠানের জন্যই জনদীর্ঘর তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—“তাহার বিমুক্ত আত্মা ঈশ্বর-সন্নিধানে পরম সুখ উপভোগ করিতেছিলেন,—তিনি ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাহার আত্মা একবার্তি যুদ্ধেরে বলিছেন,—ঈশ্বরের প্রিয় দূতরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন; তিনি নানকের হৃদয়ভিত্তিক হইবেন;—একটী প্রাণী-যেমন অজ্ঞাতে তাহার ভেজ বা শিখা গ্রহণ করে, সেইরূপে নানকের আত্মা ও ভক্তের গুণ আলোক মালার গোবিন্দের আত্মাও আলোকিত হইবে; গোবিন্দ নানকের ভোজ্যবর্ষের অধিকারী হইবেন।†

* “বিচিত্র নাটক” অথবা “বৈচিত্রময় গম”—“দশম পাহসাকা গ্রন্থ” অর্থাৎ “দশম রাজ্য গ্রন্থ” নামক পুস্তকের একটী অংশ মাত্র। এছাড়া তাহারই বিষয় বলা হইল।

† রোমের “সিথিজরী বালসারের” দ্বারা সঙ্গকে ‘ভারজিল’ বলা বলিয়াছেন, এখানে তাহার সহিত ভারতবর্ষের এই ধর্ম সংস্কারকের বর্ণ-বিবরণ গ্রন্থের তুলনা করিয়া দেখা কর্তব্য :—

এমন প্রজাপাশী সেই যে ‘সিয়ার’।

সঙ্গের প্রতীকার প্রভুত এখন।

পৃথিবীর যে যাতনা—নাহি সহ আর।

শক্তির যন্ত্রিণে সূচ্য যুদ্ধে আনিবন।

—Enied, vi.

পাঠকগণ এই বিষয়ে নিশ্চয়, অভিযুক্তও দগ্ধ করিবেন। বর্ণনিত গোবিন্দ বিটলের সেই ভাষায় বিশেষ উল্লিখিত বিবরণ করিয়াছিলেন;—

সকলের দুর্ব্যবহারের প্রতিফল দিবার জন্য কিরূপে বৈজ্ঞান্য প্রেরিত
হয় ;—কিরূপে পরবর্তী দেবতান্য,—শিব-স্বাক্ষা-বিক্র-মুক্তি ধারণ করিয়া
আপনার প্রোথিত পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন ;—সে সকলই তিনি বিদিত
করিতেন । বিরূপ কিরূপে জিহ্বা জিহ্বা সন্তানদের হৃদি করিয়াছিলেন ;—
কিরূপে দেবকলাপ ও বাসানন্দ জিহ্বা জিহ্বা কর্তৃনীতি প্রবর্তন করেন ;—
আপন কর্তৃ-প্রচারকালে মহান কিরূপে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ করিয়া-
ছিলেন ;—তাহা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন । এসমস্ত গোবিন্দ আরও
হজল,—তাহারা সকলেই আপনাপন কু-সংসার প্রবর্তিত করিয়া পৃথিবীকে
পালতারাভ্রাত করিয়াছেন ;—জনসাধারণ তাহারই অনুসরণ করিয়া বিপদ-
প্ৰায়ী হইয়াছে । সেই সমুদায় কু-প্রচার উচ্ছেদ সাধন করিয়া বিতন্ম
কর হৃদয়ের অন্তরে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ;—পুণ্য প্রচার করিয়া

“অপূর্ণ প্রার্থনা তার,
নীরব বীণার তার,
স্বপ্ন বন্ধির এবং নীরবতার ।
সাহিত্য সহ্যের ডেহ,
না আছে মতলব কেহ,
আপন বসিতে তথা কেহ নাহি রয় ।”
আপনা আপনি কেন,
বীতহৃদি করিলেন,—
“বিবাহ আমার প্রতি কহ হৃদয় ।
যদি সে আমার তার,
যারকে তার করি,
করি আমার মোর সৌন্দর্য-বর্জন ।”

পান-ধাওয়ের নিষিদ্ধই নামকন্যে ধারণ করিয়াছেন। গোবিন্দ
বলিলেন,—যদিও তিনি খ্রেষ্ট পন্থে গ্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি অপরের
ভায় তিনিও একজন সামান্য মানব;—ঐশ্বরের একজন আজ্ঞাধারী
ভৃত্য;—হাট-কোশলের অভ্যুচ্চৈর্ধ্য কার্যবলীর একজন পরিদর্শক
মাত্র। যে কেহ তাঁহাকে ঐশ্বর-বস্ত্রণ কল্পনা করিয়া অর্জুনা করিবে,
সেই ব্যক্তি আবহমানকাল মল্লকের চিরায়িতে বদ্ধ হইবে। তিনি প্রচার
করিলেন,—হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির শিকা, রীতি-নীতি,—সকলই
তাঁহার পক্ষে অনুশরণীয়; কোরণ পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা
নিম্নারোক্তন; সেবমুক্তি-সেবক অথবা মৃত-ব্যক্তির উপাসক, কেহই
কখন পরম ধর্মীর মূখ লাভ করিতে পারে না। ‘ধর্মগ্রন্থ’ পাঠে,
ঐশ্বর-প্রভিকৃতি উপাসনায়, কিংবা সামাজিক আচার-পদ্ধতির বর্জনে
অনুমোদন ঐশ্বর-সান্নিধ্য লাভ হয় না;—বিনয়ী ও অকপট হইলেই
ঐশ্বর ও মুক্তি উভয়ই লাভ করা যায়। *

গোবিন্দ ধর্ম-প্রচারের এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।
গোবিন্দের শিষ্যগণ তাহা হইতে তাঁহার ধর্ম-মতে বহুপন্থকের ইঙ্গি
করিয়াছিল; তাঁহার ধর্মীর কল্পনায় সহিত নামাক্রম পার্শ্ব চিত্তাক্রম
সমাবেশ করিয়াছিল। কথিত হয়,—গোবিন্দ “মাইনা” নামক
পর্বতের অভ্যুচ্চ শৃঙ্গে গমন করিয়া তথাকার দেবো-বন্দিরে কঠোর
তপস্ভাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি দেবীকে ভিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—
পুরাকালে বীরপ্রেষ্ট অর্জুন একটা বাণ দ্বারা কি উপায়ে সমস্ত
লোকসমূহকে ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উত্তরে গোবিন্দ
জ্ঞাপিতে পারেন যে, একমাত্র আরাধনা ও অহিংসাত্মক দ্বারাই সেই কল্যাণ

* “বিভিন্ন মতে” হইতে ম্যালকম একটা অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন;
এখানে তাহাই উদ্ধৃত। (Malcolm, ‘Sketch,’ p 173 &c)

শান্ত করা যায়। গোবিন্দ বাগানদী হইতে অনেক বর্ষ-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেন। তখন যার,—পর অগ্নতের কার্যেও এই ব্রাহ্মণের অশেষ ক্রমতা ছিল। গোবিন্দ সেই ব্রাহ্মণের নিকট পুস্তকসমূহ-সুতরাং বেদাধ্যয়ন করেন। এক্ষণে গোবিন্দ এক তরবার উৎসব-কার্য সম্পাদনে প্রস্তুত হইলেন; গোবিন্দ শিষ্যমণ্ডলকে আহ্বান করিলেন; সকলকেই সেই দুঃসাহসিক কার্যে যোগদান করিতে বলিলেন। তিনি সর্ব-সম্মত সেই ঐশ্বর্যজিকের সমস্ত গুণ একে একে পরীক্ষা করিলেন। বহু পরিশ্রম সহকারে “হোমের” ক্ষুদ্র এক প্রকাণ্ড ‘দেবী’ নিশ্চিত হইল। ব্রাহ্মণ গোবিন্দকে বলিলেন,—অস্ত্র-শস্ত্রে হুসজ্জিত হইয়া দেবী ছাত্ররূপে গোবিন্দকে লক্ষ্য করিলেন; গোবিন্দ নির্ভয়ে অটল অচল ভাবে ও ভক্তি সহকারে দেবীকে অর্চনা করিলেন;—এক দেবীর নিকট বহু-প্রার্থী হইলেন। কিন্তু, গুরু ভয়ে অভিভূত হইলেন; আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তরবারি বাড়াইয়া ধরিলেন;—বোধ হইল, গুরু যেন তদ্বারা সেই তরবারী মূর্তিকে অভিবাধন করিলেন। সেই দেবী-মূর্তি তাঁহাকে অভিবাধন-গ্রহণ ব্যাপদেশে, তরবারি লক্ষ্য করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে জীবন অগ্নি-শিখা মধ্যে একখানি বর্নার অস্ত্র,—একখানি সৌহ-কুর্মা—বৃষ্ট হইল। তখন প্রচারিত হইল,—দেবীর এসকল ও আহুতুল্যের ইহাই নিদর্শন। কিন্তু গুরু সন্তুষ্ট ও জীত হওয়ার, বস্ত্র পরিত্যাগ হইয়াছে। এক্ষণে বর্ষ-প্রচারে অসম্মত করিতে হইবে, হর,—গোবিন্দ নিজে প্রার্থনা করিলেন; না হর,—তাঁহার শ্রিতজন কোন ব্যক্তির জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। তখন গুরু বিশেষ হুমকি দিইলেন; লোক হাসিয়া বলিলেন,—এই পৃথিবীতে এখনও অনেক কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে; এখনও তিনি নিজের সন্তপ্ত আত্মার তুষ্টি-বিধান করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি সন্তানরূপে প্রতি ইচ্ছা করিলেন।

কিন্তু মার্চ-মহে অথবা হওয়ার, গোবিন্দের স্ত্রী সম্ভবতঃকে নইয়া পলায়ন করিলেন ; গোবিন্দের বাসনা পূর্ণ হইল না। তখন তাহার পঁচিশ জন শিষ্য-শিষ্যা অগ্রসর হইয়া আশ্রমের জন্ত আত্মহ আকাশ করিল ; তাহাদের মধ্য হইতে গোবিন্দ একজনকে মনোনীত করিলেন ; অতঃপর আশ্রমেরী হইয়া গেল । *

অতঃপর গোবিন্দ পুনরায় শিষ্যাদিনকে একত্রিত করিলেন। সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর নিকট আপন দেহ-পরিগ্রহের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন ; এক নূতন ধর্ম প্রচারিত হইল। গোবিন্দ বলিলেন,—অতঃপর একমাত্র “খালসা” বা মুক্ত ব্যক্তিরই + আধিপত্য করিবে ; একাগ্র-চিত্তে ও তত্ত্বের সহিত ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইবে ; কিন্তু কেহই সর্বশক্তি-

* এই উপাখ্যান তিন তিন প্রাে বিভিন্নরূপে বর্ণিত আছে ; ম্যাল-কমের বর্ণনা একরূপ (Malcolm, 'Sketch', p 53. note) ; আবার ম্যাকগ্রেগরের শিখ-ইতিহাসের বর্ণনা অন্তরূপ। ('Macgregor's History of the Sikhs', i. 71) কথিত হয়, গোবিন্দ এক সময়ে বিশেষ নিজাভিকৃত হন ; নিজাবহার তিনি বড়ই ধর্মশালিনী দেবী-স্তুতি বিবরণ একটা স্বপ্ন দেখিতে পান। সম্ভবতঃ, গোবিন্দের সেই স্বপ্ন-বিবরণ পরেই বর্তমান ঘটনার বর্ণনা বিবরণ আনিতে পারা যায় ; সেই ঘটনাই, বোধ হয়, এই উপাখ্যানের ভিত্তিরূপ। শুনা যায়,—১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। (Malcolm, 'Sketch' p. 86)

+ “খালসা” বা “খালিসা” শব্দ আরবী শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার দুঃপঙিত অর্থ,—পবিত্র, বিশেষ, মুক্ত ইত্যাদি। এই শব্দে সাধারণতঃ করণ ও মিত্ররাজ্য হইতে পৃথক-সংজ্ঞক স্বাধীন রাজ্য অর্থবা রাজ্য বুঝায় ; “খালসা” শব্দে গোবিন্দের রাজ্য নির্দেশিত হয়,—অথবা, শিবজাতি ঈশ্বরানুগ্রহীত,—ইহাই বুঝায়।

সামের কোন প্রদান বা সংযুক্তির উপাসনা করিবে না; তাহাতে কেবলমাত্র প্রতি অসমানতা প্রদর্শন করা হয়। একমাত্র বিশ্বাস ও ভক্তিভেদই অসমতার "খালসা"র (মন্ত্রদ্বারা-কৃত শিবদিগের) নিকট একটি হইলেন। গোবিন্দ প্রচার করিলেন,—সকলেই সমান; উচ্চ-নীচ সকলেই তুল্য; জাতি-ভেদ ভুলিতে হইবে; পৃথিবীতে ছোটবড় কিছুই নাই। * শিবদেব সকলেই তাঁহার নিকট "পহাণ" বা স্বয়ং প্রকাশ করিয়া শ্রুতন অর্থ লাভিত হইবে।† চারি জাতি একত্র মিলিত হইবে, এবং একই ভোজনপাত্রে আহার করিবে। "চুর্ক"দ্বিগুণে বিনাশ করিতে হইবে। সিদ্ধ-পুরুষদিগের কবর পদদলিত করিবে। হিন্দুদিগের অস্ত্র-পদ্ধতি পরিহার্য; তাঁহাদিগের পবিত্র দেব-মন্দির এবং নগরনী-সমূহ পরিত্যক্ত হইবে। ব্রাহ্মণদিগের বাজ্যেণবীত ছিন্ন করিতে

* "সাহেব নামে," অর্থাৎ গোবিন্দের নীকনীতে এই বিদ্যে বর্ণিত হইয়াছে; ইহা প্রবৃত্ত অসম্পূর্ণ হয় নাই। শুধু বলিয়াছিলেন,—“যে ব্যক্তি গুরুকে দেখিতে ইচ্ছা করে, সে “খালসাতেই” তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। কেহ কেহ বলেন, বোধ হয় শুধুই এ কথা বলিয়াছিলেন।

অনেকে এই তুলনার আপত্তি করেন। পবিত্রতা লাভের এইরূপ চেষ্টা সর্বদা অনেকের মত-বিরোধ দেখা যায়। কিন্তু এ হলো, তাঁহাদের প্রতিক্রিয়া দেখা কর্তব্য যে—আবিলার্ড ত্রয়োদশ শতকে প্রৌঢ়িবাগের তিনটি শতকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ওয়ালিস আবার সততসিদ্ধ করিয়ালা প্রায়শো ধর্মতান্ত্রের একটি কম-পরিমাণ কিছুকের সহিত ঐশ্বর্যের তুলনা করিয়াছেন। 'Boyle's Dictionary', art "Abelard")

† "পহাণ" ("পাহাণ",—একটি উচ্চারিত হয়) অর্থ সাধুজীবন জীবনব্যাপী শ্রম-সমন্বিত; ইহা হইতেই শিব-না ব্রহ্মবৎ বুঝায়। এই শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দের উৎপত্তির মূল।

হইবে; একমাত্র “হাঙ্গসার” আশ্রয় গ্রহণ করিলেই মুক্তিলাভ হইবে।
 ধর্ম ও ভক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। “কীর্তিত নাম” “হুঙ্গনাম”,
 ‘কর্ননাম’, ‘কর্ননাম’,—আতি ব্যবসায় ও সংসার-ভ্রাম, বিবাস ও
 আচার-পদ্ধতি পরিত্যাগ;—ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র হইবে। গোবিন্দ
 বলিলেন,—“এইরূপে কাঁচা কর; তোমরা সমগ্র জগতের অবীচর হইবে।
 কহসংখ্যক অস্ত্রের ও ব্রাহ্মণের ইহাতে আপত্তি করিল; কিন্তু নীচ
 জাতীর শিষ্যবর্গ বিশেষ আনন্দিত হইল। তাহারা গোবিন্দকে তাহাদের
 আত্মসমর্পণ ও সেবার বিষয় শ্রবণ করাইয়া দিল। পবিত্র সন্নিধি অলাপ্যে
 জ্ঞান করিতে এবং অমৃতনের মন্দিরে ঈশ্বরোপাসনা করিতে তাঁহার
 অনুমতি প্রার্থনা করিল। কিন্তু ভবিষ্যে বি-জাতী যেরূপ আপত্তি করিলেন;
 অসংখ্যক ভক্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু গোবিন্দ স্পর্ধা-
 সহকারে কহিলেন,—অতঃপর নীচ ব্যক্তিগণ উন্নীত হইবে, এবং
 তাঁহার পরবর্তী স্থান অধিকার করিবে।† অনন্তর গোবিন্দ একটী

* মূল গ্রন্থে কেবল ভাবতুং দেওয়া আছে। সাধারণতঃ, কোন কোন
 স্থলে আবার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মূল, কথায় কথায় মিলাইয়া উদ্ধৃত
 হইয়াছে। (Compare also ‘Malcolm, Sketch’ p. 148, 151)

† পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে “চুড়া” বা “সেখর” জাতীর কতকগুলি
 লোক দিল্লী হইতে ডেন বাহাদুরের বৃত্তবন্দে আসিয়াছিলেন।
 (See ante P. 141) পঞ্চমের সেই স্থানিত আতির অসংখ্যক শিখ-ধর্ম
 গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা সাধারণতঃ “রাংগেশ্বর” শিখ নামে অভিহিত
 হয়। দিল্লীর চারিদিকে যে সকল দ্রাক্ষপুট মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়া-
 ছিল,—“রাংগেশ্বর” নাম তাহাদের উপাধি এইরূপে প্রযুক্ত হয়। “রাংগেশ্বর”
 দ্রাক্ষপুট সাধারণতঃ এই নামে পরিচিত। “রাংগ” নামে মুসলমান
 ব্রাহ্মণ। মুসলমান এই উপাধি “রাংগ” (অর্থাৎ পরিষ্কার ব্যক্তি) নাম হইতে

পায়ে জল ঢালিয়া বহু-দূরার অথবা দেবী-সংস্পর্শ-পবিত্র তরবারি
 ধরা সেই জল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সেই সময় সহসা তাঁহার
 স্ত্রী পঞ্চবিধ মিরাস-পূর্ণ-পাত্র হস্তে লইয়া সেই স্থান দিয়া চলিয়া
 গেলেন। তখন গোবিন্দ সানন্দে বলিলেন,—ইহাই শুভ লক্ষণ।
 এই সময়ে স্রীলোকের আগমন শুভলক্ষণ-জ্ঞাপক। ইহাতে “খালসার”
 বহুসংখ্যক সহান-সন্ততি বৃক্ষপত্রের দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার
 সম্ভাবনা। তখন এই জলের সাহিত্য তিনি মিশ্রিত করিয়া গোবিন্দ তাহার

মিশ্রণ। “রাংগ্রেখহা” শব্দ “রাঙ্গুর” শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয় ;
 কিন্তু সাধারণতঃ বেক্রম বৃক্ষা দ্বারা, “রাঙ্গুর” ইহা “রাঙ্গ” (বর্ণ) শব্দ হইতে
 মিশ্রণ নহে। “রাংগ্রেখহা” শব্দগণ কখন কখন “মাংগা” অথবা
 মুসলমান-বর্জ্যবলগী বলিয়া অভিহিত হয়। ভিন্ন ধর্মে লীকিত মুসলমান-
 গণ এই নামে পরিচিত ; ভারতবর্ষের মেঘনগাভী বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণ
 তখন মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

হিন্দুধর্মকে নতুন ধর্মে লীকিত করিবার কল্পনা এসময়ে কবিত
 আছে,—গোবিন্দ বলিয়াছিলেন, কি করিয়া গৃহকে পদদলিত করিতে হয়,
 চতুর্দৈ পক্ষীকে তাহা তিনি শিক্ষা দিবেন। [এখানে ম্যালকমের
 “মারসংগ্রহ”, ৭৪ পৃষ্ঠা (Malcolm : ‘Sketch’, p. 74) উদ্ধৃত্য ;
 ম্যালকম বলিয়াছেন,—আওরঙ্গজেবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ
 এ কথা বলিয়াছিলেন। এখানে আবার মত-ভিন্নতা দেখা যায়। বিভিন্ন
 ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।
 তাহাদের মতে, গোবিন্দই এই বাণ্য প্রয়োগ করেন ; কিন্তু কাহার
 উদ্দেশ্যে গোবিন্দ এ কথা বলিয়াছিলেন, তাৎসম্যে কেহই সঠিক
 নথী প্রদান করিতে পারেন নাই। সকলেই এ বিষয়ে স্বতন্ত্র
 মতাবলম্বী।

কতকংশ পাঁচ জন ধর্ম-বিধাসী শিখের গারে ছিটাইয়া দিলেন। শিখধর্মের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, একজন কবির এবং তিনজন শূত্র ছিল। তিনি তাহাদিগকে “সিং বা সিংহ” নামে সম্বোধন করিলেন; তাহারা ‘বাগসা’ নামে অভিহিত হইল। গোবিন্দ নিজে শিখধর্মের নিকট ‘পাহল’ গ্রহণ করিয়া গোবিন্দ সিং বা সিংহ নামে পরিচিত হইলেন। তখন গোবিন্দ বলিলেন—অতঃপর যখনই পাঁচজন শিখ এক স্থানে সমবেত হইবে, তখনই তিনি তথায় উপনীত হইবেন। *

* কথিত হয়,—এই নব-দীক্ষিত ব্রাহ্মণ, কাঞ্চিনাভ্যের একজন অধিবাসী। কবিরী—পঞ্জাবের। শূত্রের মধ্যে প্রথমটি খিওয়ার (কুহার) জাতীয়; অপরটি তাঁহার বাসস্থান। দ্বিতীয়টি হস্তিনাপুরের একজন জাঠ; এবং তৃতীয়টি একজন “চিপা” অর্থাৎ বয়স্কক; তাঁহার বাসস্থান গুজরাটের দারকা নগরে।

গোবিন্দ প্রচার করেন,—পাঁচ জন শিখ মিলিত হইলে, একটী ধর্মসমাজ গঠিত হইবে; অথবা পাঁচজন শিখ সমবেত হইলে, সেখানে নিশ্চয়ই গুরু উপস্থিত থাকিবেন; সে সময়ে গুরু-কৃপা বর্ধমান থাকিবে;—সত্যতা নির্ধারণ ম্যালকমের মায়-সংগ্রহের ১৮৬ পৃষ্ঠা ত্রুটি। (Malcolm, ‘Sketch’, p. 186),

বস্তুতঃ “গোবিন্দ” শব্দ “রাগ শব্দের একটী কৌমিক উপাধি অথবা কমিত নাম মাত্র। এই উপাধি হিন্দুগণ সচরাচর গ্রহণ করিয়া থাকেন। রবিশূন্য বাক্যবাচনের মধ্যে ‘রাও’ উপাধি প্রচলিত; ‘রাও’ শব্দ,—এই ‘রাগ’ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। সর্বসামাজিক-ব্যক্তিক সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার, গুরু এবং তাঁহার শিষ্যগণের “সিং বা সিংহ” উপাধি গ্রহণ করেন; এইরূপে অপভ্রংশ সংগ্রহ হইতে তাঁহাদের বাক্যের রক্ষিত হইল। সাধারণ কথায় “সিংহ” শব্দে “সিংহ” বুঝায়। কিন্তু আনুষ্ঠানিক

গোবিন্দ এইরূপে আতি-ভেদ লোপ করিলেন। * শিষ্যগণের
কুসংস্কার ও ভ্রম-বিশ্বাস দূর হইল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন,—
অমূল্য লোকের অতঃপাশ্চাৎ করা এবং তাহাদের জ্ঞান-পিপাসা

স্বাক্ষরে ইহার অর্থ—“মোক্ষ” বা “মূর্ত্তি”। রাজপুত্রদিগের মধ্যে এই
আজ্ঞা-ব্যতীক ও ওপবাচক নাম সচরাচর বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া
থাকে। এক্ষণে ইহা গোবিন্দের শিষ্যগণের অপরিহার্য উপাধি স্বরূপ
ব্যবহৃত হইতে লাগিল। মুসলমানদিগের “বা” উপাধিতে সম্বন্ধজ্ঞাত বুঝা
যায়। শিষ্যদিগের এই “সিং” উপাধিও প্রচলিত-ব্যতীক। শিষ্যগণ সাধারণতঃ
যেমন তাহারিগণের পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দকে বিশেষ নামে অভিহিত করে;
শিষ্যসম্মেলনও সেইরূপ বর্ণজিৎ সিংহের বিবর বলিদার সময় “সিং সাহেব”
উপাধি প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই শব্দ ইংরাজী “জার কিং” (রাজা
মহাশয়) অথবা “জার নাইট” (নাইট মহাশয়) উপাধির জার আর
উচ্চাৰণভঙ্গক। কোন শিষ্যকে সম্মান-সূচক নামে ডাকিতে হইলে,
অপরিচিত ব্যক্তিসম্মেলন “সিংজী” শব্দ প্রয়োগ করে।

* হরগোবিন্দ প্রকৃত পক্ষে কোন বিধিগত নিয়ম প্রণয়ন করেন নাই;
তিনি সমস্ত-ভাবে আত্মভেদ রহিত করিয়াছিলেন। শিবজাতি এখনও
যে মংশ-সত্যতা অবলম্বন করিয়া আছে;—এ বিষয়েও তথ্য আগতি
প্রদান করা বাইতে পারে। শিষ্যসম্মেলন কেহই করেন নাই, ব্রাহ্মণ ও
শূদ্র পরস্পর বিবাহ-সূত্র আবদ্ধ হইবে। প্রত্যেক এক সঙ্গে বসিয়া একই
বস্তু আহার করিবে,—গুরুগণ তাহাও কখনও করেন নাই। বলাভ,
উপহারই যে এই আতিভেদ নামের বীজ বপন করিয়াছিলেন, এবং সেই
বীজই যে পরিণামে অকুরিত হইয়া পুত্র-পুণ্ড-কল পরিণোদিত মহা-ব্রহ্ম-
পরিণত হইয়াছিল, অবিকর কোন সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত উক্ত্যত অংশ
হইতে তাহা স্পষ্টই সপ্রমাণিত হইবে। এখানে যেন রাখা উচিত,—

পরিচালিত করা আবশ্যিক ; শিখদিগকে একতা-মত্রে বন্ধন করা প্রয়োজন । এই একতার বলে, বাহাতে দুর্বল ব্যক্তিও নবজীবনের নব-প্রজব উপলব্ধি করিতে পারে, এবং ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরও দ্বিগুণ উৎসাহে উগ্ৰসঙ্গার

শিখসংস্কার একমাত্র ধর্মবিষয়ক একতা-বন্ধন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতাই অনেকাংশে প্রেরণ জ্ঞান করিতেন ;—

“জাতিভেদ চিত্তা মনে হান দিও না ; বিসয়ী ও মদ্র হও, বৃত্তিগত করিয়ে”—নানক, সারঙ্গ রাগ ।

“ঐক্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবেন না, তুমি কোন বংশসত্ত্ব, অথবা তুমি কোন জাতীয় ? তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করিবেন,—কি কাজ করিয়াছ ?”—নানক,—প্রভাতী রাগিনী ।

উচ্চবংশজাত যদি হয় নীচাশয় ।

তাঁহার আদেশ করু পাণ্ডুর নয় ।

দুর্গতি অশুভ যদি পূণ্যবান হয় ।

পাদপীঠ হয়ে তাঁর নামক সেবয় ।

“নানক, সারঙ্গ রাগ ।”

ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন হয় যেই জন ।

ধর্ম-মানে বরদীয়ে সেই সে ব্রাহ্মণ ।

কহয়ে ব্রাহ্মণ গবে আছে চারি জাতি ।

সবে স্নিত হয় এক ব্রহ্মার সত্ত্বি ।

“উদার রাগ,—উদার ।”

“যে ব্যক্তি সর্বদা একাগ্রচিত্তে ঐক্যকে জীবিত থাকে, যে সর্বদা জয় হইয়া তাঁহার উপাসনা করে—সে করিয়াই হউক, আর ব্রাহ্মণই হউক, মুন্ডাই হউক, আর বেতাই হউক,—শিখই ব্যক্তি সন্তুষ্ট করিয়ে ।”—নানক, কিশোর রাগ ।

হুত হয়,—তাহার উপায়-বিধান করাই তাহার প্রথম কর্তব্য। গোবিন্দ বলিলেন,—তাহার শিষ্যগণ সকলে একই মত্রে দীক্ষিত হইবে : পাঁচজন প্রধান শিষ্য হোমজল প্রক্ষেপ দ্বারা এই দীক্ষা-কার্য সম্পন্ন করিবে : *

চারি আতি এক আতি হইবে নিশ্চয় ।

তোড়ি সকলে শুক্ল আছরে বধায় ॥

“গোবিন্দ, রহিত নামে” (এই মধ্যে উল্লেখ্য নহে) ।

Compare Malcolm. Sketch, p. 45 note (মালকমের স্মার-সংগ্রহ, ৪৫ পৃষ্ঠায় নোট অন্তর্ভুক্ত) । এখানে গোবিন্দের সম্বন্ধে একটা বিষয় বর্ণিত আছে । গোবিন্দ বলিয়াছিলেন,—হিন্দুদিগের “পানহুপায়ির” চারিটা উপাদান সূচাক্রমে চর্কিত হইলে, যেমন একটা বর্ষ ফুটিয়া বাহির হয় ; সেইরূপ যখন চারিটা আতি সূচাক্রমে মিশিয়া দাইবে, তখন একটা আতি গঠিত হইবে ।

বস্তুতঃ শিখগণ সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে প্রসাদ (ইতর তাহার,— পরসাদ), অথবা উৎসর্গীকৃত খাদ্য, ভোজন করিয়া থাকে ; ময়না, খোটা চিনি এবং কীর এক সঙ্গে মিশাইয়া এই প্রসাদ প্রস্তুত হয় । এখনও হিন্দুদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে । (See Wilson, “Asiatic Researches”, xvi. 83. note, and xvii. 239. note.)

* বিচার শক্তি পরিস্কৃত ও স্মৃতি-শক্তির বিকাশ না হইলে, শিখগণ দীক্ষা প্রাপ্ত হইত না । বতদিন তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত না হইত, ততদিন শুক্ল তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতেন না । সাত বৎসর বয়সের পূর্বে, কখন কখন বা আশাবক না হইলে, শুক্ল তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতেন না । কিন্তু এ বিষয়ে বাধাবোধ কোন নিয়ম নাই । অথবা যে প্রথাগুলিতে এই দীক্ষা-কার্য সম্পন্ন হইবে, তাহার প্রমাণ-মিত কোন বাধ-প্রক্রিয়া বিদ্যমান নহে । বিশেষ আবশ্যকীয় কথ্যকীর্য্য বস্তুে প্রমাণ

অধিত্যক স্নানকার ঈশ্বর তাহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা ; নানক ও তাঁহার পরবর্তী গুরুগণের স্তুতি শিখন অতি ভক্তিসহকারে

যায়,—অন্ততঃ পাঁচজন শিখও একত্র সমবেত হইবে। সময় সময় আর একটা ব্যবস্থা হইয়া থাকে ; তাহাদের একজনও অন্ততঃ ধর্ম-বিষয়ে খ্যাতিমান হওয়া আবশ্যিক। যে কোন পাত্রের শরীর ও জল মিশ্রিত করা হয় ; শাপিত ছোরা দ্বারা তাহা সঞ্চালিত হইয়া থাকে। সৌখ-
 নিশ্রিত যে কোন অস্ত্র দ্বারা এই কার্য সিদ্ধ হইতে পারে। যে ব্যক্তি মন্ত্রগ্রহণ করিবে, সেই ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে মন্ত্রভাবে হেটুম্বে দাঁড়াইয়া থাকে। গুরু যে মন্ত্র—যে ধর্মনীতি, উচ্চারণ করেন, দীক্ষিত ব্যক্তি পর পর তাহারই পুনরাবৃত্তি করে। পরে সেই পবিত্র জলের কতকাংশ তাহার মুখমণ্ডল ও গাত্রের প্রাক্শিত হয় ; অবশিষ্ট জল সে পান করিয়া গুরুকে সাগরে অভিষেক করে। তখন গুরু জয় হউক,—এই ধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। অতঃপর সেই ব্যক্তি সর্বসময়ে ঈশ্বরের নিকট সততা প্রকাশ করিবে, এবং শিখরূপে তাহার কর্তব্য পালন করিবে,—তাহাকে এইরূপ অঙ্গুষ্ঠা প্রদত্ত হইলে, এই প্রক্রিয়া শেষ হয়। নীচের বিশেষ নিয়ম প্রাণালীর বিস্তৃত বিবরণ ; মিল্লিবিভিত গ্রন্থ-সমূহে অষ্টম :—Forster 'Travel's i. 307 ; Malcolm Sketch' p. 182 ; and Princep's edition of Murray's Life of Runjeet Singh (p. 217) শেষোক্ত গ্রন্থে একজন ভারতীয় সফল-কর্তার কয়েকটা অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে একজন শিখের পাদোদক ব্যবহারের নিয়ম ছিল। কিন্তু বীজই সে প্রথা পরিভ্রান্ত হইয়াছিল। পদাঙ্গুলি দ্বারা একজন-
 কার্য যে নিয়ম পরে প্রচলিত হয়, সে প্রথাও এক্ষণে সোপান পাইয়াছে ;
 প্রকৃতপক্ষে প্রথা, সত্যকর্ম শিখদিগের মন্ত্র ও অঙ্গুষ্ঠার পরিচায়ক।

করা করিবে। “ভরুর জয় হটক।”—ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র ।
কিছু বর্ষপুস্তক “গ্রন্থ” ব্যতীত অল্প কোন বৃত্ত, বস্তুর প্রতি তাহারা

যে মনে ত্রাসভয়ের বৃদ্ধাসুনি ঘোত হইয়াছে, হিন্দুদিগের দিকট সেই
অলই পড়িবে। সন্তবতঃ এই ধারণাই—প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়ম উৎপত্তির
কারণ। পদ ও পদ্যসুনির পরিবর্তে গোবিন্দ উদযারি প্রবর্তিত করিয়া,
তাহার চিত্র-বিশিষ্ট দেবদত্ত লোহ-খণ্ডের স্বেচ্ছা বিধান করিয়াছেন।

সাধারণতঃ ত্রীলোকপদ যথারীতি নিখরুপে লীকিত হয় না। কিন্তু
কখন কখন তাহারা এইরূপ নিয়মের বশবর্তী হইয়া থাকে। ত্রীলোক-
কিনের লীক সময়ে, অল ও চিনি মিশ্রিত হয়; শাণিত উদযারির এক
পার্ব দ্বারা উহা সজাণিত হইয়া থাকে।

* “Transanimate” (উদ্ভরকালের জীবিত ব্যক্তিগণ) শব্দের
প্রয়োগ সন্তবতঃ আপত্তিজনক হইবে না। শিখদিগের বিবাস,—পদ্যবর্তী
এতদ্যক শিখের দেখে নানকের আত্ম অবতার গ্রহণ করেন। “বিত্তির
নাটকে” (Vichitr Natuk) গোবিন্দ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।
গোবিন্দ বলিয়াছেন,—এক প্রাণীপ যেমন অল্প প্রাণীপে রূপি বিকীরণ
করে, সেইরূপ নানকের আত্ম দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া
থাকেন।

। শিখ-আড়ির বর্ষ-সম্প্রদায়ের মূল বৃত্ত সরল ভাবায়,—“ওয়া
ভরু”। অর্থাৎ “হে ওরো”! অথবা “ভরুর জয় হটক”। কিন্তু বিশদ-
ভাবে,—তাহাদিগের মূল বৃত্ত,—“ওয়া! ভরু কি কহে”! এবং ওয়া
“ভরু কা ধাংসা”।—(ভরুর বর্ষ ও শক্তির জয় হটক; ভরুর ও
কিনের জয় হটক।—ভরুর বর্ষাবিকরণ বা রাসের মূলমন্ত্র হটক।)—
ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ বহে। কিন্তু পূর্ব-বর্তি যাহার মূলমন্ত্র “ভরুর
জয় হটক, উহা শিখদিগের অজ্ঞাত হইয়াছে। “ওরো” ও “ওরো” শব্দদ্বয়ের

ভক্তি প্রদর্শন করিয়া না। তৎপ্রতি অভিযান করায় উচিত নহে।
সময়ে সময়ে সমুদায়ের অশান্তির অবসারণ করা কর্তব্য।

মধ্যে যে গাঢ়তর নিহিত রহিয়াছে, গোবিন্দ তাহারই ব্যাপ্তি প্রতি-
পাদনের চেষ্টা করেন। এই শব্দের শিখাধিপতির অভিযানের সূত্ররূপে
নির্দিষ্ট না হইলেও, গোবিন্দ যে নীতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে
এই অভিযানের সূত্র হইয়াছে।

“আদিগ্রন্থ” বহু ঋণ ও অধ্যায় বিস্তৃত। সেই ঋণ ও অধ্যায়-
গুলির অবিকার্য সংখ্যার প্রথমেই “একো উনকর, সাথ গুরু-এসান”
প্রভৃতি বাক্য লিখিত আছে। “অধিতীয় পরমেশ্বর ও পরম-সুখী গুরু
কৃপা”—সেই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ। “দশম পাদসা কা গ্রন্থের”
কড়কগুলি অধ্যায়ের প্রথমে, “একো উনকর, ওয়া গুরুকি বত্তে” অর্থাৎ
“পরমেশ্বর অধিতীয় এবং গুরু ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্রমতা,”—এই সকল
লিখিত আছে।

“গুরু ব্রহ্মবলীর” শিখ-প্রবকার “ওয়া গুরু”! প্রভৃতি সম্বোধনের
সাধকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে মূলীভূত কারণ
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কালমিক ও অকিকিংকর বলিয়া মনে হয়,—

“ওয়াসদেও (বাহুদেব), প্রথম হুগ বা সত্যহুগের সম্বোধন।

হর হর, দ্বিতীয় বা ত্রেতাযুগের সম্বোধন;

গোবিন্দ গোবিন্দ, তৃতীয় বা দ্বাপর যুগের সম্বোধন।

নাম নাম, চতুর্থ হুগ বা কলি যুগের সম্বোধন;

ইহা হইতেই এই পঞ্চম হুগ বা নব-বিধানের “ওয়া (বাহবা)
গুরু” (Wah Goo Roo) নিস্পন্ন হইয়াছে।

“ব্রিহত্ত নামে” অর্থাৎ গোবিন্দ-বীরের নিয়মাকারে একবার
“প্রণাম” প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের বিধিই নির্দিষ্ট হইয়াছে। নিম্নলিখিত

শিখদিগের যত্ন-মুগ্ধন নিবদ্ধ। তাহারা সকলেই “শিখ” অর্থাৎ সৈন্য-সম্প্রদায় বলিয়া পরস্পরকে সম্বোধন করিবে। অল্প পদার্থসমূহের মধ্যে কেবল আত্মের প্রতি তাহারা সম্পূর্ণরূপে অনুরক্ত থাকিবে। * অতঃ-

সময়েকই গোবিন্দকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিত। তাহাদের এই কার্যের জন্য যত্ন তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। এইরূপে গোবিন্দ শিখদিগের ভাবী পৌত্তলিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

* শিখ-জাতি গোবিন্দের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিত। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থে লেখিত। কথা,—Malcolm, ‘Sketch’, ১. ৪৪, p. ১১৭ note, and p. ১৪২, note.

মূল পুস্তকে এই নিয়মের যে ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—সেই ব্যাখ্যাই প্রকৃত। ভারতবর্ষের সর্বত্রই সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের, (হাতিয়ার পাত্রের) পূজা হয়। পশ্চিম-অঞ্চলের প্রচলিত সাধু-ভাবার বলিতে গেলে, এ সকলই পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং ঈশ্বরের নামে সকলেই তাহা উৎসর্গ করিত। প্রধানতঃ ব্যবসায়ী সত্ত্বাশ্রয়দিগের মধ্যেই এই প্রথা বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রতি বৎসর একস্থানে স্বর্ণ ভূষিত করিয়া তৎসম্বন্ধে ধর্মকণ্ঠের উৎসবাদী সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহারা পুরুষাত্মকমে কোরাশিগিরি অথবা সকল-নবিনী করে। তাহারাও সেইরূপে সঙ্গীপাত্র পূজা করে। সৈনিক-বিশিষ্ট এ প্রথা অত্যন্ত দেখা যায় না; সৈন্যব্যবসায় বশ-হবার উৎসবের দিন পতাকা ও রাশিকৃত অস্ত্রশস্ত্র ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে। গোবিন্দের শিষ্যগণে তাহার শিষ্যগণ জাতি-ব্যবসায় পরিচ্যাপ্ত করিয়াছিল। তাহাদের পূর্বপুরুষগণ হলাকর্ষণ, বস্ত্র-বস্ত্র, কোরাশিগিরি, প্রভৃতি কার্যে নিরুত থাকিতেন। এক্ষণে শিখ-জাতি পূর্বপুরুষদিগের সেই সকল ব্যবসায় পরিচ্যাপ্ত করিল। গোবিন্দের শিষ্য-প্রভাবে তাহারা

‘স্বল্পে ভোগ্যস্বল্পে ধর্ম সর্বদা ভূষিত থাকিবে ; তাহার সর্বদা বৃদ্ধি নিরূপ্ত থাকিবে । সমুদ্র সময়ে প্রবৃত্ত হইয়া যে ব্যক্তি শত্রু নিধন করিতে

বুলিল,—এই পৃথিবীতে তত্ত্বাবহি ত্বাহনের একমাত্র অবলম্বন । যদ্বারা ক্ষমতা-প্রভূত লাভ হয় ; বাহার সাহায্যে নিরাপদে নিরুপদ্রবে কালব্যাপন করা যায় ; বাহাতে ঐতিহাসিক বাস্তব সংস্থান হয় ;—উৎপত্তি সমগ্রপ্রদর্শনের জ্ঞান সর্বদেশই পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায় । আত্ম-দেহ । ইংরাজদের) অদ্যে কোন নাবিক নৌ-বিক্রমের কর্মচারী বলিয়া পরিচিত হওয়া সম্ভব হইয়া মনে করেন । অল্প বিক্রমের কার্য অদ্যে নৌ-বিক্রমের কার্য ইংরাজের নিকট প্রাধান্যীয় । ভারতবর্ষে পুণ্ডরীকাদিক ব্যবসায়-প্রথা প্রচলিত থাকায়, এই ভাব উচ্চ-স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে : বর্ধন-শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা আত্মীয় পুনর্জন্মলাভ সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট নীতি-বিশেষ । কিন্তু বিবেক-শক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যায়, মনুষ্যের ঐতিহাসিক ক্রিয়-কলাপ সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে এই নীতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে ; এবং পক্ষমুখ সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় নঃ হওয়া পর্যন্ত এই নীতি অশ্রুত হইবে । যে ব্যক্তি সর্বদা বৃদ্ধ-চিন্তার নিম্ন থাকে ; যে ব্যক্তি তত্ত্বাবহি একমাত্র অবলম্বনীর মনে করে,—তাহার আত্মাই নিরুপ্ত আত্মা । মুক্ত আত্মা সর্বদাই ঐশ্বর-চিন্তার বৃত্ত থাকে ।

‘সাক্ষাৎ পাদস্যা’ বা প্রকৃতরাজা,—এই শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা দুর্কঠিন । এই শব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি একই রূপে নির্ণয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । ধর্মরাজ বা শুদ্ধ অবিলম্বের আশ্রয় উপর আশ্রয়িত করেন ; তিনি মৃত্তিক পদ-প্রদর্শক । কিন্তু ঐহিক রাজা, ইন্দ্রিয়মুগ্ধ পরিচালনার পদ-প্রদর্শক । তিনি ইন্দ্রিয়-মুগ্ধভোগ-সাদৃশ্য ও প্রবল বাসনার পরিণিত ব্যবহারের ব্যবস্থা-কন্দোবিত্ত করিয়া থাকেন ।

স্মারিত,—তাহারই জীবন সার্থক; পরজিত হইয়াও যে হত্যা হইবে না,—সেই ধর্ম; তাহাদের মহিমাই অতুলনীয়। তিনি অধর্ম-বিরোধী ছিলেন, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিলেন। বাহারা অর্থহীন অর্থের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, সেই ধর্মমূলী সম্প্রদায়কে;—তাঁহার শিতার নিম্নকক্ষে বাহারা সাহায্য করিয়াছিল, সেই রামরায়ের দলকে;—এক বাহারা তাঁহার নিজ কন্যাতা বিস্তারের অন্তরায় হইয়াছিল,—সেই মুসলমানদিগকে, গোবিন্দ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সমস্ত মুক্তি ব্যক্তিদিগকে অথবা হিন্দু-মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতেন। তৎকালে কতকগুলি অধার্মিক লোক কন্যাতার বশবর্তী হইয়া শিশু-কন্যা হত্যা করিত; গোবিন্দ সেই নৃশংসদিগের বিরুদ্ধে কণাঘাত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়া গোবিন্দ এই অথবা গ্রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্মগ্রন্থে তাহার কোন নিদর্শন নাই। *

মুসলমানদিগেরও তাহাই বিধাস। এক তাহাদের মধ্যে একতাব্যক্তক মাদিক হাকিকি শব্দ প্রচলিত আছে।

* এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে গোবিন্দের “রেহত” এবং “টীকা” নামে নামক গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে এই সমুদায় এবং অন্যান্য আরও অনেক ভেদ-ব্যক্তক অথবা দৃষ্ট হইবে।

প্রকৃত ধার্মিকের বাতাবিক প্রভেদ-ব্যক্তক অমুণ্ডিত কেশবান ও নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধানের অথবা গোবিন্দের কোন প্রতীক দৃষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন আদেশ ছিল বলিয়া মনে হয় না। যোধ হয়, প্রকৃত আচার পদ্ধতি ও ব্যবহারিক নীতি হইতে তাহারা বিবেচনা একটা নিদর্শন স্বরূপ এই প্রভেদ-ব্যক্তক বীতি গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বে এই নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান একমাত্র বিহেমারীদিগে ছিল; একজন তাহারা সার

গৌবিন্দ এক বিদ্যে অসম্মত করিয়াছিলেন; তিনি বর্ধপ্রাচ্যে
শিখধর্মের প্রভু হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহার একটা ভ্রমভর ভাব-

সে প্রথা অমিথ্যা বলিয়া মনে করে না। সম্ভবতঃ হিন্দুধর্মের প্রতি
বিকণতাচরণের কলেই এতদুভয় প্রথার সৃষ্টি হয়। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ
সন্ন্যাসিন বহু-সহকারে মন্তক মুণ্ডন করেন; ধর্মকাণ্ডে, এখন দীক্ষা-
কালে এক নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যুতে হিন্দু জাতি মন্তক-মুণ্ডন
করিয়া থাকে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেক ধার্মিক ব্যক্তি
এক সম্রাট হিন্দুগণ এখনও নীলবর্ণ ঘৃণা করেন। আজিও রাজপুত
রূপকরণ জমীতে নীল বর্ণন করে না; তাহারা এ কার্য লজ্জাতর বলিয়া
মনে করে। অস্ত্রপক্ষে, মুসলমানগণ নীলপোষাক বিশেষ পছন্দ করে।
হরত, মুসলমান-রাজত্বের সময় হইতেই নীলবর্ণের প্রতি হিন্দুদিগের
বিশেষভাব অধিরাহে। অস্ত্রাভ বর্ণনার মধ্যে কয়েক নীলবর্ণ পরিচ্ছদ
পরিবাসের বিষয়ও উল্লিখিত আছে। বাহা হটক, নামকের বিষয় উল্লেখ
কালে, 'তাই ভ্রমবাস' নামক একজন শিখ রচয়িতা বলিয়াছেন,—'বহন
আমরা মক্কার সিদ্ধাছিলান, তখন নামকের পরিচয় কয়েক ভাব
নীলবর্ণের পোষাক ছিল। সেইরূপ শিখদিগের কেহই "হুহি" রঙের
অথবা কুহুমজাতীয় পুষ্প-রসে রঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিধান করে না।
বহুদিন পর্যন্ত হিন্দুগণ এই রঙ বিশেষ ভালবাসিত। কিন্তু আজকাল
এই রঙ ক্রমে ক্রমে ককিরদিগের বিশেষ আদরের হইয়া উঠিয়াছে।

শিখজাতি ধূপান করে না; অথবা অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবন
করে না। নিবিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে এখনও তামাকের নতাই নিবিদ্ধ
হইয়াছিল। নত নিবিদ্ধ দ্রব্য; কলেই তামাক ও কোব কামহার
কল্পিত না। ১৯১৭ হটক ভ্রমভর প্রথমে তামাকের আদর্শ
হয়। M'Culloch's Commercial Dictionary, 'art-Tobacco')

স্বাধী কার্য অবশিষ্ট আছে। সে কার্য,—অবিধানী প্রজাপীড়নকারী
বিধব্রিগ্গনের রাজ্যের ধ্বংস-সাধন। মুসলমানদিগের বিজয়ের এবং হিন্দু-
দিগের হুমুস্বাদের মধ্যেও তিনি 'খালসার', বা 'সিং'দিগের ধর্মরাজ্যের
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পীর ও মোরা, সাধু ও পণ্ডিত,—সকলকেই
তিনি চমকিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এখনও একটা কার্য অবশিষ্ট
আছে। সে কার্য,—প্রবল-প্রভাব মুসলমান সম্রাটের সৈন্তগণের নিধন-
সাধন এবং অসংখ্য হৃদিত ধর্মাবলম্বীদিগের উদ্ধেহ-বিধান। বাহারা
প্রাচীন যোদের দৃঢ় শাসন ও কুট-রাজনীতি আলোচনা করিয়া থাকেন;
বাহারা আধুনিক ইউরোপের প্রতু-কর্মতা ও রাজ্যশাসন-নীতির
সুখ-দাবড প্রত্যক দেখিয়াছেন,—তাঁহাদের নিকট হইতে পোষিদের এই
কমলা ও বিবি-ব্যবস্থা অসত্যতা ও প্রলাপের পরিচায়ক বলিয়া অনুমিত
হইবে। কিন্তু এসিয়ার বিস্তৃত রাজ্য-সমষ্টি, ইউরোপের অর্ধ-অসত্য

আমার বোধ হয়, আকবরের কোন বংশধর একবার তামাক বহিস্কারের
কুপ্র চেষ্টা করেন; কিন্তু আজকাল ভারতীয় মুসলমানগণ সকলেই
স্বপ্ন পান করিয়া থাকেন;—তামাক ব্যবহার করেন।

পার্থক্যের আর একটা চিহ্ন লক্ষিত হয়;—শিবগণ এক প্রকার পা-
জামা পরিধান করে। কিন্তু হিন্দুগণ বেঙ্গলে পায়ে আবরণ করিয়া
থাকে, শিবগণ সকলেই জবিশ্রীতভাবে পেট-লান পরিধান করিয়া
থাকে। যোদীর সুতের পক্ষে 'টনা ভিল্লিনিস' দ্বারা ধর্মাবিকার
প্রধান করা বেশ অত্যন্তকীর; শিব ভাসকেরও তেমনই 'কুচ' বা
'সারসামা' যেহে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

হিন্দু ক্রমবীর্ণ একই বকরের পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। কিন্তু শিব
ক্রমবীর্ণ বহু প্রকারের গোবাক পরিধান করিয়া থাকে। প্রধানতঃ
সকলের দৃষ্ট বৌদ্ধা বিশেষ পার্থক্য-পরিচায়ক।

জাতির অধিকৃত রাজের ভায়, অসংখ্য লোকসমষ্টির নতীর বিবাস-
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে ; তাহারা একই জাতীয় বিভিন্ন রাজবংশে
বিস্তৃত । সাময়িক শক্তির জন্মবিকাশে, এবং দলপতিগণের প্রতিজ্ঞা
শক্তিতে তাহারা বিজয়োদ্যমে মত্ত হইয়াছিল । এক বংশের পর অপর
বংশ পর্যায়ক্রমে প্রাবাল্য লাভ করিত । সাইরাস পায়স সৈন্ত সাহায্যে,
এমং সার্লিমেন অল্পসংখ্যক সূদ্রাসী সৈন্ত সমভিযাহারে রাজ্যের পর রাজ্য
জয় করিয়াছিলেন । বাকের রাজ্য-স্থাপনের সুপ্রাপ্ত করিয়া বান ; মুষ্টিমের
ডাডার সৈন্ত সাহায্যে আকবর সেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন । ‘একিমি-
নিডিল’ এবং ‘কালোতিজিহান’ দিগের ভায়, যোশলদিগের রাজ্যে তেমন
স্থাপন ছিল না ; বাকের স্বজাতীয়গণের সংখ্যাও অধিক নহে,—
এবং তাঁহার পুত্র সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন । কিন্তু আকবর বিশেষ
রাজনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, কপালু ও উদার-প্রকৃতি ছিলেন । তাঁহার দক্ষতা
ও সংসাহসিকতা বিশেষ প্রশংসনীয় । তাঁহার অগুচরণ সাহসী
ও উদ্যমশীল ছিল । আকবর নিজেও কূটরাজনীতিজ্ঞ এবং অসাধারণ
প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন । এই সকল কারণে আকবর সমগ্র ভারত-
বর্ষে আবিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন । তৎকালে আকবর
লোকের অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন । অসাধারণ পরিচালনা-শক্তি
বলে, তিনি হিন্দু-মুসলমানদিগের, রাজপুত, তুর্ক ও পাঠানদিগের
পদস্পন্ন-বিরোধী সংস্কার ও ধর্ম্মতত্ত্বের সমতা বিধান করেন ।
পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর আকবর তাঁহার উত্তরাধিকারী-
দিগের ভেতরে অল্প একটা বহু বিদ্যুত এবং স্থাপিত রাজ্য
রাখিয়া পরলোক গমন করেন । কিন্তু জাহাঙ্গীরের এক পুত্র
রাজ্য লাভের পিছর সহিত ক্রুদ্ধ প্রকৃত হয় । পরে, সাজাদান
বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তখন প্রথমে তাঁহার পুত্রের রাজ্য-
লাভের আশায় পরস্পর ক্রুদ্ধ প্রকৃত হয় ; এক পরিশেষে এই বোদ-

কেশব একজন বৃদ্ধ ও মনঃপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক, সাধারণ
কায়দায় হইয়াছিলেন। আগরমন্ডের চিরকাল তর করিতেন,—পাছে
বা তাঁহারই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া অস্ত্র কেহ আবিপত্য স্থাপন করে।
আগরমন্ডের নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে সশব্দ করিতেন।
তাহার পৌড়ামিতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়নে হিন্দু-প্রজাতিরও তাঁহার
প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল; সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত। সুতরাং বুদ্ধ
বয়সে আগরমন্ডের কেবল অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রাণে
শান্তি ছিল না। কোন বীর আতিহী তাঁহার সহিত যোগদান করিতে
না; রাজ-সভায় প্রায়ই বিবর্ত ব্যক্তি দেখা হইত না। অসাধারণ
বুদ্ধিতে আগরমন্ডের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন;
সেই বুদ্ধিতেই তিনি এককাল তাঁহার অস্ত্রের অসারত্ব লুকাইয়া
রাখিতে পারিয়াছিলেন; জীবিতকালে তাঁহার অসারত্ব কেহই বুঝিতে পারে
নাই; কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহার প্রকৃত স্বভাব ও অসারত্ব সকলেই বুঝিতে
পারিয়াছিল। মোঘল রাজত্বে রাজনৈতিক একতার অভাব ছিল।
সিংহাসন লইয়া সর্বদাই বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইত; তাহাতেই
রাজ্য-শাসন-নীতি ও আধিপত্যের দুশৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছিল। * মোঘল

* মোঘল রাজ্যে এ মোঘ চিরদিন বর্তমান ছিল; আকবর পরবর্ত্তে
“চৌধুরি” এবং পরবর্ত্তী “কানুনগো” নামক দুইটা পদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।
একদম সেই দুইটা পদবী, কথাসমুদ্রের “সেরিক” এবং জমি-জমা
ও ধনসম্পত্তির সিরেস্তাবরের ভার তুল্যার্থক। সেইরূপ দীর্ঘকাল-
ব্যাপী বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা ইংরেজদের পক্ষে এখনও প্রকৃত
আয়স-মাপক। কেশব মতে যে ব্যক্তি বৃদ্ধক ও সজাবাদী জাহাকেই
সিংহাসন বসেন যথবা হইয়াছে। সুতরাং কথাসমুদ্রে পূর পৌরোহিত্য
কথার উত্তরদিগন্তের আশঙ্কিতক নিম্ন লিপিবদ্ধ হইয়াছে:

সাম্রাজ্যের অধীনে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। সেই সকল রাজারা
অতি অমিচ্ছা-সঙ্গে বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন।
আবার মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি আরবীরাষ্ট্রও
ছিল। সেই সকল রাজকংশ এবং বিজয়োগী আরবীরাষ্ট্রসমূহ সম্রাটের
শাসন কার্যে বিিন্ন উপাদানের অল্প সর্বাঙ্গাই চেষ্টা করিত;
ঐহারা পূর্বেও বিশ্বাস করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন যে—
বাদশাহ কেবল নিজ স্বার্থের জন্যই রাজকার্য্য নির্বাহ করেন; দেশের
জনসাধারণের মঙ্গল-বিধান-কমে তিনি কোন কার্য্যই করেন না। সাধা-
রণের মনে এই বিশ্বাস অনেকটা বদ্ধমূল ছিল; সুশাসিত বুদ্ধিমান
ব্যক্তিগণের শত চেষ্টারও তাহা দূর হয় নাই। তখন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি
প্রচুর লাভে সমর্থ হইলে, তাহারই প্রাণসাধনিত্তে কিছুমাত্র পূর্ণ
হইত। রাজা এবং প্রজার মধ্যে এই বৈরিত্য দূর করিবার জন্য
আকসর অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্যও
হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারিণী তাহার জ্ঞান সুকুমার
ছিলেন না। দেশে স্বাধীনতার ভাব পূর্বেই জাগিয়া উঠিয়াছিল; ধর্ম-
বিষয়ক অসন্তোষ নিবন্ধন সেই ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।
অতি অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ অধিকৃত হয়; তখন
আওরঙ্গজেব রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না; তিনি সেই দুরূহে প্রচুর
অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে বুঝা চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। বোম্বাইয় কাম্বীর ব্যতীত
হিন্দুগণের অল্প কোন প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই;
সেই সকল ক্ষুদ্র শিল্প-সকটেই সহসা বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছিল।
এই সময়ে শিবাজি মহারাষ্ট্রীয় জাতির মিত্রিত শক্তি আধারিত করিলেন।
তিনি কটকটক পতনশঙ্কায় নীতিমত নিকা দিয়া একজন মুসলিম
সৈন্য পরাস্ত করিলেন; বাদশাহের অধিকারের অধিকৃত তাহার এক
প্রদেশিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। বৈয়াক্তিক স্বতন্ত্র গোবিন্দ কর্তৃক

উদ্বীণ করেন। আওরঙ্গজেবের লুণ্ঠ পৌরষের উপর তিনি এক নূতন আঠ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেন; তাঁহার সে কল্পনা প্রলাপ-জনক বা অবিশ্বাস্যকারিতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না।

পরন্তু গোবিন্দের কার্য-প্রণালীর শৃঙ্খলা-সাধন সহজসাধ্য নহে; তাঁহার কার্যাবলীর গুঢ়ত্ব উপলব্ধি করাও অসম্ভব। একজন বিখ্যাতযোগ্য মুসলমান প্রেরকের বলিয়াছিলেন,—গোবিন্দ তাঁহার শিষ্য-দলের ভিন্ন ভিন্ন দল একে কৌজ পঠন করিয়াছিলেন। তাহার সর্বদেই তাঁহার বিখ্যাত শিষ্যদের অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইত। * তিনি একজন পার্শ্ব সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—তাহারা সর্বত্রই বিজয়-ক্রী লাভ করিত। † গোবিন্দ শজর ও বয়ুনার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে দুইটা কি তিনটা দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। নাহনের নিকটবর্তী “কিরদা” উপত্যকার “পাওনুটা” নামক স্থানেও তাঁহার একটা আড্ডা ছিল;—বহুকাল পরে, এই স্থানে ইংরেজ ও গুর্থাবিদের বিষম যুদ্ধ হয়। আলমপুর-রাধোয়ালও তাঁহার একটা আশ্রয় স্থান; তাঁহার গির্জা সেই আশ্রয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ‡ চারকোরে গোবিন্দের আর একটা

* Sier ool Mutakhreeen, i. 113.

† মাহবটাবিদের ঐতিহাসিক বিবরণে দেখা যায়, শিখীও এইরূপে বহু সংখ্যক বেডমতুক পার্শ্ব সৈন্য নিযুক্ত করেন; তাহার বিজাপুর রাজ্যে কার্য করিত; এক্ষণে ঐ রাজ্য অধঃ হওয়ার তাহার কৰ্মচ্যুত হইয়াছে। (Grant Duff, 'History of the Mahrattas, i. 105.)

‡ রাধোয়ালের অতি সন্নিকটে আলমপুর অবস্থিত। রাধোয়ালের নিজ বলহানটিকে গোবিন্দ প্রথমতঃ এই “আলমপুর” নামে অভিহিত করেন। ইংরেজ যুগে বার, তাঁহার নামকৃতি তৎপরি-বাসকৃতি হইয়া

আশ্রয়স্থান ছিল;—এই স্থানটী শতরূপ নদীর নিম্ন-প্রদেশস্থ উপত্যাকার
কব্ধিত। তখন এই স্থানটী ভোগ বাহাদুরের অতি প্রিয় ছিল।
এইরূপে কতকগুলি সুসজ্জিত হুগের অবিশিষ্ট হইয়া গোবিন্দ
পার্বত্য পার্বত্য অধিবাসিনের অক্রমণ হইতে নিৰ্বিন্দে বাস
করিতে লাগিলেন। অতঃপর গোবিন্দ এই সকল অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের
রাজকাৰ্য্য পরিচালনার বোধদান করিতে প্রয়াসী হন, এবং এইরূপে সেই
সকল অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। তিনি
মনে মনে বুঝিলেন,—হুগের পর্বত-শ্রেণী-মধ্যে ক্রমে ক্রমে যে আধিপত্য
স্থাপিত হইবে, তাহাতেই মোগলরাজ্যের উচ্ছেদ-সাধন অবশ্যসাধ্য।
যথাসম্ভবরূপে গোবিন্দ বহু উপচৌকন প্রাপ্ত হইতেন; ভারতবর্ষের
সকল স্থান হইতেই শিবা সংগৃহীত হইয়াছিল; গোবিন্দ সাময়িক শক্তি
প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা অনুভব করিয়াছিলেন। যিজোহীদিগের দ্বারা
নির্যাস হানে পলায়নের আশঙ্কতা বুঝিতেও তিনি অক্ষম ছিলেন না।

এখান সেতুরূপে অথবা অস্ত্র রাজ্যের সাহায্যকমে গোবিন্দ যে সকল
দুর্ভিক্ষার্থে ব্যাপ্ত ছিলেন, উৎসমুদায় তিনি স্নিগ্ধই বর্ণনা করিয়াছেন।*

সম্পূর্ণ পৃথক, এবং তাহার অর্থ,—সুখস্থান। এখানে একটি দুর্ভ
পাহাড়ের উপর একটি ‘চৌকী’ আছে। কবিত হন, গোবিন্দ এই স্থান
হইতে সওয়া ফ্রেঞ্চ দূরত্ব হানে পর নিষ্কণ করিতেন;—ইংরাজী
সকল এই দুর্ভক্ষের পরিমাণ প্রায় দুই মাইল; কারণ পাহাড়ীদিগের
ফ্রেঞ্চের পরিমাণ অনেকাকৃত কম।

* বিত্তীয় প্রদেশ একটি অংশরূপে এই অংশ—“বিভিন্ন মাটক”—
পূর্বের উদ্ভূত হইয়াছে। তথা সিংহের “ভূমিকাসে” গোবিন্দের এই
বিবরণ সম্পূর্ণ সমর্থন করা হইয়াছে। ইহাতে বহু বিস্তৃত বিবরণও
প্রদত্ত। এই সকলের বিবরণ সম্বন্ধিত “বিভিন্ন মাটকের” কতকগুলি

তাহার বর্ণনামূলি তাহার কাব্যকলাপের জীবন্ত প্রতিরূতি; ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবে সে মূলি মূল্যবান এবং অস্বাভাবিক বর্ণনা অপেক্ষা গোবিন্দের সেই বর্ণনাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। পুরাতন বহু নাহনের রাজার সহিত গোবিন্দের প্রথম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হিন্দুদের রাজা নাহনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখনা যাহ, সেই রাজা একবার গোবিন্দ কর্তৃক বিশেষ অভিগ্রস্ত ও অপদস্থ হইয়াছিলেন। গোবিন্দের বেডনডেনী কতকগুলি পার্ঠান সৈন্যও নাহনের সহিত যোগদান করিয়াছিল। গোবিন্দের নিকট তাহাদের বেডন পাওনা ছিল বলিয়া তাহারা দাবী করিত। তাহারা মনে করিয়াছিল—গোবিন্দের ধ্বংস সাধনে এবং তাহার আত্মসম্মান লুপ্তনে তাহাদের সমুদায় দাবী পূরণ হইবে;—তাহাদের সমুদায় কোভ ভূমি হইবে। কিন্তু গোবিন্দ এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন; কতকগুলি পার্ঠান সৈন্যস্বাক্ষর যুদ্ধে নিহত হয়, এবং গোবিন্দ যথেষ্ট লাভাশ্রয় সুবক বোঝা হরিচাঁককে নিহত করেন। অসম্ভব ভয় পড়িয়া অতিমুখে অগ্রসর হওয়াই অধিকতর সুতিযুক্ত মনে করিলেন। এই সময়ে কেউ-কাজুর রাজকীর কর্মচারিদিগের সহিত কানুরের ভীমচাঁদের যুদ্ধ চলিতেছিল; সেই হযোগে, আনন্দপুর হরকিত করিয়া ভীমচাঁদের বহুরূপে গোবিন্দ সেই যুদ্ধে যোগদান করেন। বহুসংখ্যক পার্ঠাত্ত রাজা মুসলমানসম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করে; কিন্তু এই যুদ্ধে মুসলমান সেনা-বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। যুদ্ধে ভীমচাঁদ জয়লাভ করেন; বিরোধের স্বাধীনতা প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর কিছুকাল বিরামে অভি-যুক্ত হইল। গোবিন্দ বলেন,—এই সময়ে তিনি তাহার অবসরোবাধী

অংশের ব্যাখ্যায় অমরকম (Malcolm, 'Sketch', p. 58.) করিয়াছেন; তাহা নিম্নাইয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু মালকমের সঙ্গোপন বিবরণ এই ঘটনাকীর বিশদ্রীত ও তাহা অসম্ভব।

ও উচ্চতর অমৃতবর্ষণের শান্তি-বিধান করিয়াছিলেন । কাণুরের রাজাকে গোবিন্দ যে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, মুসলমানগণ তাহা কখনও ভিন্মত হইতে পারে নাই । তৎপ্রতিবিধানার্থ এই সময়ে একজন মুসলমান সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করে ; কিন্তু তাহার অকৃতকাৰ্য্য হয় । অতঃপর একজন দক্ষ সেনাপতির অধীনে বাদসাহের আর একজন সৈন্য গোবিন্দকে দমন করিতে আদেশ করে ; যে সকল পার্শ্বত্যা রাজগণ ভীষচাকের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া কর প্রদানে অস্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের ক্ষমতা হ্রাস করাও এই সেনাপতির অকৃতম উদ্দেশ্য ছিল । উভয় দলে কিছুদিন যুদ্ধ চলিল ; পার্শ্বত্যা রাজগণ সক্তি সংহাপনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা বিফল হইল । তাহা হউক, পরিণামে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইয়া, পুত্র প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল ।

গোবিন্দ এইরূপে পুনঃপুন যুদ্ধে জয়লাভ করায়, মুসলমানদিগের মনে উদ্বেগের সঞ্চার হইল । তাঁহার কাৰ্য্য-কলাপে পার্শ্বত্যা-রাজগণের মনে প্রথমেই ভয়ের উদ্বেগ হইয়াছিল । বিনি প্রকৃত রাজা নামে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম-সাধনকরে তাহার বাদসাহের সৈন্তের সাহায্য প্রার্থনা করিল । আগরতল্যের লাহোর ও সারাহিনের শাসনকর্তাদিগকে গুরু বিক্রমে যুদ্ধ বাজা করিতে আদেশ করিলেন ; তাহাদিগের সাহায্যার্থ বাদসাহপুত্র বাহাদুর সাহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, এইরূপ আশঙ্কা উঠে । * বাহা হউক, বাদসাহের সৈন্তগণ আনিমর্শুরে

* ম্যালকম বলেন, (Malcolm, 'Sketch', p. 60, note)

—ইহাতে বুঝা যায়, এই যুদ্ধ ১৭০১ খৃষ্টাব্দে হয় । এই সময়ে বাহাদুর সাহ দিল্লীপাশ হইতে কাণুলে প্রেরিত হইয়াছিলেন । যতদূর, শিখদিগের কতকগুলি বিবরণে জানা যায়, গোবিন্দ বাহাদুর সাহের সহযোগে প্রাণ হইয়াছিলেন ; অথবা তাহদের মৃত্যু, বাহাদুর সাহের

গোবিন্দকে পরিবেষ্টন করে। সর্বপ্রকার বিপদপাতে গোবিন্দ সম-
রূপ কৃতপ্রতিজ্ঞ ও অটল ছিলেন; এই সময় তাঁহার অশুচরগণ
অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে
ইহলোকে ও পরলোকে অভিশাপ করিলেন; বাহারা তাঁহাকে সাহায্য
করিতে বিমোহিত ও একাশ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি স্ব-বশ
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন এবং হুণা ও অপমান সহকারে
তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। কিন্তু তাঁহার বিপদ দিন দিমই বৃদ্ধি
পাইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল।
অবশেষে তিনি দেখিলেন,—কেবলমাত্র অতি অল্পসংখ্যক শিখাই
তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই; চল্লিশটা মাত্র অশুচর শিখা তাঁহার
আজ্ঞানুযায়ী রহিয়াছে। তাঁহার মাতা, তাঁহার পত্নী এবং দুইটা
সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান,—সকলেই সারথিন্দে পলাইয়া গিয়াছিল। পরিশেষে
তাঁহার পুত্রের মুসলমানদিগের হস্তে পড়িত হইয়াছিল; মুসলমানগণ
তাহাদিগকে নিহত করিয়া ফেলেন। * এই চল্লিশ জন অশুচর শিখা

এতিই গোবিন্দ দ্বারা প্রকাশ করেন। “বিচ্ছিন্ন নাটকে” গোবিন্দ সিয়েই
বলিয়াছেন,—বিরোধ নবনের জন্ম বাদসায়েক এক পুত্র প্রেরিত হইয়া-
ছিল। গোবিন্দ কিন্তু তাঁহার কোন নাম উল্লেখ করেন নাই। এলফিন-
ষ্টোন (Elphinstone, 'History', li. 545) বাহাদুর সাহের নাম
নির্দেশ করিয়া বলেন নাই। বক্তব্য, যোধ হয়, তিনি অসুস্থ্য করিয়াই
বলিয়াছেন, রাজবংশের একজন রাজপুত্র, মুসলমানের নিকটে বিরোধ
নবনের জন্ম প্রেরিত হইয়াছিলেন,—তিনি সারথিন্দে শিখদিগের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত হন।

* গোবিন্দের সন্তানদের হত্যাবিরুদ্ধ বিশেষ বিদ্রোহ বিবরণ
ডাক্তার “ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট” সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ('Browne's India
Tract' li. 6, 7.)

বলিল,—তাহারা স্নান ও গুরু গোবিন্দের সহিত মৃত্যু আনিবন করিতে প্রস্তুত আছে। তাহাদের-দুর্ভল হৃদয় ভাঙবৃন্দের অভিলাষ মোচনের জন্য তাহারা প্রার্থনা করিল; তাহাদিগকে যুক্তির আশা প্রদান করিতে অসম্মত করিল। গোবিন্দ বলিলেন,—তাহার ত্রৈলোক্য অধিককাল স্থায়ী হইবে না। গোবিন্দ নিজ অঙ্গুষ্ঠের উপরেই নির্ভর করিয়া বহিলেন। চাককোরের দুর্গ তাহার অধীনেই ছিল; রাজ্যযোগে পলায়ন করিয়া গোবিন্দ নির্ঝিমে সে স্থানে পৌঁছিলেন।

এই চাককোর দুর্গে গোবিন্দ পুনরায় অবরুদ্ধ হইলেন। * বিপক্ষগণ তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে বলিল, এবং স্বধর্মভাঙ্গন করিতে আদেশ করিল। কিন্তু তাহার পুত্র অজিৎ সিং ত্রৈলোক্যরূপে সংবাদবাহী দূতকে নিরস্তর করিলেন। তাহাতে বিপক্ষ সৈন্য চারিদিক হইতে শিখদিগকে বিপদভুক্ত করিতে লাগিল। গুরু সর্গ হইতেই উপহিত ছিলেন; অবশিষ্ট দুইটা পুত্রও তাহার চক্ষুর সমক্ষে নিহত হইল; তাহার যুষ্টিয়ের সৈন্যও প্রায় ধ্বংস হইল। অবশেষে তিনি পলায়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তবসাক্ষর ব্রজনার বাচ অকস্মাৎ গোবিন্দ শিখিরের বহির্ভাগে গমন করিলেন; কিন্তু দুই জন পাঠান সৈন্য

* চাককোরের ইষ্টক-নির্মিত দুর্গ দুর্গের একটা চূড়ার একটা সন্ধ্যাত ঘোড়ার কবর এখনও বিদ্যমান আছে। এই ঘোড়া ‘সেধর’ জাতির একজন শিখ;—তাহার নাম,—জিউরান সিং। এই দুর্গ সেই ব্যক্তি নিহত হয়। বাকী সেই মহাপুরুষের কীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়, অজিৎ সিং ও যুজার সিং যে স্থানে নিহত হন, সেখানে একটা বর্ষ বলির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিখদিগের বিপর্যয়সাধনে, গোবিন্দের পরাক্রম ও পলায়নের কাল ১৭৫৬ ও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্দেশিত হইয়াছে।

তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহার গতিরোধ করিল। কবিত হইল,—এই পার্শ্বদিক পূর্বে কোন সময়ে ওড়ার নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে পার্শ্বদিক সৈন্যবহুর সহায়তায় তিনি বেঙ্গালপুর সহরে পৌঁছিলেন। এখানে আসিয়া শুক্ৰ ইসলাম ধর্মের তৃতীয় প্রচারক শ্রীর মহাম্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাহার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কবিত হইল,—শুক্ৰ এক সময়ে শ্রীর মহাম্মদের নিকট কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন। এই স্থানে গোবিন্দ মুসলমানদিগের অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন;—আশংকলে মুসলমানের অন্ন গ্রহণ হৃৎকায় নহে বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। অতঃপর নীল বর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ মুসলমান দলবহুর দ্বারা গোবিন্দ ছদ্মবেশে ভাঙিন্দার পার্শ্বতঃ উপত্যকার পৌঁছিলেন। শিবায়ণ পুনরায় তাহার নিকট সমবেত হইল; তাহাদের সাহায্যে অহুসরণকারীগণকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইলেন। তৎপরে সেই স্থান “মুকুতসর” অর্থাৎ “মুক্তি-সরোবর” নামে অভিহিত। গোবিন্দ পলায়ন করিয়া হাদিস ও মিরোজপুরের মহা-পঞ্চবর্তী বানসাদা বা “বিশ্রাম স্থান” পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তখন বানসাদের কর্ণচাঙ্গিনী মনে করিলেন,—গোবিন্দের সৈন্ত এক তাহার কন্যাকে ধর্ষণের প্রয়াস করিতেছে। সেই বিষয়ে তাহার বন্ধুর মন্ত্রণ প্রদর্শনে আর অধিক দূর গোবিন্দের অহুসরণ করিলেন না।

গোবিন্দ দলদ্বারা কিছুকাল অবস্থান করিলেন; এই স্থানে শিব-ধর্মের শক্তির পুনরুদ্বোধন এবং বর্ষাদ্বয়ত শিবদেবের মুক্তির আশা প্রদান জন্য “বশম-ব্রাহ্মণ-প্রহ” নামক “প্রহর” ক্রোড়সংক্রান্ত প্রবন্ধে কথিত হইল। “বিচিত্র নাটক” বা “অজ্ঞাতব্য পানসমূহ” ইহারই অন্তর্নিবিষ্ট। “বিচিত্র নাটক” উক্ত প্রহরই ঐতিহাসিক আশ। সে অসমীয়ার পূর্বাপর তাহার সহায়তা করিয়াছেন, সেই সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যক্ষ এই প্রহর উপসংহার হইয়াছে। গোবিন্দ বলিয়াছেন,—

তিনি যে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বড়ই গ্রহে পরিণতি হইবে। তিনি যে ঈশ্বরের সাক্ষ্যকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা, এবং পূর্বজন্ম সম্বন্ধে তাহার স্মৃতি ও কল্পনা সকলই তাহাতে বোঝিত হইবে। তিনি বলিলেন,—“তিনি যে সকল কার্য করিয়াছেন, সে সকলই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছে;—“লো” বা সৌহ তরবারির ঐশ্বরিক ক্রমভাৱেই তাঁহার প্রাপনকা হইয়াছে।” বণন গোবিন্দ এইরূপে নির্ভরনে বাস করিতেছিলেন, তখন অনেক দূত আসিয়া তাঁহাকে বাদসাহের নিকটে উপস্থিত হওয়ার আদেশ জ্ঞাপন করে। কিন্তু তিনি রাজার প্রতি ভৎসনা-হৃদক কতকগুলি গল্পে আরম্ভ জেবের আদেশের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। এই সকল গল্পে ও তাঁহার প্রেরিত গল্পে, বাদসাহের নিকট বিনীত না হইয়া বরং তাঁহার ক্ষেপণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বাদসাহের কোপ শাস্তির চেষ্টা করেন নাই; বরং বাদসাহের প্রতি ঈশ্বর রূপিত,—ইহাই বলিয়া বাদসাহকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—বাদসাহের প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই; “খালসা” এখনও বাদসাহের কু-কার্যের প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত আছে। তিনি নানক-প্রবর্তিত ধর্ম-মীতির খিবার উপাধান করেন; অর্জুন ও ভোগ বাহাদুরের মৃত্যু-কাহিনীও সংক্ষেপে শ্রবণ করাইয়া দেন। তাঁহার প্রতি যে অভ্যর্থনা ব্যবহার করা হইয়াছে, এবং তাহার পুত্রগণকে নিহত করিয়া তাহাকে যে অপূত্রক করা হইয়াছে,—সে সকল কথাও তিনি বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি আরও বলিলেন;—এ সমসারে তাঁহার সংস্কার-বন্ধন কিছুই নাই; তিনি মৃত্যুর অন্ত প্রকৃত হইয়াছেন; বাদসাহের বাদসাহ অধিতীর ক্রমজশালী জগদীশ্বর কতীত তিনি আর কাহাকেও ভয় করেন না। তিনি বলিলেন,—মন্দিরের প্রার্থনাও শিক্ষণ হয় না; শেখ ভিকরের দিক দেখা দািবে,—বাদসাহ কি উত্তর দেন; তাঁহার অসংখ্য নির্ভরতা ও অভ্যা-

জায়ের সার্বভৌমতা প্রতিপন্ন করিয়া কিরূপে নির্দোষ সাব্যস্ত হন? ইহার পর আর একবার আত্মরক্ষার লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্য গুরু আদেশ হইয়াছিলেন। গুরু নিজেই তাঁহার নিকট বাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তথা বাবু—মেই উদ্দেশ্যে বাবুসাহেবের সূতায় কিছুকাল পূর্বে গোবিন্দ গুজরাতিগুরুকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।*

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুর সা সিংহাসন অধিকারার্থ কামুল হইতে আগমন করিলেন। তিনি আগরার নিকট এক ভ্রাতাকে পরাজিত ও নিহত করেন; এবং লক্ষিমপুরে যাত্রা করিয়া দ্বিতীয় ভ্রাতা কামবক্সকে পরাজিত করিলেন। কামবক্স গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কখন বাহাদুর সা এই সুদে ব্যাপৃত ছিলেন, মেই সময় গোবিন্দকে তাঁহার শিখির আশ্রয় করিয়াছিলেন। গুরু তথায় গমন করিলেন; বাহাদুর সা তাঁহাকে সম্মানপূরকঃ প্রদান করিয়া বিশেষ সম্ভাবনায় করিলেন; গুরু গোলাবরৌ উপত্যকার সৈন্যধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাবুসাহ হরত বনে করিয়াছিলেন,—রাজদ্রোহী মারহাটীগণের বিরুদ্ধে দ্রোহী 'জাঠ'গণের নেতায় বিরোধ বিশেষ কলমতী হইবে। তখন গোবিন্দ দেখিলেন, বাবুসাহেব অধীনে কাণ্ড প্রদর্শন, বাবুসাহেবের সন্মুখ

* গোবিন্দের বীরপুরুষোচিত কাণ্ডাকলাপ এই বিবরণে, তকাসিহ বিব্রিত 'গুরু বিবাসের' অন্তর্গত 'বিভিন্ন সাইকের', এবং 'গুরুমুখী' ও পান্ডিত-জ্ঞান সম্বলিত প্রচলিত গ্রন্থ-সমূহের উল্লেখ আছে। এই সকল গ্রন্থের অসম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতির স্বেচ্ছাকৃত বাসি ভাঙার মাহাত্ম্যের কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনুবৃত্ত হইয়াছে। ('History of the Sikhs', p. 79-99).

নিয়মের এবং আপন সৈন্তগণের মধ্যে ঐক্য উপায় । * দমদমায় অবস্থান কালে, গুরু শিষ্যগণকে ভয় দেখাইলেন, এখন হইতে যে তাঁহাকে পরিভাষা করিবে, তাহার সমুদ্র অনিষ্ট সস্তাবনা । তিনি সাহসী বীর বাল্যকে বক্ষিণ প্রদেশের অত্রবরূপ নিয়োগ করিলেন । শতাব্দির উত্তর পার্শ্বে বহুসংখ্যক শিখগণ পুনরায় সমবেত হইল । কিন্তু ইতিপূর্বেই এ সংসারে গোবিন্দের কার্যের অবসান হইয়া আসিয়াছিল । গোবিন্দ নিজে আর কেহ কিছু লাভ করেন,—তাঁহার অন্তরে তাহা ছিল না । এই সময়ে একজন অর্ধ-ব্যবসায়ী ও অর্ধ-বোদ্ধা আকমান সামরিক বিভাগের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; গোবিন্দ তাঁহার নিকট হইতে বহুসংখ্যক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । † এই সঙ্কলন বা ভৃত্য গুরুকে আপন অভা-

* গুরু বাকিখাতো বুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হন,—শিখ একতাবরণ সকলেই একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু আধুনিক মুসলমান লেখকগণ বলেন,—পাটনার গোবিন্দের মৃত্যু হয় । সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাকি খাঁ, বাহাদুর সার উলার-ব্যবহারের বিষয় সমর্থন করিয়াছেন । কাকি খাঁ বলেন, হোমল সৈন্তগণের মধ্যে তিনি একটা বিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হন । (See Elphinstone, 'History of India', ii. 566. note); গোলাবরী নদী-তীরে গুরুর মৃত্যু হয়,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকিলেও, তাঁহার তাহা সমর্থন করিয়াছেন । লোক-পরম্পরা-মতে যে সকল বিবরণ আছে, তাহাতে দেখা যায়, ১৭৬৫ সময়ের কাঞ্চিক মাসে অর্থাৎ ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষ ভাগে 'দাদেন' নামক স্থানে গুরু আশ্রয় করেন ।

† পূর্বে বুদ্ধ বুদ্ধ দলের আকমান ও তুর্কবান সেনাপায়কগণ, ঘোটক বিক্রয় করিয়া দৈনিক ব্যয়ভার সম্বলান করত । তাহাদের আত্ম-সংরক্ষণের দাবীমাত্র সময়ে, অরকবাদের কড়দুরে উপনিবেশ স্থাপিত

যেই বিষয় জ্ঞাপন করিয়া, প্রাপ্য টাকা পাইবার দাবী করিতে লাগিল। দাবী অনেক টাকার; হুতরাং টাকা প্রদানে বিলম্ব হইতে লাগিল; সেই হেতু অশেষ হইয়া, সেই আফগান ব্যবসারী গুলুর প্রতি জেদ প্রকাশ করিল। পরিশেষে তাহার অসংখ্য বাক্য উল্লেষিত হইয়া, তত্ত্বাবধির এক আঘাতে গোবিন্দ তাহাকে নিহত করেন। হত পাঠানের মৃতদেহ স্থানান্তরিত এবং কবরিত হইল। তাহার পরিবার-বর্গ সকলেই অধিনায়কের মৃত্যুতে গোবিন্দের নিকট বশুতার ভাব প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহার পুত্রগণ মনে মনে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনা পোষণ করিতে লাগিল, এবং সেই উদ্দেশ্য-সাধনের সুযোগ অবস্থাপে ঘাপুত রহিল। একদিন তাহারা গুপ্তভাবে গুলুর নিহত বাসে প্রবেশ করিল; গুলু তখন নিদ্রিত ছিলেন; তাঁহার মস্তকগণ কেহই তথায় ছিল না। সেই অবস্থায় তাহারা তাঁহার প্রতি সংঘাতিক অস্ত্রাঘাত করিল। গোবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; হত্যাকারিণগণ দ্রুত হইল। কিন্তু তাহাদের মূকত্বের অস্বাভাবিক বিকট হাস্যমুখটো বিকাশ পাইল; তাহারা আপসাদিনের দোষ-সম্বাদনের জন্য চেঁচা করিতে লাগিল;—কৃত কার্যের সার্থকতা সম্পাদনে যুক্তিভাল বিস্তার করিল; নানা উর্কের অবতারণা করিল। গুলু সকলেই তন্নিম্ন; তাহাদের পিতার

হইয়াছিল, তাহার অনুসরণ করা বড়ই আশোদজনক। লোকপন্থারায় ভদ্রা বার,—মানিক্যালানগর খাৎসকারী এবং হরিয়ালার অন্তর্গত ভাদনির প্রতিষ্ঠাতা,—সকলেই ভিন্ন-লোকবাসী ছিলেন। পরে তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অবস্থানুসারে খোটকাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্ভর্য করিতেন। বর্তমান সময়ের ভারতীয় বোদ্ধা, আবার বীণ বাজার জন্য সেইরূপ অধ-বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (Memoirs of Ameer Khan, p. 16.)

অন্যদের কথা স্বরণ করিলেন; আপন শিষ্যের মৃত্যুর প্রতিশোধ
লওয়া বাকী রহিয়াছে,—তাহাও তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি
স্বকণ্ঠকে বলিলেন,—তাহারা উপযুক্ত কাৰ্যই করিয়াছে। তখন গুরু
আজ্ঞা করিলেন,—তাহাদের কোনরূপ শাস্তি বিধান না করিয়া তাহা-
দিগকে মুক্ত করা হউক। * সুদূর গুরু অপূত্রক ছিলেন; সমবেত

* মূল গ্রন্থে গোবিন্দের মৃত্যু সম্বন্ধে বাহা বর্ণিত আছে, অন্ত্যস্ত
বিবরণই সেইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে পুত্রকনুপুত্রক
বর্ণনার একটু আখুটী পার্থক্য দেখা যায়। আবার কোন কোন গ্রন্থকার
কলেন, হত পাঠানের কিবা স্ত্রী, দাসীর মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য
পুত্রদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতেন। আরও অনেক বর্ণনার,
বিশেষতঃ মুসলমানদিগের বিবরণে, দেখা যায়,—গোবিন্দের মানসিক
বিকার জগিয়াছিল। কতকগুলি শিখ গ্রন্থকারও এই বিবাসের সমর্থন
কলেন। তাঁহারা কলেন, গুরু যে স্বকণ্ঠের পিতৃ-হত্যা কলেন,
তাহাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাহা-
দিগকে সুযোগমত প্রতিশোধের আনন্ডকতা বুকাইয়া দিতেন; তাহাতে
বোধ হইত, যেন তিনি নিজে তাঁহার জীবন ভারাক্রান্ত বোধ করিয়াছেন,
এক তাহাদের হস্তে নিহত হইবার জন্য প্রস্তুত আছেন। শৈব-উল-
মুতাকরীণে জানা যায় (i. 114), গোবিন্দ পুত্রশোকে মৃত্যুমুখে
পতিত হন। Compare Malcolm, 'Sketch', p. 70 not. pur
Elphinstone, 'History' ii 564). নানাবিধের ধর্ম-মন্দিরের পুরোহিত-
গণ আর এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা কলেন,—হয় গোবিন্দ
পুত্রগণ বীর হত্যা বিধান কলেন; পুত্রগণ বীর,গোবিন্দই গোবিন্দকে
নিহত করিয়াছিল; গোবিন্দের মৃত্যু তাহাদের বিবাসের আর কোন
কারণ ছিল কি না,—তাহা এ বিবরণে জানা যায় না।

ନିଧିର ଡାହାଣ ହୃଦ୍ଯାକାଶେ ଅତି ଦୁଃସ୍ଥିତ-ଭାବେ ଭିକ୍ଷାମା କଲିଲ,—କେ ତାହାଙ୍କର ମଜ୍ଜ-ବର୍ଣ୍ଣର ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନ କରିବେ ? ତିନି ଇହଲୋକ ପରିତ୍ୟାଗ କଲିଲ, କେ ତାହାଙ୍କିମ୍ଭେ ବିକାର-ପଥେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ ? ତତ୍ତ୍ବମ ଶୁଦ୍ଧ ମକ୍ତାକେ ଆନନ୍ଦ କରିତେ ଆଦେଶ ଦିଲେନ । ତିନି ଜାଣିଲେ,—ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ ଡାହାଣିମ୍ଭେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାଳମ କରିଗାହେଲ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଏକତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବା ଅଧର ଶୁଦ୍ଧ ନିକଟ “ସାମାନ୍ୟ” ମରମ୍ପଣ କରିଗା ବାହିତେଲେନ । ମୋକ୍ଷିକ ବାଣିଜେ,—“ସେ ଶୁଦ୍ଧ-ମାକ୍ତାକାର ଜାତେ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେ ସେନ ସାମାନ୍ୟର “ସାତ” ଅନୁମୋଦନ କରିଗା ଦେବେ । ଶୁଦ୍ଧ ମରମ୍ପଣ “ସାମାନ୍ୟ” ସହିତ ସାମ କରିବେନ । ଦୃଢ଼-ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଓ ବିଶ୍ବାସୀ ହଓ ; ସେବାନେଇ ମାତ୍ରମାନ ନିଧି ଏକତ୍ର ମଧ୍ୟବେତ ହେବେ, ସେବାନେ ଆସିଓ ଉପହିତ ସାକ୍ଷି ।” *

୧୭୦୮ ସ୍ଥଟାକେ ମୋକ୍ଷାବରୀ ନଦୀ-ତୀରେ ‘ନାମେ’ ନାମକ ହାଲେ ମୋକ୍ଷିକ ନିହିତ ହଲ । ତତ୍ତ୍ବମ ମୋକ୍ଷିକର ବୟସ ୫୮ ବର୍ଷର । ବାଦି କେହ ମନେ

* ହୃଦ୍ଯାକାଶେ ଶୁଦ୍ଧ ସେ ଆଦେଶ ପ୍ରଚାର କଲେନ, ତତ୍ତ୍ବମକ୍ତେ ଏହି ବିବରଣୀ ପ୍ରଚାଳିତ ଆହେ । ଅନେକର ବିଶ୍ବାସ,—ମୋକ୍ଷିକ ନାମକ-ପ୍ରସିଦ୍ଧିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିଗାହଲେନ ; ଉହା ଲୋକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-ମୋକ୍ଷୀ ହେଗାହଲ ; ଆଜକାଳ ଉହା ନୈବ-ବର୍ଣ୍ଣର ଏକଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନ ନୀତି । ମୋକ୍ଷିକର ସାତା ଓ ଶ୍ରୀ, ମୋକ୍ଷିକର ହୃଦ୍ଯାକାଶେ ମରମ୍ପଣ କଲେନ ୧୮୨୨ର ଜୀବିତ ହଲେନ । ହୃଦ୍ଯାକାଶେ ଡାହାଣ ବାଣିଜାହଲେନ, ସାମାନ୍ୟ “ସାମାନ୍ୟ” କିମ୍ଭେ ମରମ୍ପଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସିତ ; କୋନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାକ୍ଷି ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର ଉପହୃତ ନହ । ଏହି କାରଣେ ନିଧିକିମ୍ଭେ କଥେ ପ୍ରୋତ୍ତମ ସାକ୍ଷିକ ସାକ୍ଷି ଓ ମରମ୍ପଣକ “ଶୁଦ୍ଧ” ନାମେ ଅଭିହିତ ହଲ ବା । “ତାହି” ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ମରମ୍ପଣକ କର୍ତ୍ତାମାସ । ପ୍ରମିତ କଥାର ଇହାର ଅର୍ଥ,—“ସାତ” ; କିନ୍ତୁ ସ୍ବାଧୀନତା ଅର୍ଥେ ଇହାରା “ସାମାନ୍ୟ” (elder) ମଧ୍ୟରୁ ସହିତ ଇହାର ମାତ୍ର ଅହେ ।

କବିତ ହସ,—ମୋକ୍ଷିକ ୧୮୨୨ ମସିହାର “ସାତ” ବାସେ ୧୮୩୫

গোবিন্দ কর্তৃক শিখ-বর্ণের সংস্কার-সাধন । ১৮১

করেন, গোবিন্দের এই ব্রহ্মত্বের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার সমগ্র জীবনের আশা-ভরসা সকলই মিথ্যা হইয়াছিল,—তাহা হইলে তাঁহাদের স্বরণ রাখা উচিত যে,—

কলসার জ্যোতস্বাস মামঘ নিশ্চর ।

ইন্দিতে চানিত তার হৃদ শক্তিচর ।

কলসার মোহময় পথ সে ভীষণ ।

উৎসাহে ধাইছে তাহে মূঢ় অমুকণ ॥ *

ইষ্টাকের শেখভাগে অথবা ১৮৬২ ইষ্টাকের প্রথম ভাগে লক্ষ্যগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু যে ১৭৬৫ সম্বৎ অথবা ১৭০৮ ইষ্টাকের হয়, তাহাতে কাহারও মতবৈধ দৃষ্ট হয় না।

নামেরে একটা বৃহৎ ধর্ম-মন্দির আছে। কতকাংশে স্থাবর সম্পত্তির আছে, কতকাংশে চাঁদা সংগ্রহ দ্বারা, আবার কতকাংশে ব: অর্থস্ব-প্রাপ্তিতে নিরমাত্মস্বারে বাৎসরিক করদ্বারে উহার ব্যয় সন্মুখান হইত। অবাধরূপে এই ধর্ম্মাধিকরণের অবিপত্তি দেখাইবার জন্য প্রত্যেক ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট লোক প্রেরণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা সকলে নিজ নিজ অবস্থানস্বারে অর্থ প্রদান করেন। এইরূপে ভূপালের রাজার সাধারণ অধিপালকপদ প্রাপ্তি বৎসর এক টাকা চারি আনা এবং তাহা ব্যতীত তাঁঁহাদ্বারা-কালে অত্রাত উপহারও প্রদান করিয়া থাকে।

ব্রহ্মজিৎসিংও নামেরে বহু অর্থ প্রেরণ করিতেন। কিন্তু তৎপ্রদত্ত অর্থ যে ইহারত আরম্ভ হয়, তাহা একমত সম্পূর্ণ হয় নাই।

নামেরের আর এক নাম,—“উপচাঙ্গা” নগর। দক্ষিণ ও মধ্য-ভাগে ইহা তত্ত্বিসূচক “গুরুবাওয়ারা” অর্থাৎ “গুরু-গৃহ” নামে অভিহিত।

* Sir Marmaduke Maxwell, a dramatic poem, act iv, scene 6.

কখন মহাশয় মক্কা হইতে পলায়ন করেন, তখন হরত “একজন আর-
বের বংশীয় আঘাতে সমগ্র অপরূপ ইতিহাস পরিবর্তিত হইত” ;
পরো বর্ণিত সজের প্রতিমূর্তি বিখ্যাত একিলেস, (Achilles) হইর মকর
অধিকার না করিয়াই পলায়ন করিতেন। “মারমিডন”দ্বিগের অধি-
পতি অল্প বয়সে যুত্মাযুৎ পতিত হইলেনও, তিনি চিরকীর্ণি অর্জন করিয়া-
ছিলেন। “সিমর” ও “মামাণ্ডার”দ্বিগের সহিত যুদ্ধ সময়ে তিনি বে-
হের যুত্মাযুৎর ভীত হইয়াছিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে সেইরূপ মৃশংস ও হের
যুত্মাই সংঘটিত হইয়াছিল। পূর্ব ও পশ্চিম ভূ-খণ্ডে বাহার অক্ষর
কীর্ণি বিস্তারমান ; বাহার বশোরশিতে দ্বিগিসত্ত উচ্চাসিত ; বিনি
সর্বাত্তকরণে জেরসালেম উচ্চায়ের অস্ত অর্কষ ভাগ করিয়াছিলেন ;—
ঈজরের পবিত্র নগর বিধ্বাস করতলগত রহিল বলিয়া এবং তাহার
উচ্চায়-সাধন করিতে না পারিয়া, সেই বীরশ্রেষ্ঠ রিচাউও, লজ্জার ও হৃৎখে
অবোধন হইয়াছিলেন ; তিনি আর যুৎ দেখাইলেন না। তিনি যে
পুণ্ড্রুমির উচ্চায় সাধনে অক্ষম হইলেন, সে পুণ্ড্রুমির দিকে আর ফিরিয়া
জাছিলেন না। তিনি পর্তত হইতে অবতরণ করিয়া দাসত্ব-শৃংখলে
আবদ্ধ হইলেন ; পরিশেষে অকাল যুত্মাতে তাঁহার আশা ভরসা সকলই
ফুটাইল।† বাহা হউক, কার্যসিদ্ধি দ্বারা সকল সময়ে মহত্বের পরিমাপ

* Gibbon, “Decline and Fall of the Roman Empire,”
ix. 285.

† সিংহভূল্য রাজার বিষয় জ্ঞানিতে হইলে, শিখের রোম-রাজ্যের
অবনতি ও অধঃপতন (Gibbon, Decline and Fall of the
Roman Empire xi. 143.) জটিল। টারনার কৃত একিলিস ও
রিচাউর পরস্পর তুলনা দেখা উচিত। (Turner’s History of
England, p. 300.) কিন্তু ইংল্যান্ড-বীরের পরস্পর আপোষক

হয় না। শিখধর্মের শেষ স্তর গোবিন্দ জীবিত কালে দীর্ঘ উদ্বেগ লাগন করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু তিনি একটা পরাজিত ও অধঃপতিত জাতির বিলুপ্তপ্রায় অস্তিত্ব ও হৃদয় বৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত ও কার্যকর করিয়া যান। নানক-প্রবর্তিত ধর্মসূত্র-বলে, সমাজ-বাবীলতা ও জাতীয় প্রাধান্যের অভিনব হৃদয় লাগসায় তাহার সঙ্কলনই উন্নত হইয়া উঠে; তাহাদের মন সেই বাবীলতা-সুখ লাভের উৎকট ইচ্ছায় পরিপূর্ণ হয়। তৎকাল বাহা জীবন্ত গোবিন্দ তাহারই মধ্যে স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চারিত করিলেন; হৃদয়ে উদীপনার অনলপ্রোত প্রবাহিত হইল। সমগ্র শিখজাতি একই জীবন্ত আত্মার অধিকারী। গোবিন্দ প্রচারিত ধর্ম ও উপদেশসমূহ কেবল তাহাদের মানসিক শক্তি উন্নত ও পরিবর্তিত করিয়াছিল; তাহাদের শরীর সুপীঠিত ও কর্মত্যাগী হইয়াছিল। তাহাতে তাহার অশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এইরূপে শিখ-জাতির স্বাভাবিক প্রকৃতি ও বাহ্য আকৃতির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। একজন শিখ-রাজাকে তাঁহার প্রতাপশালী দেহ এবং বাবীন ও বীরোচিত আকৃতি দেখিয়া হৃন্দন-রূপে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু শিখ ধর্মের একজন স্তরকে ততোধিক সহজে চিনিতে পারা যায়; কারণ তাঁহার আত্মা ঈশ্বর-সামিধ্য লাভের জন্য ব্যগ্র;—তাঁহার আত্মা সর্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন। তাঁহার সেই সমুদায় লক্ষণ বেহে একটিও হয় এবং তাহাতেই স্তরকে সহজে চিনিতে পারা যায়। * বাহা হউক, এই সকল পরিবর্তন সত্ত্বেও, অধিকাংশ

তুলনার প্রেষ্ঠ ভারপরতা সত্ত্বেও কাল্যায়ের সম্রাতি জটব্য। (Hal-lam, Middle Ages, iii. 482.)

* এইরূপ বাহ্যিক পরিবর্তন প্রথমে তাঁর অনেকজন্যই ব্যর্থ হইয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। (Travels i. 285, and ii. 39.) এলবিনস্টোন (History of India, ii, 394.) এবং স্কাটসন (Sketch, p.

শিখই হিন্দু-বংশজাত । বলত, তাহাদের সৈনিক ব্রীতি-পদ্ধতি এবং
 রসিত ভাষা যে সকলই হিন্দুদিগের ভাষা—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।
 সাম্প্রদায়িক প্রথা ও কঠোর বিধি-বিধান প্রবর্তিত করিয়া গোবিন্দ
 শিখদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই । তথাপি, তাহারা বর্ধ-বিশ্বাস এবং
 সামসারিক কারবার অত্যন্ত ভারতীর জাতি অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বড় ।
 তাহারা একই উদ্দেশ্যে পরিত্যক্ত হইত ; সকলেই একই ভাব—একই
 চিন্তা-মনোযোগে পোষণ করিত । এই অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনই তাহারা
 একতা-সূত্রে একই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল । তাহাদের এ উদ্দেশ্য—
 এ ভাব আর কাহারও মনে স্থান পায় নাই । এক-সময়ে একটা সম্প্রদায়
 বৃষ্ট দেশে দীক্ষিত হয় ; গ্রীষ্ম ও বোর দেশের পণ্ডিতগণ এই মনোবল
 প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রকৃত শক্তি ও তেজ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ।

(২৫) তাহা সন্নিবিষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । হিন্দু পরিবারের কতকগুলি
 বংশের এক কিংবা দুই শতাব্দী পূর্বে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল ।
 তাহাদিগের ব্যক্তিগত আকৃতির সহিত মানব এবং উক্ত ভারত-
 কর্ণের নামা স্থানের ব্রাহ্মণ-বংশাবলম্বী অধিবাসিদের প্রতিষ্ঠিত
 বিশেষরূপে তুলনা করা বাইতে পারে ;—তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি
 ও পরিচ্ছদও একইরূপ পরিবর্তন ঘটি হইতে পারে । প্রিচার্ডও
 (Physical History of Mankind, i. 183 and i. 191.) বৃষ্ট
 বর্ধ-দীক্ষিত “হটেনটট” ও “এম্বুইম্বাঙ্গ”দিগের বাহ্যিক পরিবর্তন
 লক্ষ্য করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি তাহাদের বাহ্যিক বৃদ্ধ-প্রীর কোন পরি-
 বর্তন দেখেন নাই । ইহাতে বুঝা যায়,—অনুসন্ধান ইংরাজগণ
 প্রকৃত বিষয়ের কোন তথ্য নিরূপণ করেন না ; অথবা পূর্ব-দীক্ষিত
 বংশের আভিগণ বর ব্যগ্রতা ও ঐংরাজের সহিত এই নৃপতি বর্ধ গ্রহণ
 করিয়াছেন,—অবিশেষে তাহারা কোন নিদর্শন প্রদান করেন নাই ।

সুতরাং শিবধর্মের প্রকৃতশক্তি বৃদ্ধিতে না পারিয়া, তদ্বিধে যে সকল
 ভ্রান্তক যত্নের অবতারণা দেখা যায়, তাহাতে জনসাধারণের
 চমৎকৃত হইবার কোন কারণ নাই, অথবা ইংরাজ প্রত্যাশানুসারে প্রতি
 যুগা প্রকাশ করারও আবশ্যক নাই । * টাসিটাস এবং হুইটোনিয়স মনে
 করিতেন, প্রাচীন গ্রীকগণ ইহুদী জাতির একটা সন্তানকে বিশেষ
 তাঁহারা উত্তর সন্তানদের মৌলিক পার্থক্য ভেদ করিতে অকৃতকার্য হইয়া-
 ছিলেন । এই ধর্মের যে ওগু শক্তি ও প্রকৃত প্রেতত্ত্ব প্রভাবে আধুনিক
 সভ্যতা দিন দিন উন্নতির পথে প্রবাহিত হইতেছিল ; বাহ্যতে সেই
 সভ্যতার ক্রীণ রশ্মির নির্মল জ্যোৎস্নাকে নিগূঢ়নিত্ত উজ্জ্বলিত হইতে

* প্রত্যাশা প্রকাশিত: অধ্যাপক এইচ, এইচ, উইলসনের দ্বারা
 বলিতেছেন । তাঁহার শিকা ও পরিপ্রবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এইরূপ
 উন্নতি সাধিত হইয়াছে । (See, 'Asiatic Researches' xvi, 237.
 238, and 'Continuation of Mill's History', vii, 101 102.)
 ম্যালকমও এক স্থলে এই বক্ত প্রদান করিয়াছেন (Malcolm, 'Sketch',
 p. 144, 148. 150); কিন্তু অন্তস্থলে আবার এই বক্তের বৈলক্ষ্য
 বুট হয় । ('Sketch' p. 43) বাহ্য হউক, এই সকল বক্তের সহিত
 এলাফিনষ্টোনের অবিকৃত নিত্য বক্ত তুলনা করা বাইতে পারে ।
 (Elphinstone, 'History of India, ii. 562, 564) এবং ভার
 আমেরিকানদের বর্ণনাম (Sir. Alex. Burnes, 'Travels', i. 214,
 28 ও ম্যাকর ব্রাউনের বক্তব্যও (Major Browne's, India
 'Tracts', ii., 4) ইহার সহিত তুলনীয় । ম্যাকর ব্রাউন প্রতিপন্ন
 করিয়াছেন, প্রোটোইট ও গোবিন্দধর্মের মধ্যে যে একতা, শিব ও হিন্দু-
 ধর্মের বৈলক্ষ্য ও পার্থক্য সেইরূপ সমতা বুট হয় ।

জাঙ্গিল,—টাহার তহার প্রকৃত তথা বা প্রাপ্তত্ব প্রকটক নির্ণয়
করিতে সমর্থ হন নাই ।

* See the 'Annals of Tacitus.' 'Murphy's Translation'
(book xv. Sect 44, note 15) ট্যাসিটাস বলেন,—যুটানবর্ষ
একটী ভয়াবহ কু-সংস্কার। তিনি যেন করেন,—যুট-প্রচারকগণ “সমগ্র
মনুষ্যজাতির প্রতি ঘৃণার ও অশ্রমসমতার প্রণোদিত”।—এই সময়ে তাহাই
জুডাইকের স্বাভাবিক বর্ষ। মুইটোনিয়স বলেন,—কুডিয়সের রাজত্ব
সময়ে “মুসটাস” নামক এক ব্যক্তির উদ্ভেজনার জিউনগ বিদ্রোহের
স্থাপাত করিয়াছিল। এইরূপে সকল বিষয়েই তিনি স্পষ্টতঃ ভ্রমে
পতিত হইয়াছেন। গ্রীক শব্দে “অভিয়েকের” পরিবর্তে একটী লাতিন
শব্দের প্রয়োগ করিয়া তিনি আরও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

আবার, ডোপিসকাস নামক একজন অপরিচিত ঐতিহাসিক বাবসাহ
জাতিধর্ম লিপিত একখানি “পত্রে” বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে
লেখা যায়,—“সিরাপির” তত্ত্ববাদের সহিত যুটানবর্ষের তুলনা করা
হইয়াছে; তাহাতে আরও সন্দেহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশপগণ প্রথমতঃ
সেই স্বাভাবিক দেবতার ঘোর পক্ষপাতী এবং উপাসক; এই
দেবতার উপাসনা “পলেনি” জাতি কর্তৃক মিশরে প্রথম প্রবর্তিত হয়।
(Waddington, 'History of the Church', p. 37.)
ইউসিবিয়াসও নিজে, যুটান এক এসেনিক থিরাপিউটা (Essenic
Therapeutae) প্রভুত্বের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য দেখিতে
পান নাই। (Strauss, 'Life of Jesus', i, 294) কিন্তু শেখোক্তটী
একটী সংস্কার বা জাতি বিশেষ;—ইহারা বৈরাগ্যের ও বুদ্ধির অগোচর
এসেনিকায় তপ করিত।

এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, মিঃ নিউম্যানও ট্যাসিটাসের এই

গোবিন্দের প্রিয় শিষ্য বাবা দক্ষিণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন ; তিনি “বৈরাগী” সম্রাটের একজন সম্মানী বনিয়া পরিচিত ।* গুরুর মৃত্যুর পর, তাঁহার শিষ্যগণের কার্য-প্রণালীর বর্ণনা হইতে মৃত গুরুর সাক্ষরতা, সৈন্তপরিমাণ, এবং তাহার ধর্মবোধের বিষয় উত্তম-রূপে বুঝা যাইবে । বখন বাবা উত্তর-পশ্চিম দিকে পৌঁছিলেন, তখন বিজয় কেতন স্বরূপ গোবিন্দের শর বহন করিয়া বহুসংখ্যক শিখ তাঁহার নিকট সমবেত হইল । বাবায় আগমনে সারহিন্দে নিকটবর্তী হোসল কর্ত্তারিসিং পলায়ন করিলেন ; তখন তিনি সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে পরাজিত করিলেন ; সে ব্যক্তি বুদ্ধ নিহত হইল । সারহিন্দ লুণ্ঠিত হইল ; গোবিন্দের সম্ভ্রান্তগণকে শত্রুহন্তে নিক্ষেপকারী হিন্দুগণ এবং তাহানিগের

বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়,—এ বর্ণনা প্রকৃত পক্ষে ইছানগণের পরিবর্তে মুসলমানগণকেই নির্দেশ করে । (On the Development of Christian Doctrine, p. 205, &c) হরত, এই বিষয় তাঁহার বর্ণনাই বখাৰ্খ । কিন্তু পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের মতের সহিত তাঁহার মত-বিরোধের কোন কারণ, তিনি উল্লেখ করেন নাই ।

* কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বাবা উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিলেন । ম্যাক্স ট্রাউন যে প্রহকারের অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি বলেন যে, জনকর দোয়াবে বাবায় জন্ম হয় । (India Tracts, ii. 9)

“বাবা” শব্দে “ক্রীডাম” বুঝায় । “গুরু রায়বলী” রচয়িতা স্বরূপ চাঁদ বলেন, এই বৈরাগী বখন দক্ষিণ দিকে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন তিনি এই নাম বা উপাধি গ্রহণ করেন । এখানে তিনি যেখিন্স যে, গুরু-সাহিত্যে তাঁহার বহুক বেবতা বিস্তার করতা নিকল । তখন হইতেই বাবা বলিলেন,—তিনি গুরু ক্রীডাম হইলেন ।

শিকারী মুসলমানগণ সকলেই প্রতিশোধ-পরবশ শিখগণ কর্তৃক নিহত হইল।* অতঃপর বাকী সাতশত পর্বতের পাদদেশে একটি দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিলেন;† শত্ৰু ও বহুলায় সতাবসী ভূমিখণ্ড তৎকর্তৃক অধিকৃত হইল; তখন তিনি সাহরাণপুর জেলা শাসন করিয়া কেলিলেন।‡

এই সময়ে বাদশাহ বাহাদুর সা, তাঁহার বিজোহী দ্রাডা কারবজকে পরাজিত করিলেন। মাদরাটাবিগের সহিত তাঁহার সন্ধি স্থাপিত হইল। এক্ষণে তিনি রাজপুতনার রাজ্যসমূহকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এমন সময়ে তিনি শুনিলেন যে,—অজ্ঞাত-কুলকীল বাকী কর্তৃক রাজকীয় সৈন্য পরাজিত হইয়াছে এবং বিপাক বল নগর লুণ্ঠন করিয়াছে।¶ তিনি অতি শীঘ্রতর পলায়ে গমন

* সারহিন্দ অববোধে সম্বন্ধে কতকগুলি বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকে
জটব্য :—Browne, 'India Tracts,' ii. : 9, 10; Elphinstone,
'History of India' ii 565, 566. ম্যালকম বলিয়াছেন, এ
প্রদেশের শাসনকর্তার নাম—মৌজদার খাঁ। (Malcolm, 'Sketch'
p. 77, 78) বস্তুতঃ, তাঁহার নাম জুজির খাঁ—কৌজদার খাঁ নয়।
একত পক্ষে জুজির খাঁ এই প্রদেশের "কৌজদার" অর্থাৎ সেনাপাধ্যক
হিসেব বটে; কিন্তু এক্ষণে এই শব্দ নামবরূপ প্রযুক্ত হয়, এবং
কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বুঝায়।

† মাদরাটাবা আদালার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। মুবসিসপুর তাহারই
সমীপে অবস্থিত। ইহাই বোধ হয়, শের-উল-মুতাকেরাধার "মো-
কু" বা মৌজদার। (Seir ool Mutakhereen, i. 115)

‡ Forster, 'Travels' i. 304.

¶ নিম্নলিখিত গ্রন্থে জটব্য :—Elphinstone, 'History of
'India', ii. 561 and Forster, 'Travels, i. 304. ১৭৬৩-৬৪
খ্রিষ্টাব্দ ইহা সংঘটিত হয়।

করিলেন। বঙ্গিপাশ্বে বিজয়লাভ করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিবার
অন্ত তিনি সেখানে একটুও বিলম্ব করিলেন না। ইতিমধ্যে তাঁহার
সেনাপতিগণ পানিপথের সন্নিকটে একজন শিখ সৈন্য পরাস্ত করিলেন;
বান্দা তাঁহার চূর্ণে পুনরায় বিপক্ষ সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া
অবসন্ন হইলেন। কিন্তু এই অবরোধ সময়ে শিখধৰ্ম্মে দীক্ষিত একজন
পদ্মাসুন্ন্যাসী সেন্যের নামের বেশ ধরিয়া ছদ্মবেশে বন্দন গ্রহণ
করিতেছিল, তখন শত্রু কর্ত্তৃক বৃত্ত হইয়া, এবং বান্দা তাঁহার সকল
অমুচরবর্গের সহিত সেখান হইতে পলায়ন করেন।* অস্ত্রপূর
কতকগুলি সামান্য সামান্য বৃত্তে অরলাভ করিয়া, লাহোরের উত্তরবর্তী
পৰ্ব্বতমালামাধ্যে আশ্রয় সন্নিকটে বান্দা বীর আবাস স্থান স্থাপিত
করিলেন, এবং পত্রাবের অভ্যন্তর ভূমিখণ্ড বিভক্ত করিতে লাগিলেন।
ইতিমধ্যে বাহাদুর সা অরং লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু
১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।†

বান্দাসাহের মৃত্যু হওয়ার, সিংহাসন লইয়া পুত্রের বিবাদ
উপস্থিত হইল। বান্দাসাহের ছোট পুত্র, জাহাঙ্গীর সা প্রায় এক
বৎসর নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ১৭১০ খৃষ্টাব্দের
ফেব্রুয়ারী মাসে, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ফেরোকসের তাঁহাকে পরাজিত ও

* নিম্নলিখিত গ্রন্থে উক্ত্য :—Elphinstone, 'History of
India, ii. 66 and Forster, 'Travels', i. 305. ঐ শিখের
একান্ত আত্মরক্ষা দেখিয়া, বান্দাসাহ তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করিয়া
ছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাকে জব্দা করেন নাই।

† পের-উল-মুতাকেরীন, প্রথম খণ্ড, ১১১ ও ১১২ পৃ. উক্ত্য।
(Compare 'Seir ool Mutakhereen' i. 100 and 112.)

নিহত করেন। সোপানদিগের এই সমুদয় অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অসুষ্ঠোৎসাহে শিবদিগের বিশেষ সুবিধা হইল; তাহার পুনরায় একত্রিত হওয়ার ক্ষমতা হইল। উঠিল, এবং বিশাখা ও ইরাবতীর মধ্যবর্তী স্থানে “গুরুদাসপুর” নামে একটি সুহৃৎ দুর্গ নিৰ্মাণ করিল।* লাহোরের শাসন-কর্তা বন্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বোঝা করিলেন; কিন্তু একটি খণ্ড যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন। তখন শিবগণ সার্বভৌম অভিযুগে একদল সৈন্য প্রেরণ করিল; তৎকাল শাসন-কর্তা বাইজিন তাঁ তাহাদের প্রতিরোধ করিবার জন্য আগ্রসর হইলেন। একটি ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি যুদ্ধ-পদ-বিক্ষেপে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে গুরুত্বরূপে অভ্যাহাত করে; সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মদিনারকের মৃত্যুতে মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়; অজমার হয়, এই নগর দ্বিতীয় বার আর বিজয়েরক্ষা শিবদিগের হস্তে পতিত হয় নাই।† এক্ষণে কাশ্মীরের শাসনকর্তা আবদুল সাক্কর খাঁ নামক “তুয়াণি” বংশীয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও যুচতুর সেনানায়ককে পঞ্জাবের সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতে বাদসাহ অনুমতি করিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ পূর্ব দিক হইতে কতকগুলি

* গুরুদাসপুর তুলনাগরের অতি নিকটে অবস্থিত; এখানে আকবর বাদসাহ পদে অভিষিক্ত হন। করটার, ম্যান্‌কম এবং অস্ত্রাজ্ঞ ইতিহাসিকগণ যে সাধারণ বিবরণ অনুসরণ করিয়াছেন, এই স্থানেই, বর্ণিত “নৌগড়” অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হয়। যে সকল সার্বভৌম ত্রাসকরণ শিবদিগের আচার-পদ্ধতি ও ধর্মবিশিষ্ট অধিকাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, এখানে আজকাল তাহাদের একটি ধর্ম-বন্ধির প্রতিষ্ঠিত আছে।

† তৎকাল কতকগুলি বিবরণ দেখা যায় যে, বাদসাহ পুনরায় সার্বভৌম অধিকার করিয়াছিলেন।

মুশিকিত সৈন্ত প্রেরিত হইল। আবদুল সামাদ খাঁ নিজের
কয়েক সহস্র মুশিকিত ও রণকুশল অশেষবাসী সৈন্ত সঙ্গে
করিয়া অনিরাহিলেন। তিনি যুদ্ধান্ত ও গোলান্দাজ সৈন্ত প্রাপ্ত
হইয়া লাহোর পরিত্যাগ করতঃ শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন।
কিছু বাদ্যের ঐচণ্ড বাধা ও যুদ্ধ সবেও এই যুদ্ধে শিখসৈন্ত
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। যুদ্ধে অসহ্য করিয়া মুসলমানগণ
শিখ সৈন্তের পশ্চাদ্ভাবন করিল; বাদ্য বিজয়ী মুসলমান সেনাপায়কের
সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার (আবদুল সামাদ খাঁ) সৈন্তের
ভ্রুতের কতি করিয়া, একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে
লাগিলেন। কিছু পরিশেষে তিনি নিজে গুরুদ্বারাপুরের তুর্গে আগ্রয়
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতি সঙ্গীর্ণভাবে তুর্গ অবরুদ্ধ
হইল। তুর্গের বহির্ভাগ হইতে মধ্যভাগে কোন জিনিস সরবরাহ
করিবার সুবিধা ছিল না; সমুদায় বাধ্য হুয়াইয়া বাওয়ার, ঘোড়া,
নাথ, এমন কি অখাদ্য পোষাংস ভক্ষণ করিয়া পরিশেষে বাদ্য আত্ম-
সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন;* অবিকার্য শিখ নিহত হইল। যখন
তাঁহার অসভ্য অথবা অর্দ্ধ-সভ্য এবং কুসংস্কারাক্রম বিজয়গণের

* নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহে উক্ত্য :—Malcolm, 'Sketch', p. 79,
80; Forster, 'Travels', i. 306 and note; and the 'Seir
ool' Mutakhereen', i. 116, 117. প্রচলিত সাধারণ বিবরণে শিখ
সৈন্তের সংখ্যা ৩৫,০০০ প্রদত্ত হইয়াছে (করটোর বসেন, ২০,০০০);
তাঁহার বসেন,—যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আবদুল সামাদ এক
বৎসর লাহোরে ছিলেন; সেই বিবরণানুসারে আসা যায়,—সমুদায়
প্রাকৃত্য সজ্জাণ তাঁহার সাহায্যার্থ আসবন করিয়াছিলেন; প্রত্যেক
ঘটনাই সতর্কপণে বলিয়া বসে হয়।

অতঃপর অবস্থান-স্থল ও সমাজের প্রবাহসমূহের দ্বিতীয় অভিযুক্তের পক্ষ
কবিত্তেছিল, তখন তাহার। শিখদিগের দ্বিতীয় মন্তক—বান্দা এক
অপরাধের সম্বন্ধে তদে বিদ্ধ করিয়া বহন করিতে লাগিল। *
শিখদিগের সকলেই ধর্মের অত্যন্ত প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইল।
তাহারের মধ্যে বিবাহ বাধিল,—কে আগে মরিলে। সকলেই এ
কালে অগ্রণী হইতে লাগিল; সুতরাং তাহারের মধ্যেও বিবাহ
উপহিত হইল। পরস্পর বিবাদহেতু প্রত্যহ এক শত শিখ নিহত
হইতে লাগিল। অতঃপর অষ্টম দিনে বান্দা মিঃজেই বিচারক-
দিগের সম্মুখে অভিযুক্ত হইলেন। বিচারে তাহার দোষ সাক্ষ্য
হওয়ায়, একজন সম্রাট মুসলমান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
“একজন বিচক্ষণ এবং স্ত্রী ব্যক্তি হইয়া, তিনি কিরূপে পাপকাণ্ড
করিলেন; সেই পাপ কাণ্ডে তিনি মরকে নিশ্চিত হইবেন, জানিয়াও
কেন তিনি সেই পাপে লিপ্ত হইলেন? বান্দা উত্তর করিলেন যে,—
হুই ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান বা দণ্ড বিধান করিতে তিনিই ইচ্ছার
একমাত্র অনু-বরণ; এবং এক্ষণে অগতীকরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে
কাৰ্য্য করায়, তিনি যে পাপ করিয়াছেন,—এক্ষণে কেবল তাহারই

* সমসাময়িক কাকি বাঁর বিবরণ উল্লেখ করিয়া শৈব-উল-মুতাকেরীণ
লেখক (‘Sei ool Mutakhereen’, i. 118, 120) এবং এলফিন-
ষ্টোন (‘Elphinstone ‘History’, ii, 574, 576) উভয়েই বলিয়া-
ছেন,—শিখ-করেবান সংখ্যা সর্বতন্ত্র ৭৪০ জন। বাইবিল বাঁর হুতা
মাতা কিরূপে তাহার পুত্রহত্যাকে নিহত করিয়াছিল, তাহা শৈব-উল-মুতাক
লেখকোপে বর্ণিত আছে। যখন তিনি ও অত্যন্ত করেবিশ লাহোরের পর
দ্বিতীয় পরিচালিত হইতেছিলেন, তখন বাইবিল বাঁর মাতা মন্তকোপরি
একমাত্র প্রত্যর বিদ্যমান করিয়া পুত্রহত্যাকে নিহত করে।

শান্তি ভোগ করিতেছেন। তাঁহার পুত্র তাঁহার সমক্ষে জাহ্নু পাতিয়া উপবেশন করিল,—তাঁহার হস্তে একখানি ছুরিকা প্রদত্ত হইল; বান্দা আপন পুত্রের প্রাণ সংহার করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি অবিচলিতভাবে এবং নিশ্চক্ষে তাহাই করিলেন। পুত্রের প্রাণ সংহার করিতে বান্দা অসুস্থ্য বিচলিত হইলেন না। জজপের তাঁহার নিজ শরীরের মাংস অধিবৎ ওপ্ত সঁজাটী দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া কেলিল; বান্দা অসঙ্কল্পপাতোদ্যম করিতে করিতে ভবলীলা সংবরণ করিলেন। মুসলমান-গণ বলেন,—বান্দার পাপমত আত্মা দ্বিগুণ নরকে সিদ্ধিগত হইল। *

শিখগণ বান্দার মৃত্যুর প্রতি অধিকতর সম্মান প্রকাশ করিল না। বান্দা স্বভাবতঃ অপ্রসন্ন-চিত্ত ছিলেন। একজন উৎসাহী, অধ্যবসায়শীল এবং সাহসী সেলাপতি বলিয়া সকলেই তাঁহাকে প্রজ্ঞা করিত। তবে তাঁহার অসুচর্য্যবর্ণের কেহই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই। নামক ও গোবিন্দ যে ধর্ম্ম-সংস্কার প্রচার করিয়াছিলেন, বান্দা সেই সংস্কার-বীতির গুণ উদ্দেশ্য অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই; সন্তোষ-বিশেষের বীতি তাঁহার জ্ঞানে বহুতুল্য হইরাছিল। নামক এবং গুরু গোবিন্দ যে ধর্ম্মবীতি,—

* এহলে ম্যালকম (Malcolm. 'Sketch', p. 82) শৈর-উল-মুতাকেরীণ হইতে কয়েকটা অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শৈর-উল-মুতাকেরীণ (Seir-ool Mutakhhereeu, i. 109), অরম (Orme 'History', ii. 22) এবং এলফিনষ্টোন (Elphinstone. History. ii. 564) স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন যে, ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে বান্দা পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু কলকাতা ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে বান্দার মৃত্যুকাল নির্দেশ করিয়াছেন। (Forster, "Travels", i. 306, note).

যে আচার-পদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন, বাবা তাহারই সংস্কার-সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন ; আপন সম্যাসম্বন্ধের রীতি ও হিন্দুদিগের ধর্মবিশ্বাস তাহারে সংযোজিত করিয়া, তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । ধর্মামুগামী শিখগণ তাহার সেই বিধি-বিহিত সংস্কার-সাধনে বাবা প্রদান করিয়াছিল । হরত, বাবায় এই অবৈধ ও অব্যাজিত বিধি-প্রবর্তনের চেষ্টা হেতু, শিখগণ তাঁহার ভার একজন দক্ষ ও অধ্যবসায়ীজন সম্বন্ধে প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল । *

বাবার মৃত্যুর পর, শিখদিগের প্রতি যোরতর অত্যাচার-উৎপীড়ন চলিতে লাগিল । যুদ্ধে তাহারের বহু সৈন্তবল ক্ষয় হইয়াছিল । বাহারী হৃত হইয়াছিল, তাহারাত্ত হর নিহত, না হর বাধ্য হইয়া স্বতন্ত্র পরিচালন করিয়াছিল । বস্তুতঃ, যে বত শিখসৈন্ত নিহত করিবে, সে সেই হিসাবে

* Compare Malcolm, "Sketch", p. 83, 84, শৈখ-উল-মুতাকেরাণে জানা যায়,—বাবা সমস্ত সময়ে ভারতীয়গণ কর্তৃক "শুর" নামে অভিহিত হইতেন । (Seir ool Muakhereen, i. 114) বর্তমান সময়েও কতকগুলি অর্ধ-বিবাসী শিখ দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহার বাবাকেই তাহাদের সম্ভাব্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সম্বোধন করে । কবিত হর, বাবা বসন্ত একটা বর্ষ-সম্রাটের দ্বারায় ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু গোবিন্দের শিখ-সম্রাটের ভিন্ন অন্য কোন বর্ষ-সম্রাটের অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই । বাবা আরও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি অভিযান ও আগ্রহের পরিচালন স্বত্ব করিতে ইচ্ছুক ছিলেন । "তারা জাহ কি কতে",—গোবিন্দের জাদিষ্ট বা তৎকর্তৃক প্রস্তুত এই প্রস্তাবের পরিবর্তিত করিয়া "কতে ধরম" ও "কতে ধর্ম" (ধর্মের জয় ! সম্রাটের জয় !) প্রবর্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন । Compare Malcolm, "Sketch", p. 83, 84.

পূরিত হইবে,—এই বোঝা প্রচারিত হওয়ার বিপরীত প্রতিবন্ধ-
বৃত্তি চরিতার্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। শিবদিগের উপর অসামান্য
অভ্যাচার চলিতে লাগিল। পরিশেষে অসহনীয় অভ্যাচার-উদ্ভূত
শিবদিগের অনেকেই বাধ্য হইয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিল; অপরাপর
সকলে ধর্মের বাহ্যিক নিদর্শন পরিভ্রাণ করিতে বাধ্য হইল। ধর্মস্বামী
শিবগণ নিরুত্তর পর্বত কন্দরে পলায়ন করিল; কেহ কেহ আশ্রয়
শত্ৰুর দক্ষিণ-তীরবর্তী নির্জন আশ্রয় প্রদেশে পলায়ন গেল। ইহার
পর আর এক পুরুষ কাল শিবদিগের আর কোন বিবরণ ইতিহাসে
পাওয়া যায় না! *

এইরূপে দুই শত বৎসরের পর শিব-ধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইল।
সেই ধর্ম-নীতি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল; শিব-ধর্মের প্রভাবে
সকলেই পরিচালিত হইতে লাগিল। এই ধর্ম-নীতি মানবের মনে বদ্ধমূল
হওয়ার, শিবধর্ম দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। প্রথমতঃ নানক
একটী সুত্র ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন করেন। সম্প্রদায় বিশেষের প্রভাবে তাঁহার
শিষ্যগণ বাধ্যতে কু-পথে পরিচালিত না হয়, নানক তাহার উপায়-বিধান
করিয়া যান। আপন উদ্দেশ্য-সাধন-করে নানক, লৌকিক হিন্দু-সম্প্র-
দায় এবং মুসলমানদের মুসলমান সম্প্রদায় হইতে আপনার শিষ্যগণকে
পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে অপরাপর সম্প্রদায় হইতে শিবদিগের
বাধ্যতা পরিত্যক্ত হয়। শিবসম্প্রদায় বাধ্যতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় পরিণত
না হয়, উমার দাস তাহার উপায় বিধান করেন। অর্জুন শিবদিগের
সমাজ গঠনের নিম্ন বিবিধ করিয়া যান, এবং উন্নতিশীল শিবসম্প্র-

* Compare Forster ("Travels", i. 312, 313), and
Browne ("India Tract", ii. 13) and also Malcolm
("Sketch", p. 85, 86)

কারের জিন্সা-কলাপ সম্পাদনের ও চরিত্র গঠনের নিয়ম নিশিবদ্ধ করেন ।
 স্বরূপাধিক কর্তৃক অল্প-শত্রু ব্যবহারের নিয়ম ও যুদ্ধ-প্রথা প্রবর্তিত হয় ।
 পঞ্জিনামে গোবিন্দ সিংহের শিক্ষা প্রভাবে শিখদের মধ্যে প্রাণে স্বতন্ত্র একটা
 স্বাভাবিক ভাব উদীপ্ত হয় । গোবিন্দ তাহাদিগকে সামাজিক যুক্তি
 প্রদান করেন ; তাহাতে তাহাদের কঠোর সমাজ-বন্ধন দৃঢ় হয় ;—জাতীয়
 স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎকট আশার জাহারা উদ্ভূত হইয়া উঠে । অতঃপর
 আর কোন ব্যবস্থা-প্রকল্প বা শাসন-নীতির আবশ্যক হয় নাই । কেবল
 স্বরূপের অদ্ভুত শিক্ষা প্রভাবে শিখদের মনে এক অদ্বিতীয় প্রকৃতি
 বিকৃত ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল । পূর্বে তাহাদের মনে
 অনিশ্চিত ভাবের উদয় হইত ; এক্ষণে তাহাদের সেই অনিশ্চিত
 ভাব উদ্বেগ সাফল্যপূর্ণ হইয়া গঠিত হইয়াছে । শিখ ধর্মের
 এই প্রক্রিয়া এক্ষণে স্বতঃসিদ্ধ । বর্তমান সময়ে এই ধর্ম উন্নতির
 পথে প্রবাহিত ; অতঃপর এই ধর্ম প্রভাবে কি ফল উৎপন্ন হইবে,
 তাহা পূর্বে অনুভব করা বড়ই সুকঠিন । পূর্বেই ব্রাহ্মণ-ধর্মের
 অবলম্বন হইয়াছিল ; ব্রাহ্মণের আচার-ভাঙ্গা হইয়াছিলেন * তখন

* শিখ ধর্মের মধ্যেও পরিবর্তনের বিষয় দেখা যায় । কিন্তু ধর্ম
 পরিভাষায় সময় সময় শক্তির আধিক্য সূচিত হয় বটে ; কিন্তু স্বধর্ম
 পরিভাষায় সর্ব সময়েই দুর্বলতার পরিচয় প্রদান করে ; সম্প্রদায়
 স্বার্থসেৱও ইহাই কারণ । শিখ সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক অধিক ।
 কিন্তু শুধু গোবিন্দ প্রবর্তিত যুদ্ধের উন্নতিতে অশান্ত সম্প্রদায়
 লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে । এইরূপে শিখদের মধ্যে নামকের
 “খালসা” এবং গোবিন্দের “খালসা” নামক যে শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ের
 বিবরণ কঠোর বর্ণনা করিয়াছেন, (Forster, “Travels”, i. 309)
 তাহা আর এক্ষণে সমগ্রিক কল্যাণী নহে । বর্তমান, পূর্বোক্ত

মুসলমান ধৰ্ম্মৰ ক্ৰমোন্নতি হইতেছিল। সুতরাং শক্তিসংকটক মুসলমান ধৰ্ম্মৰ প্ৰেৰণা প্ৰদৰ্শন বৰল। স্বাধৰ্ম্ম ধৰ্ম্মৰ মূলোদ্ভেদ সাধিত হ'ল। তখন হইতেই শিখ-ধৰ্ম্মৰ উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। একেণে এই শিখ-ধৰ্ম্ম পাশ্চাত্য সভ্যতা-বলে ও ব্ৰিটিশ-ধৰ্ম্মৰ সংস্পৰ্শে ক্ৰমশঃই উন্নতিত পৰে আগবঢ়ি হইতেছে। বহুকাল পূৰ্বে ইহাৰ মূল একত্ব হইবে :—
প্ৰবৰ্ত্তী বংশধৰণ তাহা অনুভব কৰিতে সমৰ্থ হইবেন।

“খালসা” শব্দ আজকাল এককল অজ্ঞাত ; কিন্তু সকলেই “খালসা” সম্প্ৰদায়ৰ সভ্য বলিয়া পৰিচিত হইতে প্ৰাৰম্ভ। প্ৰথম স্তৰত শক্তি-প্ৰিয় শিষ্য শিষ্যৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ব্বত্ৰই দৃষ্ট হয় ; কিন্তু দশম স্বৰ্গৰ যুদ্ধত প্ৰিয় “সিং”ৰ সচৰাচৰ পত্ৰাৰে দৃষ্ট হয়। মৈনিক ব্যবসারে তাহাৰ কাৰুল হইতে ভাৰতবৰ্ষৰ নক্ষিতিক পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

“গীৱনী”—পাঠকৰণ প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুৰ্থ পৰিশিষ্ট দেখি-
লেন। শিখদিগেৰে প্ৰেমে সমস্ত বিবৰণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্ৰথম
তাহাদেৰ ধৰ্ম্মনীতি ও আচাৰ-পদ্ধতিৰ বৰ্ণনা কৰিলাছেন ; দানক ও মোবিল
কতকগুলি চিহ্নিত লিখিলাছিলেন, তাহাৰ মাত্ৰ-সংগ্ৰহ এওঁ শিখদিগেৰে
জীৱন ও ধৰ্ম্মনীতিৰ বিস্তাৰিত বৰ্ণনা সকলই প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও
চতুৰ্থ পৰিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি শিখ সম্প্ৰদায় এক-
তাহাদেৰ ভিন্ন ভিন্ন “পদবী” প্ৰথম পৰিশিষ্টেৰে তালিকাৰ সংযোগিত
হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ।

১৭১৬—১৭৬৪ ।

[যোগেশ নারায়ণের অধ্যাপন ;—শিখদিগের পুনরাবির্ভাব ;—বীর বয় কৰ্ত্তৃক শিখদিগের নির্বাচন, এক আবেদন দ্বারা পুত্র তৈমুরের উৎপাদন ;—“খালসা” শব্দের ও “খালসা” রাজ্যের দ্বারা শক্তির বিকাশ ;—আমিনা বেগম বী। এবং রাজ্যের স্বেচ্ছাবশেষে দ্বারা দ্বিগুণিত ।—আবেদন দ্বারা আক্রমণ ও বিজয়লাভ ;—সাম্রাজ্য ও আবেদন একে-এক শিখদিগের রাজ্য স্থাপন ;—আমিনা বেগমের শিখদিগের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ।—“আবালি” সম্রাট ।]

বাবসাহ আরজবের সঙ্গে সঙ্গে তৈমুরজবংশের শৌর্য-বীর্য-প্রতিভার অবসান হইল। আরজবের উত্তরাধিকারিণী দুর্বলচেতা হইলেন ; বার্ষিক অধিবাসী বস্ত্রিগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করায়, রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। দুহঃ সম্রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ আপসাপসে স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন ; অসীম বিক্রমী প্রজাপন করিয়া রাজ্যশাসন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক কয়েকজন ক্ষেত্রী মুসলমানিক মুসলমানগণ, বহুবেশ, লন্ডো এবং ধর্মপ্রাণ প্রভৃতি দ্বারা স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। মহারাষ্ট্রের পেশোরা মহলা সাম্রাজ্যের সমুখে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়া, ভারতবর্ষের মুসলমানগণকে চমকাইয়া দিলেন। * এদিকে দুর্বল মানির বা হস্ত-

* ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে পেশোরা সাম্রাজ্যে লন্ডো হইতে দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করিল। (See Elphinstone "History", ii. 609, and Grant Duff's History of the Mahrattas, i. 533, 534).

রক্ষিত রাজধানীর মধ্যে দ্রুত-সম্পর্কিত তুর্ক জাতি বহুদূর সারক অবস্থার সহিত আশ্রয় করিলেন।* এই সময় রোহিলখণ্ডের আধিপত্য ঔপনিবেশিকগণ, এবং তরতপুরের হিন্দু “জাঠগণ” বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।† যখন শূঠসকারী বিজেতা নাদির সা মুক্তিও তথ্য সমস্তবিবাহারে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন, তখন বাদশাহ হীনবল ; সম্রাট বিশৃঙ্খল :—এমন কি, যখন নিরাক্রম্য বাঘের জালতরফে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বংশ-সামর্থ্যের উপযুক্ত সিংহাসন অনুসন্ধান করিয়া-
ছিলেন, তখনও কোষ খর, এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।

বোঙ্গল সাম্রাজ্যের এই অব্যবস্থাব, সেই ভয়প্রাপ্ত শিখজাতির পুনরাভ্যুত্থানের পক্ষে বিশেষ অশুকুল হইয়াছিল। আবহুল সাবাব লাহোরের কঠোর শাসন-নীতি প্রবর্তন করেন ; তাঁহার এবং তাঁহার দুর্বল বংশধরগণের ; শাসনাবধানে, শিখগণ প্রত্যাহার ন্যায় শাস্ত্যভাব

* ভারত আক্রমণে কৃতকার্য হইয়া, নাদির সা তাঁহার পুত্রের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন ; এতলে তাহাই স্ফুটয় । (‘Asiatic Researches, x, 545, 546’)

† রোহিলখণ্ডের সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় বিবরণ, ফরস্টারের “ভ্রমণ বৃত্তান্তে” জটয়া (Forster, ‘Travels’, i. 115 &c) একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ নেভা হাকিন্স রচনাত খাঁর জীবনী, “লণ্ডন ওরিয়েন্টাল ট্রান্সলেশন কমিটির” একখানি পুস্তকে সম্বিধিট রহিয়াছে।

তরতপুর এবং তোলপুর, হাতিয়াস এবং অজ্ঞাত কুত্র কুত্র ইত্যন-
জাঠদিগের স্বতন্ত্র ইতিহাস আবিস্কৃত ।

‡ তিনিও বাদশাহ-বিজেতার পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম,—জাকারিয়া খাঁ, এবং তাঁহার উপাধি—শাঁ বাহাদুর।

প্রদর্শন করিত। কখন কখন তাহারা দ্রুতাবৃত্তি-দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত; বন্য-প্রদেশে ও গিরি-স্তহার শিকার অব্যবশ্যে লুকাইয়া থাকিত। * বাহা ইউক, নানক ও গোবিন্দের ধর্ম-নীতিসমূহ লোকের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছিল। সামাজ্য গৃহী ও শিল্পী সকলেই এই ধর্ম অন্তরে অন্তরে পোষণ করিত। অবিকৃতর অমুরাণী ব্যক্তিগণ প্রতিশোধ ও বিক্রম লাভের আশার অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। মৃত গুরু বলিয়াছিলেন, তিনিই শিখদিগের শেষ গুরু। সুতরাং ধর্মোত্তম ব্যক্তিগণের ঐহিক কোন পরিচালক ছিল না; কিন্তু বাহারা ধর্মগুরুকেই ঈশ্বর জ্ঞানে সম্মান করিত, সেই রূঢ় ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপসাপন উন্নতিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। ধর্মের দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্ত ব্যতীত শিখদিগের আর কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম বা অন্ত কোন একতা-বন্ধন ছিল না। এই নতন ধর্মের জী-বুদ্ধি, এবং এই ধর্মাবলম্বিগণের উন্নতির প্রধান কারণ,—এই ধর্মকে লোকে সত্য ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, এবং ভারতবাসীর মন এই ধর্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সর্বসাধারণমূলক এইরূপ একটা সরল নীতি যে এত শীঘ্র সকলে গ্রহণ করিবে,—তাহা অনেক সময় অনেক বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ ধীর ও অনিয়মিত ভাবে এই ধর্মের প্রতি প্রবাহিত হইয়াছিল। গোবিন্দের মৃত্যুকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিখদিগের ইতিহাস আলোচনা কালে এই বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য।

নানির সাহেবর আক্রমণ কালে শিখগণ ভূত ভূত মলে একত্র সমবেত হইয়াছিল। প্রত্যাপ্ত পারস্ত দেশীয় সৈন্যদের ধন-সম্পত্তি

* Compare 'Forster's,' 'Travels,' i. 313, and Browne's 'India Tracts,' ii. 13.

সকলই তাঁহার নৃশংস করিয়াছিল। নানির সার আশ্রয়নে দাওয়া পলায়ন করিয়াছিল। এবং পরে দিল্লীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইলে দাওয়ার পার্শ্বভা এদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, শিখগণ তাহাদের সংসামান্য সন্মান লুণ্ঠন করিয়া লইল। * এই সকল অবৈধ কার্যের জন্য কণ্ড না হওয়ায়, তাহারা অধিকতর দুঃসাহসিক কার্য সাধনের প্রসঙ্গ পাইল। শিখগণ প্রকাশ্যভাবে অসুতসরে আশ্রয়ন করিতে লাগিল। এক্ষণে আর তাহাদের সে ছদ্মনাম রহিল না। একজন মুসলমান গ্রন্থকার বসিয়াছেন, নানি দিল্লী হইতে অবারোহী শিখ সৈন্য আসিয়া এই পবিত্র বস্তুমন্দিরে স্বেচ্ছাপাসন্দ্য করিত। তাহাদের অধিকাংশই মিহত হইয়াছিল, অবশিষ্ট কয়েকজন মাত্র বন্দী হইয়াছিল। কিন্তু এই পবিত্র স্থানে পশম কালে, নিগূহীত হইলেও তাহাদের কেহই স্ব-বস্তু পরিত্যাগ করে নাই। †

* Browne, 'India Tracts', ii. 15. † মোগল বাদশাহের নিকট নানির, সিক্রদেশ ও কাবুল এবং বিস্তৃত নিকটবর্তী লাহোরের চারিটি প্রদেশ প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে আবদুল সামাদের পুত্র, আকারিয়া খাঁ, লাহোরের শাসন-কর্তা ছিলেন।

দিল্লীর বাদশাহের পরাজয়, এবং রাজধানীতে নানিরের প্রবেশ, বর্ষাক্রমে ১৭৩৯ খ্রষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসের আগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু তখন ডিনপুরে পূর্বে সংবাদদি জগদ্বন্দ্বের পত্নি এত ভিত্তি এবং ইংরেজদিগের নিকট দিল্লী নগরী এত কম আদরনীর ছিল যে, অক্টোবর মাস পর্যন্ত লণ্ডন নগরীতে এ সংবাদ পৌঁছে নাই। (Wade's Chronological British History, p. 417).

† ম্যালকম এখানে গ্রন্থকারের লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু

পরে কতকগুলি শিখ ইরাবতী তাঁরে দামিওয়াল নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করে। এ পর্যন্ত কেহই তাহাদের বিষয় অবগত ছিল না। অতঃপরে তাহারা এমিনাবাদ ও তংপার্ববর্তী স্থানে সমবেত হইল; তাহাদের চল পরিশুট হইতে লাগিল; উন্নত অধিবাসিগণের নিকট হইতে তাহারা কর আদায় করিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহাদের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হইল;—সকলেই সন্ত্রস্ত হইলেন। তৎপূর্বে কেহই তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিতেন না। এক্ষণে দুর্গনকারিগণ আক্রান্ত হইল; সুদৃঢ় সৈন্যগণ বিভাজিত এবং তাহাদের সেনাপতি নিহত হইল। পুনরায় অবিকড়র সৈন্য প্রেরিত হয়। এবার শিখগণ পরাজিত এবং তাহাদের অনেক বন্দী হইল। বহুসংখ্যক অপরাধী লাহোরে আনীত হয়; তাহাদের হত্যা বা বধ্যভূমি এক্ষণে “মুহিনগর”—বা হত বর্শধারিগণের স্থান—নামে অভিহিত।* এই স্থানটায় প্রেসিডেন্সি আর একটি কারাগার আছে, এখানে তাই তার সিংহের কবর স্থাপিত। ইনি বস্তক সুওন করিয়া খবর পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তার গোবিন্দের পূর্ব বদ্ধ কখনও বীর যিহেব অথবা বীর ধর্ম প্রকৃতির অবমাননা করেন নাই;—অপরের অবদানতাও স্বীকার করেন নাই। সুতরাং বর্তমানকাল পর্যন্তও তাঁহার প্রভুত্বের বিষয় সকলে

তিনি প্রকারের কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই। (Malcolm, 'Sketch', p. 83).

* এ বিষয়ের সম্যক বিবৃতির জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—
Browne, 'India Tracts. ii. 15.; Malcolm, 'Sketch' p. 86, and 'Murray's Runjeet Singh by Princep, p. 4. এই সবর আকারিয়া বীর কোট পুত্র জেহাইয়া বী। পক্ষের শাসনকর্তা ছিলেন।

স্বয়ং করিয়া থাকে। কেহ বলেন তাঁহার উত্তর প্রকৃত; কেহ বলেন, তাহা ছলনাপূর্ণ। তিনি বলিডেন,—মস্তকের চুল, হৃৎ ও মস্তকবন্ধ,—সকলই পরস্পর একত্রে আবদ্ধ। মস্তকের মস্তক ও জীবনের পরস্পর নিকট সম্বন্ধ, এবং তিনি সামান্য প্রাণদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

এই সময়ে লাহোরের শাসনকর্তৃক লইয়া, আকারিয়া খাঁ হুই পুত্রের মধ্যে ষোরজর বিবাদ চলিতেছিল। আকারিয়া খাঁ, আবহুল সামানের বশবর ছিলেন; সেই আবহুল সামান্দই বান্দাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আকারিয়া খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সা নেওয়ারাজ খাঁ তাঁহার জ্যেষ্ঠকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বলপূর্বক সিংহাসন অবিকার করেন। রাজ্য নিজ ক্রমতা অনুসারে রাখিবার জন্য সা নেওয়ারাজ, আমেন সা আবদালির সহিত একত্রে হুত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করেন; সেই উদ্দেশ্যে তিনি আমেন সা সহিত পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে নাদির সাহকে লিখত করিয়া আমেন সা আবদালি আকগানিহানের প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর যথ্য এনিয়ার কতকগুলি হুর্দ্ব জাতি হুয়াই রাজার সহিত যোগদান করিল। ঐ সকল জাতি দূর দেশে বাইরা লুট-ডরাজ করিতে ভালবাসিত;—তাহারা যুগ্মকার্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল। ঐ সকল জাতির সহায়তা পাইয়া হুয়াই রাজা মনে করিলেন, তারতবর্ষই তাঁহার বিজয়ের বা পূর্বসের উপযুক্ত স্থান। তদ্বারা তাঁহার অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে,—তিনি বিশেষ লাভবান হইবেন। হুই প্রকার ছলনা করিয়া তিনি গুহ অতিসাহি সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, লাহোরের শাসনকর্তা তাঁহার প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; বিতীর্জক, তাঁহার শত্রু, নাদির সাহ অধীনস্থ কাসুরের সেই পলাতক শাসনকর্তা, দিরাতে দিয়া বাসসাহের নিকটে বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;—এই হুই প্রকৃতিতে তিনি ভারত-

বর্ষ অভিযুগে অগ্রসর হইয়াছিলেন। * বাহা হউক, আমের সা সিদ্ধ মন অতিক্রম করিলেন; লাহোরের শাসনকর্তা রাজদ্রোহিতা অপরাধে তিরস্কৃত ও লাহিত হইলেন। তখন কু-অভিসন্ধি অশেষ সমাধা-জাই প্রেরণ হইয়া উঠিল। আকস্মিকতায় বাহাতে অধিকদূর অগ্রসর হইতে না পারে তজ্জন্ত তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না; আমের সা আবদালি পক্ষের অধিকার করিয়া বাসিলেন। আমের সা সাংগ্ৰহিক পর্বাণ্ড তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এই স্থানে পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের উর্জার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। কতকগুলি যশস্বত্ব এবং একটা চূড়ান্ত যুদ্ধ হইল। এই সকল যুদ্ধের ফল আক্রমণকারীর পক্ষে এত প্রতিকূল হইয়াছিল যে, তিনি পুনরায় পক্ষাঘাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। সতর্ক শিখগণ এই সময় আবদালি-সৈন্যের পশ্চাৎপদ আক্রমণ করিল। তাহারা আত্মশক্তির উপর বিবাস করিবার আর এক প্রমাণ পাইল। একটা সামান্য যুদ্ধে দিল্লার মন্ত্রী গোলাব আঘাতে নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার পুত্র মীর মদ, বিশেষ বীরত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। হুতরাং পিতার মৃত্যুতে 'মইন-উল মুলক'

* Compare 'Murray's Runjeet' Singh, by Princep, p. 9, and Browne, 'India Tracts' ii. ভাৎসালিক শাসনকর্তা লাহির বাঁ, ভিন্ন-জাতীয় আমের সা সহিত কড়া বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। তিনি তাঁহাকে রাজা বজিরাও বীকার করেন না; পরন্তু তাঁহাকে উপেক্ষা করেন। বাহা হউক, এখানে এলফিনষ্টোনের কাবুলের বিবরণ জটিল। (Elphinstone, 'Account of Cabul', ii. 285) এ সকলে তিনি এই সকল বিশেষ বিবরণের কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

উপাধি গ্রহণ করিয়া, তিনি তাহার এবং মূলভাসের শাসনকর্তার পদে অভিষিক্ত হইলেন ।*

এই দুজন শাসনকর্তা, বীর্যবান এবং সুচক্র ছিলেন । বাহ-সাহেব মঙ্গল কামনা করা অপেক্ষা নিজ স্বার্থ-সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । শাসনকার্যে তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না । নিজেই বুদ্ধি অনুসারেই তিনি সকল কার্য সম্পন্ন করিতেন । কাওয়া মল এবং আদিনা বেগ বাঁ নামক বহুদর্শী ব্যক্তিবর্গকে নিজ কার্যে নিযুক্ত রাখিয়া তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন ; কাওয়া মল তাঁহার প্রতিনিধি হইলেন, এবং আদিনা বেগ অলঙ্কার ধোয়াবের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । এই সময়ে খিজোহী শিখগণ শাসন-কার্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল । সুতরাং নীত্রেই তাহাদিগের প্রতি রাজমোহী শাসন কর্তাদিগের ঘৃষ্টি সঞ্চিত হইল । তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্যতার সহিত শিখ খিজোহ দমন করিলেন ।† আমের সার আক্রমণ কালে তাহারা অসুত সরের নিকটবর্তী “দার রাওশি” নামক একটী হুর্গ ধ্বংস করিয়াছিল । এই সময়ে তাহাদের মধ্যে মধ্য-বিক্রেতা বুশী সিং কুন্ডাল নামক একজন

* Compare Elphinstone. ‘Caubul,’ ii. 285, 286 and Murray’s ‘Ranjēt Singh’, p. 6—8.

† কাওয়া মল গোবিন্দের নীতি অনুসরণ করেন নাই ; কিন্তু তিনি নিজ নামকর শিখ বলিয়া পরিচিত ছিলেন । (Forster, ‘Travels,’ i. 314) আকারিয়া বাঁ, আদিনা বেগ বাঁকে অলঙ্কার ধোয়াবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন । আদিনা বেগ দারিস সার প্রত্যাঘাতের পর এখানে শিখদিগের ক্ষমতা সোপ করিতে আদিষ্ট হন । (Browne India Tracts, ii. 14.)

স্বল্পক সেনানায়ক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সাহস ও বীরত্বের সহিত শিখ-সাম্রাজ্যে একটী নবশক্তির সঞ্চার করেন। ইহাই “খালসা”র “ড্রাগ” অথবা “সিংহ”-উপাধি-যুক্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৈন্তত্ব।* বীর মন, আপল কমতা প্রতিষ্ঠা করিয়াই, বিদ্রোহিণদের বিরুদ্ধে বৃহৎ যাত্রা করিলেন। বিদ্রোহী শিখদিগের দুর্গ অবরুদ্ধ হইল; সৈন্তগণ বিশ্বস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল। তিনি শান্তি স্থাপনের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। † ইতিমধ্যে তিনি শুদ্ধিতে পাইলেন,—আকস্মিকরূপে দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে, এই জনরবে তাঁহার সকল কর্মসম্পাদনা বিফল হইল। এই বিপদ নিবারণ করে তিনি বিতস্তা নদীতীরে সৈন্ত-সমাবেশ করিলেন। হুগলীর শিবিরে রক্ত প্রেরিত হইল; এই বিপদ দূর করিবার জন্য তাঁহাকে নানা প্রকার সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। আশ্চর্য সার নিজ বাহ্যের শাসন-

* Compare Browne, 'India Tracts', ii. 16. তিনি বলিয়াছেন, চেরা সিং, টোকা সিং এবং কিরওয়ার সিং,—সকলেই যুগ্ম কুলদের সহিত একতা-মুদ্রে আবদ্ধ হন।

† কাওয়া মল এবং আদিলা বেগ উভয়েই শিখদিগের সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিতে বীর মন্থকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন। কাওয়া মলের পূর্ব হইতেই শিখদিগের প্রতি অনুরাগ ছিল; এবং আদিলা বেগ সামাজিক গুণ উদ্বেগ-সাধনকর উপায়ের প্রতি আক্রমণে অসমর্থ করিয়াছিলেন। (Compare Browne, 'Tracts' ii. 16, and Forster, 'Travels', i. 314, 315, 327, 328.) ফরস্টার বলেন, শিখদিগের অপরিস্রব সম্পদকে দমন করা অসম্ভব মন্থর আরও প্রচেষ্টার উদ্বেগ মনে হইয়াছিল। বার্ষিক অধিকতর আবৃত্তকীর মনে করিয়া, তিনি এই দুর্বল ধর্ম-সম্প্রদায় ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন নাই।

শৃঙ্খল তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সারাবিশেষে যে যুবক তাঁহার পতিব্রত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার দক্ষতার মুগ্ধ হইয়াছিলেন; সাধারণতঃ বিশেষ প্রজ্ঞা করিতেন। আবদালি নাবীর সার উত্তরাধিকারী ছিলেন; সেই স্বক্কেই তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তৎকালে নাবীর সাহ চারিটা প্রদেশের কম প্রাপ্ত হইতেন। আমেনকেও তাহা প্রদানের অস্বীকার করায়, তিনি সিংহাসনের পরপারে প্রত্যাবর্তন করিলেন।*

যীর ময় যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার, দ্বিতীয়ে তিনি বিশেষ ব্যক্তি-প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার গুণ অভিসন্ধি অবসৃত হইয়া, উজীর সাক্ষ্যের অল্প বিশেষ ভীত হইলেন। তিনি অযোধ্যার বিধির মনে মনে এক কমনা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা কার্যে পরিণত করিবার অল্প চেষ্টিত হইলেন। তখন আর আবদালি-পুত্র বলিয়া যীর ময়, মুগ্ধ চাহিলেন না। তিনি এক প্রস্তাব করিলেন; সা নাওয়ারকে বাকি মুলতাসের শাসন-কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া যীর ময়, কক্ষতা হ্রাস করা কর্তব্য। যীর ময় কোণসে সেই সা নাওয়ারকে লাহোরের সিংহাসন-লাভে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।† যয় বাদশাহের

* আবদালিগণের বিবরণ অনুসারে জানা যায়, পঞ্জাবের শাসনকর্তা যীর ময়, আমেন সার করণ রাজ্য বলিয়া পরিচয়িত হইয়াছিলেন। এই অক্রমণকারীকে দূরে রাখিবার জন্য এক তাঁহার আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিবার অভিপ্রায়ে আবদালির নিকট তিনি কোন না কোন লজ্জিত আবহু হন। (Compare Elphinstone, 'Caubul' ii. 386, Murray, 'Runjeet' Singh', p. 9. 10.)

† মুলতাসের স্বাধীন বিবরণে জানা যায় যে, ১৭৫২-৫৩ খ্রীস্টাব্দে যয়

অবস্থা ও সৈন্তবল সকলই বিশদরূপে অবগত ছিলেন; আপন অর্কসামর্থ্যও বুঝিতে তাঁহার যাকী ছিল না। মরু আপন প্রতিনিধি কাওয়া মরকে নতন শাসন-কর্তার গতিবোধ করিতে আদেশ করিলেন। মা নাওয়ার খাঁ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাহাতে বিজয়রাজ শাসনকর্তা তাঁহার কৃতকৰ্ম্ম অনুচরকে “মহারাজ” উপাধি প্রদান করেন। * তিনি যাদুগাহের অধীনতা-পাশ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। শিখদিগের বিদ্রোহ দমিত হইল। পর পর কৃতকার্যতা লাভে উৎসাহিত হইয়া, মরু আপন গুপ্ত অভিসন্ধি কার্যে পরিণত করিতে বহুপরিকর হইলেন। আরম্ভ সাংকে তিনি যে রাজত্ব দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজত্ব আকারের স্থাপনা করা হইল; মরুও সমস্ত যাকী রাজত্ব প্রদানের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু উত্তর শত্রুর কেহই কাহারও প্রতি বিবাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তখন মৈত্র সহ আকরান রাজ লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মরু সীমান্ত প্রদেশেই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ভাণ করিলেন; কিন্তু অবশেষে মরু-প্রাকারের বদাহিত একটী হ্রস্কিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মরু যদি শত্রুকে বাধা দিয়া আক্রমণ করিতে বহুপর হইতেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ আবদালির

নাতির সা সিদ্ধমুখে এক্ষণ করেন, তখন আকারিয়া যার কনিষ্ঠ পুত্র হিয়াএকুলা খাঁ মূলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। নাতির সার উদ্দেশ্য ছিল,—তিনি সিদ্ধমুখে অধিকার করিয়া, তথার রাজ্য স্থাপন করিবেন। তখন হিয়াএকুলা খাঁ সেই পার্বত্য দেশীয় বিজয়র অধীনতা স্বীকার করেন। হিয়াএকুলা নাতির সার নিকট ‘মা নেওয়ার খাঁ’ উপাধি প্রাপ্ত হন।

* Compare Murray's 'Runjeet Singh,' p. 10.

সমুদ্র চেষ্টা বিফল হইত। কিন্তু মরু তরিকায় চিৎকট্ট হইলেন। তিনি দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন। চারি মাস কাল এই অবস্থায় কালযাপন করিয়া, পরিশেষে আবদালী সৈন্তের সহিত তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে কাওয়া মরণ নিহত হইলেন; আদিনা বেগ যুদ্ধে যোগদান করিলেন না। তখন মরু দেখিলেন,—দুই অধিক দিন স্থায়ী হইলে, বিশেষ কড়ির সম্ভাবনা; সুতরাং তিনি অতি ক্ষিপ্ৰতার সহিত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, বিজতার প্রতি তাঁহার আত্মগত্যের আশ্রয় পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। আমেদ সা বহু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন; লাহোর ও মুন্ডান আফগান-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। আমেদ সা, মরুর অসাধারণ সৈন্ত-পারিতোষ-শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিলেন;—তাঁহার শাসন ক্রমতার মোহিত হইলেন। এই সমস্ত কারণে আমেদ সা মরুকেই নব-বিজিত রাজ্যের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর কাশ্মীর অধিঃকরের অন্ত আমেদ সা নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাপন করিতে হইল। *

এইরূপে বিদেশীয়গণ কর্তৃক লাহোর দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হওয়ার, তৎপ্রদেশের শাসন-স্থল। ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িল। চিত্র-স্বাধীনতা-মোগল শিখগণ পুনরায় মতকোত্তরন করিল, এবং নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল। আদিনা বেগ লাহোরের যুদ্ধে যোগদান করেন নাই; স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে তিনি বিদ্রোহী প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন,—তৎকালে সকলের মনে সেই বিবাসই বদ্ধমূল হইয়াছিল। এক্ষণে আদিনাবেগ মনে করিলেন,—তাঁহার প্রতি সেই সম্বন্ধের সুসামঞ্জস্য করাই সুকি-

* Compare Elphinstone, 'Caubul', p. 288, and Murray's 'Runjeet Singh', p. 10. 13.

করত। শিখগণ ইতিমধ্যে অসহস্র এবং পার্শ্বভ্য প্রদেশের নথ্যবর্তী প্রদেশসমূহ অধিকার করিয়াছিল। আকিসীবেশ তাহিলেন,—শিখদিগকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করাই তাঁহার একমাত্র কর্তব্য। মাঝোরাতে এক উৎসবের দিনে তিনি তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিলেন; যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। শিখগণ তাঁহাকে মিত্র বলিয়া মনে করে,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় হইল। তিনি শিখদিগের সহিত সন্ধি-যুদ্ধে আবদ্ধ হইলেন; তাহারাই নামমাত্র স্বাক্ষর কর প্রদান করিলে—ইহাই ধাৰ্য্য হইল। এবং তাহাদের অধীনস্থ লোকের নিকট হইতে তাহারাই পরিমিত পরিশোধে অথবা নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করিতে পারিলে স্থির হইল। কহসংখ্যক শিখদিগকে বেতন প্রদানে তিনি আগনার কর্তৃত্বারোপণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে হুজুর জাতীয় মুখা সিং নামক এক ব্যক্তি পরিশেষে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।*

নূতন প্রভুঃ অধীনে আগলার ক্রমতা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার কয়েক মাস পরেই বির মঙ্গর মৃত্যু হয়।† তাঁহার বিধবা পত্নী নাবালক

* Compare Browne, 'India Tracts', ii. 17, and Malcolm, 'Sketch', p. 82.

† কলকাতা ("Travels", i. 315) এবং মাস্কাম ("Sketch," p. 92) বলেন, ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে মীর মঙ্গর মৃত্যু হয়। ড্রাউন ("Travels," ii. 18) বলেন, বিজীয়াৎ ১১৩৫। ইহা ইংরাজী ১৭৫১ ও ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দের সহিত এক। মার ("Runjeet Singh," p. 13) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অধীনতা স্বীকারের পর মঙ্গর আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। কিন্তু এলকিনটনের বর্ণিতাম্,—১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গরপ্রাণত্যাগ করিয়া মৃত্যু হয়।

পুত্রের অভিভাবিকা নিবৃত্ত হইলেন; লাহোরের শাসন-কর্তৃদেয় জঙ্গ পুত্রের পক্ষ হইতে কৌশলক্রমে বাবসাহের স্বীকারপত্র সংগ্রহ করিলেন। বাবসাহ এবং হুসাইন-রাজ উভয়ের সহিত তিনি সম্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—তিনি উভয়ের অস্বীকৃতি স্বীকারের ভাব প্রকাশ করিলেন। দক্ষিণাংশের প্রথম নিজামের পৌত্র রাজা উদ্দিনের সহিত তাঁহার কস্তার বিবাহ হয়। নিজাম এক সময়ে পতনোন্মুখ ভারত সাম্রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন; সেই সময় তৎকর্তৃক অযোধ্যার রাজপ্রতিনিধি কৌশলক্রমে পদচ্যুত হন।* তখন উজীর আপন প্রভুর জঙ্গ একটা প্রদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। নিজাম পুনরায় বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়া একটা উপযুক্ত পাাত্রী অন্বেষণ করিতে থাকেন। এক্ষণে তিনি লাহোরে গমন করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পরাগণ স্বজ্ঞকে স্থানান্তরিত করিলেন; কিছুকালের জঙ্গ সমস্ত পত্রাঘ আদিনাবেগ খাঁর নামমাত্র শাসনধীনে রহিল। পরিশেষে আবেদ সা পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পত্রাঘ অধিকার করিলেন। ১৭৫৫-৫৬ খ্রষ্টাব্দের শীতকালে হুসাইন-রাজ লাহোরের মধ্য দিয়া গমন করিলেন; তাঁহার পুত্র ডাইমুর জেহান খাঁ নামক এক ব্যক্তির অভিভাবকতায় উৎকর্ষপেয় শাসনকর্তা নিবৃত্ত হইলেন। সারহিন্দ আবেদ সার রাজ্যচ্যুত হইল। রাজা উদ্দিনের সমস্ত অপরাধ আবেদ সা ক্ষমা করিলেন বটে; কিন্তু নিজা ও মবুদা লুণ্ঠন না করিয়া তিনি কাশ্মীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। সম্রাট উজীরের একজন কৌড়া-পুত্র নি ছিলেন; উদ্বর্গসে আবেদ সা, মাজিকুদৌলা নামক একজন স্রোহিলা বংশীয় সেনানায়ককে দিল্লী-সাম্রাজ্যের নামমাত্র সেনাপতিপদে

* রাজাউদ্দিনের প্রথম নাম সাহাবুদ্দিন। মাহারাটান্স কর্তৃক অপরূপে চলিত কথায় সাহাবুদ্দিন এবং সাওবিল নামে অভিহিত হয়।

প্রতিষ্ঠিত করিলেন; সে ব্যক্তি আবদালীর স্বাধ-সামনের অস্ত সর্বদা
চেষ্টিত রহিল। *

মুহম্মদ তাইমুরের দুইটা উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম; তাঁহার প্রথম
উদ্দেশ্য,—খিজাহী শিবদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করা। দ্বিতীয়
উদ্দেশ্য,—আদিনা বেগ খাঁর দণ্ড বিধান করা। লাহোর পুনরুদ্ধার
কালে আদিনাবেগ মন্ত্রীকে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন,—ইহাই
তাঁহার অপরাধ। এই সময় হুতরাহীতীর দূশ। অসুতসরের রান-
রাওর পুনরুদ্ধার করেন। হুতরাহী সেই স্থান আক্রান্ত হইল;
বিশিষ্ট কলম দুইটা হুমিলা করিল; বর বাড়ী চূর্ণ হইল; পবিত্র সরোবর
এই সকল ধ্বংসাত্মক পৰিপূর্ণ হইতে লাগিল। আদিনা বেগ
মুহম্মদকে বিশ্বাস করিতেন না; হুতরাহী তিনি পার্শ্বভা অংশে প্রদান
করিলেন। আদিনা বেগ তখন অতি সংশয়ান্বিত প্রতিহিংসা-পরবশ
শিবদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে

* নিম্নলিখিত প্রত্নাবলী উদ্ধৃত্য :—Forster, "Travels," i. 316.
317; Browne, "Tracts." ii. 48; Malcolm, "Sketch", p. 92.
94; Elphinstone, "Caulbul." ii. 288, 289; and Murray,
"Runjeet Singh," p. 14, 15.

খাঁর মনর বিধবা স্ত্রীর দান-দান শাসন সম্বন্ধে, তাঁহার প্রতিনিধি
বিকারী খাঁ দাবক এক ব্যক্তি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পরি-
শেষে তিনি বিকারী খাঁকে নিহত করেন; কারণ, বিকারী খাঁ তাঁহার কন্যাতা
প্রতিহত করিতে সংকল্প করিয়াছিল। বাহা হউক, বিকারী সম্ভবতঃ
তাঁহার উপপতি ছিল বলিয়া বোধ হয়। (Compare Browne, ii.
18 and Murray, p. 14) বিকারী খাঁ লাহোরের সুবর্ণ-মন্ডাপ
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

লাগিলেন। তাহার। কলে কলে একত্র মিলিত হইতে লাগিল। গোবিন্দ-প্রবর্তিত ধর্ম সেই দুর্ভিক্ষ বৃত্তম্না গ্রামবাসিদের হৃদয়ে বহুশূল ছিল। কর্ণাসক্ত সহস্রবাসীদিগের দ্বার পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ চিন্তায় শিখজাতি প্রকৃত ধর্ম বিসর্জন দিয়া কৃত্রিম সমাজের নির্জীবিত নিয়মের বশবর্তী হয় নাই। তাহার। বাহ লোকাচারে বিশ্বাস স্থাপন করে না। এই সময়ে লাহোর ও উচ্চতুপার্দর্ভী হইলে বহুশূল অস্ত্রেরাধী শিখ কলে কলে ভ্রমণ করিত; নতুন বৃত্তি থাপা তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত। যুবরাজ এবং তাঁহার অভিভাবক তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; তাঁহার। বহু আশ্রয় স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল। হুতরাং পলায়ন করাই তাঁহার। অধিকতর নিরাপদ ও বৃত্তিমুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। বিজয়োদ্যত শিখগণ কিছুকাল লাহোর অধিকার করিয়া রহিল। যুশা সিং প্রথমে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—“খালসা” একটা রাজ্যরূপে পরিণত হইবে, এবং তদধীনে বহুসংখ্যক সৈন্ত নিযুক্ত থাকিবে। তিনিই এক্ষণে তাহাতে আর একটা দ্বারী ক্রমতার নিদর্শন প্রদান করিলেন। তিনি টাকা প্রস্তুতের জন্য যোগদিগের টাকশাল ব্যবহার করিতেন। তাহাতে যে টাকা প্রস্তুত হইত, তাহাতে যুক্তিত থাকিত,—“যুশা কুলাল বিলিত আমদের রাজ্য মধ্যে ‘খালসার’ অনুজ্ঞেহ এই টাকা প্রস্তুত হইল।” *

* নিম্নলিখিত প্রতীকী ব্রটব্য :—Browne, "Tracts" ii. 19 ; Malcolm, "Sketch," p. 93 &c ; Elphinstone, "Caubul," ii. 289 ; and Murray's "Runjeet Singh," p. 15.

আবদালদিগের বিবরণ অবলম্বন করিয়া, এলফিনষ্টোন বলেন যে, তাইকুর এককল সৈন্ত আধিনা বেগের নিকট পরাজিত হয়। পরাধীন

এই সময় দিল্লীর মন্ত্রী নাজিব উল্লোহকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিতে চেষ্টা করত হইলেন। আপন উল্লেখ-সাধন-কালে মন্ত্রীস্বর মহারাষ্ট্রাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নাজিবুদ্দৌল, আমের সা আবদালির প্রতিনিধি ছিলেন। এই সময় নিম্ন ক্ষমতা ও নিম্নপতা প্রভাবে তিনি রাজস্বগারে বিশেষ ক্ষমতা-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নাজিব-উদ্দৌল পেশওয়ার লাভ্য রাবকে দিল্লী অভিমুখে আগ্রসর হইতে অনুগোষ করিলেন। রাববও বিদ্রোহ না করিয়া সহজেই তাহারে স্বীকৃত হইলেন। মারহাটীগণ দিল্লী অধিকার করিল, এবং নাজিবুদ্দৌল অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন। আদিনা বেগ দেখিলেন,—শিখগণ অবস্থা বিলম্ব করিতেছে, পরন্তু তাহারা এত অধিক পরাক্রান্ত ও বলশালী নহে যে, আদিনা বেগ অন্তঃসর সাহায্য ব্যতিরেকে পঞ্চাব শাসন করিতে সমর্থ হন। সুতরাং শিখ নদ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তারের জন্য তিনি মহারাষ্ট্রাদিগকে আহ্বান করিলেন। সারহিন্দে আমের সার একজন প্রতিনিধি-শাসন-কর্তা ছিলেন। সমবেত আক্রমণে তিনি বিভাড়িত হইলেন। এদিকে শিখগণ আদিনা বেগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। এ কালে তাহারা মনে করিল,—হুই পুরুষ ধর্ম্মি যে সহস্র তাহারা ক্রমান্বিত ধূর্তন করিয়াছে, বাহ্যতে তাহাদের স্বত্বাধিকার অক্ষুণ্ণ, এবং বাহ্য তাহাদের অবলম্বিতা পক্ষে আবদ্ধ, আজ মারহাটীগণ সেই সহস্র ধূর্তন করিবে। সুতরাং শিখগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না; তাহাদের অসংখ্য যত্নবাহরে মারহাটীগণ রূপিত হইল। শিখগণ লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কয়েকটা সুরক্ষিত দুর্গ বেশিয়া আকমান সৈন্তবল প্রদান করিল; মহারাষ্ট্রীগণ একপাশে দুলতান, আটক এবং রাজধানী

মুসলমানদিগের বর্ষা অনুসরণ করিয়াই হস্ত দ্বারে শিখদিগের লাহোর অধিকার সম্বন্ধে কিছুই বলন নাই।

অধিকার করিলেন । আদিনা বের পক্ষবের শাসনকর্তা নিমুক্ত হইলেন ; কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের যে সুখ-আশা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, অকস্মৎ কালকষল পতিত হওয়ার, তাঁহার সে আশা নির্মূল হইল ;—এতদ্ব্যতিরিক্ত কয়েক মাস পরেই, তিনি কবর-শায়িত হইলেন । * মারহাট্টাগণ দেখিলেন,—সমগ্র ভারতবর্ষে তখন তাঁহাদের শাসনত । এক্ষণে অধোভা অধিকার করিয়া মোহিনাধিপত্য বিস্তারিত করিতে হইবে,—এই মর্মে পাণ্ডীচন্দ্রের নিকট মারহাট্টাগণ এক প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন ;—উত্তর পক্ষের প্রীতিকর এক বড়বয় চলিতে শাসিল । † ইতিমধ্যে পঞ্জাব অধিকারচ্যুত হওয়ার, আমের সা দিল্লীরদার যমুনা তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন ; তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মারহাট্টা-প্রাধিকারত সপ্তর্ষী পর্ষদ চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল । ‡

রাণী-রাজ বেলুচিস্থান হইতে সিদ্ধ নদের তীর দিয়া উত্তরাত্মিক পেশোয়ারে পৌঁছিলেন । সেখান হইতে সিদ্ধনদ অতিক্রম করিয়া

* নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী ত্রুটি :—Browne, "India Tracts," ii. 19, 20; Forster, "Travels" i. 317, 318; Elphinstone, "Caubul" ii. 290; এবং Grant Duff's "History of the Marhatta's," ii. 132. ১৭৫৮ খ্রষ্টাব্দের পূর্বেই আদিনাভের মৃত্যু হয় ।

† Compare Elphinstone, History of India, ii. 669, 670.

‡ যখন মাদ্রাসাওয়া এবং মোহিনাধিপ দেখিল যে, মারহাট্টাগণ তাঁহাদের প্রাসন্ন্যে অধি প্রজ্ঞানিত করিয়াছে, তখন তাহারা আমের সাহকে প্রহসন করিতে বিশেষ জিন করিয়াছিল । Elphinstone, "India," ii. 670, এবং Browne, "Tracts," ii. 20.

পলায়ন উপনীত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে মারহাটীগণ মুসলমান ও লাহোর পরিত্যাগ করিল; আমেদ সার আগমনে পাত্তী উদ্দিন বাহসাহেবের জীহন সংহার করিতে চেষ্টিত হইলেন। তখন বুদরাহ রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না; বঙ্গদেশের নবাবগণি ইংরাজদিগের সাহায্যে তিনি আপন প্রভু প্রতীষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং পরে সা আমর উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর বাহসাহ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে মারহাটী-অধিনায়ক সিখিয়া এবং হোলকার পরাজিত হইলেন। অতঃপর আফগান-রাজ দিল্লী অধিকার করিয়া গঙ্গা অতি-যুদ্ধে বান্ধা করিলেন। এই সময়ে মারহাটীগণ মুসলমান রাজহু চিত্র-মিনের জন্মে লোপ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অবোধার সূজাউর্দৌলার সহিত সন্ধি-স্থলে আবদ্ধ হইয়া, সমবেত আক্রমণে দাখিণাত্যের হিন্দু-দিগের ক্ষমতা হ্রাস করাই আমেদ সার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় একজন সেনানায়ক পূনা হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে-ছিলেন। উক্ত ভারতবর্ষের সমুদায় যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে পেশোয়ার বংশধর এবং খ্যাতনামা মারহাটী রাজগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। আপন অধুর্ভেদ উপন নির্ভর করিয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই নবাব-বিস্তৃত সেনাপতি দিল্লীর অতি সরিকটে উপস্থিত হইলেন। মহাসিউরাও কর্তৃক আফগানদিগের কয়েকটা যুদ্ধে যুদ্ধ সৈন্য-দল দিল্লী হইতে বিতা-ড়িত হইল। মারহাটীগণ আফগানদিগের প্রধান সৈন্যগণ লোয়ারের দুর্গে অবরোধ করিলেন। এক্ষণে তিনি বিশ্বাস রাখকে ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে পানিপথের যুদ্ধে আমেদ সা পরাজিত করিলেন। মারহাটীগণ পরাজিত হইলেন। আপন প্রআশুকের উপর পেশোয়ার আধিপত্য-প্রস্তাব প্রসঙ্গ হইল, এবং

হিন্দুধর্মে মারহাট্টাদিগের ক্রমতা চিরজরে বিলুপ্ত হইল। অতঃপর মারহাট্টাগণ আর আপনাদের পূর্ব-পৌরষ কিরিয়া পাল নাই;—কিংবা পূর্ব ক্রমতা পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই। তাঁহাদের পতনের পর, বিদেশীয়দের ক্রমতা বিভাগে বিশেষ হ্রাস হইল; সাধারণের অভ্যাসসময়ে বিদেশীয়-গণ একান্তরূপে মারহাট্টাদিগের কলন। কাণ্ডে পরিত্যক্ত করিলেন।*

অতঃপর যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মারহাট্টা ও লাহোরে দুই জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া আফগান সম্রাট করুনে প্রত্যাগত হইলেন।† শিখগণ এই যুদ্ধ সময়েই অবতীর্ণ হয়; তাহারা বলবৎ হইয়া দুয়ানী সৈন্তের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিত; এবং হ্রস্বদ মত তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত। রীতিমত কোন শাসন-নীতি প্রযুক্ত না থাকায়, তাহারা অধিক শক্তি লাভ করিয়াছিল। আপনাপন পরীক্ষিত অতঃপর প্রভু প্রত্যাগত হইয়াছিল; বিদেশীয় সম্রাটগণসমূহকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ইতিপূর্বেই দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধিক কি অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রণজিৎ সিংহের শিভারহ চুরত সিং তাঁহার দ্রৌর বসহান ওজারাওলি (বা

* ব্রাউসের 'ইন্ডিয়া ট্রাক্ট' দ্বিতীয় খণ্ড, ২০৩, ২১ পৃ.; এলকিন্সটোন কর্তৃক ভারতবর্ষের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৭০ পৃষ্ঠা ইত্যাদি; এবং মায়ে বিব্রিতি "রণজিৎ সিং," ১৭ ও ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এলকিন্সটোন বলেন, মহারাজার সেনাপতি কিলহ করিতে সারিলেন; বিধায়ক হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য,—যে পর্য্যন্ত হুমানিবল সিন্ধুদেশের পরগণায় বিতাড়িত না হয়, ততদিন তাঁহার পক্ষে নীচের থাকাই কর্তব্য।

† ব্রাউসের (Browne, "India Tracts" ii. ৪১, ২৩) মতানুসারে সেই দুই ব্যক্তির নাম—মারহাট্টার বালদ খাঁ এবং মারহাট্টার জিন খাঁ।

শুজয়্যাপুরাণ) নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন; দুর্গটী লাহোরের উত্তরে অবস্থিত। ১৭৬২ খ্রষ্টাব্দের প্রারম্ভে হুদাই-রাজ বা তাঁহার প্রতিনিধি খাজা ওবেইদ, সেই দুর্গ ধ্বংস করিতে আশ্রয় করেন। শিখগণ কলঙ্কিত হইয়া দুর্গ রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। যুদ্ধে আক-গানগণ পরাজিত হয়; সমুদয় সম্বল পরিত্যাগ করিয়া, খাজা ওবেইদ লাহোরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।† শিখগণ সে সমুদয় দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লয়। রাজার কোঠার হিংস্রাণ খাঁ নামক একজন সেনা-প্রসিদ্ধ ও হুচতুর সেনানায়কের সাহায্যে সারহিন্দের শাসন-কর্ত্তা অতি দুর্কৌশলে আশ্রয়ক্য করিয়াছিলেন। শিখগণ এই পার্থক্যের শত্রুতাচরণে অধিক-তর ক্রুদ্ধ হইল। এক সময়ে তাহারা জিন্দিয়ালার একজন হিন্দুর প্রতি এইরূপে কুপিত হয়। সেই ব্যক্তি শিখ ধর্ম গ্রহণ করিয়াও নামের সার অনুরক্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়া-ছিল,—ইহাই তাহার অপরাধ। বাহা হউক, “খালসা সৈন্ত” অমৃত-সরে সমবেত হইল; এমনি ধর্ম-বিবাসিনগণ পুণ্যতোয়া সরোবরে

* মারের (Murray, “Runjeet Singh, p. 21) মতে, খাজা ওবেইদই এই প্রদেশের শাসন কর্ত্তা। তিনি হুজত কুলদ খাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন; কিংবা তাঁহার প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—সবর সবর কুলদ খাঁ রোটাঙ্গে (রোহতকে) বাস করিতেন। যে গ্রাম আক্রান্ত হয়, তাহার আধুনিক নাম, শুজয়্যাপুরাণ। আধুনিক নাম হইলেও, ঐ স্থান শুজয়্যাপুরাণ নামে অভিহিত। রণজিৎ সিং এখানে অগ্রগ্রহণ করেন। এক্ষণে ইহার স্মরণও কম নহে, এবং ধ্বংসীও উদ্ভূত। (Compare “Moonshi Shahamat Ali's Shikhs and Afghan's," p. 51.)

† Murray's “Runjeet Singh,” p. 21, 23.

ঐহব্রাহ্মসন্যাসী সন্তান করিলেন। এই উপলক্ষ্যেই শিখদিগের “জুহুবাডা” অথবা “রাজসভা” বা মহতী দৈনিক-সভার প্রথম অভিব্যক্তি হয়। তাহার হিংস্রাণ খাঁর অধিকৃত সমুদায় রাজ্য লুণ্ঠন করিল। অধিকতর লাভজনক সবট বিপদ-সমুল কার্যের প্রথম অনুষ্ঠান স্বরূপ তাহার। জিন্দিয়ালকে পর-পুত্র-স্থপাতিত ও স্বতন্ত্র ভূষণে ভূষিত করিল। *

কিন্তু চক্করহতি আবেদন সা পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। আবেদন সা, আকালান বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি কঠ-সহিষ্ণু, মধ্যবসারীল এবং অধিত্যক বীর-পুরুষ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু রাজ্যাধিকারে তিনি অসীম প্রতিভাশালী হইলেনও, তাঁহার সাম্রাজ্যপ্রসারের কল্পনা ছিল না। এই জন্তই বোধ হয়, রাজ্যের পর রাজ্য হারাষ্ট্রের পুনরায় তাহার উদ্ধার-সাধনে তিনি আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে আবেদন সা লাহোরে পৌঁছিলেন; তাঁহার আগমনে শিখগণ শত্ৰুদের দক্ষিণে প্রস্থান করিল। তাহার মনে করিয়াছিল, আবেদন সার সন্ততি বুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়ার পূর্বেই, সারহিন্দেগ শিখ-ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হওয়া আবশ্যক; এবং সমবেত আক্রমণে উচ্চতা শাসনকর্তা জিন খাঁকে পরাজিত করা তাহাদের প্রথম ও প্রধান কল্পনা। কিন্তু সুবিদ্যায় পথ অবলম্বন করিয়া লাহোর হইতে বহু দূরবর্তী স্থানে সৈন্য পরিচালনাও আবশ্যক হওয়ার, তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আবেদন সার এতিনিবির সহিত বুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই স্বয়ং আবেদন সা তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন। উভয় পক্ষে ধোরতর বুদ্ধ হইল। এই বুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাসিত হইল। মুসলমানগণ বেরূপ ককতায় সহিত শিখদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল,

* Compare Browne, ‘India Tracts’ ii. ২২, ২৩. and Murray’s ‘Runjeet Singh’, p. ২৩.

তদনুসারে অধিকতর নিপুণতা সহকারে তাহারা শিখদিগের অনুসরণ করিল। অনেকে বলেন,—বার হইতে পনের হাজার শিখ এই যুদ্ধে নিহত হয়। শিখদিগের এই পরাজয় আকিঞ্চ “খালুঘর” (Chuloo Ghara) বা “ঘোর সংকট” নামে অভিহিত : * বখ্শিশের মধ্যে বর্তমান পাতিয়ালা কংশের প্রতিষ্ঠাতা আলা সিং ছিলেন, তাঁহার সংসাহসিকতার বীর-শ্রেষ্ঠ হুয়ানি-রাজ সন্দেহ হইরাছিলেন। “মালোরা” এবং “মানুকা” শিখ-দিগের মধ্যে অধিকতর পার্থক্য বিধানের উপযোগিতা বিবেচ্য। আমের সা-নুবিতে পরিচিতি ছিলেন। আমের সা তাঁহাকে একটী রাজ্যের রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে অতি সম্রাসের সহিত বিহার দিলেন। অজগর সারহিন্দে গমন করিয়া, সা আপন মিত্র অথবা অধীনস্থ শাসন-কর্তা মাঝীকুন্দোয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময়ে কান্দাহারে এক বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। সুতরাং কাবুলী মল্ল নামক একজন হিন্দুকে লাহোরের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই দু-দেশের বিদ্রোহ দমনকল্পে আবদালী কান্দাহার অভিযুগে যাত্রা করিলেন। তথায় বাইবার পূর্বে প্রথমতঃ তিনি তাঁহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিলেন; তাঁহার অসত্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুচরবর্গের অতীষ্টও সিদ্ধ হইল; অমৃতসরের নবসংস্থত ধর্ম্মমন্দির তাহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল; বখ্শিশাত্তরে তাহারা ধো-হত্যা করিল এবং সেই নিহত

* সুবিদ্যা হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে জলিরওয়াল ও বাঘনালার মধ্যে এই যুদ্ধ হয়। অনুমান হয়,—মালের কোটলার হিংস্রাণ বীর উপদেশ অনুসারে সা পরিত্যক্ত হইরাছিলেন। ব্রাউনের ‘ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট’, বিতীর ৭৩ ২০ পৃষ্ঠা; ক্রমটোরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রথম ৭৩ ৩১৯ পৃষ্ঠা; এবং মারে বিবরণিত ‘দ্রাক্সিং সিং’, ২৩ ও ২৫ পৃষ্ঠা জটিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে এই যুদ্ধ হয়।

প্রাতিপদিক পবিত্র সরোবরে নিষ্কণ করিল; শাভীদেহে সরোবর পরিপূর্ণ হইল। বহু সংখ্যক ত্রিকোণাকৃতি স্তম্ভ হস্ত শিবদিগের হস্ত-মুখমালার ভূষিত হইল; এবং বিদ্যা শত্রুদিগের হস্তে অর্পিত ও অস্পৃষ্ট অসুখি সমুহের প্রাণের পরিহৃত ও ব্রজিত হইল। *

শিব জাতি তখনও নিরুৎসাহিত হয় নাই। তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; জাতিগত এক অভিন্ন উদ্যোগ। তাহাদের অমোঘো জাগরক হইয়াছিল; সকলেই একত্রে প্রতিহিংসা-পরবশ এবং প্রতিবল প্রদানে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের সেনা-নাটক ও নেতৃত্ব সকলেই প্রশংসিত এবং রাজ্য সংস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন। এবং তৎকালে তাহারা কালব্রের পাঠান উপনিবেশ আক্রমণ করে; এই প্রদেশ তাহাদের অধিকৃত হয়, এবং তাহারা তাহা লুণ্ঠন করিয়া কেন্দ্র-অভ্যন্তর তাহারা পূর্ব-শত্রু মালের কোটিলার হিংস্রাণ বঁচি বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিল। বুদ্ধে হিংস্রাণ বঁচি পরাজিত ও নিহত হইলেন; পরিশেষে সারহিন্দ অভিযুগে আগ্রসর হইয়া শিবগণ সারহিন্দ আক্রমণ করিল। তৎকালে বিজীর বাদশাহ হীনবল হইয়া পড়িয়া ছিলেন। হুতলা মুসলমান ধর্ম রক্ষার্থ তিনি শিবদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিলেন না। ১৭৬০ খ্রষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চল্লিশ হাজার শিব সৈন্যের সহিত তত্ত্বা আক্রমণ শাসনকর্তা জিন বঁচি হু হইল। কিন্তু এই বুদ্ধ জিন বঁচি পরাজিত ও নিহত হইলেন। শত্রু ও বন্ধুর মধ্যবর্তী সারহিন্দে বিরুদ্ধ উপত্যকা শিবগণ অধিকার করিয়া লইল;—কেহই আর তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে,—বুদ্ধ অরাজক করিয়া শিবগণ চতুর্দিক

* Compare, Forster, 'Travels' i. 320; and 'Murray' 'Runjeet Singh', p. 25,

বিজিত হইয়া পড়িল। প্রত্যেক শিখ-অধিকারী প্রায় প্রায় হইতে প্রায়ত্তরে গমন করিয়া, সম্পূর্ণ নগর না হওয়া পর্যন্ত, পর্যায়ক্রমে আপসাপস কটাকা, অসি-কোষ, পরিচ্ছদ-সামগ্রী এবং বর্ষ নিক্ষেপ করিতে পারিল; এইরূপে তাহারা সেই সকল প্রায় ও জনগণ আপস-নিগের আধিকারভুক্ত বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইল। সারহিন্দ সহরটী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইল। গোবিন্দ সিংহের মাতা এবং সন্তানগণ যে স্থানে নিহত হইয়াছিলেন, সেই পবিত্র স্থানের ইষ্টক বহন করিয়া গড়রা পুণ্যজনক ও প্রশংসার্থ বলিয়া শিখগণ এখনও বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উৎসাহিত হইয়া বহুসংখ্যক শিখ যত্না অতিক্রম করিল। এই সময়ে নাজিবুদ্দৌলা “জঠ”-নিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন। যুদ্ধে মল শিখনিগের সেনাপতি পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিত হইয়াছিলেন। বাহা হউক, ইতিমধ্যে শিখগণ সাহরাণপুরে উপনীত হইল। আপন রাজ্য রক্ষার্থ নাজিবুদ্দৌলা সে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। নাজিবুদ্দৌলা ডাকিলেন,—সমুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিবৃত্ত নহে, আক্রমণ-কারিগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কিংবা কতকংশে বলপ্রয়োগ করিয়া আক্রমণকারীগণকে বিচলিত করাই বিধি-সম্মত।*

নাজিবুদ্দৌলা জাঠনিগের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন। সে যুদ্ধে তৃতীয় মল নিহত হন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ সর্দারের পুত্র উজীর—রাজপ্রতিনিধিক দ্বিগুণে অবরোধ করিলেন। এদিকে বহুসংখ্যক শিখ সৈন্য তরুলপুরের জমীদার রাজার সহিত মিলিত হইল। মারহাট্টাগণও

* Compare Browne, ‘India Tracts’, ii. 24, and Murray’s ‘Runjeet Singh’, p. 26. 27. কোন কোন বিষয়ে দেখা যায়, শিখগণ এই সময়ে লাহোরও কিছুকালের নিমিত্ত অবিরাম করিয়াছিল।

রাজকীয় শক্তি উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। * সার-
হিন্দ অধিকারচ্যুত হওয়ার, আমের সা পুত্রস্বার সিন্ধুন অতিক্রম করি-
লেন ; নাভিকুদোলা বিনিধি বিপদ-জালে জড়িত হইয়া বহুবার নিকটবর্তী
স্থানে অগ্রসর হইতেন এই সময়ে দিল্লীর অবরোধ পরিত্যক্ত হইল ;
মারহাট্টা শাসনকর্তা হোলকারের মধ্যস্থতার কিংবা তাঁহার অসম্পূর্ণতার
মারহাট্টাগণ দিল্লী পরিত্যাগ করিল : এদিকে আমের সার স্বদেশে, নিজ-
রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সুতরাং তিনি সারহিন্দ পুনরুদ্ধারের কোন
চেষ্টা করিলেন না ; সমস্ত ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত
হইলেন। তিনি নিজে পাতিয়ালায় আসা সিংহকেই তৎপ্রদেশের শাসন-
কর্তা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই সময় সেই রাজ্য সময় বুঝিয়া গুজর
একজন পূর্ববন্ধুর বংশধরের নিকট বিনিময়ে সহস্রটী প্রাপ্ত হইরাছিলেন ;
শিখ-সন্তানরা এই স্থানটী বন্ধকে প্রদান করিয়াছিল। বাহা হটক, শিখ-
দিগের ইতিহাসে দেখা যায়, আমের সা স্থিতি কতিপয় না হইয়া,
নিরুতি লাভ করেন নাই : অমৃতসরের নিকট উত্তরপক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী
যোঁরাওর একটী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কোমলকেই জয়লাভ করিতে সক্ষম
হয় না ; পরন্তু এই যুদ্ধের ফলে, আকস্মিকভাবে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ
করিয়া চলিয়া গেল। শিখ সৈন্ত অনারাদে লাহোরের শাসনকর্তা কানুজি
মলের উচ্ছেদ সাধন করিল। ইরানভী হইতে শতরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত
বিশাল রাজ্য শিখদিগের অধীনতা পাইল আবদ্ধ হইল। শিখগণ পূর্ব-
বংসর সারহিন্দ বিজয় করিয়া গইরাছিল ; এইবার শিখ-রাজগণ এবং

* Compare Browne, 'Tracts' ii. 24. এই উপলক্ষে যে
সকল রাজত্ব-বৃন্দ দিল্লীর শাক-সবজীর রাজার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন,
শিখদিগের প্রচলিত উপাখ্যানে এখনও তাঁহাদের নাম স্মৃতিতে পাতলা
যায়।

জীসাহেবের অনুচরবর্গ এই বিশাল রক্তা পরস্পর বিতর্ক করিয়া লইলেন। কহস্যখ্যাত মল্লিক খবর হইল; বন্দী আকমান-গণ শূকরের রক্তে বস-জিহের ভিত্তি-ভূমি একাকল করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর শিখ সর্দার-গণ সম্মতভাবে সমবেত হইলেন; মুদ্রাকর আদৃত হইল; এইরূপে তাঁহারা আশ্রয়লাভ প্রাপ্ত এবং শিখবর্গের প্রাধিকার ঘোষণা করিলেন। গুরু গোবিন্দ নানকের নিকট যে “সেন, ডেন ও কতে”—ঈশ্বরানুগ্রহ, প্রভু-শক্তি, এবং অমূল্যে ক্রিয়াকারিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—মুদ্রার উপ-বি-ভাগে তাহাই খোদিত হইল । *

* ব্রাউনের “ইণ্ডিয়া স্ট্রীকট, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৫ ও ২৭ পৃষ্ঠা; কবট্টার, ‘ভ্রমণস্মৃতি’, প্রথম খণ্ড, ৩২১, ৩২৩ পৃঃ; এলকিনস্টোন, “কানুন,” দ্বিতীয় পুস্তক, ২১৬—২১৭ পৃঃ; এবং মারে বিবরণিত “রাজহিংসিংহ” ২৬, ২৭ পৃঃ প্রভৃতি ।

মুদ্রিত টাকা “গোবিন্দসাহী” নামে অভিহিত। বাবসাহেব নামে কবহরে সকলেই আশঙ্কিত করিয়াছিল। (ব্রাউনর “স্ট্রীকট”, দ্বিতীয় পুস্তক ২৮ পৃঃ প্রভৃতি)। আজকাল যে সকল মুদ্রা প্রচলিত আছে, তাহাতে মুদ্রা বার, দুই দুই নরপতিগণ এই সকল মুদ্রা প্রচলন করেন। রজহিংসিংহের রাজত্বকালে, এক প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল; তাহার উপরিতলে লেখা থাকিত :—“সেন, ওয়া ডেন, ওয়া কতে, ওয়া নরহর বি দিয়া ইরাক, আজ নামক গুরুগোবিন্দ সিং”। মূলতঃ ইহাতে মুদ্রা বাইট, ঈশ্বরানুগ্রহ, কবতা ও বিজয়লাভ—অমূল্যে ক্রিয়াকারিতা—গুরু-গোবিন্দ সিং নানকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ের ১১১-১২১ পৃষ্ঠার স্ট্রীকট, সেন, ও কতে” বহুরূপে কতকগুলি নকল করা হইবে। ব্রাউন, (ইন্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয়া ৭ম পৃষ্ঠা) “সেন” শব্দের কোনকালে মুদ্রণিত দৃষ্টান্ত দেখান নাই। হতভাগ্য তিনি এই শব্দ

এর দুই বৎসরকাল শিখদিগের কাণ্ড-কলাপে কেহই হস্তক্ষেপ করে নাই। এই অসমাত্র অবসরের সময় তাহার অধিকৃত রাজ্যগুলির সীমা নির্দেশে ব্যপ্ত ছিল; তাহাদের স্বাধীনতা ও প্রভুত্বের অসত্য অবস্থার পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইরাছিল। শিখসম্রাটবন্দী প্রত্যেকেই স্বাধীন,—প্রত্যেকেই সাধারণ-ত্বের এক একজন প্রকৃত সমস্ত। কিন্তু তাহাদের পরস্পরের সংহান শারীরিক ও মাসিক শক্তি এবং মান-সম্মত একরূপ নহে। এখন সকলেই বুঝিতে পারিল,—প্রত্যেকেই সমানরূপ শক্তি-সামর্থ্য নাই; তাহাদিগের মধ্যে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধও বর্তমান আছে। সুতরাং একান্তরূপে তাহারা আরগীর-প্রথার প্রবর্তন করিল। রাজা, প্রজা ও সর্দারগণ পঞ্চায়তের পরস্পর ঈশ্বরের নামে সন্ধি-দ্বন্দ্ব আবদ্ধ হইল। অর্ধ-সত্য সমাজে রাজা, জমীদার ও প্রজাদের মধ্যে বৈরুপ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ থাকে, শিখদের তিন শ্রেণীর মধ্যেও সেইরূপ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইল। তাহারা জামিত,—ঈশ্বর তাহাদের একমাত্র আশ্রয়তা ও সাহায্যকারী; তিনিই তাহাদের একমাত্র বিচারক। তাহারা একই ধর্মে বিশ্বাস করিত, এবং সাধারণের মঙ্গলকামনাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই নীতি অবলম্বন করিয়াই তাহারা সকল কার্যে ঐক্য হইত এবং যুদ্ধাদি কার্যে ব্যাপ্ত থাকিত। গোবিন্দের লৌহ তরবারির প্রতি তাহারা অপরিসীম ভক্তি প্রদর্শন করিত; সেই তরবারিই ইহজগতে তাহাদের একমাত্র অবলম্বন

অর্থীস অবস্থারই সঙ্গীতি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ‘কর্নেল গ্লিমান অপেকা বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ‘কর্নেল গ্লিমান’ বলিয়াছেন,—‘তরবারি, পট (pot) বিজয়, এবং যুদ্ধে জয় লাভ সহজেই প্রাপ্ত হইতে দেখা যাইয়াছিল।’ ইত্যাদি, ইত্যাদি। (See ‘Rambles of an Indian Official’, ii. 235; note).

ছিল। প্রতিবৎসর সাময়িক বৃষ্টিপাতের বিবরণ হইলে, যখন সেনাবিবেশ স্থাপনে আর কোন বিপদাশঙ্কা থাকিত না, তখন পৌরাণিক বীর স্তম্ভচরিত্রের উৎসব উপলক্ষে, 'সায়বাত খালসা',—বা সমগ্র শিখজাতি, অল্পতঃ একবার মাত্র অমৃতসরে সমবেত হইত। হরত, তাহারাই মনে করিত,—পৃথক্‌কৃত তীর্থভ্রমে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, পাপকাণ্ড সম্পাদনে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; তাহাতে সমুদায় স্বার্থ বিদূষিত হইয়া সাধারণের ভ্রষ্টজনক কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে। প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ এবং অধিনায়ক-দিগের সভা "গুরুমাতা" নামে অভিহিত। ইহাতে দুই বার,—গোবিন্দের উপবেশ ও আদেশানুসারে তাহারাই সকলেই তাহাদের গুরু ও ধর্ম্ম পুস্তক হইতে জ্ঞান-শিক্ষা করিত এবং একমতাবলম্বী হইতে কল্পনাই হইত। * যে সকল অধিনায়ক এই সমুদয়ে সমবেত হইতেন,

* "মাত" শব্দে "জ্ঞান-শক্তি", এবং "মাতা" শব্দে "পরামর্শ" বা বিবেক বুঝায়। অতএব "গুরুমাতা" শব্দের প্রকৃত অর্থ,—"গুরুর উপবেশ।"

ম্যাক্সন ('Sketch', p. 52) এবং ট্রাউন ('Tracts, ii: vii') এতিপন্ন করিয়াছেন,—গোবিন্দ এই 'গুরুমাতা' মিলনের আবেশ করেন। গোবিন্দ কোন বিশেষ প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন,—তাহা কোন বিবরণে দেখা যায় না। তদ্বিবরে বিবাসযোগ্য কোন বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়াও কঠিন। তবে তিনি যে নীতি প্রবর্তন করিয়া যান, সেই নীতির সাধারণ উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং তাত্‌কালিক রাজনৈতিক অবস্থানসমূহের সেই সকল রাজসভা এবং সৈন্য-সমিতি অধিবাসের বিনি-বিধান বহুমূল হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই মানবজাতি এই নিয়মের কল্পবর্তী হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বত্রই এইরূপ সভাসমিতির অধিবেশন হয়। কিন্তু সরলগতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ সভা-সমিতি অধিবেশনের বহুমূল প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই সময়ে শিখদিগের রাজত্বাঙ্গন অধিক কাল

তাহারা কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিডেন না । তাঁহাদিগের অসুচর
কর্মের অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহাদিগকে অকপটে প্রজ্ঞা-ভক্তি করিত না,
কিংবা তাঁহাদের আদেশ পালন করিত না । তাহারা পরস্পরের অধীনে
জারগীর ভোগ করিত, এবং জারগীর-প্রণালী অনুসারে পরস্পরের
অধীনে বুদ্ধ করিতে বাধ্য হইত । সুতরাং শিখগণ সাময়িক স্বাধীনতা অনু-
সারে এক্ষণে অধিনায়কগণের অধীনতা স্বীকার করিল । বিধিবদ্ধ বিধানক্রমে
তাহারা এই সাময়িক নীতি আগ্রহের সহিত অনুসরণ করিতে লাগিল ।
শিখ-রাজগণ পরস্পর মিলিত হইয়া কোন রাজ্য অধিকার করিলে, তাহারা
সেই বিজিত রাজ্য তুল্যাক্ষেপে পরস্পর ভাগ করিয়া লইডেন । তাহারা
আপনাপন অংশ সমানভাবে বিভক্ত করিয়া অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্ত-
বলগণ অধিনায়কদিগকে প্রদান করিডেন । এই চলপতিগণ আবার
আপনাপন অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ খণ্ডন করিয়া কোকী-এমাই-সড়ের
নিয়মানুসারে অধীনস্থ সৈন্তগণের মধ্যে বিলি করিয়া দিডেন ।* কিন্তু

হুদী হয় নাই ; আকালিক অধিবাসিগণও অধিকতর কষ্ট-সহিষ্ণু ছিল ।
তাহাদের স্বভাবজাত এই সমুদায় গুণবিষয়ক বিবরণ, এবং শিখদিগের
শাসন-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য কবটোরের 'ভ্রমণবৃত্তান্তে' সন্নিবিষ্ট
রহিয়াছে । (Compare Forster, "Travel's. i. 328 &c)
'ভ্রমণবৃত্তান্ত' পঠন সম্বন্ধে ম্যালকমের সাক্ষরগ্রন্থ জটব্য : (Malcolm,
'Sketch,' p. 120)

* যাদের বিরচিত "রপজিৎ সিং" নামক গ্রন্থের ৩০—৩৭ পৃষ্ঠা জটব্য ।
শিখগণ কতকগুলি রাজ্য অধিকার করিয়াছিল ; তাহারা তথা
আপনাদের শাসনাধীনে রাখে নাই । সেই সমুদায় রাজ্য হইতে তাহারা
'স্বাধীন ক-সংরক্ষকী রাজ্য' (আজর প্রবাসহেতু যে রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া
যায়,) স্বাধীনতা লাভ করিত । এই 'স্বাধীন' পরিভাষা তিন ভিন্ন স্থানে

এই সময় সকল অবস্থার সর্ব সময়ে উপস্থানী হইত না। কারণ, শিখগণ অধিকৃত রাজ্যের বিরুদ্ধে “অমলতু” ভোগদখল করিত এবং তাহাতে তাহারা স্বতাবতই অবিকারী ছিল। শিখদিগের অনেক আবার একপক্ষে রাজ্যভোগ করিত যে, এখানে রাজশক্তি প্রত্যাহৃত হইলেই, তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিত। ফলতঃ, এই সমস্ত শিখ কাহারও প্রজা নহে; কিংবা কোন জাতিগণের অধীনতা স্বীকার করিত না। তাহারা যেহেতুকে যে কোন ব্যক্তির অধীনে কাৰ্য্য গ্রহণ করিত; তাহারা নিজেরাই সের্বজন পরিচালনা করিত; “খালসা” অথবা সাধারণ-ভক্তের নামে নতুন নতুন রাজ্য অধিকার করিয়া নিজেরাই তাহা ভোগদখল করিত। শিখগণ কখনও কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির অধীনতা পাশে চিরকাল আবদ্ধ থাকিত না;—কিংবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত পূৰ্ব্বাপর একজা হুত্রে আবদ্ধ হইত না। হুতরাং তাহাদের এই চির-পরিবর্তন-শীল বিধি-ব্যবস্থা, ‘রাজনৈতিক শাসনপ্রণালী’ নামে অভিহিত হইতে

বিভিন্নরূপে ছিল। উৎপন্ন জীবের অর্দ্ধাংশ হইতে পক্ষাংশ পর্য্যন্ত এই রাজত্বের পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণের যেমন ‘চৌধ’ অথবা উৎপন্ন জীবের চতুর্থাংশ; শিখদিগেরও তেমনি ‘রাধী’ বা অর্দ্ধাংশ হইতে পক্ষাংশ। উত্তর শতকের অবধি এক;—অর্থাৎ ‘অত্যাচার নিবারণার্থে শিখদিগের প্রতিবন্ধক বার্ষিক কের টাকা’। কিন্তু সাবুজাবার ইহার অর্থ—‘কর বা রাজস্ব’। Compare Browne, India Tracts’ ii. viii. and Murray’s ‘Ranjit Singh,’ p. 33. কখনও কখনও সম্প্রতি-কালি এক হুত্বেতমাণে বিভক্ত হইত যে, দুই, তিন, এমন কি দশজন শিখ একই প্রকারে রাজত্বের অধীনতার হইত, কিংবা সহরের একই রাজার স্বাধী তাড়ার অবশ্য পাইত। ফলতঃ, কোন নির্দিষ্ট স্বাধীনতাবর্তী রাজ্যের স্ব-নির্দেশে অধিকৃত ভোগদখল উপস্থিত হইয়াছিল।

পারে না। কোন রীতি-পদ্ধতির রেখাবার কল্যা করিতে হইলে, এক-মাত্র বাণীম শিখনিগের বিবরণ উল্লেখ করা কর্তব্য। আমাদের প্রকৃতি-গত নিয়মাবলী প্রমিত পূর্বক বিচার করিয়া দেখিলেও তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া বাইতে পারে। পরন্তু তৎসমুদয়ে সভ্যসমিতির বিবিধ নিয়মাবলী কিংবা তাহাদের বর্ণগুরুনিগের উপদেশসমূহ আলোচনা করা সিন্ধুরোজন। বাহা হটক, কমতানালী ব্যক্তি আপন প্রকৃত বিচার করিয়া অপরের প্রত্যাভাজন হইতে অভিন্নাবী হইয়া উঠিলেন। পশুকে আপনাপন কমতা প্রেরণে বাহা প্রায়ত করা বাইতে পারে, তাহার তৎসমুদায় অধিকার করিতে উৎকট প্ররাসী হইলেন। সুতরাং জিন্ন জিন্ন জাতি ও বংশ পরস্পর একতানুয়ে আবদ্ধ হইলেন ও পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে তাহার প্রতীত হইলেন না। বাহা হটক, ইংরাজপ্রেরণের কর্তার অনুশাসন প্রত্যেক শিখের মনেই আগ্রহক ছিল। শিখপ্রবালবী প্রত্যেক ব্যক্তিই ইংরাজ-নির্দিষ্ট 'খালসার' প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিত। কিন্তু প্রগাঢ় বর্ণবিবাদে নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়া, সেই ধর্মোন্মত্ত জনসাধারণকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিতে হইলে, অসীম প্রতিভা ও অবস্থা বিশেষের প্রক্তিমা একমাত্র আবশ্যক।

অতঃপর শিখসম বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। এই সমুদায় সম্প্রদায়ের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ বারটি। প্রত্যেক সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায় "মিছিল" নামে অভিহিত হইত। "মিছিল"—একটি আরবী শব্দ; ইহার অর্থ,—
কুল্ল বা সমান-শব্দ। * প্রত্যেক "মিছিল" এক একটি "মদ্যপ্রদ"।

* "মিছিল" শব্দের ইংরেজী ব্যুৎপত্তিবদ্ধ অর্থ। তৎপাশি মনে রাখা উচিত যে, আরবী শব্দ "মিছিল" ('mishl') শব্দের প্রথম উচ্চারণ প্রকৃতিত আছে, তৎপাশি এই শব্দের উচ্চারণ করে আর একটি 's' যোগ করিতে

আজ্ঞাসূচক পরিচালিত হইত; সচরাচর একজন রাতা বা সেনাপতি এই 'সর্দার' পদে বসিত হইতেন। কিন্তু এই উপাধি তখন অতি সাধারণ ভাবে প্রযুক্ত হইত। সামান্য একটা দলের নেতা হইতে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ভুল্য-সম্বাদিকারী "সিং"দলের দলপতি পর্যন্ত,—ছোট বড় সকল দলের অধিনায়ক বা সেনাপতি সকলেই এই উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। এই সমুদায় সক্রিয় সম্প্রদায়ের সকলগুলিই একই সময়ে সমভাবে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই; পরন্তু একটা "মিছিল" হইতে অপরটা উৎপন্ন হইত। এই সমুদায় সক্রিয় সম্প্রদায়ের উপর সংযোগ-নীতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং যে কোন ক্ষমতানিষ্ঠ দলপতি তাত্‌কালিক সমাজ বা দল পরিত্যাগ করিত, বৃহৎ একটা দল গঠন করিতেন। প্রথম অথবা প্রমুখ অধিনায়কের নাম, ধাম, জেলা অথবা কোন পূর্বপুরুষের নাম অনুসারে প্রত্যেক "মিছিল" বসন্ত নামে অভিহিত হইত। কখনও বা এক একটা মিছিল সামাজিক রীতি-পদ্ধতি অথবা অধিনায়কের কোন গুণবিশেষ অনুসারে পরিচিত হইত। এইরূপ বারটা সম্প্রদায়ের নাম ও পরিচয় নিয়ে প্রবৃত্ত হইল।—(১) "ডালী" সম্প্রদায়; এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ 'ডাডু' নামক এক প্রকার মাছক দ্রব্য পান করিতে ভালবাসিত, এবং ডাডুই তাহার 'ডালী' নামে পরিচিত। *

হয়) অল্প অর্থে প্রযুক্ত হয়। ইহার অর্থ,—'অস্ত্র-শস্ত্র-সুসজ্জিত ব্যক্তি' অথবা 'সুশস্ত্র-সজ্জিত'। তদনুসারে 'মিছিল' শব্দের অর্থ অস্ত্ররূপ; ইহাতে সাধারণতঃ কামজপত্রের কাইল অথবা সজ্জিত বস্ত্র বা সামান্য জিনিষ বুঝায়।

* "বদা" নাম হইতে ডাডু উৎপন্ন হয়। রাজপুতগণ যেমন অহিংস নৈবেদ্য করিতে ভালবাসে, ইউরোপীয়গণও যেমন উদ্বারকারী দ্রব্যপান

(২) “নিমানিরা” সম্প্রদায়; এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ মুক্ত-সৈন্তের
বিজয়কর্তন বাহোবিনের অনুবর্তী বলিয়া ঐ নামে অভিহিত হয়। (৩)
“সাহিব” এবং “নিহাড” সম্প্রদায়; বাহারা ধর্মের লব্ধ প্রাণ বিসর্জন
করিতেন, তাঁহাদের বংশধরগণ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এক অধি-
নাথক। (৪) “রামগড়িয়া” সম্প্রদায়; অমৃতসরের ‘রামরাওদি’ অথবা
ঐশ্বর্যশক্তি হুঁবিহির্ভাগস্থ ‘কুন্দ-রক্ষসী’ নাম অনুসারে এই সম্প্রদায়
‘রামগড়িয়া’ নামে অভিহিত। স্ত্রীর বংশজাত যুগ্ম সিং কর্তৃক এই
হানটী ‘রামগড়’ বা ঐশ্বর্যশক্তি হুঁর্গ নামে অভিহিত হয়। (৫) “নাকিয়া”
সম্প্রদায়; লাহোরের নিকটে ‘নাকিয়া’ নামক একটা জনপদ ছিল; তৎ-
প্রদেশেই এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। (৬) “আলহুওয়ালিয়া” সম্প্র-
দায়; যুগ্ম সিং প্রথমতঃ যে গ্রামে আরবক চুবান কার্যে আপন পিতার
সহায়তা করেন, সেই গ্রামের নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ
হয়। এই যুগ্ম সিং প্রথমে “বালনার” সৈন্য সম্প্রদায় গঠন করেন। (৭)
‘বাবিয়া বা কানিয়া’ সম্প্রদায়। (৮) “কৈজুলাপুরিয়া” বা “সিংপুরিয়া”
সম্প্রদায়। (৯) “সুকারচাকিয়া” সম্প্রদায়। (১০) “ডালেওয়াল” সম্প্রদায়;
এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সম্ভবতঃ তাহানের অধিনায়কের বাসভূমি
বা গ্রামের নাম হইতে এই নামে অভিহিত হইয়াছে। (১১) “কোড়া
সিংখিয়া” সম্প্রদায়; তৃতীয় অধিনায়কের নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের
বর্তমান আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কখন কখন এই সম্প্রদায়টী “পাক-
গুরিয়া” সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়। প্রথম অধিনায়কের পুত্র-প্রপৌত্র
নাম অনুসারে ঐ সম্প্রদায়টী “পাকগুরিয়া” সম্প্রদায় নামে উল্লিখিত
হইয়া থাকে। (১২) “কুসকিয়া” সম্প্রদায়; আল সিং এবং তাহার

করিতে তৎপর, নিবন্ধও তেমন ‘ভাট’ থাকিতে অত্যন্ত। বাহাদুর
এক মুক্তিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া, এই নামকরণ সম্ভবতঃই নিবন্ধীয়।

পরিবারের অভ্যন্তর সর্দারদিগের একজন পূর্বপুরুষের নামানুসারে এই সম্প্রদায় “রুলাকিয়া” সম্প্রদায় নামে অভিহিত। *

এই সমুদায় ‘মিছিলের’ মধ্যে “রুলাকিয়া” ব্যতীত অবশিষ্ট সকল ভূমিই শতাব্দির উত্তর পঞ্চাশ প্রদেশে বিশেষ ব্যাভি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহারা সকলেই “মাল্লা”সিং নামে পরিচিত। লাহোরের চতুঃপার্শ্ববর্তী বিশাল ভূ-খণ্ড মাল্লা নামে অভিহিত বলিয়া দেশের নামানুসারে তাহারা ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মাল্লা নামে পরিচিত হইয়া “মালোয়া” সিং দিগের সহিত তাহারা আপনাদের বাতন্ত্য রক্ষা করিয়াছে। সারহিন্দ এবং শীর্ষায় মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশসমূহ মাধ্যমজঃ ‘মালোয়া’ নামে অভিহিত, এবং উত্তর অধিবাসিনগণ “মালোয়া” সিং নামে পরিচিত। মাল্লার প্রথমে “কৈজুলাপুরিয়া”, “আজহওয়ারিয়া” এবং “রামগড়িয়া” সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়; কিন্তু তাহাদের সে প্রাকৃত অধিকাল দ্বারী হয় নাই। এই সময়ে “ভাজী” সম্প্রদায় প্রাকৃত স্থাপন করে, এবং কিছুকাল তাহাদের কমতাই অক্ষুণ্ণ থাকে। অভ্যন্তর ‘কৈজুলাপুরিয়া’দিগের “কাশিয়া” নামক একটি শাখা সম্প্র-

* ক্যাপ্টেন মারে (“রুলাকিয়া সিং,” ২১ পৃ: ইত্যাদি।—Captain Murray's Runjoet Singh," p. 29 &c.) সর্বপ্রথমই শিবদিগের এই “মিছিল”-প্রথা বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ কয়েটার, ট্রাউন্স, অথবা ম্যালুকম কেহই এই “মিছিল গঠনের” বিবরণ অথবা এই শব্দের উৎপত্তি করেন নাই। তার ডেভিড অক্টোব্রোয়ানি প্রথম প্রথম বলে করিয়াছিলেন,—“মিছিল” শব্দ জাতি ও বংশ দুইটির; ইহাঙ্গের লিখিত মন্তব্য বা সম্প্রদায় কিছুই নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং তার ডেভিড তাহারা বিবাসানুযায়ী কার্য করিয়াছিলেন। (Sir D. Ochterloney to the Government of India, 30th December, 1809)

দানের অভ্যাসে, “ভাকী” সম্প্রদায়ের প্রাধান্য কিংবদন্তিভাবে খ্যাত হয়। অতঃপর রণজিং সিংহের অভ্যাসে এবং “সুকারতাকিয়া” সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায়, “কাবিয়া” দিগের প্রাধান্য নষ্ট হয়। দালবের “কুলকিয়া” সম্প্রদায়, পাতিয়ালা-শাখা-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিত। আলা সিংহকে উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া, অমের মাও পাতিয়ালায় অধিপত্য ও প্রেষ্ঠত্ব প্রতিপত্ত করিয়া নিয়াছেন। তবে সম্প্রদায়সমূহের প্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলিতে গেলে, একমাত্র “ভাকী” সম্প্রদায়ের নিকটই “পাতিয়ালা” শাখা সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত নিকট ছিল। “নিসানিয়া” এবং “সাহিব” সম্প্রদায় কচাচিং প্রভৃতি “মিছিল” গঠনে সমর্থ হইত। তাহাদের বিশেষ বিশেষ শাখাগুলি স্বতন্ত্র থাকিত, এবং বিশেষ কারণ বশতঃ সকলেই তাহাদিগকে সম্মান করিত। * “নাকিয়া” সম্প্রদায় কখনও খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং প্রাধান্য লাভে সমর্থ হয় নাই; “ডালিওয়ালা” এবং “ক্রেডা সিংখিয়া” নামক “কৈফুলাপুরী” সম্প্রদায়ের দুইটা শাখা সাংরহিন্দ আক্রমণ করিয়া তাহাদের রাজ্যের অধিকাংশই অধিকার করিয়া লইয়াছিল। শেখোজ সম্প্রদায় বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল বটে; কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর

* “নিসানিয়া” এবং “সাহিব” সম্প্রদায় স্বতন্ত্র দুইটা “মিছিল” সংগঠন করিয়াছিল,—কাণ্ডেল দ্বারে তাহা বলিবার সম্পূর্ণ অধিকারী নহেন। অপরদিকে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তার পশ্চিমদিকে বাহারা বাস করিয়া, তাহাদেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র “মিছিল” বা একতা-স্বত্রে আবদ্ধ সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। পতঙ্গ নদীর নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে তৎকালে যে সকল রাজস্ব প্রচলিত ছিল, এই পুজানুপুজা বিবরণে কাণ্ডেল দ্বারের কোন উল্লেখই করিয়া গিয়াছেন।

আবাস্য স্থানসমূহে সমর্থ হয় নাই, কিংবা সে সম্প্রদায়গুলি তাহাদের
অধীনতা পক্ষে আবদ্ধ হয় নাই ।

“ভাঙ্গী” সম্প্রদায়ের অধিকৃত দেশ বহুদূর বিস্তৃত । উত্তরে সাহেব
ও অমৃতসর হইতে বিভক্ত নদী এবং তদ্রূপ-প্রদেশ পর্য্যন্ত “ভাঙ্গী”
সম্প্রদায়ের অধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল । অমৃতসর এবং পর্বতশ্রেণীর
মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে “কাবির” সম্প্রদায় বাস করিত । “ভাঙ্গী”-রাজ্যের
দক্ষিণ, ইরানভী ও চম্বড়াপের মধ্যবর্তী প্রদেশে “হুকারচাকিয়া” সম্প্রদায়
প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । সাহেবের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে ইরানভী
নদীর তীরে “নাকিয়া” সম্প্রদায়ের বাস । শতদ্রু ও বিপাশার সম্মুখস্থ
নিম্নপ্রদেশে “কৈজুলপুরিয়া” সম্প্রদায়, নদীর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ সমূহ
অধিকার করিয়াছিল । আবার বিপাশা নদীর পূর্ব তীরে “আলহওয়ানিয়া”
সম্প্রদায়ের অধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল । “ডালিওয়ানিয়া” শতদ্রুর উত্তর
দিকে পশ্চিম তীরে বাস করিত এবং “রামগড়িয়া” সম্প্রদায় শেখোক্ত
হুইন্দির অন্তর্গত পর্বতমালায় পাদদেশের অধিবাসী ছিল । “ক্রোডাসিখিয়া-
গণ” জলাকর দেওয়ানের কতকংশ অধিকার করিয়াছিল । শতদ্রুর দক্ষিণস্থ
সুন্ডা ও জাতিয়ার চতুঃপার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহে “মুলকিয়াগণ” বাস করিত ।
“সাহিব” এবং “নিশানিয়া” সম্প্রদায়ের নানা দেশ অধিকার করিয়াছিল ;
তাহাদের অধিকৃত স্থানসমূহে তাহারা বাস করিত ; উষাভীত অষ্ট
কোম প্রদেশে তাহাদের সম্প্রদায় বৃহৎ হইত না । এইরূপে এই
বৃহৎ “মিছিল” এবং রাজ্যের কতকগুলি সম্প্রদায় (এই সম্প্রদায় সমষ্টি
পূর্বে সারহিন্দ আক্রমণ করিয়াছিল) অর্থাৎ “ভাঙ্গী”, “আলহওয়ানিয়া”
“ডালিওয়ানিয়া”, “রামগড়িয়া” এবং “ক্রোডাসিখিয়া” সম্প্রদায়-সমষ্টি একত্র
সমবেত হইয়া, ফিরোজপুর হইতে কর্ণাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত শতদ্রুর দক্ষিণ-
বর্তী পর্বত-পাদদেশস্থ ক্রীড়্য ভূখণ্ড পরস্পর বিভক্ত করিয়া
বসিয়াছিল । এখিকে সারহিন্দ এবং দিল্লীর মধ্যবর্তী প্রদেশ সমূহ

“দুলকিয়ান” আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। * এই স্থান পূর্বাঞ্চল সম্প্রদায়-সমষ্টির অধিকৃত যাদোয়ার সন্নিকটে অবস্থিত।

শিখদিগের বহুসংখ্যক অগারোহী সৈন্ত ছিল। অনেকের অনুমান তাহাদের অগারোহী সৈন্তের সংখ্যা ৭০ হাজার হইতে ২ লক্ষ ৮০ হাজার পর্যন্ত হইতে পারে। তাহাদের এতোক সম্প্রদায়ের সৈন্তসংখ্যা প্রকৃত পক্ষে কত ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃস্ব। † তবে নিশ্চিত বাহা জ্ঞান সিগাহে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, “ডাক্তী” সম্প্রদায় এক সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠাভিত হইয়াছিল; কিং “হুকারচাকিয়া” ও “নাকিয়া” সম্প্র-

* ডাক্তার ম্যাক্‌ট্রয়ের তাহার “শিখ ইতিহাসে” (“History of the Sikhs,” i. 28 &c) কয়েকটী “বিচ্ছিন্নতার”, সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন :

† ফরেষ্টার বলেন, (“Travels,” i. 335) ১৭৮৩ হইতে শিখ-সৈন্তের সংখ্যা ৩০০,০০০ ভিন্ন লক্ষ নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু শিখ-সৈন্তের পরিমাণ ২০০,০০০ হই লক্ষ হইতে পারে। জাউন সাহেব (“Tracts, illustrative map”) প্রতিপন্ন করেন,—এই সময়ে শিখ-দিগের ৭৩ হাজার অগারোহী এবং ২৫ হাজার পদাতিক সৈন্ত ছিল। ইহার প্রায় বিশ বৎসর পরে, কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন একখানি গ্রন্থে (Life of Shah Alum, note p. 75) উল্লেখ করিয়াছেন যে, শিখগণ ২ লক্ষ ৪৮ হাজার অগারোহী সৈন্ত সংগ্রহ করিতে পারিত। তিনি আর একখানি পুস্তকে (Life of George Thomas, note, p. 68) বলিয়াছেন, দুই সময়ে শিখগণ ৩৪ হাজারের অধিক সৈন্ত সংগ্রহ করিতে পারিত না। জর্জ টমাস সিন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—তৎকালে শিখ-দিগের ৩০ হাজার অগারোহী এবং ৫ হাজার পদাতিক সৈন্ত ছিল। (Life, by Francklin, p. 274.)

কাজের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। “জাঙ্গী” নামের কিছুত
 বিকিষ্ট রাজা অল্পমাত্র ২০ সহস্র সৈন্য সমবেত হইত; কিন্তু শেখোস্ত
 সন্তানদের সৈন্য সংখ্যা উহার দশগুণের দায়। সমগ্র শিবজাতির
 সৈন্য সংখ্যা গড়ে উক্ত সংখ্যার অধিক নহে; এই নগ্নাই অধিকতর
 সঠিক বলিয়া মনে হয়। শিখদিগের প্রত্যেকেই অস্বারোহী; পার্শ্বতা
 প্রদেশের অথবা সমতল ভূমির অর্ধবর্ষের অধিবাসিদের মধ্যে কিংবা
 অনিচ্ছিত সৈন্য সন্তানদের মধ্যে অস্বারোহী শিখ সৈন্য সর্বাপেক্ষা
 দুর্বলতম। শিখগণ অল্পশূন্যে কৃতিত্বের সহিত বন্দুক চালনা করিতে
 পারিত বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাহাদের পূর্ব-পুরুষগণ
 গুরুদ্বারার বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কবিত হইয়া, তাহারা এই যুদ্ধবিদ্যা
 তাহাদের পূর্বপুরুষদের মিকট শিক্ষা করিয়াছিল। কেবলমাত্র দুর্গ-
 দুর্কার্ণপলাতক সৈন্য নিবৃত্ত হইত। প্রত্যেকেই পদব্রজে “মিছিলের”
 অনুগামী হইত, এবং বতদিন লুণ্ঠন দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিত,
 কিংবা অস্বতন্ত্র করিবার সম্বল না হইত, ততদিন তাহারা এই অনুষ্ঠানে
 “মিছিলের” অনুবর্তী থাকিত। প্রাচীন কালে শিখগণ গোলাগুলি ব্যবহার
 করিত না। ক্রমে ক্রমে এই প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হয়। কারণ
 উহা অর্থ-সংগ্ৰহ এবং উহাতে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্তের
 আবর্তক হয়। *

এই সময়ের সন্তানরা ন্যূনতম পরিমাণে পরস্পরের অধীনতা স্বীকার
 করিত। এতদ্ব্যতীত আর একটা সন্তানরা তৎকালে বর্তমান ছিল। তাহারা
 সর্বপ্রকার ঐহিক অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল;—তাহারা পৃথিবীতে

* অর্জুন টোমাস ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালিক সামরিক অবস্থার যে
 বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে জানা যায়, শিখদিগের ৪০ টি দূত দূত
 করিয়া ছিল। (Life, by Francklin, p. ২৭৪.)

কাহারও বশত। স্বীকার করিত না। তাহাদের মধ্যে শিখধর্মের একতত্ত্ব উপাদান বিদ্যমান ছিল। এই সম্প্রদায় “আকালি” অর্থাৎ “অবিসংখ্য” বা ঐশ্বর-নিরুক্ত সৈন্ত সম্প্রদায় নামে অভিহিত। তাহারা নীল পরিচ্ছদ পরিধান করিত—তাহাদের হস্ত লৌহ-বস্ত্র ভূষিত থাকিত; গোবিন্দ সিংহের আদি সমাজের অন্তর্গত বলিয়া, এই সম্প্রদায়ের শিখগণ শ্রদ্ধা করিত। ধর্মের অন্ত গুরু সকলকে ধন-দান, উপস্থি-সম্পদ, এমন কি, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে অসুমতি করিয়াছেন;—বহু-বাড়ী—সংসার—এখন পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ-বৃত্তি গ্রহণ করিতে আসেন দিয়াছেন। গুরু গোবিন্দ এবং তাঁহার পূর্ববর্ত্তিগণ সকলেই একবাক্যে শিখদিগের অসার সন্ন্যাস-ধর্মের নিন্দা করিয়াছেন। এইরূপে অসার ও অসুখযোগী সার্ববিধ উপকরণ পরিত্যক্ত হওয়ার, ধর্মোন্মত্ত শিখদিগের মনে এক ভয়াবহ আবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল;—তাহাদের দার্শনিক গতি অস্বাভাবিক কার্য সাধনে ভয়াবহ মূর্ত্তি প্রাপ্ত করিয়াছিল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম আচরণের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধবিন্যা শিখগণ উৎকট অভিজাত হওয়ার, দুইটা বিরুদ্ধ-ধর্মাক্রান্ত অনুষ্ঠানের সংঘর্ষে “আকালিগণ” একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। ধর্মভীরু বিনয়ী ব্যক্তিগণ ধর্ম-বাদ্যের অতি হেয় কার্য আশ্রয় ও অধ্যবসায় সহকারে সম্পন্ন করিত। কিন্তু অপরূপ ব্যক্তিগণ সময় সময় দুর্দমনীয় ধর্মোন্মত্ততা-রূপে অন্ত-মগ্নে সুসজ্জিত হইয়া অমৃতসরের গ্রহণী নিরুক্ত হইত। কখনও বা কুসংস্কারবশে উত্তেজিত হইয়া বধেচ্ছা গমন করিত, এবং সময় সময় উত্তেজনা-রূপে একাকী ভ্রমণ করিয়া ওরফারি সাহায্যে জীবিকা অর্জন করিত।*

* ম্যালকমের সার সংগ্রহ দেখ। (Malcolm, “Sketch”, p. 116) গুরুগোবিন্দ এই “আকালি” সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন,—ম্যালকমও সেই বৃত্ত সমর্থন করিয়াছেন। তবিশেষে গুরু-গোবিন্দের কোন

তাহারা সময় সময় পরিদর্শক এবং বিচারকের ক্ষমতা কিংবদন্তিভাবে গ্রহণ করিত। তাহাদের কোন অধিনায়ক বিধাসভাকতা অপরাধে “খালসার” নিকট অভিযুক্ত হয় নাই। তাহাদের নামে সকলেরই ভয়ে ভয়ের সঞ্চার হইত;—সকলেই তাহাদিগকে সম্মান করিত। কোন ব্যক্তি তাহাদের বিরূপভাজন হইলে, অথবা সাধারণ-জনের কোন অনিষ্ট সাধন করিলে, তাহারা সময়ে সময়ে সেই ব্যক্তির বধাসর্ব্বম্ব লুপ্তন করিত।

নিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। একমাত্র ধর্ম্মানুগামীদিগকেই গোবিন্দ শিখ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয় তাহাতে হয়ত জানা যাইত। সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও প্রথম সময়ে মূলতঃ যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত।

নিখাদিগের ধর্ম্ম প্রেরণি এত প্রবল ছিল যে, প্রত্যেক শিখ কোন না কোন কার্যে নিযুক্ত থাকিত, অথবা কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিত। সে ব্যক্তি সংসার-বিয়োগী এবং স্বভাবতঃ দুঃখ-প্রিয় নহে, সাধারণ-জনের বদল সাধনার্থ তাহাকেও কোন না কোন কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইত। এক সময় প্রথকায় দেখিয়াছিলেন,—একজন ‘আকালি’ শত্ৰুর সমস্ত ভূমি হইতে ক্ষুদ্র কৌরিডপুর সহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ডালু অভ্যাস পর্ব্বত-কঙ্করের ন্যা দিয়া স্বাভা নিশ্চাপ করিতেছে। সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার সংসার-বন্ধন পরিত্যাগ করিয়াছিল। সকলেই তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করিত। কোন নির্দিষ্ট স্থানে এই ব্যক্তির জন্ম সর্ব্বসাধারণে খ্যাত ও বহু সংগ্রহ করিয়া রাখিত। তাহার এই অধ্যবসায়শীলতা ও একাগ্রতার একজন বেবশালক হিন্দু বাঙ্গলেকর মনে এক অভিনব প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই হিন্দু বাঙ্গল আকালিদিগের ভায় গোবাক-পরিচয় ব্যবহার করিত। কর্ম্মিষ্ট ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই যেমন ঈশ্বরকে ভয় করিয়া থাকেন, সেই বাঙ্গলও তদ্রূপ ভীতি সহকারে ধর্ম্মালাপ করিত।

"আকালি" সম্প্রদায় কিছুকাল বিশেষ খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের এই উন্নততা বহুদিন বর্তমান ছিল। অতঃপর রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়ে তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা ও আধিপত্য ধ্বংস হয়। এই উন্নত সম্প্রদায়কে দমন করিয়া, জন-সমাজে আপন অকল কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সেই সুদৃঢ় ও অধ্যবসায়শীল বৃদ্ধপ্রতিষ্ঠা নরপতির বহু অর্থ ব্যয় এবং কালব্যয় হইয়াছিল :—তিনি যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

শিখজাতির স্বাধীন রাজ্য স্থাপন হইতে রণজিৎ

সিংহের অভ্যুদয় এবং ইংরাজদিগের

সহিত মিত্রতা স্থাপন ।

১৭৩৫—১৮০৮-৯ ।

[আবেদ সাহ গেরবার ভারত আক্রমণ ;—শিখজাতির “ভালী” সন্তানদের
প্রাপ্ত স্থাপন ;—তাইমুর সাহ আক্রমণ ;—হারিমানার “মুলকিরা” শিপ-সন্ত-
দার ;—ভবিষ্যৎ ;—শিখজাতির মধ্যে “কাশিরা” সন্তানদের আধিপত্য
স্থাপন ;—মাহা সিং হুকেরচাকিয়ার প্রতিষ্ঠান ;—শা জাহানের আক্রমণ এবং
রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয় ;—নিজিয়ার অধিনায়ককে উত্তর ভারতে মহারাজার-
সনের প্রাপ্ত স্থাপন ;—জেনারেল পেরণ এবং জর্জ টমাস ;—শিখজাতি এবং
মহারাজারদের সহি স্থাপন ;—শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের মত ;—
নিজিরা এবং হোলকারের বিরুদ্ধে লেফটেন্যান্ট হুদবাজা ;—শিখদিগের সহিত
ইংরাজদিগের প্রথম সহি ;—করাচীর ভারত আক্রমণের বাধা এবং
উদ্যোগ ;—রণজিৎ সিংহের সহিত বৈজ্ঞানিক-বহন, এক পতনের পতিন লীলা-
বর্তী শিখ-সর্দারদের স্বাক্ষর সহি স্থাপন ।]

শিখজাতি কর্ণাল এবং হামি হইতে বিভক্ত নদীর তীর পর্যন্ত
বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের একতাবদ্ধ
অধিক বিদ্য হারী হইল না ; হুর্দব অনিচ্ছিত ব্যক্তিগণ স্বতঃই নিপুণ
বশবর্তী হইল ; তাহারা সমাজের কঠোর অপেক্ষা আর-বার্খই এক
বিস্তার মনে করিল। কতকগুলি লোক প্রকৃত বা কাল্পনিক অনিষ্ট মত-
বিশ্বাস কর্তৃক কার্যে লালিত। তখন তাহারা মনে করিল,—প্রতিশোধ
লাইবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। অপর কতকগুলি ব্যক্তি ব্যক্তিগত

অবস্থার অনুবর্তী হইয়া নিকটস্থ নগর ও জেলা সমূহ অধিকার করিতে উদ্যত হইল । বহুশিষ্ট শিখগণ ধর্ম বিস্তারের জন্য বহু-পরিকর হইল । ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া, অথবা কোন কোন রাজ্যে কয় স্থাপন করিয়া তাহার। খালসার সাধারণ রাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল । কিছুকাল বিশ্রামের পর, অব্যবসাহিত উৎসাহিত হইল; এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া, যখন শিখজাতির পুনরুত্থান হইতে লাগিল, তখন আমের সা শেষবার ভাঙ্গতবর্ষ আক্রমণ করিলেন । তাঁহার আক্রমণে ভীত হইয়া শিখজাতি পুনরায় একতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইল । বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোহ-তাপের অধিকা হেতু আমের সার উৎসাহ, কার্যনৈপুণ্য এবং জনতা হারা হইয়াছিল ; তথাপি সেই আক্রমণ নবপতি আপন রাজ্যমধ্যে প্রবর্তিত করিয়া পঞ্চাব পুনরুদ্ধারের জন্য আর একবার চেষ্টা করিলেন । ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধনন্দ অগ্রিক্রম করিয়া তিনি শতরূপ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন ; তিনি আর অধিক দূর গমন করিলেন না । সুতরাং লাহোর পরিত্যক্ত হইল । যখন তিনি নুনিগেল, শিখদিগকে পরাজিত করা এক্ষণে তাহার ক্রমতাত্ত্বিত, তখন তিনি তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করিলেন । এই সময়ে রণকুল উমার সিং পিতামহের উদ্বোধনবৎ সন্ধি প্রতিপাল্য সিং বা মালোয়া শিখদিগের অধিনায়ক পদে বসিত হইলেন । আমের সা তাঁহাকেই মহারাজ উপাধি প্রদান করিয়া, সারহিন্দের সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন । তখন আমের সা দেখিলেন, কটোচের রাজপুত্র সর্দারও তাঁহার সহিত মৈত্রতাপ্রাপনে অভিলাষী । আমের সা তাঁহাকেও উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়া, বলহীন-হোয়ন এবং তৎসংলগ্ন পার্শ্বজ প্রদেশের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন । কিন্তু সৈন্যদলের অব্যবহা হেতু তাহার সকল উদ্দেশ্য—সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল । তাহার দ্বন্দ্ব সহস্র সৈন্য কানুল অভিযুগ প্রত্যাবর্তন করিল ; অমরতা দ্বিগুণ তাহাদের আগমন করাই যের বোধ করিলেন । কিন্তু

প্রত্যাপন কালে, আমের সা পুনরায় বিপর্যয় হইলেন । সিদ্ধনন্দ অভি-
 ক্রম করিবার পূর্বেই, রণজিৎ সিংহের পিতামহের অধিনায়কত্বে
 এবং পারিবারিক “ভাজী” সম্প্রদায়ের একটি মৈত্রবলের সাহায্যে
 “হুকারচাকিরাণ”, শের সার রেটাসের পার্শ্বভ্য হুগ অবরোধ করিল ।
 ১৭৮০ খ্রষ্টাব্দে এই স্থান অধিকৃত হইল । ইহার অব্যবহিত পরেই
 “ভাজী”গণ রাওলাপিণ্ডি এবং বাবপুরের বিস্তৃত উপত্যকা পর্যন্ত অধিকার
 বিস্তার করিল । “ভুকার” সম্প্রদায় আক্রমণকারী যোগলদিগের সহিত
 যুদ্ধে যে সংসাহস ও প্রযত্নশীলতার জন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিল,
 এক্ষণে তাহারা আর সেরূপ সংসাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান
 করিতে সক্ষম হইল না । *

অজপের হরি সিংহের অধিনায়কত্বে “ভাজী”গণ মুসলমান অভিযুগ্মে
 যাত্রা করিল । কিন্তু ‘লাউন-পোত্র’ নামক এক মুসলমান সম্প্রদায়ের
 আক্রমণে তাহাদের পতি প্রতিহত হইল । নাদির সাহ লাউন-পোত্র-
 দিককে কান্দুলে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ; নাদির সাহের
 সেই উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, তাহার সিদ্ধ-দেশ পরিত্যাগ করিয়া, পক্ষাঘ্নে
 এক উপনিবেশ স্থাপন করে । অতীত সেই স্থান ‘জওয়ালপুর’ নামে
 অভিহিত । † অজপের হরি সিংহের সহিত সর্দার বোবারক খাঁ নদি

* করটোরের “ভরণ বুজাত”, প্রথম খণ্ড, ৩২৩ পৃঃ ; এদমিন্‌স্টোন,
 “কান্দুল”, দ্বিতীয় খণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা ; যারে-বিরচিত “রণজিৎ সিং” ২৭
 পৃষ্ঠা ; হুয়ক্‌স্টের “ভরণ বুজাত” প্রথম খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা উল্লেখ্য ।
 গ্রন্থকার যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক আলোচনা করিয়াছেন, তাহারও
 আলোচনা আবশ্যক ।

† নাদির সা এক সময়ে সিদ্ধমেনে আপন কন্যতা বিস্তারের জন্ত প্রয়াস
 করেন ; তখন জওয়ালপুর কংশের পূর্বস্থান তাহার বংশে নিবাসপুত্র

হাঙ্গন করিলেন। দেশপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবির যে হাঙ্গের অধিকারী, সেই নিরপেক্ষ পাকপটনের সহরই উক্ত পক্ষের সাধারণ লীলা নির্ভারিত হইল। অনন্তর হরি সিন্ধুসদৃশ এক ডেরাগির্খী অতিমুখে নমন করিয়া, বঙ্গ-পূর্বক রাজ্য অধিকার করিতে লাগিলেন। যখন তিনি রাজ্য বিস্তারে ব্যপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণের প্রতিনিধি রাঙলগিণ্ডি অধিকার করিয়া কাশ্মীর-প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সে উদ্যম ব্যর্থ হয়; প্রতিনিধি সে স্থান হইতে বিতাড়িত হন, এবং তাঁহার বহু সৈন্যবল নষ্ট হয়। বৃদ্ধ লাজীব-উজ্জ্বলাকে অগাধি পরগণা এক পারিশার্ভিক নগর সমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান শাসন কর্তা মনো করিয়া, দার সিন্ধু

বিশেষ ব্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নাদির সা তাঁহাকে সেই প্রদেশের উত্তর-ভূতীরংশের শাসন-কর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সমগ্র মস্ত্র-দ্বারের! প্রতি অবিশ্বাস বশত, নাদির সা তাহাদিগকে প্রজনিতে হানাতরিত করিতে কৃতসংকল্প হন। তখন সেই রাজবংশ বহুল পরিচ্যাপ করিয়া শতক্ৰর ইন্তববর্তী প্রদেশ সমূহ বঙ্গপূর্বক অধিকার করিয়া লয়। দাঁউব (ভেঁড়িড) নামক সেই বংশের বিখ্যাত আদিপুরুষের নাম হইতে এই সম্রাটের “দাঁউবগোত্র” নামে অভিহিত। তাহাদের বিবাস,—তাহারা কাস্মির আকাসের বংশধর। কিন্তু তাহারা সিদ্ধুদেশীয় ‘ফেলুচি’ জাতি; অথবা তাহারা আদিম ফেলুচি জাতি,—সিদ্ধুদেশে অধিক কাল বাস হেতু তাহাদের অনেক পদ্বিবর্তন সাধিত হইয়াছে। শতক্ৰ তীরে তাহারা আশিষ্যত্ব হাঙ্গন ও বাসহাস নির্দেশ করায়, প্রাচীন “লুদা” ও “জোহিরা” সম্রাটদের অবশিষ্ট জাতিগুলি শোণ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সিদ্ধু দেশের সের-প্রধানী বারা জল-সেচন-প্রদান প্রবর্তিত করিয়াছিল। সেই নদীর উত্তর তীরেই পাকপটনের সীমানে তাহাদের প্রাচীন শিব-কেন্দ্রের এক কবিরাজের আশ্রয় স্থাপন করিয়াছে।

তাসী তাঁহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিলেন। একদা বম্বা তাঁর
এক বৃহৎ নৌয়ায় রায় সিং তাসী এবং বাবেল সিং ফোড়া-
সিংহিয়া লাজিখুদোনার প্রতি লক্ষ্য উৎসীড়ন আরম্ভ করিলেন।
তাহাদের উৎসীড়ন অসহ্য হইয়া উঠিল; সুতরাং অনন্তোপর হইয়া,
লাজিখুদোনা সেই সর্দারদের বিরুদ্ধে সমবেত আক্রমণের জন্য মারহাট্টা-
বিশেষে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু
হওয়ায় তাঁহার সে কল্পনা,—অতিমাত্রি ব্যর্থ হইল। তাঁহার উত্তরাধিকারী
পুত্রের মৃত্যু উদ্বেগ ছিল। বিপদ কালের মিত্র জ্ঞান করিয়া, তিনি
শিখবিশেষকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। *

এই সময়ে হরি সিং তাসীর মৃত্যু হইল। রান্না সিং তাঁহার
উত্তরাধিকারী হইলেন। রান্না সিংহের অধীনে “মিছিলের” কমতা-
প্রতিপত্তি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আশু করল-রাজ্য মধ্যে
পরিগণিত হইল। উৎকালে আফগানদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এবং
শিখদের অবিচ্ছিন্ন রাজদ্রোহ ও স্তূর্ধনে, সমস্ত প্রদেশের ব্যবসায়-
ব্যবস্থা পার্জিত্য প্রদেশের বহু অঞ্চল নিরাপত্তা পথে পরিচালিত হওয়ার,
আশু প্রধান স্থান বহিয়া গণ্য হইল। রাজপুত বংশীয় রাজা কৃষ্ণজিৎ
এক অতি সৎ-বৃত্তাব-সম্পন্ন ছিলেন; ব্যবসায়িক তাঁহার প্রতি বিশ্বাস
স্থাপন করিয়া, আশ্রয়ার্থ তাঁহার রাজধানীতে সমবেত হইতে লাগিল।
অতঃপর কাতকের পাঠান রাজাসমূহ করল-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত
হইল। পরিশেষে রান্না সিং আশন প্রতিশিবি মাজা সিংহকে
কুলতান আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাওয়ারপুত্রের
রাজার সহিত মিলিয়া হইল। সশিবর আফগান-সর্দারদের সমবেত

* তাওয়ারপুত্র পরিবারের ইতিবৃত্ত এবং হস্তলিখিত শিখ ইতিহাস
সংগ্ৰহ। (কলিকাতা “ডবল দুকাত,” প্রথম খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)।

সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল; তিনি পরাজিত হইলেন; ক্ষুদ্র
 তাঁহার মৃত্যু হইল। পর বৎসর, ১৭৭২ খ্রষ্টাব্দে সেই সহস্রাবী শাসন-
 কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিবাহ উপস্থিত হইল। তাঁহাদের একজন কান্দা সিংহের
 সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অধিবচক সর্দার স্বয়ং দুর্গ অধিকার করিয়া
 বসিলেন। অতঃপর উত্তরাভিমুখে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি দেখিতে
 পাইলেন,—আমু-সিংহাসনের আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ইতিমধ্যে ক্ষুদ্র
 সিংহ সুকারাকিয়া এবং ‘কাণিয়া মিছলের’ উন্নতিশীল অনিলাসক
 জয় সিংহের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু বহুতরিত কান্দা
 বিদ্রোহ হইয়া সেই স্থলিত মাধ্যমে ক্ষুদ্র সিংহ মৃত্যুদণ্ডে পতিত
 হইলেন। অতঃপর জয় সিংহ ত্রিবিধ হেগ উপায়ে কান্দা সিংহকে
 নিহত করিয়া আপন নীচাশ্রয়তঃ পার্শ্বচর প্রদান করিলেন।
 এইরূপে একটা পরাক্রান্ত নরপাতকে অপসারিত করিয়া, জয় সিংহ
 কাণিয়া অতি আনন্দ লাভ করিলেন বটে; কিন্তু আমুপ্রাচীরে বীর
 স্বক-নিহাষণ এবং সংকল্প-সাধন-কালে একাকী বর্তমান রহিলেন,
 এবং তিনি ভবিষ্যে চেষ্টাবিভ হইলেন। তখন, হৃৎকল্যাণী
 যুগ্ম সিংহকে বিভাড়িত করিবার মানসে “কাণিয়া” নর্দার জয় সিংহ,
 যুগ্ম সিংহ আলহুগুগামিয়ার সহিত মিলিত হইয়া এক বড়বর করিতে
 লাগিলেন। তৎকালে যুগ্ম সিংহ হৃৎকল্যাণীর প্রত্যবে আমু-সিংহ নামধার
 প্রতিদ্বন্দ্বী, কটোচের বাহাদুর চাঁদ এবং পার্শ্বচর প্রবেশের রজনীতে
 সর্দারগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের অন্তিম
 রাজ্যসমূহ যুগ্ম সিংহ হৃৎকল্যাণীর করদরাজ্য মধ্যে পরিণত হইয়াছিল।
 যথা হউক, পরিপন্থে রাজকড়িয়া যুগ্ম সিংহ পরাজিত হইয়া হস্তিরালার নিকট
 প্রবেশে পলায়ন করিলেন, এবং বহুবলি ররা বীরব্রা নিরীহ করিতে
 লাগিলেন। এই সময়ে, ১৭৭৪ খ্রষ্টাব্দে প্রায়তঃ কাণিয়ার দুর্গমাণ
 শাসনকর্তার মৃত্যু হইল। তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ

নিজী কিংবা কাবুলের অবলম্বিতা স্বীকার করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু কটোচের অভ্যুত্থানশীল অধিপতি বহকালাবসি তাঁহার বেশ-প্রসিদ্ধ দুর্গ অধিকার করিতে লালসিত ছিলেন। বাহা ইউক, কটোচের নবপতি জয় সিং কাশ্মীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; জয় সিংহও সাহায্য দান করিতে সম্মত হইলেন। সম্মত আক্রমণে সেই সুহৃৎ দুর্গ অধিকৃত হইল। কিন্তু শিখ-সেনাপতি দুর্গটী নিজে অধিকার করিয়া বসিলেন। পারিপার্শ্বিক রাজা ও ঠাকুরদিগের উপর বহুকাল হইতে দুশা সিংহের একাধিপত্য ছিল। জয় সিংহ এক্ষণে রাজকীয় দুর্গ অধিকার করিয়া, দুশা সিংহের অধিপত্য অপহরণ করিতে লালিলেন। *

পঞ্জাবের দক্ষিণবর্তী প্রদেশ সমুদ্র “ভালী” সম্ভ্রমারের শিখগণ প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছিল। মানকরা এবং মূলতানের বৃহৎ দুইটী সুরক্ষিত দুর্গ শিখদিগের অধিকৃত ছিল এবং তাহার কালান্য হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পথান্ত সমগ্র শিখ-প্রদেশে বলপূর্বক কয় আধার করিত। মূলতান অধিকারচ্যুত হওয়ার, আকমান-জাতি সুজাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। শিখগণ সেই স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহারদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে তাইমুর সা নিউসিংহাসন

* জাওয়ানপুরের রাজার ইচ্ছিত এবং শিখদিগের হস্তনিবৃত্তি বিবরণ প্রাপ্ত। দ্বায়ে-বিস্তারিত “রুপতিং সিং” নামক পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠা এবং ফরটায়ের “অবদ-বৃত্তান্ত,” প্রথম খণ্ড, ২৮৩, ২৮৬, ৩০৩ পৃষ্ঠা।

১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে জাদুর বশিষ্ট দেওয় মুকুত হয়।

দেব-মটনাক্রমে মুকুত সিং নিহত হয়, এবং ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বাব্বা সিংহের মৃত্যু ঘটিয়া হয়।

পাতিয়ালায় উপায় সিংহের সহিত ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে, হরি সিং কালী নিহত হয়।

প্রাপ্ত হন। তিনি পরিণেবে সিদ্ধনত অভিভ্রম করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য যত্ন ছিল; সিদ্ধেশ্বর, তাম্রাল-পুর এবং নিয়-পঞ্জাব-প্রদেশে অধিকার করিবার মনস্থ হওয়ায়, তিনি লাহোর পুরবিচারকের কোন চেষ্টা করিলেন না। ১৭৭৭-৭৮ খ্রষ্টাব্দে তখন সৈকতের দুইটা ক্ষুদ্র দল মুলতান হইতে শিখদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭৭৮-৭৯ খ্রষ্টাব্দে সা স্বয়ং সৈন্ত-সমন্বিত্যাহারে তদ্বিরুদ্ধে গমন করেন। “ভাঙ্গী” দিগের নতন অধিনায়ক রান্দা সিং এই সময়ে অস্ত্রাস্ত্র শিখ-অধিনায়ক-পদের সহিত বিবাহে আবৃত্ত ছিলেন; তাঁহার প্রতিনির্ধিগণ প্রতিরোধের ভাণ করিয়া রাজধানী সমর্পণ করিলেন, ১৭৯৩ খ্রষ্টাব্দ পর্যন্ত তাইমুর সা তথায় রাজত্ব করেন; কিন্তু তিনি একদ্যেক বৎসর সিদ্ধিমা, কাণ্টারিয়া এবং উজবেকদিগের বিরোধে দমনে নিযুক্ত ছিলেন। এমন কি শিখজাতির রাজসর্পিণ্ড অধিকারে তাইমুর কোনরূপ বাধা প্রদান করেন নাই। তাহাদের দম্বা-ব্যবসায়ী অব্যাহারী কচ্ছ হইতে আটকের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্তল ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়াছিল; ওৎসমুদায় প্রদেশ শিখদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। *

ইতিমধ্যে উমার সিং কুলকিয়া, হারিয়ানা এবং দিল্লীর সীমান্ত পর্যন্ত আপন প্রভুত্ব বহুমূল করিয়া তুলিলেন। তিনি শিরসা এবং কতেহবাড় অধিকার করিলেন; তাঁহার রাজ্য বিকানির ও তাম্রালপুর রাজ্যের সম-কক হইয়া উঠিল। তাঁহার অধীনস্থ কিন এবং কাইখালের যোদ্ধাশক্তি

* তাম্রালপুরের রাজার ইতিবৃত্ত এবং অস্ত্রাস্ত্র হস্তলিখিত বিবরণ
অষ্টক। Compare Browne, “India Tracts, ii”. ৩৪, and
Forster, “Travels”, i. ৩২৪. কাম্বলিটোন (“Caubul”, ii, ৩০৩)
কলে, ১৮১১ খ্রষ্টাব্দে শিখদিগের হস্ত হইতে কুলতান পুনর্বিভক্ত হয়।

এবং রোহতকের চতুর্দিকবর্তী সমগ্র এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এই সময় সারহিন্দ এলাকায় প্রকৃত পুনঃপ্রতিষ্ঠার-কালে দ্বিতীয় বাহ-সাহ শেখবার চেষ্টা করিলেন। সুতরাং উমার সিং আগুন রাজধানী পাতিয়ালায় প্রত্যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৭১-৮০ খ্রষ্টাব্দে তাৎকালিক মন্ত্রী এবং সারহি পরিবারের কারবন্দা বখত নামক জনৈক সেনানীর অধীনে একমুদ সৈন্য যুদ্ধ-যাত্রা করিল। কর্ণাল পুনরধিকৃত হইল; অনেক রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিল এবং খ্যাতিমানা ফ্রোডা-সিংখিয়া-অধিনায়ক বাবেল সিং বশতা স্বীকার করিলেন। কাইখানের দৈত্য সিং বহু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অবশেষে রাজকীয় সৈন্য পাতিয়ালায় প্রবেশ করিল। উমার সিং বাদসাহের বশতা স্বীকার করিয়া রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। তখন বাবেলসিং আপন উদ্দেশ্য সাধন কয়ে বহুপরিচর্য হইলেন। এমন সময়ে ঠাণ্ডা সংবাদ আসিল,—সুয়হৎ একমুদ শিখ সৈন্য লাহোর হইতে যাত্রা করিয়াছে; তৎক্ষণাৎ যোগদান সৈন্য দ্রুতবেগে পাবিশিখ অভিযুগে প্রত্যাবর্তন করিল। কিন্তু তাহাদের মনে এক সন্দেহ জন্মিল যে,—মন্ত্রীদ্বয় শিখদিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধর্মশি-পা চণ্ডিতার্থ করিয়াছেন, এবং তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহাত্মকতাপূর্বক প্রভুর দ্বার্দ বিসর্জন দিয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ১৭৮১ খ্রষ্টাব্দে উমারসিং একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক উগ্রাক-এবং পুত্র হাবিরা পরলোক গমন করেন। তাহার দুই বৎসর পরে, হুজিৎকের একোণে হারিমান জনপ্ৰস্তু হয়; তৎক্ষণাৎ অধিবাসিগণ অসহ্যে বহুক্ষণে পতিত হয়, এবং অনেকেরই হানাত্তরে গমন করে। শিরসা মরুভূমিতে পরিণত হইল। তৎকালে একটা বহু ক্ষিত্র এলাকায় শিখদিগের হস্তাধীন হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করে। অতঃপর শিখগণ সেই এলাকা আর পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হয় নাই।

* হুজিৎকার নীমা সন্ধিতে সিংহ সৈন্যের ১৮৮১ খ্রষ্টাব্দে এক কক্ষ

১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের শিখগণ, নাজিব-উদদৌলার
খুব আবিতা খাঁকে বড় অর্থ প্রদানে বশীভূত করিয়া তাঁহার সহিত
মিত্রতা স্থাপন করিল। সেই শাসনকর্তা সাম্রাজ্যের নামমাত্র মন্ত্রী-
পদ গ্রাপ্ত হইতে অস্বীকার করেন, এবং সেই মন্ত্রিত্ব লাভের জন্য তিনি
নানাদেশ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। একদা রাজকীয় সৈন্তের পরাক্ষরে
তিনি কতকাংশে কৃতকার্য হইলেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিল্লী নগরী
অবরোধ মানসে উদ্ভিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু যুদ্ধ-কাল উপনীত
হইলে, তাঁহার আপন ক্ষমতার অবিবাস অগ্নিল। এক্ষণে বাদসাহও
তাঁহারক আর অধিক উদ্বেজিত ও কুপিত করিতে অনিশ্চুক হইলেন।
উভয় পক্ষের এক মঞ্চ হইল। বাদসাহ আবিতা খাঁকেই সাহস-
পূরের শাসনকর্তা বসিয়া বীকার করিলেন। এই উপলক্ষে একদল
শিখ সৈন্ত আবিতা খাঁর সহায়তা করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে
অনুরোধ করিবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিবর্তন্থে অবগত
হওয়া যায়,—আবিতা খাঁ তাহাদিগের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান
করিয়া “পাহল” বা লীলা-মস্ত্র গ্রহণ করত বরষা সিংহ নাম গ্রাপ্ত
হইরাছিলেন। *

বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। এখানে সেই বিবরণ এবং হস্তলিখিত ইতিবৃত্ত
প্রদেয়। ক্রাফটিন কৃত “সাহাবাদ” ৮৬ ও ৯০ পৃষ্ঠা এবং সা নাওয়ার
খাঁর “মিরিট-ই-আকটাব মুখা” নামক ভারত-ইতিহাসের সারসংগ্রহ
প্রদেয়।

* ফরেষ্টারের “ভ্রমণ-বৃত্তান্ত”, প্রথম খণ্ড ৩২৫ পৃষ্ঠা; রাউল্টের
“ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট”, দ্বিতীয় খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা; এবং ক্রাফটিন কৃত “সাহাবাদ,”
১২ পৃষ্ঠা প্রদেয়। (Compare Forster, “Travels”, i, 325;
Brown, “India Tracts”, II, 29; and Franchlin’s “Shah
Ahmad”, p. 72.)

কুশা সিং রামগড়িয়া, “আলহুজ্জালিয়া” এবং “কাশিয়া” সম্প্রদায় কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তখন হিন্দুরের নিকটবর্তী প্রদেশে আপন আশ্রিত্য স্থাপন-করে তিনি উহার সিং ফুলকিয়ার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই স্থান হইতেই তিনি দ্বিতীয় সীমান্ত পর্যন্ত বাহকলে রাজত্ব সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৮১ খ্রষ্টাব্দে একমল সৈন্ত দোয়াবের মিন্ন-ভূমি আক্রমণ করিল; কিন্তু বাদশাহের সেনাপতি নিক্কা সাকি যোগের সহিত নিম্নাটে তাহাদের এক যোদ্ধার বৃদ্ধ হইল; সেই বৃদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, কিন্তুের মরণং সিংহ বকী হইলেন। তথাপি, ১৭৮৩ খ্রষ্টাব্দে বাহেল সিং এবং অজ্ঞাত সেনাপতিগণ বহুসংখ্যক সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া পলা অতিক্রম করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু নবীন পরশুরে অযোগ্য বাদশাহ-সৈন্তের সতর্কতা হেতু তাঁহাদের য়ে উভয় ব্যর্থ হয়; তাঁহারা পলা অতিক্রম করিতে অসমর্থ হন। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে—হুজিফের প্রাচীরে বহু লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। কুশা সিং বাধ্য হইয়া দোয়াবে প্রমদ করেন। ১৭৮৫ খ্রষ্টাব্দে সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়-সমষ্টি হোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিয়া, যথেনি হইতে চলিয়া যাইলে অসংখ্য দুর্বর্তী চান্দোসি পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়া কেলে। এই সময়ে আবিতা হাঁ। যৌবকদের দুর্গ মধ্যে অসংখ্য ছিলেন। বারগুজাদের পার্শ্বতা রাজা চন্দ্রভাগ্যর পশ্চিম-উত্তরবর্তী পর্যন্ত-পানদেশস্থ অজ্ঞাত রাজপুতগণের ভায় করণ-রাজগণের ঐক্যবৃত্ত হইলেন। তাঁহারই পূর্বে পূর্ব বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আত্মা উপেক্ষা করিয়া, তৎপূর দারাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি একমলে সে পূর্ব-প্রাচীর ব্রহ্ম করিতে পারিলেন না। পরোক্ষায় সীমান্ত হইতে নিম্নলিখিত পর্যন্ত সমস্ত দেশে শিখ আত্মী তৎকালে প্রকাশ ও প্রকাশ ছিল। পরিচালক কর্তার বৌদ্ধ-

জন্মে বলিয়াছেন—দুর্গ প্রাচীর মধ্যে দুই ভক্ত অধারোহী শিখ-সৈন্ত
বেধিয়া, সেই দুর্গাধিপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক সর্দার-বালকের এবং তাঁহার
অনুচর ও প্রভাবর্গের মনে মহা ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। ষায়েস্তানের
হানীয় রাজকর্মচারিগণের নিকট সরসংখ্যক শিখ সৈন্ত বিশেষ সংখ্যান-
সঙ্গীনা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহারা শিখ-
দিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। সাধারণ অভ্যর্থনা-স্থলে সমবেত
পবিত্রস্থলের নিকট তাহারা যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল,—করটার আরও
অন্যোন্মুক্তকর ভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। *

তখন পঞ্চাবে ভয় সিং কারিগর কক্ষতা অনুভব ছিল। দুর্গত সিং দুকান-
চাকির পূর মাঃ সিং এই সময়ে তাঁহার তক্ষণার্থীনে ছিলেন। তৎকালে
দুসমানগণ চন্দ্রভাগা-ভাঁড়বন্তী রত্নলনগর অধিকার করিয়াছিল। সেই
নগরের উদ্ধার-সাধন-কালে ভয় সিং সেই সর্দার-বালকের সহায়তা করেন।
মাঃ সিংহের প্রাশংসা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে ভয়
সিংহের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া, ১৭৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধ-সামন-কালে
খেচ্ছাক্রমে তিনি জাম্মুর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিলেন। তখন বাহ,
কাশ্মুর কার্যকলাপে বাধা প্রদান করায়, সেই স্থান পুণ্ডিত হয়। সেই স্থান
পুর্জন করিয়া তিনি বহু ধর্মৈশ্বর্যের অধিকারী হন, এবং পরে স্বাধীনতা
অবলম্বন করেন। খেচ্ছাক্রমে জাম্মু পুর্ণমে এবং স্বাধীনতা অবলম্বনে
ভয় সিং তাঁহার প্রতি বিশেষ ক্রোধ হন। মাঃ সিং তাঁহার নিকট
কম্মা প্রার্থনা করেন, এবং পাশের প্রাকৃতিক স্বরূপ সমস্ত ঐশ্বর্য প্রদান
করিতে প্রতিকৃত হন। কিন্তু ভয় সিং তাঁহার সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

* করটারের "ভয়-বৃত্তান্ত", প্রথম খণ্ড, ২২৮, ২২৯ ও ৩২৩ পৃষ্ঠা
এবং চীক। ক্রাফটনের "স্বা-সামন", ১০ ও ১১ পৃষ্ঠা এবং বিলিঙ-ই-
সাক্তন দুবার" পত্রিকার সান্সনগ্রাহ বর্ণিত।

করেন। তাহাতে দুঃখাধের ত্রোখাধি প্রকল্পিত হয়, এবং অন্য
 সাহায্যে সেই বিষয়ের মীমাংসা ও প্রতিকার করিতে তিনি কৃত-সংকল্প
 হইলেন। অতঃপর তিনি যুগা সিং রামসিংহার নিকট দূতপ্রেরণ করিলেন।
 সেই সেনাপতি শুল্ক-সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তির সুযোগ পাইয়া সাতিশত
 আশিন্ধিত হইলেন। তিনি বাহা সিংহের সহিত মিলিত হইলেন, এবং
 অতি সহজেই কটোচের ব্রহ্মদ চাঁদের পৌত্র সংসার চাঁদের সাহায্য
 প্রাপ্ত হইলেন। কাশিরাম আক্রান্ত ও পরাজিত হইল। বুদ্ধ জয় সিংহের
 জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুবক্স সিং নিহত হইলেন, এবং বুদ্ধ জয়সিংহের শক্তি
 বিবিধ দৃষ্টে বর্ধিত হইল। যুগা সিং যৌর রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত
 হইলেন। সংসার চাঁদের মিত্র ও পিতামহ বে দুর্গ অধিকার করিতে
 বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংসার চাঁদ সেই 'কাঙড়' দুর্গ লাভ
 করিলেন। একদা বাহা সিং পক্ষাঘাত বিশেষ ক্রমতঃপর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা
 বলিয়া পরিচিতি হইলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র, রণজিৎ সিংহ,
 ১৭৮০ খ্রষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রণজিৎ সিংহের সহিত আপন
 শিত কস্তার বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা উক্ত পরিবারের একতাবদ্ধন দৃঢ়রূপে
 গৃহীত করিতে প্রয়াসী হইয়া, জয়সিংহের বিধবা পত্নী সাদা কোর বাহা
 সিংহের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। বাহা সিং তাহাতে
 সন্মত হইলেন। অনন্তর বাহা সিং গুরুচাঁদ আক্রমণ বলিমে যাত্রা
 করিলেন। ১৭৯১ খ্রষ্টাব্দে তাঁহার মিত্র তত্ত্বতা 'খালী'-রাজ
 জয় সিংহের মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি নিজেও সেই নগর অবরোধ
 সময়ে, বিশেষ শক্তিত হইয়া পড়েন, এবং পর-বৎসরের প্রথম ভাগে
 কোরসার সাজাইশ করিয়া পরে অবশেষে কালকালে পতিত হন। *

* বহুনিবৃত্ত ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত ভাষ্য। কটোচের প্রথম-ব্রহ্মদ
 নাম ৭৩ ২৮ পৃষ্ঠা; যাহে বিবৃত্তি "রণজিৎ সিং" ৫২ এবং ৫৩

১৭৯৩ খ্রষ্টাব্দে সা. জামান কাবুলের সিংহাসনে অধিবেশন করেন । ভাবত-সম্রাজ্য জয়ের এক অকিঞ্চিৎকর আশায় তাঁহার মন নরকীর্ণ পরিবৃত্ত থাকিত । ১৭৯৫ খ্রষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি হাফেন অবদান পর্যন্ত গমন করিয়া, তথা হইতে একমল সৈন্য পূর্বাভিমুখে প্রেরণ করিলেন । কথিত হয়, তাহার রোটাসের দুর্গ পুনরধিকার করিয়াছিল । কিন্তু তাঁহার পশ্চিমস্থ রাজ্যের অরক্ষিত অবস্থা হেতু, তিনি কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন । পুনর্বার হুবাণি আক্রমণের এক জনরস উঠে । উত্তর ভারতের তাত্‌কালিক নরপতিগণ ইংরেজ এবং মারাঠা-দ্বয়ের অভ্যাচারে ক্রিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন । সুতরাং তাঁহার্য্য যে হুবাণি-আক্রমণের ভয়ে ভীত হন নাই,—তাৎসল্যবশত বলিয়া অনুমিত হয় না । রোহিলখণ্ডের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা, গোলাম মহম্মদ, ১৭৯৫-৯৬ খ্রষ্টাব্দে পক্ষাঘাতক্রমে করিলেন । আপন ককমা কার্যে পরিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে সা. জামানকে উত্তেজিত করাই তাঁহার বাসনা ছিল । তাঁহার এই চুসাহসিক হুতাভিসন্ধি ব্যর্থ-করণ মানসে অবশেষে আসক-উদৌলার পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতিনিধিগণ গোলাম মহম্মদের অনুগমন

পূঠা ; মুরফজখানের “ভ্রমণ-বৃত্তান্ত”, প্রথম খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা । (Compare Forster “Travels” i. 268, Murray's “Ranjeet Singh”, p. 42, 48, and Moorcroft's “Travels”, i. 137,) যুশা সিংহের দরাজী পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং “কুনিয়া”দিগের পরাজয়ের সময় ১৭৮২ খ্রষ্টাব্দে নির্ধারিত না হইয়া,—১৭৮৫, ১৭৮৬ খ্রষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হওয়াই সুচিত্রিত । আরও সেই মত সমর্থন করিয়াছেন । ইহার কারণ, মুরফজখান “সিফল ভ্রমণকারে” (“Travels”, 326 note) ১৭৮৫ খ্রষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড অবদান হয়, এবং যে যুশা সিং কেই যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন বলিয়া বিবীকৃত হইয়াছে, তিনি কংকরদে নির্ধারিত নও বলিত হইয়াছিলেন ।

করিলেন । কিন্তু মুসলমানগণ সমুদ্রতটে তাঁহাকে নিভারকারী বলিয়া
 গ্রহণ করিলে,—বাণমাহ সা জাহানকে ডবিরে অশ্রুপ্রাণ করাই তাঁহা-
 দেয় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে ত্রিশ সহস্র সৈন্য
 এই সা লাহোরে উপনীত হইলেন । শিখদিগকে অশ্রুজিত করিয়া,
 বীর কাথমিক আধিপত্য-ভার সকলের উপযোগীরূপে প্রকট করা,—তাঁহার
 প্রথম উদ্দেশ্য হইল । কতকগুলি রাজা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন ।
 কিন্তু শিখগণ বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশতা-বীকারে ইচ্ছুক হইলেও, বীর
 জ্ঞাতা বাহুদের সবেমুখক কাণ্ড-প্রণালীতে তিনি স্বদেশে পুনরাহৃত
 হইলেন । তৎকালে এতদ্দেশে তিনি কোনরূপ বিধি-বন্দোবস্ত করিতে
 সমর্থ হইলেন না । পরাজিত রাজহাটোপাধ এবং ইংরেজ অপেক্ষা
 শিখগণ অস্ত্রায় ভর বিহীন হইয়াছিল । কারণ তৎকালে ইংরেজগণ
 ডবিরে কোন সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই ।

অসোখ্যার উল্টোর সহিত সকলেই সহায়ত্ব প্রকাশ করিলেন ।
 শেখোক্ত সকলেই তাঁহার রাজ্যে বিপৎপাত-হেতু দুঃখিত হইলেন ।
 তাঁহারা বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত দোষাভ্যন্ত অস্তর্গত অশ্রুগণসহরে একটী
 সেনানিবেশ স্থাপন করিলেন । সকলে ভয়-বিহীন হওয়ার, পারতন্ত্র
 সাহকে আকর্ষণ রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে ভেদ-
 দ্বাণে এক দল প্রেরিত হইল । ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে সা জাহান পুনরায়
 ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন । তাঁহার পক্ষ সহস্র সৈন্য বহুদূর আগ্রসর
 হইল ; কিন্তু বিতস্তা নদী-তীরে বিশক সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া
 পলায়ন করিল । সা অবাধে লাহোরে প্রবেশ করিয়া কখনও বা শিখ-
 দিগকে অশ্রুজিত করিতে পারিলেন, কখনও বা শিখদিগের প্রতি ভয়
 প্রকাশ করিতে পারিলেন । এইরূপ ভয়-প্রদর্শন ও অশ্রুজনের বিধি
 উপায় অবলম্বন করিয়া, তিনি আগম উদ্দেশ্য সাধনে প্রেরিত হইলেন ।
 এই সময়ে নিজাম-উদ্দীন নামক একজন দুঃখ পার্শ্ব কাছের শিখ

ਪੰਡਾ-ਕੇਸਰੀ



ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਕਿੰ ਮਿੰਡ

[੨੨ ਪੰਨਾ]

খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। সেই পাঠান সা আমানের পক্ষ অবলম্বন করিল; কিন্তু সা আমান তাহার মিত্রতার বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বাহা হউক, সা আমান তাহাকেই শিখদিগকে এবং বীঃ দুখক রণজিং সিংহকে বন্দন করিতে নিবৃত্ত করিলেন। তাহারা সা আমানের আশ্র-মর্যাদায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। এদিকে নিজামুদ্দীনও তাঁহার প্রভুত্বের স্থায়িত্বে সন্দেহান হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভয় হইল,—সা আমানের প্রত্যাগমনের পর প্রতিবেশী শিখগণ তাঁহার উপর অত্যাচার-উৎসীড়নের বীভৎস অভিমত করিবে; সুতরাং নিজামুদ্দীন অভিশয় বিচক্ষণতার সহিত শিখদিগের প্রতি অত্যাচারের পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করিতে বিরত হইলেন। কয়েকটা অধিষ্টিত খণ্ডযুদ্ধ হইল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল ফলিল না। এই সময়ে মাদ্রাসের উদ্ভেদ ও চেট্টা সম্মত হইল; তিনি পারস্তের সার সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং হতভাগ্য আকগান সম্রাট ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। সা আমানের বিভিন্নবার ভারত আক্রমণকালে, রণজিং সিংহের সং-বতাব এবং আধিপত্য-প্রতিপত্তির ক্রমতা আকগান সম্রাট হুসাই সা এবং শিখদিগের মানস-পটে সমভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল; সকলেই রণজিং সিংহের জ্যেষ্ঠ মহত্বের বিধর উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লাহোর অবিকারের অভিশাপ প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ কবজালাভের সঙ্গে সঙ্গেই লাহোর অবিকারের আকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে উদয় হয়। বাহা হউক, রাজা জগদীন্দ্রসিংহের বুদ্ধাভিমান, অসম্মত প্রবল বেগবতী বিতর্ক। নবীর পরপারে লইতে অসমর্থ হইয়া, রাজ্যাভিমানী সর্দারগণের দ্বিকট বিজ্ঞাপিত করিলেন,—এই প্রকার বুদ্ধাপকরণ সমূহ নবীর পর পায়ে দাস্তারিত করিয়া দিলে, এবং উপকার সাধিত হইবে; রাজা তৎক্ষণে তাঁহাদের দ্বিকট বিরুদ্ধতা থাকিবে। অতএব যে কামানগুলি কোনও কোনও উদ্ধার

করা হইয়াছিল, সার গমনের অব্যবহিত পরেই তৎসমুদায় প্রেরিত হইল। রূপজিৎ সিং আপন অভিপ্সিত বিষয় লাভ করিলেন;—পূর্ব-
কার্য পূরণ রূপজিৎ সিং পঞ্জাবের রাজধানী-সাতের এক মনস বা রাজ-
কীয় অভিনন্দন-পত্র প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর মহারাজের ইতিহাসের
সহিতই শিখদিগের ইতিহাস কেন্দ্রীভূত হইল। কিন্তু উক্তর ভারতে
মহারাজের জাতির অভ্যুত্থানে, এবং ভারত-রক্ষাধানে ইংরেজদিগের
আগমনে শিখদিগের শৌর্য-বীৰ্য্য অনেকটা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল।*

মাগোজী শিখিয়ার কার্য-কৌশলে উক্তর ভারতবর্ষে যাত্রাটাদিগের
ক্ষমতার পুনরুত্থান হইল। নিয়মাধীন সৈন্তদলের শিকার-কৌশলে

* এন্‌বিন্‌টোন (‘কাবুল’ দ্বিতীয় খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা—Caubul, ii.
308) বলেন, দিল্লীর একজন আশ্রিত রাজপুত কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া,
সাঁ জামান ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ভারত আক্রমণের ভার গ্রহণ করেন; টিপু
সুলতানও এ সময়ে সাঁ জামানকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ডাওয়ার-
পুত্র রাজপরিবারের ইতিমুন্ডের উপর নির্ভর করিয়া, পঞ্জাজিত হোহিলা
সর্দার গোলাস মহাশয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং অযোধ্যার উজীরের দৌজ-
কর্ষের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই বিবরণানুসারেই সাঁ জামান এবং
শিখিয়ার মধ্যে প্রতিনিধি বিনিময়ের বিষয় উল্লিখিত হইল। অপরাপর
ঐতিহাসিকের সামঞ্জস্যে প্রতিনিধিগণ ডাওয়ারপুত্রের মধ্য দিয়া গমন করিয়া-
ছিলেন। লাহোরের আসক-উদৌলার সম্বন্ধমূলক বোলাবোনের বিষয়
ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন নাই। উক্তর-ভারত-আক্রমণ-
কার্যের হস্ত হইতে মিত্র-রাজের উদ্ধার-সাধন-করে ইংরাজ গবর্ণ-
মেণ্ট যে কষ্ট বীকার করিয়াছিলেন,—তাঁহারা তাহার বিস্তৃত ভাবে
বর্ণন করিয়াছেন। তথাপি ডাওয়ারপুত্র ইতিমুন্ডের কর্তৃত্বনি সর্বত্র
সম্মত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া অনুমিত হয়।

কঁহার রাজ্য-শাসন-প্রাণাণী অল্প এবং দ্বারা ভিত্তিতে বদ্ধমূল হইল। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আগরার অধিপতি হইলেন; দিল্লীর নবাব-মাজি-বাদশাহ, সা. আলম, তাঁহাকে নাসের-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে তিনি যুক্ত-শিখ-রাজগণের সহিত এক যুদ্ধ প্রবৃত্ত হন; যুদ্ধের ফলে, দ্বিরীকৃত হইল যে,—যমুনার উত্তর পাশে তাহাদের সমবেত বিজিত রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ বরখাস্ত পাইবেন, এবং অবশিষ্টাংশ “খালসার” অধিকারে থাকিবে। * অনুমিত হয়,—তাঁহাদের এই যিক্রতা-বন্ধন ও সন্ধি-স্থাপন অযোগ্য জঘোচ্ছ্রেই হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজগণ অযোগ্য বন্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই যিক্রতে আর এক উদ্দেশ্য,—দিল্লীর প্রকৃত অধিপতি ও দৃঢ় করা; কেননা, দিল্লীর প্রকৃত অধিপতি ও দৃঢ় করিতে—তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু গোলাম কাদির নামক একজন মোহলার উদ্যমে মাহারাষ্ট্রাধিপতির এই সকল মন্ত্রণা কিছুকাল ব্যর্থ হইয়াছিল। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জাতিয়া বাঁর পুর, গোলাম কাদির, পিতা-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নান্দিক এক বৎসর পরেই বাদশাহের শরীর-বন্ধক হইবার আশায়, তিনি এক ভ্রাসাঙ্গিক উপায় উদ্ভাবন করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি নিতুন হইতে নিতুনতর উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; প্রতিবেশে এক অতি নৃশংস ও অমানুষিক নিতুনতর অভিসর করিলেন। ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎপর্তক হতভাগ্য বাহসাহের চক্ষুর পাতিল হইল। কান্দনিক ঔষধ লালসায় তিনি স্বাস-প্রাণাল লুপ্ত করিলেন, এবং একজন নগণ্য যুবককে আকস্মিক আভরণ-অনুর সিংহাসনাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সমুদায় কার্যকলাপে সিদ্ধিরাজ আপন উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন।

* ব্রাউনের “ইণ্ডিয়া ট্রাক্টস” দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা। (Compare Brown's "India Tracts", ii. 29.)

পশ্চিম প্রদেশের কবিগির এবং চুরাচার আকস্মিকতায় নিঃসৃত্যের অবস্থানে
 দিল্লীতে সিংহাসন প্রাপ্ত-হাশম অনাদুল্লাহ বা অন্ততজনক বসিয়া
 প্রতীক্ষমান হইল না; সকলেই মহা সমাধরে তাঁহাকে দিল্লীতে অভ্যর্থনা
 করিলেন। তাঁহার বিধিসম্মত শাসন-নৈপুণ্য লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী শিখগণ দমিত
 হইরাছিল। এক্ষণে তাহার দাবি,— বিদ্রোহজনক বসিয়া আর কেহই
 সর্দারদিগকে প্রস্তর দিতে প্রস্তুত নহেন। আজ্ঞাবাহী ভৃত্যরূপে তাহা-
 দিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ রাখিতে সকলেই বাঞ্ছনীয় পড়িয়াছিলেন।
 আমলীর কুলপতি সর্দার, রায় সিং, কিছুকালের নিমিত্ত দোরাবে কতকগুলি
 দেশের অধিপতি ছিলেন। দশ বৎসরের মধ্যেই পাতিয়ালায় এক
 সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব প্রদেশসমূহ ভিন্নবার আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইল। এই
 সময়ে মৃত উমার সিংহের হস্ত দেওয়ান নাসু মল অভিশর বিচক্ষণতার
 সহিত পাতিয়ালায় শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। জোড়া
 সিংহিরাবিশেষ অধিনায়ক বাবেল সিংহের প্রতি বিবাহ হাশম করিয়া,
 তাঁহার সৈন্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইরাছিলেন; তাঁহার যুদ্ধ-নৈপুণ্য ও সামরিক
 শক্তিতে উমার সিংহের অপরিণীত অবস্থা ছিল। তিনি বিবিধ উপায়ে
 একজন অবাঞ্ছনীয় সৈন্ত পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। প্রথমতঃ বিরোধী
 বিক্রমের সীমাসংকল্পে তিনি কর সংগ্রহ করিতেন; বিত্তীয়তঃ পাতিয়ালায়
 স্বাক্ষরে সাহায্য প্রদান করিয়া, কৌশল শিখদিগের নিকট স্বাক্ষর আদায়
 করিতেন। এইরূপে তিনি বোনল এবং মহারাষ্ট্রদিগের দাবীকৃত বিবর
 আদায় পক্ষে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই দাবী সহজে
 পরিহার হইত না; কিংবা তবিরুদ্ধে বাধা প্রদান করিতেও কেহ
 সাহসী হইত না।

* ইত্যনিবৃত্ত বিবরণ প্রাপ্ত। ফ্রাঙ্কলিন কৃত "শাহ আলম"—
 ১৭৮১-৮৫ পৃষ্ঠা। (Compare Francklin's "Shah Alim", p.
 ৪৭৬-৪৮৫).

১৭১৭ খ্রষ্টাব্দে জেনারেল পেরণ, বোল্ড রাও সিদ্ধিরার বৃহৎ কোষের সেনাপতি-পদে বরিত হইলেন। তাঁহার বংশধারী ডি' বরেন এই সময়ে কাৰ্য্য পরিচাল্য করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুকাল পরে পেরণ উক্ত ভাৱতে মহারাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহার ক্রমতা অশেষ দুৰ্ন্যাকুলতা ও কলোনিয়াই অধিক ছিল। তদ্বাশি ধারাবাহিকরূপে তিনি আপন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হেলেকার কর্তৃক সিদ্ধিরার প্রকৃত বিপর্য্যস্ত না হইলে, এবং হুসাইনিক জর্জ টমাসের কৃতকাৰ্য্যতার ও শক্ততাচরণে পেরণের অস্তিত্বি বার্থ না হইলে, পেরণ আপন ক্রমতা বা মারহাটী-প্রকৃত সাহোয় পর্য্যন্ত বিস্তার করিতে পারিতেন। এই ইংরাজ নৌ-বিভাগের কাৰ্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু স্বভাবজ উগ্রতা এক দুৰ্জ্বলীভ সংস্কার-প্রিয়তা হেতু, ১৭৮১-৮২ খ্রষ্টাব্দে তদনি মাহাজের একখানি বৃহৎ-মাহাজ হইতে কাৰ্য্য পরিচাল্য করিতে বাধ্য হন। কিছুকাল তৎপ্রদেশের দুই দুই রাজ্যের অধীনে সাময়িক কাৰ্য্য-ভার গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের উক্ত সীমা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খ্রষ্টাব্দে বেশবিখ্যাত সামরিক বেনম তাঁহাকে আপন কাৰ্য্যে নিযুক্ত করেন। পেরণ বেনমের অল্পগ্রহে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ছয় বৎসরের মধ্যেই বেনমের প্রতি অসন্তুষ্টি বইয়া, তিনি আশা কান্দা রাওয়ের অধীনে কাৰ্য্য গ্রহণ করিলেন। আশা কান্দা রাও সিদ্ধিরার একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার অধীনেই ডি, বরেন এখন সৈন্তবল গঠন করেন। বরেন মারহাটীকিদের কাৰ্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন টমাস কর্তৃক একজন শিব-সৈন্ত কর্তৃক পরাজিত হন। তৎপরে তিনি আরও অনেক কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বেনমের এইরূপ বিশ্বাস ও বিজ্ঞি অথবা উপসক্তি করিয়া, টমাস স্বভাবজ আপন প্রকৃত প্রতিষ্ঠা-কমে এক অতি সৰ্ব্ব উপায় উদ্ভাবন

করেন; তাঁহার সকল মন্ত্রণাই স্থির হইয়া যায়। অতঃপর তিনি অতীত-দৌরবর্ষ্যতার ভয় আকার-সমূহের পুনঃসংস্থাপন করিয়া, স্বীয় অধিকাংশকালে ওৎখার বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত করিলেন; পরিশেষে দুর্গের চতুর্দিকে কামান সমিবেশ করিয়া, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার সহিত রাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। পেরু তাঁহার প্রভুত্ব কর্ণনে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। হোলকার টমাসকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, ফরাসী সেনাপতির চিরজ্ঞান বৈরী এবং গোতিশোখ-লোভুপ লাকোয়। গান। ও অশ্রুত মারহাটীগণ, টমাসের সহায়তা করিতেছেন,—গ্রাহ্য ভাবিয়া পেরু অধিকতর ভীত ও ব্যাহুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।*

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টমাস 'ফুলকিরা' সম্প্রদায়ের ভাণ্ডার সিংহের অধিকৃত নিম্ন নগর অবরোধ করিলেন। বুদ্ধ রাজা রাবেল সিং জোড়া-সিঁহিয়া এবং পাতিয়ালার হীনকল রাজার সমরানুরাদিনী ভগ্নী একত্র সমবেত হইয়া, ঐ স্থান পুনরধিকার করিলেন। কিন্তু হামি প্রত্যাপন কালে, টমাসকে আশ্রয়ণ করায়, তাঁহার বিতাড়িত হইলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে টমাস কডেহাধ অধিকার করিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক কালে সেই প্রদেশ জন-শূন্য মরুপ্রাণ হয়; পরবর্তী কালে হরিয়ালার লুণ্ঠন-ব্যবসারী ভূট্টিগণ তাহা অধিকার করিয়া লয়। তাঁহাদের ক্রমতা প্রতিহত করিতে পাতিয়ালার রাজা অশেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা—সকল উদ্যম ব্যর্থ হয়; ভূট্টিগণ তদ্রূপ স্থানে বিশেষ ব্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে। রাজা, হটক, অকশেবে পাতিয়ালার রাজা অকতোপার হইয়া তাহাদিককে নিজ প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন,

* Francklin's Life of George Thomas, p. 179, 107 & and Major Smith's Sketch of Regular Corps in the Service of Indian Princes, p. 118 &c.

এবং টমাসের সহিত যুদ্ধে তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করেন। অত্যন্ত পরিশ্রমাদিগে অধিকার করিতে টমাসের উৎকট লালসা জন্মিল; টমাস তৎক্ষণাতঃ কার্য করিতে কৃতসঙ্কল হইলেন। এই সময় রাজার ভ্রাতা অধ্যক্ষরূপে সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন; তাহাতে উৎসাহিত হইয়া, টমাস আপন উদ্দেশ্য সাধনে বহুপারিশ্রম করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সন্তোষের বৃদ্ধ তাদ্রা সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে কিছু বাধা প্রাপ্ত হইল। টমাস অতি সতর্কভাবে সাহিত্য কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা হউক, তাদ্রা সিংহের পরাজয়ে তিনি কণ্ঠকণ্ঠে কৃতকার্য হইলেন; যাহার কোটীয়া পাঠানগণ তাঁহার বক্তৃতা স্বীকার করিল, এবং রাইকোটের ভিত্ত-বন্দীবলগণী মুসলমানগণ টমাসকে মুক্তিদাতা বলিয়া মান্য করিল। তাহার কিছুকাল লুধিয়ানায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, এবং সকলেই সমভাবে শাসনাগের প্রতি আস্থা-পরবশ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে সাহেব সিং নামক নানক-বংশীয় একজন বেটী, যার অভিনব ধর্ম্মভাবে অসুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন; তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লুধিয়ানায় অবরোধ করিলেন। যাহার কোটীয়া তাঁহার পদানত ছিল; শিবনিগের ধর্ম্ম-গুরু প্রভৃতি প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইতে এবং তাঁহার আজ্ঞাধীন হইতে, তিনি ইংরেজ বীরের প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্তু সাহেব সিং অধিককাল বসেনবাসীদিগকেও আজ্ঞাধীন রাখিতে পারিলেন না; পরিশেষে তাঁহাকে শত্রুর পরশারে প্রত্যর্পিত হইতে হইল। বেটার অসুপ্রসিদ্ধিতেও টমাসের বিশেষ কষ্ট উদ্ভূত হইল না। তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্বাপর সর্বত্রই যত্নের চেষ্টা চলিতে লাগিল; সকলেই একজনকে মান্য হইয়া তৎক্ষণাতঃ বণ্ডোবস্ত হইল। অন্যতরায় হইয়া তিনি পুনঃপুনঃ নিকটবর্তী হইতে হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রবাস করিলেন। অতঃপর পুনঃপুনঃ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু একজন

শাসনকর্তার অধিকৃত 'সাকিন্দ' নামক এক প্রাচীন নগর আক্রমণ করিলেন। বুদ্ধ তাঁহার পরাজয় হইল খটে; কিন্তু নিরাপন্ন বলিয়া বিবোচন না হওয়ায়, দামটী পরিত্যক্ত হইল। টোমাস তাহা অধিকার করিলেন। কথিত হয়, এই সময়ে তাঁহার অধীনে দশটী পদাতিক সৈন্ত-বল এবং ৬০টী কামান ছিল। তিনি যে রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার বাৎসরিক রাজস্ব ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই বিশাল রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ তিনি আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন; অপর তৃতীয়াংশ তিনি মারহাট্টাদিগের আয়ত্তীয়ভাবধারণ প্রাপ্ত হন। তিনি পেরণের সম্বল প্রস্তাবগুলি সজ্ঞকভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সুতরাং পেরণ তাঁহার ধ্বংস-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। এইরূপ অবস্থা-বিপর্যয়ে বাধ্য হইয়া টোমাস শিখদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। পেরণের নিম্নলিখিত বুদ্ধ করিবার অন্তই যে তিনি শিখ-সৈন্ত নিযুক্ত করিয়াছেন,— এতদ্বারা তিনি তাহাই সমাধান করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাদের ধ্বংস-সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, অথবা যিনি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পদাস্ত করিতে বদ্ধব্রত করিয়াছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ব্যক্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অন্তই তাহারা অধিক-তর প্রয়াসী হইয়াছিল। মারহাট্টাদিগের অধীনে পাতিয়ালায় হুবাতি-শাখা বর্ণসে, ফরাসী সেনাপতি এক এডিস্কার আবদ্ধ হইলেন;— হদ্রিসলায় উমার সিংহের অধিকৃত সহস্রার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অসীকার করিলেন। ত্রয়োদশ হুইবার উপদ্রুপরি পেরণের সৈন্তসমষ্টি ৬০ ফুইল দূরবর্তী স্থানে বিলম্বিত করিয়া, অবশেষে ১৮০২ ফুইলের প্রান্তরে টোমাস আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরেজাধিকৃত প্রদেশে পুনরাগমন করিলে, সেই বৎসরই তাঁহার মৃত্যু হইল। *

এইরূপে পেরণ অধিকতর কৃতকার্য হইলেন। এক দিকে বুর-কুইন নামক জাহাজ একজন কর্মচারী, শতাব্দের পূর্বদিকবর্তী প্রবেশ-সমূহ প্রভৃৎ স্থাপন করিয়া কর সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অত্র দিকে সেনাপতি খবর আকরান রাজ্যের সীমান্তবর্তী পর্বত-শ্রেণী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের কল্পনা স্থির করিলেন;—সিদ্ধিয়া বেমন পেশওয়ার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি সিদ্ধিয়ার প্রভৃৎ-বকল সিদ্ধির করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। * সমবেত আক্রমণে সিদ্ধ-প্রবেশ অধিকার করিয়া, লাহোরের নিকটস্থিত সমগ্র দেশ সমভাগে বিভাগ করিয়া লওয়া হইবে,—এই অঙ্গীকারে, তিনি বৃজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি-সূত্রে মিলিত হইলেন।† কিন্তু সেই সময়ে হোল-

চরিত" ; গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠা প্রভৃতি ; এবং ম্যাকন-স্মিথ কৃত "ভারতীয় স্বারী সৈন্তদলের সারসংগ্রহ"। (Francklin's Life of Thomas p. ২১ &c. and of Major Smith's Sketch of Regular Corps in Indian States.) পাতিয়াল রাজার ভবীর কহ হুসাহসিক কাণ্ডের বিবরণ নিম্ন ইতিহাসে বর্ণিত আছে। তদ্বধ্যে লাহরের পার্শ্বতা-রাজ্য আক্রমণই সন্ধিস্থ উল্লেখ-যোগ্য। সেই রাজ্য হইতেই পাতিয়ালার রাজা গিল্লোর উপত্যকা এবং তদন্তর্গত শুলোয়ান বনপূর্ণক অধিকার করেন। কিন্তু পেরণের প্রতিনিধি বুরকুইনের সাহায্য কর্তীত জাহাজ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

* ম্যাকন (সার-সংগ্রহ, ১০৬ পৃষ্ঠা—Sketch, p. ১০৬) বলে করেন, পেরণ অতি সহজেই শিখদিগকে পরাস্ত করিয়া পলায়ন অধিকার করিতে পারিতেন।

† ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের এই বুলাই দিল্লীর "রেজিষ্ট্রেট," জার ডেভিড অটোম্যানের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। জার জার—রেজিষ্ট্রেটের

কায়ের নিকট পরাজিত হওয়ায়, সিদ্ধির ক্রমতঃ অধিকতর দাস হইল ।
 মহারাজ পুনঃপুনঃ পেরণের নিকট সৈন্ত সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন ;
 সে সাহায্য দান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কর্তব্য হইলেনও, মাঝে
 মাঝে একবারে মহারাজের সে প্রার্থনার পেরণ এতকাল উপেক্ষা
 প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন । সিদ্ধিরা ইংরেজদিগের সহিত যিষ্ঠ
 হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন, এবং স্বার্থ-সামানোদেষ্ট বিধাতার ন্যায়
 অল্প পেরণ পক্ষান্ত হইলেন । তেজবীতীর সহিত সৈন্ত পরিচালনা
 দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন অভিন্ন সাহসিক কৌশল প্রদর্শন করিয়া পেরণ
 আপন এতদূর পুনঃপ্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন নাই ; কিন্তা সে সহস্র
 কখন চেষ্টা করেন নাই । তিনি জানিতেন, তিনি নিজেই দোষী ;
 সুতরাং তিনি সন্ধিগ্ৰহিত মারফাটাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া,
 দিল্লী এবং শাহজাদা ইরাজ রাজ্যে গমন করিলেন । দিল্লী, শাহজাদারি,
 আসাই এবং আরগাম প্রভৃতি স্থানে অসুস্থ লাগিয়া, তৎকালে ইংরাজগণ
 দ্বারা দীর্ঘ কাল বিস্তারের সূচনা করিতেছিলেন । *

দ্বিতীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভে বাঙ্গার অধিনায়কত্বে শিখজাতি
 বিজোহতাচরণ করে । তৎকালে ইংরাজ বণিক দলের নবীন উদ্যমের
 সময় তাঁহাদের প্রতিনিবিশ্বাস বাদলাহের দরবারে অবস্থিতি করিতে বাধ্য
 হইয়াছিলেন ; তাহাতে ইংরেজ বণিকগণের বিরক্তি জন্মে । বণিক-
 সম্প্রদায়ের সমিবেচক ব্যক্তিগণ বাণিজ্যের সুবিধা হেতু বিশেষ অধিকারের
 জন্য আবেদন করিতেছিলেন ; তাঁহারা হস্ত ধালসা সৈন্তের সহ-কারী

নিকট প্রতিবিধি ও আবেদন প্রেরিত হয় । তৎকালকারই এই সন্ধি বিবরণ
 প্রদত্ত হইয়াছে ।

* Compare Major Smith's Account of Regular Corps
 in Indian States, p. 31 &c.

‘সিং’দিগের বিরোধিতা বৃত্ত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । কিন্তু গোবিন্দ যে প্রতিভা বশে শিখ জাতিকে নতুন শক্তি ও তেজে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহা কেহই তখন অনুমান করিতে সমর্থ হন নাই । তাহাদের অধ্যবসায়, ধৈর্য্য, এবং কার্যকারিতার ফলে, যে বৃহৎ সম্রাজ্যের ভিত্তি গঠিত হইতেছিল, তাহাও তাঁহাদের উপলব্ধি হয় নাই । † চমিশ বৎসর পর, যে বিজোহের ফলে পলাশী ক্ষেত্রে নিজের লাভ হয়, তাহাতে উম্বীচাঁদ নামক একজন ব্যবসায়ী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় দিয়াছিলেন ; নানবের সাংসারিক-সম্প্রদায়-ভুক্ত সেই ‘শিখ’ বাক-সাজ-সজ্জারও ধর্ম্মের ভাব বিস্তার করিতেন ; তিনি ক্লাইবের যুগ্তঃ

† অরম, “ইতিহাস”, দ্বিতীয় খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি ; এবং উইলসন সম্বন্ধিত “মিল”, তৃতীয় খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি । (See Orme, History, ii. ২২ &c. and Mill, Willson's edition, iii. 34 &c.) ১৭১৫, ১৭১৬, ১৭১৭ হষ্টক পর্যন্ত প্রায় দুই বৎসর কাল, এই জনিক ল উৎকণ্ঠ-সামর্য্যক্ষেপে নিরীতে বাস করেন । সেই অবদমনকারিগণের মধ্যে প্রধানতঃ ডাক্তার মিঃ কাম্বিন্টনের অকুজিন অবশেষ-হিউবনার ফলে, বাদসাহ কলিকাতায় নিকটবর্তী ৩৭টী গ্রামের এক লানপত্র ভূমিকে প্রদান করেন । ইংরেজদিগের সেই অনুভূতি-পত্রের ফলে, পণ্যদ্রব্যের এক স্রবিত হইয়াছিল । এই প্ৰযোক্ত বস্তুধিকারের ফলে, ভারতবর্ষের ইতিহাস ইংরেজদিগের অনুভবের পূর্ণতা হইল । ব্যক্তিগত-শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায়, সহযোগী ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ কোন সুবিধা বা লাভ না হইলেও, ইংরাজ প্রবাসিদের প্রতুল-কলতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল ।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক অঞ্চল চারিটী বাল ইংরেজদিগের বিশেষ উল্লিখিত আছে । ভারতের প্ৰত্যেকটী একজন ইংরেজের প্রতি শিখ-

এক বিখ্যাতাভিতার প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি বিজয়ী ইংরেজের
অবস্থা ও ইচ্ছা হেতু ভয়-মনোরম এক নিরাশ হইয়া পড়েন;—
বিজয়ীর সীমান্তভাগ ও আপন ধর্মনিষ্ঠায় অনুভব হইয়া প্রাণত্যাগ
করেন। * অকপট শিখগণ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে
ছিল : এ বাৎসরিক তাহাদের জিন্মাকলাপের প্রতি কহারাও গুটি সন্ধানিত
হয় নাই। ১৭৮৪ খ্রষ্টাব্দে তৎপ্রতি হেষ্টিংসের গুটি আকর্ষিত হইল।
তিনি ভাবিলেন, দিল্লীর রাজসভায় একজন ইংরাজ প্রতিনিধি উপস্থিত
থাকিলে, অস্বাভাবিক উত্তরের প্রতি শিখজাতি উৎসাহিত করিতে পারিবে
না। † কিন্তু কিরূপে অগুরুকে ভয় করিতে হয়, এবং কি উপায়ে

শান্ত। প্রথমতঃ, “অকাল কুত” অংশে, ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষের
বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটা জাতি বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ
ও তৃতীয়তঃ, ২৪ অবতারণার “কন্ডী” অধ্যায়ে, পটভাবে ইউরোপীয়-
নিগের আচার-পদ্ধতির প্রশংসা দেখা যায় : এবং চতুর্থতঃ, পান্ডিত্য-
দেলীর “হিকায়াতে” ইউরোপীয়নিগের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।
এহলে একজন ইউরোপীয় একটা রাজবালার সহিত বিবাহার্থে যুদ্ধার্থী;
কিন্তু সে ব্যক্তি উপত্যকাসের বীরপুরুষের নিকট পরাজিত হয়।

* ফরস্টারের বর্ণনামুসারে উল্লেখ্য শিখ বলিয়া বর্ণিত হইল।
(Forster, 'Travels' i. 337) তিনি ভয়-মনোরম হইয়া প্রাণত্যাগ
করেন,—এ বিষয় উইন্সলন বিশ্বাস করিতে চাহেন না। (Mill's,
'India', iii. 192. note, edition 1840.)

† ব্রাউনসের “ইতিহাস ইষ্ট”, দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৩, ৭৬, ৭৭ পৃষ্ঠা; এবং
ফ্রানকলিন কুত “শাহ আলুম”, ১১৫, ১১৬ পৃষ্ঠা প্রভৃতি। (Browne, 'India
Tracts, ii. 129, 30. and 'Franklin's 'Shah Alum'
p. 115, 116.)

অপরের মনে ভয়েব সকার করিতে হয়,—শিখজাতি সে সকলই শিকা করিয়াছিল। কিছুকাল পরে, শিখগণ ইংরাজ প্রেসিডেন্টকে আহ্বান করিল; মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে অন্তরায়ণ করিবার জন্য আশ্রয়কণ্ঠেদেয়ে তাহারা ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিল। সিদ্ধিয়ার প্রতিবিধি পৰ্যবেক্ষণোদ্দেশ্যে দিল্লীর সন্ধিকটে যে ত্রিশ সহস্র শিখ-সৈন্য ছিল, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে তাহারা অনুরোধ করিল। * তখন একটা অভিনব এবং দরদেহবানী জাতির সহস্রকে ইংরাজদিগের সহস্রই জ্ঞান জন্মিয়াছিল। হুই পুরুষ পূর্বের একটা বিবরণ দেখিয়া তাহাদের অধিপতি ও বক্ষক-কৃষ্ণ হরত হস্ত সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কৰ্ণেল ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছেন,—শিখ জাতির দেহ উন্নত; তাহারা উগ্র-যুতি; তাহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও মনুষ্পূর্ণ। * * * * * তাহারা হউকেন্তি-দের নিকটবর্তী আরবজাতীর তুল্য; কিন্তু তাহারা সচরাচর আকরাসিধের চলিত ভাষায় কথাবার্তা বলে। * * * * * তাহাদের সৈন্য-সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার;—দুর্ভব হইলেও, একতর অতাব হেতু যিশব কোন ভয়ের সজাবনা নাই।† তাহা হুসজিৎসু, জ্ঞানী ও চিত্তাশীল ফরটীর শিখদিগের এই বিশাল বুদ্ধ-সজ্জা সম্বন্ধে সমরূপ বর্ণনা সমুদ্রে কতকটা বিবাস স্থাপন

* Anber's 'Rise and Progress of the British Power in India', ii. 26, 27. যে রাজা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার নাম—হুলট। সিং। যখন-ভীরহিত রাজ্যের নাবক হইলে তিনি যান করিতেন; পরে তিনি সিদ্ধিয়ার অবধানে কাণ্ড গ্রহণ করেন। ফ্রাঙ্কলিনের "শাহ আলুম", ৭৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। (Compare Francklin's 'Shah Alum', p. 78 note.)

† ফ্রাঙ্কলিনের "শাহ আলুম", ৭৫, ৭৭, ৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Francklin's 'Shah Alum', p. 75, 77, 78.)

করিয়াছেন। অপরূপের প্রাচীন গ্রন্থকার অপেক্ষা তিনি অধিকতর
স্মৃতিতরমে শিখদিগের সৈন্ত-সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে
একটা যুদ্ধে প্রকাশিত হয়। তাহাতে প্রতাপের হয়,—একজন লক্ষ
সেনানায়ক দুইটি সাধারণতরুর সমান-কেন্দ্রে সম্ভবতঃ একাদ্বিতীয় লাভ
করিবেন, এবং তাহাতে পরিশোধিত রাজস্বের মনে ভয়ের স্কার হইবে।
রশ্মিৎ সিংহের জন্মস্থানে তদ্বিষয় বর্ণিতরূপ প্রমাণিত হইয়াছিল। *

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে এক যুদ্ধ হয়। পাঁচ
সহস্র শিখ সেই যুদ্ধে যোগদান করে; কিন্তু সহস্রা আশিগড় অবরুদ্ধ
হওয়ার, সেই বিশূল সৈন্তদল আশ্চর্য্যবিত হইল। † মারহাটাপন পরাজিত
হইল, এবং শিখগণ হতভম্ব হইয়া পলায়ন করিল। ইহায় কিছুকাল
পরে, শিখগণ ইংরাজ সেনানায়কের নিকট বস্ততা স্বীকার করে। সমস্ত
সময় খ্যাতি-সম্পন্ন বহু রাজার সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইত; কখনও বা
তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা হইত। তাঁহাদের মধ্যে তাই লাল সিং
পর্ড শেকের কৃতিত্ব অচক্ষে লক্ষ্য করিয়াছিলেন; বিশ্বের শাসনকর্তা-
কুলপতি ভানসিংহের নামও সর্ব্বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরে তিনি বানেশ্বরের
অসত্য রাজা, তাল সিং নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ‡ অতঃপর দুই
মাসের মধ্যে লাসেরগড়িতে এক যুদ্ধ উপস্থিত হইল; সেই যুদ্ধের ফলে,
উক্ত-ভারতবর্ষে মারহাটাপিগের প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। যুদ্ধ,

* কর্ণটর, “ভ্রমণ-বৃত্তান্ত” দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬০ পৃষ্ঠা; এবং ৩২৪ পৃষ্ঠা
অষ্টক। (Forster, ‘Travels’ ii, 340. See also p. 324):—
এখানে কর্ণটর বলিয়াছেন, শিখগণ পঞ্চাশ বর্ষ-বয়স লুপ্ত করিয়াছিল।

† Major Smith’s ‘Account of Regular Corps in
‘Indian States’, p. 34.

‡ Manuscript Memoranda of Personal Inquiries.

অন্য বাদসাহ—সাঁ আলমের প্রতি-বিজয়কৃত আর একবার অনুগ্রহ প্রার্থন করিলেন;—তিনি সাময়িক রাজকীয় কবজা পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু বিজয়ের আচরণে তাঁহার অহংকার ও দান্তিকতা প্রশমিত হইয়াছিল। তখনও মোগল নাম সম্ভ্রমব্যবহৃত এবং ভীতিপ্রদায়ক বলিয়া অনুমিত হইত। সুতরাং একটা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াই, সেই স্বাধীন অর্থাৎ রাজতন্ত্র সেনাপতি সত্ত্বই হইলেন। একজন সদাশক্ত হইয়াই সেই উপাধিতে ভূষিত হইলে যুগা যার, তিনি মহাবীর তৈমুরলঙ্গ-বিজিত “রাজ্যের ভরসারি” স্বরূপ।*

ইতিমধ্যে অধ্যবসায়ীল বীর বশোবন্ত রাও হোলকার উত্তর ভারতবর্ষ আক্রমণের সংকল্প করিলেন। কর্ণেল মনসনের প্রত্যা-বর্তনে, বিজয়নিপায় এবং রাজ্যলাভের তাঁহার মন উৎক্ল হইল। তিনি দিল্লী অবরোধ করিলেন; তাঁহার সৈন্তে দোহাষ পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু তার ডেভিড অক্টোবরোনি অভিনয় দক্ষতার সহিত রাজধানী রক্ষা করিতাহিলেন, এবং তদ্বিষয়ে তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে ‘দৌখ’ নামক স্থানে পরাজিত হইয়া বীরপ্রতীক মহারাত্রীর সেনাপতি পুনরায় রাজশূভনার বিভাড়িত হইলেন। এই সকল বৃদ্ধকালে, কর্ণেল বরনের অধীনে স্ত্রী একজন ইংরাজ সৈন্য সাহস্রাণপূরের নিকটই সাময়িকিত গুরুতররূপে বিপর্যস্ত হইল। কিন্তু কাইবাসের লাল সিং এবং কিশোর বাব সিং উভয়ে বখাসময়ে সাহায্য প্রদান করায়, পরিশেষে সেই স্থান পরিত্যক্ত হইতে মুক্ত হইল।† এই সময়ে এইকারাও নামক একজন

* উইলসন সঙ্কলিত, মিলের “ব্রিটিশ ইতিহাস ইতিহাস”, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫১০ পৃষ্ঠা। (Mill's 'History of British India,' Wilson's Edition vi. 510).

† ইংল্যান্ডের ইতিহাস, ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে এই কার্যে

মারহাটী সেনাপতি দিল্লী ও পাণিপথের মধ্যবর্তী রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। শিখরাধ্বজ উত্তরে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। তাহাতে উপবৃত্ত পরে জানে, লর্ড লেক তাঁহাদিগকে দণ্ডবাদ প্রদান করেন। কিন্তু অপরপর সকলেই তাঁহাদের মিত্ররাজ্যগণের প্রতি অনু-বৃত্ত ছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিতে অভিসারী হন। বর্নেল বরুণের সহিত যুদ্ধে বুরিয়ার শের সিং নিহত হইলেন, এবং লাদোয়ার গুরুদত্ত সিংহের ব্যবহারে এবং কাঞ্চকলাগে বাধা হইয়া, ইংরাজ সেনাপতি দোগরদের জনশয় সমূহ এবং কর্ণাল সহর হইতে দ্রুতকৈ অধিকার-চ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। *

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে হোলকার এবং আদীর খাঁ উভয়ে পুনরায় উত্তর ভারতবর্ষে অভিযানে পদম করিয়া প্রচার করিলেন,—শিখপ্রতি, এমন কি আকসানগণও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিবে। কিন্তু সহসা লর্ড লেকের উপস্থিতিতে তাঁহারা আর অগ্রসর না হইয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা কিছুকাল পাতিয়ালায় অবস্থান করেন। তত্রতা হীনবল রাজার সহিত তাঁহার দ্রৌ তখন যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহাতে যোগদান করিয়া অবশেষেও তাঁহারা বুদ্ধিত হন নাই।† কিন্তু ইংরাজ-

বিবরে এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে শিখদিগের এই যুদ্ধ-সংঘর্ষে কল্যাণসম্বন্ধে ইংরাজ প্রেক্ষাকরণ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ, সেই বিবর উল্লেখের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন।

(Mill's History, vi. 503, 592. edition 1840).

* নির্দিষ্ট ঘটনা পত্রের হস্তনির্দিষ্ট শ্রুতি-লিপি এবং নিজের অনুসন্ধান-পরে ব্রতব্য।

† আদীর খাঁ দীর জীবনীতে (Memoirs, 276) সঠিকই বর্ণিত্যে যে, হোলকার, রাজা এবং শাখি এইরূপ ত্রয় বিবাদ

সৈন্ত বর্ষন কর্ণালের সমীপবর্তী হইল, তখন হোলকার উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন : বেখানে সমর্থ হইলেন, সেই স্থান হইতেই প্রতিহত কর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন কিন্তু শতদ্রুর পশ্চিম দিকে কোন শিখ সর্দারই তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন না। কথিত হয়, তাঁহার উদ্ভেদনার পক্ষাবের কতকগুলি সর্দার তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। রণজিৎ, সিং বহাদুর নীরব ছিলেন। পরিশেষে অমৃতসরে হোলকারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে মারহাটীগণকে কোন সাহায্য প্রদানের পক্ষেই প্রথমতঃ কাতরকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে সেই হুচতুর যুদ্ধ-শাসনকর্তা মারহাটীগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আমীর খাঁ প্রতিশ্রুত করিতে চাহিলেন যে, নিরীহ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে তিনি কোন ভিন্ন-পক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন না : কিন্তু কষ্টবাবিয়া বশেষতঃ রাও শ্রেণাধ্যায়ের প্রত্যাশভ্রমের প্রস্তাব করিলেন। তখন লর্ড লেক সৈন্ত-সমভিষাঙ্করের বিশালা নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন; ইংরেজ সেনাপতিও কোনরূপ অস্ত্রায় দাবী করেন নাই। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর এক সন্ধি হইল; তাহাতে হোলকার নিরাপদে বধ্যভারতে প্রত্যাপননের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। *

দেখিয়া, আমীর খাঁকে বস্তব্যবস্রপ বসিয়াছিলেন,—“নিশ্চয়ই অগভীরত্ব আশ্রয়ের বস্ত্র এই দুইটা পাদ্যবত প্রেরণ করিয়াছেন; তুমি এক জনের পক্ষ অবলম্বন কর, আর আমি আর এক জনকে সাহায্য করি।”

* আমীর খাঁর ইতিবৃত্ত, ২৭৫ পৃষ্ঠা; এবং ম্যুর-বিব্রিট “রণজিৎ সিং” ৫৭ পৃষ্ঠা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। (Compare ‘Ameer Khan’s ‘Memoirs’, p. 275, and Murray’s ‘Ranjee Singh’, p. 57, &c.)

লর্ড লেক বুজার্ব অগ্রসর হইলেন। লাল সিং ও বাঘ সিং সাক্ষক হই
 স্বয়ং নরপতি তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। তাঁহাদের কাছাকাছি
 পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বলদীন এবং নিরাজয় সাহেব সিং পাতিয়ালার
 তাঁহাকে সমস্তে অভ্যর্থনা করিলেন। লর্ড লেকের হস্তে দুর্গ-ভাঙ্গ
 অপিত হইল; ব্রিটিশ-শাসনে তাঁহার যে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহা
 তিনি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিলেন। বাঘ সিং রণজিৎ সিংহের মাতুল
 ছিলেন। একদল শিক্ষিত পদাধিক এবং গোলন্দাজ সৈন্তের সহিত প্রতি-
 দ্বন্দ্বিতা পরিহার-কালে সেই বিচক্ষণ সেনাপতির সাহায্য-গ্রহণ নির্ভর
 আবশ্যক; এরূপ সাহায্য-গ্রহণ অপ্রশংসনীয় বলিয়া অনুবৃত্ত হইল
 না। কথিত হয়,—রণজিৎ সিং ছদ্মবেশে ইংরাজ-শিবির পরিদর্শন
 করেন। তৎকালে ইংরাজ সেনাপতি কর্তৃক পর্যায়ক্রমে সিঁহিয়া ও
 হোলকারের ক্রমতা বিধিত হইয়াছিল। রণজিৎ সিং হস্তে ইংরাজ
 সেনাপতির সামরিক সাজ-সজ্জা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। * অধিকন্তু
 যে সকল রাজপুরুষ রাজ্যচ্যুত হইয়া তৎকালে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে
 ছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যের সহিত বাহাতে তাঁহার অনুষ্ট-বন্ধন সংঘটিত
 না হয়, তাহাও চিত্রকারী কোন চিত্রকর অনুধাবনেও রণজিৎ সিং
 বিশেষ চিত্তবশিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। দুশা সিং
 কুলালের ভ্রাতৃপোত্র এবং তাহার মহারাণীর প্রিয় স্বামী, কতে সিং
 মালহওয়ারিয়া, এই সন্ধি স্থাপনের ব্যতীত ছিলেন; অন্যদিকের
 'সর্দার' রণজিৎ সিং এক 'সর্দার' কতে সিংহ উভয়ের সহিত একটি সন্ধি
 স্থাপিত হইল। তাহাতে বিরীকৃত হইল, হোলকার অন্তঃসর হইতে
 প্রত্যাহ্বন করিতে ব্যস্ত হইলেন; এবং বর্তমান সর্দারের বন্ধন-হস্তে

* মুর্কট, 'মাল-বুজার্ব', প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা। (See Moorcroft, 'Travels', i. 102.)

আবদুল বাকিবের, ইংরাজ নব্ব্বমেন্ট তত্ত্বদিন তাঁহাদের রাজ্য অধিকারের
অন্ত কোন বন্ধনকে বোধ্যমান করিবেন না। * এই সময়ে লর্ড লেক কটো-
চের সংসার চাঁদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিলেন; উভয়ের মধ্যে
সিত্তাত্মক চিঠি-পত্র চলিতে লাগিল; তৎকালে সংসার চাঁদ পার্শ্বভা-
রালগণকে বশীভূত করিয়া, রণজিৎ সিংহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে
ছিলেম। কিন্তু তাঁহার সহিত কোন সন্ধি হইল না; ইংরাজ সেবা-
পতি আশালা ও কর্ণালের পথ অবলম্বন করিয়া অধিকৃত প্রদেশে প্রত্যা-
বর্তন করিলেন। †

রাজকাৰ্য্য ব্যপদেশে লর্ড লেক সারহিন্দের অনেক শিখ
সর্দারগণের সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; সর্দারগণের সহিত
তাঁহার বনিষ্ট বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তাঁহাদের কতকগুলির সাহায্য
সময়োচিত্তি এবং বিশেষ কাৰ্য্যকরী ও মূল্যবান হইয়াছিল। বাব
সিং দিল্লীর সন্নিকটে যে আয়তীর ভোগ লব্ধ করিতেছিলেন, দিল্লীর
কুড়র অব্যবহিত পরেই তাহাতেই তিনি পুনরধিষ্ঠিত হইলেন। ১৮০৪
খৃষ্টাব্দে আর একটা রাজ্য তাঁহাকে এবং তাঁহার বন্ধু কাইথালের লাল
সিংহকে একত্রে প্রদত্ত হইল। অতঃপর, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে, সেদাপতিয়ার
পুনরায় আর একটা রাজ্য পুনরায়-স্বরণ প্রাপ্ত হইলেন; তাহার ব্যক্তি

* সকল পরিশিষ্টে, সন্ধি-সত্ত্ব ত্রুটিয।

† রাজকীয় কাগজ পত্রাদিতে দেখা যায়, কিছুকাল কটোচে একজন
সংবাদ-লেখক নিযুক্ত হইয়াছিল। সেই সকল পত্রাদি পাঠে সংসার
চাঁদের সম্বন্ধে এই ধারণা জন্মে যে, রণজিৎ সিং কখনও সেই রাজ্যের
কখনও ত্রুটিভের দ্বারা বিচ্যুত হন নাই; তিনি পাইবান হইতে
যাটল ছিলেন,—ইংরাজগণও এ দিকের কখনও জিন্দগত অবলম্বন করেন
নাই।

রাজ্য—১১ হাজার পাউণ্ড। শিখ হইল, তাঁহারা বতদিন বাঁচিয়া থাকি-
বেন, ওতদিন সেই রাজ্য তাঁহারা ভোগনবন করিবেন। তাঁহাদের
এতীতি হইল যে,—লন্ডনকে সেই সৰ্ব্বোত্তম তাঁহানিককে পুনরায় হান্নি ও
হিসার প্রদান করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু সেই মরুসমূহ এতদেশীয় লাভজনক
বসিয়া অধুমিত না হওয়ার, তাঁহারা উদ্বিগ্নে আপত্তি করিলেন।
অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণও আপনাদের কাছের উপযুক্ত পুরস্কার
পাইলেন। ইংরাজদিগের বিরোধের পূর্বে যিনি যে রাজ্যের
অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহারা, পূর্বের দ্বার সেই সকল রাজ্য
উপভোগ করিতে থাকিবেন,—সে অল্প তাঁহাদের নিকট হইতে কোন
রাজস্ব দাবী করা হইবে না,—এই অর্থে তাঁহারা আবৃত্ত হইলেন।
লন্ডন ওয়েলসের কুট-রাজনীতির ফলে, যখন চারিদিকে যোদ্ধা নিদ্রাবান
প্রচাৰিত হইতেছিল, যখন ওংগ্রিভি জনসাধারণ তীব্র যুদ্ধের ভাব প্রকাশ
করিতেছিল, তখন এই ঘোষণাপত্র প্রচাৰিত হয়। ইংরাজ-রাজত্বের
সীমা বহুলা পর্যন্ত নির্দিষ্ট হইল; অরণ্যের রাজার সহিত পূর্বে যে
সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া এক্ষণে সে সন্ধি পরিত্যক্ত
হইল : ওয়তপূরের সহিত ভারত-গণপরিষদের সম্পর্ক অনিশ্চিত রহিল।
সারহিনের শিখরাজগণকে এতৎসম্বন্ধে কিছুই জানান হইল না বটে,
কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত তাহাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল;—পরস্পরের
উপকারার্থে পরস্পরের সাহায্য প্রদান রহিত হইল। *

* শিখ, কাইখাল এবং অত্যন্ত কড়কড়নি রাজ্যের আদি দান-
পত্র এক নিচরতার নিবন্ধস্বরূপ অত্যন্ত দলিলানি কোন কোন রাজ-
পরিবার অতি যত্ন সহিত একাল পর্যন্ত তুলিয়া রাখিরহেন। ইংরাজ
দিগের অশেষকড়নি রাজকীয় কাগজ-পত্রাদি হইতে বুরা দার যে, শিখের

শিখাধিপতির মধ্যে একপক্ষ রূপজিৎ সিংহের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পাত্ৰাছিল ; অতঃপর তাঁহারই বিবরণ পুনরুজ্জ্বল আবৃত্তক । এই সময় “ভাতী” সম্প্রদায়ের কড়কগুলি অবাণ্য শাসনকর্তা নাহোরে আধিপত্য করিতেন। তাঁহাদের নিকট হইতে নাহোর অধিকার করাই রূপজিৎ সিংহের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সা জামানের প্রতাপকালের অব্যবহিত পরেই, রূপজিৎ সিং বলে ও কোথলে সা-জামান-প্রদত্ত জমি-নয়ূহ অধিকার করিলেন। নাহোর—রূপজিৎ সিংহের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল। “কানিয়া” (পাণ্ডী) সম্প্রদায়ের সাহায্যে তিনি অতি সহজেই “ভাতী”পক্ষকে পরাজিত করিলেন। “ভাতী”পক্ষ কান্তরের নিজাম-উদ্দীন দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল ; কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, তাহারা রূপজিৎ সিংহের অধীনত স্বীকার করিল। ১৮০১-০২ খ্রষ্টাব্দে সেই পাঠান অধিস্থ্যকারিতার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্গ অবরোধ ও ধ্বংস করা সুকঠিন হইলেও, পাঠান সেনাপতি জাহাঙ্গীরদাররূপে রূপজিৎ সিংহের অধীনত স্বীকার করিলেন ; নবাবিপতিত্ব অবধি নীর সৈন্ত পরিচালনা করাই প্রেরণ বলিয়া বিবেচিত হইল। বিবিধ প্রকারে মিছি লাভ করিয়া, রূপজিৎ দানার্থ ত্রাণ-ওরাণের পবিত্র সরোবরে গমন করিলেন। তথায় রুতে সিং আনহ-ওরাজিয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে,—তিনি রূপজিৎ সিংহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার উত্তরে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর শিরস্ত্রাণ বিনিময় করিলেন। ইহাই বন্ধুত্ব-পরিচায়ক শৌকিক আচার-নীতি বিশেষ,—ইহাই বন্ধুত্বের বা ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন। বেশ-প্রসিদ্ধ

জাম সিং,—লর্ড লেক, তার জন ম্যালুকম্ এবং স্যার ডেভিড অকুটার-গেলিয়ার কিলের বন্ধুর পায়ে ও প্রভা-ভাজন ছিলেন।

শেখ "জারী" সমাপত্তির বিষয় গ্রীক বক্তিত করিয়া, ১৮০২ খ্রষ্টাব্দে
সকিবের সর্দারগণ অস্বতসর অধিকার করিলেন। সমবেত আক্রমণে
সমগ্র বিজিত রাজ্য বিজয়কৃত্য বিতান করিয়া লইলেন। শিখরাধোদ
অস্বতসর রাজধানীর অবিশিষ্ট অংশে অস্বতসর পড়িল। ১৮০৩ খ্রষ্টাব্দে
কটোচের অবিশিষ্ট সংসার চাঁদ, বীর কমানা কার্যে পরিণত করিতে
চেষ্টা করিত হইলেন। রাজ্যবর্জনের আশা বলবতী হওয়ায়, তদুদ্দেশ্যে
অস্বতসরের অন্তর্গত উর্কীর দোয়ার ক্ষেত্রের কতকংশ অধিকারার্থে তিনি
উপর্যুপরি চুইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রুজিৎ সিং এবং তাঁহার
মিত্ররাঙ্গণের আক্রমণে সংসার চাঁদ বিতাড়িত হইলেন। ১৮০৪
খ্রষ্টাব্দে সংসার চাঁদ পুনরায় পার্বত্য-প্রদেশ পরিভ্রমণ করিলেন;
হোসিয়ারপুর ও বিজোয়ারা অবরুদ্ধ হইল। কিন্তু রুজিৎ সিংয়ের
উপস্থিতিতে তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার
অত্যাধিকার পরেই গুর্বাঙ্গিণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল; গুর্বা-
ঙ্গ একটা নতুন জাতি; তাহারা পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত সমগ্র হিমালয়-
প্রদেশ জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছিল। *

* ম্যুরে-কিচিৎ "রুজিৎ সিং", ৫১ এবং ৫৫ পৃষ্ঠা। (Com-
pare Murray's Runjeet Singh, p. 51. 55.)

আওয়ালার রাজনৈতিক প্রতিনিধি, ক্যাপ্টেন ম্যুরে, এবং লুবিয়ানার
রাজনৈতিক প্রতিনিধি (Political Agent) ক্যাপ্টেন ওয়েড প্রভৃতি
রুজিৎ সিংয়ের এক একখানি জীকলী নিবিরাজিলেন। ম্যুরের প্রত্যাশিতে
কতকগুলি মোট সংযোজন করিয়া, ১৮০৪ খ্রষ্টাব্দে ভারত গণপ্রজাতন্ত্র
সেইসঙ্গে, বীর প্রিন্স, সংশোধিত ও পরিবর্তিতরূপে তাহার মুদ্রণ-কার্য
সম্পাদন করেন। প্রত্যেক ক্যাপ্টেন ওয়েডের কতি-কতিও কিংবা জীকলী
সর্বদা সন্মত হই। কিন্তু তিনি মনে করেন,—ম্যুরের মতামত অস্বীকার

পঞ্চাব পরিভ্রমণের পর এক বৎসরের মধ্যেই সা. জামান, জামান জাভা মামুল কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন; মামুল তাঁহার দুইটি চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন । কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জাভা, সা. মুলজা, মামুলকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসনাবিরোধ করিলেন । এই সমুদায় অন্তর্ভোগে আমের সার হিন্দুসম্মত বৃহৎ সাম্রাজ্যের সীতাই অবশেষত হইল । প্রদেশ ও নগরসমূহে দুর্ভিক্ষ শাসনকর্তৃগণ হীনবল হইয়া

তাঁহার গ্রন্থ অধিকতর সঠিক, ব্যক্তিগত স্মৃতি এবং বাচনিক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সেই গ্রন্থ বিবর্তিত,—সমনাময়িক ইংরাজগণের ললিত-পত্রাদির অনুকরণে লিখিত নহে । কারণ সেই সমুদায় ললিতাদিতে কেবল সাময়িক বতামতের পরিচয়ই পাওয়া যাইত । ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই সাধারণতঃ সেই ললিতাদি প্রচুর পরিমাণে রচিত হইতে থাকে । বহুতঃ ইংরাজ কল্যাণীদিগের অনুরোধ, সূচনু বতামতাদি-গণের বর্ণনা-সমূহ হইতে বহুমান বিবরণের সংগৃহীত । তন্মধ্যে বুঢ়ী সা. নামক একজন মুসলমানের এবং মোহনলাল নামক একজন হিন্দুর লিখিত ইতিবৃত্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ । সেই গ্রন্থসমূহ সর্বত্রই পাওয়া যাইতে পারে । কংগ্রেস ওয়েড বহু বিবরণের তথ্যাসুসন্ধান করিয়াছেন । কিন্তু ব্রজসিংহ সিংহের কার্যাবলীর অবিস্মৃত বিবরণ সংগ্রহের জন্য জন-সাধারণ সেই কল্যাণীদিগের নিকট বিশেষ কষ্ট ।

শিবদিগের সহিত ইংরেজের মিত্রতা সন্দেহে যে বিবরণ লিখিত হয়, বর্তমান অধ্যায়ের শেষ অংশ, এবং বট ও সপ্তম অধ্যায়, সেই সমুদায় বিবরণের অনুকরণে রচিত । গ্রন্থকার গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে উৎসাহিতা করিয়াছিলেন । তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, বহুতঃ লিখিত ও ব্যক্তিগত বর্ণনাগুলি ভারতীয় ব্যক্তিদের দ্বারা বাহিরে পারে,—এবং সেরূপ ব্যক্তিদের অনুরোধ নহে ।

পাঠিলেন। রণজিৎ সিং তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে বীর অস্ত্রবল পরীক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না;—রণজিৎ সিংহের অধিকৃত আক্রমণে তাঁহার বিধ্বস্ত হইতে লাগিলেন। ১৮০৪-৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন; রজ ও সাহিওয়ালের মুসলমান শাসনকর্তৃগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল; রণজিৎ সিং তাহাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। মুলতানের সম্রাটর ধাঁ বহু মূল্য উপহার প্রদান করিলেন; রণজিৎ সিং তাঁহাকে আর আক্রমণ করিলেন না। উদ্দেশ্য সাধনে রুতকার্য হইয়া, রণজিৎ সিং সম্ভ্রষ্ট হইলেন। তিনি লাহোরে প্রত্যাগমন করিয়া, রাজধানীতে “হোলি” উৎসব সম্পন্ন করিলেন। পরিশেষে গজদানার্থ হারিবার অভিযুগে অগ্রসর হইয়া পঞ্জাবের পূর্বদিকে কাথ-কলাপের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি আর একবার পশ্চিমদিক আক্রমণ করিলেন; এইবার রজ-অধিপতি দৃঢ়রূপে রণজিৎ সিংহের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু হোলকার ও আমীর ধাঁ সতীপবর্তী হওয়ার ফলে সিং প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন; তৎপরে রণজিৎ সিং স্বয়ং শিবসিঁড়ির অধিকৃত নগরভিত্তিতে প্রত্যাগত হইলেন। তখন প্রতীত হইল,—আসন্ন বিপদ উপস্থিত। এক দিকে একল হারহাটাদিগের জটিল ব্যাডনামা সেনাপতি একজন আকমান সেনাপতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়াসী; অন্যদিকে একজন সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্য অমৃতসরের সতীপবর্তী হইল।* তাহাদের উদ্দেশ্য এক পাকি-সামর্য্যও কেহ অবগত ছিল না।

* এলফিনষ্টোন প্রণীত “কাবুল” নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা; এবং হার্ডেন-রিচার্ডস প্রণীত “রণজিৎ সিং”, ৫৩, ৫৭ পৃষ্ঠা। (See Elphinstone's 'Cabul', ii. 375 and Murray's 'Runjeet Singh', p. 56, 57.)

শিখদিগের একটা মন্ত্রণা সভার অধিবেশন হইল। কিন্তু তাহাদের নেতৃবর্গের কয়েকজন মাত্র সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। পূর্বে তাহারা সকলে একই উদ্দেশ্যে প্ররক্ত হইত; তাহাদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল,—খাণ্ডার কার্যে ঈশ্বর তাহাদের সহায়তা করেন; সেই বিশ্বাসেই নিম্ননিপুণ মেঘ-পালক জাতি অভ্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিফল প্রদান করিতে অগ্রগণিত হইয়াছিল, সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই, এবং সেই অভিসম শক্তি বলই, তাহারা আমের সাকে পরাসিত করিয়া অমেরাসে মত্ত হইয়াছিল। এখন তাহাদের প্রভুত্ব-করতাবিশিষ্ট ঈশ্বর-প্রদত্ত বংশধরগণের মনে সে একতা এবং সে ধর্ম-বিশ্বাস সেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল না। দুর্ভাগ্য অনির্জিত ব্যক্তিগণের ভায় সর্বপ্রকার নীতি-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহারা ইন্দ্রিয়সুখপরতায় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আপনাপন দারুণ-সিদ্ধির জন্যই সর্বদা ব্যস্ত থাকিত এবং সংসার-সুখভোগ-লালসায় সর্বদা চেতাবিহীন হইত। তত্ত্বাং কৃষিজীবী অধিবাসিগণের মনে পুনরায় এক অভিসম ভাবে শিখধর্মের প্রকৃত শক্তি আগাইবার আবশ্যক হইয়াছিল। তাহারা পরস্পর বাদী ছিল; আবার পরস্পর মিত্রতা বললেও মিলিত হইয়াছিল। দুস্তার স্বাধীনতা ও মিত্রতার সেই কঠোর মিশ্রণ-নীতি বহু-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ, তাহাতে একটা মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল;—তিন তিন সন্তানায় পরস্পর মিলিত ও মিলিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত প্রভাবে ‘মিলিত’ গিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অধিকাংশ ঘোরকই হু হু প্রবেশ করিয়া-তাহার বাস করিতে ভালবাসিত। প্রায় প্রবেশে হৃদয়-স্বাধীনতার কাঠের বিধি-বিধান ছিল না; আমের বলই কর সংগ্রহ হইত না;—কেন বিচার-ব্যবস্থা কিবা আইন-আদালত প্রচলিত ছিল না। সামাজিক সামাজিক নীতিগত এবং রাজস্বের বিজ্ঞানগত অসুচার-ব্যবস্থা বলই তাহাদের

কালান্তিপাত করিতে ব্যর্থ হইত, এবং সকলেই আপনাপন ঐহিক
 প্রভু-প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির মত চেষ্টা করিত। সামাজিক প্রথার অনুবর্তী
 হইয়া, সেই সকল সর্কার ও সমুদয়বর্গ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস
 স্থাপন করিত; কিন্তু পরস্পরের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকিতে কেহই
 ইচ্ছা করিত না। কেহ কেহ ইরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রয়াসী
 হইয়াছিল; কেহ কেহ বা বিজয়ী মহারাজীরগণের সহিত নিজ নিজ
 জাতি-গ্রন্থে উৎকট আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত। কিন্তু তাহার সকলেই
 রণজিৎ সিংহের প্রতি উদ্বী-পরবশ ছিল, এবং তাঁহার চিরন্তন শত্রু
 হইয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র রণজিৎ সিংহই বিশেষতঃ আক্রমণকারি-
 গণকে বিদ্রোহিত করিতে অভিলষী ছিলেন। তিনি জানিতেন,—সামরিক
 প্রাধান্য-স্থাপন-করে তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধন বিষয়ে সেই বিদ্রোহিগণই
 একমাত্র অস্ত্রাঘাৎ। তাঁহার বিশ্বাস—সামরিক প্রভু প্রতিষ্ঠিত হইলে,
 সাম্রাজ্যের জনসাধারণ সমভাবে নিরাপদে এবং সুখ-স্বচ্ছন্দে নিজ
 নিজ ঐশ্বর্য-সম্পত্তি ভোগদখল করিতে পারিবে। বজ্রত, বিজিত
 জিহ্মাঙ্গোত্তর অশু এবং বিজিত উপাধান সমূহের একতা-বিশাল-করে
 এবং সাংঘতি-প্রদানোদ্দেশ্যে, রণজিৎ সিং বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতা
 সহকারে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম
 ও অধ্যবসায় সহকারে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ
 বেহন নতন-মতাবলম্বী জিন্ন জিন্ন সম্প্রদায়সমষ্টিকে একতা-বন্ধনে আবদ্ধ
 করিয়া, তাহাদের একটা আতি নঠন করিয়াছিলেন; তিনি বেহন
 সান্ন্যাস উপদেশ এবং শিকার কাণ্ডকারিজা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন;—
 রণজিৎ সিংহও তেমনি ক্রমবর্ধিত শিখজাতির একটা সুব্যাহিত ও
 সুনিয়মবদ্ধ রাজ্য বা সাম্রাজ্য-ভিত্তি গঠন করিতে অশেষখিন চেষ্টা
 করিয়াছিলেন।*

হোলকার প্রধান করিলেন । পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে,—ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সহিত রণজিৎ সিং মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু সক্রিয় হাঙ্গিহ সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয়তা ছিল না । উৎকালে নাজার সর্কার এবং পাতিয়ালাব রাজার মধ্যে পরস্পর বিবাদ চলিতেছিল । সেই বৎসরের শেষ ভাগে সেই বিবাদে বোগদান করিয়া পক্ষাবলম্বনের জন্য রণজিৎ সিং আহত হইলেন । বমুন অভিভ্রম করিয়া উত্তরা প্রদেশের অধিপতিগণের সহিত সন্ধিপ্রকার সম্বন্ধ পরিহারের কঠোর আদেশ পুনঃপুনঃ প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও, ইংরাজ কর্তৃপক্ষীরগণ প্রথমতঃ সেই বিবাদে বোগদান করিতে অস্বীকৃত হইয়া, কর্তৃপক্ষীরদিগের আদেশানুযায়ী কার্য করিয়াছিলেন কি না, এক্ষণে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া মনে হয় : রণজিৎ সিং শত্ৰু অভিভ্রম করিলেন । পতনোন্মুখ মুসলমান পরিবারের অধিকতঃ সুখ-রান্না ওৎকর্ষক অধিকৃত হইল । সেই মুসলমান-পরিবার ঐ সময়ে ইংরাজ বীর জর্জ টমাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । অতএব রণজিৎ সিংহের সিংহা সিন্ধের অধিপতি বাহু সিংহ সেই স্থান প্রাপ্ত হন । নাজা এবং পাতিয়ালাব এই বিবাদ-স্থলে, রণজিৎ সিং নাজার সর্কার বশোবদ্ধ সিংহকে সাহায্য প্রদানের জন্য গমন করেন ; এবং পাতিয়ালাব রাজা সাহেব সিংহের কন্যাতা দ্রাস করিবার জন্য উদ্যত আত্ম হন । কিন্তু বশোবদ্ধ সিং এবং সাহেব সিং উভয়েই মনে করিলেন,—রণজিৎ সিংহের মনোহতা উভয়ের পক্ষেই সাংঘাতিক । সুতরাং উভয়েই তাঁহার হত

“Sketch”, p. 106, 107) লর্ড লেকের আক্রমণ কালে, সিংহদলের মধ্যে একজনের অভাব দেখিয়া, ম্যানুস্ক এক মস্তকী প্রকাশ করেন । ম্যাক-নিকলস “রণজিৎ সিং”, ৫৭, ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । (Compare Murray's “Runjeet Singh”, p. 57, 58.)

হইতে বৃত্তিমাজের জন্য ব্যয় হইয়া পড়িলেন। বহু ঐক্য এবং একতী কামান উপহার প্রাপ্ত হইয়া রণজিৎ সিং তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সে স্থান হইতে তিনি কাড়ার পার্বত্য প্রদেশাভিমুখে গমন করিয়া, আলাহাবাদের স্বত্ববজাত অধিনিধার স্বর্ধ্বাসুয়ারী উপাসনা সমাপন করিতে চেষ্টা করিত হইলেন। *

এই সময়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া কটৌচের সংসার চাঁদ অধিব্যাকারিত্য সহকারে “স্বর্গাধিপের সহিত যোদ্ধার বৃদ্ধে আবৃত্ত হন। তাহাতে তাঁহার ক্ষমতা অনেকাংশ লাঘব হয়। অধ্যবসায়বীল হুদক শিব-সর্দার, প্রাচীন পার্বত্য রাজস্বকুলের সকলকেই সেই সাধারণ পত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিলেন। তৎকালে তাঁহার সকলেই ঘাড়োয়াল হইতে কর সংগ্রহ করিতেছিলেন। কিন্তু প্রত্ন-প্রতিষ্ঠার এক উৎকট জালসার অনুবর্তী হইয়া, সংসার চাঁদ কালুরের (বা বিলাসপুরের) সর্দারের ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন ;

* যাত্র-বিবরণিত “রণজিৎ সিং”, ৫৯, ৬০ পৃষ্ঠা উক্তব্য। (Murray's Ranjeet Singh, p. 59, 60.) ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জুন, স্যার চার্লস মেটাকাল সর্বশেষের ব্যায়ের এক পত্র লেখেন। তাহাতে জানা যায়,—তৎকালে, ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে, রণজিৎ সিং এত বলশালী ছিলেন না যে, তিনি কেবলমাত্র বল প্রয়োগে যালোয়া শিবধিপের ত্রিফলকায়ণ বাধা প্রদান করিতে সক্ষম হইতেন। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ও ১ই মার্চ, ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জুলাই স্যার ডেভিড অক্টোবরলোনি যে সকল পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে জানা যায়—পাতিয়ালায় রাজা এবং অন্যান্য সর্দারগণের সহিত ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে যে পক্ষ-সংঘাত হয়, তৎকালে অন্তত সে সংঘাত নষ্ট হইয়াছিল।

সেই হীনবল শিখ-সর্দার অনভোগ্য হইরা সেনাপতি-আগর গ্রহণ করাই প্রেরণ মনে করিলেন। উমার সিং খাপা কষ্টচিত্তে অগ্রসর হইলেন। শত্রুদিগের প্রতি এই প্রথম আক্রমণে, সাগাংদের সর্দার-যুবক, সংসার চাঁদের সহায়তা করিলেন। গুর্খা সেনাপতির আগমনে, তিনি বীরোচিত্তে তেজবিতার সহিত বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এত বীরত্ব—এত বাধা সত্ত্বেও, ১৮০৫ হইকের শেষ ভাগে শত্রু এক বমুনার মধ্যবর্তী বিশাল রাজ্যখণ্ডে গুর্খা-প্রভু প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই বৎসর উমার সিং শত্রু প্রতিক্রম করিয়া কাড়ুজা অক্লেশ করিলেন। আশাযুখী পরিদর্শন কালে, সংসার চাঁদ রূপজিৎ সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই যুগে ইংলিষিকারে বহু ধন-প্রাণ ন্যশের আশঙ্কায়, সংসার চাঁদ তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন না; সংসার চাঁদ স্বীয় ক্রমতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। শত্রুরা বিদেশীয় শত্রুগণকে বিভাড়িত করিবার কোনই ব্যবস্থা-ব্যবোধ হইল না। *

* মারে-বিরচিত 'রূপজিৎ সিং', ৬০ পৃষ্ঠা; এবং মুরক্রফটের "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত", প্রথম খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (Compare Murray's Runjeet Singh, p. 60; and Moorcroft's "Travels", I. 127 &c).

প্রাচীন রাজপুত সৈন্তগণকে বিদায় দিয়া, গোলাম মহম্মদ নাসক অনেক আশ্রয়-প্রার্থী রোহিলা সর্দারের পরামর্শে সংসার চাঁদ আকবাব সৈন্য নিযুক্ত করেন। তিনি বলেন,—এই অগতিরগতিরই গুর্খা-দিগের নিকট তাঁহার পরাজয়ের একমাত্র কারণ।

প্রকাশ্য বিদ্রোহী হওয়ার, নাহনের রাজা গুর্খাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহিগণের শক্তিবিশেষ হইতে

১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে রণজিৎ সিং প্রথমতঃ কাশ্মীর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই স্থানে পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইতিপূর্বে তত্ত্বতা শাসনকর্তা নিজাম-উদ্দীন পরলোক গমন করেন; তাঁহার বৃদ্ধার পুত্র, তাঁহার উত্তরাধিকারী অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহাতে রণজিৎ সিং বিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন। হরত, রণজিৎ সিংহ মনে করিয়াছিলেন,— পাঠানদিগের বৃহৎ একটা উপনিবেশ অধিকার করিয়া লাহোরের পৌরাণিক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য, সরাসর অস্তিত্ব করিতে পারিলে, তাঁহার স্বপ্ন-পরিণাম এবং দেশোপভোগ নিশ্চিন্ত উদ্ভাসিত হইবে। পিতার পূর্ব-মিত্র হজরত যুগা সিংহের পুত্র বোধ সিং রামগড়িয়া সাহায্যে রণজিৎ সিং সেই স্থান আক্রমণ করিলেন। একতর অস্ত্রাঘাত হেতু তাৎকালিক শাসনকর্তা কুতব-উদ্দীন হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং তিনি কোসরূপ বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। অবরোধের প্রায় এক মাস পরে, কুতব-উদ্দীন হেফাজতের আশ্রয়-সমর্পণ করিলেন। তাঁহার প্রাসাদাদানের অন্ত রণজিৎ সিং শতক্রম পরপারহিত একখণ্ড ভূ-সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অতঃপর রণজিৎ সিং মুলতান অভিযুগে অগ্র-সর হইলেন। সেই প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নগর-দুর্গ তৎকর্তৃক অবলম্বিত হইল। কিন্তু এ স্থলে তিনি আশাতিরিক্ত বাধা প্রাপ্ত হইলেন; দুর্গ-রক্ষকগণ এত বীরত্বের সহিত তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল যে, তিনি সে দুর্গ অধিকার

স্বার্থপর বহুলা অতিক্রম করে। পরে একজন রামপুত্র সর্দারের সাহায্যে তাহার নতুন পার হইল। একতা থাকিলে, নতুন আশ্রি হইলেনও, কেহই তাহার অবাধ্যতা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। সাধারণ কান-পরাধীন আশাশুভের আশা বার—তর্কান ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে নতুন আক্রমণ করিয়াছিল।

কল্পিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু দুর্গাধিপতি উপলোক্য প্রদানের অস্বীকার করার, তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া, তিনি সেখানে হইতে প্রস্থান করিলেন; মানে মানে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন বলিয়া, তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি তিনি আপন অকৃতকাৰ্য্যতা স্বীকার করিলেন না। জাওয়ারালপুরের নবাবের সহিত এই সময়ে তাঁহার যে সকল কথাবার্তা হয়, তাহাতে তিনি সেই কাৰ্ণা-কুশল নবাবের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে, তিনি নবাবকে বিশেষ ভক্তি করিতেন, এবং সেই শক্তি হেতুই তিনি সেই সুরক্ষিত দুর্গ আফগান শাসনকর্তার হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। *

সেই বৎসর, ১৮০৭ খ্রষ্টাব্দে, রূপজিৎ সিং মোকুম চাঁদ নামক মলৈক সুচতুর কত্রিয়কে আপন কার্যে নিযুক্ত করিলেন। তাহার প্রতি রূপজিৎ বেদুপ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, কত্রিয় বীর সে বিশ্বাসের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তৎকালে পাতিয়াসার রাজার সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্রকারিণী স্ত্রীর ধোর বিবাহ-বিসম্বাদ চলিতেছিল; রূপজিৎ সিং সেই নবাবভিত্তিক কথ্যচারী সমাজব্যাহরে সেই গৃহবিবাদে যোগদান করিতে গমন করেন। এ বিষয় পূর্বে হোলকার ও আমার গাঁর নিকট বেদুপ লাভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, এক্ষণে লাহোরাধিপতির পক্ষে তাহা সমরূপ লাভজনক বলিয়া অনুভূত হইল। শিশু-পুত্রের তরুণপাশেণে অস্ত্র রাণী তখন দুর্বল স্বামীর নিকা হইতে দ্রাব্যের একটি বৃহৎ অংশ উল্লেখ্যক হস্তান্তর করিতে অতিশয়িণী হন। এক্ষণে রাণী, স্বীয়ক হার ও পিতল-নির্মিত কামান প্রদানের প্রস্তাব করিয়া, রূপজিৎ সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; রূপজিৎ সিং সে

* মায়ের 'রূপজিৎ সিং' ৬০ এবং ৬১ পৃষ্ঠা। ('Murray's Runjeet Singh, p. 60, 61) এবং জাওয়ারালপুর রাজপরিবারের ইতিহাসে ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য।

এগেজনে যুদ্ধ চাইয়া পড়িলেন; রাণীকে সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। রণজিৎ সিং শতক্রম অতিক্রম করিলেন; বালকের ভরস-গোষণ জন্য বাৎসরিক ৫০ হাজার টাকা নিশ্চয় করিয়া দিলেন। অনন্তর রণজিৎ সিং আশ্বালা ও পর্বতমালায় যথাবস্তী একটা রাজপুত্র পরিবারের অধিকৃত নারায়ণপুত্র আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রথমবার তিনি ভাষা হইতে বিজড়িত হইলেন; তাঁহার স্তম্ভভর কতি হইল। পরে তিনি সে স্থান অবিকার করিলেন। সেই আক্রমণকালে হুগিওরালা সম্রাটেরের প্রাচীন রাজা ভায়া সিংহ, লাহোর সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন; নারায়ণপুত্র তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জনকর কোয়ামের রাজ্য অধিকার করিতে রণজিৎ সিং সে স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শক্তিসামর্থ্যে এবং জেজোবীর্ঘ্যে সেই যুদ্ধ নরপতির বিধবা পত্নী, পাতিয়ালায় রাজ্যের স্তম্ভীয় সম্বন্ধ ছিলেন। কথিত হয়,—সেই রমণী বীর পরিকল্পন পরিধান করিয়া, রণসাজে রাহনের দুর্গের ভাষা প্রাচীরের উপর অসি-হস্তে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। *

১৮৮৮ খ্রষ্টাব্দের প্রারম্ভে উক্তর পক্ষের বহুতর স্থান লাহোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। স্বাধীন শিখ-সর্দারগণ রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের রাজ্যগুলি নবপ্রতিষ্ঠিত লাহোর রাজ্যের কর্তৃত্বাবলীনে শাসিত হইতে লাগিল। কিছু কাল পূর্বে শতক্রম পশ্চিম ভীরে কতকগুলি রাজ্য অধিকৃত হইয়াছিল; এক্ষণে মোহম্মদিয়া তাহার সুবন্দোবস্তের অল্প নিমুক্ত হইলেন। রণজিৎ সিংহের ধারাবাহিক আক্রমণে সারহিন্দের শিখদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার

* Compare 'Marnay's Runjeet Singh, p. 61, 63 এই উপলক্ষে রণজিৎ সিং পাতিয়ালা হইতে যে কাহান প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম—কুরি খাঁ: ১৮৫৫-৫৬ খ্রষ্টাব্দের যুদ্ধ ইংরাজ কর্তৃক সেই স্থান অধিকৃত হয়।

হইরাছিল । ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বিন্দ ও কাইথালের সর্দারগণ এবং পাড়িয়ালার দেওরাম-মন্ত্রী প্রভৃতি মিলিত হইয়া, ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনার্থ দিল্লী অভিমুখে গমন করিলেন । শতাব্দি পশ্চিমতীরবর্তী রাজ্য সমূহের সর্দার-দিগের স্বেচ্ছিত ইংরাজ পর্ব্বর-জেনারেলের যে চিঠি-পত্র চলিতেছিল, এ বাৎস সে সম্বন্ধ বিহীন হয় নাই । এই সময়ে কর্ণালের নিকটবর্তী স্থানে মুজপুরার মুসলমান বাক্ষ পর্ব্বর-জেনারেল মিলিত যমিলেন যে, তাঁহার পৈতৃক-রাজ্য সম্বন্ধে তবের কোন কার্য নাই । * শিকরীর শিব-সর্দার ইংরাজদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন ; পরে তাঁহাদের কার্যাবলী পুরস্কার-বৃত্তির বোনা বসিয়া বিবেচিত হয় । † কিন্তু সন্ধি-হুজ্জের আবদুল রাজাসমূহের প্রতিনিধিগণ দিল্লীর ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট প্রত্যপ্রসক্তাবে কোন নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হইলেন না, ওখানি তাঁহাদের মনে বিশ্বাস অছিল,—কার্যকালে তাঁহার পরিভ্রান্ত হইবেন না । এই ভয়-বিশ্বাসের কণকর্তী হওয়ার, তাঁহাদিগকে বিশেষ অভিযুক্ত হইতে হইরাছিল ; এমন কি, তাঁহাদের ধ্বংস অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল । তৎ-প্রশমনার্থ রূপজিৎ সিং তাঁহাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন : তাঁহার সহিত বোনদান করিতে সর্দারগণ অনুমত হইলেন । রূপজিৎ সিংহের আশাস ব্যপ্তিতে তাঁহার সকলেই প্রত্যাবর্তন করিয়া, সর্ব-সম্মানিত লাহোর-রাজের সহিত আপনাপন বিরোধীর বিরোধ মীমাংসা করিতে দিল্লী পরিভ্রাম করিলেন । ‡

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বিনি পর্ব্বর-জেনারেল ছিলেন, ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে তাঁহার কোন কৃত্রিমত অভিযুক্তা ছিল না । যমুনার পূর্ব-তীর-

* ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারির একখানি দলিলে লিখিত ।

† ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে আশালায় রূপক সারসংক্ষেপে লিখিত দিল্লীর প্রতিবিধির পর লিখিত ।

‡ See 'Murray's Ranjeet Singh', p. 64, 65.

বড়ো রাজসভার সহিত পূর্বে যে সন্ধি হয়, তিনি সেই সন্ধি-সভা
 তরু করেন; তাহারই কুটনীতির ফলে, যমুনা নদী—ইংরাজ রাজত্বের
 সীমা নির্ধারণিত হয়। সা আমানের ভারত আক্রমণে, ঐশ্বর্য্য তিন
 বৎসর কাল তবের বিতীৰ্ণ সুর্ভিতে এবং আশার কীৰ্ত্তনকে
 লোকের মন মুগ্ধতা অভিভূত এবং উত্তোষিত হইয়াছিল;
 অধিকন্তু পৰ্ব্বত-ভেদীরেণের কোন জ্ঞান ছিল না। সার্বভৌম শিব-
 গণ যদি লর্ড কর্ণওয়ালিসের আশার প্রার্থনা করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই
 তিনি স্বীকৃত হইতেন, এবং সেই স্বীকার-পত্র চূড়ান্ত উত্তর প্রদান
 করিতেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যে উৎসাহবাক্য উত্তর প্রদত্ত হয়,
 তাহাতে অভিন্ন বিপৎপাতের স্বরূপ হইতে থাকে। তৎকালে
 তাহাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে, স্ক্রানী, তুর্কী এবং পাশ্চাত্য
 রাজসভার একত্র মিলিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ অধীনভাষণে আবদ্ধ
 করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, নবগত
 পৰ্ব্বত ভেদীরেণ যমুনার পর-পারস্থিত রাজসভার সহিত সন্ধি স্থাপন
 করিয়াই বিরত হইলেন না; এমন কি, সিধুদ অতিক্রম করিয়া ভারত
 সর্দারগণের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতে ব্যাঘ হইলেন। * মেমো-
 রিয়ার ভারত-আক্রমণের অভিসন্ধি জানিয়া, আকস্মিক ও শিথিলের
 সহিত আশ্রয়করণার্থী সন্ধিস্থাপন অনিবার্য হইয়া পড়িল। মিঃ
 এলকিনস্টোন সা-সুজার দরবারে এতিনিধি-স্বরূপ প্রেরিত হইলেন।
 ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ মেটকাল রণজিৎ সিংহের দরবারে
 উপনীত হইয়া অতীপিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

* মিঃ অবাথ (Mr. Auber, 'Rise and Progress' of the
 British Power in India, ii. ১০১) এই তিন রাজ্যের বিরুদ্ধে
 শিব প্রথম নির্দেশ করেন; ইহাতে বঙ্গের বিরুদ্ধে আরও বীরবলিত।

পাতিয়ালা, কিম্ব ও কাই-গালের রাজস্বকে মৌখিক এক নিশ্চয়তা প্রদত্ত হইল;—তাঁহার বৃষ্টিশ নব্বইমেটের অধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন। রুণজিৎ সিংহের প্রধানে কতকগুলি মিত্র-রাজ্য এইরূপ পরীক্ষণলব্ধ করিয়া, কিম্বপরিমাণ দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিল। যোগ হই, রুণজিৎ সিংহের সামরিক প্রভুত্ব এবং ইংরেজদিগের শাস্তিমূলক শাসনের পার্থক্য তাহারা অনুভব করিতে পারায়, এইরূপ ঘটিয়াছিল। *

রুণজিৎ সিংহ তাঁহার নব-সিদ্ধি কালুর নগরীতে যিং মেটকাঙ্কে স্থায়ের অভ্যর্থন করিলেন। রাজ্য নিজেই সমগ্র শিখ জাতির অধিপতি বলিয়া প্রচার করিলেন। অধিকন্তু লাহোর আধিকারে সারহিন্দের উপরও তাঁহার স্বয়ং নির্দেশিত হইয়াছে—কথি-কলাপে তিনি সে ভাব প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। যাহা হউন, করাসী আক্রমণে যে তাঁহার নিজ স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। পরন্তু তাঁহার রাজ্যের প্রান্তভাগে একটা বিশাল কমতা প্রাণশক্তি হওয়ায়, তাঁহার মনে ভয়ের সংকল্প হইয়াছিল। শতাব্দের তাঁরে তাঁহার কমতা সীমাবদ্ধ রাখার জন্য, ইংরাজদের অভিপ্রায় অবগত হইয়, তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন।† তৎকালীন সন্ধিস্থাপনের সর্বপ্রকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, তিনি শতাব্দের দক্ষিণবর্তী প্রদেশসমূহ ততীয়বার আক্রমণ করিলেন। সারিগকোট, ও

* ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর তারিখে ডেভিড মকটোর লোনির নিকট নব্বইমেট-নিবিত পত্র প্রদত্ত। যার-বিবরণিত "রুণজিৎ সিং", ৩৫ এবং ৬৬ পৃষ্ঠা প্রদত্ত। (Compare 'Murray's Runjeet Singh', p. 65, 66.)

† মকটোর নির্দেশ করিয়াছেন,—ইংরাজদের বাধাপ্রদান এক সন্ধিস্থাপন হইয়াছিল, যে, রুণজিৎ সিং তাঁহাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাস্বত্ব করিতে কৃতসংকল্প হন। যে সন্ধিস্থাপন তাঁহাকে মুক্ত প্রতিনিয়ত হইতে দক্ষিণ দিক দিয়া, তাহা যে ব্যাভাষ্য উর্দা-উর্দা-উর্দা নাম উল্লেখযোগ্য।

আজ্ঞা অবরুদ্ধ হইল ; মাসের কোটনা এবং খাদ্যবস্তু হইতে স্বাভাবিক
কালপূর্বক রাশ্ব্য আদায় করিতে লাগিলেন, এবং পাতিয়ালায় রাজার সহিত
সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন । ইংরাজ দূত এই সকল একান্ত শত্রুতাচরণের
প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, এক বতদিন রণজিৎ সিং পুনরায় শত্রু
অভিক্রম না করিয়াছিলেন, তত দিন তিনি শত্রু তীরে অবস্থান
করিবেন । *

সাহেব-অধিপতির কার্য-প্রণালীতে পর্বর-জেনারেল এক্ষণে শত্রু
অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করিতে রুতসংকল্প হইলেন । পর্বর-
জেনারেল এ সময়ে পূর্বে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই । সন্ধি-
সংস্থাপন-প্রস্তাবে মিঃ মেটকালেকের সহায়তা ও প্রত্যাশা রাখিয়া, তাহাদের
মুখ্য উদ্দেশ্য । শত্রুর উত্তরদিকে রণজিৎ সিংহের প্রভুত্ব সীমাবদ্ধ
রাখাও তাহাদের আর এক কর্তব্য কার্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল । পর্বর-
জেনারেল তাহাদিগকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । † কথিত
হয়, তাহাদের প্রতি তার এক আদেশাঙ্গা প্রচারিত হইয়াছিল ;—রণজিৎ
সিংহের সহিত আর একটি সন্ধি করিতে হইবে যে, যুদ্ধের সাক্ষ-সম্মুখীন
স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিতে হইবে ; ইংরাজ-রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশসমূহে
রণজিৎ সিংহের সামরিক প্রভুত্বের বিশকতাচরণ তাহাদের মনে ভয়ের
উদ্রেক হইবে না ; বৎস তথায় মিত্র-রাজস্বয় অধিগত্য করিবেন । সীমান্ত
প্রদেশে রণজিৎ সিংহের অধিপত্য দোষ প্রাপ্ত হইবে । ডিসেম্বর, ১৮০১

* মারে প্রিণ্টেড “রণজিৎ সিং”, ৩য় পৃষ্ঠা । (Murray's 'Ranjit Singh,' p. 66).

† ১৮০১ ইষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বর এবং ২১শে ডিসেম্বর, মাস ভেদিত
কলকাতনগরে রণজিৎ সিংহের সন্ধি, এবং পরে প্রেরণ করেন । একদল
সৈন্যই প্রেরণ ।

১৮৮৫র কাভুরারী ঘাসে সার ডেভিড অক্টোবরলোনির অধিনায়কত্বে একজন সৈন্য বহুলা অতিক্রম করিল। বুড়িয়া ও পাতিয়ালায় পক্ষ অবলম্বন করিয়া, সেনাপতি লুইসিয়ান অতিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সারদিগের সর্কারপণ সকলেই তাঁহাকে সাগরে অভ্যর্থনা করিলেন; কিন্তু এমাত্র 'প্রোভা-সিংখিরা' সম্প্রদায়ের নামমাত্র অধিনায়ক যোগ সিং হাঁহার প্রতি কোলরপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না; কিন্তু বাতাকালে তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, পাছে রূপজিৎ সিং প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। উভয়বিধ সন্ধি-প্রস্তাব-হেতু, সেই সর্কার করেকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি আর অগ্রসর হইলেন না; যদি বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, সেই আশঙ্কায় আপন সৈন্যদের সত্রিকটে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে, তিনি বক্রপতি অবলম্বন করিয়া ওখার বিদ্রাম করিতে গেলেন। *

রূপজিৎ সিং বিছু অশ্রুত হইলেন। বাতোর সত্রিকটে ইংরাজ সৈন্যের অবস্থান হেতু, রূপজিৎ সিং কথকিং ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

* ১৮৮১ খ্রষ্টাব্দ ২০শে জানুয়ারী, ৪ঠা, ১ই এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সার ডেভিড অক্টোবরলোনি, গবর্নমেন্টের দ্বারক করেকখানি পত্র লেখেন। ১৮৮১ খ্রষ্টাব্দ ১০ই মার্চ গবর্নমেন্টও সার ডেভিড অক্টোবরলোনির লিখিত পত্র প্রেরণ করেন। সেগুলি পরস্পর নিম্নোক্তরূপে দেখা কর্ভব্য। সার ডেভিড বাহা লিখিয়াছেন যে যে কাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছেন, গবর্নমেন্ট তাহা কোলকতেই অনুমোদন করেন নাই। ওকালত হস্তান্তর হইয়া, সার ডেভিড অক্টোবরলোনি কর্ভত্যাগ করেন। (১৮৮১ খ্রষ্টাব্দ ১১শে এপ্রিল, সার ডেভিড গবর্নমেন্টের লিখিত এক পত্র লেখেন: এখানে তাহারই প্রতীক।)

ইংরাজ এতিমিদি তাঁহার নিকট নামারূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন; কিন্তু দাদা অসুস্থ হতে মহারাজ সে সকলই প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। শতক্রর দক্ষিণ-ভীরবিত্ত তাঁহার রাজ্যগুলি সময়ে অতিক্রম করি যাবতের বন্দবস্ত হইয়া, মি: বেল্টেক আপন মনোভাব গোপন রাখিতে চেষ্টা—তিনি তদ্বিষয়েও অভিযোগ করিলেন। তৎসময়ে ব্রিটিশ নব্ব-ষেট পূর্বে এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে হির হর, তাঁহার নব-বিজিত রাজ্যগুলি প্রত্যর্গিত হইবে; এবং তিনি তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া শতক্র নদীর উত্তরদিকে গমন করিবেন;—তাহাতে তাঁহার সহিত পুস্কার সন্ধি-স্থাপনের অনিবার্য তিষ্ঠি অধিকতর বৃদ্ধ হইবে।* বর্ধন এইরূপ ব্যসহায় কার্যাবলীর অনুষ্ঠান হইতেছিল, তখন নববর্ধন-জেনারেল ইউরোপ হইতে এক সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, নেপোলিয়ন ভারত আক্রমণের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন; অথবা তিনি সেই অভিসন্ধি কার্যে পরিণত করিতে বিরত হইয়াছেন। তিনি যে তাহা উদ্বেগনাথনে বিরত হইয়াছেন, তাহাও নববর্ধন-জেনারেল বুঝিলেন, আশ্চর্যকার অস্ত—

* ১৮০১ খ্রষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী সার ডেভিড অক্টোবরলোনি নববর্ধনকে পত্র লেখেন; এবং ঐ বৎসর ৩০শে জুলাই নববর্ধনকে সার ডেভিড অক্টোবরলোনিকে উত্তর প্রদান করেন; এখানে তাহাই উল্লিখ। কর্ণেল লরেন্স বলেন, (Adventures in the Punjab, p. 31. note g) সার চার্লস বেল্টেক অপরায়িত রাজ্যের বিবরণে অনিশ্চিত ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজকে বলিয়াছিলেন, ইংরাজ-বিশেষ আংকালিক দাবীকৃত বিষয়ে সৌভাগ্য হইলে, মহারাজ যে অল্প কাল দ্বাদশে অবিকার-প্রবেশ করিবেন না, সর্ব্ব বিঘ্নেই যে শিরশীকৃত থাকিবেন,—তৎসময়ে ইংরাজবিশেষক নিশ্চয়তা প্রকাশ করা হয়।

রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে, আপাততঃ কোনরূপ সম্ভবতঃ অবস্থান অব্যবহৃত ।
 অতঃপর প্রচলিত হইল, রাজ্য সিং বাহাতে শত্ৰুর দক্ষিণ-
 প্রান্তসমূহে অবস্থিতির প্রবেশ করিয়া, সেই সমস্ত রাজ্য অধিকার করিতে
 না পারেন—ইংরাজ গবর্ণমেন্টের একদে তাহাই প্রথম উদ্দেশ্য ; সেই
 সকল রাজ্যের নিরাপত্তা-বিধানই ইংরাজদিগের একমাত্র কর্তব্য । ইউ-
 রোপীয় শত্ৰুর আগমনের সম্ভাবনা না থাকিলেও, অস্তিত্ত কর্ত্তে
 দক্ষিণ-দেশবাসী শিখদিগকে আশ্রয় প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া
 অনুমিত হইয়াছিল । তথাপি তাঁহারা পুনঃপুনঃ জিন করিতে লাগিলেন,—
 রাজ্য সিং শত্ৰুর পশ্চিম তীরে তাঁহার সমস্ত নৈরাজ্য প্রত্যক্ষ
 করিলেন ; পরে তিনি যে রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে
 প্রত্যর্পণ করা হইবে ; কিন্তু প্রথমে তিনি যে সমুদায় রাজ্য জয় করিয়া-
 ছিলেন, সেগুলি পুনঃ-প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে মহারাজ কোনরূপ আগ্রহাভি-
 প্রাণ প্রকাশ করিলেন না । পরন্তু সর্বপ্রকার সম্বন্ধের কারণ নিরাকরণার্থে
 সার ডেভিড অক্টোবরলোনি লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া সৈন্ত-সমভিযায়ে
 প্রত্যাহ্বান করিতে পারিতেন ; এক তথ্য তিনি স্বীয়রূপে সেনানিবাস
 স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে পারিতেন । † কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি
 পূর্ববর্তী হইলেই সেনানিবাস স্থাপনের উপযোগিতা বুঝাইতে পারিতেন ;
 গবর্ণমেন্ট তাহাতে সম্মত হইলেন । তদনুসারে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট
 আপাততঃ কিছুকালের অস্ত পুনঃনির্ধারিত হইলেই সেনানিবাস স্থাপনের

* ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী, সার ডেভিড অক্টোবরলোনির
 নিকট গবর্ণমেন্ট এক পত্র প্রেরণ করেন । এহাৎ তাহাই উক্ত ।

† ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী, ৬ই ফেব্রুয়ারী এবং ১৩ই
 মার্চ, সার ডেভিড অক্টোবরলোনির গবর্ণমেন্ট পত্র প্রেরণ ।

অনুমতি প্রদান করিলেন। এইরূপে দু'দিনার ইংরেজদিগের একটি
হাতী সেনানিবাস স্থাপিত হইল; তৎসম্বন্ধে কেহই কোনরূপ বাধা প্রদান
করিলেন না। *

১৮০১ খ্রষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সার ডেভিড অক্টোব্রনোনি এক
বোম্বা পত্র প্রচার করিলেন। তাহাতে প্রচারিত হইল,—শতাব্দের পূর্বে
ভীরবর্তী সমুদ্র রাজ্য ইংরেজদিগের আশ্রয়ধীন; তাঁহারা সেই সমুদ্র
রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। লাহোরাবিগতি সেই সকল রাজ্য অবধা
আক্রমণ করিলে, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট তাহাকে অত্যাচারণ করিবেন।
রুশ্বিং সিং তখন বুঝিলেন,—ইংরেজ-গবর্ণমেন্টে সভা সভাই তাঁহার
সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী। তাঁহার ভয় হইল, পাঠে
পত্রবের অপরাধের খাখনি রাজদণ্ড, ইংরেজ-গবর্ণমেন্টের অধী-
নতা স্বীকার করিতে উদ্বুদ্ধ হন, এবং ইংরেজ গবর্ণমেন্ট সম্ভটচিহ্নে
ঔষধানিকে আশ্রয় প্রদান করেন। তিনি দেখিলেন,—তাহাতে তাঁহার
সাম্রাজ্য-গঠনের সমুদ্র আশা-ভরসা সমূলে নির্মূল হইবে। তাহাবর
চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিচক্ষণতার সহিত এক মন্ত্রণা স্থির করিলেন।
একোঅন্যরূপ, তিনি সমস্ত সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন; তাঁহার পেশ-
বিল্লিত রাজ্যসমূহ পরিত্যক্ত হইল। ১৮০১ খ্রষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল,
লাহোরের একমাত্র অধিগতি অমৃতসরে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।
হইতে হইল,—শতাব্দে সর্বার সন্ধিপত্র যে সমুদ্র রাজ্য পূর্বে তিনি অধিকার
করিয়াছিলেন, তৎসমুদ্র তাঁহার অধিকারেই থাকিবে; কিন্তু তাহাতে

* ১৮০১ খ্রষ্টাব্দের ৩ই মে, সার ডেভিড অক্টোব্রনোনি গবর্ণমেন্টকে
এক ১৮০১ খ্রষ্টাব্দের ১০ই জুন, গবর্ণমেন্ট সার ডেভিড অক্টোব্রনোনি
পত্র প্রেরণ। তাহাতে এ বিবরণ উল্লেখ আছে।

† অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রাপ্য। (See Appendix, No viii.)

তাহার রাজ্যভাগসমূহ শতক্র নদীর উত্তর এবং পশ্চিমাভিমুখে সীমাবদ্ধ হইল। তিনি উদ্দেশবর্তী সমুদয় রাজ্য অধিকার করিতে পারিষেন; কিন্তু সেই সীমা অতিক্রম করিতে পারিষেন না। *

এই সময়ে শতক্র ও যমুনার মধ্যবর্তী কডকগুলি শিখ এবং হিন্দু ও মুসলমান রাজা, ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তাহারা ইংরেজদিগের আশ্রিত বলিয়া প্রচারিত হইলেন। যখনশীর শত্রুর আক্রমণ হইতে তাহারা কি কি সৰ্ত্তে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন, এক্ষণে সেই বিষয়ের নীমান্ধা আবস্তক হইল। সার ডেভিড অক্টোবরমাসি প্রতিপন্ন করিলেন,— যখন সর্দারগণ প্রথমে ইংরেজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তখন ইংরেজদিগের প্রতি তাহাদের যে বিধেয় ভাব ছিল, তৎকালে সিংহের আক্রমণ করে তাহা বিদ্রুিত হইয়াছিল। তখন হরত তাহারা যে কোন প্রস্তাবিত সৰ্ত্তে সন্মত হইতেন; এমন কি, দ্বীভিমত রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিতও তাহারা পশ্চাৎপদ হইতেন না। † যখন সেই সর্দারগণ প্রথমে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন ইংরেজ নব্বমেন্ট তাহাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; তাহাদের তৎকালে যে দৃঢ় প্রেরিত হয়, তাহার দোষ-কার্য্যে সর্দারগণ এক নতুন নিকা প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ, তাহারা আর মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাহাদের আশ্রয় এক্ষণে অপ্রাথম্য উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ইংরেজ-নব্বমেন্ট দূর-দেখ

* নবম পরিশিষ্টে সন্নিবৃত্ত উক্ত্য। যারে-বিরচিত “রঞ্জিত সিং” ৩৭ এবং ৪৮ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's ‘Ranjit Singh,’ p. 67. 68)

† ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ তারিখে, সার ডেভিড অক্টোবরমাসি নব্বমেন্টকে এক পর প্রেরণ করেন। প্রথমে তাহাই উক্ত্য।

কোন বিশেষ আক্রমণের ক্ষেত্রে যেমন ভীত হইয়াছেন, ইংরাজ-
বিশেষ সেই ভয় হেতু তাঁহারা পলায়ের বেচ্ছাচারীর হস্ত হইতে
মুক্তি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু, এক্ষণে ইচ্ছা করিয়া কেহ আর
আত্মর-প্রার্থী হন না। তখন যে নীতি অনুশ্রুত হইয়াছিল,
তাঁহাতে হয়, ইংরাজগণ তাঁহাদিগকে আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিবেন;
না হয়, তাঁহারা শত্রুসমূহে পরিণত হইবেন।* সার ডেভিড প্রতীপ
করিতে লাগিলেন,—সেই বিধায়েই রাজস্বদান আশা করিয়াছিলেন,
বেচ্ছাপূর্বক আত্মর প্রেরণ হইবে। এদিকে পর্বমেন্ট নূতন আত্ম-
প্রার্থী রাজাদিগের সম্বন্ধে উদার-নীতি অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করি-
লেন। পরিশেষে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে, এক ঘোষণাপত্র প্রচা-
রিত হইল। হির হইল,—রুশিয়ার আক্রমণ সম্বন্ধে সার্বভৌম
এবং মালোয়ার সর্দারগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলেন; রুশিয়ার সি কোন
সময় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে, ইংরাজ পর্বমেন্ট তাঁহাদিগকে
সাহায্য প্রদান করিবেন; সর্দারগণ আশ্বাসন দ্বারা একাধিপত্য

* ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পর্বমেন্ট দিল্লীর রেসিডেন্টকে এক পত্র লেখেন;
এখানে তাহাই উল্লেখ্য। হ্যারিশ হ্যামেল (‘অরণ্য বৃত্তান্ত,’ ২৭৯ পৃঃ—
Travel's, p. 299.) বলেন,—বার্ষ-সাক্ষরের উদ্দেশ্যেই অন্ততঃ ইংরাজ-
গণ পলায়ন করিয়া রাজত্বার্থে বাধ্য প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু
তাঁহারা ভেদে,—ভাষ্য উত্তরাধিকারী অভাবে সমুদয় রাজ্য গ্রাস করিয়া,
স্বাধীন উপস্থিত হইয়া দখল করাই—ইংরাজদিগের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল।
সর্দারগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ায়, উত্তরাধিকারী অবর্তমানে ধন-
সম্পত্তি সম্বন্ধে বাজেয়াপ্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। বাহা
উদ্দীন, পর্বমেন্ট সম্বন্ধে রাজ্যগ্রাসের উদ্দেশ্যে অভিযান করিয়াছিলেন। ১৮০১
খ্রীষ্টাব্দে সেই মালোয়ার সর্দারগণ হইয়া ইংরাজগণ কর্তৃক বধ হইল।

করিলেন, তাঁহারা খাবেন গ্রহিলেন ; তাঁহাদিগকে কোনরূপ কর প্রদান করিতে হইবে না ! কিন্তু বৃহৎ-সমরে ইংরাজ-সর্বাধিকারকে তাঁহারা সাহায্য প্রদান করিলেন । আরও অনেক অনেক সন্ত সাব্যস্ত হইল ; কিন্তু এহলে তাহার পুনরুজ্জ্বল নিশ্চয়রাজন । *

রণজিৎ সিংহের আক্রমণ-ভয় হইতে মুক্ত হইতে না হইতেই, কলহপ্রিয় দুর্ভাগ্য সর্দারগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন ; কেহ কেহ বা আপনাদিগের অপেক্ষা হীনবল পারিশিয়ারিক রাজপুত্রের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিলেন । সেই সর্দারদিগকে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে প্রবর্ত্তন জেনারেল পূর্বাগর অনিচ্ছুক ছিলেন ।† কিন্তু মিঃ মেটকাল প্রতিপন্ন করিলেন,—সেই সকল সর্দারেরই প্রত্যেককেই প্রত্যেকের অবস্থা আক্রমণ হইতে রক্ষা করা আবশ্যিক ; এবং তাহাদিগের সকলকেই সমরুপে রণজিৎ সিংহের আক্রমণ হইতে মুক্ত করিতে হইবে । সেই মন্ত্রে সংপ্রতি যত্ন সহযোগিতা প্রচার করা কর্তব্য । তিনি আরও বলিলেন,—তাঁহাদিগের বিপদ নিরাকরণের এতটা নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হইলে, উৎপীড়িত ব্যক্তিবর্গ বাধ্য হইয়া লাহোরাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ; তাঁহাদের মনে হইবে,—ভিনিই আশ্রয় গ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি । সবলে বলীয়ান হইয়া, লাহোরাধিপতি বিরোধিতা করিলে প্রবোধ পাইবেন ; তবিলে তাঁহার সিদ্ধিলাভও অসম্ভবতাবী ।‡

* দশম পরিশিষ্ট অষ্টম । (See Appendix, No. x.)

† ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল, ম্যার ডেভিড অক্টোব্রগানির বরাবর সর্বাধিকার এক পত্র প্রেরণ করেন । এখানে তাহাই উল্লেখ ।

‡ ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন, সর্বাধিকার বরাবর মিঃ মেটকাল এর পত্র প্রেরণ করেন, তাহারই বিষয় উল্লেখ করা হইতেছে ।

সকলেই সেই মতের বাধ্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন,—সকলেই সেই মত সমর্থন করিলেন। ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দের ২রা আগস্ট দ্বিতীয় বোম্বাই-পত্র প্রচারিত হইল। তাহাতে সর্দারদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল; কেহ কাহারও রাজ্য অথবা আক্রমণ না করেন,—ইংরাজ-সরকারেও ডিবিদে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগকে বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে, এবং রণজিৎ সিংহের আক্রমণে তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন—সে সম্বন্ধেও সর্দারদিগকে আশ্বস্ত করা হইল। * এইরূপ বোম্বাই প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও, বিবাদ-বিসম্বাদ, অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং অথবা রাজ্য-আক্রমণ সহজে মিটিল না। সার ডেভিড অকুটরলোনির আগমনে, বোধ সিং খালসিয়া নানারূপ অস্থিলায় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত সন্ধিস্থাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি বলপূর্বক কতকগুলি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহাকে দমন করিতে সৈন্ত প্রেরণের আবশ্যক হইল। বোধ সিং যে সকল স্থান বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার পুনঃস্বত্ব-সামান্যই সেই অভিযানের উদ্দেশ্য। †

* একাদশ পব্লিশমেন্টের বোম্বাই-পত্র দ্রষ্টব্য। (See the Proclamation, Appendix, No xi.)

† ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর, দিল্লীর রেসিডেন্ট রাজাকে অধিনেও বশিত করিতে, আশালায় প্রতিনিধির নিকট এক আদেশ-পত্র প্রেরণ করেন। সাধারণ ব্যয়বরূপ ৬৫ হাজার টাকা সেই রাজার নিকট হইতে আদায় করিতে আশালায় প্রতিনিধি আদিষ্ট হন। তৎকালে, কিছুকাল পূর্বে সেই পরিবারের প্রধান ব্যক্তি বোধ সিং মূলতঃ অধিকার করিয়া, রঞ্জিৎ সিংহের সৈন্ত সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তন করেন। পরায়ণ তাঁহাকে গ্রহণ করা করিলেন। আজিও শিখ-রাজ্য

কিন্তু প্রদেশস্থ 'মালোয়া' নিধনিগের ইতিহাসে, সাধারণ পাঠক-
দিগের কৌতূহলপ্রদ ঘটনাবলীর অসংখ্য বা হইতে পারে; ভারতের
শাসনসম্পর্কে দ্বাধারা জ্ঞানলাভের, সে ইতিহাসে তাঁহাদেরও অনেক
জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তৃত থাকিতে পারে; কিন্তু এখানে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ
পালোচনা নিম্প্রয়োজন। এক্ষণে ইংরাজ কর্তৃকারিগণ করেকটা গুরুতর
সমস্যা-পূর্ণ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ ঐ
উঠিল,—সমশক্তিসম্পন্ন রাজপুত্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সেই
বিবাদে যোগদান করা কর্তব্য কিনা; দ্বিতীয়তঃ, ঐহীনিক রাজপুত্র এবং
ঐহীনিকের মিত্র-রাজপুত্র অথবা অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ বা সর্দারদিগের মধ্যে
পদস্ফের মনোমালিন্য হেতু বিবাদ বিসম্বাদ সংঘটিত হইলে, সে ক্ষেত্রেই
বা ইংরাজ-পনরমেষ্টে কোন নীতি অবলম্বন করিবেন;—সে সকল স্থলে
ঐহানিগকে বাধা প্রদান করা কর্তব্য কিনা; ইত্যাদি বিষয় মীমাংসায়
সকল ইংরাজ-পনরমেষ্টে মনোবোণী হইলেন। বিভিন্ন জাতির বিভিন্নরূপ
সামাজিক বীতি-নীতির সহিত হিন্দুদিগের উত্তরাধিকারিত্ব-বিষয়ক প্রচ-
লিত নিয়মসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করিতে, তাহারা অশেষ পরিশ্রম
করিলেন;—ভিন্ন ভিন্ন জাতির সামাজিক প্রথা অনুসারে, উত্তরাধি-
কারিত্বের প্রাচীন বিধিসমূহ প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা করিলেন। কবি-জীবী
শিবজীতি সহসা রাজ্যাবিকারী হওয়ার, তাহাদের সমক্ষে হিন্দু-শাস্ত্র-

ইংরাজ কর্তৃকারিগণ উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম সম্বন্ধে জিন্ন মত অবলম্বন
করিয়ছেন তাহারা, তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং "প্রোভা-
সিবিয়া" মিছিলের অধিনায়ক বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং নিম্নলিখিত
আর্য্যবাহুরদের উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করিলেন। বাহা হউক,
একদম ত্রিটিব পনরমেষ্টে সেই সমস্যার সম্বন্ধে প্রবৃত্ত এবং উপস্থিত
অবস্থার কারণে বাক্যসমূহ হইলেন।

স্বায়ে উত্তরাধিকারিণের নিয়ম নির্দেশ করিতে বিশেষ চেষ্টা হইলেন ।
 উত্তরাধিকারী অবর্তমানে সম্পত্তির বিক্রয় বন্ধাবস্থ হওয়া উচিত—
 তাহা সীমান্তের ক্ষত ও ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন ।
 তাঁহাদের মনে হইয়াছিল,—ব্রিটিশ আভিয নাগরিক (বিউনিসিপাল)
 বিধি বিধানই শ্রেষ্ঠ ; আভিয ব্যক্তিবর্গের রক্ষার জন্য তাঁহারা যে সাহায্য
 করিতে প্রস্তুত তদ্বারা তাঁহারা প্রত্যাশকারের আশা করিতে পারেন ।
 তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন,—খসোজ বা মণিঞ্জ উত্তরাধি-
 কারীদিগের স্বত্বাধিকার স্বীকার ; সম্পত্তিতে তাঁহাদের জীবনসম্বৎসর ; বাহ্যিক
 কোন রাজস্ব প্রদান করেন না, তাঁহাদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবার
 অধিকতর সম্ভাবনা ; রাজস্ব আদায় না করাতে বৃদ্ধিতে হইবে যে,
 সম্পত্তিটিকে অতি সহজেই বাস করিয়া লওয়া হইতে পারে ।
 শিব রাজ্যের এবং ইংরাজ রাজ্যের সাধারণ সীমা নির্দেশ
 করাও তাঁহাদের আর একটি অনিবার্য কৰ্ত্তব্য মণ্ডে পরিশোধিত
 হইয়াছিল । এক্ষণে কোন কোন স্থলে তাঁহার স্বত্বজয়
 সিংহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন । তাঁহারা এক্ষণে প্রতিপন্ন করিতে
 চাহিলেন—অধুনা কোন প্রধান নগর অধিকৃত হইকেই, উৎসাহের
 পারিপার্শ্বিক গ্রাম ও জনপদ সমূহে নতুন স্বত্ব অধিবে ; সেই সমস্ত
 স্থান স্থানীর শাসন-কর্তাদিগের রাজধানী মধ্যে পরিশোধিত হইবে ! অবশেষ
 ব্যক্তিবর্গ কতকগুলি পণ্ডিত জমী দখল করিয়া তাহাতে চাষ আদায়
 করিতেছিল, সেই সকল জমী রাজার অধিকৃত বলিয়া ঘোষিত হইল ।
 তাঁহারা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে নাগরিক (বিউনিসিপাল) শাসন-নীতি বিস্তার
 করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ব্রিটিশ প্রভাবের নিকট হইতে অগত্যা সম্পত্তি
 লক্ষ্যের জন্য, তাঁহারা অতি-পুঙ্খের দাবী করিলেন, অগত্যা বিচার
 অঙ্গ-সমর্পণের জন্য জিব করিতে লাগিলেন । পূর্বতন বিচার-পদ্ধতি
 প্রচলিত হইবার ব্যবস্থা হইল ; পরস্পর বিরোধ-ব্যবস্থা

মিয়ম প্রবর্তিত হওয়ারও সেই পূর্ব-নীতি দূর হইল না। ব্রিটিশ প্রতাপ
লুপ্ত-সম্পত্তির কতিপয় দাবী করা সত্বে এবং অপরাধবিশেষের আশ্র-
সমর্পণ বিষয়ে পূর্বের বিচার-ব্যবহার যে স্বেচ্ছাচার-নীতি অবলম্বিত হইত,
একশে সেই সমস্ত বিষয়ের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া
সত্বেও পূর্বনীতি সম্পূর্ণরূপে বিদ্রুিত হইল না। প্রগল্ভ এবং অবি-
বেচক কর্মচারিগণের বধেচ্ছ কার্য-কলাপে বৃহৎ সাত্ত্বাভ্যাস শাসন-নীতি
এবং বিচার-ব্যবস্থা অনেক সময়ে নিম্নাত্মজন এবং ভ্রমমূলক বলিয়া
উচিত হয়।—সাধারণে তৎপ্রতি পূর্বাগম্রই দোষারোপ করিয়া থাকে।
সেই সকল কর্মচারী মনে করেন; অপরের ত্রুটি শক্তি হ্রাস করিতে
পারিলেই, তাঁহাদের প্রভুর জটিল স্বার্থ-মুচ্যকরণে সিক হয়। তাঁহা-
দের বিশ্বাস,—আপন প্রভুর রাজ্যের মঙ্গল বিধানার্থে কোন হুবিধা
প্রাপ্ত হইলেই, তাঁহাদের নিজ স্বার্থ-মিতির উপায় প্রশস্ত হইবে।
আপনাপন স্বার্থ-মিতির উদ্দেশ্যেই তাঁহারা সর্বপ্রকার হুবিধা অবলম্ব-
করেন। এই সকল কার্য-কলাপের জন্য কেবল নিরপদহ কর্মচারিগণই
অপরাধী নহেন; ভারতীয় আভ্যন্তরীণ শাসন-নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন
করা কষ্টব্য। একশে সর্ব-সামগ্রিক-ব্যয়ক, ভারসমত এবং সুতিক্ষ-
বিধি-বিধান প্রবর্তনের এবং শাসন-দণ্ড পরিচালনের আবশ্যক।
নিষিদ্ধিদের দ্বাভ্য লম্বকে অজরতাই, ভ্রম এবং মনোহ্রদ্বের কারণ।
অধিক ইংরাজবিশেষের কোনরূপ অতিক্রমতা না থাকায়, পরিশেষে তৎ-
সম্বন্ধে তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইরাছিলেন, এবং তাহাই তাঁহাদের বন-
ভ্রমের কারণ হইরা পড়াইরাছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সাদ্র ডেভিড অক্ট
টায়-পোলি “হারকুইস অব বেট্রিংসের” নিকট অকপটে স্বীকার করিলে

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ ১৭ই মে তারিখের গোপনীয় পত্রাবলিতে এই
বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল।

ছিলেন,—যদিও ১৮০১ সন পর্যন্ত হইয়াই, তিনি ১৮০২ খ্রষ্টাব্দের
 যোষণাপত্র প্রচার করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—তখন শতক্র এবং
 হুম্মার মধ্যবর্তী প্রদেশ-সমূহে কয়েকজন মাত্র শক্তিশালী সর্দার বস-
 বাস ছিলেন, তাঁহারা এই সেই সকল রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের জন্য দায়ী,
 তাঁহাদের উপরই শান্তি-সংকার প্রভিত্তি নির্ভর করিতেছে। তিনি বুঝি-
 লেন,—“মিছিল” পণ্ডনের সময় হইতেই জহাঙ্গীর ভিত্তিতে মোবদ্বার
 করিয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল “মিছিল” বিচ্ছিন্ন হওয়ার, আমের সার
 সময় হইতে শিখগণ যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল, এখন
 তাহারা সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই অবলম্বন করিয়াছিল। রাজপুতের
 মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ ছিল, এবং তাঁহারা সকলে আবার দুটিপ পর্ব-
 স্তরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ—সেই সকল বিষয় বিবেচনা
 করিয়াই, শিখ-জাতির অবস্থা-বিশেষের প্রতি গৃহিণ-পর্ববর্ত-ট মেরুপ
 মনোযোগ করেন নাই।* আপনাদিগের জায় সমপরিমাণ অসত্য-

* ত্রিটিং পর্ববর্তের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, কাম্বেন মারে, মি:
 ক্রাফ, সার ডেভিড অক্টারলোনি এবং লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ওয়েডের জায়
 বিজ্ঞান ব্যক্তিগণ শতক্রর উত্তর পার্শ্বের শিখ-রাজ্যে বহুকাল প্রতিনিবি-
 রূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর তির-মতাবলম্বী হইলেও,
 ইংরাজ-রাজ্যের মঙ্গলবিধানার্থ একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য
 করিতেন। তাঁহারা আপনাপন সংস্কার এবং প্রভুত্বকে অসংশয়স্বরূপ
 বৈধ-বর্ধন করিয়াছিলেন,—কৈশিক সভ্যতাতির প্রাধিক্রমে তাঁহারা
 অস্বত্বাসীয় সহায়ত্ব আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বাহ্যতে কৈশিক
 শাসন-নীতির কঠোরতা আপো অস্বত্বত না হয়, তদ্বিরে তাঁহারা বিশেষ
 প্রদীপ্ত ছিলেন। বিজয়ী ইংরাজ-বীরপুরুষদিগের মধ্যে সার ডেভিড
 অক্টারলোনি সর্বপ্রথম; উক্তর কল্পিত কল্পনাধারের মনে যে প্রভি

জাতি সমূহের মধ্যে শিব-জাতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছিল।
যখন ইংলণ্ডের বিস্তৃত বিশাল শক্তি তাহাদিগের প্রতিরোধ করে, ওখন

চিরকাল বর্জমান থাকিলে। যে সকল নরপতি ইংলণ্ডের বিশাল শক্তির
অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সার ভেডিড অক্টোব্রলেনিক
বিশেষ ভাল বাসিতেন; তিনি সৈন্তগণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত, অধীনস্থ নিরপদস্থ কর্ণচারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ
বিশেষ বিশেষ কার্যে নিযুক্ত হইতেন; কেহ কেহ আবার হানীর শাসন-
কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা কালেই স্বাৰ্থসাধনোদ্দেশ্যে আপাত-
মুখ্য এবং অধিকতর সুবিধাজনক বিষয়েই আসক্ত হইতেন। বাহাতে
স্বাৰ্থ-সাধন অবশ্যস্বাবী, সাধারণের অস্বীকৃত্য হইলেও সেই সকল ব্যক্তি
সম্পাদনেই তাঁহারা তৎপর হইতেন। তাঁহারা কচিং সুচতুর এবং
স্বাধীন শাসনকর্তা হইতে পারিতেন; যাহারা বহুদল ও বহুপ্রজাতি-
জ্ঞানার্জন করিয়াছেন, এই সকল শাসনকর্তৃগণ কখনই তাঁহাদের
সম্বন্ধভা জাতি সমর্থ হইতেন না। বাহা হউক, তাত্‌কালিক মুখ্য
এবং কার্যক্ষম কর্ণচারিগণও সাময়িক সুযোগের সম্ভাবনার কবিতাছেন
বলিয়া, তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রতিভা কেহই উপলব্ধি করিতেন না।
সুতরাং যজ্ঞগণের অনুপস্থিতি-কালে শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি কোন গুরুতর
কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে অভিলাষী হইলে, তাঁহাকে কাজে কাজেই
স্ববর্ণমোহের হানীর প্রতিদ্বন্দ্বিগণের উপরই প্রাধান্য নির্ভর
করিতে হইত। বস্তুতঃ, বহুল-বিধাসাধই হউক, আর অনিষ্ট-
সাধনোদ্দেশ্যেই হউক, সেই সকল কর্ণচারী পক্ষপাতিত্ব করিতেন,
অথবা একদেশবর্শা হইতেন। গ্রহকার অতি অল্পকাল মাত্র কাজে
নিযুক্ত ছিলেন; তৎকালে একটা বিচার-সভা বা সংশোধনকারী সমিতি
ছিল। গ্রহকার গুরুতর গুরুতর একাধার অনেক কার্য সমুদয়

তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা রাজনীতি সম্বন্ধে পরিমিতচার অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন; স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদী হইয়া, জনসাধারণ বাহ্যতে সাম্য-তার অবলম্বন করে, তাহারা তদ্বিররে চেষ্টা করিতে পারিলেন।

করিজাছিলেন। তাহারা কৃত্তিকাপূর্ণ বাহুনগুলের মধ্য দিয়া সর্ব-
প্রকার আর্থ-প্রধানী পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন, রাজনীতি এবং
জাতিপন্থার সর্ববাদিসম্মত নীতি অনুসারে সর্বপ্রকার উদ্দেশ্যই তাহারা
বিচার করিতে সক্ষম ছিলেন। ভারতে ইংরাজ-প্রাধান্যের সহিত
তাহাদের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহারা অস্বাভাবিক উপলব্ধি করিতে পারিতেন।
ভারতে ইংরাজদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, কার্যাবলীর
নিশ্চয়তা, এবং একতা-বিধান আবশ্যিক। তাহাদিগের সহিষ্ণুতা অবলম্বন
প্রয়োজন; এবং সাধারণের উপযোগী করিয়া শাসননীতি প্রবর্তন করা
কর্তব্য। বাহ্যতে সেই সকল শাসননীতির কঠোরতা অনুভূত না হয়,
অবিরোধে তাহাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা হইতে মূলতান,
কাশ্মীর এবং পেশোয়ার বিজয় ।

১৮০১—১৮২০-২৪ ।

। রণজিৎ সিং এবং ইংরাজদিগের পরস্পর বিবিরাসে ক্রমশঃ বিস্তৃতি
হইল ।—রণজিৎ এবং অর্ধাঙ্গন :—রণজিৎ সিং এবং কাবুলের ভূতপূর্ব
গবর্নর :—রণজিৎ সিং এবং কাবুলের উজীর কতে বী :—রণজিৎ সিং
সংযুক্তা কেবল কাশ্মীর অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না ।—কতে বী
নিবনসাধন :—রণজিৎ সিংহের মূলতান আক্রমণ, পেশোয়ার সূত্র, কাশ্মীর
আধিকার এবং সিন্ধু ভৌগোলিক ‘চেহাঙ্গিনা’ প্রদেশ রাজ্যভুক্ত করণ :—আফগান-
দিগের পরাজয়, পেশোয়ার হইতে রীতিমত রাজত্ব গ্রহণ, —কাবুলের মহান
প্রাতিষ্ঠান এবং কটোলের সংসার প্রদেহ যুক্ত :—রণজিৎ সিংহের অপ্রতিহত
কর্তব্য ও প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা :—১৮১৮-১৯ গঠিতে সাংস্কারকৃত ভারত
আক্রমণ :—আফগানের আশ্রয় লাভ :—পারিতোষিক যুদ্ধকট :—রণজিৎ
সিংহের শাসন-প্রণালী রণজিৎ সিংহের তত্ত্ব-বিভূতি এবং শিখদিগের
শাসনাচার :—রণজিৎ সিংহের অগ্রবর্তমান ব্যক্তিগত এবং সাধারণ বিকাশ
কর্তব্য বা কর্তব্যবিগণ ।

ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট, রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন ।
কেনে শান্তি স্থাপিত হইল ; রণজিৎ সিং বিরোধ-মুখে আঘাত হইলেন ।
লোকের মনে সহজে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় না ; ক্রমবর্ধিত পালনের প্রায়
বিশ্বাস অতি দীর্ঘে দীর্ঘে গমিয়া থাকে । ব্যক্তিগত-প্রতিদ্বন্দ্বের মধ্যে
এক অবিশ্বাস সচরাচর বিদ্যুৎ হয় না । মহারাজের সহিত বন্ধন সন্ধি-
স্থাপনের কারোকার চমিত্বছিল, তখন ইংরাজ-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে

করা জানিতে পারিলেন, মহারাজ সিংহির নিকট মন্দি-প্রদান উপাশন করিয়াছেন । * তাঁহার রাজধানী লাহোরে কর্তৃক বৎসর ধরিয়া পোয়া-দিয়ে, হোলকার এবং আদীর খাঁ প্রভৃতির প্রতিনিধিগণ একান্তভাবে স্বত্বাভ্যাস করিতে লাগিলেন ।† তদ্বিষয় সকলকেই নয়নপথে পতিত হইল । পঞ্চম এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জাতি একতা-স্থলে আবদ্ধ হইয়া বিজয়-বিজয়-বৃন্দকে নিত্যাভ্যাস করিতে উদ্বুদ্ধ হইবে,—তাঁহাদের প্রভুগণ বহু কাল সেই আশার বৃন্দকে মুক্ত হইয়া কালব্যাপন করিলেন । ইহাও শাসনকর্তৃগণের আশ্রয় বিবাস ভগ্নিল,—সারহিন্দের শিবপন বাহাদুর ইংরাজদিগের অধীনতা-পাল প্রিয় করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করে, তদ্বিধা সিং তদ্বিষয়ে শিবদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিত হইয়াছেন ; তাঁহার এবং হোলকারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আশ্রয়-কার্জাদিগের বিবন্ধে অস্ত্রধারণ করিতে, তিনি শিবদিগকে পরামর্শ প্রদান করিতেছেন । ‡ অস্ত্রাভ্যাস বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীও এখানে উল্লেখযোগ্য । সার ডেভিড অক্টোবরোনির স্ত্রীর হৃৎকৃত সেনা-নাথকও ভাবিয়া দেখিলেন,—একদা সফটপার অস্ত্রায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমস্ত করিয়া রাখা কর্তব্য, এবং সুধিরানার সেনা-নিবাস স্থাপন করিয়া

* ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন, দিল্লীর রেসিডেন্ট, সার ডেভিড অক্টোবরোনির বরাবর সেই যুদ্ধে এক পত্র প্রেরণ করেন ।

† ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর, সার ডেভিড অক্টোবরোনি, গবর্নমেন্টের বরাবর সেই যুদ্ধে পত্র লেখেন । এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই, ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর এবং ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ও ৩০শে জানুয়ারী এবং ২২শে অক্টোবরের পত্র প্রদত্ত ।

‡ ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী গবর্নমেন্টের বরাবর সার ডেভিড অক্টোবরোনির পত্র প্রদত্ত ।

যদি প্রবাসের জন্য প্রস্তুত থাকা বিধেয়।* এদিকে রবীন্দ্র সিংহের
মনেও সেইরূপ অবিবাহ এক সন্দেহ জন্মিল। কিন্তু রবীন্দ্র সিংহের
অবিবাহ সচরাচর প্রকাশ পাইত না; তাঁহার ব্যবহারেও সে সব কিছুই
প্রকাশ পাইত না। তবে সময়ে সময়ে অনিশ্চিত এবং কার্যবোধক কথা-
বার্তায় তাঁহার মানসিক অবিবাহ এবং সন্দেহের অব প্রকাশ হইয়া
পড়িত; কলনও বা কাণ্ড-প্রবালী এবং পত্রাপত্রের নিয়ম হইতে তাঁহার
অবিবাহের বিষয় প্রতিপন্ন হইতে পারিত; তাঁহার কার্যকলাপ এবং আচার-
ব্যবহার হইতেও তাহা কতক পরিমাণে উপলব্ধি হইত; কখনও বা পদ-
গৌরবে যেতু তাঁহার সে অবিবাহ প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু তাঁহার
প্রকৃত আলাপ অথবা বাদ-প্রতিবাদ হইতে তাঁহার মানসিক অব-ভাব
কিছুই উপলব্ধি হইত না। উক্ত রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যে সন্দেহ এবং
অবিবাহ জন্মিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বিদূরিত হইল। তখন
রবীন্দ্র বুঝিলেন,—শতক্রম সঙ্গী আভিষ্কৃত করিয়া, তিনি নির্ভয়ে আপন
রাজ্য-বিস্তার করিতে সমর্থ। তিনি ইংরাজদিগকে হুঁকাইলেন,
যখন তিনি অভ্যন্তর দেশ অগ্র করিতে বাস্তু স্থাপন করিবেন; সুতরাং দক্ষিণ-
প্রদেশের কলহ-শ্রিয়-মিত্র রাজ্যের কার্য-কলাপে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি
ইংরাজদিগকে বিরত করিবেন না। ১৮১১ খ্রষ্টাব্দে নবাবের জেনারেল এক
মহারাজ উক্তের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান হইল। † পর বৎসর

* ১৮০১ খ্রষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৮১০ খ্রষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর
সহ, সার ডেভিড অক্টার্ল্যান্ডি সেই সন্ধির পূর্বকণ্ঠকে এক পত্র
লেখেন।

† এই সময়ে সাহোরে একখানি পাড়ী প্রেরিত হয়। ১৮১১
খ্রষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারী দিনের রেসিডেন্ট, সার ডেভিড অক্টার্ল্যান্ডিকে

শিখ-ইতিহাস।

মহারাজ-মহারাজ সিংহের বিবাহোৎসবে সার ডেভিড অকটাব্রোসানি যোগদান করিয়া, মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।* সেই সময় হইতে শিখ মুন্ডর এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত শিখ-আক্রমণের অধিকতর কম সময়ে একমাত্র কার্যমিরত অদম ব্যক্তিরূপেই আদর্শ-বর্জন হইত; মঙ্গল-বিবাসিনণ ভয়ে অতিভূত হইতেন। কিন্তু ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধি সর্বার-জেনারেল তাহাতে অশুভািত বিচলিত হইতেন না।

সিঃ মেটকাক লাহোর পরিত্যাপ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রত্যাপনম্বে রণজিৎ সিং লুধিয়ানার সম্মুখবর্তী কিলোরের সীমান্ত স্থান এবং অমৃতসরের গোবিন্দগড় নামক দুর্গ প্রস্তুত এবং সুরক্ষিত করিতে কৃতসম্মত হইলেন; তাহাই তিনি প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। শিখআতির বন্দন্যতান সেই রাজধানী অধিকার করিয়াই, রণজিৎ সিং সেই দুর্গ নির্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।† সেই সময় কটোরের সংসার চাঁদ গুর্খাদিপকে দমন করিতে রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুর্খাগণ বহুকালাবধি কাডুড়ার দুর্গ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিল; এক্ষণে তাহাদের অবস্থিঃ আক্রমণ অসহনীয় হইয়া উঠিল। রাজপুত্ররাজ বমুনা হইতে বিস্তৃত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তারের মনঃ করিয়াছিলেন। এক্ষণে গুর্খাদিপের

এবং ১৮১১ খ্রষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর, সার ডেভিড অকটাব্রোসানি সর্বার-মেটকে যে পত্র লিখেন,—তাহাই প্রট্য।

* ১৮১১ খ্রষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই এবং ১৮১২ খ্রষ্টাব্দের ২৩ জুলাই-সার ডেভিড অকটাব্রোসানি সর্বারমেটকে যে পত্র দিয়াছিলেন—তাহাই প্রট্য।

† মার্কে-বিরচিত রণজিৎ সিং, ৭৬ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's Sikh Subject Singh, p. 76.)

আজ্ঞামনে তাঁহার সেই সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। শুধাধিন্দকে বিভাঞ্চিত করাই সংসার চাকের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া পাড়াইল, সেই উদ্দেশ্য-সাধন করাই তিনি রূপজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রূপজিৎ সিংহের সাহায্য প্রদানের পুরস্কারস্বরূপ সংসার চাঁদ, শিব-রাজকে কাণ্ডকার হুর্গ প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞিত হইলেন। কিন্তু ইত্যবসরে সংসার চাঁদ এক বিরাস্বাতকতার কাব্য করিলেন : তিনি শুধাধিন্দকে রূপজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণের উপযোগিতা বুকাইয়া তিনি হুর্গ-প্রবেশের আশা করিলেন। তিনি নেপাল-সেনাপতির নিকট প্রতিজ্ঞাপনের আবদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে হুর্গ প্রদানের অস্বীকার করিলেন। সন্ত হইল,— ইহাকে সপরিবারে নির্ঝিল্লি প্রহরার অভ্যুত্থি প্রদান করিলে, তিনি নেপাল-সেনাপতির হস্তে হুর্গ সমর্পণ করিলেন। মহারাজ সংসার চাঁদের সকল অতিসম্মি বৃত্তিতে পারিলেন। তিনি মিত্র-পুত্রকে বন্দী করিলেন, এবং নানারূপ চতুরতা সহকারে কঠিনাঙ্ক সেনাপতিকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে উমায় সিং বাব্বা তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন,—উক্ত সৈন্য বিলিত হইয়া পরজবাসীদিগকে আজ্ঞামন করিবে; এবং তিনি কাণ্ডকা হুর্গ অধিকার করিয়া লইবেন, অথবা সৃষ্টিত দ্রবের যন্তে শুধাধিন্দের অংশ বলিয়া হুর্গটা তাঁহাকেই সমর্পণ করা হইবে। মুক্তি প্রদানের দাব প্রকাশ করিয়া মহারাজ সহসা হুর্গ প্রবেশের অভ্যুত্থি চাহিলেন; কিন্তু তিনি হুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। সংসার চাঁদের সকল আশা নির্ভুল হইল; উমায় সিং প্রতারিত হইলেন। এইরূপ প্রতারিত হইয়া উমায় সিং আশা হুরাণ্ডের ভক্ত উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে শতক্ৰম অতিক্রম করিয়া প্রহর করিলেন।

কুশল নেপাল-সেনাপতি অতঃপর আপন সৈন্যবলের পশ্চাৎপন্থিত কর্তৃক-
 ত্ত্বনি বিদ্রোহ ধমন করিলেন। কিন্তু কাণ্ডড়া আধকার করিতে না পারিয়া,
 লজ্জা এবং ঘৃণার দারুণ স্মৃতিক-লেশনে তিনি অর্জুনোদ্ভূত হইতে
 লাগিলেন। অতঃপর তিনি তার ডেভিড অক্টারলোনির নিকট এক
 প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন;—তঁাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া, সৈন্য সম্মতি-
 ব্যতীত মিকুনন অভিযুগে যাত্রা করিবেন: পার্বত্য-প্রদেশসমূহ
 এক সমতল ভূমি অধিকার করিয়া তঁাহারা স্বতন্ত্ররূপে বিভাগ
 করিয়া লইবেন, যিনি যাহা অধিকার করিবেন, তাহার অধিকারে সেই
 স্থানই থাকিবে।* রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের সাম্য-নীতি এবং
 জিহ্ম-জাতি-বিষয়ক বিধি-বিধান কিছুই অবগত ছিলেন না। তঁাহার
 মনে হইল, তঁাহার উচ্চাভিলাষ ইংরেজগণ কর্তৃক সীমাবদ্ধ
 হইয়াছে; তিনি অনিচ্ছাসহে তঁাহাদিগের সে প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান
 করিয়াছেন। এক্ষণে কোন না কোন ছল করিয়া নেপালের বিভিন্ন
 তঁাহার ক্ষমতা হ্রাস করিতে হুঁচুটিতে অগ্রসর হইবেন। মহা-
 রাজ রণজিৎ সিং সেই ভাবনা ভাবিয়া আকুল হইলেন;—তঁাহার মনে
 কুশল ও অকুশলের যেরূপ বিভীষিকা উদয় হইতে লাগিল। তিনি এতদূর
 করিলেন,—উমার সিং থান্না যে সতর্ক প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি সেই
 সতর্কই উমার সিংহের সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত আছেন। এদিকে

কাণ্ডেন ওজরেক বলিয়াছিলেন,—সুখাংগ তঁাহার সহিত মিলিত হইয়া
 অল্প-প্রমাণে অভিলষী। কিন্তু তিনি মনে করেন, তাহাদিগকে
 পক্ষাঘ হইতে বিহাতিত করাই বিধে। (১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে কাণ্ডেন ওজর
 থান্না যে সতর্ক প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা এই)।

* ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই এবং ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ডেভিড অক্টার-
 লোনি ও অক্টারলোনি নেপাল কর্তৃক নিধন হইলেন, তাহা এই।

দ্বর্বার-জেনারেল তাঁহাকে উত্তরে জানাইলেন,— পার্শ্বভূ-প্রদেশে আক্রমণ-
কারী গুণাগণের শান্তিবিধান জন্ত কেবল যে তিনিই একাকী শতরূ নদী
অতিক্রম করিবেন, তাহা নহে ; পরন্তু যদি তাহার সাহায্যের সমস্ত
ক্ষেত্র আক্রমণ করে, তাহা হইলে, ইংরেজগণ তাঁহার সহায়তা করিবেন।
উত্তর রাজ্যের সীমা-নির্দেশক শতরূ নদী প্রকৃতপক্ষে অলঙ্ঘ্যবীর,
দ্বর্বার-জেনারেলের এই প্রস্তাবে তিনি তাহার আর একটা প্রমাণ পাই-
লেন । এক্ষণে রূপজিৎ সিং অতীক্ষিত স্বীকারোক্তি ও নিশ্চয়তা প্রাপ্ত
হইলেন ; সুতরাং পার্শ্বভূ-প্রদেশের নিভৃত কক্ষের অভ্যন্তরে আব্রূকজ
দ্বারা অলঙ্ঘিত হইল না ; রূপজিৎ সিং তদ্বিষয়ে আর কোন ব্যাক্যলাপ
করিলেন না । * কিন্তু উমার সিং আপন ভাণ্ডা-বিশ্বাসে বহুকাল চুপা-
ন্থলে দগ্ধ হইলেন : আপন চরাদুট্টের বিব-জালা তাঁহার মন হইতে সহজে
বিস্ত্রিত হইল না । পক্ষাঘ্ন আক্রমণের জন্ত তিনি ইংরেজ কর্তৃপক্ষীয়-
দের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ; তাঁহাদিগকে বিকিণ উপায়ে উত্তেজিত
করিয়া স্বপক্ষ-ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিত হইলেন । তিনি প্রতিশ্রুত করিতে
চেষ্টা করিলেন,—নেপালের সহিত সন্ধি স্থাপন, ভিন্ন-দেশবাদী সকলেই
পরস্পর মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, অথবা তাঁহার উত্তর দ্বর্বার-
মেটের শত্রুসমূহে পরিণত হইয়াছেন । ওজস্বী রূপজিৎ সিং অবৈক-
ক্ষেপে কটোচের 'গুণা-অধিকার আক্রমণ করিয়াছেন । একান্তভাবে
তিনি আরও সমপ্রাণ করিতে চেষ্টা করিলেন,—অগ্রসর হওয়াই
অধিকতর নিরাপদ । শতরূ অতিক্রম করিয়া পরস্পরে কক্ষের ইচ্ছা

* ১৮১১ খ্রষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর, মায় ডেভিড অক্টোবর মাসে দ্বর্বার-
মেটের বরাবর এবং ১৮১১ খ্রষ্টাব্দের ২২শে নবেম্বর এবং ৪ঠা অক্টোবর
মায় ডেভিড অক্টোবরমাসকে পর্ববর্তে যে পত্র লিখিয়াছিলেন,—
এখানে তাহাই উদ্ধৃত ।

অধিকার করা হইল, ইংরাজগণ আর কি উপায়ে শত্ৰু-অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিবে? ১৮১৪ বর্ষের এক বৃহৎ বাধিল। শিব-সিংহের রাজ্যের অতি সখিকটে, পার্বত্য-প্রদেশে এবং সমতল-ক্ষেত্রে ইংরাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। সূর্য্যাপন, কাম্বীর অধিবাসন অঙ্গা পরিভাষা করিল: অধিকন্তু তাহারা অনেক কাটমাণ্ডু বিধর ভাটেরা মিত্রগিত হইয়া উঠিল। তখন কেহই রণজিং সিংহের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না। ইংরাজপ্রতিনিধিগণ সংসার চাকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া, সূর্য্য এবং তাহাদের মিত্রসামন্তগণের সহ-পার্বত্যবাসকেই সমুদ্রবোণ করিলেন। এই অবিস্ময়কারিতা এবং অধৈর্য সাহায্য প্রার্থনার অল্প রণজিং সিংহের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সার ডেভিড অক্টোব্রোসানি তাঁহাকে স্থানাইলেন—মহারাষ্ট্রের প্রভু হইয়া কোরুপ সন্তোষণ করা হয় নাই। তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই স্বীকার করিয়া, ইংরাজ-পক্ষমুখে অসহ্য হইয়া পাইলেন: প্রেমলী হিন্দু সর্দার অপর রাজ্যের সহিত সমস্ত যুদ্ধে সম্মত হইবার জন্য কোনরূপ মিথ্যায় প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হইলেন না। †

* ১৮১০ বর্ষের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে, সার ডেভিড অক্টোব্রোসানি পক্ষমুখের ক্যাবল যে পত্র প্রেরণ করেন, এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

† ১৮১৪ বর্ষের ১লা এবং ২০শে অক্টোবর পক্ষমুখের, সার ডেভিড অক্টোব্রোসানিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এতদধিকার লিখিত উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮১৪ বর্ষের ১১ই অক্টোবর সার ডেভিড অক্টোব্রোসানির বরাবর মির্জার রেসিডেন্টের পত্র; এবং ১৮১৪ বর্ষের ২০শে অক্টোবর সার ডেভিড, রণজিং সিংহকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত।

শতাব্দীর উত্তর প্রদেশে রূপকিৎ সিংহের রাজ্য হুৎ হইল।
কিন্তু ১৮১০ খৃষ্টাব্দের শেষে তাহা তিনি আর এক নতুন বিপ্লব
সাম্রাজ্য নিম্ন হইলেন। তাহাতে পুনরায় ইংরাজদিগের সাম্রাজ্যত্ব
বর্ধিত করিয়া আনয়ন করিলেন;—তাহার পরামর্শের দ্বারা অল্প-
কাল মধ্যেই হইলেন। কনাসী এবং পারস্ত সাম্রাজ্যের আক্রমণ

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে সার ডেভিড অক্টোবরলানি সমস্ত সমস্ত
সম্রাজ্য সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলেন। অতঃপর একবারও তিনি জানাইয়া-
ছিলেন যে, তাঁহার মতে, পার্শ্বভা প্রদেশে যেকোন যুদ্ধ হইতেছিল,
তাঁহার সৈন্যবলের মধ্যে সিপাহী সৈন্য সেইরূপ পার্শ্বভা যুদ্ধের বিষয়
অজ্ঞানবোধী। (১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর, সার ডেভিড অক্টোব-
রলানি সেই যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণভাবে জানাইয়াছিলেন :) এই সকল যুদ্ধে
হিন্দুরের (নালাগড়ের) রাজা রামশরণ ইংরাজদিগের বিশেষ
সহায়তা করিয়াছিলেন ; তিনি অতিশয় দক্ষতার সহিত সৈন্য পরিচালনা
করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ তাঁহার নিকট অনেক উপকার পাইয়াছিলেন।
রাজা রামশরণ—হরিচাঁদের বংশধর ; হরিচাঁদ গুরু গোবিন্দের হস্তে নিহত
হন। বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণে তিনি বিশেষ তৎপরতার সহিত সংসার
চালাইয়া সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াই
তিনি গুর্জারদিগের অব্যাহত গতি প্রাপ্তি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।
সেই মহাশয় রাজা ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতীতকাল
পর্যন্ত তিনি সার ডেভিড অক্টোবরলানির এবং তাঁহার “স্ট্রীলিং
পাউণ্ডার” কাহিনীর ও সৈন্যের বিশেষ প্রশংসা করিতেন ; হিমালয়ের
উচ্চ-পার্শ্বভা-পাশ অতিক্রম করিয়া সেই কাহিনীগুলি চাইয়া বাঙালি পক্ষ
রাজা যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি বিশেষ প্রশংসা
করিতেন।

আশঙ্কিত, তাঁহাদিগের দণ্ড প্রতিরোধের জন্য মিঃ এলকিনবট্টের কাবুলের সন্ন্যাসী, সাঃ হুজার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। সন্ধি স্থাপনের অন্যান্যবিধি পূরেই সাঃ হুজার জাভা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কাবুলের সন্ন্যাসী-পদে প্রতিস্থিত হইলেন। সাঃ হুজা তাঁহাকেই এক্ষণে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। তিনি হুতুদর মন্ত্রী, কতে খাঁর হস্তে মনস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং সেই মন্ত্র মন্ত্রী কতে খাঁ রাজ-কাষ পরিচালনা করিতেছিলেন। তৎকালে মহারাজ তুজিরাবাদে ছিলেন। তৎকালে শিখ-সৈন্য এই সময়ে নুতানুর্থে পতিত হন। হুতু শিখের পরিবারবর্গকে বন্দি করিয়া, সেই স্থান অবিকার করাই, তাঁহার উদ্দেশ্য। তৎকালে তিনি জানিতে পারিলেন, সাঃ হুজা পূর্বাভিমুখে আগ্রসর হইতেছেন। সাঃ হুজার বিশ্বাস ছিল,—কোন নঃ কোন মিত্ররাজ তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিবেন; কিন্তু তদ্বিষয়ে তিনি কোনরূপ নিশ্চয়ত প্রাপ্ত হন নাই। সাঃ জামানের নিকট বণিজ্য-সিংহ রাজধানী লাহোর লক্ষ্যে দানবরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই লাহোর সম্বন্ধে তিনি বেরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকলই তাঁহার মনে উদয় হইল। তাঁহার মনে উদয় হইল, মুষ্টিমেব সৈন্তের বিনিময়ে সমস্ত পলায় ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পিত হইবে। তৎকালে তিনি শ্রেষ্ঠ রাজশক্তির একজন প্রতিনিধিকে আপন আশ্রয়স্থানে রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। হুতুদর এবং কাণ্ধীর পুনরুদ্ধার-কল্পে সাহায্য প্রদান করিবেন, প্রস্তাব করিয়া, রণালি, মিঃ সেই ভূতপূর্ব সন্ন্যাসীর মনোরঞ্জন করিতে পারিলেন। বণিজ্য সিং বলিলেন,—হিন্দুস্থান অভিমুখে অধিক দূর আগ্রসর হইতে হইলে, সন্ন্যাসীর বিশেষ কষ্ট হইবে; হুতুদর তাঁহার পঞ্চত্রয় সিবারণ্য

* ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ ১০ই এবং ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ডেভিড কল্টার-জোসি, সর্বদিকটকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে এ বিষয়ের বিশেষ বর্ণনা আছে।

বণভিঃ সিং স্বয়ং তাঁহারক অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। * সাহিবগালে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু কোন ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত দ্বারা নির্দ্ধারিত হইল না। তখন সিদ্ধি-লাভের আশা, সার মনে জাগ্রিত হইল; তিনি কতকটা আশাবিহীন হইলেন। বণভিঃ সিংহের অকপটতার চিহ্নের অবিকার জাগিল; সা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। † তাঁহাদের সর্বপ্রকার সম্বন্ধ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল; কিন্তু তত্রাচ সন্ধি-স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মহারাজ তৎপ্রতীকার কালে কালব্যাজ না করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন; সম্রাটের নাম করিয়া, তিনি মুকতনে সম্রাটের অগ্র জিহ্বা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই স্থান অধিকার করেই, তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। সেই দুর্গ প্রাচীর-বৎসের অগ্র সাহেব হইতে বণভিঃ সিং “জেম বেগম” বা “ভাঙ্গী টোলী” নামক প্রসিদ্ধ কামান আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা—শব্দস উল্লাস, ব্যর্থ হইল। বিফলমনোরথ হইয়া তিনি এপ্রিল মাসে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; তাঁহার সকল গুপ্ত বর্গ হইল; এক লক্ষ ৮০ হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি দুই-তিন কোড়ে তথা হইতে

* ১৮০১ খ্রষ্টাব্দের ০৫, ১০ই, ১৭ই ও ৩০শে ডিসেম্বর এবং ১৮১০ খ্রষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী, নবম্বরেণ্ডোব বস্তাবত সার ডেভিড অক্টোব্রোসোনির পত্র দ্রষ্টব্য।

† সা হাজার আশ-চরিত, দ্বাদশ অধ্যায়। (Shah Shooja's Autobiography, chap. xxii.) ১৮৩৯ খ্রষ্টাব্দের “কলিকাতার মাসিক পত্রিকা” দ্রষ্টব্য। (Calcutta Monthly Magazine) সার আশ-চরিত কখনও পূর্ণবিবৃত হয় নাই। কিন্তু প্রকৃতপ্রকারে আশিষ্ট সমাপ্তি ও পরিণতি হইয়াছিল।

কিরি আনিলেন। * এই সময়ে, গবর্নর-জেনারেল কলিকাতার ছিলেন ;
 তৎকালে শাসনকর্তা রাজসের খাঁর সহিত তাঁহার পত্রাপত্র চলিতেছিল।
 রণজিৎ সিং তাহাতে বড় ভীত হইলেন। খাঁহার মনে হইল,—মজঃ-
 ফর খাঁ, ইংরাজদিগের নিকট বশতা স্বীকারের প্রস্তাব করিলে,
 ইংরাজগণ তাঁহার সে প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। সুতরাং তিনি দাদ
 ডেভিড অক্টোব্রলোনির নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন ;—
 তাঁহারের 'মিত্রতা-সূত্রে-আবদ্ধ' শক্তির একবোলে মূলতান তাক্রমণ
 করিবেন, সেই বিজিত রাজ্য পরে উভয়-পক্ষ সমভাণে বিভাগ করিয়া
 লইবেন। ; তখন তাঁহাদিগের মনে হইল, রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের
 ভায় অবরোধ-প্রণালী আনিতে না ; সুতরাং তিনি ইংরাজদিগের
 নিকট অবরোধকারী সৈন্য এবং আগ্রের অস্ত্রাদির সাহায্য প্রার্থনা
 করিয়াছেন। ৩৩০ নলী, উক্ত রাজ্যের দক্ষিণ সীমা নির্দিষ্ট হইরাছিল ;
 উত্তরদিকেও সেই নলী রাজ্যের নির্দিষ্ট সীমা মধ্যে পরিগণিত কি না,
 রণজিৎ সিং তাহাই জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিং
 কিছু ভিতরুত হইলেন। ইংরাজগণ রণজিৎ সিংহকে জানাইলেন,—
 ইংরাজগণ বিনা কারণে, বা বিনা অপরাধে তাহাকেও কখনও আক্রমণ

* ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ ও ২৩শে মে তারিখ সার ডেভিড
 অক্টোব্রলোনি গবর্নর-জেনারেলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই বিষয়ের
 উল্লেখ আছে। শেষোক্ত বানিতে প্রকাশিত হয়,—হুই লক্ষ, ৫০ হাজার
 টাকা প্রদত্ত হইরাছিল। তাৎপৰ্য্য মারে বলেন, ১ লক্ষ ৮০ হাজার
 টাকা প্রদানের প্রস্তাব হয়। এখানে তাঁহার কথাই উদ্ধৃত হইল।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই এক ১০ই আগস্টের পত্র
 গবর্নর-জেনারেল নিকট সার ডেভিড অক্টোব্রলোনি সেই পত্র প্রেরণ করেন।

করেন না। কিন্তু অল্প পক্ষ তাঁহাদের পরামর্শের মর্ম অল্প রূপে ছিল। তাহাতে রণজিং সিংহের বিদ্রোহ হইল,—মুলতান অধিকার সময়ে তাঁহাকে কেহই বাধা প্রদান করিবেন না। *

রণজিং সিংহের সহিত সাক্ষাৎকার লক্ষ্যে পর, সা হুজা আটক আঁতুর্খবে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে কাশ্মীরের দ্বাখার বিরুদ্ধে তাঁহার ভ্রাতা অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। সেই বিদ্রোহী ভ্রাতার সাহায্য প্রার্থ্য হইয়া, সা হুজা মিলুনদ অভিযাত্রা করিলেন। ১১১০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সমগ্র পেশোয়ার তাঁহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইল। প্রায় দুই মাস কাল এই স্থান তাঁহার অধিকারে ছিল। পরে উল্লেখের ভ্রাতা সহস্রম অস্ত্রাধীন না; কলঙ্ক বিভাজিত হইয়া, তিনি সন্ধি-অভিমুখে পলায়ন করিত, বধ্য হইলেন। তৎপরে তিনি মুলতানের শাসনকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু শাসনকর্তা তাঁহাকে মুলতান প্রবেশ তত্ত্বিত নিষেধ করিলেন। তৎসময়ে তিনি করক বাইল দ্বারা শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; তৎকালেও মুলতানের শাসনকর্তা তাঁহার সহিত সন্মতব্যাস করিলেন না। তৎপরে পুনরায় তিনি উল্লেখিতমুখে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে সর্বত্রই বাবুদের অসংখ্য শত্রু বিদ্রোহান ছিল; তৎকালে তিনি দ্বিতীয়বার পেশোয়ার অধিকারে সমর্থ হইলেন। পেশোয়ার অধিকার কালে হুইটী যুদ্ধ হয়; একদিকে তিনি পরাজিত হন,

* ১১১০ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ এবং ১১ই সেপ্টেম্বর, সায় ডেভিড অক্টোব্রোসোনি গবর্নমেন্টকে এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর গবর্নমেন্ট সায় ডেভিড অক্টোব্রোসোনিকে পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে এই বিষয়ের বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ উদ্ভব। ম্যুর-নির্মিত “রণজিং সিং,” ৮০, ৮১ পৃষ্ঠা উদ্ভব। (Compare Murray's “Ranjit Singh,” p. 80-81.)

অপদস্থিতে তিনি ভয়সাগর করেন। তৎপর গেশোরায় তাঁহার অধীনতা
পাশে কতিয়বার আবদ্ধ হয়। কিন্তু তাহার তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল,
একশে তাহার। সকলেই সম্রাটের প্রতি নম্রিধান হইতে লাগিল।
তাঁহার মনে করিল,—সম্রাট সা হুজা, উজীর বণ্ডে বীর সহিত
বড়গড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন। অথবা, রণজিং সিংহের পদাধি অনুসরণ
করিয়া, তাঁহার সা হুজাকে বন্দী করিতে মনস্থ করিল। ১৮১২ বইকে,
আটকের শাসনকর্তা জেহান-দাদ-বী সা-হুজাকে বন্দী করিলেন; প্রথমে
সাত আটকের দুর্গে কিছুকাল রাখিয়া। পরে তাঁহাকে তিনি কান্দীরের
দুর্গে প্রেরণ করিলেন। তাহার সা হুজা এক বৎসরের অধিক কাল
বন্দী অবস্থায় বাস করিতে লাগিলেন। *

* ১৮১০ বইকের ১০ই জানুয়ারী, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, এবং ১৮১২
বইকের ২৭শে এপ্রিল, সাহেব জেভিড অফিসারগণি পবর্গমেন্টের বদায়
যে পর প্রেরণ করেন, এখানে তাহাই দ্রষ্টব্য। ১৮৩৯ বইকে, ‘কলি-
কাতা মাসিক পত্রিকার সা হুজার স্মার-চরিতের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
হইতে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়; তাহাতে এ সম্বন্ধে
অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। (Shah Shooja's Autobiography,
ch. xxiii—xxv. in the Calcutta Monthly Journal for 1839).
ম্যুরে-বিরচিত ‘রণজিং সিং’, ৭২, ৮৭, ৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) “Murray's
Runjeet Singh.” p. 79. 87. 92.)

১৮১০-১১ বইকে সা হুজা বিত্তীয়তার দুলভ্যে উপস্থিত হন।
এই ঘটনা ম্যুরের বর্ণনা অনুসারে প্রদত্ত হইল। দুলভ্যে অবিকারিত
উল্লেখ সম্বন্ধে সা হুজা ‘স্মার-চরিতে’ কিছুই উল্লেখ করেন নাই।
তবে সিংহনামের জেরাভাত প্রদেশে অর্থাৎ ডেরা-ই-ইন্ডাইন-বী প্রকৃতি
স্থানে পদোন্নতি বিধি কিসি বীকার করিয়াছেন।

রঞ্জিত সিং মুলতান অধিকারে অসম্মত হইলেন। সেই অসম্মত-
ব্যাখ্যাতঃ 'উধ-মলোয়ধ হইত', রঞ্জিত সিং এবং তাঁহার মন্ত্রী বেহুল
সিং প্রভৃৎ-ভূমির ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক শিখ এবং মুসলমান সর্দারগণের
মূলতঃ অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি, তিস্তা-
ব্যাখ্যাতঃ এবং অত্যন্ত স্থানের পার্শ্বতা-রাজস্বকে শুল্কসহ ব্যাধিতে
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজ
উত্তরঃ এবং সিক্কিমের প্রধানগণ লব্ধ-দিনিতে উপনীত হইলেন। সা মাধু
সিক্কিম অতিক্রম করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া, রঞ্জিত সিং সৈন্ত সমষ্টি
বাহারে রাজহালপিণ্ডে অভিযুগে গমন করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য
জানিবার জন্য, উধঃ হইতে রঞ্জিত সিং এক পত্র পাঠাইলেন। আপন
উদ্দেশ্য জ্ঞাপনর্থ সা পূর্বেই রঞ্জিত সিংয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া
ছিলেন। প্রতিদিনগণ মহারাজকে জানাইলেন,—কাবুল-রাজ, সার ভাট
সং রাজ্যে শঙ্ক অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহারই সাহায্যে সা হুজা ওধনক
মুলতানের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। কপ্তার-রাজকে শঙ্ক
জ্ঞাপন করাই সার অভিপ্রেত। অতঃপর সম্রাটের উত্তরেই সম্রাট
হইলেন। তাহারে প্রত্যাখ্যানের পূর্বে তাঁহারের সাম্রাজ্য হইল,
উত্তরে বহু-সংখ্যক ভাট হইলেন। তাহারে প্রত্যাখ্যান করিয়া,
মহারাজ বহুসংখ্যক গুহ দুহু শাসনকর্তৃগণের রাজ্যসমূহ অধিকার
করিতে লাগিলেন। যখন রাজ্যগণো শাসনশক্তির অভাব ছিল, যখন
সর্বসামন্তব্যাজক রাজ-শক্তির আধিপত্য বেশ মথ্য বিস্তৃত হয় নাই,
ওখন তাঁহার অধীনতা অবলম্বন করিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।
একদা প্রভাটা সকলেই রঞ্জিত সিংয়ের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন।

• মহারাজের কৃত 'রঞ্জিত সিং', ৮০ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (Murray's
'Ranjit Singh', p. 83, &c.) যে সকল শিখ-সর্দারের প্রাচ্য

যুবক মহারাজের অপ্রতিভতা নজিতে কেহই আর বাধা দিতে সমর্থ হইতেন না।

১৮১১ খ্রষ্টাব্দে এক সম্রাট সা. লাহান, পলায়ন পরিত্যাগ করিলেন। তার সহিত রণজিং সিংহের সাক্ষাৎ হইল। কিছুকাল তিনি হোমসে অবস্থান করিয়া আপন পুত্র ইটনাডকে সুধিকার প্রেরণ করিলেন। তখন তার ডেপুটি অক্টোব্রল্যানি তাঁহাকে বিশেষ সম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। যুবক যুজিসেন—তাঁহার উপস্থিতি বৎ আতিথ্য কাহারও বাস্তবীয় নহে; সুতরাং তাঁহারী রণজিং সিংহের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল মধ্য-এশিয়ার পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কেহই তাঁহাদিগকে আশ্রয়-প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না।* পর বৎসর ভূতপূর্ব সম্রাটের পরিবার লাহোরে বাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ সেই সময়ে কাশ্মীরের উপত্যকা অধিকার

কাল্পনিক অধিকৃত হইয়াছিল, তৎপক্ষে “নিংপুরিয়া বা কৈজলাপুরিয়া” মিছিলের দুই সিং সর্কপ্রধান। ১৮১১ খ্রষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তার ডেপুটি অক্টোব্রল্যানি পবর্ষমেন্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এহলে তাহাই জটব্য।

* যারে সাহেব কৃত ‘রণজিং সিং’ ৮৭ পৃষ্ঠা। (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 87.) যুবরাজের উপস্থিতি, রণজিং সিংহের পক্ষে বড়ই নিপাকসক বলিয়া অনুবৃত্ত হইয়াছিল। সা. সিংহই তাঁহার অনুসরণ করিতেন। ১৮০৯ খ্রষ্টাব্দের সন্ধি-সম্মত অনুসারে সা. ইরাজিসের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বারং হটক, “রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যর্থ হইয়া, মহানুভূতি ও বরাতুক্কার নির্যাস পরিভ্রমণ হইল; তৎপক্ষে সকলেই মুগ্ধিত হইয়াছিলেন।” তখন সকলেই সিংহিত করিলেন, কাল্পনিকের আক্রমণ বাধা বিধা আশ্রয়-প্রদান ও রক্ষা-প্রদান

সময়ে কাবুলের নাজির প্রদেশস্থ পার্কাডা-রাজসদকে অধীশতা-পাশে
আবদ্ধ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। অপরের পরিচয় হেতু
তাঁহার পক্ষ অবলম্বনের ভাব প্রকাশ করিয়া, তিনি আপন সিদ্ধির পথ সুগম
করিবে চেষ্টা পাইতেছিলেন। পরাজয়ের ভিত্তি-ভূমি দৃষ্টিকরণ মানসে,
রবজিৎ সিং সা হুজার পক্ষীয় নিকট প্রকাশ করিলেন,—তিনি তাঁহার
পক্ষীয়ক মৃত্ত করিয়া দিবেন; কাবুলের সা হুজার আধিপত্য বিস্তৃত
হইবে। রবজিৎ সিংহের আশা ছিল,—সেই বীরোচিত কার্যে বিজয়-
সম্রাট তাঁহার অঙ্গসাহায্যী হইবে। সেই বিপর সম্রাট তাঁহার দুসাহসিক
কার্যের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন, রমণীর কণ্ঠস্বরের নিদর্শন-
বস্ত্র তিনি অঙ্গশিখায় “বেহিকুর” নামক হীরকখণ্ড প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু
সা হুজাকে খলী করাই যে তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য, তাহা আর কাহরিক
সম্বন্ধে রচিত না। পার্কাডা রাজসদকে আক্রমণ করিয়া প্রথম প্রথম
রবজিৎ সিং কতকটা সিদ্ধি লাভ করিলেন। এদিকে তাঁহার নব-বিবাহিত
পুত্র ২৬তম সিং ইতিমধ্যে জামু অবিকার করিয়া বসিলেন। তখন
১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি সন্নিহিত পাইলেন,—কাবুলের উজীর
কর্তে যাঁ সিদ্ধান্ত অতিক্রম করিয়াছেন। কাবুলের অধিকার করা তাঁহার
প্রথম উদ্দেশ্য। রবজিৎ সিং সেই প্রথম সুলিখা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
করিলেন; বলিলেন,—দুইটী বিব্রোহী রাজকে বশন করিতে, তিনি

কয়েক সেই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; এক ভ্রাতার বিরুদ্ধে অপরের
সাহায্য প্রদানের জন্য সে সন্ধি স্থাপিত হয় নাই। আত্মবলী সাহা-
য্যকে আশ্রয় প্রদানের জন্য রাজতন্ত্র সার ভেদিত অস্থিটামানি
রক্ষিত হইয়াছিলেন। (১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১১শে জানুয়ারী, সার ভেদিত
তার-মোমির বরাবর গবর্ণমেন্টের পত্র; এবং ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর
১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের পত্রাশ্রয় প্রত্যা)

উজীরের সহায়তা করিলেন। একজন বিদ্রোহী, রাজার ভ্রাতাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, মূলভাসের শাসনকর্তা, মায়ুসের অধীনতা স্বীকারে আপত্তি করিয়াছিলেন। সেই দুই জনকে দমন করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কতে খাঁ নিজের রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থিত উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি পুঝিয়াছিলেন, রণজিৎ সিং প্রতিবন্ধী হইলে, কাশ্মীর অধিকার করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। সুতরাং আপন উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে কতে খাঁ স্বতঃই যে কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত ছিলেন। অর্থদিক্ষির পথ সুগম করিতে, তিনি রণজিৎ সিংহের শে কোন প্রস্তাব অস্বীকার করিতে সম্মত ছিলেন। মহারাজ এবং উজীর উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে জীড়া-পুত্তলি-মরুপ আপন কুক্ষিপাত রাখিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কাশ্মীর অধিকৃত হইল। মোহুম চানের অধীনস্থ শিখদিক্ষকে পশ্চাতে কেলিয়া, কতে খাঁ অগ্রসর হইলেন। কতে খাঁ প্রতিশ্রুত করিলেন— তিনি নিজেরই সে রাজ্য অধিকার করিয়াছেন; সুতরাং রণজিৎ সিং সে রাজ্যের অংশ পাইতে অধিকারী নহেন। তবে রণজিৎ সিং একটা সুবিধা পাইলেন; তিনি সাকে নজর-বন্দী করিয়া রাখিলেন। কতে খাঁ সেই ভতভাগা সমাটকে বলিয়াছিলেন,—তিনি গৃধরু গমন করিতে পারেন; সুতরাং সমাট শিখ-সৈন্তের সহিত যোগদান করাই প্রেরণ মনে করিলেন;—শিখ-সৈন্ত-সমতিবাহারে লাহোরে উপনীত হইয়া, সা-হুজা প্রকৃতপ্রস্তাবে বসিভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। * কিন্তু মহারাজ সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইলেন না।

* মাসে কতে "রণজিৎ সিং", ১২ এবং ১৫ পৃষ্ঠা; ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে
রাজ্যে পরস্পরোক্তের বিরোধ সার্ব ভেদিত অকৃত্যকর্মসিদ্ধি পূর্ণ

তিনি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে সকল একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। রাহুলের সৈন্যগণ কাশ্মীরে পুনঃপুনঃ জয়লাভ করত, আটকের রাজদ্রোহী শাসনকর্তা বিশেষ ভীত হইয়াছিলেন। সুতরাং আতি সহজেই তিনি রঞ্জিত সিংহকে আটকের দুর্গ সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই অভাবনীয় সমুদানে, কতে খাঁ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। নিজের এতাবক বলিয়া তিনি মহারাণের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন। সাঃ মুজার সহিত নতুন সন্ধি-কর্ত্তে আবদ্ধ হইবেন—সেই ভাব প্রকাশ করিয়া, কতে খাঁ মহারাণকে ভয়-প্রদর্শনের চেষ্টা করিলেন। মহারাণ আপন শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮১৩ খ্রষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই আটকের দরিকটে দোরতর যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে রাহুলের উভয় এবং তাঁহার ভ্রাতা রোহত মহারাজ, মোকুম চাঁদ পরিচালিত শিবসিংহের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। *

সাঃ মুজাকে সাহায্যে বন্দী করিয়া, মোগল সিংহাসনের শোভাসম্বন্ধ-কারী উজ্জ্বল বস প্রদৰ্শিত হীরকযুক্ত কোহিনুর অলংকার করিতে রঞ্জিত সিং সমর্থিক উৎসুক হইয়া উঠিলেন। নানা প্রকার ভয় করিয়া সম্রাট প্রথমতঃ তাঁহার সমস্ত দাবীকৃত বিষয় কিছুকাল উল্লেখ করিতে

মুজার 'আত্মচরিত', পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 92, 95 : Sir David Ochterlony to Government, 4th March, 1813; and Shah 'Shooja's Autobiography' ch. xxv.)

* মতের কৃত 'রঞ্জিত সিং,' ১৫ পৃষ্ঠা। (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 95.) ১৮১৩ খ্রষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই পরবর্ত্তকালের পরামর্শ দ্বারা তেজিক অবদিলোলিস পর।

জানিলেন। এমন কি, পরিমিত পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতেও স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে মহারাজ স্বয়ং সার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল; উভয়ে পরস্পর শিরশ্রাণ বিনিময় করিলেন; রণজিৎ সিংহের হস্তে হীরকখণ্ড সমর্পিত হইল। সম্রাট আপন প্রাসাঙ্গিকতার জন্য পত্রাং একটী আদেশ প্রাপ্ত হইলেন; এবং কাবুলের পুনরুদ্ধারকল্পে রণজিৎ সিং, সা হুজাকে সাহায্য করিতে প্রতিলিপিত হইলেন। অতঃপর স্বতে গার কার্যকলাপ পঞ্চায়েকশ মাসের রণজিৎ সিং সিফুনদ অভিমুখে গমন করিলেন। তৎকালে স্বতে খাঁ মহম্মদের প্রভুত্ব চূড়বদ্ধ করিতেছিলেন। কাশ্মীর অধিকারকল্পে মন্ত্রণা স্থির হইলে, তিনি সা হুজাকে পত্রাবলম্বন করিতে আহ্বান করিলেন। এদিকে স্বতে খাঁও বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ত্রয়োদ্বৈ অধিকতর সুযোগ উপলব্ধি হইল; মহাশা রণজিৎ সিং প্রত্যাগত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সা হুজা ধীরে ধীরে

* যার কৃত "রণজিৎ সিং," ১৫ পৃষ্ঠা। (Murray's "Runjeet Singh", p. 95.) সা হুজার "আত্মচরিত," পঞ্চবিংশ অধ্যায়। (Shah Shooja's 'Autobiography,' ch. xxv.) ১৮১৩ ফেব্রুয়ারি ১৬ই এবং ২০শে এপ্রিল সার ডেভিড অক্টোব্রোনি গবর্ণমেন্টকে এবং ১৮১৩ ফেব্রুয়ারি ১৫ই অক্টোবর মির্জার রেসিডেন্টকে পত্র প্রেরণ করেন। হীরকখণ্ড প্রাপ্ত হইতে, রণজিৎ সিং যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, সা সে সকলই বর্ণন করিয়াছেন। যারের বিবরণ অপেক্ষা সেই বিবরণই রণজিৎ সিংহের পক্ষে বিশেষ অল্পকূল। সা প্রথমতঃ এক লক্ষ টাকার একটী আদেশ চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ৫০ হাজার টাকার একটী আদেশ তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু সে আদেশের তিনি সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন নাই; সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্তির কোন আশাও তিনি করেন নাই।

তাহার অনুগমন করিলেন। পশ্চিমের তাহার অধিকরণ বহুদূর সম্পত্তি সৃষ্টি হইল। শিবসিংহের বিবরণে জানা যায়,—নাথারথ কুম্ভার তাহার সম্পত্তি সূচন করিয়াছে। কিন্তু না কুম্ভার বিবাদ,—শিখ সেই সেই কার্যে অপরাধী। রবজিৎ সিংহের অধস্তন কৰ্মচারিগণ বিশেষরূপ বিচারকম্ব না হইতে পারেন; কিন্তু সার আপন প্রহরী শত্রু ও বিবাসবাতকের অভাব ছিল না। পঞ্জাবের মধ্য দিয়া গমন কালে, না কুম্ভার হে উচ্চপদস্থ কৰ্মচারী, মিঃ এন্টকিন্সনের পরিচালক ও পথপ্রদর্শকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সার কুম্ভারে সেই কৰ্মচারিগণ তাহার অনেক পক্ষিত বহুমূল্য সম্পত্তি অপরহণ করিয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারি এবং অক্টোবর মাসমুখ্য উভয়মাসেই যখন সম্পত্তির নিরাপত্তার বিষয়, সেই মীর আবুল হাযানই একমুখে শিবসিংহের নিকটে অভিযোগ করেন। তাহারে অবস্থানকালে, তিনিই রাজার বিরুদ্ধে বড়োত্তে নিযুক্ত হন। তাহাতে তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন,—আফগান সৈন্য, কাম্বোজের শাসনকর্তার সহিত মিলিত হইয়া বড়োত্তে যোগদান করিয়াছেন। তাহার সেই বিবাসবাতকতা, শিখ রাজদারী হইতে তাহার প্রভুর সপরিবারে পঞ্জাবের পথ বন্ধকিত হইল। বহুকাল চেষ্টার পর, পঞ্জাবের ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেঙ্গল প্রবিয়ান্সের পঞ্জাবন করিলেন। না কুম্ভার বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহাকে ২৫শী রাণাই, মহারাজ রবজিৎ সিংহের প্রধান লক্ষ্য। তাহার অপরও প্রতিভা জন্মিল,—তাঁহার নাম করিয়া আপন স্বার্থসাধনই রবজিৎ সিংহের একান্ত উদ্দেশ্য। ইহার করেক মাস পরেই না নিজেও পঞ্জাবন করিয়া পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ওয়ার রবজিৎ সিংহের প্রতি অসন্তোষ কড়কগুলি শিব তাহার সহিত যোগদান করিল; কাম্বোজ আক্রমণকালে কিতোরার শাসনকর্তা তাহার সহায়তা করিলেন। তিনি উগতকাল পরিপাতি অগ্রসর হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহাকে সফলই সে স্থান হইল

জীবনকাল কল্পিত হইল। অতঃপর অকপট এবং জীবাণুনাশকশক্তি
পার্কিত্য অমৃতচরগণের সহিত ওয়ার বৎকাল অবস্থানের পর, তিনি কাসু-
বের মধ্য দিয়া শতক্রম অতিক্রম করিলেন। ১৮১৬ খ্রষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর
মাসে সা পুথিয়ানায় গমন করিয়া আপন পরিবারবর্গের সহিত মিলিত
হইলেন।* সীমাহত প্রবেশে তাঁহার উপস্থিতিতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট
বিশেষ ব্যতিক্রম হইয়া পড়িলেন। সাহরাণপুর অথবা কর্ণালে প্রেত্যা-
গমনের অত্র বাহাতে তাঁহার প্রতি সীড়া সীড়ি করা হয়,—বৃটিশ গবর্ণমেন্ট
সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করিলেন। সার ডেভিড অক্টোব্রলোনিকে বিশেষ
কমতা প্রদান করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আবেদন করিলেন,—তিনি রুশজিৎ
সিংহকে বলিবেন, হিন্দুস্থানের সীমামধ্যে ভূতপূর্ব কাবুল-সম্রাটের
উপস্থিতি প্রাধান্য নহে; তাঁহার কার্যকলাপ গবর্ণমেন্টের ক্ষে-
ত্র অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের এই আবেদন
মধ্যেও, তাঁহার পরিবারের তবৎ-পোষণ নির্বাহার্থে পুর্কে যে ১৮ হাজার
টাকার ব্যয়াবশ্য ছিল, তাঁহার আগমনে সেই টাকার পরিমাণ হ্রাসিত
হইয়া ৫০ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হইল। তিনি স্বয়ং বহোপভুক্ত সম্মান-
সম্বন্ধনা এবং আলি-আত্মার্থনা প্রাপ্ত হইলেন।†

* ম্যুর সাহেব রুত 'রুশজিৎ সিং', ১০২, ১০৩ পৃষ্ঠা। ('Murray's
Runjeet Singh,' p. 102 103.) সা শূজার 'আত্ম-চরিত', গুরুবংশ
ও বীরবংশ অধ্যায়। (Shah Shooja's Autobiography, chaps.
XXV, XXVI.)

† ১৮১৫ খ্রষ্টাব্দের ২রা ও ২০শে আগস্ট তারিখের এবং ১৮১৬
খ্রষ্টাব্দের ১৩ই, ২৪শ ও ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের গবর্ণমেন্ট প্রেরিত
সার ডেভিড অক্টোব্রলোনির পত্র। ওয়াশা বেগমকে পুর্কেই আলান
হইয়াছিল, ইংরাজবিশেষের সহায়তা লাভের, সার পরিবারবর্গের সৈন্য

এইরূপে সা. হুজা মহারাজের হস্তাক্ষরিত হইলেন : অতঃপর কাশ্মীর অধিকারকর্ত্তে তিনি আরও কয়েকবার চেষ্টা করিলেন বটে ; কিন্তু সা. হুজার নামে আর কোন বলোদয় হইল না । কিন্তু সেই পার্শ্বভা উপভাষা অধিকারের জন্য রণজিৎ সিং পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে উৎকলেশ্বর শাসনকর্ত্তা ইংরাজদিগের সহিত পত্রাপত্র চালাইতেছিলেন । * শ্রীর-পাকাল পর্বতভ্রমণের লক্ষণভঙ্গ-স্বত শাসনকর্ত্তৃপক্ষ অবদানতা-পাশে আবদ্ধ হওয়ায়, ১৮১৪ খ্রষ্টাব্দের মধ্যভাগে সাময়িক সাজ-সজ্জা প্রক্ৰিয়াদি চলিতে লাগিল । সাময়িক অস্থিতা-নিবন্ধন বহুদশী হুচকুর মোহুম টাল রাজধানীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । তৎকালে তিনি রণজিৎ সিংহকে পূর্বে হইতেই সতর্ক করিয়া গিলেন ; বর্ধমানাগরে যে বিপৎসংকটের সম্ভাবনা, তদ্বিনয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিয়া, উৎকালে কাশ্মীর আক্রমণ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিতে, বুদ্ধ মন্ত্রী পুনঃপুনঃ জিহ্ন করিতে লাগিলেন । কিন্তু আতঙ্ককীয় সকল বন্দোবস্তই স্থির হইয়াছিল ; হুতর মহারাজের সৈন্তদল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, কাশ্মীরে প্রবেশিত হইল । এক দল সৈন্ত অগ্রবর্তী হইয়া, উচ্চ প্রাচীর উন্নয়ন করিল । তাহানের আক্রমণে এক দল আক্রমণ সৈন্ত বিভাঙিত হইল । তখন সৈন্ত দল পূর্ণোদ্যমে 'হুপেইন' নামক স্থান আক্রমণ করিল । কিন্তু তাহানের সে চেষ্টা ব্যর্থ

সহায়িকার নাই । ইংরাজগণ তাঁহাদিগের কাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিতেও ইচ্ছা করেন না । (১৮১২ খ্রষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর এবং ১৮১৩ খ্রষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে দিল্লীর প্রেসিডেন্ট, গবর্নমেন্টকে যে পত্র লিখিয়াছেন, এহলে তাহাই স্মরণ্য ।)

* ১৮১৩ খ্রষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর ও ২১শে অক্টোবর গবর্নমেন্ট লিখিত সাত ডেপুটি অক্টোবরোনির পত্র ।

হুতরাং, শিখ সৈন্য সর্দার পার্জাতা পথে প্রত্যাগমন করিল। তৎকালে শিখ সৈন্য বহুকাল সেই পার্জাতা-উপত্যকার সীমান্ত-প্রদেশে অবস্থান করিতেছিল। তদ্রূপে শাসনকর্তা, মহাশয় আজীম খাঁ, রণজিৎ সিংহের প্রধান সৈন্যদল আক্ৰমণ করিলেন। মহাশয় তথা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় বর্ধার জলপ্রবন আগ্রস্ত হইল; বিশ্বমলা-কেশবোবশ্বে তাঁহার সৈন্যদল ছত্রস্ত হইতে লাগিল; শিখসিং নেয়ানিহ নামক একজন বীর ও সাহসী সর্দার নিহত হইলেন; আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে রণজিৎ সিং রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার সৈন্যের অধিকাংশই ক্ষয় হইয়াছিল; হুতরাং সন্নী ও অনুর চব্বিশ রণজিৎ সিং একরূপ একাকী স্বদেশে ফিরিলেন। তাঁহার অগ্রসারী সৈন্যদল নির্ঝিরে ফিরিয়া আসিল; আজীম খাঁ তাহাদিগকে প্রাণে মারিলেন না। আজীম খাঁ বলেন, সেই সৈন্যদলের অধিনায়কের শিডামহ মোকুম চাঁদের প্রতি প্রত্য প্রবণ হইয়াই, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া জিলেন। প্রকৃত পক্ষে প্রভুও লাভের জন্য তৎকালে যে বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল, তাহাতে যোগদান করিয়া স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে উজীর কতে খাঁর উচ্চাভিলাষী ভ্রাতা স্বতঃপন্থঃ চেষ্টা করিতেছিলেন। হুতরাং সূচ্যতি অর্জনের পথ প্রশস্ত ও সুগম করিতে হইলে, প্রত্যেক সুযোগের সম্যবহার করা যে বিজ্ঞতার পরিচায়ক, তিনি তদ্বিষয় বিশেষরূপে অসু-যামন করিয়াছিলেন।*

* মার সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং' ১০৪ ও ১০৮ পৃষ্ঠা। (Murray's 'Ranjit Singh', p. 104, 108.) ১৮১৪ ইষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট, মার ডেভিড অষ্টারল্যান্ডি গবর্নমেন্টকে এক পত্র প্রেরণ করেন; এখানে তাহাই উক্তব্য। রণজিৎ সিংহের প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই মোকুম চাঁদের মৃত্যু হয়।

কাশ্মীর আক্রমণ করিল, বিপুল বাহিনী সম্বিষ্ট করিতে হইয়াছিল ; মহারাজ বখশাখা চেই : করিয়াছিলেন । সুতরাং পুনরায় সুন্দর সাজ-সজ্জা প্রস্তুত করিতে কিছু কাল-বিলম্ব ঘটিল : ১৮১৫ খ্রষ্টাব্দের মধ্যভাগে মধ্যভাগের পারিপার্শ্বিক প্রদেশসমূহে রাজত্ব-সংগ্রহ করিতে মহারাজ সুন্দর একজন সৈন্য প্রেরণ করিলেন । কিন্তু স্বয়ং রণজিৎ সিং ওংকালে আফগান দপ্তরে থাকিয়া আত্মসমরপ বিধি-কবছাদি সুব্যবস্থায় ব্যাপৃত রহিলেন । ওংকালে ইংরাজ এবং নেপালীদিগের মধ্যে যোদ্ধার দুই চলিতেছিল, তিনি তাহাই আত্মনিবেশ-সংকারে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন । ফলতঃ ছয় মাস কাল সেই সুদে ইংরাজদিগের অযোগ্যতাই প্রকাশ পাইতেছিল । শিখদিগের পলায়নের পর, কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্বদিক্ত প্রদেশ সমূহের কতকগুলি মুসলমান জাতি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল ; সেই বংশের শেষ ভাগে রণজিৎ সিং তাহাদিগকে পুনরায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তি আশঙ্ক করিতে বাধ্য হইলেন । ১৮১৬ খ্রষ্টাব্দের আরম্ভে তুঙ্গপুরের পার্শ্বভাগ রাজ্য স্ব-রাজ্য সমর্পণ করিয়া প্রাসাঙ্গিক প্রদেশ করিতে স্বীকৃত হইলেন না ; ইংরাজদিগের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শীমতাবে কালাতিপাত করাই বরং প্রাচীন বিবেচনা করিলেন : কয়েক মুসলমান শাসনকর্তার রাজ্যগুলি মহারাজ স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন ; সেই শাসনকর্তার পক্ষ চিরন্তন বিলুপ্ত হইল । ডেরা-ইয়াইল-খাঁর অন্তর্গত 'লিরা' প্রদেশ হইতে মহারাজ রাজস্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । সৈয়দ-বংশের বাসভূমি চম্বা-না-নদী-তীরস্থিত 'উচ' নগর কিছুকালের জন্য ক্ষেত্রে সিং আনন্দভোগিনীরা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন । খাখা ইউক, পিতার মিত্র মুশা সিং স্বতন্ত্রের পুত্র হুত বোথ সিং বামগড়িয়ার অধিকৃত সমুদায় রাজ্য, রণজিৎ সিং অধিকার করিয়া লইলেন ; সে সকলই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল । মংলায় টাল বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু পূর্ব-মিজের সাক্ষাৎকার-লাভে তিনি কিছু তীক্ হইয়াছিলেন ।

অভ্যুপগম ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বিজয়সিংহের অধীনস্থ হইতে প্রত্যাহার করিলেন । *

পঞ্জাবের উত্তরস্থিত সমস্ত ভূমি ও পর্বত-পাদদেশস্থিত প্রদেশ সমূহের অধিকাংশ স্থলে রূপজিৎ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল । সেই সকল স্থানে তিনি শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন । এক্ষণে রূপজিৎ সিংহের রাজ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিম উত্তরদিকে, কাবুলের অন্তর্ভুক্ত অথবা নামমাত্র শাসনাধীন প্রদেশ সমূহে সীমাবদ্ধ । সেই সকল স্থান অধিকারের কল্পনা মহারাজ পূর্বে হইতেই স্থির করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্বাস্থ্য-হানি-হেতু এক বৎসরের জন্য তাঁহার কল্পনা স্থগিত রহিল । মূলতান অধিকার করাই, তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল । ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে জাপুর পর্ব-বর্ষাকারী পূর্বে কতক সিংহের সেনাপতিগণে মূলতান আক্রমণের জন্য তিনি একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন । মহারাজ কি কারণে মূলতান আক্রমণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন,—এ স্থলে তাহার আলোচনা বা সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা নিঃপ্রয়োজন । তিনি যেনে করিয়াছিলেন,—আফগানদিগের দ্বারা শিখদিগেরও ইচ্ছামত যে কোন দেশ অধিকারের ক্ষমতা আছে ! অধিকন্তু আফগান দ্বারা বংশধরগণের অধীনতা-লাভ স্থির করিয়া মূলতানের একত্ব অধিকারী, অধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই সময়ে বহু অর্থের দাবী করা হইল ; কিন্তু সে দাবী প্রত্যাখ্যাত হইল । কেরান্দী নামের মধ্যেই শিখগণ মূলতান অধিকার করিল ; কিন্তু তুল নামের প্রথম পর্বত ও হুর্গটী অধিকৃত হইল না । অভ্যুপগম হুর্গ অধিকারের এক প্রবোধ উপস্থিত হইল । সাধু সিং নামক ‘আকালী’ সন্ত্র-

* মারের সাহসকৃত রূপজিৎ সিং, ১০৮ এবং ১১১ পৃষ্ঠা । (Compare Murray's 'Runjeet Singh,' p. 108, 111.)

নাহের এক ব্যক্তি এই সময় “খাসসার” পদ হইতে মুক্ত পদম করিল, এবং তাঁহার দুই সৈন্যদের আকস্মিক আক্রমণে অতি সহজেই কার্য-সিদ্ধ হইল। শিখগণ কি যেন এক অভাবমীর শক্তিতে সহসা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। উদ্বেগমাক্ষণ সকলে মিলিত হইয়া দুর্গের বহির্ভাগ অধিকার করিল, এবং চারি মাস কাল ক্রমাগত আক্রমণে দুর্গের যে অংশ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়া শিখসৈন্য অতি সহজেই দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই আক্রমণে তাত্ত্বিক শাসন-কর্তা মহাক্ষর খাঁ ও তাঁহার দুইটা পুত্র নিহত হইলেন, এবং অপর দুই পুত্র বন্দী হইল। সৈন্যগণ বহু দ্রব্য লুণ্ঠন করিল। কিন্তু সৈন্যগণ নাহেরে পৌছিলে, অর্থপ্রাণি রাজকোষে জমা রাখিতে মহারাজ অনুমতি করিলেন। তাঁহার অনুমতি যে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয় নাই, তৎক্ষণাৎ তিনি হব তো কিছু প্রকৃত হইলেন; কিন্তু তিনি যে আশংক্যজনক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন নাই, সে জন্য মহারাজ অনুযোগ করিয়াছিলেন। *

* ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন এই স্থান অধিকৃত হয়। ম্যারে নাহের কৃত ‘রুঞ্জিৎ সিং,’ ১১৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (See ‘Murray’s Runjeet Singh’, p. 114 &c.) মহারাজ মুরফকটকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন, তাহার অতি অল্প পরিমাণই তিনি পাইয়াছেন। (মুরফকটের ‘ভ্রমণ বৃত্তান্ত’, প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।—Moorcroft, ‘Travels’, p. 102.) ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে “জাজী” মিছিলের শিখগণ বিতাড়িত হইলে, বর্তমান শাসন-কর্তা মহাক্ষর মহাক্ষর খাঁ সেই সময় হইতে মুলতান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তীর্থ-দর্শন-মাক্ষণ মক্কার পদম করেন; তিনি দুই বৎসরের মধ্যে কিরিয়া আসেন কটে, কিন্তু তিনি পুত্র সন্তানকে বীর কতেই নাম-দান শাসনকার কার্য করিয়াছিলেন। কতেসারপুত্র

সেই বৎসরই, ১৮১৮ খ্রষ্টাব্দে শাহবাড় শাসন-কর্তা, যামুনের পূর্ব
কামরাণ কর্তৃক কাবুলের উল্লীড় বসতে থা। নিহত হইলেন। পাশ্চ
সৈন্য তৎকালে হিরাট আক্রমণ করিয়াছিল; তাহাদিগকে দমন করিতে
উল্লীড় হিরাটে গমন করেন, তাঁহার ভ্রাতা দোস্ত মহম্মদ তাঁহার সঙ্গে
ছিলেন। অসংখ্য অস্ত্রিগুণালা নামক একজন শিখ রাজাও তাঁহা-
দের অনুসরণ করেন; তখন জয় সিং অসমুদ্র হইয়া, পলায়ন পরিত্যাগ
করিয়াছিলেন। ফতে খাঁ কৃতকার্য হইলেন; বিশিষ্ট উপায় নির্ধারণের
অন্ত সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন; তখন আমের
সাহাঃ বংশধর হিরাটে রাজত্ব করিতেন। ফতে খাঁ হিরাট অধিকার
করিতে উৎসুক হইলেন। দোস্ত মহম্মদ এবং তাঁহার শিখ বন্ধু ওখা
হইতে সেই যুবক শাসন-কর্তাকে বিভাড়িত ও রাজ্যচ্যুত করিতে নিযুক্ত
হইলেন। দোস্ত মহম্মদ কিছু নৃশংসতা সহকারে আগুন উদ্দেশ্য সাধন
করিলেন; একটা রাজবংশীর রমণীর অঙ্গ হইতে রক্ত উৎখাচন কালে,
সৈন্যগণের ব্যস্ততার রমণীর অঙ্গ স্পৃষ্ট হইল। ভগিনীর প্রতি এইরূপ
অপমানের কামরাণ বীর বংশের চিরশত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভের
অন্ত এই এক কারণ প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমতঃ, ফতে খাঁর চক্ষু দুইটা
উৎপাটিত হয়; পরে তাঁহাকে নিহত করা হইল। বস্তুতঃ, এই পাশা-
চরণ আমের সাহা উত্তরাধিকারিণী হিরাট পুনরায় প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু

রাজ-পরিবারের বিবরণে জানা যায়, রণজিৎ সিংহের শেষবার আগমানে
বুড় শাসনকর্তা, অস্ত্রাস্ত্র অবরোধ সময়ের ভায়, সেবারেও শতক্রম নক্ষিপে
সমপরিবারে গমন করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু কর্তার প্রতিরোধের
বিবরণেই হটক, আর হতাবান বশতই হটক, তিনি সেই কর্তে
একুত হইয়াছিলেন কিনা,—তদ্বিষয়ে স্পষ্ট কোনই প্রমাণ পাওয়া
যায় না।

কিছুদিনের অন্তর্ভুক্ত তাঁহার রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সন্তবৎ অপরাধের সকল রাজ্যের অধিকার-লাভেই বঞ্চিত হইলেন। কাশ্মীর শাসনের ভার খাঁর ভ্রাতৃপুত্রের মধ্যে অন্যর খাঁর হস্তে তুলিয়া দিয়া, বহুশ্রম আজীবন খাঁ কাশ্মীর হইতে আগমন করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি সা-শুজাকেই সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু পরিশেষে সা আইউবকেই সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং কয়েক মাসের মধ্যে তিনি পেশোয়ার ও সজনা এবং কাশুল ও কাশ্মীরের অধিপতি হইলেন। এই রাজ-পরিবর্তন রণজিং সিংহের ম-বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনে অনুরূপ হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া পেশোয়ারে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার আগমনে পেশোয়ার পরিত্যক্ত হইল; কিন্তু তখন পেশোয়ার অধিকার-ভুক্ত রাধা, তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুরূপ বলিয়া অনুমিত হইল না। সিন্ধুর দক্ষিণ-তীরস্থ খাইবারবান ভূগে তিনি কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ভবিষ্যতে সেই পথ অধিকার করাই বা তাঁহার সর্ব-সর্ব হওয়াই—তাঁহার উদ্দেশ্য। আটকের পূর্ব-মিত্তরাজ, জেহান-নাদ খাঁ ওখার নিযুক্ত হইলেন; পেশোয়ার তাঁহার অধীনে গ্রহিল; বাহুবল পেশোয়ার রক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। অনন্তর রণজিং সিংহের প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই, বাক্করখাই শাসনকর্তা, ইয়াক-মামুন খাঁ, ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু হীনবল জেহান-নাদ খাঁ পেশোয়ার রক্ষা-করে কোন চেষ্টা করিলেন না। *

* মারের প্রসিদ্ধ 'রণজিং সিং', ১১৭ ও ১২০ পৃষ্ঠা। (Compare 'Murray's Runjeet Singh', p. ১১৭, ১২০), সা হুজা খাঁ-চরিত্র, লুকিন অখার। ('Shah Shoojas' Autobiography')

একদে কাম্বোজের প্রতি রণজিৎ সিংহের দৃষ্টি সকলিত হইল। কাম্বোজ অধিকার করে তিনি আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ আজীব খাঁ অনেকগুলি শিক্ষিত সৈন্ত লইয়া আহান করার সে স্থানের সৈন্তবল অনেক হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু দেশা শিখ যুজি-বিরা ও সংসার চাঁদের কার্যকলাপে আত্ম-রক্ষার্থ ব্যাপৃত থাকায়, রণজিৎ সিং অস্ত্র রাজ্যের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণের কল্পনা পরিত্যাগ করিলেন। মহম্মদের প্রাণ্য রাজস্ব সংগ্রহের জন্য এই শাসনকর্ত্ত্বক পার্শ্বভ্যাৎ প্রদেশে বুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। শতক্রর উভয় পার্শ্বেই কালুরের রাজার রাজ্য ছিল; সাহসিকতার সহিত তিনি রণজিৎ সিংহের রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত হন। গুর্খাদের বন্ধুর পূর্বকাণ্ডের প্রতিশোধ লওয়ার এই সুযোগ পাইয়া, সংসার চাঁদ বিশেষ আনন্দিত হইলেন। শিখ-নর অভিযাত্রা হইল; কিন্তু ইংরাজ শাসনকর্ত্ত্বকও সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। বিপক্ষ সৈন্তের সমুদ্বাহন হইয়া বাহুবলে তাহাদের প্রতিরোধ করার জন্য, একদল সৈন্ত সর্বদাই সজ্জিত ছিল। রণজিৎ সিং অনর্জিবল্যে সৈন্ত-গণের প্রত্যাহারের আত্মা প্রচার করিলেন; এবং সর্দার দেশা শিখ অরুং ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার হুকুমার কথা

chap. xxvii. 1) মুন্সী মোহনলাল লিখিত দোস্ত মহম্মদের জীবনী, প্রথম খণ্ড, ১১. ১০৪ পৃষ্ঠা। ('Moonshee Mohan Lal's Life of 'Dost Mahomed', p. 99. 104.)

কলেগন মারে (p. 131) বলেন, 'আত্মার' সম্রাটের অর সিং, ১৭৭২ হুটতে গুরু পরিত্যাগ করেন। কিন্তু পূর্বকথিত সম্রাট-শিখ সমর্থনার্থ, কি স্থানীয় জনগণের আশ্বাসনা করা কর্তব্য।

(Compare Mr. Meemon, 'Travels', III. 21, 32.)

প্রার্থনা করেন, ইহাও তাঁহার আদেশ ছিল।* এই সকল ভীতিব্যঞ্জক ঘটনার অবসানে, মহারাজ বিপুল বাহিনী সমভিত্যাহারে কাশ্মীর আক্রমণে যমন করিলেন। এই সময় কডকগুলি সৈন্ত কাবুল আধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছিল; কাবুল হইতে ইতিমধ্যে আর একদল অতিরিক্ত সৈন্ত আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করায়, তাহাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইল। বেওয়ান চাঁদ নামক যে ভ্রাক্ষণ সম্ভ্রান্ত মুলতানে বিশেষ দক্ষতার সহিত সৈন্তাধিকার কাণ্ড করিয়াছিলেন, তিনিই অগ্রবর্তী সৈন্তদলের অধিনায়ক পদে বরিত হইলেন; সুব্রাহ্মণ্য সিং একদল রজক-সৈন্ত-বাহুর সেনাপতিত্ব লাভ করিলেন, এবং বক রণজিৎ সিং একদল 'রিজার্ভ' সৈন্ত লইয়া সর্ব্বত্রকার দুঃ-সামগ্রী সরবরাহের উদ্দেশ্যে তাহাদের পশ্চাতে রহিলেন। অব্যবহাৰী শিখ সৈন্তের কডকগুলি উৎকৃষ্ট সৈন্ত, পদাতিক সৈন্তের সহিত পৰ্ব্বতোপরি অব্যবহাৰ করিয়া পন্থক্বে গমন করিতে লাগিল; তাহারা কডকগুলি ধর-তার কামানও সঙ্গে লইয়াছিল। ১৮১৯ রক্তাক্ত সশস্ত্র পার্শ্বভা পদগুলি অভিক্রান্ত হইল; কিন্তু তখন সকলেই দেখিল, একর হা তাহাঙ্গিরের সম্মুখীন হইতে যুদ্ধ-সজ্জা প্রস্তুত রহিয়াছেন। প্রথমতঃ আফগানগণ আক্রমণকারীদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া হুইটী কামান কাড়িয়া লইল; কিন্তু তাহারা আর অধিক রক্তকাণ্ড হইতে পারিল

* যারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ১২১ ও ১২২ পৃষ্ঠা; এবং মুরক্রফটের 'ডবল দুজাত,' এবং ৭৩, ১১০ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Ranjit Singh', p. 121, 122, and Moorcroft, 'Travels', p. 210.)
সেনা সিংহের বহিঃ মহারাজের বনোমাসিত কডক ছিল, অর্থাৎ
নিজস্ব প্রত্যেক প্রকৃষ্ণ বস্তু।

দ্বা। পরন্তু পুনর্নির্দিষ্ট শিখগণ পুনরায় আক্রমণ করিয়া একরূপ বিলাসভঞ্জে হুড়ে অরাজ্য করিল। =

কাণ্ডীর অধিকারের কয়েক মাস পরে, রণজিৎ সিং নিজে পঞ্চাবের দক্ষিণ প্রদেশে গমন করিলেন এবং কাবুলের অন্তঃস্থ উপনিবেশ-সিদ্ধ-গৌরবর্তী ডেরা-গাঙ্গী-বাঁ বিজয়ানন্ত শিখগণ কড়ক আক্রান্ত হইল। সিদ্ধ ও চকরাগার সম্রাট-হলে রণজিৎ সিংহের রাজ্যের অধীন জাওয়ারাপুরের রাজার কতকগুলি রাজ্য ছিল; হুই বংশের পূর্বে তিনি এই ডেরাগাঙ্গী-বাঁর হুমানি শাসন-কর্তাকে পরাজিত করায়, ইজারা-বরূপে ঐ স্থান তাঁহাকে প্রদান করা হয়। কিন্তু শতাব্দির পুর্নদিকের সমুদায় রাজ্য একত্রে পক্ষে না হউক, একারান্তরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের আক্রমণেইন অধীন হইয়া যায়; এবং এই প্রকারে তিনি কতক পরিমাণে, রণজিৎ সিংহের অধীনতা-পাল ছিন্ন করিয়াছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কাণ্ডীরের দক্ষিণ-পাশে অবস্থিত কলহপ্রিয় মুসমান-বংশ সমুহের ক্ষমতা হ্রাস-করে তিনি কতক চেষ্টা করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ডেরা-ইন্ডায়াইল বাঁ অধিকার করিয়া, যথাসিদ্ধ-প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে

• মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ১২২—১২৯ পৃষ্ঠা (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 122-124.)

† Government to Superintendent of Ambala, 15th Jan. 1815, and Sir D. Ochterloney to Government, 23rd July 1815. Compare Murray's Runjeet Singh p. 124. জাওয়ারাপুরের ইতিহাসে অস্কা বার, রণজিৎ সিং শতাব্দির দ্বিতীয়ে পাকপটন পরাজিত গমন করেন; জাওয়ারাপুর আক্রমণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রতিরোধের আশঙ্কায় বেরিয়া, এক সমুদায় উপায় গ্রহণ করিয়া, তিনি পশ্চিম দিকে গমন করেন।

রূপজিৎ সিং স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। পঞ্জাবের পশ্চিমদিকবর্তী দুইটা নদীর মধ্যবর্তী সুদৃঢ় মানকোটা দুর্গ, বহুদিন হইতে সেই স্বনামধন্য শাসন-কর্তার নিজে হাফিজ আহমেদ খাঁ দখল করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক কানুনের ব্যস্ততা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু সম্মান-সূচক কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বনে প্রয়োজিত হইয়া, বসন্তের শেষ ভাগে তিনি দুর্গ সমর্পণ করিলেন। সিদ্ধান্তের কক্ষিণতীরস্থ সমগ্র দেশ এবং উল্লেখ্যভিত্তি ডের-ই-আইল-খাঁ তাঁহার অধীনে রহিল; কিন্তু লাহোরের মাদারীসুলতান দরুন তিনি উহা ভোগ-বখশ করিতে থাকিলেন।*

কয়েক দাঁর মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ আজীম তাঁহার সম্পূর্ণ কবজা গ্রাস্ত হইলেন। সিদ্ধান্তের পশ্চিম তীরে, রূপজিৎ সিংহের সমস্তা সৌমব্য-করণ মানসে, তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ার অভিযুখে যাত্রা করিলেন। আটকেন্দ্র সম্মানবর্তী শাইয়াদা আফ্রমণ করাই তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য। আশ্রয়বিধীন শিব-শাসন-কর্তা জয় সিং তাঁহার সঙ্গে রহিলেন। কিন্তু অন্যান্য কারণে দখল, তিনি ষ্ট্রাইট প্রজাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার বধ্য-প্রাণী পরিচরিত করিয়া, মহারাজ পশ্চিমাভিমুখে আসিলেন; তিনি তথা হইতে পেশোয়ারের শাসনকর্তা ইবার-মামুদ খাঁর নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া স্বাক্ষর দাবী করিলেন।† সেই শাসনকর্তা, রূপজিৎ সিংহকে বেরুগ তর করিডেন, ভ্রাতা মহম্মদ আজীম খাঁর বড়বস্ত্রেও উদ্ভল ভীত

* যাহা বিরচিত 'রূপজিৎ সিং,' ১২৯, এবং ১৩০ পৃষ্ঠা এবং সার এ. বার্নেস কৃত 'কানুনের' ৯২ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh' p. 129, 130 and Sir A. Burne's 'Caubul' p. 92.)

† যাহা বিরচিত 'রূপজিৎ সিং,' ১৩৫—১৩৭ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 134—137.)

হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি বহুদূর অথবা এখানেই প্রত্যাহার করিয়াছেন।
 কহাওয়া তাহাতেই সন্দেহ হইয়া, যে হান হইতে কোথায় প্রত্যাহার
 হইলেন। এই সময়ে শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয়ভাগে ওয়েস্টমিনস্টার হাউসে
 কর্তৃককার-অর্থ হইয়া ইংরাজদের সহিত বিবাহ উপস্থিত হয়। ১৮০৮
 বর্ষের প্রথমার্ধে সিং, সেই হান বড়লোকদিগের এক উচ্চাভিলাষিনী
 পক্ষ সত্তা কোর্টকে প্রদান করেন। ইংরাজ এডভোকেটরা মনে করিতেন,—
 সেই বর্ষেই, শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয়ভাগে কামিয়া (বা বাণি) সম্প্রদায়-
 দ্বারা শিবজাতির খার্ব-সাধনোদ্দেশ্যে এডভোকেট নিমুক্ত হইয়াছেন;
 সুতরাং তিনি ইংরাজদিগের আশ্রয়লাভের স্বত্বাধিকারিণী। কিন্তু প্রথম
 সিং বহুদূর সহিত বিবাহ করিয়া তাহাকে কারাবদ্ধ করেন, এবং
 প্রত্যাহার দূর অধিকার করিয়া লন। এক্ষণে কলকাতায় বহিরাগত
 উদ্দেশ্য-সাধন কৌশলে হইবে,—ইহাই স্থিরীকৃত হইল। সুবিধান হইতে
 একজন সৈন্য প্রেরণ করিয়া কারাবদ্ধ বিধবা রমণীকে পুনরায় তাঁহার
 স্বত্বাধিকার প্রদান করিল। প্রথম সিং সে ক্ষেত্রে ইংরাজ-রাষ্ট্র এডভোকেট
 কার্ড-কলামের কোনই প্রতিবাদ না করিয়া, বিশেষ বিজ্ঞতার পণ্ডিত
 প্রদান করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সেই হান অধিকার করায়, সন্ত-সন্ত
 ভব হইয়াছে বলিয়া, পাছে ইংরাজগণ তাঁহার প্রতি কুপিত হন, সেই
 ক্ষণে তিনি বিশেষ ভীত হইয়া উঠিলেন। সুতরাং তিনি আত্মরক্ষার
 কৌশলবলে সন্ত হইলেন। পরিশেষে দ্বিতীয় উচ্চ-পদে বর্ধ-
 জাতির বহুদূর পক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার সে ভয় দূর হইল।
 এক্ষণে আর কোন বর্ধ-বিষয়ের সম্ভাবনা নাই বুলিয়া, তিনি পেশবার
 অধিকারের অস্ত্র প্রত্যাহার হইলেন। *

* ম্যুরে বিবর্তিত 'রুজ্জৎ সিং', ১০৪ পৃষ্ঠা প্রভৃতি। (Compare
 Murray's 'Ranjit Singh', p 134.) অতি সংক্ষেপে বর্ণিত বিষয়।

পেপেরার অভ্যর্থনা ।

ইয়ার মাসুল খাঁ উপহারস্বরূপ যে অর্থ সমূহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া
একটি করিয়াছিলেন; অর্থের আদায় খাঁ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া
খাঁ। সুতরাং ১৮-২০ হাজার আদায়ের নামে তিনি পুনরায় পেপা-
রারে প্রদান করিয়াছেন। ইয়ার মাসুল, প্রত্যেক সহিত দুই বা তিন
এক ইউনিক্সাইনিগের পার্শ্বভাষা পলায়ন করিয়াছেন; সেই-একজন,
ক-ক-একজন একটা শাখার হস্তান্তর হইল। কিন্তু শিখনিগের একজন
কর্তৃক এই সময়ে আদর্শই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তৎকাল
আপন অর্থের প্রেক্ষিত প্রতিপালন-করে কৃত-সংকল্প হইলেন। ১০ই মার্চ
উহার: মিলন অভ্যর্থনা করিয়াছেন; হস্তান্তর নবীন পরমাণে কথায়
বহন করিয়া লইয়া গেল। মিলন-ভৌরবর্তী 'খুটু'নিগের প্রত্যেক

একজন হইয়াছে, সে শুদ্ধি সঠিক নহে। ১৮-২২ হাজার পেপারার
হইতে পেপারার পণ্য, মিলিতে মিলিতে মিলিত কাগজের মত এক
কাগজের মত যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্তৃত বিস্তৃত
পাওয়া যায়। ১৮-২১ হাজার ৭ই নবেম্বর তারিখে তার ফেল্ড
অফিসারসহ, কাগজের মত যে পত্র মেল তাহাতে, একই হাজার
২০শে জুন পণ্য-অর্থের মত মিলিত প্রতিমিত, কাগজের মত
মিলিত ও ১৮-২২ হাজার ২০শে আগষ্ট পণ্য-অর্থের মিলিত যে
পত্রাদি প্রেরণ করেন,—তাহাতে, অর্থের আদায়ের সংবাদ পাওয়া যায়।
১৮-২২ হাজার ২০শে এপ্রিল, ১০ই জুলাই এক ১৮ই অক্টোবর
পণ্য-অর্থের প্রতিমিত, মিলিত পণ্য-অর্থের পত্রাদি হইতেও অর্থের
বিবরণ জানা যায়। কাগজের মত করেন, এই উপলক্ষে আদায়ের
করা নিং একজনই তাহারি অধিকারে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার
কর্তৃক মত সমস্ত মিলিত মিলিত-কৃত করিয়া লইতে প্রদান, মিলিত
মিলিত মিলিত করেন।

অধিকৃত হইল; আকোবা নামক স্থানে মহারাজ, জাহ্ন-বিহীন
 জা সিং আত্মসিদ্ধান্তকে সাধরে আহ্বান করিয়া জাহ্নর সকল দোষ
 সাক্ষ্য করিলেন। মুসলমানগণ ধর্ম-যুদ্ধ বা 'জেহাদ' ঘোষণা করিল;
 'খটিক' জাতি এবং 'ইউনকলারী' নামকদের প্রায় বিশ সহস্র সৈন্য,
 ধর্মবাহক এবং ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তিদের সহিত, অকস্মাৎ ধর্ম রক্ষার্থ অধিবাসী
 বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মুখ হইল; এই বিশাল সৈন্যদল
 নগরেশ্বরের অনতিদূরবর্তী পাকড়া প্রদেশে এবং তৎকালিক
 বিভিন্ন স্থলে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল; কিন্তু কাবুল
 নদীর পশ্চিম তীরে শিবের সন্নিবেশ করিল; তীরে মহত্মক আলীম খাঁ
 সেই নদীর দক্ষিণ তীরে একটা উচ্চতর স্থানে সেনানিবাস স্থাপন
 করিলেন। স্বাধীন সামরিক সৈন্যদলের উপর ভাস্কর যে প্রভুত ছিল,
 তাহাতে তিনি বিচলিত করিতে পারিলেন না; আপন জাতের সততার
 প্রতিও তিনি সন্দিহান হইলেন। উজীরকে প্রতিরোধ করার মানসে
 রুমলি সিং একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন; সেই সৈন্যদল সমস্ত
 কৃষকদের আক্ৰমণ করিতে নদী অতিক্রম করিল। আকালি
 সন্তদের শিবির চাকতের ন্যায় মুসলমান আত্মীয়দেরকে ভীতভয়ে
 আক্ৰমণ করিতে লাগিল। সেই মুহুর্তে অমৃতসরের ধর্মোন্মত্ত বোদ্ধগণের
 চূর্ণ পরিচালক দুলা সিং নিহত হইলেন; বিপক্ষ সৈন্য সুবিধাবত
 স্থানে অবস্থিত করিতেছিল; হুতরাং দুলা সিংহের সৈন্যগণ, সেই
 পর্যায়ে সৈন্যসাপেক্ষে বিশেষ কোনই স্থায়ী নিদর্শন রক্ষা করিতে
 পারিল না। অতঃপর আকালি সৈন্য উপস্থিত হইয়া অগ্রসর হইতে
 আরম্ভ করিল; তাহাতে লাহোরের শাসনকর্তার শিকিত সৈন্যদলের
 সঙ্গে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। বাহা হউক, সমবেত সৈন্যের
 অধিবাসে এবং নদীর বিপরীত তীরে স্থাপিত সৈন্যের বক্ষণ,
 তাহাদের পতি প্রতিহত হইল, এবং পরিপূর্ণ রুমলি সিংহের

বহু ও পরিভ্রমে এই বাধা-প্রদান, বিজয়গতে সমাহিত হইল। মহম্মদ ও বর্জপ্রাণ পরিত্যক্তবাসিন্য এই পরাজয়ের পর পুনরায় সন্মত হইল; “সীড়জা” মহম্মদ আকবরের অবিনাশকণ্ঠে পরদিন বৃত্ত করিয়া বসিয়া, তাহারাই ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু তাবুখের উজীর তখন অতিকষ্টে পলায়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং আর কেহই তাহা-
লিগকে উৎসাহ কিংবা সাহায্য প্রদান করিল না। সৈয়দ পেশোয়ার ফরাস করিয়া ফেলিল; কিন্তু জনসাধারণের শত্রুভাবহেতু সেই বিজিত প্রদেশ শাসনাধীনে রাখা দুকর হইয়া উঠিল। ইহার বাবুদ বীর-
কর্ত্তা স্বীকারের প্রস্তাবে বিচক্ষণ মহারাজ সম্মত হইলেন। অতঃপর
পরে মহম্মদ আজম খাঁর মৃত্যু হইল; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই পেশোয়ার
কাহ্ন এক কাম্বাহার প্রভৃতি তিনটা রাজধানীর অধিকারী প্রাচ-
রত্নের সৈন্তবলের একতাও নষ্ট হইল। না বাবুদ এক উৎপূক্ত
কাম্বাহার, হীরাতে শাসনকাণ্ড পরিচালনা করিতে থাকিলেন। অতঃ-
বিক, না আইউব আফগানিস্তানের নামধার সন্ন্যাসী খানরা বিবোধিত
হইয়াছিলেন; তিনিও তাঁহার রাজধানীতে অবস্থান করিতে থাকিলেন।
যটে, কিন্তু তাঁহার কোনই ক্ষমতা রহিল না। *

* হার্ডে বিব্রজিত দখলিৎ সিং, ১৩৭ পৃষ্ঠা ইত্যাদি; মুরাজেটের
প্রথমবৃত্তান্ত, দ্বিতীয় খণ্ড ১১৩, ১১৪ পৃষ্ঠা; এবং মাসসনের “Journey
Runjeet Singh” তৃতীয় খণ্ড ৫৮—৬০ পৃষ্ঠা। (Compare ‘Murray’s
Runjeet Singh’ p. 137 &c.; Moorcroft’s ‘Travels’, ii.
333, 334; and Masson’s ‘Journey’s’, iii. 58-60. কবি-
কান্তেন ওয়েডকে বসিয়াছিলেন, তাঁহার শিকিত সৈন্তবলের মধ্যে একজন
সুখীই, মুসলমান আক্রমণে অটল ছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল
কান্তেন ওয়েড, দিল্লীর গেমিডেন্টের নিকটে যে পত্র লেখেন, তাহা

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে যখন সিং, অবিভক্ত বিশাল প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গমন করেন। তখন বিজোহী সুলতান-আলীরদারগকে হারান করা, এবং লিঙ্গেশের সীমান্তবর্তী স্থানে আগুন জ্বলতা বহুস্থল করাই, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইতিপূর্বেই তিনি তৎকালীন প্রদেশের আলীরদারগের নিকটে হইতে রাজস্ব

সংগ্রহ — (Compare Wade to Resident at Delhi, 3rd April, 1839.)

সুলতানবিশিষ্ট লেটে যে, ধর্ম্মাবলম্বী হুনা সিংহের কথা বর্ণিত হইয়াছে, পূর্বে হইতেই তাহার চর্চা হইয়াছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সার চার্লস মেইকালের শিবির আক্রমণ করিয়াছিলেন। তখনকার ইংরাজ কব্জি-কারীর একটি দল, শত্ৰুর দক্ষিণস্থ সমুদয় রাজ্য অগ্রসর করিতে প্রস্তুত হয়। ১৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে উঝোহারে তিনি এক দুর্গ নির্মাণ করেন— এই স্থান,—জিরাফপুর এবং তাটনিয়ারের মধ্যে অবস্থিত। বহুকাল হইতে এই স্থান ইংরাজের দ্বারা অধিকৃত হইয়া অধুনা বহু বিখ্যাত হয়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে কাস্টেন দ্বারা নির্মিত এজিনিসির নিকটে যে ক্ষত্র গোষ্ঠের জাহাজ জাহাজ। (Capt. Murray to Agent Delhi, 15th May, 1823.) ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিঃ মুন্সফক্টকে বসেন, তিনি সুলতান সিংহের প্রতি বিশেষ অনুরোধ হইয়াছেন; এবং সন্তোষিত ইংরাজদের সহিত যোগদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মুন্সফক্ট বেগম ইচ্ছা করিলেন, যেখানেই তিনি ভ্রমণ করি ও কামান করেন করিয়া গেলেন, সে অধুনা তাহার এক হইয়াছিল। 'ডবল-ট্রাভেল', প্রথম পৃষ্ঠা ১১০ পৃষ্ঠা। ('Travels' I. 110)

'জার্নাল অব দ্য লাইফ অব দ্য সুলতান' ('Journey' II. ৫০. ৫১) এবং দ্বিতীয় জার্নাল ('Life of Dost Mahomed.')

আবদুল হেট। করিতেছিলেন। তিনি শিকারপুর, 'তালপুর' কলের
অধিকৃত রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিবার ভাব করিলেন; কিন্তু
তখনও মহারাজ উদ্বেগ হিয় করিতে পারেন নাই। হুতরাং তিনি
রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সংসার
চাকির হুতের বিষয় তাঁহার নিকট বিজ্ঞাপিত হইল। এক সময়ে
সেই শাসনকর্তা মহারাজের আগেকা অধিক জমতা লাভ করিয়া
ছিলেন। এক্ষণে সংসার চাকির পুত্রকেই পিতৃহন্যভিষিক্ত বলিয়া
স্বীকার করিতে সশ্রুত হইলেন। সুব্রাহ্মণ স্বতঃ সিং, কটোচের মিত্র-
রাজের উত্তরাধিকারীর সহিত বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ শিল্পকলা বিলম্ব
করিলেন।

১৭, ১২৪.) উভয়েই প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই উপলক্ষে দোস্ত মহম্মদ
স্বীকার বিজ্ঞোহতাচরণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ প্রতিনিধিগণ এক জন-
সাধারণে পরে সেই ঘটনা বিবৃত হইয়াছিলেন; শিবদণ্ড ও জালসান
আদি প্রকৃতপ্রকারে পত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তখন তাহার
সন্তবণের বৈষ-ঘটনা সমুদয় বেটীতে স্বাধ-সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিত,
তৎসাময়্যেই একত্রিত হইতে প্রস্তুত হইত।

* Captain Murray to Governor-General's Agent at
Delhi, 15th Dec, 1825 and Capt Wade to the same,
7th, Aug, 1823.

† মায়ের বিবর্তিত স্বাক্ষর সিং, ১৪১ পৃষ্ঠা (Murray's Rudrajat
Sing, p. 141.) সংসার চাকির বংশ ও রাজ্যের বিষয় নির্দিষ্ট
সুপ্রসিদ্ধির প্রমাণপ্রদত্ত প্রদত্ত। (সুপ্রসিদ্ধ, এখন-বুঝাও, প্রথম খণ্ড,
১৭৩-১৪৩ পৃষ্ঠা।)

ই সবসময় কান্দীর মুসলমান এক শ্রেণীভাৱ প্রভুতি ভিত্তি মুসলমান অধিষ্ঠিত প্রদেশ অধিকাংশ কৰ্ম্মে বৰ্জিত সিং তথাপি শাসন-কণ্ড পরিচালনা কৰিতে লাগিলেন। তি পূৰ্ব্বভাৱে প্রদেশে, তি সমস্ত ক্ষেত্রে—প্ৰজ্ঞাৰে সৰ্ব্বত্ৰই বৰ্জিত সিংহৰ আধিপত্য বিস্তৃত হইল। চৰকাৰ অধিকাংশই তিনি বাক্যৰে অধিকাৰ কৰিয়াছিল। লুণাৰ এক সিদ্ধেশ্বৰ অধিকাৰে জন্ম তিনি যে কৰনা দ্বিৰ কৰিয়াছিল। তাঁহাৰ কাৰ্য্যপ্ৰণালী হইতে তাহা—শটাই প্রতীক্ষণ হইতে পৰে অপরাধৰ ঘটনালীৰ বৰ্ম্ম যাপনে, বৰ্জিত সিংহৰ কাৰ্য্যপ্ৰণালীৰ বিবৰণে কিছু কালৰ নিমিত্ত নিবৃত্ত হইল, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৰ্জিত সিংহৰ প্রভুতি ও চৰিত্ৰ বিষয়ে জনশ্রুতি ভৰিতে হৈল সেই সকল বিষয়ৰ বৰ্ম্মা একান্ত আশ্চৰ্য্য। দেশেৰ ইতিহাসেৰ সাহিত্যে সেই সকল বিষয়ৰ আতি নিঃশব্দ সন্ধ্য।

পূৰ্বেই বৰ্ণিত হইয়াছে, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে শুবিরান্যৰ পৌছিয়া, সা মুজা বহুত্ব কাগজিপাত কৰিতে লাগিলেন। কিন্তু কানুন ও কাশ্মীৰত নিজৰ আকাজক্ষা তাঁহাৰ মনে কিছু দিন বহুত্ব ছিল। ইংৰাজগণেৰ বিহান,—সা মুজা কাপুরুষৰ দ্বাৰা পলায়ন কৰিয়া প্ৰাপন্ন কৰিয়াছিল; সা মুজা তাহাতে বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেন এবং তৎপ্ৰতি হুখা প্রকাশ কৰিতেন; তিনি এক জন সন্ন্যাসী; তদ্য-চক্ৰেৰ কঠোৰ নিষেধে ব্ৰাহ্মণ হাৰাইয়া, তিনি নানান বিনাশলৈ জড়িত হইয়াছিল; কিন্তু অবস্ৰাৰ জুত্বজোৰ পুনৰুদ্ধাৰেৰে ঘৰে ঘৰে সাহায্য প্রার্থনা কৰিতেছেন;—সা মুজা সেই ভাৱে প্রকাশ কৰিতে প্ৰসঙ্গী হইলেন। মতে বঁৰ আক্ৰমণে বৰ্ম্ম তিনি প্রতীড়িত হইয়া পড়িল, তবল সিদ্ধেশ্বৰেৰ আধীৰৱৰ্ত্ত তাঁহাকে বহু আশা প্রকাশ কৰিয়াছিল। তাঁহাৰ ইচ্ছা হইল,—বৰ্জিত বিক হইতে আকৰনিহান আক্ৰমণে বৰ্জিত, কিন্তু অৱশ্যে বিবৰ্ম্ম সত্যল। একমুহূৰ্ত্তে তিনি ইংৰাজগণেৰ নিৰ্ভয়

ঔহাৰেৰে সুবিবাহনক অনেক বিবাহ কৰিলেন, কিন্তু ইংৰাজ-
ৰূপ ঔহাৰক প্রভুত্বত আনাইলেন যে, নিসলীৰ কাৰ্য্য-কৰ্ম্মণেৰে সহিত
ঔহাৰেৰে কোম সংগ্ৰহ নাই, এবং পাৰিবাৰিক সকলেৰে সহিতই
ঔহাৰা নাভিত্তে ও নিৰ্ব্বিবাদে বাস কৰিতে অভিজাতী । সা হুজা বধন
এইৰূপে হানে হানে সাহায্য প্রার্থনা কৰিতেছিলেন, সেই সময়ে কতে
শী নিহত হইলেন । মহম্মদ আজীম খাঁ, সা হুজাৰ বৰতা বীৰ্য্য
কৰিতে সম্মত হইলেন । তৎপ্ৰতি বিবাহ বশতঃ, সা তৎকাল
পুৰিহানা পৰিত্যাগ কৰিয়া গমন কৰিলেন । ১৮১৮ বৰ্ষটোৰে আৰম্ভে
হাসে, সা হুজা সেই হান পৰিত্যাগ কৰেন ; তাত্তালপুৰেৰে সৰাৰে
সাহায্যে ডেৱাশাজী-খাঁ তৎকৰ্ত্তক অধিকৃত হয় । অতঃপৰ শিকারপুৰ
অধিকাৰ্য্য পুত্ৰ তাইমুৰ্কে প্ৰেৰণ কৰিলে, বৰং পেশোৱাৰে অতিমুখে
অগ্ৰসৰ হইলেন । ঔহাৰ বিবাহ ছিল, তিনি চুয়াৰিবিগেৰে সম্ৰাট বলিয়া
পৰিচিত হইলেন ; ঔহাৰ পেশোৱাৰে বাহাদুৰে সেই উদ্দেশ্য । কিন্তু
ইতিবসৰে মহম্মদ আজীম খাঁ উপবৃত্ত সময় বুকিয়া প্ৰচাৰ কৰিলেন,—
তিনি বৰং আইউৰেৰে উজীৰ । সাহুজা যোৱা বিপন্নানে নিৰ্ভিত হইয়া
নাইবাৰ পৰ্ব্বত-শ্ৰেণীৰ কতকগুলি নিত্ৰ-সন্তানৰেৰে আশ্ৰয় অনুসন্ধান
কৰিতে লাগিলেন । হুই হাস পৰে সেহান হইতেও তিনি বিতাড়িত হন ;
শিকারপুৰ প্ৰবেশ কৰিবাৰ পূৰ্বেই মহম্মদ আজীম খাঁ ঔহাৰেৰে সমুখীন
হইলেন । সুতৰা সা হুজা সেহান হইতেও পলায়ন কৰিলেন । এবমতঃ,
তিনি ধৰেপুৰ গমন কৰেন ; তৎপৰ হাৰদাৰাৰ অতিমুখে অগ্ৰসৰ
হন । সিদ্ধান্তবিগেৰে নিকট হইতে কিছু অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিয়া সা
তথা হইতে প্ৰত্যাবৃত্ত হন । অতঃপৰ শিকারপুৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰি
এক বৎসৰ তথাৰ বাস কৰেন । কিন্তু মহম্মদ আজীম খাঁ পুনৰাৰ
আগমন কৰিলেন । তখন হাৰদাৰাৰেৰে শাসন-কৰ্ত্তন এই অৰ্থ
কৰিলেন যে, সা হুজা ইংৰাজ-শিককে আশ্ৰয় কৰিবাৰ কৰ্ত্তব্য

করিয়াছেন; এমনকি ইহাকে বিভাজিত করার উদ্দেশ্যেই বেশ
অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। জমার ও নিয়োগ নহেন যথেষ্ট করিয়া, সা. হুমায়ূন
বিভাজিত পলায়ন করিলেন। পরিশেষে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে খিট্টোর
ব্যবস্থাপনার নিয়ম স্থাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতা অমর জুম্মার
দিক সেই সময়ে পার্শ্ব এক আদম দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, সেই
পথে সেই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। সা. হুমায়ূন নির্ভরিত বৃত্তি
এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাসী হুচকুর ওরাখা বেগমপ্রমুখ তাঁহার পরিবার-
সদস্য গ্রহণ করিলেন। সা. জুম্মান ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের নিকট প্রার্থনা করায়,
তাঁহার ভরণপোষণের জন্য এক মাস ১৮,০০০ টাকা, পরে ২৪,০০০
টাকা বাৎসরিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়।

* Compare 'Shah Shooja's Autobiography.' ch. xxvii,
xxviii, xxix, in the Calcutta Monthly Journal for 1839,
and 'Bhawalpur Family Annals' (Manuscript) কলকাতা
বায়ের (History of Runjeet Singh, p. 103) বর্ণিত। অমর
জুম্মার পুত্রপ্রাপ্তির অল্প সা. হুমায়ূন একবার চেষ্টা করেন; কিন্তু
উদ্দেশ্য সে চেষ্টা বিফল হয়। বাহাদুর এই অংশে অন্তর্নিহিত হইয়াছেন,
জুম্মার পুত্র নির্ভরিত পরোক্ষ বিবরণ উল্লেখযোগ্য:—১৮১৭
খৃষ্টাব্দের ১০ই মে ও ১৭ই জুনের দিবার রোজিডেটের নিকট ব্যবসায়ীদের
পক্ষ; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর এক ১০ই অক্টোবরের এক
১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে খিট্টোর রোজিডেটের নিকট
কলকাতা মহোদয়, এক ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল, ৩০শে জুন ও
২১শে আগস্ট তারিখে খিট্টোর রোজিডেটের নিকট কলকাতা মহোদয়
কলকাতা।

১৮২০ খ্রষ্টাব্দে নাসপুরের জুডগর্জব মারহাটা-রাজ, আম্মা সাহেব, ইংরাজদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া, অন্তঃসরে উপনীত হন। তাঁহার কার্য-কলাপে যোগ হইয়াছিল, তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক অর্থ ছিল। স্বপত্নি, শ্রীং বাহাতে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন, পল্লভসরে সন্ধান করিয়াই, তবিল্লর তিনি বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মহারাজের ক্ষিপ্র, ইংরাজদিগের মহিমা আম্মা সাহেবের যোগ শত্রুতার ফিরে জাতিতে পারিয়া, মহারাজ স্বপত্নি, শ্রীং আম্মা সাহেবকে রাজ্য পরিত্যাগের অনুরোধ করিলেন। আম্মা সাহেব তখন তিকুরুলের জন্ত সংসার চাঁদের রাজ্য কটোচে অবস্থিতি করিতে জাতিলেন। কটোচে থাকিয়া শত্রুপক্ষ যক্ষিণ ও পূর্বদিকে সমগ্র ভারতবর্ষে অধিকারের জন্ত, সা জুবানের পুত্র যুবরাজ হারবরের সহিত জঙ্গা-কঙ্গা আগন্ত করিলেন। স্থির হইল, দিল্লী হইতে কন্মারীণ অন্তরীণ পণ্ডিত বিদ্যুত বিশাল রাজ্যকেও চুরাশি রাজ্য হইবেন; মারহাটা বহু তাঁহার উজীররূপে, অধীন রাজ্যের ভার, দক্ষিণাত্য শাসন করিবেন। এই সংকল্পে পঞ্জাব যোগদান করিল না। কিন্তু স্বপত্নি শ্রীং, সংসার চাঁদ কিংবা কাসুরের ভূতপূর্ব শাসনকর্ত্ত্বক এই অভিসন্ধিতে নিগূঢ় ছিলেন কিয়া, তাহা জানা যায় নাই। বাহা হউক, এক্ষণে বহু সেই ঘটনা প্রচলিত হইল, তখন সংসার চাঁদ আগল অভিজিৎক জন্ত যানে জন্ত্র প্রবেশ করিতে বাধ্য করিলেন। ১৮২২ খ্রষ্টাব্দে আম্মা সাহেব হুতৌতে গমন করেন; এই স্থান শত্রু নদী এক কানকর মতে অবস্থিত। তিনি ১৮২৮ খ্রষ্টাব্দে অন্তঃসরে গমন করেন, এক পল্লভসরে সে দেশ পরিত্যাগ পর বংসর করিয়া, যোগপুরের রাজ্যের অধির প্রবেশ করেন। সেই রাজ্যও তখন ইংরাজদিগের অধীনতা সাগল আনিত ছিল। হুতরাজ ভূতপূর্ব রাজ্যের আত্ম-অনর্গল আনতক হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজপুত-রাজ তাহাতে মনোরণ আগন্ত করিলেন; হুতরাজ আম্মা

নাহেয়কে নিরাপদে রাখিতে বীকৃত হওয়ার, পরশমেন্ট আর কোন আপত্তি করিলেন না । ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় ; অতঃপর সকলেই আর নাহেয়ের কথা বিস্মৃত হইল ।*

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, নরপুত্রের পার্শ্বজ্য রাজা, বীর সিংহ, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন । তিনিও পতঙ্কর বর্জিত আশ্রয়ভূমকাল করিতেছিলেন । এই সময় সা হুজা লুধিয়ানার পৌছিল, বীর সিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট এক প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন :—বর্জিত সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য একতাহত্রে আবদ্ধ হওরাই, সেই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য । যখন সা বন্দী অবস্থায় লাহোরে বাস করিতেন, তখন মহারাজ বিভিন্ন অসমুদ্র রাজপুত্রবর্গের সন্ধিপ্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন নাই । ইংরাজদিগের সহিত সার সন্ধির বিষয় তাঁহার স্মরণ হইল ; রাজ্যভ্রষ্ট রাজাদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য উচ্চাভিলাষি-গণ কিরূপ তৎপর, তাহা তিনি জানিতেন । এক্ষণে তিনি ইংরাজ-কর্তৃপক্ষদিগের উদ্দেশ্য জানিতে ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু নরপুত্রের রাজার প্রতি ভীতি প্রদর্শনের ভাষ করিয়া মহারাজ ইংরাজদিগের প্রতি আপন সন্মত প্রকাশ করিতে চেষ্টিত হইলেন । তিনি জানাইলেন যে, তাঁহার

* Compare 'Murray's Runjeet Singh,' p. 126 ; Moorcroft's 'Travels', i. 109 ; and the 'quasi-official authority, the 'Bengal and Agra Gazeetter' for 1841, 1842 (articles "Nagpoor" and "Jodhpur"). See also Capt. Murray's Letters to Resident at Delhi, 24th Nov. and 22nd Dec. 1821, and the 13th Jan. 1822, and 6th June, 1824 ; and likewise Capt. Wade to Resident at Delhi, 5th March, 1824.

সৈন্যগণ একত্রে মূলতামের সন্নিকটে অবস্থিত ; হুতরাং বীর সিংহ শতক্রম আতিক্রম করিয়া, হস্তোত্তে বিদ্রোহ-বাহিনী প্রাধান্ত করিতে পারেন। তখন সা হুতরাং কর্তৃক প্রতিনিষিদ্ধের আদায়-অভ্যর্থনার সকলই অমত প্রকাশ করিলেন ; এবং বিভাজিত রাজ্যের পুত্রিণায় বস-বাসও অনভিপ্রোক্ত বলিয়া অস্বীকৃত হইল। কিন্তু রণজিৎ সিং বুঝিলেন,—আগুন প্রাধান্ত প্রকারে অত্র সর্ববিধ উপায় অবলম্বনে, তাঁহার (সার) সন্ত বীকার করা হইলো ; কিন্তু ইংরাজ-রাজ্যের সীমা মধ্যে তৎকর্তৃক কোন উপায় অবলম্বিত হইতে পারিবে না। মহারাজ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বুঝিলেন,—দক্ষিণে কিংবা পশ্চিমে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহার রাজধানী লাহোর সর্বসময়েই নিরাপদ ; হুতরাং বিপৎপাতের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া, মহারাজ আর কোনই প্রতিবাদ করিলেন না। *

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিচক্ষণ পরিব্রাজক মুরক্রমসিংহ, ইয়ারথল ও কোমরা পরিদর্শন মানসে, ভারত-প্রান্তর পরিভ্রম করেন ; পঞ্জাবের প্রত্যেকদেশে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া, তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাহোরে প্রত্যাবৃত্ত হন। রণজিৎ সিং মহা সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার ব্যবহারে মহারাজের এবং বৃটিশ পৰ্ব্বমেন্টের

* ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী কাগজ পত্রের, বিশেষতঃ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখের পৰ্ব্বমেন্ট প্রেরিত দিল্লীর রেসিডেন্টের পত্রেরই, এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ বৎসর বীর সিংহ নিজ রাজ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে আর একবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু ব্যর্থ হইয়া কারাগারে গমন। ('Murray's Runjeet Singh', p. 145, and Captain Murray to Resident at Delhi, 25th February. 1817) পরিশেষে তাঁহাকে কারাগার ছাড়া করা হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করিলেন ; কিন্তু তখন কেহই আর তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া উঠেন নাই।

সকল সন্তান দ্বিতীয় হইয়াছিল। মহারাজ একপটটিতে তাঁহার জীবন-
সংগ্রহ ইত্যাদি মুদ্রকৃষ্ণের নিকট একে একে বর্ণন করিয়াছিলেন;
তিনি পরিব্রাজক মুদ্রকৃষ্ণকে আপন অধ্যক্ষী ও পদাধিক সৈন্যজন
সেখানে রাখিয়াছিলেন; এবং অবসরক্রমে নিঃসন্দেহে তাঁহার রাজধানীর যে
কোন স্থানে পরিদর্শন করিত, তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।
শিবসিংহ বিধে সৈন্যদে, সর্গ বিধে বহুনির্ভার, আপন সন্তান-
অকপট দায়িত্বের এবং কাব্যবৃত্তি ও উৎসাহে মিঃ মুদ্রকৃষ্ণ সর্গজন-
কৃত হইয়াছিলেন; এবং তাহাতে তাঁহার বংশধরসমাজের অনেক
সুখী হইয়াছিল। নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব প্রদানের অধীকারে তিনি পঞ্চদশ
ইংলওলাত পঞ্চদশ প্রদর্শন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহারাজ
সেই প্রস্তাব কোণে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কবিত হই, মহারাজের
বিঃ তাহাতে রাজস্ব হ্রাস হইতে পারে; বিশেষতঃ, এরূপ ক্ষেত্রে বাহ্যিক
পক্ষ। শুদ্ধ, সেই সকল প্রদান করিবার বহুদূরবেশ আশঙ্কিত হইয়া
করিয়াছিলেন। মুদ্রকৃষ্ণের ভ্রমণের জন্য সকল প্রকার সুযোগ প্রদত্ত
হইয়াছিল; পরিদর্শনে এইরূপ সন্দেহ হই যে, যদি তিনি ভ্রমণক্রমে
হইতে ইচ্ছা করিলে না পৌঁছিতে পারেন, তাহা হইলে, তিনি কাশীরের
মধ্য দিয়া কাবুল ও বোখারা পর্যন্ত গমন করিবেন। সর্গক্ষেত্রে সেই পথ
অসম্ভব করাই, তিনি জেরে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মিঃ মুদ্রকৃষ্ণ
নিরাপদে সফলক পৌঁছিলেন। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে, হবিয়ার মন্ত্রী কুমার
সেনসেনারের নিকট হইতে মহারাজ একপত্র প্রাপ্ত হন; তাহাতে কুমার
একজন সঙ্গাধিকারক কুমার সিংহের কার্যে নিযুক্ত করিতে অনুমতি
করিয়াছিলেন। তিনি আরও নির্দিষ্ট জানাইয়াছিলেন যে, পঞ্চদশ
সংগ্রহ, বহু হইতে বহু মহারাজের সহিত অজর্জিত হইবে—হবিয়ার কুমার
একজন সঙ্গাধিকারক; তিনি অত্যন্ত বেশেও বহু-সংগ্রহ ইচ্ছা
করেন—অত্যাধিক, নির্দিষ্ট হইতে পারিত নাহি—তিনি একজন

দিশেন বদলাকাঙ্ক্ষী : রূপজিৎ প্রেরিত সওদাগর রূপকার শক্তি
প্রদানে পরিবর্তে হতভাগ্যে পড়িত হন : পরিণতের জন্য নির্যাসিত
কর সংসার পূর্বে সেই ব্যক্তি সাতোজের মহারাজ এবং সুদারের রাজার
দিকট এইরূপ পরামর্শের দৃষ্টান্ত প্রেরিত হইয়াছিলে। *

রূপজিৎ সিং একটী বিদ্বত সাতোজের অধিকারী হইয়াছিলেন :
সেই রাজ্যের জিহ্বা জিহ্বা প্রদেশ এক স্তম্ভে আবদ্ধ করিয়া, উপযুক্ত
বিধি-বিধানের প্রবর্তনায়, তাহার শাসন-শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতে পারিলে,
শিক্ষিত ও বিদ্বত ব্যক্তি সাতোজই আশঙ্ক অহুত্ব করিছেন। কিন্তু
তাহা রূপজিৎ সিংহের একজিহ্বা উপযোগী হয় নাই : অথবা সতম্ভ
শিখ জাতির পক্ষেও তাহা অসম্পূর্ণ হইয়াছিল। বহুদিন কোন
রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পরিবর্তনশীল শক্তি সমস্ত আশঙ্কনে আশ-
নিই পরিবর্তিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, ততদিন সেই সম্প্রদায়ের শক্তি
সীমাবদ্ধ হয়, অথবা তদন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের উদ্যম পতি হ্রাসিত হয়
ইহা কদাচ সম্প্রদায়ের অন্তিমের স্তম্ভে : মানক এবং গোপাল
বে ইদীপ্যার সকার করিয়া গিয়াছিলেন, রূপজিৎ সিংহের চরিত্রে
তাহা পূর্ণতরবে প্রকাশ পাইয়াছিল। আশল পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পক্ষে
ভাগ-সামান-উদ্দেশ্যে তিনি আশল শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন ;
এক তাহাতে অহুত প্রদাপ্রদেয় রূপ একাধিপত্য বিস্তার করিয়া-
ছিলেন। তিনি জানিতেন, যে শক্তি ধ্বংস করা কিংবা শাসনে রাখা
উদ্যম : কন্যার বহির্ভূত, সেই শক্তিকে তিনি একটী নির্দিষ্ট পক্ষে
পরিচালিত করিতেছেন ; শিখরা বাহ্যে তাহার শক্ত্যভরণ লুপ্ত করে,

* Moorcroft, 'Travels', i. 99, 103 ; and see also
385, 387 with respect to a previous letter to Runjeet
Singh.

অথবা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে জগদ্বিশিষ্টকে রাজ্য বিজয় অথবা দুঃখমণ্ডী হইতে মুক্ত রাখাশেষে নিযুক্ত রাখাই, তাঁহার একমাত্র কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন ।

বাবীদ শিব-জাতির প্রথম রাজনৈতিক প্রথা, কয়েকটী কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ;—প্রথমতঃ, সেই প্রথার অসম্পূর্ণতা ; দ্বিতীয়তঃ, সুশিক্ষিত সত্য প্রবর্তনকারীদের সংস্পর্শ ; তৃতীয়তঃ, একমাত্র প্রেরিত ব্যক্তির প্রাধান্য । ইতিমধ্যেই “মিছিল” ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল ; অথবা আলহওয়ানিয়া এবং পাতিয়াল (বা কুলকিয়া) সম্রাজ্যের শিবধর্মের মধ্যেই মিছিল-প্রথা বর্তমান ছিল । তবে উহাদের মধ্যেও “আলহওয়ানিয়গণ” তাহাদের মানবের প্রাধান্য ব্রহ্মার জন্ত ত্যাগিত মিথ্যের সহিত মিশ্রিত-মূর্খে আবদ্ধ হইয়াছিল ; এবং “পাতিয়াল” বা কুলকিয়গণ, ইন্দ্রজিৎদের কোশলে স্বাভাব্য অবলম্বন করিয়াছিল । তথাপি সিং কখনও মনে করেন নাই, তাঁহার রাজ্য অথবা শিব-সাম্রাজ্য একমাত্র পদ্ধতিই সীমাবদ্ধ রাখিবে । তাঁহার ঐকান্তিক কামনা এই যে,—“খালসা” ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া এবং তাঁহার দক্ষতার প্রতি বিশ্বাসবান হইয়া, বীর এবং বর্ষ বিবাসী ব্যক্তিগণ বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন, ততদূর পর্যন্ত সৈন্য পরিচালনা করিবেন । শাসন নীতির উচ্চ কল্পনার অথবা স্বাচ্ছন্দ্যের সাধনে তিনি কখনও প্রয়াসী হন নাই । তিনি কেবল রাজ্য বিজয়ের জন্তই সচেষ্ট ছিলেন ; বাবীদ-ব্যাপারে তিনি যে স্ত্রাসপন-স্ত্রাস পরিচয় দিতেছেন, ইন্দ্রজিৎ এজিবন্দীদিগের নিকট সে প্রবঞ্চনা ভুলিবার ক্ষমতা তিনি আরো উৎকৃষ্ট ছিলেন না । বিভিন্ন রাজকল্যাণী মুখ ও উন্নত প্রজাবর্গের সুশাসনের জন্ত, তিনি ইন্দ্রজিৎদের প্রবঞ্চনা-জ্ঞান হইতে প্রয়াসী হন নাই । তিনি উৎপন্ন শক্তির স্ত্রাসমত সত্য প্রকাশ করিতেন ; ব্যবহারিক আশ্রয় প্রদানের উপর সর্বাঙ্গীভূত হইয়া পুণ্ডিত্য কর প্রকাশ করিতেন এবং হইত, তিনি তাহাই প্রদর্শন

তিনি একান্ত লুণ্ঠ-তরাস বন্ধ করিয়াছিলেন; শিখ-কৃষকদিগের উপর সাধারণ দায় কর নির্ভরিত হইয়াছিল। স্থানীয় কোন রাজকর্ক-কারী কোন 'খালসার' প্রতি দীক্ষন করিতে সাহসী হইতেন না; রাজস্ব-সংগ্রহকারিগণ বর্ষ বোঝারও অভ্যাচার-অবিচারের কল্পনা করা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরই পদচ্যুতি খটিত; তাঁহাদিগের উদ্বেগ-শাসন বিষয়ে কথাচ সৈন্ত সাহায্য প্রেরণ করা হইত না। বাহারা যত্নে সে অভ্যাচারের প্রতিকার করিতে পারিত, তিনি সাধারণতঃ জহাদিগের প্রতি শাস্তিবিধান করিতেন না; সেজন্য ক্ষেত্রে, তাঁহার অবৈলম্ব কর্মচারিগণ সর্বদাই সতর্কতার সহিত কার্য করিত। শিখ-জাতির সমুদায় ঐক্য এবং অমল শক্তি বুদ্ধবাপদেশে এবং সাময়িক অস্ত্রাদি নির্ভরণে সামান্যজাতি সমুদয়কে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। কার্যসীল (Feudal) প্রকার আধিপত্যের তাঁহার রাজ্য-শাসনপ্রণালী খটিত হইয়াছিল। তাহাতে ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থের এবং চরিত্রগত স্বাধীনতা রক্ষার সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। এইরূপ শাসন-প্রণালী শিখ-জাতির বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল; তাহারা যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিল; তাহারা বুদ্ধবিশিষ্টে অস্ত্রপ্রাণ হইয়াছিল। নগরের পর নগরে খালসার আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায়, তাহাদের সন্তোষ বুদ্ধি করিয়াছিল; এতদ্বারা তাহাদের পরিবারবর্গ ধনশালী হইয়াছিল। কিন্তু রূপজিং সিং কখনও খেচ্ছাচারী বা অভ্যাচারী রাজার হার কল্পনাত বা উপাধি গ্রহণ করিতে বহুশর হন নাই। তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে নির্বিঘ্নে-তিষ্ঠা ছিলেন; তিনি পার্শ্বিক মহাস্থানপুকে ভক্তি করিতেন, এবং বহু দান-কর্মচারণে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। রূপজিং সিংহ যত্ন করিতেন,—সেইরূপসুপ্রভেই সর্ব বিধের সিদ্ধিলাভ হয়। তিনি প্রায়-সর্বদা এক শিখ-জাতিকে 'খালসা' লব্ধা পেরিগের সাধারণ-ওই সন্তান অভিহিত করিতেন। কখন তিনি বহুশর শিখ-কৃষকদিগের প্রতি

সম্মান প্রদান করিতেন; বদন তিনি তাঁহার বদনচূত দীর্ঘকক্ষমণ্ডিত
 ঐশিহ পুরুষসদৃশ পুরাত্ত করিতেন; বদন তিনি ধনৈশ্চিত্রিত 'আকাশি
 সন্তানদের অধিতার প্রাণমনকরে উদ্যোগী হইতেন; অবশ্য বদন
 তিনি বিপক্ষ সৈন্তাধিক ধ্বংস করিয়া, নতন রাজ্য অধিকার করিতেন;—
 কখনই তিনি আপনাদি প্রতিষ্ঠা-প্রচারে বা স্বার্থ-সাধনে উদ্যোগী হইতেন
 না; প্রত্যেক কাছাই ভক্তের ভক্ত, 'বালসা' সন্তানদের সুবিধার জন্ত
 প্রিয়ের নামে সশ্রম করিতেন।*

* কি শিবদ্বার সময়, কি আপন রবর্ণকোষের কথা বলিবার সময়,—
 রণজিৎ সিং সর্বদাই 'বালসা' নাম প্রয়োগ করিতেন। অতীত শিব-
 দ্বারের ভায়, রণজিৎ সিং সাধারণতঃ নিজ সিল মোহরের উপর নামের
 পূর্বে, 'আকাশ সুহাই'—এই বিশেষণ ব্যবহার করিতেন।
 তাঁহার নামের পূর্বে, 'স্বয়ং সাহায্যকারী, রণজিৎ সিং,'—এই
 বিশেষণ ব্যবহৃত হইত। এই বিশেষণ ব্যবহারের সহিত, ইচ্ছাকৃত
 সাধারণ ভক্তের 'স্বয়ং আশ্রয়ের সময়'—এই বাক্যের সম্পূর্ণ সঙ্কট
 আছে। অধ্যাপক উইল্‌সন ("Journ. Royal Asiatic Society,
 No xlii. p. 51) বলিয়াছেন, রণজিৎ সিং, নামক ও গোবিন্দকে
 সন্মানিত করিয়াছিলেন, এবং ভক্তদের একেবারে শাসনকর্তার আখ্যাতি
 প্রদান করিয়া, আপনাকেই 'বালসা'র একমাত্র প্রতিষ্ঠিত বসিয়া বসিয়া
 করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই বর্ণনার কোন প্রমাণ নাই।

শিবদ্বারের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ ও সাধারণ কিংবা কাউন্সিল
 ও উপকোষের সময়ের মতনিকা বৃদ্ধি হয়। এইরূপ মতনিকা অতীত
 ইন্দ্রকোষের সময়ের মতনিকা নয়। শিব-রবর্ণকোষ শিবদ্বারের দ্বিতীয়
 উপকোষ হইয়াছিল,—কিন্তু বর্তমান। কারণ এইরূপ উপকোষের
 মতনিকা, অতীত শাসনপ্রণালীর রবর্ণকোষের প্রমাণ উল্লেখ

১৮২২ খৃষ্টাব্দে টেট্টোয়া এবং আলাউদ্দীন নামক কলকাতা সেনাপতিগণ, পারস্য এবং আফগানিস্তানের পুনঃ অধিকার করিয়া, লাহোরে পৌঁছিয়াছেন। এক-একটি বন্দে কিছুকাল অতিবাহিত হইল; পরে তাহারা সফলতরূপে ফিরে

এল। এই উপযোগিতার প্রকৃত ভূমিকা বর্তমান রহিয়াছে। অধিকন্তু ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে, তৎসাময়িক সভ্যতার বিশেষত্ব স্বরূপ রাখা আবশ্যিক। পলাতনের বর্তমান অবস্থা দেখিলে বুঝা যায়,—উহা বর্তমানের উন্নতিশীল ইউরোপের এক পটভূমিতে বাইজানটাইন রাজ্যের বিশেষত্ব সমূহের এক সমবায় মিশ্রণ। যেভাবেই দেখা যায়, তাহারা অর্ধ অসত্য; কিন্তু তাহারা যৌক্তিকতর সামাজিক ডেমনস্ট্রেশন, এবং অনেকানেক শিক্ষণীয় বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান পরিপূর্ণ। এই জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ সমাজের উন্নত অবস্থার চীৎকার অস্বাভাবিক।

পুনঃ, অন্তঃসত্ত্বার দ্বারা একটা নব নব শিখরোত্তীর্ণ প্রাপ্তি।—এই বিষয় খোঁজার করিলে, নানা অভ্যাস-অভিচার এবং স্থানীয় রাজ্য-শাসন-প্রণালী বিষয়ক বহু অভিযোগ প্রকাশ হইতে পারে। কর্ণেল ফ্রান্সিস কেবলমাত্র প্রচলিত মতের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন, ('Life of Shah Altun', p. 77) অধিকৃত রাজ্যের সমুদায় ভূমি, শিখরোত্তীর্ণ প্রাপ্তির অন্তঃসত্ত্বার সহিত চান আদায় করিত। মূলতঃ কোন অভিযোগ কি সত্যসত্ত্বেও ('Journeys', i. 30, 398) কর্ণেল প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু ফ্রান্সিস ('Travels', i. 173) কাম্বোজ-বিষয় প্রমাণীয় অবস্থা বলি করিয়াছেন। তাহার পরিত্রাণ কিছুকাল পূর্বে, নির্দিষ্ট স্থিতি-প্রতিষ্ঠিত মতের সহিত সৌক্যে আশঙ্কিত হইয়াছেন। পরিচালন করিয়া তাহাও প্রমাণিত হইল, যে সকল কিছুই তাহার প্রতিবেদন হয় নাই। সেই উপস্থাপন হইয়াছে যে সকল

প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ৩. সত্যসত্য কথিত হয়,—এই দুই সেনাপতির
এক তাহাদের পরস্পর সহযোগী কোর্ট এবং প্রতিবেদন দায়ক সেনা-
পতিরদের দ্বারা পরিচালিত শিব-সৈন্যের এক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।
কিন্তু একতরফে, এতদেক শিবের সামরিক সহিষ্ণুতা এবং প্রাণশীলতাই
সেই উন্নতির সুদীর্ঘ কারণ। এতদেক সত্যসত্যশীল জাতি যে উপদেষ্টা
ডেমা-শক্তি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, এতদেক শিবের ক্ষমতা
সে শক্তি জার্মিত হইয়াছিল; মহাশয় ধর্মোপদেশোপন সাধারণের
মঙ্গল-বিধানার্থ উদ্বেগ-মান এবং ভাটমহর্ষ-বিষয়ক যে জ্ঞান ও জ্ঞানের
উন্নয়ন করিয়া দিয়াছিলেন, এতদেক শিব ক্ষমতা তাহা বৃদ্ধিমান হইয়াছিল।
এই সমস্ত কারণই শিব-জাতি এক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। রাজসুত
ও পরামর্শ জাতি সংসাহসী এবং সদাশয় বীরজাতি বলিয়া পরিচিত;
কিন্তু তাহাদের সে ধর্ম ও সাহসিকতা ব্যক্তিগত; পরন্তু তাহা তাহা-
দের প্রাচীন ধর্ম এবং ব্রহ্মকল্যাণক। তাহারা আপনাপন কণের
অযোগ্য ও অসমর্থতাহে কোনও কার্যের অনুষ্ঠান করে না;
বলবীর্য রাজনৈতিক উন্নতি সাধনে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন;
অন্ত বিবে, যিসময় কঠোর শাসন হইতে মুক্তি লাভের অভিলাষে
আনন্দোপন বহু চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কোন নির্দিষ্ট আশা বা
উদ্বেগে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাহারা গর্ভে প্রবৃত্ত হয় নাই। পরন্তু
তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা, সকল উপায়ই উদ্বেগবিহীন ও বিরাগা-
মূল্য। তাহারা বসন্ত হইয়াছিল বটে; কিন্তু কিরণে সে বায়ুসত্তা রক্ষা

শিবের পতন ছিল, তাহাও তিনি বুঝিয়া দিয়াছিলেন। কঠোর আত্মশাসন
পাশ্চাত্যের অধিকার করি করিয়াছেন। (Travels, ii. 265c)

৪. আরও নির্দিষ্ট পরিচয়—কি, ২০১ পৃষ্ঠা। (Murray's Runcet
Shib, p. 131c)



শিব অখারোহী .

। ৩৫৭ পৃষ্ঠা ।

করিতে হয়, তাহা তাহারা জানিত না। সেই কারণেই একজন
হুজুর ডাক্তার, তাহাদের উদ্দেশ্য-বিহীন কার্য-কলাপ অবলম্বন করিয়া,
তাহাদিকে আপন উদ্দেশ্য-সাধনে নিয়োজিত করিয়াছিল—অশিক্ষিত
হুজুরদের বিরোধিতা কার্যের উপর নির্ভর করিয়া, “শেখাবারা”-কম্পন
প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গুরাকাজা-পরম্পর পৈতৃক নিবাসী-
অনুপ্রাণিত শক্তির আর একরূপ সুবিধামূল্যায়ী ব্যবহার করিতে লাগিল।
কিন্তু সেই আত্মনির্ভরতা কোনরূপ সর্বসাধারণ ব্যক্তি ধর্মনিষ্ঠ
প্রবর্তনের অনুমোদিত বা পরিত্রাণিত না হওয়ায়, কয়েক পুরুষের মধ্যেই,
মুসলমানদের সর্বশেষ চেষ্টার ফলে, সমগ্র মারহাটা আতি মুসলমান-
দের বস্তুত্ব স্বীকার করিল। ঐচ্ছিক ইংরাজদের পক্ষতাবরণে
মারহাটাপন বর্তমান ভীম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎকালে অকস্মাৎ
মারহাটা কদাচিত্ত দৃষ্টিগোচর হইত,—তাহাদের বেশ বেশ প্রাপ্ত হইয়া
ছিল। বিগত শতাব্দীতেও মেঘপালক ও কৃষকজাতির বর্ধমানী মহা-
রাজ্যের সৈন্ত দৃষ্টিগোচর হইত। গুরাকাজার সম্বন্ধে সেইরূপ
বস্তুত্ব প্রকাশ করা বাইতে পারে। সেই তত্ত্বটীর জাতি, বাতাবিক
প্রতিভাধনে পরবর্তী সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে
কোনরূপ ধর্মবিরুদ্ধ আশা-ভরসার মিশ্রণ বর্তমান ছিল না।
তাহারা রাষ্ট্রোৎসাহ হইয়াছিল বটে; কিন্তু আপনাপন চিন্তা-প্রণেহের
নির্ভর স্বরূপ কেহই বিশেষ কোন সমাজ-প্রতিষ্ঠা বা নিয়ম-প্রণালী
বিস্তারিত করিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই; জাতিবৈষম্যের বিবাক-
বিসংবাদ ও অন্ধ বাজকদের হুসংসার প্রভাবে এখন উদ্বোধনার
প্রাপ্ত শক্তির ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব হইয়া আসিতেছিল। এই সমস্যার জাতি
এক-ভারতীয় মোহনদের পক্ষ জাতির মধ্যে পর-পর পার্থক্য সম্বন্ধেই
অনুভূত হইবে। শিব জাতির সকলেই কেবল নিজের উন্নতি-সাধন-করে
লাগিল; যৌন-মূলক শক্তিবলি প্রকারে সম্বন্ধেই যে কোন মারহা

জাহাঙ্গীর যখন বড়বুল হইয়া থাকে; অথবা অত্যধিক দুঃখিতকর সাক্ষর
করান করে। অতিশয় বর্ণবিধায় সেরে কারিগর, ওঠের নিশেধের
তাহারা পটের ও নিষ্ঠুর, ওয়াহ পরিধানে বিব্র-নাথের আশার
হিন্দুস্তান ও অতিশয়।

পৃথিবীর এক অতিশয় বীর হুজুর সহিত, রাজপুত এক পাঠান-
পুত্র হুজুর তুলনা করা যায়। তাহারা বিপুলখণ্ডে অস্ত্র-চাকরা
করিত এক নিপুণতার সহিত তরবারি ও বর্ষা সকলন করিত। কিন্তু
এইসকল অধারোহিনের কেই নিয়মক প্রকৃতি পরিবর্তন হইত
অথবা পদাতি-সৈন্যদের তার বহুত কামান্যে ব্যবহার করিত
পারিত না। অথচ কুলদান সেরে সচরতর অতি সাহসী এবং বহু সৈন্য-
বাহ্য সৈন্য বলিয়া অভিহিত হইত। ব্যবহারোপক মেইরপ ইট-
রোশীর বুদ্ধনীতিক সম্পূর্ণরূপে অনভ্যাস ছিল। বইসহিত ওখান
কেন্দ্রবাহ্য হুজুর পদাতি সৈন্যকুল গঠন করিতে পারিত; কিন্তু তাহারা
সেই সৈন্যদের পূর্ণগোচক বহু অধারোহী অথবা শিকিৎ মোলদার
সৈন্যকুল গঠন অসমর্থ ছিল। প্রথমতঃ শিকিৎদের কেবল আর অধারোহী
সৈন্য ছিল; কিন্তু তাহারা বেশ বহু, সাধারণ জাহাঙ্গীর উপর নির্ভর
করিয়াই, শৈতক তীর-বহু এক বর্ষা পরিচাল্য করিয়া, অতিশয়
অধিকত গোলাগুলি ও কামান-বহু প্রেরণ করিত। বি-
করটোর, ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দ, এই বিশবহু এক নিরবস্থিতি, বহু
কাগজে ইহা উপস্থাপিতা পরিবর্তন করিয়াছিলেন। * ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ
সার অল ব্যালফোর্ড যখন কলক নাট্য ব্যবহারে অগোচর
অধারোহী সৈন্য অধিকতর শিকিৎ। † কিন্তু ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দ, সার

* Forster's 'Travels', I. 354.

† Malcolm's Sketch of the Sikhs, p. 150, 151.

ডেজিড অক্টোব্রোনি বুকিতে পারিগ্রাহিলেন, অপরিকৃত শকিতে বিধান স্থাপন করিয়া সিদ্ধিয়া এবং হোলকারের সৈন্তবল অপেক্ষা, অস্বাভাবিক বন্ধনী-সাময়িকতার তিনি অধিকতর দুর্ব্বলীর হইয়া উঠিলেন; সম্মুখী কার্যে অতি শিকিত এবং, এক গোলকায় সৈন্তের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন। * মৃত শতাব্দীর বোদ্ধ-জাতির মধ্যে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ অস্ত্র-শস্ত্র প্রত্যেক জনকতিমূলক; যারহাটাদিগের বর্ষা, আকানাদিগের তরবারি, শিখদিগের বশুক এবং ইংরাজদিগের : : : : :
এখনও সাধারণতঃ লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রাদির আধিক্য এবং খেটকই তাহাদের কৃতকাঙ্ক্ষতার কারণ। ভারতবর্ষের বর্তমান অধিপতিগণ যে বিজয়-ধোঁয়ে আপনাদিগকে ঘোরবাণিত মনে করেন, সে ঘোর বা তাহাদের বশুক-কামনের উৎকর্ষ বা সংখ্যাধিক্য অর্জিত হয় নাই;—প্রকৃত মত্ত স্বীকার করিয়া, তাহারা বর্ষক বর্ষ করিতে অনিচ্ছুক হইলেও, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, নান্য পদাতিক সৈন্তের দুর্ব্বলীর সাহস এবং হৃৎ স্পন্দসম্ভার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ হইয়াছিল যমগ্রাই, ইংরেজ নামের নৌরবে আধিত নিম্নলিখিত পরিচয়। বাহা হটক, প্রতিবন্দী স্নানশক্তি-সমূহের সকলই অধিকসংখ্যক গোলকায় সৈন্ত রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; ডি, বরেন নামক সেনাপতি পরিচালিত সৈন্তবল কখনও কখনও পরিত্যক্ত করিত না। কিন্তু এখনও হৃৎ-তরবারি-ধারণ বিজয়-লক্ষ্যে, ইংরেজ-সৈন্তবলহীন সিপাহীদিগের সম্পূর্ণ বিজয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। †

* Sir D. Ochterloney of Government, 1st Dec, 1810.

† বাহাদুর জারতীর সৈন্ত সকলে বহুদূর-দূর করিয়াছেন, এবং অসংখ্য তাহাদের অবশিষ্ট মরে। কামান পরিত্যক্ত সৈন্ত, বশুক-ধারী

দুর্ভাগ্যে, সিং বলিয়াছেন, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লন্ডন গেটের সৈন্য-
সিদ্ধান্ত পদ্ধতিশর্ম করিতে যত্ন করেন। * কবিতা হয়, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে
সিং সেন্টজর্জের শরীর রক্ষক, অসহায়ক হুশুধালা ও হুশিয়ারবদ্ধ সৈন্য
যেখিয়া, মহাশয় জাহান্নামের দিগন্ত প্রাশনা করিয়াছিলেন। এই দুই

শেষ অংশে কা অধিকতর পরিচিত। যখন সৈন্তগণ বিদ্রোহী হন, তখন
আহালা অপরিচিত ব্যক্তিকে কামানের নিকটবর্তী হইতে দেখে না;
যুদ্ধ সময় কালে, বিদ্রোহী সৈন্তগণ কখনও সেগুলি পক্ষাভ্রত হইয়া
সমন করে না। ইংরাজ একটা লুইস—অর্দ্ধ টোনের সহিত পেরেকের
বুদ্ধ কর্ণার পাওয়া যায়। (Major Smith's Regular Corps
in Indian Employ, p. 24.)

বস্তুতঃ, ব্রাহ্মপুত্র, গঙ্গা এবং ব্রাহ্মপুত্র, ইংল্যান্ড সৈন্তবল প্রতিষ্ঠা
কিন্তু ইহাদের প্রায় অধিকাংশই উচ্চতর ক্ষমতাকার অধিবাসী। এ
স্থানের অধিবাসিনের বিদেশীয়দিগের সহিত মিলিত হওয়ার এবং সম্পূর্ণ
রূপে বিদেশীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করার, তাহাদের স্বতন্ত্র-প্ৰতি
অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। য য কণ স্বাধীনতা নিলক্ষ
বরণ অনেক ক্ষিঃ পরিণমিত হইলেও, সৈন্তবল হিসাবে তাহারা
বেতনভোগী ; বাহ্য ক্ষত্রিয় এবং আকর্ষণ জাতির অকৃত্রিম বংশধরদের
স্বাভাবিক ভণ্ডবরণ, তাহাদের সৈন্ত একাগ্রচিত্ত ও অধিদ্রুতি,
কণনত সে ভেদভক্তি, এক্ষণে আর তাহাদের নাই। মূল প্রথের
এই বস্তুত, প্রাথমিক হরিয়ালা ও রেইলিং-ওর এক অভ্যাস উপ-
নিবেশ সমূহের পাঠান-জাতির প্রতি, এবং ব্রাহ্মপুত্রের দুই দুই
অধিবাসিন ও কুবক প্রভৃতির প্রতিই প্রযুক্ত হয়।

* मूलग्रन्थ अथ-पुस्तक, अथर्व वेद, २०२ पृ. (Monograph, 'Travels', I. 103.)

বহুদিনের পর, এক সময়ে আকামিনিসের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিল । * অতঃপর কয়েক বৎসর অজীত হইলে, তিনি নিরমাতুবতী, শৃংখলাবদ্ধ হারী পদাতি দৈত্য পর্তনে মসোবোগী হইলেন । ১৮১২ হুটাবে তার জেভিড অকটীন্ন-মোনি দেখিলেন, যে সকল ব্যক্তি ইংরাজ-পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছে, অথবা কাণ্ডে অবসর লইয়াছে—তাহারাই দুই দল শিবসৈন্ত গঠন করিয়াছে ; তদ্ব্যতীত হিন্দুহানিদ্বিগের কতকগুলি সৈয়দুল্লাহ তাহানেরই নিকট রীতিমত খুদ্ব বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে । † পর বৎসর মহাদাশ, ২৪টী পদাতি-সৈয়দুল্লাহ পর্তনের প্রস্তাব করিলেন । ‡ লর্ডাংশ ইংরাজ-সৈয়দুল্লাহকে বেঙ্গল কৃতকার্যতার সহিত বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহাতে শৃংখলা-পদ্ধতিতে তাঁহার বিদ্যাস বহুদূর ও বর্ধিত হইয়াছিল । তিনি সেই আভিকে সৈন্ত প্রেরীভূক্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু অশেষবাসিন্দগের বাহাতে রীতিমত শিক্ষা বিদ্যাস হইত, তিনি তাহাতেই প্রদানতঃ মনোযোগী হইলেন । ১৮২০ হুটাবে, মিঃ মুরক্রফট শিব-পদাতিক সৈয়দুল্লাহকে মুক্রফটের অবজ্ঞা হইতে দেখিয়া, তাহানের মুদ্র-কোশল ও শিক্ষার বিশেষ প্রশংসা করেন । § সৈয়দুল্লাহকে চিত্র-প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র এবং বুদ্ধপ্রণালী পরিচাল্য করাইতে, ব্রজবিং সিংহকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল । তিনি তাহানিকে প্রচুর বেতন দানে উৎসাহিত

* ম'রে কৃত "রঞ্জিত সিং" ৬ পৃঃ । (Murray's 'Runjeet Singh', p. 58.)

† Sir D. Ochterloney to Government, 27th Feb. 1812.

‡ Sir D. Ochterloney to Government, 4th March. 1813.

§ মুক্রফটের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড, ১৮ পৃঃ । (Moorcroft's 'Travels', i. 98.) বর্তমান সময়ের তার তখনও লাহোরে তদ্বাসী সৈয়দুল্লাহ ছিল ।

করিতেন। স্বয়ং তাহাদিগকে কুজ-কাণ্ডগজ শিখাইতেন, এবং তাহাদের সাক্ষ্যসম্মুখ, বন্দোবস্তি হইতেন। রণজিৎ সিং নিজের সেই অকুণ্ড পরিচ্ছন্ন পরিবাস, এবং ব্যক্তিগত ত্রিরা-কলাপ সম্পন্ন করিয়া, তাহাদিগকে উদ্ধৃত করিতেন : * প্রাচীন রাজ্যে এইরূপ সংস্কার ও নববিধান পসন্দ করিতেন না; আধুনিক শিল্পী ও কঠোর-নিয়ম-প্রবর্তনকারী, সেনা সিংহের পিতা, দেশী সিং মুজিধিরা, মিঃ মুরক্রোটের সহায়িতবে বলিয়াছিলেন যে, মূলতান, পেশোয়ার এবং কাশ্মীর, স্বাধীন “খালসা” অপরোহিত অধিকার করিয়াছিল। † ক্রমে ক্রমে পদাতি সৈন্তের উপযোগিতাই প্রেই বলিয়া বিবেচিত হইল; রণজিৎ সিংহের কৃত্যর পূর্বে শিখ-গাভিকে সকলেই একটী বোদ্ধ-জাতি বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাহারা একমাত্র বন্দুক পরিচালন শিক্ষা করিয়াই নিরস্ত ছিল না; নিরাপদ-হান-প্রদায়ী পদাতি সৈন্তসমূহ হ্রাস, কেবল সৈন্তসমূহের শোভা-সম্বৰ্দ্ধন না করিয়া, কিরূপে কামান পরিচালনা করিতে হয়, তাহাও তাহারা শিক্ষা করিয়াছিল।

এইরূপে শিখ সৈন্তের পদ্বিবৰ্দ্ধন ও সংস্কার সাধিত হইল। সেনাপতি আলাউ ও ডেণ্ট্রা যখন পঞ্চাবে সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন রণজিৎ সিংহ ওগ্রস সংস্কারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সৌজন্যবশতঃ তাহারা কাষ্ঠাণবাসী অতি উৎকৃষ্ট উপলান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং সুদৃঢ় সৈনিক পুরুষের স্তায় প্রতিভা-বলে তাহাদিগকে

* মুনী সাহাযত আশির নিকট হইতে গ্রন্থকার এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পদ তাহার ‘শিখ ও আকসান’ নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে : এ পদ সাধারণের বিশেষ পরিচিত।

† মুরক্রোট কৃত “ভ্রমণ বৃত্তান্ত”, [প্রথম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা] : (Moorcroft, ‘Travels’, I. 98.)

ব্যবহারে উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহারা পূৰ্ব্ব-প্রবর্তিত বীতি-পদ্ধতির সার্থকতা সাধনও চেষ্টাযিত হইয়াছিলেন। পরন্তু তাহারা কন্নানী-পদ্ধতিজন্মে শিখনিগের সমরকৌশল শিক্ষার ব্যবহা করিয়াছিলেন। জট বংশের পূৰ্ব্ব অসমসাহসিকতা, ঐকান্তিক আবেশানুবর্তিতা এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতা শিখনিগের প্রধান গুণযথো গণনীয় ছিল; এবংও ভারতীয় সৈনিকগণের যথো এই সকল গুণাবলী শিখ-পনাতিকগণের পরিচর, চিত্ররূপে বিরাজমান আছে। কিন্তু কন্নানী সৈন্তাধিকারগণের শিক্ষার বলে, কন্নানী পদ্ধতিজন্মে শিখগণ কামান সমাবেশে বৃহৎ রক্তমাংস পারদর্শিতা লাভ করার, তাহাদের বীতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছিল; প্রকৃতিগত সন্তুণ্ণাবলীর উপর কন্নানী আভির শিক্ষাপ্রদানের প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল। * ডেন্ট্রা, আলার্ড, কোট, এন্ড্রিটাইস—

* শিখ সৈন্তের এই কষ্টসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষী জটব্য :—Forster 'Travels,' i. 332, 333; Malcolm, 'Sketch', p. 141; Mr. Masson, 'Journeys,' i. 433; and Colonel Steenhach, 'Punjab', p. 63, 64.

একজন সেনানায়ক এবং একজন সহকারী সেনানায়ককে কষ্টমৈ শিখ-সৈন্তের জাবানগ্ন দল গঠিত হইত। প্রত্যেক দলের অধীন সহকারী কর্তৃত্বাধী থাকিত। “বক্সী” অথবা খালাকির সহকারীগণ তাহাদের বেগন পরিপোষ করিত; কিন্তু “বুংহুদি” অথবা কোরাপিলগ হিসাব জমিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিত; লোকজনের উপহাসিত রেজিষ্টারী কনাই তাহাদের কার্য ছিল। প্রত্যেক সৈন্তদলে অন্ততঃ একজন করিয়া “গ্রহী” অর্থাৎ বর্নপুতক-পঠিত নিযুক্ত হইত। বক্স বর্নকমেট তাহাদিগকে বেগন প্রদান করিতেন না, তখন তাহার উপর তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হইত। প্রত্যেক সৈন্তদলের অধীন “বাক্সা” বা পতাকার সহিতকোই সারসংক্ষেপ

কেহই শিখ-সৈন্যের প্রতিজ্ঞাতা নাম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ক্রাসী সৈন্যবলগণের কাঁচকুলতা ও বাবীন-চিত্ততার জনসাধারণের মনে ইউরোপীয় প্রাধিকারের ভাব বহুল হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তাঁহাদের শিকার শিখগণ সৈনিক কার্যে প্রকৃতরূপে পারদর্শিতা লাভে সমর্থ হই নাই।

মুর্কীই বর্ণিত হইয়াছে, রুজিৎ সিংহ যখন বালক ছিলেন, তখন গুরুবল্ল সিংহের কন্যা, মেতাব কৌড়ের সহিত তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব হয়। গুরুবল্ল কানিয়া (বা বাণি) সম্প্রদায়ের সামন্তগণের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতা মাহাসিংহের সহিত নিহত হন। এই বালিকার মাতা মূবা কোড় অভিনয় ডেজার্সনগিনী এক প্রকৃত-প্রাসী ছিলেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ‘কানিয়া’ সেনাপতি জয় সিংহ মৃত্যু হইলে, কানিয়া সম্প্রদায়ের কার্য-কলাপে তাঁহার আধিপত্যই সর্বপ্রধান হইয়া উঠে। তিনি জামাজকে তাঁহার বিবাহ মাজর প্রকৃত নষ্ট করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। কথিত হয়, জামী মহারাজ কেবল মণ্ডদণ বংশের বরাক্রম কালে রাজ্য বক্ষণ-

প্রদী হারিত হইত। ঐ স্থানেই তাহাদের বাসস্থান রূপ গৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যেক সৈন্যগণের সহিত সমস্তার শিবির এক তার-বহুমোহনীয় পত, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে থাকিত; প্রত্যেক সৈন্যগণের নির্দিষ্ট সরকার হইতে দুই জন পাচক অথবা কুটিওলা নিযুক্ত হইত। প্রত্যেকে আপসাপন বস্ত্রা বস্ত্র মাথায় ও ঠাসিয়া দিলে, তাহাই উত্তম করা তাহাদের কার্য ছিল। সময়ে সময়ে তাহারা বজাতি করিয়া অগ্নিকাণ্ড নীচ ব্যক্তিরদের জন্ত হুমিত কুটিও প্রদান করিত। ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যগণ তাহাকে থাকিত; প্রত্যেকের বস্ত্রা বস্ত্র করিয়া দিত। ঐ প্রথা এক্ষণে ইংরাজবিশেষের মধ্যে প্রচলিত

বেকশের ভার বহুতে গ্রহণ করিয়া, ব্যাভিচারিণী অপরাধে রাজাকে
সিহত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ও উত্তর প্রান্তে দুলা-
কৌড়ের পক্ষ সমর্থন করা, বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল।
'কলিঙ্গ' মিছিলের সহযোগিতারই তিনি নাহোর ও আবুতঙ্গর অধিকার
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুলাকৌড় আশা করিয়াছিলেন, ২৭ জিৎ
সিংহের উত্তরাধিকারীর রাজ্যমহী হিসাবে, এবং আশ্রয় স্বত্বানুসারে
শাসনকর্ত্তা-বরূপ শিখদিগের সর্ববিধ ক্রিয়া-কলাপে তিনি আশ্রয় প্রাপ্ত-
কমজ নরক। করিতে সমর্থ হইবেন; কিন্তু তাঁহার কথা সিংহসভায়
ছিলেন; ২৭ জিৎ সিং নিষেধ ও সতর্ক ছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে
কুলা শেল, যেভাবে কৌড়ের সন্তানসন্তাননা। সকলেই বিবাহ করিয়া-
ছিল, তাঁহার গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু ২৭
জিৎ সিংহ নৃপকর্ত্ত হইতে প্রত্যাগত হইলে, সন্তান হইয়াছে
বলিয়া, তাঁহাকে দুইটা নিতম্বর সন্তান প্রদত্ত হইল। তখন মহারাজার
মনে সন্দেহ জন্মিল। শৈব সিং একজন হৃদয়বীর পুত্র, এবং
তারা সিং তদুত্তরায় সন্তান ছিলেন, এইরূপ সংবাদে তিনি সচরাচর
বিবাহ হাপস করিতেন। তথাপি তাহার বিবাহে রাজ্যবহীর করে
শাসিত পালিত হইতে লাগিল;—মনে হইল, সত্য সত্যই তাহার
ফলে ২৭ জিৎ সিংহের বংশ জরগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু দুলাকৌড়
দেখিলেন, ঐ বালকজয়ের নামে তিনি কোনই ক্ষমতা পাইতে পারেন
না। তখন হতাশাস হইয়া সেই কুমারী, ১৮১০ খৃষ্টাব্দে, ইংরাজ কর্তৃক
পুত্রের নিকট আবেদন করিলেন। জামাতা তাঁহার বধ কলপন
হরণ করিয়াছেন, বলিয়া প্রকৃতভাবে ২৭ জিৎ সিংহকে বিবাহ ও শাসি-
যোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিলেন। অবশিষ্ট মিত্ররাজগণের সাহায্যে
২৭ জিৎ সিং ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প, তখন
তিনি আশ্রয় করিতে দৃষ্টিত হইলেন না। তাঁহার এই আবেদনে ইংরাজ-

বিশেষ কৃষ্টি আশ্রিত হইল; কিন্তু তিনি বিরোধের কোন আয়োজন করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং তাঁহাকে পূর্ব অবস্থার ও ব-পক্ষেই গণ্ডিত করিতে হইল। ১৮২০ খ্রষ্টাব্দে রণজিং সিং, শের সিংহকে প্রকৃতপ্রত্যক পুরস্কার গ্রহণ করিলেন; তাঁহার পক্ষে উদ্বেগ রহিল, পরিণামে তঁহারই ইচ্ছা অধিপত্য লোপ করিলেন। ঐ রমণী কাশ্মিরা রাজ্যের অর্জুন, এই বুঝার তত্ত্বগোচরের অন্ত নির্দেশ করিতে অস্বস্ত হইলেন। কিন্তু শেষে তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তিনি আক্রোহ ও কারাক্রুদ্ধ হইলেন,— তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রণজিং সিংহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। বাহা হউক, ইংরাজদিগের মধ্যস্থতার শতক্ষর দক্ষিণ, ওহানি নামক বুদ্ধ সম্পত্তি তাঁহাকে পুনঃপ্রত্যর্পিত হইয়াছিল,—তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। *

রণজিং সিং, বাগ্যাবহার “মাকিয়া” মন্ত্রনারের অধিপতি, বুঝান সিংহের কস্তারও পালিগ্রহণ করেন। ১৮০২ খ্রষ্টাব্দে তাঁহার গর্ভে রণজিং সিংহের এক পুত্র জন্মে,—সেই পুত্রের নাম বজ্র সিং এবং তিনিই উত্তরাধিকারী-ধরণ প্রতীপাশ্রিত হন। ১৮১২ খ্রষ্টাব্দে একজন কাশ্মিরা সেল্যপতির কস্তার সহিত এই বুঝাজের বিবাহ হয়; মহা সম্বন্ধেহ ও আনন্দ-অনন্দে এই বিবাহ কাষ্ঠ সম্পন্ন হইয়াছিল। বুঝাজের তত্ত্বগোচরের খবিত যে সম্পত্তি প্রকৃত হইয়াছিল, তাহার শাসন-প্রণালীতে কিছুখণ্ড ঘটায়, ১৮১৬ খ্রষ্টাব্দে, মহারাজা, নিজের কন্যতা কতক পরিমাণে সীমাবদ্ধ করেন; এবং বুদ্ধ-বিগ্রহ ও পরিগ্রহকাষ্ঠ কাষ্ঠ, সম্পাদনে পুত্রকে উদ্ধৃত

* Compare Murray's 'Runjeet Singh', pp.—46-51, 63, 127, 128, 134, 135. See also Sir. D. Ochterlony to Government, 1st and 10th Dec. 1816, and this volume.



कुमार नागनिहाल सिंह ।

७५९ पृष्ठा ।

করিবার চেষ্টা করিত থাকেন। কিন্তু পুত্র স্বভাবতঃ অলস ও দুর্বলচেতা ছিল; সুতরাং তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রূপজিৎ সিংহের একটি পুত্র সন্তান জন্মে; সেই বাচ্চকের নাম,—নাও নিহাল সিং; নাও নিহাল সিং শীঘ্রই পিতৃব্য রাজাকে মরায়ার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচিত হইলেন। *

রূপজিৎ সিংহের পারিবারিক সম্বন্ধ এইরূপ ছিল। কিন্তু ধর্মেশ্বাসী-দ্বিগের উপর, পাশ্চাত্যের প্রভাবাদাতা এক পাশ্চাতী প্রভৃতি যে সকল অপবাদ প্রবৃত্ত হইত, রূপজিৎ সিংহও তাহার একজন অংশভাগী ছিলেন। কথিত হয়, তিনি উগ্রভক্তাদী মাদক দ্রব্য মত্তরূপে পান করিতেন। কেবল তাহাই নহে,—সমস্ত সময় বেস্তা পরিবৃত্ত হইয়া, উন্মত্তের দ্বারা সর্বদিকে বাহির হইয়া জঙ্গল, শীলতা ও মধ্যাহ্ন নষ্ট করিতেন। † বৌদ্ধের প্রারম্ভে মহারা নামক একজন দারাসন, রূপজিৎ সিংহের উপর বিশেষ আধিপত্য-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কল, ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইত হুজা এবং পক্ষ মুজল হইতে অবস্র হয়। কিন্তু রূপজিৎ সিংহকে একজন মদ্যপানী অথবা ইন্দ্রিয়-মুখোদিত গণিত মনে করাও উচিত নহে; শিথলতা সম্পূর্ণ নির্মুক্ত এবং মনুষ্যজাতির অপমানহৃৎক প্রত্যেক পাশ্চাত্যের প্রভাবাদাতা,—এইরূপ বিবাস করাও অবৈধ। এতোক যুগেই শিক্ষিত এবং সভ্য সমাজ অপেক্ষা, অশিক্ষিত এবং অসভ্যগণের মধ্যে যে আশ্র-সম্মান ও ক্রীলোকের মতীত্ব ও পবিত্রতঃ অত্র আদরনীয় ছিল,

* মত্রে কৃত রূপজিৎ সিং; ৪৮, ৫০, ৯০, ৯১, ১১২, ১২৯ পৃষ্ঠা জটব্য। (Compare 'Murray's Runjeet Singh', pp. 48, 53, 90, 91, 112, 129.)

† মত্রে কৃত রূপজিৎ সিং, ৫৮ পৃষ্ঠা জটব্য। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 58.)

কোনদিকে কোন সম্বন্ধ নাই। যখন কোন দেশের সমস্ত কৃষকজাতি
স্বতন্ত্র অধিপত্য ও ঐর্ষ্যা লাভ করে, এবং সমাজের বিবিধ প্রতিষেধক
হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহাদের অবি কাংশ ব্যক্তিই ইন্দির মুখের প্রে-
মেরে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া, নীচরক্তিত্বের চরিতার্থ করিতে
বস্তুপর হয়। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ অস্বাভাব্য সাধারণ নিয়ম-পদ্ধতি
বহির্ভূত। তাহার। কোন সময়ে শিখদিগকে নিম্ন করিয়া থাকেন, অথচ
অন্য সময়ে তাহাদের কি প্রকারিত্ব সহিত দীর্ঘকালব্যাপী বুদ্ধ-বাত্ম্য
বিষয় বর্ণন করেন। তাঁহাদের এই পরস্পর-বিরোধী মতের বিষয় অল্প
জ্ঞাতি কর্তব্য। তাঁহাদের একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আমদের
অজ্ঞানতা সাধারণ জ্ঞান এবং উচ্চ মনোভূমিদ্বারা বাহ্য। সম্রাটের
নিষ্পত্তি ও মতই বনিয়া আরম্ভ হয়, তাহা কখন কোন আত্মীয় প্রকৃতি-
পূত আচার ও অভ্যাস দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। কোন দেশের
শত্রুগণের শাসনকর্ত্তের সাধারণ অধিবাসীর জ্ঞান নৈতিক শাসনে আবদ্ধ
রাখা অসম্ভব। তাহার। কখনও শাস্ত দত্তাবে, নির্দিষ্ট বাসস্থানে, বর্ষোপ-
যোক্তায় জায় সাধারণ থাকিতে পারে না। কতকগুলি ব্যক্তিগত শাসন-
কর্ত্তা ও সম্প্রদায়ের সৈন্তের আচার-পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া, সহস্র
সহস্র কষ্টসহিষ্ণু কৃষক ও প্রবল শিকারিদের চরিত্র বিচার করা
সুবিধা-বিহীন; অকস্মিক চরম দণ্ড প্রাপ্ত সৈনিকদের চরিত্র দেখিয়া,
কোনো এবং বলপূর্ব্ব সকল সৈনিককেই দোষী সাব্যস্ত করা কর্ত্তব্য
নহে। * উক্তর ভারতের অপরাপর প্রদেশে কৃষকদের জায় পদ্ধতির

* কর্ণেল গ্রিনহ্যাড (‘Punjab’, p. 76, 77.) তাহাদের যৌ-
কীয় আচারাদি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কতকগুলি
বীজসম আচার, অন সাধারণ মতে প্রচলিত ছিল। কপ্তেন ম্যে
(‘Ranjit Singh’ p. 85) এবং জি জার্স (‘Journeys i. 435’)

কলকল্প, স্ব বা গমের ক্রটি এবং এক গৃহ্য কৃপ-জল পাইনেই পরিপূর্ণ
হয়। সেইসময়ের অবস্থাও বেশী উন্নত নহে; আমোল-উৎসবের সময়
যাওয়া, তাহারা অল্প সময় উদ্যানকারী মনস্ক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে না।
বৈশিষ্ট্য এবং পদসম্পন্ন অলস ব্যক্তি লম্বা অধিকতর অবসরব্যয় যোগ্যত
ব্যক্তিই উন্নত ও উৎসাহপ্রার্থী হয়; অথবা মানসিক চিন্তা-
বিশীলতা ও কার্য-শূণ্যতা নিরাকরণার্থ মানস দ্রব্য বা মনোর আশ্রয়
গ্রহণ করে। আহার্যাদি সম্বন্ধে বায়বাহন্য মুসলমানদেরই অভাবমিহ্ন—
ভারতীয়দিগের সেরূপ কল্পন নহে। ইউরোপীয়গণ বৈরাগ্য অধি-
ব্যক্তিত্ব সহিত পাকস্থলীর আমোল প্রয়োগ করেন, তাহা তুর্ক ও পারস্য
দিগের অবিজ্ঞিত, সেরূপ করিলে, মিডাসের হিংস্র নিম্নাভাজন হন।

উক্তদেই এই সকল পদ্ধতিঃ প্রতি অতি সম্ভাবনভাবে দুবা প্রদর্শন করিয়া-
ছেন। মিঃ এলফিনষ্টোনও (Hist. of India' ii. 565) একই কাল
যত প্রকাশ করিয়া, এই নিম্নোক্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তপন্থতা সর্বব্যাপী বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন। বাহা হউক, কোন জাতির নীতি-পদ্ধতি, এবং
আচার-ব্যবহারের বিচার করিতে হইলে, ব্যক্তিচারিত্রের সামান্য করেবতী
বৃত্তান্ত দেখিয়াই, সমস্ত উপসংহারে উপনীত হওয়া উচিত নহে।
ভারতবাসিগণও, ইউরোপীয়দিগের বিচার সেইরূপ অভিযুক্ত করিয়া
করিয়া থাকে; ব্যবহৃত্য পরিবেষ্টিত হইয়া, ইংরাজগণ অব্যাপন
করিজেছে এবং নানা বিচার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে, প্রায় কয়েক ও
সংসার অভিনয়ে, তাহাই বর্ণিত হইয়া থাকে। কারণে বা অকারণে
তাহারা তাহাদের অজ্ঞান ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও উল্লিখিত হয়।

* ক্রাণ্ডিয়ার (Travels, i. 335) শিখদিগের মিডাসের বিচার বর্ণনা
করিয়াছেন। বহুসংখ্যক উক্তজক ইন্দ্রিয়-বৃত্ত হইতে নিম্পূর্ণতা সম্বন্ধে
অনেক বৃত্তান্ত দেখাইয়াছেন। অমত সমকর্ষা তিনি কর্ণেল পলিয়ারের

রাজিৎ সিংহ, কেবল যে অপরিসীম ইতিহাস-পুস্তক ছিলেন তাহা
 নহে,—অজাচারী ও অধীতীয় কর্মত্যাগী শাসনকর্তাদিগের জায় তিনিও
 আনন্দভাদ্রী, নক্ষত্রাতি এবং ভোমসোদয়িগ ছিলেন। একগণকে তিনি
 সমগ্র শিখ জাতির বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইয়াছিলেন। গোবিন্দের
 স্বাক্ষর-চোড়া অমৃতচরিত্র, সববহু ভোমী 'বালসার' অপর একজন সমস্তের
 কখনই আত্মবাহী জীভলাস হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত
 অমৃতচরিত্র না হইলেও, অতি সমস্তই বাহাদুর প্রাণসংভাষন হইতে
 পারে। এবং নিম্ন অমৃতচরিত্র ব্যক্তি বোধে বাহাদুরের প্রতি কিঞ্চিৎ
 বিশ্বাস স্থাপন করা বাইতে পারে,—সেই বিশেষী ব্যক্তিবর্গকে তিনি
 আত্মপ্রকাশ করিতেন। প্রথম যে ব্যক্তি এইরূপে এসিদ্ধি লাভ করে,
 তাহার নাম,—বুসহাল সিং। তিনি ব্রাহ্মবংশীয় এবং সাধারণপুত্রের
 আধিবাসী। রাজিৎ সিং প্রথমে যে সৈন্তবল গঠন করেন, ইনি সর্বপ্রথম
 সেই সৈন্তবলে প্রবিষ্ট হন ; তৎপরে মহারাজের সৈন্ত-প্রবীর
 একজন গুরু বা পদাধিক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তৎপ্রতি
 মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি বেউরায়
 অবস্থায় অথবা প্রবেশবারের স্থানপাল নিযুক্ত হইলেন। তাহার জ্ঞাতা
 তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিবার উপক্রম করিয়াছিল ; কিন্তু তিনি শিখবর্গ
 গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায়, বোমহাল সিংহের আধিন্যাসই অমৃত
 রাখিল। পরিশেষে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই উত্তরেই জামু-রাজপুত-

বিষয়ের বতকরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাস্কম্বে ("Sketch", p. 141)
 শিখবর্গকে পরিচর্য্য ও সন্তান করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু এই
 কথা হইতে বন্দ্য জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল, অবিকার
 হইতে ধনী এক অসল ব্যক্তিবর্গ যে কিসীম এবং ইতিহাস-পুস্তক
 হইল। কঠিন,—তাহারই কোনও সন্দেহ নাই।

দিলেও কতটা স্বীকার করিলেন। তিন পুত্রের মধ্যে স্যোভানুজ
গোলাপ সিং আগন্তু কলহিলেন যে, তাঁহার পিতামহ, বিদ্যাপ্ত কলহিল
দেওর জাতি ছিলেন। কিন্তু এই বংশ দেওবুজ একই পরিবার
গোলাপ সিং, খোমহাল সিং পরিচালিত সৈন্যদলে একজন অধ্যক্ষ
নিযুক্ত হইলেন। তিনি আগন্তু কলহিল বিদ্যাপ্ত সিংকে ওয়া
আমিলেন, এবং কলহিলালী ভোমামোহকারীর দ্বারা তাঁহার
উত্তরেই কলহিল সিংহের সৈন্যদলের বাহক-পদাতি নিযুক্ত হইল
ছিল। উত্তরের অধ্যক্ষের, অধিকন্তু কলহিল জাতির সত্যবাহু,
তাঁহারই এতি মহারাজার গুণি আকর্ষিত হইল। বিদ্যাপ্ত সিং কলহিল জাতি-
রাজগৃহস্থের স্থান অধিকার করিলেন। যাহা হউক, তিনি তাঁহাকে
অবমাননা করেন নাই; কারণ কলহিল ব্যক্তি কলহিল তাঁহারও সম্পত্তি এবং
পদবী ছিল। গোলাপ সিং মাঝামাঝি একটি সৈন্যদলের অধিনায়ক হই-
লেন; কিন্তু এই সময়ে রাজাওরাগির কলহিলের মুসলমান শাসনকর্তাকে
আক্রমণ করিয়া, তিনি বিশেষ ব্যাতি অর্জন করিলেন। অতঃপর এই
পরিবারের জীবিকা-নির্বাহার্থ জারগীরধরন জায় প্রাপ্ত হইল, এবং
সর্বকলহিল সুলতান সিং এবং অপর জাতির সকলেই একে একে রাজা
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন; এবং মহারাজার পরামর্শ মতবার সম্পূর্ণ কলহিল-
লাভ করিলেন। কিন্তু ইংরাজ-সম্পর্কীয় কোন পরামর্শ সময়ে তাঁহার
সের কোন কলহিল ছিল না;—কারণ এখানে তাঁহার নিরপেক্ষ মত
আবশ্যক হইত এবং তাঁহার উপস্থিতিও যথেষ্ট ছিল। সরলহর
সুলতান গোলাপ সিং সর্বদা পার্শ্বভা এদেশেই থাকিতেন; তত্বে
অতঃ রাজপুত্রদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে, এবং
পরিবারে লুপ্তকে রাজা সংস্থাপন উদ্দেশ্যে, তিনি শিবসৈন্য পরিচালনা
করিতে থাকিলেন। এদিকে অধ্যক্ষগণও অত অধিকতর শিবসৈন্য
বিদ্যাপ্ত সিং, সর্বদাই মহারাজের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহার

অতিশয় ব্যস্ত হইবার পূর্বে তহা জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। অবশেষে অল্পপক্ষে জাঁকজমকপ্রিয় হুচেড সিং, কাহারও কসমত আশ্রয় না করিয়া, কিংবা কাহারও শত্রুতাচরণ না করিয়া, আয়োধ্যপ্রিয় প্রিয়বর্নদি সভাসদ ও সাহসী সৈনিক পুরুষের দ্বার কাল-মাগন করিতেন। যদ্যত্র ধর্ম্মানুরাগী ককির, মুসলমান উজীজ-উদীন, সাধারণ ভেষ্যমোদকপ্রীর দ্বার নীচ স্থান অবিকার করেন নাই। কিন্তু তিনি এখন হইতে সর্বদা রুণজিং সিংহের নিকটে অবস্থান করিতেন; রুণজিং সিংহও তাঁহাকে বিজ্ঞ ও বিশ্বাসী যুগিয়া বিশেষ সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন। খোসহাল সিং ও বিরাম সিং—উভয়ের প্রভুত্ব সময়ে, রুণজিং সিং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন, এবং ইংরাজ-বিশেষের সহিত কথাবার্তার ভিত্তিই বধ্য নিবৃত্ত হইতেন। পূর্ববর্ণিত ভক্তিপন্থী লাহোর রাজসভার বিশেষ ব্যাতিশম্পর ছিলেন। কিন্তু রুণজিং সিংহের মানসিক বৃত্তি এখনও অল্প কাহারও পদানত হয় নাই। সঙ্কটক সাহায্য যত্নকে রুণজিং সিং মুসলমানের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সাময়িক প্রতিভাশক্তি ও অকপট শিবধর্ম্মানুরাগের পুঙ্খানুপুঙ্খ মহারাজ, হরি সিং নালোরকে পেশোয়ার-সীমান্তের অবসারকৃত প্রদান করিলেন।* তাঁহার পুত্রও সঙ্গী, বর্ত্ত সিং আসন-

* Compare Murray's 'Runjeet' Singh, p. 84, 113, 125, 147; "Moonshee Shabamut Alee's 'Shikhs and Afghans', ch. iv and vii. উজীজ-উদীন ও খোসা সিং সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবন্ধী প্রবৃত্তি :—Moorcroft. "Travels, i. 94, 98, 110 & Lieut-Colonel Lawrence's work; "The Adventurer" in the Punjab and Capt. Osborne's "Court and Camp of Runjeet Singh." খোসাও প্রবে মহারাজের সঙ্গী ও

ওলিয়া ক্রমবর্ধমানীক ঐক্যের অধিকারী হইয়া, আসিল 'মিহিমেদ' একমাত্র সাক্ষ্যদাতারূপে বাদ করিতে লাগিলেন অমৃতসর ও জলসর নদীরদ্বয়ের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া, দেশা সিন্ধু মুজিব্বিরা মহারাজের প্রদেশ ও বিধানভাজন হইলেন।

প্রবাসোদকারিস্থলের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য গল্প উল্লিখিত হইয়াছে। লর্ড এলেনবরার ভ্রম সিং ক্লার্ক এই বিষয়ের যে একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, প্রকার সুবিধানও তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। মাকুম চাঁদের কথা পুঙ্খভেদে বলা হইয়াছে। একদা ব্রাহ্মণ দেওয়ান চাঁদের বিষয় উল্লেখ করা গাইতে পারে। দখন মুলতান অধিকৃত হয়, তখন তিনি প্রকৃত সেনাপতি ছিলেন, এবং কাশ্মীর আক্রমণ কালে, তিনিই অগ্রবর্তী সৈন্য পরিচালনা করেন। প্রকৃত শিখসৈন্যবাহিনীর মধ্যে মিথ সিন্ধু বেরানিয়াও অতিশয় সাহসী এক সহস্রাবাহিনী প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

বুলতান, কাশ্মীর এবং পেশোয়ার অধিকার হইতে,

রণসিংহের বৃত্তা ।

১৮২৪—১৮৩১ ।

ইংরাজ ও শিখদিগের সম্বন্ধ পরিবর্তন :- বিবিধ কাণ্ড :- শিখদিগের কাবিকলাপ পরিবর্তনকারী র নৃত্তিক প্রতিনিধি, কাল্পনিক ওয়েড :- জাম্বুর হাজরগ :- পেশোয়ারে সৈন্তের আনয়ন সার বিসোহাচরণ, - রণসিং সিংহের ব্যাধি :- রণসিংহের সর্দার উইলিয়াম বেডিংহের সহিত সাক্ষাৎ :- সিন্ধুদেশে অধিকারে রণসিংহ সিংহের মরণ, এবং সিন্ধুদেশে বাণিজ্যপথে পরিচালনার ইংরাজদিগের কাবহা :- ১৮৩০-৩২ খ্রীস্টাব্দে সাক্ষ্যের আক্রমণ এবং রণসিংহ সিংহের পেশোয়ারে অধিকার :- রাজা গোলাপ সিং কঠক লুণ্ঠন অধিকার :- শিকারপুরে রণসিংহ সিংহের মৃত্যু, এবং ইংরাজদিগের বাণিজ্য-নীতি বহির্ভূত সিন্ধুদেশে অধিকারে রণসিংহ সিংহের মরণ :- আকগানিহানের 'বাক-ক' জারীকরণের সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ :- রণসিংহ সিংহের আগমনে বোস্ত বহু-বক্ষ্যে গলায়ন :- আকগান কঠক শিখদিগের পরাজয় :- নাত নিহাল সিংহের বিবাহ :- নার হেনরি কেন :- ইংরাজ, বোস্ত মহম্মদ, ও রণ জাতি । সাক্ষ্যের সিংহাসন-প্রাপ্তি :- ইংরাজগণ কঠক ক্ষমতা হ্রাসের দ্বারা রণসিংহ সিংহের অসুস্থিতি :- রণসিংহ সিংহের বৃত্তা ।]

রণসিংহ সিং পেশোয়ার অধিকার করিয়াছিলেন বটে । কিন্তু তৎপ্রাশ্বে সম্পূর্ণরূপে বন্ধীভূত করিতে তাঁহাকে বহুকালব্যাপী যুদ্ধে সিরিফিয়ার ভাবে ব্যপ্ত থাকিতে হইয়াছিল । রণসিংহ সিং সমস্ত পক্ষেরে অধিকারিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইংরাজগণ এতদিন যে পক্ষে বৃষ্টি সাক্ষ্য করিয়া আই । যে দিন সেশোয়ারের সৈন্তের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য ইংরাজগণ রণসিংহ সিংহের সামান্য প্রার্থনা করেন, সেই

দিন হইতেই শিব-আড়ির সামাজিক অবস্থার ও তাহাদের উদ্দেশ্যের পরিবর্তন সাধিত হয়। যমুনা নদী এবং বোম্বাই সহরের সমুদ্র কূল, তখন আর ইংরাজ-রাজ্যের নির্দিষ্ট সীমা বন্ধিয়া বিবেচিত হইত না। ইংরাজগণ নন্দুবা নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন; রামপুতনার রাজ্যভূমি করক-রাজা-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। পরিশেষে সমগ্র দেশ গাহাতে গঠনবধাশালী হয়—উদ্দেশ্যে, এবং চূড়োপযোগী বানিয়া শৃঙ্খলে দূরবর্তী প্রদেশ সমূহকে বন্ধন করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহারা অলপক্বে বানিয়া সৌকর্য্যার্থ বিবিধ উপায় বিধানে ব্যস্ত হইয়াছিলেন : উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারা বাধ্য হইয়া, শিবরাজের উদ্দেশ্য বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই, তাঁহারা অদূরপূর্বে অথচ হুনির্শিতরূপে রণজিৎ সিংহের রাজ্যাগাসের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া-
ছিলেন। অধিকন্তু নামক প্রোবিন্স আপনাপন প্রতিভাবলে যে ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-স্বাধীনতা বিবরক নীতি প্রদান করিয়াছিলেন, কঠোর পার্শ্ব শাসনের বশবর্তী হইয়া নির্ভরতার সহিত তাঁহারা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আটকের উচ্চর সিদ্ধনদের উচ্চ পার্থক্য কলহপ্রিয় মুসলমান আতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহাতে শিব-সেনাপতি হরি সিং গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তদারক
আগমন করিলেন এবং পুনরায় প্রত্যন্ত-গর্ভ প্রবল সিদ্ধন কাটিয়া পার
হইলেন। কিন্তু অসত্য পার্শ্বতীরগণ তাঁহার আগমনেই পলায়ন করিল।
ইহায় ফল হইল শিবদিগের অধীনতা বীকার করিতে না; তাঁহার পুন-
পুনঃ বাধ-প্রতিবাদে রণজিৎ সিংহের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। • ১৮২৫

হুজুরা গুর্জাণিগের সন্ধি প্রস্তাবে, রণজিং সিং যিশের আধিপত্য হইলেন। ইং. যিশের প্রভুত তাহাদিগের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; হুজুরা গুর্জাণি, রণজিং সিংহের সহিত পূর্ব পত্রতা তুলিয়া নিরাসিল। কিন্তু মেপালিগিগের প্রভুত উদ্দেশ্য তখনও আনিতে না পারিয়া, চকম-মতি শিবরাজ শিকারপুর আক্রমণ-করে চম্বতানা অভিযুখে পদন করিলেন। * এই সময়ে নিম্ন দেশে যোর হুর্জিগ উপস্থিত হইল। ইংরাজগণ তরতপুর আক্রমণ উদ্দেশ্য প্রভুত হইতেছেন, লোকমুখে তাহাও শুনা যায়। হুজুরা সেই বৎসরের শেষ ভাগে মহারাজ রণ-ধামীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তৎকালে 'জ্যাঠ' জাতীর এক ব্যক্তি বহুনা-ভীরবর্তী সমুদায় রাজ্য অজ্ঞানপূর্বক অধিকার করিয়াছিল; এক্ষণে সেই ব্যক্তি ইরানভী-ভীরবর্তী 'জ্যাঠ' অধিপতির সাহায্য প্রার্থনা করি-লেন। কিন্তু মহারাজ এই সৌভ্য বিষয়ে অবিবাদের ভাণ করায় ইংরাজগণ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। যে হুর্জাণিগিগ ইংরাজদিগের শিকিত সৈন্তদলকে বাধা প্রদান করিয়া, তাঁহাদের ভীতিব্যঞ্জক আশ্র-পত্রাদিগে প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; রণজিং সিং সেই হুর্জাণি-গিগের সহিত পত্রতাচরণ করিলেন না। † তবে ঠিক সেই সময়েই হুর্জাণিগিগের প্রতি তাঁহার অবিবাদের মান্য কারণ উপস্থিত হইল। বটে সিং আলহুওয়ালিয়ার ঘোষ্ঠ ভ্রাতা বুজার্ঘ প্রভুত হইলেন; হুজুরা

* Agent at Delhi to Capt. Murray, 18th March, 1825 and Capt. Murray in reply, 28th March. Compare also Murray's Runjeet Singh. p. 144.

† Captain Murray to Resident at Delhi, 1st and 3rd Oct. 1825 and Capt. Wade to Capt. Murray 5th Oct. 1825.

এত হইয়া, কতে সিং হুগটী অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিলেন অধিকতর তিনি ভয়ে ভীত হইয়া, শতজর দক্ষিণে পলায়ন করিলেন। ইংরাজদিগের সাহায্য সম্ভাবনার পৈতৃক রাজ্য সারহিন্দ প্রদেশে নিশ্চিত অবস্থায় রাখিলেন বটে, কিন্তু লর্ড লেকের সহিত সন্ধির কথা স্বরণ করিয়া রণজিং সিং আত্মরহীন ব্যক্তির ভয় অগ্নোদগম করিতে বস্তুপন্ন হইলেন। ইংরাজদিগের আশ্রয়ে সেই সামন্তকে দুর্দমনীর আনিয়া, রণজিং সিং তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কতে সিং শাংহোরে প্রত্যাবসন করিলে, রণজিং সিং অতি সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন ; তখন কতে সিং প্রায় সমুদায় রাজ্যই পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। *

১৮২৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে রণজিং সিং কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, ইউরোপীয় ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় ডাক্তার যারে নামক একজন সার্জন ভারতীয় ইংরাজ সৈন্য দলে নিযুক্ত হইলেন। রণজিং সিংহের চিকিৎসার

* Resident at Delhi to Capt Murray, 13th Jan 1826 and Capt Murray's "Runjeet Singh", p. 144. ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বড় শাসনকর্তা খীর বিক্র-ভ্রাতার (Turban brother) ভয়ে এত ভীত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বতন্ত্ররূপে ইংরাজদিগের সম্পর্কিত তিনি সেই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

শতজর দক্ষিণ দায়কতের মুসলমান শাসনকর্তা, এই কারণে ইংরাজ দিগের অধীনরূপে গৃহীত হইবার জন্য, বহু চেষ্টা করেন। অবশেষে হত্যা হইয়া, কতে সিংহের জায় পলায়ন করেন ; পরে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন। ইনি এখনও কাতনের অধিপতি ছিলেন। (Government to Resident at Delhi, 28th April, 1827, with Correspondence to which it relates, and compare Murray's 'Runjeet Singh' p. 145)

জন্ম প্রেরিত হওয়ার তিনি কিছুকাল নাহোরে অবস্থান করেন। কিন্তু অস্বাস্থ্য প্রভিবেশের কার্যকারিতা-সম্বন্ধে বিবেচী চিকিৎসক এবং মধ্য-পাশবস্বয়াদিগের প্রতি মহারাজ বিবাস করিতেন না; পরন্তু সম্বন্ধের কার্যকারিতা, উপবাস এবং নিজ ডাক্তার-বৈদ্যের ব্যবস্থারিতা-সম্বন্ধে সুবিধা-প্রাপ্তি প্রভিবেশের প্রতি তাঁহার অধিকতর বিবাস ছিল। তৎপাশ-বস্বয়াদিগের সিং, বিবেচী ডাক্তার নিকটে রাখিতে ভাল বাসিতেন। তিনি মনে করিতেন,—তাঁহার নিকটে হইতে নানা বিবরণ সংবাদ পাওয়া যাইবে, এবং অতি সহজেই তাহার সম্বোধন হইবে;—সেই উদ্দেশ্যেই তিনি বিবেচী ডাক্তারকে আহ্বান করেন। এই সময়ে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আর্মস্ট্রং উত্তরপ্রদেশ পরিদর্শনের আশ্রয় প্রকাশ করেন; মহারাজ তৎকাল যাত্রা হইয়া উঠিলেন। তিনি তৎকালীন সৈন্তের গুণগণার তথ্য সংগ্রহে যত্নপর হইলেন। তৎকালীনসময় সহিত যুদ্ধাবস্থানে বিবেচী হইলেন কি পরিমাণ চাকর দাবী করিয়াছিলেন, সে সকল তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বারাকপুরে একজন সিপাহীর বিরোধাত্মকতার বিষয় তিনি অনুসন্ধান করিতেন; সেই বিরোধ কখন দেশীয় সৈন্ত নিবৃত্ত হইয়াছিল কিনা,—ওষিধ তিনি জানিতে ইচ্ছা করেন। * ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে সিমলায় লর্ড আর্মস্ট্রং উপস্থিত হইলে, আরও অধিকতর বনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল। তাঁহার অত্যন্তপর জ্ঞান এবং অত্যন্ত বিষয় অনুসন্ধানের জ্ঞান, একজন হুত তাঁহার আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল। মহারাজের সভায়, ইংরাজ সীমাত্তের শাসনকর্তা, কাপ্তেন ওয়েড এই অভিনবন প্রত্যর্শন্য প্রতি-

* Capt Wade to the Resident at Delhi, 24th Sept. and 30th Nov. 1826, and 1st Jan. 1827. Compare Murray's Runjeet Singh p. 123.



হরিদাস সাধু।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে, মহারাষ্ট্র, ত্রাশ্বণ-যোগী হরিদাসপ্রসাদ পঞ্চায়েত গমন করেন। মহারাষ্ট্র রণজিৎ সিংহ এই সাধুকে ত্রিশ দিন কাল মুক্তিকার পুত্তিকা রাখিয়া ইহার যোগবল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তঁহার অনৌকিক যোগবল বর্ণনে, মহারাষ্ট্র একেবারে মুগ্ধ হন। ইহার অদ্ভুত জীবন-কৃতাভ, 'বন্ধবাসী' কাহিনীসমূহ হইতে প্রকাশিত "হরিদাস সাধু" পুস্তকে বর্ণিত আছে।]

দ্বিবি বরুণ প্রেরিত হইলেন।* পর বৎসর ইংরাজ সৈন্যের প্রধান সেনাপতি (জর্জী সার্জ) সুবিধানের আশ্রয় করিলেন। রণজিৎ সিং ময়লাকান্দা জালাইয়া, তাঁহার নিকট এক জন দত্ত প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তরতপুর বিজয়কে পক্ষাঘাত হুঁসিয়ার পরিদর্শনের নিয়ন্ত্রণ করা হইল না।†

* Government to Capt. Wade. 2d May, 1847.

‡ Murray's 'Ranjit Singh', p. 147. এই সময়ে সিন্ধোয়া সাহী পণ্ডিত সোনা ডি করসর বিদ্যালোচনার ও দেশ-পড়াটনে এবং সিন্ধোয়া ইংরাজদিগের আবাস স্থান নির্দিষ্ট হওয়ার, একপক্ষে ত্রিভুজের চৌকসেশবাসিন্য এবং অপরপক্ষে রণজিৎ সিং, ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে কৌতুহলপ্রসূত হইয়াছিলেন। এই হেতু গারো নামক স্থানের কর্তৃপক্ষগণ, ইংরেজদিগের অধিকাংশ বিশিষ্ট নামক স্থানের শাসনকর্তাদিগকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন—“পুরাকালে ‘কেনিঙ্গা’ বিদেশ (অর্থাৎ ফিরিকী অথবা ক্রাকগণ—ভূতকার এবং অসং জাতি) নাম ‘পণ্ডিত তম্বা বার নাই : এক্ষণে বহুসংখ্যক ‘কেনিঙ্গা’ এতি বৎসর উক্ত-প্রদেশসমূহ পরিদর্শন করিতেছে। তাহাতে বিশিষ্টের শাসন-কর্তা তাহাদের গতি-বিধি পর্যবেক্ষণ করিয়া, সর্বদা যুদ্ধের অস্ত্র প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রভুতপ্রভাপশালী ‘গামা’ ইহাতে অসন্তুষ্ট; তিনি একজন সৈন্যকে সর্বদা যুদ্ধার্থ সজ্জিত থাকিতে অসম্মতি করিয়াছেন। ইংরাজগণ বাহ্যতে তাঁহাদের রাজা-সীমা অভিযোজন করেন, তৎসময়ে তাঁহাদিগকে সতর্ক করা হউক; অথবা যদি তাঁহারা সশস্ত্র বাধ্য করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা সমুদ্র পথে শিকিলে প্রেরিত পাবেন। ইংরাজদিগের যুদ্ধসৈন্য অথবা ঐকর্তৃ, বিশিষ্টের পরিদর্শনকারী বিবাস করা উচিত নহে : এক্ষণে বাসনাঃ তাহাদের

ব্রিটিশ এক শিখ-সবরসমীচনের মধ্যে যে কার্য নির্বাহ করিতে হইবে, তৎসম্পাদনের ভার দিল্লীর রাজ-প্রতিনিধির হস্তে রক্ত হইয়াছিল। তিনি এতদ্দেশে 'আফগান' রাজনৈতিক প্রতিনিধি (এজেন্ট) কাপ্তেন বাবের প্রতি আশ্রয় প্রচার করিলেন। সুধিরানার কাপ্তেন ওয়েড নামক তাঁহার একজন সহকারী ছিলেন; তৎকালে সৈন্তদল সম্পর্কেই তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। যখন কাপ্তেন ওয়েড লাহোরে মহারাজার দরবারে উপস্থিত ছিলেন, তখন মহারাজ এক ইচ্ছা প্রকাশ করেন; তাঁহার প্রার্থনা—কাজ-কর্মের সুবিধায় জন্ত সুধিরানার কর্মচারীকে শতজর দক্ষিণস্থ রাজাসমূহের প্রতিবিধি পদে বরিত করা হউক সে; প্রতিনিধি দিল্লীর রেসিডেন্টের অধীন থাকিবেন; কিন্তু আগ-জার প্রতিনিধির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। * তাঁহার সে বাসনা পরিপূর্ণ হইল। † কিন্তু কথিত রাজ্যের সীমা নির্দেশ কালে দেখা গেল, কড়কগুলি সম্বন্ধমূলক বিষয়ের তখনও সীমাংসা হয় নাই; সেগুলির সীমাংসা হওয়া প্রথম কর্তব্য। চুমকোড়, আনন্দপুর-

* অংশক। ৩০. "পাক্ষাৎ" (১২০ মাইল) উন্নত; তিনি চান্নি জাতির উপর "আধিপত্য" স্থাপন করিয়াছেন; এক্ষণে একটা বৃহৎ এশিয়ার ছরটা জাতি "যেহা হুর্দিলে পতিত হইবে; হুতরাং ইংরাজ-পন বাহাডে তাহাদের রাজ্য "সীমা" অভিভ্রম না করে, তবিরে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক।" আগ-বিহারবার্ণ প্রার্থনা ও অসুভিষ্যক আরও কত কি লিখিত হইয়াছিল। (Political Agent Subathoo to Resident at Delhi, 26th March, 1827.

* Captain Wade to Resident at Delhi, 20th June, 1827.

† Government to Resident at Delhi, 4th Oct, 1827.

বাধাওয়ালা এবং গুরু গোবিন্দের সঙ্গে সাদা হস্ত প্রতিনিধিত্ব বা 'সোখি' সম্প্রদায়ের অধিকৃত অস্ত্র হানে অধিকার স্বত্ব আছে বলিয়া, বশজিৎ সিং দাবী করিলেন। তিনি ওহাবনিতেও আধিপত্য বিস্তারের অভিলাষ করেন; কারণ, কয়েক বৎসর পূর্বে এই স্থান বঙ্গের অধিকৃত বলিয়া, তিনি তথা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তৎকালে বিরোজপুর এক সন্তানহীন বিধবার অধীন ছিল; বশজিৎ সিং তথায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। অতঃপর আলহুওয়ালিয়ারা নিজেদের নবাবের নিক্ত রাজ্যভুক্ত করিয়া লইতে উদ্যোগী হন। তিনি আরও অপর্যাপ্ত স্থান অধিকার করিতে বঙ্কুর হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই।* বিরোজপুর এবং কতে সিং আলহুওয়ালিয়ার ঐশ্বর্য্যক রাজ্য অধিকারের জন্য মহারাণা বে দাবী করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাখ্যাত হইল; কিন্তু পার্শ্বদেশে বেধা গেল, ওহাবনিতে ইংরাজদিগের প্রাধিকার স্থাপনের স্বত্বও টিকিল না। চুরকোড় ও আনন্দপুর-

* Captain Wade to the Resident at Delhi, 20th Jan, 1828, and Capt Murray to the same, 19th Feb. 1828,

বিরোজপুর সম্বন্ধে পরিশেষে নব্বমেন্ট স্থির করিয়াছিলেন (Government to Agent at Delhi, 24th Nov. 1838) যে, কতকগুলি এক-গোত্রোদ্ভূত উত্তরাধিকারী (যাহারা স্বাধিকারের দাবী করিয়াছিলেন) সকলেই মৃত্যুবান হইলেন না। হিন্দু আইন আশ্রয়ে ও শিখদিগের পদ্ধতি অনুসারে পরস্পর পৃথক হইয়া গেল, উত্তরাধিকারী স্বত্ব ভাগ হইল। বাহা হটক, ইংরাজদিগের পদ্ধতি এত অসম্মিত যে, শিখ-রাজ্য সম্পর্কীয় ব্যবস্থা-সমূহের মধ্যে বিরোজপুরের স্থানীয়দেরকে অস্বস্তি কোম বা কোম হেতু পাওয়া যাইতে পারে।

আধোরাশি, আধোরাশিপতির স্বভাব বীকৃত হইল ; কারণ তৎকালে ইংরাজদিগের অধিকারে রাখা মুক্তিযুদ্ধ বলিয়া বোধ হইল না । তাঁহাদের মনে হইল, অধোরাশিই শাসনকর্তার দ্বারা শিবদিগের রাজক-সম্রাটের ক্রিয়াকলাপ সুচারুরূপে নির্বাহ হইতে পারিবে । * বিরোজপুর হস্ত-চ্যুত হওয়ার, রণজিৎ সিং নিশ্চয় বিরক্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইংরাজগণ সহজ কণ্ঠে সেই প্রভু-বিধায়ক স্বানের প্রশংসা করিতেন † বর্তমান ক্ষেত্রে নূতন ব্যবস্থা বলাবলি অনুসারে সকলেই বুঝিয়াছিলেন, উত্তর মধ্যপ্রদেশের মধ্যে ভবিষ্যতে বিবাদের সম্ভাবনা অতি বিরল ।

এইরূপে ইংরাজদিগের সহিত রণজিৎ সিংহের সম্বন্ধ ক্রমে বশীভূত হইয়া দাঁড়াইল । এই সময়েই তিনি, আগ্রার প্রায়তন প্রতিনিবিশেষ মতেই অনেক স্থলে নির্ভর করিতে লাগিলেন । দীর্ঘদিন সিংহের গুরু হীরা সিংহের বাল্যবয়সেই মথুরাজ তাহার জ্যেষ্ঠ মহত্বের লক্ষণ প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন । এই বালকের স্বাভাবিক সরলতার ও শিষ্ট-মৌলিক্তে তিনি প্রীত হইলেন । মহারাজ তাহারক রাজ্য উপাধি প্রদান

* Government to the Resident at Delhi, 14th November, 1824.

‡ ১৮২০ হষ্টাবে রণজিৎ সিং বিধবা রমণীর অত্র বিরোজপুরের সুবুদ এবং বিখ্যাত হুগ্গ পুনরুদ্ধার করেন । কারণ যারে তাহার উদ্দেশ্য করিয়াছেন । একজন সম্ভবান ব্যক্তি এই বিধবা কুমারিকারীর সম্পত্তি আক্রমণ করিতেছিল ; (Captain Murray to the Agent at Delhi, 20th July, 1823) রাজ-প্রতিনিধিগণ লুণ্ঠিত। অপেক্ষা বিরোজপুরের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রবিধি সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিতেন । (Government to Agent at Delhi, 20th Jan., 1824.)

করেন। তাহার পিতা একতর ভারতবাসীর দ্বারা, বিতর্ক বৎসপল্লবরা
বিশিষ্ট স্থানীয় কোন রাজপরিবারের একটা কস্তার সহিত পুত্রের বিবাহ
দেয়, নিজ দেশের বিতর্কতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ১৮২৮
খ্রীষ্টাব্দে, তিনি কান্নাড়ার শাসনকর্তা হুও সংসার চাঁদের কস্তার সহিত এই
বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাহিতের অঙ্গ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিং আলম-
ওয়ারিয়ার পুত্রের বিরোধে সবে যোগদান করার উদ্দেশ্যে, নিজ তরীর
সহিত জাম্বুর শাসনকর্তা আনরোধ চাঁদ তাহার পরিচয় করিতে যান ;
তথায় অজানিতভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে বোয়ান সিংহের সম্বন্ধবন্দী হন।
হুওরায় নূতন শাসনকর্তা আনরোধ চাঁদ অতি অনিচ্ছার সহিত সে বিবাহ
প্রস্তাব সম্মতি প্রদান করেন। এই প্রস্তাবিত বিবাহে কুলনাশের আশঙ্কার
ঐ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি অপেক্ষা বালিকারদের মাতা অধিকতর
ভুক্ত হইয়া, সম্মানগণের সহিত শতক্রর দক্ষিণে পলায়ন করিবার অভি-
মুখ করিলেন। তাঁহাদিগকে কিরহীরা আনিতে আনরোধ চাঁদ আদিষ্ট
হন ; কিন্তু তিনিও নিজে পলায়ন করেন ; হুওরায় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি
অবশ্রব হয়। হুখে ও বিরক্তিতে মাতার মৃত্যু হইল ; অল্প-সামান্যে
সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, ক্ষুদ্র রাজ্যের পুনঃস্থাপন শাসনকর্তা
পুত্র ইন্দ্রজিৎকে সাহায্য প্রার্থনা করেন ; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা
ব্যর্থ হয়। অবশেষে মাতার মৃত্যুর দর, পুত্রও তাঁহার পক্ষ-
সামী হইলেন। সংসার চাঁদের কতকগুলি 'অসিদ্ধ' সন্তানও ছিল।
১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বয় হুইটী কস্তাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার
অনুকম্পায় একটা পুত্র রাজপদে উন্নীত হইল ; শিউরাজ্যের কতকগুলি
পুত্রকে প্রজ্ঞাপন করিয়া, মহারাজ কিরংপরিমাণে প্রতিহিংসা বৃত্তি
চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। সেই বৎসরই সমবৎসপল্লবের
একটা বালিকার সহিত মহা সমারোহে হীরা সিংহের বিবাহোৎসব
করা হইল। রাজসিং সিংহের উদ্বারভাও মহাশয়ে বিশেষিত হইল।

ইংরাজদের আশ্রিত বহু রাজা এই উপলক্ষে মহারাজকে অভিনন্দন ও উপঢৌকন প্রদান করিলেন ।

ইতিমধ্যে একজন অপরিচিত ব্যক্তি পেশবারের সন্নিবর্তে চৌর বিজোহ-গহি প্রেরণিত করিল। উক্তর ভারতের অন্তর্গত কলৌ নামক স্থানের সৈয়দ বংশসম্বৃত আমের সা নামক একজন মুসলমান, বেডনভোদী সেনাপতি আমীর খাঁর অনুচর ছিল। তৎকালে বাহরাটা ও পিতারা স্বাক্ষরণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই যুদ্ধের অবসানে, যখন তাহার প্রভুর সামরিক সৈন্যবল ভঙ্গ হয়, সেই সময় ইংরাজগণ আমীর খাঁকে একজন অধীনস্থ রাজা বলিয়া স্বীকার করেন; যুদ্ধে বিজয় লাভের পর, এই ব্যক্তি কর্তৃত্ব লাভ হয়। সেই সময় সৈয়দ দিল্লীতে গমন করেন; আবদুল আজিজ নামক একজন উজ্জতা ধর্ম-প্রচারক ওখন ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি আমেরের গভ্য-ধর্ম-নিষ্ঠার বহুল পরিমাণে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন; তৎকাল-প্রচলিত ধর্মোপাসনার সর্ববিধ সু-প্রশাসন্য আমের শিক্ষণীয় ও দণ্ডার্থ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তিনি প্রাচীন ধর্ম-প্রচারকদের ধর্ম-ব্যাখ্যার উল্লেখ করিলেন না; একমাত্র ফোরাণের উপদেশ সমূহ মনোযোগপূর্বক আলোচনা করিতে, তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার বশো গ্রন্থি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল, ইসমাইল এক আবদুল হাই নামক শিক্ষিত অথচ বড় বতাবলদ্বী হই জন মোসবী সৈয়দের শিষ্য ও অনুগত আজাবাদীরাণে তাঁহার অনুগত হইলেন।*

বঃ রেঃ কৃত 'রুপজিৎ সিং', ১৪৭, ১৪৮ পৃঃ। ("Murray's 'Rupjeet Singh', p. 147, 148,) and Resident at Delhi to Government, 28th Oct. 1828.

* মোসবী ইসমাইল সৈয়দ আমেরের সময়ে একবারি পুস্তক উদ্ভূত

সৈয়দ প্রচার করিলেন,—সকল কার্যের আরম্ভে তাঁর-বাক্যে বিশ্ব-বন্দনসূচক। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবাস-গমনোদ্দেশ্যে অয়োধ্যাসে বাহাজে

ভাষায় (উক্ত ভাষাতে প্রচলিত ভাষায়) প্রবন্ধন করেন। এই প্রবন্ধ-সম্পাদনপূর্ব এবং স্বীকার মত-সমর্থনকর্ম। এষ্ট প্রবন্ধের নাম—“টিক-জিয়া-উল-ইমান” বা ধর্মের ভিত্তি; এই প্রবন্ধ কলিকাতায় মুদ্রিত হয়; প্রবন্ধানি দুই ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে প্রথম অংশই ইসমাইলের লিখিত বলিয়া বর্ণিত পত্রা দায়; দ্বিতীয় অংশ কতকংশে লিখিত। এই যেতু মনে হয়, ইহা অপর কোন ব্যক্তির লেখনীগ্রন্থত।

সূচনার (মুখবন্ধে) প্রস্তাব এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন,—
“যে একমাত্র সত্যী এবং বিধান ব্যক্তি, ঈশ্বর-বাক্য জলদ্রব্য করিতে সমর্থ।” ঈশ্বর শ্রবণ বলিয়াছেন, ঈশ্বরের উপদেশ-প্রচার-ব্যাপককে “অসত্য ও অসত্য ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতেই একজন প্রচারক নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিনি—অগদীশ্বর—সব ইচ্ছা করিয়াই বাধ্য-“তার পথ এত সুগম করিয়া রাখিয়াছেন। প্রবাসতঃ দুইটা বস্তু সর্বদা “প্রয়োজনীয়। প্রথম একেই প্রবন্ধাদিতে বিশ্বাস স্থাপন; এক ঈশ্বর ব্যতীত “অন্য কাহাকেও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা, দ্বিতীয়, প্রচারকের সম্বন্ধে “আনন্দাত ও তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন; ইহাই ঈশ্বরাদিতে নিরন্তর “বাক্য বা বর্ণনভিত্তি। অনেক মনে করেন, বোম্বি-পুরুষদিগের বাক্যই “আহমদের পরিচালক। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বর-বাক্যই পালন করিতে হইবে; কিন্তু শিক্ষা লাভের জন্য বার্ষিক ব্যক্তিবর্গের উপদেশ পাঠ “করিতে হইবে; একমাত্র সৈয়দ পূর্বপুরুষের সহিত একমতাবলম্বী।

এই প্রবন্ধে প্রথম অধ্যায়ে একেই প্রবন্ধাদিতে বিশ্বাস উদ্ভূত আছে। এই অধ্যায়ে বোম্বি, দেবদূত প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করিয়া “বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ উপাসনার সৈয়দ সকল বন্দন

আত্মদেবের গুপ্ত নামের দ্বা কলিকাতা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন ; তাঁহার যে দ্বারা বঙ্গ মহোৎসব-জ্ঞাপক । কিন্তু বৃহৎ সহরে আবহন করিয়া, তিনি বহুসংখ্যক শিষ্য সংগ্রহ করিলেন ; মতা-সমিতি আহ্বান না করা পর্যন্ত, তাঁহার কার্যকলাপে কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই । তিনি জীব পর্য্যটনোদ্দেশ্যে যাত্রা ও নদীনাং যাত্রা করিলেন ; সম্ভাব্যতঃ লোকের

নির্দিষ্ট কৈবর্তে, তাতা অনুসৃত ; তাহাতে ঈশ্বর-বাক্যের প্রতি সম্পূর্ণ অনমাননা প্রদর্শিত হয় :—এই অংশে তিনি একপ্রকার যত্ন করিয়াছেন । প্রাচীন পৌত্তলিকতায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার কেবলমাত্র শক্তি এবং ক্ষুদ্র দেবতার পূজা পরিচালনা করেন, তাঁহার উপাস্ত দেবনমুহকে “সর্ব-শক্তিদেবের সমপদাচা বলিয়া গীত করেন না ; কিন্তু লক্ষ্যবস্তুর স্বরূপ এই অগাধিগদগের বাক্যের উত্তর প্রদান করিয়াছেন ;—তাহার “অদ্বৈতচরণের শাস্ত্র বিধান করিয়া দেন । সেইরূপ মৃত “দ্ব্যাসী “অথবা মঠশাস্ত্রকে ঈশ্বর-বোধে ও প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার, “ব্রহ্মানন্দ তৎকৃত হইয়াছিলেন । ঈশ্বর অবিভীত ; তাঁহার আর কোন সহচর নাই । একমাত্র তাহারই নিকট ব্ৰহ্মলুপ্তিত হইয়া অতিবাদন করা “ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া ; আর কেহই সেজন্য ভক্তির পাত্র নহে ।” এইরূপ এই রূপে অনেক বিষয় বর্ণন করিয়াছেন । কিন্তু পরিশেষে তিনি সম্ভবতঃ উপাস্ত হইয়াছেন । ব্রহ্মোত্তররূপ,—সহস্রদ বসেন, ঈশ্বর আধার ; পিতা-মাতার নিকট হইতেই মানুষ জানিতে পারে যে, সে অগাধরণ করিয়াছে ; মানুষ তাহার মাতাকে বিধান করে ; তথাপি দেবদেবের বা দেব-প্রদত্ত ব্যক্তির প্রতি বিধান স্থাপন করিতে পারেনা ।

অতঃপর একজন পানী ব্যক্তিরও বাক্য শ্রবণ করিয়া, তথাপি সে একজন কর্তব্য পৌত্তলিক অংশকে প্রত্যাখ্যান করে ।

বিশ্বাস, তিনি কলকাত্তানোপলও পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু
 তদ্বিকরে একজন প্রবাস পাওয়া যায় না চারি বৎসর পর তিনি নিরাকৃত
 করিয়া আসিয়া, ধর্মবিবাসিনগণকে বিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধে ধর্মবুদ্ধ বোঝা
 করিতে আদেশ করেন। বিশ্বাসী নামে তিনি কেবল শিখদিগকেই লক্ষ্য
 করিয়াছিলেন; তাঁহার কার্যকলাপেও তাহাই বোধ হইয়াছিল; কিন্তু
 তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় নাই। ইংরাজ বাহাদুর
 কুপিত না হইত, তদ্বিকরে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। কিন্তু বহু-বিস্তৃত
 জনকোণ দেশে বৈদেশিক আতীর প্রাধান্ত প্রবল হওয়ার, অসংকিতভাবে
 জনসংস্কারকে উদ্বেজিত করিতে তিনি প্রচুর সুবিধা পাইলেন। ১৮২৩
 খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ শত অনুচর সমভিব্যাহারে আমেদ দিল্লী পবিত্রাণ করিলেন;
 তখন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, নির্দিষ্ট পরিচালকের অধীনে
 অপরায়ণ সৈন্তদলও তাঁহার অনুগমন করিবে। পরে প্রভু আদার খাঁর
 বাসস্থান 'নৈক' নামক স্থানে তিনি কিছুকাল অবস্থান করিলেন। পরে
 উক্তরূপ সামন্তপুত্র তাত্‌কালিক নবাবও সেই সিদ্ধ পরামর্শের শিষ্যদল-
 ভুক্ত হইলেন। সেই নব-নীতিগত শিষ্যের নিকটে আমেদ কিছু অর্থ-
 সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, মক্কাভূমি বধ্য দিয়া, মিস্রদেশের বহিঃপূর নামক
 স্থানে উপনীত হন। ওখায় মীর ফকরুদ্দীন না কর্তৃক মহা সমাদরে অভ্যর্থিত
 হইয়া, তিনি পশ্চাত্তী "সাজী" বা ধর্মবেঙ্কগণের আগমন প্রতীক্ষা
 করিতে লাগিলেন। ইহার সাঙ্গ হইতেই তাঁহার পশ্চাতে আসিওঁতেছিল।
 অতঃপর আমেদ কাম্বোজ অতিমুখে আগমন হইলেন; কিন্তু তাঁহার
 উদ্দেশ্য কেহই বিশ্বাস করে নাই, অথবা সকলেই তাহা ভুল বুঝিয়াছিল।
 সেই হেতু তাত্‌কালিক শাসনকর্তা, 'বারুকজারী'গণের নিকটে কোন সাহায্য
 বা উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন না; সুতরাং দিল্লীজারীদিগের অধিকৃত,
 আমেদের মধ্য দিয়া তিনি উত্তরাতিমুখে গমন করিলেন। ১৮২৭
 খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত হই কাল নবী প্রতিজ্ঞা করিয়া, তিনি শেরশাহের

সিখুদের মধ্যস্তী "ইউসফজাটী" সম্প্রদায়ের অনিচ্ছিত পরিত্যক্তার অন্তর্গত "পাকটীর" উপনীত হইলেন।

চন্দ্রশন ইউসফজাটীগণের মধ্যে 'পাকটীর' রাজপরিবার কতক উল্লেখযোগ্য। ইহার মামুদ খাঁর বড়শা ইউসফজাটীগণ সর্বদা সশস্ত্র থাকিত। রণজিং সিংহের অধীনতা স্বীকার করায়, আফগান সম্রাটের আক্রমণ ভয় ইহার মামুদের মন হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। হুতলাং সৈয়দ এবং 'পাকটীর' সশস্ত্র স্ফুটিত আশঙ্কায় বহিরাঙ্গ সাদরে গৃহীত

"Compare Murray's 'Sunier Singh' p. 145, 145.
 রাজার ওয়াক্ফের নিষ্টি হইতে তৎকাল সৈয়দ আমেরের সহকে অনেক বিদায় আনিতে পারিয়াছেন। একজন সম্রাট খোজবাও তাঁহার অহুসরণ করিয়াছিলেন। পরে উভয়েই টাং প্রদেশে সন্ধানহুচ পদ প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন। মুলী সাহাবাত আলীর নিষ্টিত তিনি অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনা জ্ঞানিতে পারিয়াছেন। পীর মহম্মদ খাঁ নামক কাসরের একজন চূড়ান্তিক এবং কৃতবিদ্যা পাঠানই প্রধানতঃ তাঁহাকে আবশ্যকীয় সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি তখন ইংরাজদিগের একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনি মনে করেন, পাকপটন, মুলতান এবং উচ নগরের পবিত্র সান্নিধ্য ক্ষেত্র আমেরের কবাই মত। বস্তুতঃ, এতোক মুলসমানই তাঁহার বর্ণ-
 নীতির যৌক্তিকতা এবং উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। টেকের রাজা অতিকিঞ্চক উৎসবের বিশেষ বিরোধী ছিলেন। জুপানের হুচকুর স্লিমেন্ট-বেগমও টেকের রাজার কঠোরতা অবলম্বনের প্রশংসা করিয়া-
 য়েন। বর্ণভীক লোকের মধ্যেও সৈয়দ বহু শিষ্য প্রাপ্ত হন। কবিতা
 হয়, তাঁহার বক্তৃতা এত কার্যকরী হইয়াছিল যে, বিদ্যার বসিকামণ
 অন্যক বিচার করিয়া, অবশিষ্ট কাপড়, তাহাদের গ্রন্থবিশেষ নিকট কোরত
 পাঠাইয়াছিল।

হইলেন ; সকলেই আমাদের প্রভুত্ব স্বীকার করিল । এই সময়ে একজন শিখ সৈন্ত, মহারাজের স্বয়ংশোভিত বৃৎ সিং সিধান্ডওয়ালার অধীনে আটকের কারেক মাইল উত্তর, অকোতা পর্যন্ত অগ্রসর হইল । সেরদ তাঁহার অসম্পূর্ণরূপে সজ্জিত অনুচরবর্গকে সেই দুঃস্থ শিখ-সৈন্ত-বল আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিলেন । শিখ-সেনাপতি সুরক্ষিত স্থান হইতে সৈন্ত পরিচালনা করিয়া, অশিক্ষিত পর্বতবাসীদিগের শৃঙ্খলাবিহীন আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন । এই যুদ্ধে তাঁহার কিছু বন্দক হয় নাই ; কিন্তু তিনি আর কোন যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে পারিলেন না । শুভরাত্র সৈয়দের বশঃ সৌরভ এবং সৈন্ত-বল দিন দিন দুর্ভিক্ষে পাইতে লাগিল । এক্ষণে সৈয়দ যাহাতে ইউসফজাদী-রাজ্যসমূহের প্রতি অত্যাচার করিতে বাধ্য হন, সেইরূপ কোন প্রস্তাবে সৈয়দকে সহায় করাই ইচ্ছা করিয়া থা। বুদ্ধিযুক্ত মনে করিলেন । তিনি নীচমন্য ব্যক্তির দ্বারা বিধ-প্রয়োগে আমেরকে নিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ।—এই অপব্যয়ে পেশোয়ারের হীনতা, শাসনকর্তা দোষী সাব্যস্ত হইলেন । ১২১ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা বা সংবাদ প্রচার করিয়া, সৈয়দ অন্তঃ-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । ইরান আমুর গুরুতররূপে আহত ও পরাজিত হইলেন ; জেনারেল ভেনটুরা এবং সুবরাজ শের সিংহের অধীনে শিখ সৈন্ত আসিয়া উপস্থিত হওয়ার পেশোয়ার শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইল ; অতঃপর ইরান আমুরের ভাতা, মুলতান আমুরকে সেই স্থান প্রদান করা হয় । মহারাজের অস্ত্র লরলা নামক প্রসিদ্ধ খোটক আনয়ন করিবার তাণ করিয়া, শিখসৈন্ত তৎকালে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিল । এই খোটক “কাহার” নামক প্রসিদ্ধ অপর আর একটীর সমকক্ষ ; কিন্তু ইজপুর্কেই বাক্রবজাদীদিগের নিকট “কাহার” প্রাপ্ত হইয়া, মহারাজ সিংহের অধিনেত হইয়াছিলেন *

শিখ সৈন্য শত্রু অভিযুগে গ্রহণ করিল। হুজুতান মহম্মদ খাঁ এবং সৈন্যের আক্রমণ যথাসাধ্য তাহাদের জাগরীর বা উপনিবেশসমূহ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। তাহাদের অবস্থা বিপদসঙ্কট বুদ্ধিগা, এবং উৎসাহের শাসন দণ্ড পরিচালনা করা সহজসাধ্য নহে বিবেচনা করিয়া, রণজিং সিং অগা করিয়াছিলেন, উক্ত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিলে, কোন দোষ হইবে না। * কিন্তু সৈয়দ আমেদ সার প্রভুর কাশ্মীর পধ্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; অধিকন্তু সেই উপত্যকা ও সিদ্ধুন্দের মধ্যবর্তী পার্শ্বভাগের শাসনাধীন থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমেদ,

সৈয়দ আমেদের অত্যাচারের বিবরণ যে, ইমার আমুদ বিব প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ফলে, “সাজী”গণ অনেক কষ্ট পাইয়াছিল—তাহারা তাহাও গণনা থাকে।

সেনপতি ভেনুয়া অবশেষে “সাজী” নামক একটী অর্থ লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ নামের ষোটক স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল কিনা, তাহা সন্দেহমূলক। অথবা কোন সময়ে ঘোষিত হয় যে, ঐ অর্থ পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। (Capt. Wade to the Resident at Delhi, May 17th, 1839)

* Capt. Wade to Resident at Delhi, 15th September, 1839. মহারাজ নিজের বারুকজারীনিগের সহিত বিবাদের অনেক কারণ পাইয়াছিলেন। “বুটুক” নামক অপর একটী জাতিকে তাহারা অবদান-পাশে আবদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের সম্বন্ধে রণজিং সিং বলিয়াছিলেন, উজীর কতে খাঁ স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহারা “বাবুন-কায়েই” বাস করিবে। (Capt. Wade to Government, 9th Dec. 1839)

সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া, সেনাপতি আলার্ড ও হরি সিং নালোয়া পার্শ্বচালিত শিখ-সৈন্য আক্রমণের কল্পনা করিলেন ; কিন্তু তথায় পরাজিত হওয়ার, তিনি সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন । কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পুনরায় সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন ; এবং নব্বলে খোঁচান হইয়া, মুলতান মহাবল খাঁকে আক্রমণ করিলেন । বাক্কজারী ফুছে পরাজিত হইলেন এবং সৈয়দ ও তাঁহার “খাজী”-গণ পেশোয়ার অধিকার করিলেন । কৃত্ত কার্যতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উল্লাসও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল । কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, তিনি “কানিক” নাম প্রচার করিয়া স্বনামে মুক্তাধন আয়ত্ত করেন । ঐ মৃত্যুর উপরিভাগে নিম্নলিখিত কথাগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল ;—“সত্যনিষ্ঠ ও জ্ঞানপর আমের,—ধর্ম-স্থাপনকর্তা ; তাঁহার জরবারির চাটকিরা বিপত্নীগণের ধ্বংস সাধিত হয়।” পেশোয়ারের অধঃপতনে তাহাদের কিঞ্চিৎ ভয়ের স্ফূর্তি হওয়ার, সিন্ধু-তীরস্থিত প্রদেশের সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল ; কুমার শের সিংহ তাহাদের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন । বাহার স্বার্থপরতার দশবত্তী হইয়া ধর্ম বিসর্জন দিয়াছিল, তাহারা ধর্ম অপেক্ষা স্বার্থসিদ্ধিই প্রেরিতর মনে করিত, সেই সকল নামমাত্র মুসলমান শাসনকর্তা, ভাদ্রতীর বিজেতার অবদান-পাশে আতঙ্ক হইতে ঘৃণা প্রকাশ করিত ; অবিকৃত আমেরের অবিস্মরণ্যতার তাঁহার অচ্যুত ‘ইউসবজারীপন’ ফুছে হইয়া উঠিল । তিনি কুবকদিগের উপর শত্রুর দশমাংশ রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করিতেন । এইরূপে এখা প্রবর্তনে কোন অসন্তোষের চিহ্নই পরিদৃশিত হয় নাই । প্রত্যেক বিদ্যরই বর্ধগুরু বহু বর্ডমান,—তাহাদের সে জ্ঞান অগ্নি-হীন ; তাহা-তাই তাহারা সন্তোষিত ঐ করপ্রদান করিত । অজ্ঞান আমের এক হীনতার পঙ্কিত প্রদান করিলেন ; তাহা-তাই অজ্ঞান

তিনি আরোপ করিলেন যে, প্রত্যেক বুঝী সীলোক বিবাহোপযুক্ত বয়স্ক হইতেই, তাহাকে বিবাহ দিতে হইবে : এইরূপ আদেশ প্রচারিত হওয়ার, অর্থলোলুপ আকস্মিক পিতা-মাতার আয়ের শেষ রুদ্ধ হইল। অফিসিয়াল ভাষি মাথারপত্তা অর্থশূন্য নগর্য্য প্রসিক; তাহার সচরাচর বর্জ্য্যশেখা ঐকদমলী ব্যক্তিকেই কল্পা নগ্নগমন করিতা থাকে। কিন্তু সৈয়দ আপনার দীর্ঘ ভ্রমভী অচূতরংগকে এক একটী করিয়া কুমারী প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা হইয়াছিলেন। সত্য হটক, অঃ মিম্বা হটক, সৈয়দ আমেদ সেই অপরূপে দোষী সাব্যস্ত হইলেন; তাহার কু-অভিসন্ধি বিষয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল; সবলেই সৈয়দের বিরুদ্ধে দণ্ডপ্রদান হইল; ফলে, অসহায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৩০ খৃষ্টকে, নবম্বর মাসের প্রারম্ভে, কোন নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া, তিনি সুলতান মহম্মদকে পেশবার প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর শিলদিলের দ্বিভিত্তি খুদাখান সজ্জিত হইয়া, শতরূপ পশ্চিম তীরে গমন করিলেন। মুষ্টিমের “গাজী”পনের উপরই সৈয়দ প্রদানকঃ নির্ভর করিতেন : তাহারাই সুখ-দুঃখে পূর্বাপর তাঁহাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। ‘ইন্ডাসফজারীগনের’ সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল; সুতরাং মফঃফরাবাদ ও অগ্রান্ত স্থানের বিদ্রোহী শাসনকর্তৃগণের বলবীর্ঘের উপরও তিনি কতকাংশে নির্ভর করিয়াছিলেন। শের শিং এবং কাঙ্গী-রর শাসনকর্তার ঐকান্তিক চেষ্টার ও বহু, পার্শ্ববর্তী “খাঁ” জাতি শীঘ্রই বশতা স্বীকার করিল। তথাপি আমেদ নিরুত্ত হইলেন না; বরং অঃতোত্তরে অবিত্রান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুর পরীতমালা মধ্যে যোরতর বৃদ্ধ উপস্থিত হইল; প্রথমে কিছুকালের যুদ্ধে আমেদই কৃতকার্য হইয়াছিলেন; সেই যুদ্ধের পর কিছুকাল বিরামভাবে কাটিয়া গেল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের মে মাসের প্রারম্ভেই বাগহকাট নামক স্থানে আমেদ পুনরায় আক্রান্ত হইলেন;

আকস্মিক আক্রমণে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন; সৈয়দগণ তাঁহার উপর নিপতিত হইয়া তাঁহাকে নিহত করিল। ইউসফজারীগণ ৩২-কথাং তাঁহার প্রতিনিধিগণকে বিভাড়িত করিল; “পাজী”গণ ছদ্মবেশে দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গেল; সৈয়দ-পরিবার, টেকের নবাবের নিকট আশ্রয় পাইবার আশায় হিন্দুস্থানে প্রস্থান করিলেন। টেকের নবাব সৈয়দের একজন পুত্রম বধু ছিলেন; সৈয়দ পরিবার মনে করিয়াছিলেন,— নবাব তাঁহাদিগকে মহানমাজরে ও সম্মানের সহিত আশ্রয় প্রদান করিবেন ।*

একদা রণজিৎ সিংহের বংশ-প্রভার নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইল। তিম-বেশবাসী রাজগণ তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হইয়া পড়িলেন। ১৮২০ খ্রষ্টাব্দে বেণুচিহ্নানের রাজ-প্রতিনিধি আসিয়া শিখরাধিকার অধি উপভোজন প্রদান করেন। তৎকালে হারাম্ এবং নাজেম নামক সীমাহীন প্রদেশ দুইটী তৎকালপুত্রের করতাল প্রাপ্ত বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিলেন। বেণুচিহ্ন-প্রতিনিধির একান্ত ইচ্ছা, সেই দুইটী প্রদেশ ‘ঈ’ নামকর্তাকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করা হইবে।† হীরটের সা. মামুদের সহিতও মহারাজার

* Captain Wade to Resident at Delhi, 21st March, 1831. পূর্ব-পূর্ব-বংশের এবং ঐ বংশের অঙ্গ তারিখের পত্র প্রভৃতি। মারে বিবচিত রণজিৎ সিং, ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 150.) সৈয়দের “কালিফ” উপাধি গ্রহণ, নিজ নামে মুদ্রাঙ্কণ এবং ভারতীয় অন্তঃস্থলিক ‘ইউসফজারী’ কুমারী প্রদান,—সৈয়দের অন্তঃস্থল সে সকলই অধিকার করিয়া থাকে।*

† Captain Wade to the Resident at Delhi, 3rd May,

পত্রাশ্রয় চাহিতেছিল । * যুবক সিদ্ধিরাজ বিবাহ উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিতে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিন্দরের বাইজাবাই মহারাজকে নিমন্ত্রণ করেন । † এই সময়ে ইংরাজগণের মনে এক সন্দেহ উপস্থিত হইল । তাঁহারা মনে করিলেন, মহারাজ, দ্রব্য-রাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের জন্য লেখা-লিখি করিতেছেন । ‡ সুতরাং ইংরাজগণও মহারাজকে ভাবমোহ প্রদত্ত করিলেন ; তাঁহারা ভাবিলেন,—সামন্তজনক রাণিজ্য-ব্যবসার এবং শ্রাব্য অধিকার বিস্তার করিয়া, উদ্দেশ্য-সাধন-করে

1829 and 29th April, 1830. এক সময়ে হারাম্‌দ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল । (See Munshree Mohun Lal's Journal, under date 3rd March, 1830) ভাওয়ালপুরের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, অপরাপর কয়েক ব্যক্তির বিশ্বাসভাঙ-ভাঙ নবাব এই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । শতরুপ পশ্চিমে সমুদ্রের প্রান্তে এইতে বধন বাহাওয়াল হই বকিত হইলেন ; তখন ঐ স্থান পুনরাধিকারের ভার সেনাপতি জেটুরার হস্তে অর্পিত হয় । (প্রজ্ঞার সেই কর্মচারীর নিকট এইরূপ বিবরণই তুলিয়াছিলেন ।)

* দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট কাপ্তেন ওয়েড লিখিত পত্র,—তারিখ ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী, এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর ।

† দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট কাপ্তেন ওয়েডের পত্র ; তারিখ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল । বধন তাঁহার পুত্রের বিবাহ হয়, তখন সিদ্ধিরাজ লাহোরে ছিলেন না,—এই কথা বলিয়া মহারাজ নিমন্ত্রণ গ্রহণে অসম্মত করেন ।

‡ দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট কাপ্তেন ওয়েড লিখিত পত্র ; তারিখ- ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট ।

এরূপ ভোম্বোদ আবশ্যক ;—স্বার্থ সাধনক্ষেপে সেরূপ ভোম্বোদ কদাচ নিম্নলীল নহে ।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতের পর্ব্বর জেনারেল, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক, শিবসায় উপনীত হইলেন । পর্ব্বর জেনারেল নিম্ন দেশল-বাত্তা সর্ব্বত্র জন্ত এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উন্নতি-কামনার জনসিং সিংহের ঐকান্তিক অভিলাষ বিজ্ঞাপনার্থ, শিব-সায়-প্রতিনিধি-বর্গ গবর্ণর জেনারেলের সহিত সাক্ষাতের জন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । খ্রীঃ ষষ্ঠ্র অষ্টম উজ্জ্বল আলোকীয় হইয়া উঠিল ; সুতরাং পর্ব্বর-জেনারেল লাগেত দরবারে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া, সাক্ষাৎকারার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না । কিন্তু মহারাজকে যতদূর প্রদানের জন্ত সুখসমার বৃত্তনৈতিক প্রতিনিধি কারেন ওষেত পত্রব্যাকরণে প্রেরিত হইলেন । ব্রজসিং, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক কিনা, অথবা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্ত কোনরূপ প্রস্তাব করিতেও ইচ্ছা করেন কিনা,—তাহাই স্থির করা, প্রতিনিধির প্রধান কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল । পর্ব্বর-জেনারেল মনে করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধির অগ্রণী হওয়া অনাবশ্যক ; উপযুক্তকৈ সেনীর সানন্তেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, ইংরাজদিগের পক্ষে মানহানিকর । দুইটা রাজ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ একতা বর্তমান, লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করাই,—পর্ব্বর জেনারেলের প্রধান উদ্দেশ্য ; কিন্তু মহারাজ নিজ প্রভুত্ব দৃঢ় করিতে বধ্যবান হইলেন । প্রবণ কমতাশালী প্রধান ইংরাজ শাসনকর্তৃগণ, তাঁহাকেই “খালসার” প্রকৃত নেতা বলিয়া

* কারেন ওয়েডের নিকট গবর্ণমেণ্ট লিখিত পত্র ;—তারিখ ২৮-৩
ফেব্রুয়ারি ২৮শে এপ্রিল ; যারে বিরচিত ‘ব্রজসিং সিং’, ১৬২ পৃষ্ঠা
(Murray's ‘Runjeet Singh.’ p. 162.)

স্বীকার করিয়াছেন,—তিনি শিখ-জাতিকে সেই বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। খুবরাজ খড়গ সিংহের স্বত্ব-প্রভুত্ব স্বীকারে তাহার দ্বিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, হুচতুর শাসনকর্তা হরি সিং তাঁহাদের অগ্রতম। ভারী উত্তরাধিকারী নিজেও শিখ-জাতির মনোভাব অবগত ছিলেন। এক বৎসর পূর্বে তিনি বোসাইয়ের শাসনকর্তার সহিত পত্রাধি নিষিদ্ধে সাক্ষাৎ করেন; উদ্দেশ্য—অস্ত্র-সামগ্রী হুখ্যাতিপূর্ব্ব উত্তরাধি হইতে তাঁহার মনে হইতো কোন আশাঃ সকার হইতে পারে।^{*} রণজিং সিং তাঁহাদের এক সম্মিলনের প্রস্তাব করিলেন; ১৮৩১ খ্রষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শতরু ভীরে রূপার নামক স্থানে তাঁহাদের সম্মিলন সংঘটিত হইল। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের রাজার নিকট হইতে কতকগুলি অর্থ উপঢৌকন স্বরূপ সাহোরে আনীত হয়; পেন্‌ট্রল্যাণ্ট বারনেস সিদ্ধান্ত

* এই পত্রাধি সম্বন্ধে পানজরাজ সেক্রেটারী ১৮৩০ খ্রষ্টাব্দের ৯ই জুলাই বোসাইয়ের পোলিটিকাল সেক্রেটারীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

রণজিং সিংহ স্বয়ং হরি সিংহের শত্রু ছিলেন; কিংবা অসুগত ভৃত্য প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু হরি সিং একজন ধর্মপ্রাণ শিখ বলিয়া পরিচিত; তিনি একজন উচ্চাশ্রয় ব্যক্তি ছিলেন। খড়গ সিং সর্বদাই আপনাকে বিপদমুখল মনে করিতেন; সিংহাসন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। রূপার নামক স্থানের সম্মিলন, রণজিং সিংহের ব্যগ্রতার বিষয়, এম. আর্চার্ড অভিরূদ্ধিত-ভায়ে বর্ণি করিয়াছেন। হুতরাং মারের 'রণজিং সিং' গ্রন্থে প্রিন্সেপের বিবরণ হইতে তাহা নিকা করা কর্তব্য। (Princep's Account in Murray's Runjset Singh, p. 306.)

এবং ইরাক্ষীর পথে সেগুলি লইয়া লাহোর পৌঁছেন। নব্ব্বর-
জেনারেলের সহিত করেবার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু একবার
চির-বন্ধুত্বের নিশ্চয়তা স্বরূপ, রণজিৎ সিং এক লিখিত সম্মত পাইবার
প্রার্থনা করেন এবং পরে তাহা প্রাপ্ত হন। * তখন জনসাধারণের
মনে এই ধারণা অধিক যে, অতঃপর ইংরাজগণ তাঁহার পরিবার-
বন্দের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজধর্মের সাহায্য-
প্রাপ্ত হইবেন। পূর্বেই রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য কতকংশে সাধিত
হইয়াছিল; এক্ষণে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইল। কিন্তু কিছুদূর
লইয়া, তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন; তৎপ্রদেশ সশস্ত্র কতকগুলি
অস্ত্রসামগ্রী অনিশ্চিত বড়োদের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল; তিনি
আপন বিধিযত্নে সশস্ত্র উদ্দেশ্য করিলেন, তাত্ত্বিক দেখিলেন,—
আর্মীরদিগের উপযুক্ত সৈন্তের অভাব; তাঁহার সেকেন্ডার বারনেন্সের
কার্যকলাপে বাধা প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং আর্মীরগণ ইংরাজদের
প্রতিও সন্তুষ্ট নহে। † কিন্তু রাজপুত্রের নিকট যে প্রস্তাব উপস্থাপিত
হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য ও মর্ম, নব্ব্বর-জেনারেল সন্তুষ্ট হইয়া
অত্যাগত মিত্র-রাজের নিকট কখনও ব্যক্ত করেন নাই। শান্তিচাপনের

* ম্যুর কৃত 'রণজিৎ সিং' ১৬৬ পৃষ্ঠা। (Murray's "Runjeet Singh, p. 166.

† Murray's "Runjeet Singh. p. 167. সিদ্ধিয়ার সৈন্য
সবকে রণজিৎ সিংহের এই বিবরণ, দাস্তা ও মিথ্যানি বিশ্বাসী পক্ষ
সন্তোষজনক নহে। যদিও মহারাজ তাঁহাদের সাহসিকতার নিন্দা
করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের শিকার ও সাজ-সজ্জার নিন্দা করিয়াছেন।
যাহা হউক ১৮৩৯ হইতে সা. হুজার আক্রমণেই রণজিৎ সিংহের এই
শিকারের সত্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

অল্প স্বদেশিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বেরুগ ব্যবস্থা করিতে প্ররম্ভ হইয়াছেন, — তাঁহার ভয়, পাছে রণজিৎ সিং তঁহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রস্তাবিত কার্যসম্পাদনের কোন অন্তরায় উপস্থিত করেন ।* রণজিৎ সিং হুয়তো সুকিতে পারিয়াছিলেন, — তাঁহার প্রতি ইংরাজদিগের আর সে বিশ্বাস নাই :—তিনি ইংরাজদিগের অবিশ্বাসভাজন হইয়াছেন ; কিংবা তবিলয়ে হুয়তো তাঁহার সে ধারণা বদলো জন্মে নাই । যাহা হউক, সিপুসদে বানিজ্য-পোত পরিচালনা করিতে হইলে, মহাসম্মতকে পক্ষভুক্ত করা আবশ্যিক ; পরন্তু তবিলয়ে বহুসংখ্যকি কলনা-কলনা চলিতেছিল এবং ২২পক্ষে ইংরাজ কর্তৃক পণ বহুর অগ্রসর হইয়া ছিলেন । সে ক্ষেত্রে ইংরাজগণ যদি কোন বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে দিটিশ গবর্ণমেন্টের মধ্যস্থতা অসম্ভব থাকিত :— কর্তৃপক্ষগণ নীতি-সম্মত কার্যই করিতেন

পরিব্রাজক মুরক্রফ্ট বেশ বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের বানিজ্য-বিষয়ের সুবিধায় অল্প সিদ্ধনই বিশেষ উপযোগী । সিদ্ধনসে বানিজ্য-পোত পরিচালনা করিতে পারিলে, ক্রমশঃই বানিজ্যের শ্রী বৃদ্ধি সাধন হইবে ।† সিদ্ধন ও শাখা-নদানমূহে বানিজ্য-পোত পরিচালনার প্রস্তাব ভারত-গবর্ণমেন্ট অনুমোদন করিলেন ; অধিকাংশ লোকের ধারণাতে সুমজল হয়, যাহাতে অধিকাংশ লোক ধনৈর্গর্ভাশানী হয়, সেই হিতবাদ-প্রথা প্রচারকগণও ভিন্নমত প্রকাশ করিলেন না । রাজা উইলিয়ামের

* Murray's "Runjeet Singh," p. 167, 168. কয়েকজন যারের প্রচেষ্টা দশম অধ্যায় ; রূপারের পরবারের বিষয়, বিঃ প্রিন্সের পর দেখানো প্রস্তুত ; গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারীরাপে তিনি তৎকালে গবর্ণর হজমারেলের সহিত ছিলেন ।

† মুরক্রফ্টের ভ্রমণবৃত্তান্ত । (Moorcroft, Travels p. 338.)

একত উপর্যুক্তনামসমূহ জলপথে রণজিৎ সিংহকে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে এই যে, তদ্বারা কোশলে সিদ্ধান্তে বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারিবে : গঙ্গা নদীর বাণিজ্য-ব্যবসায়ের লাভালাভ অপেক্ষা, সিদ্ধান্তে বাণিজ্য-ব্যবসায় চালাইলে লাভ সম্ভাবনা অধিক, * লেফটিন্যান্ট বাগনেসের পরীক্ষার ফলে তাহা স্থিরীকৃত হইল : লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কেরও তাহাতেই বিশ্বাস : তাহার ফলে বিহারের আরও প্রসঙ্গ করণ ছিল : তাহার সিদ্ধান্ত—এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের উপত্যকা, পূর্ববঙ্গের স্থানের ভার জনাকীর্ণ ছিল। তিনি জনকলেক্ত জঙ্গ ভাষিয়া দেখিলেন যে, রাজনৈতিক অন্তরায় উপস্থিত হওয়ায়, আলেকজান্ডার-নির্মিত নগরসমূহ হইতে বাণিজ্য-ব্যবসায় নির্বাসিত হইয়াছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট জাঙ্গা বিধি ব্যবস্থার ফলে প্রভুত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হইলে, নন সমুদায় বিধি-বিপত্তি একে একে অস্তিত্ব হইবে : † অতএব বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সর্বসাধারণের উপকারার্থ সিদ্ধান্তে বাণিজ্যপোত পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা ও মনোনিবেশ হইল :

রণজিৎ সিংহের সাক্ষাত সাক্ষাৎে কিছু পূর্বে গবর্ণমেন্টের কণ্ঠে পটিকাঠকে হাথডাবান্দে গমন করিতে আদেশ করিলেন সিদ্ধান্তে নদের নিয়ন্ত্রণ অংশে বাণিজ্যপোত গমনানয়নের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট হারে কর প্রদানের প্রস্তাব করিয়া সিদ্ধান্তে নদের আধীনগণের মর্ষিত ব্যবস্থা বন্দোবস্তের ভার তাহার উপর অর্পিত হইয়াছিল : ‡ ইহার

* Government to Colonel Pottinger, Oct. 22nd. 1831, and Murray's 'Runjeet Singh', p. 153.

† Government to Col. Pottinger, 22nd Oct. 1831.

‡ যাহার কৃত 'রণজিৎ সিং', ১৬৮ পৃষ্ঠা। (Murray's 'Runjeet Singh', p. 168.)

দুই মাস পরে, ১৮৩১ খ্রষ্টাব্দের শেষভাগে, তিনি মহারাজের নিকট এই মর্মে এক পত্র লিখিলেন; বাঙ্গার পোত দেখিবার ক্ষমত মহারাজ পূর্বে যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মার্জিত নৃতির পরিচায়ক। দুইটা রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধের বৃদ্ধি ও বিনিমিতা সম্পাদনের মন্ত্রণা চলিতেছে, সুতরাং অচিরেই তাঁহার আসনা পূর্ণ হইবে। এই সময়ে কাপ্তেন ওক্সেড নিম্ন দেশে প্রেরিত হইলেন; কর্ণেল পাটিকার পূর্বে যে উদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সিদ্ধনগর নিয়ন্ত্রণ অংশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর অংশে সমগ্রত্রে অবাধে বাণিজ্য-পোত চালানায় অনু-মতি প্রার্থনা করা তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ রাজশক্তি বিস্তার করা যে ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য নহে,—তদ্বিধরে মহারাজকে আশঙ্ক করার ভাবও তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। * একিকে রণজিৎ সিংহ নিজেও স্বার্থ মাথনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার মনেও সম্রাটের উদয় হইয়াছিল। † পাঞ্জাবের দক্ষিণ ভাগে নববিজিত ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনানুযায়ী বধ্যাসক্ত ব কোশল-ক্রমে উন্মোচিত করিলেন। ডেরাগাড়ী-বার পরগারস্থিত রাজ্যের প্রতিনিধি, ডাঃওয়ালপুরের নবাব

* Government to Capt. Wade, 19th Dec. 1831. অতঃপর স্বীকৃত হইল যে, এই প্রতিনিধি প্রেরণে কুশিমা সম্বন্ধে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু গবর্নর-জেনারেল তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যতীত করেন নাই। (Murray's 'Runjeet Singh', p. 168)

† সিদ্ধ অরু করাই রণজিৎ সিংহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একজন আর্মীরের অথবা কোন আর্মীর পুত্রের সহিত একটা পায়নী রাজকন্তার বিবাহ প্রস্তাবের অনুরোধ, তাঁহার উক্ত আশঙ্কিত বৃদ্ধি হয়। (Capt. Wade to Government, 5th Aug. 1831.)

নির্দিষ্ট হারে বধা নিয়মে রাজস্ব প্রদান করিতেন ; কিন্তু তিনি তৎপরাই রাজস্ব প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন । হতব্রাহ্মণজাতি হইতে তাঁহাকে বিভাজিত করাই রণজিৎ সিং প্রেরণের বিবেচনা করিলেন ;—
 তাঁহার যেন হইল, ইংরাজগণ যদি নিরপেক্ষ থাকেন, তাহা হইলে সিংহের আশঙ্কা একরূপ নাই বলিলেও অত্যাধিক হয় না ।
 এদিকে ভাওয়াল খাঁ ইংরাজগণের আগ্রহ প্রকাশ করিয়া শতাব্দীর পূর্বে তাঁহাকে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ; অতীতকে লেবটিনাট বারনেন্স ওদন সিদ্ধ নগর উত্তরবঙ্গী প্রদেশে আশ্রয় করিতেছিলেন । মহারাজ টিকালই সন্দ্বিগ্ধ ছিলেন ; তিনি স্থির করিলেন,—উচ্চ কম্পাচারীয়া নদবোয় রাজনৈতিক কোন গাঢ় উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিবা, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাই সমর্থন করিবেন : * এই সমস্ত কারণে সিদ্ধ নগর প্রধান শাখা পরিভ্রমণ করিয়া, প্রতিনিধি সকলই পরিবর্তনশীল দেখিতে পাইলেন ।
 রূপরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎের পূর্বেই জেনারেল ভেন্টুয়া ভাওয়াল খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন ;—শতাব্দীর দক্ষিণ-ভারতীয় তাহার পৈতৃক রাজ্য এবং লাভের জায়গীর প্রভৃতির অধিকার হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন ।† অধিকন্তু শিকারপুর, ‘কালহোর’ বা ‘ভালপুর’ সম্প্রদায়ের অধিকৃত সিদ্ধ রাজ্যের অংশভুক্ত বলিয়া গণ্য হইল না । আইউবের উজীর মহম্মদ আজীম খাঁর মৃত্যুর পর ‘ভালপুরগণ’ এই স্থান বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিল ; সেই সময় হইতেই খেতেরপুর, মৌরপুর এবং হাফিজাবাদ প্রভৃতি স্থানের রাজপরিবারবর্গ একত্রে এই স্থান অধিকার করতঃ

* মহারাজ এতদুদ্দেশ্যে কার্য করিয়াছিলেন, কারণ ওরফের অফিসের তাহাই বোধ হইয়াছিল । গবর্ণমেন্টের নিকট ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে ১৮ই অক্টোবর, তাহার লিখিত পত্র প্রাপ্ত ।

† Capt. Wade to Government, 5th Nov. 1831.

অন্য করিয়া ভোগবন্দন করিয়া আনিতেছিলেন । রণজিৎ সিংহের মনে হইল,—নিক্ক তাহাৎ বাককজাগীদিগের তিনই একমাত্র অধীশ্বর । সুতরাং নিক্ক দেশের দক্ষিণ-পূর্বে প্রদেশস্থ আমীরদিগের বহু অংশকা, এই প্রদেশে তাঁহার স্বত্বই অবল । সুতরাং তৎপ্রদেশসমূহ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে মহারাজ যত্নপর হইলেন । *

যখন ক্যাপ্টেন ওয়েড, ইংরাজ বাককগণের সুবিধার জন্য শতক্রমে বাকিরাপোতা গণিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন রণজিৎ সিংহের আনন্দিক গতি এইরূপ ছিল । মহারাজ স্বীকার করিলেন বটে, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন ; কিন্তু তখনই তাঁহার মনে উদয় হইল,—ইংরাজগণ নিক্কদেশের মধ্য দিয়া পলপূর্বক পমনাপ্রমুখের পথে প্রস্থত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন । কর্বেল পাটিল্লারের সহিত কয়দল সৈন্য প্রস্থত রহিয়াছে—তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন । এবং অনতিবিলম্বে আমীরদিগের ধ্বংস সাধনের জন্য বারংবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ; অতঃপর আরও প্রমাণিত হইল,—যখন পাটিল্লাই ইংরাজদিগের পক্ষ হইতে অপর পর সমিহগণের সহিত যুদ্ধবন্ধনে আবদ্ধ হইতে ছিলেন, লাহোর রাজ্যের বহু সৈন্য এবং ‘তালপুর’ সমগ্রদলের মধ্যে বিবল সংঘটনোদ্দেশ্যেই যেন মহারাজ, মীরপুরের মীর-আলি-মোরাদকে তখন ডেরা গাজী-বাঁ ইত্যাদি দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন । †

* রণজিৎ সিং সর্বদাই এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন ।

Capt. Wade to Govt. 15th Jan. 1837.

† Capt. Wade to Government, 1st and 13th Feb.

1837.

‡ Captain Wade to Government, 21st Dec, 1837, and Col. Pottinger to Government, 23rd Sept. 1837.

হিন্দু তিনি দেখিলেন, গবর্নর-জেনারেল উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন ; হুতরাং সিংহদ্বার ও শতদ্রুতের স্ফারণের মঙ্গলার্থ বাণিজ্য-পোত পরিচালনার ঘনুযতি প্রদানে সীতুত হইলেন। এই গো-ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণার্থ মিথেনকোটে একজন ইংরেজ কর্মচারীর আসনান নির্দেশ করিয়া গিলেন । * বঙ্গদেশের সিংহদ্বারের সন্নিহিত বিঘায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে তাহ প্রকাশ করিতে মহারাজ আলো ইচ্ছা করেন নাই। ইংরাজদিগের বাণিজ্যনীতির প্রভাবে তাঁহার দ্রাব্বৈতিক কথটা মনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে, এবং তজ্জন্য তিনি শিকারপুর আক্রমণের নংকর কিছুকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন :—কপ্তেন ওয়েডের নিকট দৈ দিবস গোপন রাখিতে বনধিং সিং কখনও চেষ্টা করেন নাই। †

এক্ষণে সা-সুখা নুতন আশার উদ্যোপনায় অহুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। তাহাতে সিংহদ্বার-স্রোতি নিক্তি জাতির সহিত ইংরাজ-দিগের মন্থক কিছু জটিল হইবার উপক্রম হইল। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, সেই হতভাগ্য সম্রাট ১৮২১ খৃষ্টাব্দে লুধিয়ানায় নিরা বাস

* বাণ্য ও জয়োদপ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । প্রথমতঃ, জিনিসের মাতুলের প্রলিকা প্রভেদের কথা উঠে । তদনন্তর প্রতি নৌকার জন্য করাদানের বন্দো-বস্তই প্রেষ্ঠ বলিয়া পরিশিষ্ট হয় । হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত রাজ্যের পরিমাণ, ৫৭০, টাকা নির্দিষ্ট হয় । এতদ্ব্যতীত গাহোর পর্বতমন্ড, শতদ্রুত নদীসী তীরস্থিত রাজ্যের জন্য ১৫৫, টাকা ৪ আনা এবং পশ্চিম তীরস্থিত রাজ্যের জন্য ৩৯, টাকা ৫ আনা এক পাই প্রাপ্ত হইবে,—এই বন্দো-বস্ত হয় । (Govt. to Capt Wade, 9th June, 1834, and Capt. Wade, to Govt. 13th Dec. 1835.)

† Capt Wade to Government, 13th Feb. 1839.

করিতে আরম্ভ করেন। তথায় অবসরক্রমে খোদাসান পুনরবিচারের বিষয় যখন মনে স্থির করিতে থাকেন। ১৮২৬ খ্রষ্টাব্দে তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত ৩০ দিনের চিঠি ও লিপিতে প্রেরণ হন; রণজিৎ সিংহ সর্বদাই দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিতেছেন যে, সাংখ্যনও তাঁহার আওতা অধীন বন্দী হইলেন না। ১৮২৭ খ্রষ্টাব্দে তিনি (সংস্কৃত) ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থাপন করিলেন; উক্তের আনিবেশ:—রণজিৎ সিংহ কিংবা সিংহাসনদ্বয়ের সাহায্যে তিনি আপন রাজ্য সম্প্রদায় করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার প্রস্তাব সাফল্যে গৃহীত হইবে। কিন্তু যদি তিনি অকৃতকার্য হন তাঁহার বর্তমান আশ্রয়স্থান পুনরায় তাঁহাকে প্রদান করিতাম না। ১ মৈয়াদ আমোদেও প্রস্তাব গ্রহণিত হইলে, খোদাসানের কাছাকাশে বিশ্বাস: উপস্থিত হইল। ১৮২৯ খ্রষ্টাব্দে সাংখ্যন উপস্থিত হইয়া, রণজিৎ সিংহকে জানাইলেন যে, শিব মৈয়াদের সহায়্যে আতি প্রজ্ঞেই কুতরাং পুনরুদ্ধার করিয়া, তিনি আর একবার দাবী দাবী ভাবে দাবী করিতে সমর্থ হইতে পারেন। বুঝা আশাও মহারাজা তাঁহাকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন; ইংরাজ-এম্বাসী পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কুতরাং ভূতপূর্ব সম্রাটের সঙ্কল আশাই নিম্ন হইল। ১৮৩০ খ্রষ্টাব্দে তাঁহার পুনরায় অস্ত্র ধারণ করিলেন; তালপুর-আবীরগঞ্জ ইংরাজ-প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আত্মরিক দ্বারা প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহাদের নামমাত্র সম্রাট সাংখ্যার প্রতাবিত বিষয়ে উৎসাহ দান করিলেন। ১ রণজিৎ সিংহের সহিত

*Capt. Wade to the Resident at Delhi, 25th July, 1826.

† Resident at Delhi to Capt. Wade, 25th July, 1827.

‡ Government to Resident at Delhi, 12th Jan., 1829.

§ Capt. Wade to Government, 9th Sept. 1831.

যদি সংস্থাপনের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। এই সময়ে কিছু দেশ লইয়া ইংরেজ বিপ্লবের সহিত রণজিৎ সিংহেরও মনোমালিন্য জন্মে; সাহসিক্য ভাষা সিংহাসন পুনরুদ্ধারকল্পে তাঁহাকে সাহায্য করিতেও তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। শিখজাতি পায়ল-বাজ্যের সীমান্ত এবং সমুদ্র তীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের যত্ননা করিল। তখন রণজিৎ সিং প্রস্থাব করিয়াসন, যদি সমস্ত আফগানিস্থানে গোড়ত্যা নিবারণ হয়, এবং সোমনাথ মন্দিরের সিংহদ্বার যদি প্রচান মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। সু, এই সকল বিষয় অনুমোদনে সম্মত ছিলেন না; তিনি নানা প্রকার ভাব করিয়া যত্নবাক্যের দ্বারা প্রস্তাব উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিংহকে সুস্থান করাইয়া যা বলিলেন,—তাহার প্রিয় মিত্র ইংরাজগণ অগ্রে গোড়ত্যা করিতেছেন; এবং রাজনী হইতে সিংহদ্বার অক্ষত হইলেই, সিংহদ্বার পতন হইয়া পড়িবে। এতদ্বিষয়ে সৈন্যবাহিনীও শুনা গিয়াছে।

* Capt. Wille to Government, 21st Dec. 1834.—
অতঃপর ইংরেজ কর্তৃক এই পৌরাণিক সিংহদ্বার অপন্যত হইলে, ঐতিহাসিক ভূখণ্ড ও উপহাস প্রকাশিত হইয়াছিল,—তাহা মনে করিয়া, সেই প্রস্তাবের অনুমোদিত ও প্রস্তাবকারকের বিশেষ সাহসিক্য বিষয় এই দ. প্র. সিংহদ্বারগুলি উত্তরভাষ্যে বিশেষ এসিদ্ধ ছিল। ১৮১৫ সালে প্রথমবার খবর জাওয়ালপুরে ছিলেন, তখন একদল আফগান বণিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংঘটিত হইবে কি না?—কার্য, তাহাদের বসতিদের (পূর্বে একটা কবর ছিল, দু-সংস্কারবশতঃ তাহা ক্ষয়নাশের পরিণত হয়) বংশ ও বংশ-বাজক বা সাধুর আর অনেক পরিবারে প্রসন্ন হইয়াছিল। তাহারা বলিল, অতি সতর্কতার সহিত সে ভূমি তাহারা বহন করিয়া লইবে; তাহারা আরও বলিল যে,

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে গুজা পেন,—পারসুরাজ হিরাট আক্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তাহাতে সা-হুজা হুজ-সম্পত্তির পুনরুদ্ধারে আরও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন। * তিনি প্রভু পরিভাষা করিলেন, এই মর্মে ক্রিয়াকর্তব্য-নিযুক্ত আমীরগণ, তাঁহাকে সাহায্য করিতে সীকৃত হইলেন; তৎকর্তব্য হইলে, তাঁহাদের প্রত্যাশে সমুদ্র হইলেন,—তিনিও এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। † রণজিং সিংহের নিকট সা-এক প্রস্তাব করিলেন,—যদি তিনি সেনা ও অর্থদ্বারা সাহায্য করেন, তাহা হইলে প্রত্যাশকার-পরূপ পেশোয়ার এবং বিশ্বনামের পরপার্বত্য নগর সমুদ্র সা-তাঁহাকে অর্পণ করিবেন: তাহাতে রণজিং সিংহের স্বাধিপত্য বিস্তৃত হইবে, অধিকন্তু কোহিষ্ট্রন সীতাও হস্তের লভ্য তিনি সমস্তরূপে এক জাতি-পত্র প্রদান করিলেন। মহানার কখনকাল কটন দ্বিতীয় প্রাপ্ত করিলেন না; পেশোয়ারে অধিবিক্রম খণ্ড পাইতে, তিনি অতিশয়ী ছিলেন বটে; কিন্তু রণজিং-সাহিত পাত্র করিতে পারিলে, সা-এ অপমানের কটনাকি সম্পদের চেয়ে করিবেন, সেই কথা মনে করিয়া মহানার সীতা এইরূপ পারিলেন: অধিকন্তু তিনি ইংরাজ-সাহায্য প্রাপ্ত উদ্দেশ্যে নিশ্চিত হইতে চাহেন করিলেন: তৎকালে রণজিং সিং ইংরাজ-সিদ্ধি করি মনে সে দুর্জ-বিগ্রহাদি সকল কার্যেই তাঁহাকে পুঙ্খভূক্ত করিলেন। তিনি আদও করিলেন, স্বাধ-গানদ্বিতীয় প্রতি কলস্বে তিনি বিবাস স্থাপন করিতে পারেন না; ‡ তিনি

হিন্দুগণের সে গুলির আশঙ্ক নাই—তাহা তাহারা বুঝিগছে। প্রকৃত-পক্ষে সে গুলিতে ইংরাজগণেরও কোন কার্য্য হইবে না।

* Government to Capt. Wade, 16th Oct., 1832.

† Capt. Wade to Government, 13th Dec., 1832.

‡ Capt. Wade to Government, 13th Dec. 1832.

§ Capt. Wade to Government, 1st Dec. 1832.

পক্ষের প্রত্যেকটীয়েই বিভিন্ন এবং বিপরীত উদ্দেশ্য ; অধিকন্তু পরস্পরের উদ্দেশ্য পরস্পর বিরুদ্ধ-বর্ষাক্রান্ত । ভাষা-ব্যবহারী রাজনৈতিক অসৌ-
খ্যের হুত-রাজ্যের পুনরুদ্ধারক্ষেপে সাহায্য প্রদান করিয়া, রণজিৎ সিং
সিদ্ধদেশের আশ্রয়পত্রের সহিত বিবাহে প্রবৃত্ত না হন—বানিজ্য-
নীতি অনুসারে ইংরাজগণ তদ্বিষয়ে এক অ্যাপত্তি উপস্থাপন করিয়াছিলেন ;
রণজিৎ সিংহের ইচ্ছা—তিনি সে প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান করেন ।
ভূতপূর্ব সম্রাট ভাংলিন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সন্মানিত করা বা
শাসনাধীনে রাখাই, মহারাষ্ট্রের প্রকৃত ইচ্ছা । সুতরাং তাঁহার সিদ্ধ-
বাক্যের মর্যাদা ব্যর্থ হইল । * অল্প পক্ষে ভালপুর আশ্রয়পত্র ওপসি-
সারে কোশলক্রমে শিকারপুরের উদ্ধার সাধন করিবেন যন্থ
করিলেন ; এতদুদ্দেশ্যে বাহাতে শিব-শাসনকর্তার এবং সান্ত্র মধ্যে
পরস্পর সন্ধি স্থাপিত না হয়, সে পক্ষে তাঁহারা চেষ্টা করিতে
লাগিলেন । †

রণজিৎ সিংহের সহিত সা হুজা কোনরূপ সন্তোষজনক সন্ধি-সম্বন্ধ
বীকৃত হইতে পাবেন নাই । কিন্তু প্রধানতঃ শিকারপুর রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার
নিরপেক্ষতা অত্যাশঙ্ক্যকার বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, রণজিৎ
সিংহের সহিত সা এক সন্ধি স্থাপন করিলেন ; তাহাতে সিদ্ধ-দেশের
অপর ভীরুহিত প্রবেশগুলি এবং শিবদিগের অধিকৃত রাজ্য-
সমূহ সকলই মহারাজের হস্তে সমর্পিত হইল । ‡ ইংরাজগণও তাঁহার

* Capt. Wade to Government. 9th April, 1833.

† Capt. Wade to Government, 27th March, 1833.

‡ এই সন্ধিই. ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ত্রিংশতীয় সন্ধির ভিত্তি রচন করিয়া-
ছিল । ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই সন্ধিপত্র লিখিত হয় বটে ;
কিন্তু পত্রিকাতে এই বৎসরের আগষ্ট মাসে সকলেই প্র এই সন্ধি-পত্র

কার্যের আর প্রতিবাদ করিলেন না; অধিকন্তু তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করা হইল যে, নির্দিষ্ট হারে তাঁহার পরিবারবর্গকে প্রতি বৎসর বৃত্তি প্রদত্ত হইবে; সুতরাং প্রত্যাশারূপে ভ্রম পূর্বকৃত্য তাঁর আর তাঁহার প্রতি কোনরূপ কঠোর আদেশাদি প্রচলিত হইল না। * অধিকন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত বৃত্তির তৃতীয়ংশ তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। কিন্তু সেই সময়ে রাজনৈতিক প্রতিনিধি জনসাধারণের মনে এইরূপ বিবাস জন্মাইতে অভিলাষী হইলেন যে, তাঁর কার্য-কলাপে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কোনই স্বার্থ নাই; সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাই গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য এবং তাঁহাদের মূলনীতি। তিনি আরও বলিলেন,—যেহেতু সংসদকেও তাঁহার পক্ষে উক্তরূপে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা বাইতে পারে। †

নবম আভীম খাঁর মৃত্যুর পর, যোগেশ্বর মহাপ্রসাদ সম্রাট জাঙ্গলের আদেশক্রমে হত হইলেন। কিন্তু ইংরাজসৈন্যের কার্য-কলাপে তিনি সহসা ভীত হইয়া উঠিলেন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে, তিনি সিদ্ধুলেশ্বর আমীরগণের সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, ‘সাম্রাজ্য’ দেশদ্রোহিতব্যবহারে শিকারপুর প্রকার ভয় নিশ্চর হই আগমন করিতেছেন; সুতরাং ইংরাজগণকে বাধ্যতে শিকারপুরে কোনরূপ বণিজ্য-বৃত্তি প্রস্তুত করিতে না দেওয়া হয়, সে পক্ষে তাঁহার বিশেষ বৃত্তি রাখিবেন’। ‡

বীকৃত হন। (Capt. Wade to Government, 17th June, 1831.)

* Government to Capt. Wade, 19th Dec. 1832.

† Government to Capt. Faithful, Acting Political Agent, 13th Dec, 1832, and to Capt. Wade, 5th and 9th of March, 1833.

‡ জাঙ্গলপুরের ইতিবৃত্তে জানা যায়, যোগেশ্বর মহাপ্রসাদ এইরূপ

জের অপরাধের অধীকৃতকিরের মনোগত ভাব প্রকাশিত হয়, তাঁহাদিগের
দ্রুত পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন,

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে কান্দাহারী মাসের মধ্যভাগে, সাহুজা লুখিয়ানা
পরিভ্রমণ করিলেন। তখন তাহার সহিত প্রায় ২,০০,০০০ হুই-লফ
সৈন্যের সম্পত্তি এবং তাহার আত্মার্থেই অসংখ্য সিন্ধু সশস্ত্র সৈন্য
ইল। * তাৎক্ষণিক পার্শ্ব নিকট তিনি একটি কামান ও আরেকটি উল্লি প্রাপ্ত
জন। অতঃপর যে মাসের মধ্যভাগে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি
সিদ্ধান্তে নিজস্বভাবে প্রবেশ করিলেন। সিদ্ধান্তে মাসের ২০তম দিনেই যাহা
প্রদত্ত করিলেন তাহাটে; কিন্তু তাহার কোনরূপ সহায়তা করিল না।
পরিবেশে তাহার ভাবিয়া দেখিল, — যাহাদিগের বেতন দার হস্তে
সম্পত্তি করিলে নিজস্বের, পরসময়ই অবসরভাবী, তাহারা তাহাকে আর
কেন্দ্রের না দিয়া, তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রেরণ। † কিন্তু

কামান প্রচার করিয়া আমীরদিগকে বিচলিত করিয়াছিলেন। ইহা
হইতে নিবৃত্ত করা বাইতে পারে যে, যাহাধ্য কামানের কাণ্ড পক্ষান্ত
সময় লোকে পূর্বে যে সকল 'রেনিভেজিস' বা 'কুটি' নির্ধারিত হয়, তাহা
ক্রমে ক্রমে 'সৈনিক-বিভাগীয় চূর্ণ' অথবা "চাংলাভ" পরিণত হইয়াছিল।
সোম্ব মন্ত্রণার এবং উদ্দেশ্য, সাহুজাকে পূর্বে রাখিলেন। তিনি
ভাবিতেন, — বর্তমান লাহোর আক্রান্ত না হইবে, ততদিন ইংরেজ হইতে
তাঁহার বিপদাপক আতি বিরল। ইংরাজগণ সাহুজার সহিত কতক
লিপ্ত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, নিম্নলিখিত গ্রন্থ অন্বেষণ।
(See the 'Asiatic Journal', xix. 38, as quoted by Profes-
sor Wilson in Moorcroft's 'Travels', note p. 340, vol. ii.)

* Capt. Wade to Government, 9th April, 1833.

† Capt. Wade to Government, 25th Aug. 1833, and
the Memoirs of the Bhawalpur Family.

১৮৩৪ খ্রষ্টাব্দের ১ই জানুয়ারী শিকারপুরের অনতিদূরে তাহার সস্পর্শরূপে পরাজিত হইয়া, বেচ্ছাক্রমে সা হুজাকে মন ৫,০০,০০০ পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করিল, এবং বিজ্ঞতার উপস্থিতি পরিহার্য, শিকার-পুরের অল্প বাৎসরিক কর প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। * অতঃ-
সা কান্দাহার অভিযুগে গমন করিয়া, কয়েক মাস ঐ নগরের অনতিদূরে অবস্থান করিলেন। ঐ বৎসরের ১লা জুলাই, দোস্ত মহম্মদ এবং তাঁহার প্রাচুর্য কর্তৃক সা পুনরায় আক্রান্ত হইলেন; বুদ্ধ তাঁহার পরাজয় হইল। † বহুদিন বেশ পর্যটন করিয়া, পারস্তরাজ ও হিরাতের সা কাম-
রাধের নিকট আবেদন-নিবেদনের পর, তাঁহাদের সাহায্যে শিকারপুর পুনরুদ্ধারের জন্য সা হুজা আর একবার চেষ্টা করিলেন। ‡ ১৮৩৫ খ্রষ্টাব্দের মার্চ মাসে সা পুনরায় সুধিয়ানায় প্রত্যাবৃত্ত হন; তখন তাঁহার নিকট মরদ এবং বহুমূল্য সম্পত্তিতে সর্বস্বত্ব অন্যান্য প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল। §

এদিকে রণজিৎ সিং বিশেষ শক্তি হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—
সা-হুজা নিশ্চয়ই তাঁহাদের বহুত্ব-ব্যতীক সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কিস্ত পরিহার করিবেন। তুতপূর্ব সন্ত্রাটের তদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা; সুতরাং তাঁহার সিদ্ধিলাভে যে ফলেৎপাদিত হইতে পারে, তাহাতে বাবা দিবার অল্প তিনি সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কয়-
রাজকণ কাবুলের বৃত্ততা বীকার করিয়া অধীনতাগণে আবদ্ধ হওয়ার

* Capt. Wade to Government, 30th Jan, 1834.

† Capt Wade to Government, 25th July, 1834.

‡ Capt Wade to Govt., 21st Oct, and 29th Dec, 1834, and 6th February, 1835.

§ Capt Wade to Government, 19th March, 1835.

পূৰ্বেই, তিনি পেশোয়ার আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। * মহারাজের পৌত্র নাও মিহাল সিংহের নামমাত্র সেনাপতিত্বে এক সর্কার হরিসিংহের কর্তৃত্বাধীনে বহু একদল সৈন্য নিতুন আক্রমণ রেল। সৈন্ত সমভিব্যাহারে সেনাপতিগণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ফুয়াল এই সর্কার প্রথম আগমন করিয়াছেন : হুজুৰ তাঁহার এই উপস্থিতিতে হেতুবাণে প্রতিরুদ্ধ রাজস্বরূপ অধিক সংখ্যক অস্ত্রের দাবী করা হইল। এক্ষণে শেষ হইল, এই দাবীকৃত বিষয় অনুমোদিত চাইবে ; কিন্তু ১৮৩৪ হষ্টকের মে মাসের ৬ই তারিখে পেশোয়ার দুর্গ আক্রমণ ও অবিকৃত হইল। † প্রথমলগ্নাত্ত হরিসিং, হুজুৰ মহম্মদ খাঁর সচিব আমলসহকারী কপট সন্ধি-প্রস্তাব উপেক্ষা করিলেন। তিনি আকস্মিকভাবে প্রতি বিদ্রোহ-ভাব ব্যক্ত করিলেন ; অধিকন্তু পেশোয়ার আক্রমণ করিয়া শিখ-অধিপত্য বিস্তৃত হইবে—সে কখনও তিনি তাহারের নিকট প্রাপন রাখেন নাই। ‡

ইতিমধ্যে শিখগণ পেশোয়ার কালীত অগ্রান্ত কখনও মুক্তে নিবৃত্ত ছিল। ১৮৩২ হষ্টকে হরিসিং, আটকের উত্তরত্ব কড়কগুলি মুসলমান আন্তিক শেষবার পরাজিত করিলেন ; তাহাদিগকে দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার জন্য, সিন্ধুনের নক্ষিপ তীরে এক দুর্গ নির্মিত হইল। § ১৮৩৪ হষ্টকে একদল সৈন্ত ডেপু-ইন্সপাইন-খাঁ অতিক্রম করিয়া, তাহার্য্যীত এক বান্দু প্রদেশক আকস্মিকগণের বিরুদ্ধে সুদ্ধকর্ত্তা করিল ; কিন্তু

* Capt. Wade to Government, 17th June. 1834.

† Capt. Wade to Government, 16th May. 1834.

‡ কয়েক বৎসর পূর্বে, যখন তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত হন, তখন হরিসিংহের এই মত পক্ষের সকলেই অবগত হন।

§ Captain Wade to Government, 7th Aug. 1834.

একটা পার্শ্বভাঙ্গুর আক্রমণ করিতে দিয়া, বহুসংখ্যক সৈন্য প্রত্যাহত হইল, এবং উচ্চপদস্থ একজন সেনানীও ৩০০ ডিম শতাধিক সৈন্য সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। এই পরাজয়ে মহারাজ বিরক্ত হইলেন। ইংরাজ-কর্তৃপক্ষদের নিকট বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন প্রকার আত্মীয় বিকরের বিবরণ প্রদান করিতে, আপন প্রতিনিধিকে আদেশ করিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহার, মহারাজের সৈন্যদের স্বেচ্ছায় বিষয়ে সন্দেহ হইয়া নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন, এই আশঙ্কায় তিনি কাপ্তেন ওয়েডকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পূর্বেও একবার এইরূপ ঘটনাছিল; কিন্তু ততদিন অবিধানে কোন কারণ উপস্থিত না হইয়াছিল, ততদিন তাঁহার অদূরদর্শী কর্মজটিলিগণ বিলম্ব করে নাই; বস্তুতঃ জেনারেল (সেনাপতি) গিলেসপি এবং কালঙ্গার গুর্খাবিগের ব্যবহারই, পূর্ব ব্যাপারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। " ১৮৩৩ খ্রষ্টাব্দে কটেজের সংসার চাঁদের পৌত্র, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। সংসার চাঁদের বশোধ্যাজিতে তাঁরী বংশ কতদূরশে রাজকীয় সম্মান এবং আধিপত্য-প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে সুখিস্মান্যর মধ্য দিয়া আগমনকালে, পশ্চিমবঙ্গে ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে মহাসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ হৃদয়হীন বা নির্ভয় ছিলেন না; অথবা কূট রাজনীতির অমুরোধে তিনি কাহাকেও নিরাপ করিতে অভিজাতী ছিলেন না। সেই যুদ্ধের আগমনে মহারাজ তাহাকে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার

* Capt. Wade to Govt., 10th May, 1834. ডেপু-ইন্স-
নাইল-বাঁ এবং তৎকালীনকালী সমগ্র দেশ শাসনাবলি আনিতে দুই
বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছিল। (Capt. Wade to Govt.,
7th and 13th July, 1836.)

একটি জাহাজের বা যোধুয়ি প্রদান করিলেন । * সেই বৎসরই ইংলণ্ডের রাজার জয় কিছু উপভোগ্য লইয়া, একজন রাজাকে কলিকাতার প্রবেশ করিবার প্রস্তাব করিলেন । সিদ্ধেশ্বর আক্রমণকরে তিনি এক বন্দনা দ্বিত্ব করিয়াছিলেন ; তাহায়ে সাধারণের মত নির্দেশ করাই সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল । পরিশেষে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, শুভার সিং মজিদিয়া প্রমুখ প্রতিনিধিগণ কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন ; তাঁহারা প্রায় দেড় বৎসর কাল তথায় ছিলেন । †

যখন যিঃ মুরফ্‌ফ্‌ট লুদাকে অবস্থান করিতেছিলেন, (১৮২১ খৃঃ ইত্যাদি) তখন তৎপ্রদেশের সকলেই রণজিৎ সিংহের তরে সম্মিলিত ছিলেন । কাশ্মীরের শিখ-শাসনকর্তা তৎপূর্বেই রাজস্বের দাবী করিয়া ছিলেন । কিন্তু সেই হীনবল দূর্ব্বদেশস্থিত জনপদ, পূর্বে কেহই আক্রমণ করেন নাই । পরে জাম্মুর রাজগণ, ইরাবতী ও বিতস্তার নদ্যবর্তী সমগ্র পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শাসন-ভার প্রাপ্ত হইলে, কিছুকাল পরে তাঁহারা বুকিগ্রাছিলেন, রণজিৎ সিংহের প্রতি তাঁহাদের প্রত্নত্ব স্থাপিত হইল ; এক্ষণে তাঁহাদের অনুরোধ মহারাজের উপেক্ষীয় নহে । জাম্মু-রাজগণ আপনাদিগের ক্ষমতা নিশ্চিত উপলব্ধি করিয়া, পরিশেষে কাশ্মীর আক্রমণ করেন । রাজা গোলাপ সিংহের ক্রিষ্টোয়ানের সেনাপতি জোয়াওয়ার সিং, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লে নামক স্থানের আত্ম-তরীণ গৃহবিবাদে যোগদান করেন ; তিনি এক্ষণে যোগদান প্রচার করিলেন,

* Capt. Wade to Government, 9th Oct., 1833, and 3d June, 1835.

† Capt. Wade to Government, 11th Sept. 1834, and 4th April, 1836.

‡ Moorcroft, 'Travels', i. 420.

যে, ক্রিষ্টোপায়ের রাজস্ব পূর্বে যে প্রাচীন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, অহা
অবশ্যই তাঁহাদিগকে প্রেরণিত হইবে। শেষে তিনি দক্ষিণ-প্রবেশ-
সমূহে প্রবেশ করেন; কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজধানীতে
পৌঁছিতে পারেন নাই। তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তৎকালিক
রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন; এবং তৎপারিত্তে তাঁহার রাজ্যভাষী
মন্ত্রীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে জারেন্সার সিং প্রিন্স সহস্র টাকা
বার্ষিক রাজস্ব নিৰ্দ্ধারণ করিলেন; তৎকাল হুর্গে এক মল সৈক্য স্থাপিত
হইল। শেষ হিমালয়ের উত্তর-পাদ-দেশস্থিত ক্রান্তি স্থানীয় কতকগুলি
জনপদে অধিপত্য বিস্তার করিয়া, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে লুণ্ঠিত
সম্পত্তি সহ তিনি জাম্মুতে উপনীত হইলেন; হুত-সর্কস্ব রাজা,
সামার চীন-রাজ-কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট অভিযোগ করিলেন। তাঁহার
হুলাভিবক্তব্য রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিতে লাগিলেন; হুতরাজ এই
অভ্যায়াদিক্রমের প্রতি কাহারও দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল না। তখন কাশ্মীরের
শাসনকর্ত্তা এক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন;—মোলাপ সিংহের
বাণিজ্য-নীতি প্রবর্তিত হওয়ার, নিয়মিত শাল-পশম সরবরাহের বিশেষ
ক্ষতি হইতেছে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেল।
পরিশেষে অরুণহাকাজীদিগের কনভেনাশনের উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, তাহাদের
আনুগত্য ও রাজভক্তি প্রদর্শন সফল, যথেষ্ট সিং তাহাদের প্রতি
সন্নিধান হইয়া উঠিলেন। *

* Capt. Wade to Government, 27th Jan. 1835; and
Mr. Vigne, 'Travels in Kashmeer and Tibet', ii. 352;
এহকালের হস্তলিখিত পত্রিকা অনুসারে তাহাদের বাক্যবলী সংশোধিত
এক পরিবর্তিত হইয়াছে। সুব্রাহ্মণ্যক সিং, জাম্মু পরিবারের বংশধর
স্বপক হইয়াছিলেন। (Capt. Wade to Government, 10th
Apr. 1836)

গোশায়কের দিকেই রণভূমি হইতে ভয়ের প্রকাশ করণ
করমান ছিল। কিন্তু কিছু দৈন্য ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মোহিনী বন্দনার
তীহার প্রাণ লাভিয়া উঠিল। নিম্ন লিখিত ভাষায় পূর্বে আমীরগণের
যে বিবাস ছিল, পশাওয়ার পর সে বিবাস বিদূরিত হইল। সা
মুজা কন্দাওয়ার হইতে পলায়িত হইয়া প্রত্যেকজন করিলে,
হাঙ্গারাদের শাসনকর্তা মহারাজের ১০০টি এক প্রত্যেক উপাধি
করেন; ভূতপূর্ব সম্রাটের আশ্রয় হইতে একা করিতে স্বীকৃত
হইলে, হাঙ্গারাদের চার মহারাজ মহারাজের শিকারগুণ প্রদান
করিতে স্বীকৃত হন। * এই প্রস্তাবের বন্দোবস্ত প্রত্যেকের
হইতে স্বীকৃতি পাইলেন না। অধিকন্তু একজন পশোয়ার সিংহাসন-
গণের প্রতি সেরূপ বিবাস ছিল না। তাহাদের ক্ষুদ্র দেশের মধ্যে কৃত-
সঙ্গ হইয়া মহারাজ বিগৃহীত কালহোচাশিমে একজন প্রতিনিধিক
সিংহাসনের পরপারিত্রিত রাজেন্দ্রের নামক স্বামে গুস্তাভগী অবস্থায়
আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। † এক্ষণে তাহাদের উভয়ের এক বারকজারী-
নিদের মনে ভীতি সকারার্থ, সা পুণ্ডরাক প্রত্যেক হইলে, তাহার

* Captain Wade to Government, 6th Feb. 1835.

† Captain Wade to Government, 17th June, 1834.

সরকারজ বী, বনাম গোশায় সা, 'কালহোচা' ১২ প্রমাণভুক্ত ছিলেন।
ইনি তামপুরগণ কর্তৃক বিভাডিত হন। কানুন হইতে তিনি
আরগীরবরূপ রাজেন্দ্রের প্রাপ্ত হন, এবং রূপকিঃ সিং তাহা সংরক্ষণ
করেন। কবিত হই, এই রাজ্যে ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা রাজস্ব
আদায় হইত; এক্ষণে রাজকোষের মত ৬০কোশ বৎসর করিয়া রাখা
হইত। বর্তমান, এই জেলার প্রকৃত মূল্য ৩০,০০০, ত্রিশ হাজার টাকা
মাত্র।

সহিত মহারাজ পুনরায় সন্ধি প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। * কিন্তু তাঁহার মিত্র ইংরাজদিগের সহিত যত্নপূর্বকই বিশেষ গণ্ডোগোল উপস্থিত হইল। তাঁহার অনুরোধের বর্ণনা প্রমাণ করিতে হইলে, 'মুজারি' কন্যাদল অধীরদিগের নিকট যে গুপ্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহাকে প্রদর্শন করিতে হইবে; † তাঁহাকে আরও সম্ভ্রমণ করিতে হইবে যে, শিকারপুর, —খোয়াসানের শাসন-কর্তাদিগের অধীন; ‡ তাঁহাকে দেখাইবে হইবে, —'সিধেনকোটের দক্ষিণে যে নিম্নগামী নদী বর্তমান' তাহা সিন্ধুনক নহে —পরন্তু উহা সন্ধিপত্রে উল্লিখিত শ-উর নদী বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ সেই চিত্রসরসীর উদ্যান এতকাল এই নদীর প্রাচল্যেই এইরূপ সৌন্দর্য্য এক অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে। এই নদীই পশ্চিমঘাতিত ভূ-খণ্ডের উর্বরতা বিধান করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে; —তাহাতে পূর্বা-খণ্ডের মিত্র-রাজশক্তিবৃন্দের অধিকৃত রাজ্য সমূহ পৃথকীকৃত হইলেও, দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা অবিভক্তই রহিয়াছে। †

* Captain Wade to Government, 17th April, 1835, and other letters of the same year. (ঐ বৎসরের অস্ত্রাঙ্গ পত্রাদি)। তখনও মহারাজ বসিতেছিলেন যে, সা-মুজারি কৃতকার্য্যতার ইংরাজগণ সাম্য-নীতি অবলম্বন করিবেন। ইহার উদ্দেশ্য—হয়তো, আমের সার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশের মহত্ব, মহারাজের মনে তখনও জাগ্রিত ছিল। কিন্তু তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য, ইউরোপীয় মিত্রগণের নিকট তাহাদের প্রকৃত অতিসন্ধি জ্ঞাপন করা।

† Capt. Wade to Govt., 5th Oct., 1836.

‡ Capt. Wade to Govt., 15th Jan. 1837.

† Capt. Wade to Govt., 5th Oct. 1836.

কিন্তু সিংহমুখে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ, ইংরাজগণ সিংহমুখে সহিত সেই মর্মে এক সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং রণজিৎ সিংহের সেই প্রস্তাব, তাঁহাদের নিকট অস্বীতিকর বোধ হইল। তাঁহারা বলিলেন, বাহাদুর সহিত তাঁহারা স্বার্থ এবং বন্ধুত্ব যত্রে আবদ্ধ, তাহাদের প্রতি অবস্থা শত্রুতাচরণের প্রস্তাব দিতে তাঁহারা কোন মতেই সীতল নহেন; তাঁহারা মসারাজের সৈ উদ্দেশ্য সাধনের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী এবং উচ্ছিন্ন তাঁহারা বিশেষ হুঁশিয়ার। * অতএব রণজিৎ সিং বাহাতে শিকারপুর অক্রমণের চেষ্টা পরিত্যাগ করুন, তাঁহারা সে পক্ষে বন্ধুগণ হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এ কার্য্য অতি বিবেচনার সহিত করিতে হইবে; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্বভাবে অবস্থান করা, জনসাধারণের শান্তিবিধানার্থ পক্ষ অবলম্বন করা ও প্রভৃৎ প্রতিটাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। † ইংরাজদিগের মনে সন্দেহ। এই ভাব অগুরুক ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সীমান্ত প্রদেশে শিব ও সিন্ধিয়ানদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল; তাহাতে বিপদাশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে সাঙ্গিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মূলতানের শাসনকর্তা, মিথেনকোটের দক্ষিণ সিংহনদের পশ্চিম-তীরবর্তী "মাজারি" নামক দস্থাজাতির দণ্ডবিধান করেন। তিন রোজানের হুঁস সৈন্তে পরিপূর্ণ রাধিতে বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই কার্য্য মহারাজ প্রতিবাদী হন। ‡ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাস জটিল যে, শিখরাজ

* Government to Capt. Wade, 22nd Aug., 1836—
গোবীন্দগণ প্রতিপক্ষ অবলম্বনকালে বেরুণ সূক্তি প্রকাশন করিয়াছিল, এইরূপ হেতুবাৎ তাহাই স্মরণ হয়। তাহাদের অছিল। এই যে—
বিসমীকরণ তাহাদের বন্ধুগণকে উৎসীড়ন করিতে পারিবে না।

† Government to Captain Wade, 22nd Aug. 1836.

‡ Capt. Wade to Govt., 27th May, 1835.

ও শিখ দূর আক্রমণ করিতে ধর্মরপূরের আধীশরণও রাজারিদ্ভিককে উত্তেজিত করিতেছেন। ইংরাজগণের ধারণা—এই আতি সিদ্ধেশ্বরের শরীফ; কিন্তু রাজারিদ্ভিকের স্বাতন্ত্র্যের বিষয় বাণিজ্য-সংক্রান্ত কন্দা-কর্তৃদে প্রতিপন্ন হয়; যেহেতু বাণিজ্য বিষয়ক কন্দাবল অনুসারে তাহারাও অলকরের কতকংশ পাইবার অধিকারী ছিল। তথাপি ইংরেজগণ আধীশরদ্ভিককে জানাইলেন,—তাহারা যেন রাজারিদ্ভিককে শাসনাধীনে রাখেন। এরূপ উপায়ে তাহাদের উপর রণজিৎ সিংহের সমস্ত অধিকার লোপ পাইতে পারে,—ইহাই ইংরাজদিগের আশা। * ইংরাজদিগের সমুদায় চেষ্টা সফলও, এইরূপ আক্রমণ চলিতে লাগিল; অবশ্য তাহাদের মিকট সেইরূপ সংরাম প্রদত্ত হইল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মুলতানের শাসনকর্ত্তা রোজান অধিকার করিলেন। † পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে, রাজারিদ্ভিক, বুদ্ধ পরাজিত হইলে, শিখগণ “কেন” নামক একটা দূর অধিকার করিল। এইস্থান রোজানের দক্ষিণে অবস্থিত এবং শিখজাতির রাজ্যের সীমা-বহির্ভূত। ‡

এইরূপে রণজিৎ সিং বল-প্রয়োগে আপনার পথ পরিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরাজগণও কুটনীতিতে তাহাকে পরাজিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। হিরাকৃত হইল যে, পৃথিবীই সর্বসাম্রাজ্যের বাহ্যিক্যের হবিধার অস্ত সিদ্ধনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনার উদ্দেশ্যে কাপ্তেন বারনেস বাণিজ্য-ব্যপদেশে সিদ্ধনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ-

* Government to Capt. Wade, 27th May, 1835, and 5th Sept, 1836; and Government to Col. Pottinger, 19th Sept, 1836.

† Captain Wade to Government, 29th Aug. 1836.

‡ Capt. Wade to Government, 2d Nov. 1836.

সমুদ্র গমন করিবেন। * তাঁহার প্রতি এই উপদেশ প্রদত্ত হইল,—
মহারাজের নিকট যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত না হয়; একমাত্র বাণিজ্যই
তাঁহাদের উদ্দেশ্য,—তাঁহার নিকট সেই ভাব প্রকাশের ভয়ই তাঁহাদের
উপদেশ দেওয়া হইল। বস্তুতঃ, বাণিজ্য-সৌকর্য্য প্রথমে মিথেনকাটে
বেঙ্গল একটা বাণিজ্য বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল,
সেইরূপ অল্প কোন স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণকালে মহারাজের সাহায্যের
আশা ইংরাজগণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও ব্যক্ত করা হইল।
তথাপি ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ সিদ্ধদেশ সম্বন্ধে বাণিজ্যনীতি ও রাজনীতি,
উভয়বিধ নীতি অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছিলেন। বাহা হউক,
দক্ষিণ-ভেনেরল বলিলেন, ঐ দেশের অবস্থা বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া,
তৎকালে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঐ দেশের সহিত বনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন
করিতে হইবে। † তিনি আরও বলিলেন, আমায়গন, রণজিং সিংহের
দ্বয়ে ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলାষী। তাঁহাদিগের আশঙ্কার
অথবা তাঁহাদের শত্রুতাচরণে পূর্বে যে সমুদায় সন্ধি-প্রকরণ ভগ্ন হই-
য়াছে, তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদানার্থে যে সকলই পুনরায় প্রবর্তিত হইবে।
সর্বশেষে ইংরাজগণ স্থির করিলেন যে, রণজিং সিং এবং সিদ্ধিরামদিগের
কার্যকলাপে যোগদান করিলে, অতঃপর, যখন হায়দরাবাদে একজন ইংরাজ
প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন, তখন তাঁহারা অশ্রান্ত অবাতিরিক সম্বন্ধ স্থাপন
করিয়া দিবেন।

রণজিং সিংহের সম্বন্ধে ইংরাজ-শাসন-কর্তৃগণ তাহারা স্থির করিলেন—
—রাজনৈতিক স্বার্থের কঠোরতম বিচারে, সিদ্ধনদের তাঁহা-ভুক্তিও শিব-

* Government to Captain Wade, 5th Sept. 1836.

† Government to Capt. Wade, 5th Sept. 1836.

‡ Government to Col. Pottinger, 26th Sept. 1836.

নিম্নের ক্ষমতা অবিকল্পিত বিস্তারে বাধা প্রদান করিতে তাঁহার। বাধ্য। যে রাজ্য তাঁহার। মহারাজের অধিকৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, মহারাজের অধিকৃত সেই রাজ্য সমূহে হস্তক্ষেপ করা নীতিবিরুদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে, বর্তমান সন্ধি-সম্বন্ধ ভগ্ন হওয়া উচিত নহে; কারণ বৃদ্ধ উপস্থিত হইলে, বাণিজ্য নৌকাদ্বারা বিক্ষুব্ধ হইবে; কারণ বৃদ্ধ উপস্থিত হইবে। তখন রাজনৈতিক প্রতি-নিধির প্রতি আশঙ্ক হইল যে, তাহাতে রণজিৎ সিং শিকারপুর আক্রমণের আশা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে বাধ্য করিতে হইবে। উদ্দেশ্য-সাধনার্থ ভগ্ন-প্রদর্শন ব্যতীত, তিনি অন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যিক মনে করেন, তিনি তাহাই করিতে পারিবেন। তা হুজা তখনও নিরাশ হন নাই; তাঁহার সহিত সন্ধি-স্থাপনের কথা চলিতেছিল। প্রতিনিধির প্রতি আদেশ প্রচারিত হইল,—তাঁহাকে জাহাজে হইলে যে, যদি তিনি লুণ্ঠিয়ার পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে, পুনরায় ভগ্ন করিতে পারিবেন না; এবং তাঁহার পরিবারের ভরণ-পোষণার্থ যে বৃত্তি প্রদত্ত হইতেছিল, তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যে ‘মাজারি’দিগের অধিকৃত ভূমি শিখগণ অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে বলিলেন যে, তাহাদের পরাক্রমে সাধারণের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শাসন-সংরক্ষণ-বিষয়ক প্রশ্ন ভবিষ্যতে কোন সময়ে বীক্ষাসিত হইতে পারিবে। *

অতঃপক্ষে, শিখিয়ানগণ “কেমের” হুগাধিকার সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। রণজিৎ সিং শিখিয়ানদিগকে জাহাজে,—তাহাদের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে; এবং অধিকৃত হুগা করিয়া পাইতে হইলে, তাহাদিগকে বন্ধ অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

রঞ্জিত সিংহ সিদ্ধিধানদিগের নিকট এই সকল বিষয় দাবী করিলেন। সিদ্ধিধানগণ উত্তরে তাঁহাকে জানাইল যে, অনন্যোপায় হইয়া তাহার সকলই অস্ত্র-ধারণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে : * তৎকালে সিদ্ধিধানদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য এক সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল ; পটেশ্বরের সেই সন্ধি-প্রস্তাবে রঞ্জিত সিংহ নো কার্যে নিবৃত্ত হইলেন ; অতঃপা, শিখ-গণ নিশ্চয়ই সিদ্ধিধানদিগকে আক্রমণ করিত। ইংরেজগণ হস্তান্ত মহারাজের এই কার্যে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া, সেই অজি-সায় পরিশেষে সন্ধি-সত্ত্ব ত্যাগ করিলেন,—রঞ্জিত সিংহ তাহা মনে করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তৎকালে হুমায়ুন খান সিংহের ন্যায় নিহাল সিংহ বহু সৈন্য সমভিভাষ্যের সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থান করিতে-ছিলেন ; কেবলমাত্র ইংরাজ-রাজনৈতিক-প্রতিনিধির বাস-প্রতিবাসে ও আপত্তিতে মহারাজ লাহোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এতৎ সত্ত্বেও, সন্ধি স্থাপন ও বুদ্ধ বোষণা উভয়ের উপযোগিতা রঞ্জিত সিংহ তুলনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং কাপ্তেন ওয়েড স্বয়ং মহারাজের রাজধানীতে গমনের সংকল্প করিলেন ; প্রকৃতভাবে ব্রিটিশ-সর্বস্বমন্ডের শত্রুতাচরণ করিয়া, তিনি যে বিপদমাগরে কল্যাণ প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেছেন, ওদিকস্থ মহারাজকে বুঝাইবার জন্য তিনি লাহোরে উপনীত হইলেন। মহারাজ সকল কথাই শুনিলেন, এবং পরিশেষে বশীকৃত হইলেন। তিনি বলিলেন, অস্ত্রাত্য বিষয় বিবেচনা করিয়াই তিনি মিত্রগণের মতামতবর্তী হইয়া থাকেন ; আমীরগণের সহিত পূর্ব-সম্মত বজার রাখিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন ; কিন্তু তিনি কেনের দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন ; রোজাদ এবং বায়জি

* Capt. Wade to Government, 2d Nov, and 13th Dec. 1836.

রাজ্য তাঁহারই শাসনস্থানে থাকিবে।’ * ইংরাজদিগের দাবীকৃত বিষয়ে সমস্ত হইতে রূজিৎ সিংহের অধীনস্থ সামন্তগণ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নিবেদন করিলেন। তাঁহাদের বিবেচনার এইরূপ দাবী কত দিনে এবং কোথায় শেষ হইবে, তাহার কোনই নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু মহারাজ অসম্মতিতে তাব প্রকাশ করিয়া, তাহাদিগকে মারহাট্টাদিগের দুই লক্ষাধিক সৈন্তের অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিলেন। † ইংরেজগণ তাঁহাকে যে বাধা প্রদান করিয়াছেন, কিরূপে তিনি সে সকলই ভুলিয়া গিয়া ইংরাজদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শনার্থ পৌন্ডের বিবাহোপলক্ষে সর্বত্র জেনেবল মহোদয়কে আবহুজিত করিয়াছিলেন। রূজিৎ সিং এই পৌন্ডকেই দ্বিন্দু-বিধব্রী বলিয়া বোঝা করিবেন, মনে করিয়াছিলেন। ‡ বাহা হউক তিনি নিরাশ হইলেন না; তাঁহার আশা রহিল, কোন একদিন উদ্ভেদ সফল হইবে। তিনি আমীরদিগের সহিত রাজ্যের সীমা বন্দোবস্ত স্থির করিয়া লষ্টলেন না; ‘মাজারীদিগের উপর আধিপত্য সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সীমানাও হ্রাসিত রহিল। § রাজ্যান পরিত্যাগ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; এই স্থান শিবদিগের অধিকারেই রহিল। ১৮৩৮ খ্রষ্টাব্দে তরুতা

* Captain Wade to Government, 3d Jan, 1837,

† Compare Capt. Wade to Govt., 11th Jan, 1837, ইংরাজদিগের সহিত সকল অবস্থাতেই কেন বহুতাড়ন করিতে হইবে, তাহার দৃষ্টান্তরূপ মারহাট্টা শক্তির ধ্বংসের কথা সর্বদাই রূজিৎ সিং উল্লেখ করিতেন।

‡ Capt. Wade to Government, 5th Jan. 1837.

§ Capt. Wade to Govt. 13th and 15th Feb. 8th July and 20th Aug. 1837.



সর্দার দৌলত মহম্মদ।

[৪২৩ পৃষ্ঠা।]

শাসনকর্তা অবীনতা স্বীকার করিলেন, তিনি শিখ রাজকে ব্রীতিযত কর
প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্তঃপর ঐ শাসন শিখ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত
হইয়া গেল। *

আকস্মিকভাবে 'বাকসজাদী' শাসনকর্তৃগণের সহিত কর্তৃক বৎসর
খরিশা ঈংরাজদিগের কি সম্বন্ধ ছিল,—একপক্ষে তাহারই নির্দেশ করা
দায়িত্বক। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, পেশোয়ার শিখ-
দিগের কদম-রাজ্য ভুক্ত হয়। তাহার অব্যবহিত পরেই মহম্মদ আলী
খাঁ কুতুবুদ্দে পতিত হন। কতে খাঁ এবং মহম্মদ আলী উভয়ে
এ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎপুত্র হবিবুল্লা তাহারই নামমাত্র
অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে দুই পক্ষের মধ্য অস্বাভাবিক
দ্বন্দ্ব; তাঁহার অস্বাভাবিক জিন্না-কলাপে তাঁহার হৃত এবং অস্বাভাবিক
পিড়িয়া, দোস্ত মহম্মদ খাঁ, নিজ সম্পত্তি বলিয়া কাবুল, গন্ধনৌ এবং
জালালাবাদ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার নিকটবর্তী দ্বিতীয়জন
স্বাধীনভাবে কাদাহার শাসন করিতে লাগিলেন; এবং তৃতীয় জন স্বাধীন
সিংহের করদস্বরূপ পেশোয়ারে রাজত্ব করিতে থাকিলেন। † ১৮২৪
খ্রীষ্টাব্দে পরিব্রাজক মিঃ মুরক্রফট, বাকসজাদীদিগের সম্বাবহারে অত্যন্ত
সম্বৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রতিপোধকতার তাঁহার বহু
অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। ‡ কর্তৃক বৎসর অতীত হইলে, পেশোয়ারের
মুগলান মহম্মদ খাঁ, বিদেশীদিগের আগমনে ভীত হইয়া, সুবিমানার

* Capt. Wade to Govt. 9th Jan. 1838.

† Compare Moorcroft, 'Travels', ii. 345 &c. and
Moonshee Mohun Lal, 'Life of Dost Mahomed Khan',
i. 130, 153 &c.

‡ Moorcroft, 'Travels', ii. 346, 347.

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সকল বিষয় বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইলেন। ১৮২৯ খ্রষ্টাব্দে স্বাধীন রাজ্যের ভার ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সমিতি সন্ধি-স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। † কিন্তু কয়েকটা ডাভাই পরস্পর বিরোধী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বতন্ত্র রাজ্য লাভের অভিলষী হইয়া উঠিলেন; মোস্তাফায আল-খান প্রভৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তৎকালে পারস্য-রাজ্যের আক্রমণের বিষয় লোকমুখে ব্যক্ত হওয়ায়, পশ্চিমদিকে তাঁহারা সকলেই ভীত হইয়া উঠিলেন। পূর্বদিকে রণজিৎ সিংহ বলপ্রয়োগে রাজ্য অধিকারে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহাতে তাঁহারা অধিকতর ভীত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে আফগানিস্তানে ইংরাজ-পরিব্রাজকের আকস্মিক উপস্থিতিতে তাঁহাদের মনে আশার সঞ্চার হইল,—ভারতের বৈদেশিক অবসরঙ্গণ পরস্পর-বিরোধী রাজ-গণের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিবেন। ‡ ১৮৩২ খ্রষ্টাব্দে মুলতান মহম্মদ খাঁ, পুত্রের মুক্তির জন্য পুনরায় সন্ধি-প্রস্তাব করিতে প্ররাদ পাঠিলেন; তৎকালে তাঁহার পুত্র রণজিৎ সিংহের নিকট প্রতিভূ-

* Capt. Wade the Resident at Delhi, 21st April, 1838.

† Captain Wade to Government, 19th May, 1832.

মিঃ হুন্সফোর্টের মধ্যস্থতার ডাভাবর্গ পূর্বোই (১৮২৩, ১৮২৪) এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

‡ বাঙ্গালার সিভিলিয়ান, মিঃ ফ্রেজার এবং মিঃ টার্লিং উভয়েই তৎকালে আফগানিস্তানে ছিলেন। পূর্বোক্ত ব্যক্তি ১৮২৬ খ্রষ্টাব্দে এবং পোষাক্ত ব্যক্তি ১৮২৮ খ্রষ্টাব্দে তথায় গমন করেন। ১৮২৭ খ্রষ্টাব্দে মিঃ ব্যালগও পত্রাবের মধ্য দিয়া আফগানিস্তানে প্রবেশ করেন। এক বৎসরের মধ্যেই ডাক্তার হুন্সলান নামক একজন আমেরিকান সেই পথে তাঁহার অনুবর্তী হইলেন। ১৮২৯ খ্রষ্টাব্দে হুন্সলান বাঙ্গালার

থরপ অবস্থান করিতেছিল। * নবাব-উপাধি-প্রাপ্ত কানুনের কক্ষর
হীও ইংরাজদিগের সীমান্ত কর্তৃপক্ষগণের নিকট সেইরূপ পত্র লিখিলেন ;
১৮৩২ খৃষ্টাব্দে থরপ মোস্ত মহম্মদ ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের
প্রার্থনা করিলেন। † অতি ভদ্রতার সাহিত এই সকল পত্রাদির উত্তর
প্রদত্ত হইল ; কিন্তু কিছুকালের অন্তর দূরবর্তী শাসনকর্তৃগণের সহিত
সর্বপ্রকার বনিভূতা পরিহার করাই বৃত্তিসম্মত বলিয়া তাঁহারা অনুমত
করিয়াছিলেন। ‡

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে অস্ত্রাচার্যী 'বারুকজাদী' সংগ্রাম আরও মৃত্যু
বিপদ-জালে জড়িত হইল। সা-মুজা সিক্রিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়া
কান্দাহারে পৌঁছিলেন এবং অপরাপর ভ্রাতৃগণ, ইংরাজ-বাহিন্যের
সহিত ঐখানে থাকিতে আর একবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা পূর্বে হইতেই
ইংরাজদিগের রণকৌশল এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদির বিষয় অবগত ছিলেন ;
তাঁহারা জানিতেন, তোবামোদে সকলেই বশীভূত হয়। মহসা জবর খাঁ
পুত্রকে সুধিরামায় প্রেরণের প্রস্তাব করিলেন ;—তিনি বলিলেন, ইট-
রোপীয়গণের বিজ্ঞান-বলে এবং সভ্যতার ফলে পুত্রের মনোবৃত্তি উন্নত

আগমন করেন। ইতিপূর্বেই তিনি ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণের মনে বিশ্বাস
জন্মাইয়াছিলেন যে, তিনি ইংরাজ পরকর্ম্মেদের ও সা-মুজার কানুন
সম্পর্কীয় যন্ত্রণা বিষয়ে প্রতিনিধি নিবৃত্ত হইতে চাহেন। (Resident
at Delhi to Capt. Wade, 3d Feb. 1829.)

* Capt. Wade to Govt. 19th May, and 3d July, 1832.

† Capt. Wade to Govt., 9th July, 1832, and 17th Jan.
1833.

‡ Govt. to Capt. Wade, 28th Feb. 1833.

হইবে। * প্রথম বর্ষ অতের পক্ষবশনন না করিয়া, পোক্ত মহম্মদের পক্ষ অবলম্বনের ভাব প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল; ইংরাজ-সীমার সমীপবর্ত্তার প্রশংসা করিয়া, তিনি রাজনৈতিক কনজা-নাভের আশা করিলেন। এইরূপ চেষ্টায় তিনি সকলেরই সম্মোহিতাজন হইয়া উঠিলেন। † এইরূপে তাঁহার প্রতি স্বেচ্ছাবিরুদ্ধ সন্ধিহীন হইয়া, সা-মুদ্রার প্রতিরোধ করিবার জন্য দোক্ত মহম্মদ কানুন পরিচালন করিলেন। কিন্তু শিবনগ ইতিমধ্যে পেশোয়ার অধিকার করিয়াছিল; সুতরাং কিসকর্তব্যবিমূঢ় শাসনকর্ত্তা অনগ্রসোর হইয়া আর একবার ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থন করিলেন। ‡ তিনি ইংরাজদের নিকট বশতা প্রীকার করিয়া ১২৬-ব্রিটনের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে নিজ রাজ্য জামিন স্বরূপ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া তিনি সা সমুদ্রার সহিত যুদ্ধে প্রযুক্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে সা পরাজিত হইলে, উল্লাসোদ্ভূত বিজয়ী কনকালের জন্ত আপন বিষ বিপত্তির কথা তুলিয়া গেলেন। শিবনগ পেশোয়ার অধিকার করিয়াছে বলিয়া, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন;—বিধাতা আক্রমণকারিণের সঙ্কলকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে, তিনি জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া একটি বর্ষ যুদ্ধ ঘোষণার চেষ্টা করিলেন। § তিনি “প্রাজী” অর্থাৎ ধর্ম্মরক্ষাকারী উপাধি গ্রহণ করিলেন, অনিশ্চিত “আমীর” উপাধি গ্রহণ করিয়া, তাহাই তিনি উচ্চ-বংশ-পরি-চায়ক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ অসন্তোষের

* Capt. Wade to Government, 9th March, 1834.

† Capt. Wade to Government, 17th May, 1834.

Compare Masson, 'Journeys', iii, 218, 220.

‡ Capt. Wade to Government, 17th June, 1834.

§ Capt. Wade to Government, 25th Sept. 1834.

প্রতি দৃকপাত করিতেন না; তিনি তাহাদিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষে এক্ষণে ভ্রাতৃপুত্রের সাহায্য বিশেষ আবশ্যক হইরাছিল। *

দোস্ত মহম্মদ খাঁ অত্যধিক উন্নতি হইলেন। তখনও তিনি জিহ্বা-বর্ধাবলম্বীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; বর্ধনিউনগের ঐকান্তিকতারও তাঁহার অগতঃ বিশ্বাস ছিল। মুত্তরাং পেশোয়ার পুন্-কৃত্যের জন্য তিনি ভারতের ইংরাজ-অধিবাসীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। † বেখুবক লুথিয়ানার শিক্ষালভ্য করিতে গিয়াছিল, সেই কুলা-পুত্রখই কুটনাতিকের ক্ষমতার ভূষিত হইলেন। আমীর শিবদিগের বিরুদ্ধে ইংরাজ-কর্তৃপক্ষের বিবেক ও শক্ত্যবল প্রদর্শিত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। * তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র এবং ইংরাজদিগের অভ্যাগতের প্রতি শিবজাতি সন্দিহান হইরাছে; পক্ষাঘাতক্রমে করিয়া পৃথিব্যে অনেক বাধা-বিপত্তি সহ করিয়াছে।—আমীর এইরূপ নানা কথা উল্লেখ করিলেন; কিন্তু তখনও ইংরাজগণ, স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত বিরোধ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার দোস্ত মহম্মদকে এই আশ্বাস প্রদান করিলেন যে, শতাব্দীর পূর্বাভিমুখে তাঁহার নবাব জব্বার খাঁর পুত্রের বিশেষ যত্ন করিবেন। এইরূপে তাঁহার নান্য ভাণ করিয়া আমীরের সাহসের প্রাণের একতর উত্তর প্রদান করিলেন না। আশ্বাসকৃত সত্য বিধেয় অত্যন্তিক বর্ণনা করিয়া, তাঁহার বলিলেন,—আফগানগণ ইংরাজদিগের সারি বাণিজ্য-প্রিয়; বাণিজ্য-সৌকর্য্যার্থে সিদ্ধান্তে বাণিজ্য-পোত পরিচালন

* Capt. Wade to Government, 27th Jan. 1835.

† Capt. Wade to Government, 4th Jan. and 13th Feb. 1835.

কমের আমীরগণ পৃথিবীর সর্বত্রেষ্টে বণিকজাতির এই প্রিয়তম যন্ত্রণার
শুধুপাত্র।* তাঁহারা আরও বসিলেন,—তাঁহাদের আশা, বাণিজ্য বিষয়ে
যে নতন উদীপনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে উত্তর পূর্বদেশের মধ্যে
বহুত উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে; বিশ্বব্যাপিষ্ট রূপকূল আমীরকে
তাঁহারা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আফগানিস্থানের সীমা-নির্দেশক
বৃহৎ নদী, এবং কানুলের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসার চালাইবার কোন সহজ
গম্য পথ সম্বন্ধে তাঁহার কোন দিবর প্রস্তাব করিবার আছে কিনা?†
রূপজিৎ সিংহের প্রতিও ইংরেজ শাসনকর্তৃগণ উত্তর প্রদান করিতে
বাধ্য হন। এই সময়ে শত্রু ও মিত্রগণের মধ্যে বসিষ্টতা গাঢ়তর
হইতেছে দেখিয়া, রূপজিৎ সিং সন্দ্বিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার
ইচ্ছা, ইউরোপীয় অধিস্থানগণ দোস্ত মহম্মদের সহায়তা না করিয়া,
তাঁহারই পৃষ্ঠপোষক করিবেন। এ দিকে পূর্বপূর্ব-জেনারেল ভাবিয়া
দেখিলেন, বাধা দিবার চেষ্টা করিলে যোঁরতর বিপদ সম্ভাবনা।
পূর্বপূর্ব-জেনারেল আরও স্থির করিলেন যে, ব্রিটিশ পূর্বদেশে যে
মিত্রতার ভাণ করিয়াছেন, তাহাতে দোস্ত মহম্মদ বুঝিয়াছেন, ইংরেজ
তাঁহার সহায়তার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।*

এইরূপে উত্তর পক্ষ আগমাপন কমতার উপর নির্ভর করিতে
বাধ্য হইলেন। সিংগণ পেশোয়ার অধিকার করিলে, আমীর তাঁহার
আজ্ঞার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপজিৎ সিং প্রথমতঃ আমীর এবং কুল-

* Government to Capt. Wade, 19th April, 1834, and
11th February 1835. ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আবদুল গিয়াস
সাঁ পৃথিবীয়ার পৌছেন; দিল্লীতে অধ্যক্ষের জন্য পাঠাইবার প্রবণ
দে কলনা স্থির হইয়াছিল, পরে তাহা পরিত্যক্ত হয়।

† Gov. to Capt. Wade, 20th April, 1835.

তান মহম্মদ খাঁর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটনের চেষ্টা করিলেন। রাজ্যভেদ করণ শাসনকর্তা অতি সহজেই মহারাজের প্রত্যবে সম্মত হইলেন। তাঁহার মনে ভয়ের স্ফূর্তি হইয়াছিল,—রঞ্জিত সিং পরাজিত হইলে, দোস্ত মহম্মদ কংগ পেশওয়ার অধিকার করিয়া বসিলেন। দোস্ত মহম্মদ, খাইবার পাহার পূর্বদিকবর্তী প্রবেশ দ্বারা উপনীত হইলেন; এবং দতদিন পর্যন্ত রঞ্জিত সিংহের সৈন্য-বল একস্থলে মিলিত না হইল, দতদিন রঞ্জিত সিং নানারূপ প্রস্তাবে তাঁহার চিন্তাবিনোদন করিতে থাকিলেন। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মে, শিখ সৈন্য আমীরকে পরিত্যক্ত করিল। ছিন্ন হইল, ১২ই মে তাঁহাকে আক্রমণ করা হইবে। একশ ফেরে আমীর পলায়ন করাই প্রেরণ বোধ করিলেন। দুইটী কামান এবং কয়েকটী আর্কাবকীর দ্রব্য পরিত্যক্ত করিয়া, আমীর চলিয়া গেলেন। শিখ-দূতগণ সন্দেহভাবে বা প্রতিদুঃস্বপ্ন উপস্থিত থাকিলে, যদি কোন উপকার নাথিত হয়, এত-দূরদেশে আমীর সেই শিখাধিপকে সঙ্গে লইতে কৃতসম্মত হইলেন। আমীর এই উদ্দেশ্য-সাধনের ভার, ভ্রাতা হুলতান মহম্মদ খাঁর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সমস্ত বুঝিয়া হুলতান মহম্মদ রঞ্জিত সিংহের সাহিত যোগদান করিতে কৃতসম্মত হইলেন। প্রতিনির্দিষ্টকাল যুদ্ধিমানের জন্ত হুলতান মহম্মদ রঞ্জিত সিংহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। হুলতান মহম্মদ এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ পেশওয়ারে কয়েকটী লাগুণীর প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ঐ প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণের জন্ত এক-সাময়িক শাসন-কার্য পরিচালনার্থ একজন কর্মচারী লাহোর হইতে তথায় প্রেরণ করিলেন। *

* Capt. Wade to Govt. 35th April, and 1st, 15th and 19th May, 1835. Compare 'Masson, 'Journeys'.

একদশে দোস্ত মহম্মদ শিখদিগের সহিত যুদ্ধে বিরত হইলেন। কিন্তু পলায়নের অন্ত তিনি সাধারণের বিরুদ্ধভাৱন হইয়া উঠিলেন; অনেকাংশে তাঁহার সম্মান হানি হইল। ইংরাজদিগের নিকট তিনি যে সাহায্য প্রার্থনা আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না; সুতরাং তিনি পান্ডিত্যবজ্ঞের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিলেন।* কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন অপেক্ষা পান্ডিত্যবজ্ঞের সহিত মিত্রতাবন্ধন রাজনৈতিক হিসাবে অল্প কার্যকরী বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, দোস্ত মহম্মদ পুনরায় গবর্ণর-জেনারেলের নিকট সেই প্রস্তাব উপস্থাপনের চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন,— শিখগণ আবহমানী; ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের স্বার্থ ও মঙ্গলকামনার একমাত্র তিনিই জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন।† এদিকে কান্দাহারের ভাড়াপণ্ডা হীরট্টের সা কামরাণ কর্তৃক উৎপীড়িত ও বিপর্যস্ত হইতে লাগিলেন। দোস্ত মহম্মদ তাঁহাদিগকে কোনরূপ সহায়তা করিলেন না; সুতরাং তাঁহার! ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে পান্ডিত্যবজ্ঞের

iii. 342&c.; 'Mohun Lal's Life of Dost Mohomed', i. 172&c.; and also 'Dr. Harlan's 'India and Afghanistan', p. 124, 158. এই উপলক্ষে দোস্ত-মহম্মদের নিকট প্রেরিত দৃষ্টান্তের মধ্যে ডাক্তার হারলান অন্ততম।

কথিত হয়, এই সময়ে পেশোয়ার উপত্যকার শিখদিগের ৮০,০০০ অশ্বী হাজার সৈন্য ছিল।

* Captain Wade to Government, 23rd Feb. 1836. পান্ডিত্যবজ্ঞের নিকট ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মহম্মদ প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

† Capt. Wade to Government, 19th July, 1836.

আক্রমণ আশঙ্কায়, কামরাণ ভীত হইলেন; তাহাতে কান্দাহার
জাতকদের তর বিদ্রুিত হইল; তজ্জন্মই তাহারা আর ইউরোপীয়-
দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না।* অত্র দিকে, রণজিৎ
সিংহও ইংরাজ ও আফগানদিগের মধ্যে মিত্রতা-স্থাপনের বিশেষ
বিশেষ্য ছিলেন; মোস্তা মহম্মদকে অবশেষত পাশে আনয়ন করিতে
রণজিৎ সিং বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি আমীরকে
পেশোয়ার প্রদানের অনিশ্চিত আশা প্রদান করিয়া, তাঁহাকে কতকগুলি
স্বর্ণ প্রেরণ করিতে বলিলেন। রণজিৎ সিং জানিতেন, সাধারণ লোকের
মনে, অমুগ্রহ প্রদানের ব্যর্থতা অস্বাভাবিক, ইহাই একমাত্র উপায়।
মোস্তা মহম্মদ, কন্দাহার স্বরূপেও, পেশোয়ার অধিকার করিতে অভিলষী
ছিলেন; কিন্তু তিনি ভেদিলেন, অর্থ প্রদান করিলে, সেই উপলোকন
করুল হইতে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া শিখগণ প্রচার করিবে।
কিন্তু তাহারা পেশোয়ারের নাম উল্লেখ করিবে না।† পলাতনের
বিষয় স্মৃতিপটে উদয় হওয়ার তিনি অদহনীয় যত্ননা ভোগ করিতে
ছিলেন। পরিশেষে তিনি ব্যক্ত করিলেন,—অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক
না কেন, যোদ্ধার বিপৎপাতের সম্ভাবনা থাকিলেও শিখদিগের সহিত
যুদ্ধ করিতে হইবে।‡ শিখজাতি তাঁহার জাতি জন্মের স্বার্থে মুক্ত করিয়া
নিয়াছে; সর্দার হরি সিং, বাইবার পাশের প্রবেশ-দ্বার অবরোধ করিয়া
রহিয়াছেন; হুর্গ শিরসতটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে
আমরদে একটি হস্তকিত হুর্গ নির্মাণ করিয়াছেন; হুওরাং তিনি

* Capt. Wade to Government, 9th March, 1836.

† Captain Wade to Government, 12th April, 1837.

‡ Captain Wade to Govt. 1st May, 1837.

উপায়ান্তর বিহীন হইয়া, অল্পকালপর্যন্তই অধিকতর অভিলাষী হইলেন। *
 আইস্টনের পত্নগণের মধ্যে হুচতুর ও রণকুশল মহত্মল আকবর বীর
 সেনাপতিও কাবুল-সৈন্য খাইবারের পূর্বদিকে সমবেত হইল। ১৮৩৭
 খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল, জামরুদের সেনানিবাস আক্রান্ত হইল;
 কিন্তু শিখসৈন্তের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলেও, আকবান সৈন্য
 সম্পূর্ণ তরলাভ করিতে পারে নাই। পলায়নের ভাণ করিয়া, হরি সিং
 শতাব্দাবিহিত শত্রুগণকে প্রান্তর ভূমিতে আনয়ন করিলেন। বীহত
 পলায়নপর এবং সমবেতগুণ সৈন্তের মধ্যে বীর সেনাপতি সর্বত্রই
 উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু সামর্যাত্তিক আঘাতে তিনি নিহত হইলেন।
 এদিকে যথ্য সময়ে কাবুলের আর একজন সৈন্য আমিয়া উপস্থিত
 হইল; বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত ছত্রভঙ্গ শিখ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত
 হইল। তাহাদের দুইটী কামান শত্রুহস্তে নিপতিত হয়। আকবানগণ
 জামরুদ কিংবা পেশোয়ার অধিকার করিতে সমর্থ হইল না; আকবানগণ
 কয়েকদিন ধরিয়া তরত্য উপত্যকা-সমূহ লুণ্ঠন করিল; ইতিমধ্যে
 শিখসৈন্য অতিরিক্ত সৈন্যদলের সহিত লাহোরে সমবেত হইল। হুতরা
 তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুনরায় বিপজ্জালে অড়িত না হইয়া,
 আকবান সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। †

* Capt. Wade to Govt., 13th Jan., 1837.

† Capt. Wade to Govt., 13th and 23rd May, and 5th
 July, 1837. Compare Masson, 'Journeys,' iii. 382,
 387, and Mohun Lal's 'Life of Dost Mahomed,' i.
 226, &c.

মহম্মদ হা, এখনে আকবান সৈন্য বিক্ষত ও বিভাজিত হইয়া-
 ছিল। তাহারা কয়েকটী কামান পরিচালন করিয়া পলায়ন করে, কিন্তু

হরি সিংহের যত্নে এবং শিখসৈন্তের পরাজয়ে লাহোরের বিশেষ উদ্দেশ্যে চিহ্ন পরিচালিত হইল। কিন্তু মহারাজ অতি ক্রোধে-সহকারে তাঁহার প্রজাপুত্রকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন; সকলেই তাঁহার আহ্বানে সমবেত হইল। কথিত হয়, চতুর্ভাষা উন্নীত রামনগর হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত ছয় দিনে রাজাপুত্র যুদ্ধ কামান অনীত হইয়াছিল; রামনগর হইতে পেশোয়ারের দূরত্ব দুই শত মাইলেরও অধিক। * স্বয়ং রণাভিঃ সিং রেটাসে (বোহজকে) আগমন করিলেন; এদিকে হুচতুর খেইন সিং সীমান্তে আগমন হইলেন; জামরুসে একটি হারী দুর্গ অহস্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি নিজ প্রভু-ভক্তির আত্মসমর্পণ দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেন।† দোস্ত মহম্মদ নিশ্চল বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে উৎসুক হইতে লাগিলেন; যে

বধাসময়ে সমস-উদ্দীন খাঁ নামক আগ্রারের একজন আত্মীরের অধীনে কতকগুলি সৈন্ত আসিয়া পৌঁছায়, যুদ্ধে অক্ষপাণনিগের জয়লাভ হইয়াছিল। এতৎসঙ্গেও সকলের বিশ্বাস, যদি হরি সিং নিহত না হইতেন, তাহা হইলে শিখসৈন্ত জয়লাভ করিতে পারিত। নাও নিহাল সিংহের বিবাহোপলক্ষে এবং গবর্ণর জেনারেল ও ইংরেজ সেনাপতির ভাবী পরিচর্য ও উপহৃতির উৎসব হেতু, লাহোরের সৈন্ত প্রাধান্যীয় ব্যবস্থা হয়। তথায় বহুতর সৈন্ত কাণ্ডে নিযুক্ত থাকায়, পেশোয়ার উপত্যকার সৈন্ত-সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল।

* লেফটেনেন্ট-কর্ণেল গ্রিনব্যাঙ্ক ('Punjab' p. 64, 68) বলেন, তিনিও শিখসৈন্তের সহিত তিন শত মাইল পথ বার বার যত্নে গমন করিয়াছিলেন; অপরায়ণ সকলেই এগার ঘণ্টার এই দূরত্ব অতিক্রম করেন।

† Mr. Clerk's Memorandum of 1842, regarding the Sikh Chiefs, drawn up for Lord Ellenborough.

একদশে সম্পূর্ণরূপে আকস্মিক আধিপত্য কিস্তি, সেই প্রদেশ পুনরুদ্ধার করিতে প্রত্যাশা অধিকতর অভিজাত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ব্রজিৎ সিং তাঁহার চিত্তপ্রসাদলাভার্থ এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন; তাঁহার সহিত আমীরের সন্ধি হইল; তিনি সা মুজার সহিতও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন; এবং সেই সময়ে আদৌর দোস্ত মহম্মদ ও সা মুজা উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিলেন।* কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরাজদিগের বাণিজ্য দ্রুত ক্রমে ক্রমে কার্যনিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে ক্রমশঃ বহু উচ্চতর প্রদেশ পথান্ত বাণিজ্য-পোতে অগ্রসর হইয়া ছিলেন। একদে ইংরাজ প্রত্যাশার এমন দিন আসিল যে, রাজনৈতিক হিসাবে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করা আর বিপদ-মুক্ত বজিরা অনুমিত হইল না; পরন্তু শান্তিসূত্রে অবাধ বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে এক সুবিধাজনক সঙ্গ স্থাপন সম্পর্কে, এইরূপ মধ্যস্থতা অবলম্বন বা বাধা-প্রদান বিশেষ লাভজনক বজিরা প্রণয়মান হইতে লাগিল। ইংরাজ-শাসন-কর্তৃগণ অতি আশঙ্কায় সহিত উভয় পক্ষের সম্মেলনক সন্ধিস্থাপনে মধ্যস্থতা করিলেন,—ইংরাজগণ সেইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন। তখন প্রতিবাদ চলিতে লাগিল;—এইরূপ ঘোষণা প্রচারেও দোস্ত মহম্মদ, পেশবারের দ্বারা লাভপ্রদ স্থানের স্বত্ব-স্বাধীন কদাপি পরিত্যাগ করিতে পারেন না; সুতরাং সেরূপ আশা করাও অসম্ভব। পুনশ্চ এইরূপ বাদ-প্রতিবাদে ইংরাজ কর্তৃগণগণ, আকস্মিকদিগের প্রতিই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন।† তথাপি স্থির হইল,—কাপ্তেন ওয়েড, ব্রজিৎ সিংয়ের অভিপ্রায়

* Compare Capt. Wade to Government, 3rd June, 1837, and Government to Capt. Wade, 7th Aug. 1837.

† Government to Capt. Wade, 31st July, 1837.

নিরুপণ করিতে সমর্থ হইলেন এবং কাপ্তেন বারনসেস আদীকে
 বর্তমান নির্দেশ করিতে পারিলেন। বড়ো শেখোজ কর্তৃক
 কূটনৈতিক ক্রমভাৱে ভূষিত হইলেন। * এক দিকে পারস্য জাতি এবং
 অন্য দিকে রুমজাতির যুধা বড়োয় চলিতে লাগিল। তাহাদের
 আক্রমণের যুধা জনরবের অকিঞ্চনকর ভয়ে অতিভূত হওয়ার
 শিখ এবং আফগানদিগের পরস্পর বিরোধ মিটিয়া গেল। ম
 দুজাকে কারুলের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা-করে তাহারা সকলেই
 ইংরাজদিগের সহিত বোগদান করিলেন। প্রায় এক শতাব্দি পরে,
 ইউরোপীয় সৈন্যের ভারত আক্রমণের ভিত্তিহীন জনরবে, ভারতের
 ইংরাজ অধিপতির সুখ-শান্তি পুনরায় ভঙ্গ হইল; † করাসী
 সেনাপতি আলাউর কার্খকলাপে তাহাদের মনে আরও সন্দেহ
 জন্মিল। ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর পঞ্জাবে অবস্থান করিয়া, আলাউ
 বদশে গমন করেন; পরে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা হইয়া, তিনি
 পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন। যখন তিনি ক্রানে ছিলেন, তখন করাসী-
 গবর্নমেন্টের নিকট এই মর্মে একখানি দলীল পাইতে চেষ্টা করেন যে,
 যখন তিনি বিগজালে জড়িত হইবেন, অথবা ইংরাজগবর্নমেন্টের
 নিকট বহি লাহোর রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত না হইবে,
 তখন রুমজিৎ সিংহ তাহাকে করাসী দৃঢ় বলিয়া স্বীকার করিবেন।
 ইংরাজগণ বুঝিলেন, অবস্থা একান্ত সঙ্কটাপন্ন না হইলে, মহারাজকে

* Government to Capt. Wade, 11th Sept, 1837.

† ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে রুম-আক্রমণের ভয়ে গবর্নর-জেনারেল
 নিযুক্ত হইয়াছিলেন। (See 'Murray's Runjeet Sing' by
 Prinsep, p. 168) অনুসন্ধিৎসু কাপ্তেন বারনসেসের অনেক সৈ- ধাৱক
 বহুসংখ্যক; কিন্তু অল্পপরিমাণে তিনি উহা প্রকাশ করেন।

এ দলীল প্রদান করা হইবে না। কিন্তু আলার্ড বিবেচনা করিলেন, যখন নিজের অবস্থা বিশেষ বিপদ-সমুল বলিয়া অনুমিত হইবে, তখনই তিনি সেই দলীল দেখাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার দলীলগণি শিখ-শাসন-কর্তাকে দেখাইলেন; কন্যা সেন্স, জেনারেল আলার্ড লাহোরে ফরাসী দূত নিবৃত্ত হইলেন; কিছুকাল পরে ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাদের অভ্যাগতকে কাননিক প্রত্যাহার অস্ত্র করা করিয়াছিলেন। *

* ফরাসী কর্তৃপক্ষীয়গণ সেই দলীল পত্র যে ভাবে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—প্রত্যাহার তাহাই প্রদান করিয়াছেন। জেনারেল ক্রোটরাই তাহার একমাত্র উপযুক্ত প্রমাণ; পূর্বে জেনারেলের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার কথাবার্তা হইয়াছিল। পারিসে ব্রিটিশ রাজদূত এবং কলিকাতার কর্তৃপক্ষীয়গণের সহিত জেনারেল আলার্ড স্বয়ং কথাবার্তা করিয়াছিলেন; তিনি এ বিষয়ে তাঁহাদের মতানুসৃত্ত ছিলেন; ইংরাজ-দলেরও সেই মত। (Government to Capt. Wade, 16th Jan. and 3rd April, 1837).

বর্ণজিৎ সিংহ এতি ইংরাজদিগের কর্তব্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই দুইটা সিদ্ধান্তের মধ্যে, ইংরাজদিগের সিদ্ধান্ত, ইংরাজ-স্বার্থের উপযুক্ত নহে। প্রভুর আনন্দা স্বীকার না করিয়া, স্বাধীন ভাবে থাকিতে হইবে,—ভৃত্যের পক্ষে এতটা অস্বাভাবিক। তাহাতে সেই ভৃত্যের পক্ষ সমর্থন করিয়া, ব্রিটিশ প্রবর্তনশীলতার বাধা প্রদানের জন্য সিংহই তিনি দুঃখিত হইলেন।

বর্ণজিৎ সিংহের নিকট গমনে দুই দিনগণ, ফরাসী তাহার "Empereur" বা সাম্রাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। (Captain Wade to Government, 15th Sept. 1837) ফরাসী অভি এই

দুর্ভাগ্যে, সিন্ধ, মহাসমারোহে শৌভ্রের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষে ভারতের গবর্নর-জেনারেল, আমায় গবর্নর (সার চার্লস মেটক্যাল্ফ) এবং ইংরাজ সেনাপতির কমান্ডার-ইন-চিফ (সেনাপতি) নিমন্ত্রিত হন। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মার্চ মাসের প্রারম্ভে স্ত্রীম সিংহ আত্মহিতালা নামক এক শিখ-সামন্তের বস্ত্রের সহিত মুম্বাইয়ের বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু ইংরাজ-কর্তৃপক্ষীয়দের মধ্যে একমাত্র সার হেনরী ফেশ সেই বিবাহে উৎসিষ্ট হইলেন। সেই সুদক্ষ সেনাপতি জিরকানই অতি সতর্কতার সহিত সামরিক শক্তি সমর্থ্য ও যোগাচিত স্ত্রীমাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণরূপে পদানত করিতে হইল, কত সৈন্য ও অর্থ-সামর্থ্য আবশ্যক, তিনি তাহার একটি হিসাব স্থির করিলেন। কিন্তু তৎকালে তিনি এক মূলনীতি স্থির করিলেন; তাহার মনে হইল,—শতক্ৰে এবং রাজপুতনার মরুসমূহ প্রদেশ ও সিন্ধুদেশ ইংরাজ-রাজ্যের অন্তর্গত নীচা মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে; পূর্বদিকে ইংরাজদিগের এইরূপ স্থান অধিকার করাই কর্তব্য। তখন

উপাধিতে গর্বিত ও সম্বোধিত হইতে পারে; কিন্তু শিখজাতি ইহার অধিক কিছুই দাবিতে পারে নাই। পারস্য ও ভারতের পদ্ধতি অনুসারে, “হাজা” বা “খান” শব্দের পরিবর্তে ‘Emperor’ শব্দের স্থান, “বাহাদুর” শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

* সরকারী কাগজপত্রে সার হেনরী ফেশের মত লক্ষ্যে কোন উল্লেখ থাকিতে না পারে; কিন্তু সে বিবরণ গবর্নর-জেনারেলের পারিচয়গণ অবগিত করেন। আমার স্মরণ হয়, আমি কাস্টেন ওয়েডের নিকট ভবিষ্যৎকে, তাহার হিসাবে শিখ-সৈন্য-সংখ্যা, সর্বমুদ্রে ৬৭,০০০, তাহার বিবরণীয় হইবে বৎসর খরচা বৃদ্ধ চলিবার সম্ভাবনা ছিল।

শিবদিগের সহিত যুদ্ধের কোনই সম্ভাবনা ছিল না; পরন্তু একজন আগন্তুক ব্যক্তি ভদ্রতাঃ ব্যক্তিরে শত্রুতা-ব্যঞ্জক বস্ত্রাঙ্গ পরি-
 শোধন করিতে পারেন না। অতঃপর সার হেনরি কেশ, অকপটচিত্তে
 ঐ একান্তিকতা সত্বে লাহোরে বিবাহোৎসবে যোগদান করিলেন।
 তিনি সেই উৎসবে সকলের চিত্ত বিমোহন করিতে লাগিলেন, এক
 আপন বক্তৃতা কর্ণে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন। বর্ণজিৎ, জি-
 য়াধার জ্ঞানে তাহা বুঝিতে পারিলেনও, তিনি কেশের কার্যে বাধা
 দিলেন না; বরং সমস্ত-চিত্তে ২২রাজ সৈনিক পুরুষের মধ্যেই স্বীকৃত
 হইলেন। ইউরোপীয় জাতীর বীর-গণাঙ্গে বীরোচিত কার্য-কলা-
 পের অস্ত, শুশ্রূষা হিসাবে রণ-রঙ্গ সৈনিক পুরুষদিগের মধ্যে উপাধি
 বিতরণের প্রথা চলিত আছে। মুসল্লী সৈনিক পুরুষদিগের উপাধি-
 প্রদান আর, উপাধি (Order of Merit) প্রাপ্তি আর অজনা-কল্যা
 লাহোরে কিছু দিন হইতে চলিতেছিল। সম্ভবতঃ সেরূপ প্রার্থী
 সকল আত্মীয় পক্ষে উপযোগী হইলেনও, প্রতিবেশী ইংরাজ-
 সৈন্যকে সমস্ত করাই মহারাজের একান্ত ইচ্ছা ছিল। তজ্জন্ম
 সার হেনরি কেশের উপস্থিতিতে ইংরাজ আগন্তকের অনুরোধে মহারাজ
 পত্রাবে সেইরূপ উপাধি (Order of the Auspicious Star
 of the Punjab) প্রাপ্তি করিবার সুযোগ পাইলেন। * ইংরাজ-

জাহাজ এই লাহোর পারদর্শনে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল।
 বঙ্গদেশীয় সৈন্তের সেনাপতি (Quarter Master General) লেক্ট-
 ন্যান্ট-কর্নেল গর্ডন, ইহাতে ঐ প্রদেশের একবাধি সঠিক মানচিত্র প্রস্তুত
 করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে যখন শিবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ
 হয়, তখন ঐ মানচিত্রই বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল।

* গার্ডমাস্টার জেনারেল ক্যাপ্টেন গার্ডমাস্টার। (Capt. W. G. G. to
 Government, 7th April, 1837.)

কর্তৃপক্ষীয়দিগের তুষ্টি-‘বন্দনার্থ’ কিংবা তাঁহাদিগকে নিগু রাখার অভিপ্রায়ে, এইরূপ উপায় অবলম্বন রূপজিৎ সিংহের পক্ষে অসম্ভাবিক নহে । কিসে ইংরাজদিগেরও মনোবঞ্জন হয়, মহাবীর ভূমিবর অসুসন্ধান করিতেন, এবং যাহা তিনি নিজ দার্দ্র্যমুগ্ধনীয় বলিয়া মনে করিতেন, তাহাও অসম্পূর্ণ থাকিত না । সমস্ত লমণ এবং মালোয়া আকিৎ প্রস্তুত প্রণালী সংগে, তিনি অনেক বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, এবং তাহার নমুনা চাহিয়া পার্শ্বান * সভ্যসভ্যই মিঃব্রাহ্মণ তাহার প্রতি অসুস্থত্ব কি না, ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে রূপজিৎ সিং তাহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন;—মহারাজ ইংরাজদের নিম্নে পীড়িত বন্দুক চাহিয়া পার্শ্বান, এবং তাঁহাদিগের নৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করেন । তৎকালে তাঁহাকে ‘মস্কেট’ বন্দুক প্রদত্ত হইল । কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুনরায় পীড়িত সহস্র বন্দুক চাহিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধে উদ্বেগ হয় ।† তৎকালে বোম্বাই সমরে যুদ্ধের অস্ত্র কয়েক খানি পণ্য-বোম্বাই পোতে প্রস্তুত ছিল । রূপজিৎ সিং তাহার উপর শুধু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন । যে সকল পোতা ক্রিয়া আশিবে, তাহাতে মহারাজের পদাভিক সৈন্ত-দলের অস্ত্র-শস্ত্র বোম্বাই থাকিবে, পরে ইংরাজগণ ভবিষ্য জানিতে পারিলেন ; কিন্তু তৎপূর্ব পর্য্যন্ত বাণিজ্য-সৌকর্য্যার্থে মহারাজের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে থাকিলেন ।‡ তাঁহার ইচ্ছা,—

* Captain Wade to the Resident at Delhi, 2nd Jan, 1831 and to Government, 25th Dec., 1835.

† Captain Wade to Government, 22nd July, 1836.

‡ কলকাতা গৱেষণা সমিতির পত্রিকা-১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারি ।

বল্লভধারী সৈন্ত লুধিয়ানার কামান পরিচালনা শিক্ষা করে। * মহারাজ তাঁহার নিকট দস্তা পাঠাইয়া দিতেন; তাঁহার আশা ছিল, ইংরাজগণ সেগুলি পরীক্ষা করিয়া, তাহাকে গোলা-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিবেন। † মহারাজ ইন্ডোরাপীর মুদ্রপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতেন; তিনি ভারতীয় সৈন্তের বেতন সংক্রান্ত নিয়মালীয়ার এবং সৈনিকদিগের বিচার-মতাব ইংরাজ-প্রবর্তিত আইন-প্রণালীর নকল লইতেন এই সমুদায় আটল এবং অব্যবহারী প্রথা বিগড়ে উপদেশদাতাদিগকে তিনি সম্মানসূচক উপাধি ভূষণে ভূষিত করিতেন। ‡ বেত্রাঘাতের পরিবর্তে আর এমন উপযোগী কোন শাস্তি-প্রথা প্রবর্তন করা বাইতে পারে, তিনি তাঁহা দিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন। § তাঁহার একজন অধীন শাসনকর্তার এক আকৌশ পুত্রকে লুধিয়ানার স্থানে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। ‖

* Captain Wade to Government 7th Dec., 1831.

† যখন সন্ন্যাসীকে সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠার কল্পনা স্থির হইয়া গেল, তখন রণজিং সিং লুধিয়ানার গেলা প্রেরণ করিয়া বলিলেন, তিনি কোন রাজনৈতিক কারণেই এরূপ কার্যে নিবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন,—সৈনিক-বিভাগীয় কোন বিষয়ই কাহারও নিকট গোপন রাখা উচিত নহে।

‡ মাজর হোয়ের ৫৪ প্রকাশিত হওয়ার, ভারতীয় সৈন্তগণের সুখ্যাতি বৃদ্ধি হয়; তিনি রণজিং সিংহের অনুরোধে শিখদিগের পক্ষিত্ব কোর্টমার্শাল (সৈনিকপুরুষের বিচার) বিচার নিয়ম প্রণয়ন করেন। (Government to Captain Wade, 21st Nov., 1834.)

§ Government to Capt. Wade, 18th May, 1835.—
আজ্ঞান হইবে, বেত্রাঘাতের পরিবর্তে নির্দল কারাদণ্ডই উপযুক্ত হও।

‖ Capt. Wade to Govt., 11th April, 1835, আনন্দপুর

মহারাজের ইচ্ছা,—বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত পত্রাদি লিখিবার সময় এই যুদ্ধ তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবে। তখন লর্ড উইলিয়াম বোর্ণটক পার্শ্ব ভাবার পরিকল্পিত অতঃপর ইংরাজী ভাবার কার্যসিদ্ধি নির্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন। মহারাজ আরও কয়েকটা যাদুকে লুধিয়ানায় চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। তৎকালে রাজনৈতিক প্রতিনিধি কর্তৃক সেই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহারাজের উদ্দেশ্য—তাহার সৈন্য বলে সেই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনেক সহায়তা করিতে পারিবে। * রণজিৎ সিং বৃটিশ শক্তিকে কখনও বাধা দিতে সাহসী হন নাই; কিংবা তৎপ্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাসও ছিল না। কিন্তু তিনি এক্ষণে কতকটা ঐকান্তিকতা সহকারে এবং কতকটা অবসন্নতার সহিত সেই ইংরাজ প্রতিনিধিগণের অকুণ্ঠ-ভাজন হইতে চেষ্টা করিলেন।

ইতিমধ্যে আকস্মিক জামরুদে জরলাভ করে। যুদ্ধ সেনাপতি হরি সিং সেই যুদ্ধে মিথত হন;—পুঙ্খ তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল হুঃসংবাদে পৌত্রের বিবাহোৎসবের আনন্দ, রণজিৎ সিংহের মনে অধিক দ্বিগুণ হইল না; বৌদনকালে পৌত্রের ভাবী মহত্ত্বের চিত্র উপলব্ধি করিয়াও, মহারাজ আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। যুদ্ধ

কতকগুলি রাজা সর্বস্ব হইয়া সন্দ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহাদেরও বিশ্বাস, ইংরাজী-ভাষা প্রযুক্ত করিয়া সন্ত্রাসের একত অতিশয় এবং যোদ্ধা পত্রাদি জানিতে না দেওয়াই, এই প্রত্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

* ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ারে সৈন্য নির্বাচন কার্য শেষ হয়। সেই সৈন্যের সহিত এই যুদ্ধে পুরুষলিঙ্গের কয়েকজন, যুবরাজ তাইকুন্দের কন্যাস্বামীর, বাইবারের মধ্য দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল।

মহারাজ সেই 'প্রকৃত শিখের' শোচনীয় পরিণাম প্রবণ করিয়া, অন্ধ-সংসরণ করিতে পারিলেন না ; তিনি তাঁহাকে মান্য করিলেন, হত্যার তাঁহার কোনোর আশ্রয় অবশিষ্ট রহিল না । * পেশবার উপত্যকার সৈন্য সমাবেশ করিয়া, মহারাজ সীমান্ত প্রদেশে আপন প্রাণান্ত প্রতিষ্ঠা করবার আশ্রয় পাইতেছিলেন ; এমন সময় তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট করেক বৎসর দুঃখভারাক্রান্ত করিতে এবং তাঁহার মনে অশান্তির প্রচণ্ড বহিঃপ্রকাশিত করার অভিপ্রায়েই যেন ইংরাজগণ তাঁহাকে বাণা প্রদান করিলেন । পূর্বে ও দক্ষিণ দিকে তাঁহার আধিপত্য পূর্বেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল ; এক্ষণে পশ্চিম দিকেও তাঁহার মহারাজের প্রভাব সীমাবদ্ধ করিলেন । ইংরাজ আভির বাণিজ্য-নীতি অনুসারে, সিদ্ধ দেশ, খোরাসান এবং পঞ্জাব প্রদেশের অর্ধ-শিক্ষিত জাতিবৃন্দের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা আবশ্যিক ; বাহ্যতে সেই-সকল জাতি শ্রমশীল হয় এবং শিল্পাদির উন্নতি সাধিত হয়, সে পক্ষে বড়বান হওয়া কর্তব্য । সবপ্রতিষ্ঠিত করদ-রাজ্যের শাসন প্রণালীর নির্দিষ্ট পথে পরিচালনার অল্প বুঝা চেষ্টা করা হইয়াছিল ; সাময়িক বৃত্তি সম্পন্ন রাজস্বের মধ্যে সাম্যবিধানের চেষ্টাও নিষ্ফল হইয়াছিল । তাঁহাদের ইচ্ছা, রণজিং সিং পূর্ববর্তী সময়ের অধিকৃত রাজ্য-ভাঙেই সন্তুষ্ট থাকিবেন ; সিদ্ধ দেশের আয়োগগণ, এবং হৌরাট, কান্দাহার ও কাবুলের শাসনকর্তৃগণ আপনাদিগের রাজ্য বিপন্ন হইতে বলিয়া মনে করিলেন ; পরন্তু তাঁহার আর অধিক রাজ্য লাভ করিতে প্রয়াসী

* Captain Wade to Government, 13th May, 1837.

এহ্মে ব্রিটিশ সৈন্যের চিকিৎসক, ডাক্তার উডের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ; ডাক্তার উড রণজিং সিংহের চিকিৎসার অল্প অধারী ভাবে প্রেরিত হন, তৎকালে রণজিং সিং রোগীসের (গোবিন্দ কর) শিকারে অবস্থান করিতেছিলেন ।

হইলেন না; এবং অধির-মতি না হুজা তাঁহার বগদুট সিংহাল-পুল-
প্রান্তির সকল আশা ও স্বপ্ন বিনা আপত্তিতে পরিত্যাগ করিলেন। *
ভালপুর, বালকজারী এবং শিবদিগের নিকট এই বিষয় বুঝাইয়া দিবার
জন্য, ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি তাঁহার প্রতিনিধিগণকে আদেশ প্রদান
করিলেন। অবশেষে রুমরূপ পারস্ত ও তুর্কিস্থানের মধ্য দিয়া সিদ্ধমন্ডের
ভিন্ন পথের অগ্রসর হইবার সুবিধা পাইলেন; তাঁহাদের একপ বড়বস্ত্রের
আরও অনেক কারণ ছিল। এইরূপ অভাবনীয় বিষয় সংঘটিত না
হইলে, ইংরাজগণ তাঁহাদের অবৈধ কল্পনার অসম্ভবতা ও অযোগ্যতা
সহজেই বুঝিতে পারিতেন। † রুশিঃ সিং এবং মোস্ত মহম্মদের মধ্যে
পরস্পর সৌহার্দ স্থাপন অভিলাষে, দুটি মধ্যস্থতের প্রস্তাব

* Compare Government to Capt. Wade, 15th Nov., 1837, and to Capt. Burnes and Capt. Wade, both of the 29th January, 1838. রুশিঃ সিংহের সিদ্ধমন্ডে অধিকারের
কল্পনারও ইংরাজগণ সন্দেহ ছিলেন না। আমীরগণের সহিত যে সকল
পত্রাদি বিনিময় হইত, তাহাও স্বার্থবন্ধক, অথবা গুপ্ত-বিষয়-প্রকাশক।
অধিকতর তাঁহার যে আশা কোন ক্ষমতা ছিল না, পরন্তু তাহারই
পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। (Government to Capt. Wade,
25th Sept., 13th Nov., 1837)

† রুশিয়ার নির্দিষ্ট রাজনীতি অথবা রুশিয়ার ক্ষমতা প্রতিপন্ন
করিতে, পারস্ত ও তুরস্ককে ইংলণ্ড সাহায্য প্রদান করিতেন;—তৎসময়ে
রুশিয়ার মতামতের কোনরূপ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। খোরাসান ও তুর্কী-
হাসে অনুসন্ধিৎসু প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে এবং ভারতে ইংরাজ-
রাজের উদ্বোধন বিস্তৃতি দেখিয়া, ভারতবর্ষ কোন সময়েই
না পাইলেও, তাঁহাদের সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল

করিলেন। * ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের স্পষ্টবাদী অধ্যবসায়শীল ভূতের ব্যবহারে
কুলা পরিচালিত যে পেশারার সম্বন্ধে আপনার আধিপত্য পরিচালিত করিতে,
আমীর কোন অর্থেই স্বীকৃত করেন।† এই পক্ষপাতিত্বে সেই বৃহৎ শাসন-
কর্ত্তা এক সুযোগ গ্রহণ করিলেন। তিনি শিবসিংহকে বিশেষ ভর করিডেন :

* Government to Capt Wade, 31st July, 1837.

† তার অলেকজান্ডার বারনসের পক্ষপাতিত্বে দোস্তমহম্মদ
আশা স্থাপন করেন। ইংরাজসম্রাট এই সুদক্ষ নেত্রীর সহিত
কাহারো সুপরিচিত ছিলেন, এ বিষয় তাঁহারের অবগিত নহে। অতঃপর,
সুলতান মহম্মদ জঙ্গ পেশারার পুনরুদ্ধারকল্পে তাঁহার আশা ছিল :—
তাহা ম্যাসনের প্রথমদিক্কারে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। (Masson's
'Journey's', iii. 423) দোস্ত মহম্মদ ও তাঁহার ভ্রাতৃসম্রাটের নিমিত্ত,
শিবসিংহের নিকট হইতে এই প্রদেশ অধিকারের যে মন্তব্য চলিতেছিল,
তার অলেকজান্ডার বারনসের প্রকাশিত পত্রে তাহা প্রকাশিত
হইয়াছে। (Letters of 5th Oct., 1837 and 26th Jan. and
13th March, 1838—Parliamentary papers) এ সম্বন্ধে
সত্যকতা অবলম্বনের জন্য গবর্ণমেন্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা
হইতে (dated 20th Jan. and especially of 27th April, 1838.)
এক মিঃ ম্যাসনের বিবরণ হইতেও এ বিষয় তাহা জানা যায়।
(Masson's 'Journey's', iii. 423, 448) মিঃ ম্যাসনের বিষয়ানু-
সরণে আমীরকে এই প্রদেশ প্রদান করিলে, উচিত কাছাই করা হইত।
কিন্তু কুলী মোহম্মদ আলীর মতামতের (Life of Dost Mohamed, i.
257 &c) জানা যায়, পেশারার শিবসিংহের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়া
অসম্ভব, অতঃপর এই প্রদেশ প্রদান করিলে, নিজ স্বার্থের অধিকতর
ক্ষতি ওজন্য মত—আমীর কাছাই মনে করিয়াছিলেন।

আমীর তাঁহার সহিত সন্ধিহুত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, শিখদিগের আক্রমণ-
ভয় নিহারণার্থ তিনি সেই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবিকল্প তিনি
পারস্ত সম্রাটের সহিত পুনরায় সন্ধি প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-
দিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, তাঁহার পেশোয়ার প্রত্যর্পণ করিষেন,
এবং বৃথজিং সিংহের হস্ত হইতে পরিভ্রমণের ভয় ইংরাজগণ সহ্যরতা
করিতে প্রস্তুত হইবেন,—এই সকল আশায় তিনি রুবরাভ্যুত্থকে সাহসে
অভ্যর্থনা করিলেন। কান্দাহার-ভাণ্ডারের সহিত বহুই স্থাপন করিয়া,
শিখসৈন্তের কাবুল আক্রমণের বিষয় প্রচারিত হইলে, দোস্ত মহম্মদ
নিশ্চয়ই আপন অজ্ঞতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। * কিন্তু দৃষ্টি
স্বর্ণক্ষেপে তাঁহার এই শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন, অথবা তাঁহার
মনে সে ধারণা জন্মিল। এই সময়ে তাহাদের রাজ্যচ্যুত বতিপন্ন ফেরাজ
উক্তর প্রদেশীয় আক্রমণের পরস্পরাগত সংবাদ অবগত হইয়া, সে সংবাদ
স্বয়ং প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন সমগ্র ভারত এক নূতন আশায়
অনুপ্রাণিত হইল;—ইংরাজদিগের বিসদৃশ ও অগ্রিম আধিপত্য বিলুপ্ত
হইবে, এবং তাহার সমাধিক্ষেত্রে অপর একটা জাতি আধিপত্য বিস্তার
করিবে;—ইংরাজগণ সেই জাতির অধীনতা স্বীকার করিবেন। † কাবুল

* কংগ্রেস ওয়েডের মত এইরূপ : বাণিজ্য বিষয়ে, ১৮০৭ সপ্তেম্বরে
২৮শে অক্টোবর ও ১৫ই মে তিনি যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে
তাঁহার মত সন্ধিপূর্তবে বর্ণিত রহিয়াছে; কিন্তু নীতি-প্রবণী অবচলিত
ভাবে অনুমত না হইলেও, কিংবা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী না হইলেও,
তাঁহার মত গৃহীত হইয়াছিল।

† তৎকালে সোদের মনে এই ভাব কতদূর বহুদূর হইয়াছিল,
ইংরাজ-সেই সময়ে ভারতের কার্যকলাপ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই
অধিকার পাইল প্রদান করিতে পারেন। ১৮৬১ ইংরেজ ২০শে

হইতে কাপ্তেন বারনেন্সের পুনরাগতানে এই ভ্রমাত্মক সংবাদ বহুল প্রচারিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে, গুরুত্বর প্রতিবাতির সম্ভাবনা অনিবার্য হইয়া উঠিল। এক্ষণে একতা-বিধানকমে নিম্নতর শান্তি-স্থাপন আবশ্যক। সুতরাং বিজয়োল্লাসে মধ্য-এশিয়ার সমস্তলক্ষে অস্তিত্ব করিয়া সা-সুজাকে তৎ-পিতৃ সিংহাসনে করতরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাহাদের এই করণা কাহ্নে পরিণত করিতে পারিলে, অতিশ্রিত উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইত; ইংরাজগণ বিশেষ ধাতুমান্ড করিতে পারিতেন,—ইহা ইংরাজ-নায়ের উপযুক্ত কাৰ্য্যই হইত। *

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে গবর্ণর-জেনারেল, সা-সুজাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না।† কিন্তু চারি মাসের মধ্যে সেই ব্যবস্থাই গৃহীত হইল; এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে সেই বৎসর মে মাসে স্তার উইলিয়ম ম্যাকনটেন রণজিং সিংহের নিকট প্রেরিত হইলেন।† ভারতবর্ষের প্রবল শক্তির

আগষ্ট তারিখের গবর্ণর-জেনারেলের 'মিনিট' এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

* ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই উপলক্ষে যে সংবাদে বিভলিত হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণের অঙ্ক, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের গবর্ণর-জেনারেলের 'মিনিট' এবং সেই বৎসরের ১লা অক্টোবরের ঘোষণা পত্র উল্লেখযোগ্য। পার্লামেন্টের অনুমতিক্রমে এই দুইটি বিবরণ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়।

† Government to Capt Wade, ১০th January, ১৮৩৮.

‡ বস্তুতঃ সা-সুজাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার অল্প এত বৎসর হওয়ার প্রবাদ বাক্য এই যে, বোধি বৎসর, ইংরাজগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করা

সাহায্যে সা মৃত্যুকে সৈন্তের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মহারাজ আপন উদ্দেশ্য সাধনের কল্পনা কার্যে পরিণত করিতে যত্নপর হইতেন। কিন্তু তিনি এই ব্যবহার তাঁহারের সম্পূর্ণ মতানুযায়ী হইতে অবশীকৃত

অপেক্ষা পারিত কিংবা কৃষ্ণ-রাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই বরং প্রেচ্ছা জান করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ধ্বংসাত্মক বর্ণজিৎ সিংহকে তাহাতে পঙ্কভুক্ত করাই—সার উইলিয়াম ম্যাকনাল্টনের লাহোর পত্রের উদ্দেশ্য। (See among other letters, Government to Capt. Wade 15th May, 1835.) ২০শে মে তারিখে ইংরাজ দূত পঞ্জাবের অন্তর্গত রূপারে পৌঁছেন। কিছুকাল আদিশা নগরে অবস্থান করিয়া, পরে তিনি লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ৩১শে মে বর্ণজিৎ সিংহের সহিত প্রথমবার ও ১৩ই জুলাই তাঁহার শেষ দেখা। সার উইলিয়াম ম্যাকনাল্টন ১৫ই জুলাই শত্ৰু পুনরায় অভিক্রম করিয়া পুথিয়ানায় পৌঁছেন; এবং সা মৃত্যুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত সমুদায় সর্ভ বন্দোবস্ত করিতে তাঁহার পেন্সন ও জংপর দিবস আদিবাহিত হয়।

এই প্রতিনিধির আগমনের দুই মাস পূর্বে, বর্ণজিৎ সিং জাম্মু পরিদর্শন করেন। সম্ভবতঃ এই বোধ হয় তাঁহার প্রথম জাম্মু পরিদর্শন, অথবা ইহাই তাঁহার শেষ দর্শন। এই সময়েই বৃদ্ধ রাজা অকৃত্রিম, অবিমিত্র হৃদয় উপভোগ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রকার রাজতন্ত্রের চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া, গোলাপ সিং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন; মহারাজের পদতলে নিপতিত হইয়া, উজ্জ্বল হাওয়ার পাট ও মূল্যবান উপহার (মজর) প্রদান করিয়া তিনি বলেন,—মহারাজের অধীনস্থদের মধ্যে তিনি সকলের অধম; বাক্যনিষেক মহারাজ অনুগ্রহ করিয়াছেন, এবং ইহা দ্বারা মহারাজের বিশেষ প্রতিশ্রুতি, ভরসা তিনিই বুঝেন। বর্ণজিৎ সিং অগ্রদূত করিয়াছেন; কিন্তু

হন; পূর্ব যিহ্মণের সহকারিতায়ও তিনি বিশেষ বিধেয়ী ছিলেন। তাঁহাকে শিকারপুর নামের সকল আশাই বিসর্জন দিতে হইবে;—পারত ইংরাজ শাসনের কঠোর নিয়মের অধীন থাকিয়া তাঁহার ক্রমতা মীমাংসা হইবে,—তাঁহাই তাবিয়া তিনি সাড়িশর দ্বন্দ্ব ও ত্রুদ্ব হইলেন। অকস্মাৎ আদিলা নগরের শিকার উত্ত করিয়া তিনি করিলেন,—ইংরাজ দূতগণ অবসর মত তাঁহার অনুবর্তী হইতে পারেন; অথবা ইচ্ছা করিলে, তাঁহার শিমলার প্রত্যাবর্তনও করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ সংবাদ পাইলেন, তিনি বোগদান করুন, বা না করুন, করিত ব্যবস্থা কাথো পরিপত করা হইবে। তখন সেই সংবাদে সা-সুজার সহিত তাঁহার সন্ধির রূপান্তর বা পরিবর্তন সাধিত হইল। কিন্তু এই সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত মহারাজ সর্ব বিষয়েই নীরব ছিলেন। তখন বারুকজারীদিগের প্রভুত্ব ধর্মসের নিমিত্ত ত্রিপক্ষীয় সন্ধি সংস্থাপিত হইল। * ইংরাজগণ বিত্তীয় উৎসাহে দুই দিক হইতে একযোগে আকর্গানিহান আক্রমণের কল্পনা করিলেন। প্রথমতঃ শিকার আধারগণ, মিত্রতা-ব্যঙ্গক বা অধীনতা-সূচক

অভ্যুপায় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, আশুতে পূর্বে প্রস্তর ও উপলব্ধ ব্যতীত অন্য কিছুই লক্ষিত হইত না, তথায় এক্ষণে নিশ্চয়ই সর্বত্রও দৃষ্ট হইবে। Major Mackeson's letter to Capt. Wade, 31st March, 1838).

* রথাক্রিঃ সিংহকে বলা হইয়াছিল, যদি তিনি সন্ধি-সর্তে আকর্ষ হইয়া বোগদান করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে পরিভ্রমণ করা হইবে;—এ বিপরীত রাজকীয় সান্দ্রয়ণ কামল-পত্রাবিভে দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুকালব্যাপী বাদসুবারের সময়, সম্ভব-তৎসম্মত কল্পনা এইরূপে বুদ্ধি প্রদর্শিত হইয়াছিল। সান্দ্রয়ণ কল হই, ব্যাপার ব্যাপার সান্দ্রয়ণ-ব্যবস্থা শিকার হইয়াছিল।

প্রস্তাবিত সকল সন্ধিতেই চুপা প্রকাশ করিতেন : সুতরাং কাৰ্য্যাহার
যখন কালে পৰিঘটনা সা হুজা কর্তৃক তাঁহাদের কমতা ধ্বংস
হওয়াই সুবিধা-জনক ; দ্বিতীয়তঃ, ভূতপূৰ্ব্ব অধীশ্বকে রূপজিৎ
সিংহের হস্তে অৰ্পণ করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া
অনুমিত হইল না ; কারণ, রূপজিৎ সিং ইংল্যান্ডগির্দেহ উদ্দেশ্যে
সম্মানে যত্নপার ন, হইয়া, সরাসরি প্রয়োজন-বশতঃ তাঁহাকে শিখদিগের
কাটাধিকারেই নিরুজ করিবেন । * অতএব এক্ষণে এই সন্দেহ

* ১৮৩৮ বৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের গবর্নর জেনারেলের "সমিটি"
বা সন্ধিপুস্তক, এবং ত্রি মাসের .এই তারিখে তার উইলিয়াম ম্যাক-
নাটনের প্রতি তৎসমস্ত উপদেশাবলী উঠে। এই আক্রমণে নিজ
জয়ান-স্বরূপ কিছু পাইতে রূপজিৎ সিং বিশেষ ব্যথা ছিলেন।
শিকারের আদি বিষয়ে সিংহের আশঙ্কা অধিক জানিয়া, মহারাজ
জেলানাবাদ পাইতে অভিজানী হইলেন। সৈন্যের ব্যস্ততার নিকাহার
মহারাজ প্রত্যুত্তরে প্রতি বৎসর তার নিকটে তৈ কর টকা রাখিব
আশু হইলেন ; 'অথচ এই কর প্রদানে গবর্নর-জেনারেল আসে। সমুদ্র
ছিলেন না : (See letter of Sir William Macnaghten, 2nd
July 1835) সুতরাং সেই সত্ত লোপ আশু হইল :

রূপজিৎ সিংকে করুল আক্রমণে উৎসাহিত করিয়া, আকর্শনি-
হানে একটি মিত্ররাজ্যের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কল্পনা, অনেক দিন হইতেই
কল্পিত ছিল। এইরূপ কল্পনার অনেক বিষয়ে স্থানীয় আশা ছিল।
গবর্নর-জেনারেলের সন্ধিপুস্তক (12th May, 1838) উঠে।
পার্ল্যামেন্টের অনুমতিক্রমে, ১৮৩৯ বৃষ্টাব্দে যে প্রতিনিষি মুদ্রিত হয়,
কিন্তু এই বিষয়ে তার উইলিয়াম ম্যাকনাটনের পত্র সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক-
নাটন করিয়াছেন, তৎসমস্ত হইতে গবর্নর জেনারেলের "সমিটি"

হইল যে, সা স্বয়ং শিকারপুর ও কোয়েটার পথে যাত্রা করিবেন; এবং পঞ্চাশের মহারাজ প্রেরিত সৈন্তের সেনাপতিরূপে সার পূর্ন পেশওয়ারের পথ অবলম্বন করিয়া, কাবুল অভিযুগে অগ্রসর হইবেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইংরাজ সৈন্য কিয়োকপুরে সমবেত হইল। ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধি এবং শিখ-শাসন-কর্তার মধ্যে পরস্পর আতিথ্য বিনিময়ে, এই বিখ্যাত অভিযানের উদ্বোধনে অধিকতর আড়ম্বর উৎসব হইল। * প্রকৃতপক্ষে রণজিং সিং সর্বোচ্চমান অধিকার করিয়াছিলেন; তিনি উজ্জ্বলভাৱ চব্ব সীমার পৌছিয়া-

গ্রহণের কৃত সংকল্পসার অনেক বিষয়ে অনৈক্য। সা সুলতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সন্ধি হয়, চতুর্দশ পরিশিষ্টে তাহা জটিল।

* এই উপলক্ষে অনেকবার সাক্ষাৎ হয়। তন্মধ্যে একবার এইরূপ আতিথ্য বিনিময় হইয়াছিল; তদ্বিষয়ের আলোচনা কর্তব্য। রণজিং সিং দুইটী রাজ্যের বহুত্ব এম্টি আশুরের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়া-ছিলেন,—আশুরের বক্তৃত্ত ও পীতবর্ণ পরস্পর এত মিশ্রিত যে, যদিও দুইটীর আকৃতি বিবিধ, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাহারা উভয়েই এক। লর্ড অকলাণ্ড উত্তরে কহিয়াছিলেন,—মহারাজের উপর। অতি সুন্দর; বেহেতু ইংরাজও শিখ উভয় জাতির জাতীয় বর্ণ বধাক্রমে—রক্ত ও পীত বর্ণ। রণজিং সিংহও উত্তরে সেই ভাবে বলেন যে, বক্তৃত্ত, এই তুলনা অতি উপযোগীই হইয়াছে; কারণ উভয় জাতির বহুত্ব আশুরের (আশেলের) দ্বারা উপলব্ধ ও তৃপ্তিকর। তার উইলিয়াম ব্যাংকস্টন এক ককির-ওর্ডিন অতি সুন্দররূপে এবং বিশেষভাবে বধাক্রমে ইংরাজী ও উর্দু ভাষায় তাহার সুসুবাদ করিয়াছিলেন; কি বক্তব্য সম্বন্ধে, কি লিখিত সম্বন্ধে—সর্ব সময়েই উভয়েই অসার অধিকার ছিল।

হিসেব; তিনি উন্নতির উচ্চ চূড়ার অন্বেষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাবী পূর্ব-পুরুষগণের ঐতি যে রাজ্যের অভ্যাসের অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি সেই রাজ্যের ভাষা-বিধাতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন; এক্ষণে ভারতের বিদেশীর অধিপতিত্ব, তাঁহাকে উচ্চাসনে হান দিয়া, উৎপ্রাণিত বিশেষ সন্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাভাৱ্য গুরুত্বপূর্ণত্বে তথ্য হইয়া আসিল। মহারাজ বুঝিলেন, তিনি ইংরাজের সহিত বিবাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং যে সকল কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের সুচারুরূপে সম্পাদনে তিনি বিশেষ উদ্যোগী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের আনুগার্য্যে বাসে, ইংরাজদিগের প্রতিনিধি কর্ণেল ওয়েল্ড সম্ভাষণে, সাক্ষাৎ তাইমুর শাহের হইতে বাক্য করিলেন। পেশোয়ারে সন্ধিবদ্ধ সৈন্যবলকে একত্রিত করিতে বিশেষ কষ্ট পাটতে হইল। পরিশেষে উপভাষা সমূহে বহুসংখ্যক সৈন্য শিবির স্থাপন করিল বটে; কিন্তু, ব্রগজিং সিংহের পৌত্র তাহাদের সেনাপতি পদে বরিত হইলেন। আকমানদিগের সম্রাটের শাহ-বার্খা বিজ্ঞ সংগ্রাহে ব্যাপৃত না হইয়া, তিনি শাহেরের পক্ষে বিজ্ঞ শাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সুতরাং সুব্রাজ টাইমুর এবং ইংরাজ প্রতিনিধির সন্ধিপ্রস্তাবে বির উপহিত হইল। * ত্রেনে ব্রগজিং সিংহের স্বাভাৱ্য তত্ত্ব হইতে লাগিল। তিনি এখান বাসে কান্দাহার অধিকারের

* See among other letters, Capt. Wade to Government, 18th Aug., 1839, কাউন্সিল ওয়েডের বৈদিক কার্য-
কলাহপত্র বিতৃত বিবরণ সহজে সেকর্টেরি বারের প্রকাশিত 'জার্নাল'
জ্যেট; (Lt. Barr's published 'Journal'); ওয়েডার সৌভাগ্য
সুই-স্বাভাবিক ইতিহাস সহজে সুগো-স্বাভাবিক জার্নাল 'নিখ-
স্বাভাবিক' প্রথম পৃষ্ঠক জ্যেট।

সংবাদ শুনিলেন। তৎক্ষণাৎ পলাশবনের বিশাল হওয়ার, তাঁহার হস্তাশ্রয় প্রাপ্ত
পুনরায় এক নতুন আশ্রয় সন্ধান হইল; অতঃপর আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন।
তাঁহার মনে হইল,—এখনও ইংরাজদিগের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে।
কিন্তু কাবুল সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইতে না হইতে পক্ষনীর অবরোধের পূর্বক
২৭শে জুন তারিখ, ১৯ উনষাট বৎসর বয়সে, রণজিত সিংহের মৃত্যু
হইল। আপন সৈন্য দ্বারা তাঁহার পাশে উন্মুক্ত হওয়ার, রণজিত সিং
অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেঙ্গলের অংশভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে অস-
লভ্যেব আশা সঙ্গল নিমূল হইল।

রণজিত সিংহের অত্যাশ্রয় সময়ে পলাশবন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি-
বদ্ধ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেগুলিও ক্রমে হীনবল হইয়া আসিতেছিল।
আক্রমণ ও মারহাট্টাধর্মের উৎপীড়নে বিভিন্ন প্রদেশের অধিপতিগণ
পলাশবন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া রাজ্যাদি লুণ্ঠন করিত। কিন্তু সকলেই
ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল। তিনি বিভিন্ন ক্ষুদ্র
রাজ্যসমূহ একত্রিত করিয়া একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজ্যের
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশ, তিনি বঙ্গপূর্বক কাবুল সম্রাটের নিকট হইতে অধিকার
করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্যকলাপে বাধা প্রদান করার কোন হেতুই
ইংরাজগণ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি দেখিলেন, অবরোধী সৈন্যই তাঁহার
অধিনেতা সৈন্য-সম্রাট। তাহার সম্রাট বীর ও সাহসী; কিন্তু কেহই
আশ্রিত না যে, বুদ্ধবিদ্যা একটী শিকার সামগ্রী। পলাশবন
শিক্ষিত সৈন্য, পলাশবন সহায় মুসলিম কেরপাল (Yeomanry)
ও সামরিক সৈন্য, এবং তিন শতেরও অধিক সংখ্যক বুদ্ধ-কামিন
রাখিয়া রণজিত সিং পলাশবন গমন করেন। প্রজাপ্রদেশের প্রত্যেক
অবস্থায় তিনি শাসন-কার্য নিৰ্বাহ করিতেন। কিন্তু সামরিক দীর্ঘ
ও রাজ্য-প্রশাসন ইত্যাদি সমবেত কার্যে তাঁহার রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত
ছিল। বঙ্গল সিংহ রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট হয়, এবং তাঁহার প্রজাপ্রদেশ

৭. এতিয়া বিলুপ্ত হই, তখন শিখ জাতির প্রকৃত ভেদাশক্তি, নিরবচ্ছিন্ন
স্বত্বাবধি ক্রমশঃ কম প্রাপ্ত হইতে লাগিল । *

* ১৮৩১ খ্রষ্টাব্দে, কাপ্তেন ম্যারে এতিয়া করিয়াছিলেন,—
শিখদিগের রাজস্ব পরিমাণ, ২৫০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিংএর কিছু বেশী ;
সৈন্য সংখ্যা—৮২০০ আট সত্তর হই শত। এতদ্ব্যতীত হারী পদাতি
সৈন্য,—১৫,০০০ এবং কামানের সংখ্যা,—৩৭৬টি, (Murray's
"Runjeet Singh" by Princep, p. 185, 186) সেই
বৎসর কাপ্তেন বারথেনের হিসাব মতে স্ত্রি ৫৫, শিখবংশের
রাজস্ব পরিমাণ,—২৫০ লক্ষ ; সৈন্য পরিমাণ ৭৫,০০০ ; ২৫,০০০ হারী
পদাতি ইহার অন্তর্ভুক্ত (Capt Burnes, "Travel", i. 289, 291.)
মিঃ ম্যাসনও ("Journey's", i. 430) সমপরিমাণ রাজস্বের উল্লেখ
করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—সৈন্য সংখ্যা ৭০,০০০ ; এতদ্ব্যতীত ২০,০০০
শিক্ষিত সৈন্য। ১৮৩৮ খ্রষ্টাব্দে মিঃ ম্যাসন কাবুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত
হন ; এই হিসাব সেই সময়ের বলিষ্ঠ মনে করা যাইতে পারে।
১৮৪৫ খ্রষ্টাব্দে, লেক্টেন্যান্ট কর্ণেল ষ্টিনব্যাক Steinbach, "Punjab",
p. 58) যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তদনুসারে শিখ সৈন্যের পরিমাণ,—
১,১০,০০০ ; ইহার মধ্যে ৭০,০০০ হারী সৈন্য। ১৮৪৪ খ্রষ্টাব্দের
সর্বশেষের জন্ত যে হিসাব সংগ্রহ করা হয়, সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ না হই-
লেও,—তাহাতে দেখা যায় যে, ৫০,০০০ চতুর্দশ হাজারের অধিক সংখ্যক
শিক্ষিত পদাতিক সৈন্য তৎকালে রাজসিংহের অধিনে ছিল ; সর্বমুখ
সৈন্য পরিমাণ ১,২৫,০০০ ; তাহাদের প্রায় ৩৭৫টি কামান ছিল। দ্বিবিষ্ট
বিস্ময়ের জন্ত নিম্নলিখিত পুস্তকানলী অষ্টক :- Calcutta Review, iii,
176; Dr. Macgregor's "Sikhs", ii. 86, and Major Smith's
"Relating Families of Lahore, Appendices, p. xcix);

যখন লর্ড অক্‌লান্ড তৎকালীন সিংহের অভ্যর্থনায় লাহোরে এবং অন্তঃসরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মহারাজের কথা বলিবার ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল। তাঁহার শরীরের সামর্থ্যও কমিরাছিল; ত্রুমে তাঁহার বাকশক্তি লোপ প্রাপ্ত হইল; পরে তাঁহার বী-শক্তি ও অন্তর্হিত হইল। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে, লর্ড অক্‌লান্ড সিংহ স্থানান্তরে ছিলেন; সুতরাং আশুর রাজস্ব অতি সহজেই গবর্ণমেন্টের সর্বপ্রকার ক্ষমতা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। সমগ্র সৈন্ত সমবেত করা হইল; এবং মুমূর্ মহারাজের শিবিলা সৈন্ত-শ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া বহন করিয়া লওয়া হইল। বীরাণ সিং সর্বদাই মহারাজের অন্ত শোক-চিহ্ন প্রকাশ করিতে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইরাছিল, তিনি যেন মুমূর্ নরপতির নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইরাছেন; অন্তেষ্টী বাজাকালে, সময়ে সময়ে তিনি প্রচারণা করিয়াছিলেন যে, তৎকালীন সিং, বড়াসিংহকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নিরুত্তর করিয়া গিয়াছেন; এবং তিনি বলিয়াছেন,—বীরাণ সিংহই, রাজ্যের উত্তীর্ণ বা মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। * সৈন্তসমূহ নীরবে তাহাতেই স্বীকৃত হইল;† পক্ষাঘাতের অভাব ও অযোগ্য শাসন-

এ সমুদয় গ্রন্থ কোন কোন বিষয়ে সঠিক; আবার কোন স্থলে পরিমিতরূপ।

লাহোরের রাজস্ব হিসাব সম্বন্ধে বাবিশ পরিশিষ্ট (App. xxii) এবং লাহোর সৈন্তের তালিকার অন্ত, ত্রয়োবিংশ পরিশিষ্ট (App. xxiii) অষ্টম।

* Mr. Clerk's Memorandum of 1842 for Lord Ellenborough.

† তৎকালীন সিংহের ব্যক্তিগত আকৃতি এবং আচার-ব্যবহারের অনেক বিশদ বিবরণ বহিরাগত : তৎকালে যখন লর্ড অক্‌লান্ড তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন।

কর্তৃত্বকে অকণ্টভাবে বহারাতি অভিনন্দন পত্র প্রদানে, শিবজীকে অপেক্ষা
সম্ভবতঃ ব্রিটিশ-সরকারেরই অধিকতর প্রায়শী ছিলেন।

মহম্মদ অধিকতর বিবৃত। (Princep's Edition of Murray's 'Life',
p. 178 &c.) কিন্তু ক্যাপ্টেন অসবর্নের "সরকার ও শিবির" (Capt.
Osborne's 'Court and Camp'), এবং কর্নেল লরেন্সের "পঞ্জাব-
নিবাসী" (Capt. Lawrence's 'Adventurer in the Punjab') এই
দুই গ্রন্থে অনেক চিত্রবৃত্ত বিষয় ও গল্প সন্নিবিষ্টে রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রের
সাম্রাজ্য বিষয়ে বড়ই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্যান্যের
ইন্ডিয়ান চিত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রধানতঃ আদি অষ্টমই সঠিক এবং ভাষা-
ব্যঞ্জক। ব্রজসিং সিং কিছু বর্জ্যকর্তা ছিলেন। সুবাসন তিনি সর্বপ্রকার
পৌরুষব্যঞ্জক ব্যাপারেই বিশেষ পাত্রবর্ননা ছিলেন; কিন্তু বুদ্ধবয়সে তিনি
হৃদয় ও সুগন্ধ্য হইয়া পড়েন। বাল্যকালে বসন্তরোগে তাঁহার একটা
চক্ষু নষ্ট হয়; তাঁহার মানসিক শক্তির প্রেমে-সুখ-ব্যঞ্জক, তাঁহার ললাটে
উজ্জ্বল, উজ্জ্বল ও প্রসন্ন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভাও তাঁহার কিছুই
প্রতিভাও পাওয়া যায় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

মহারাজ ২৭জিৎ সিংহের মৃত্যু হইতে উজীর
জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ।

১৮৩১—১৮৫৫ ।

[পুত্র নাওবিহীন সিং কর্তৃক পুত্র সিংহের রাজত্বাচ্যুতি :—সেফটেনাট কর্ণেল ওয়েল্ড এবং সিং কর্তৃক :—নাওবিহীন সিং ও জী র রাজপদ :—বড় সিংহের মৃত্যু :—নাও বিহীন সিংহের মৃত্যু :—পের সিং মহারাজ বলিয়া ঘোষিত হন । কিন্তু নাও বিহীন সিংহের মাতা রাজকীয় সর্বপ্রকার ক্ষমতা গ্রহণ করেন :—সৈন্তগণের সন্তোষ-স্বীকার এবং পের সিংহের ক্ষমতা লাভ :—সৈন্তগণের রাজকাৰ্য্যে হস্তক্ষেপ এবং সৈন্তগণের রাজ-নৈতিক সম্প্রদায় স্ট্রন :—ইংরাজ গণের বাধ্যতাবশত অস্তিত্ব :—শিবজাতির প্রতি ইংরাজগণের ত্যাগিত্ব প্রকাশ :—তিনটে শিবজাতি :—চীনদেশীয়গণ কর্তৃক বাদী প্রাপ্ত এবং ইংরাজ কর্তৃক তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস :—কানুনে ইংরাজ :—কেন্দ্রদেশে পলাতক অভিবাসন :—বিবাহভাঙ্গা এবং জাতি পরিবারভঙ্গ :—পের সিংহের মৃত্যু :—রাজা বীর্জান সিংহের মৃত্যু :—মহারাজ কলীপ সিং এবং কলীর হীরা সিংহের ঘোষণা প্রচার :—নিফল রাজসম্মতি :—পতিত জুলানের কাণ্ড-কলাপ ও ব্যবহারণী :—কীর্গ সিংহের পলাতন ও প্রাণহত :—উজীর জোয়াহীর সিং :—সোলাপ সিংহের সন্ততা স্বীকার :—পেশবারী সিংহের বিমোহ :—সৈন্তগণ কর্তৃক জোয়াহীর সিংহের নিধন সাধন ।]

ইহাঙ্গল অকর্তৃণা বড় সিংহকে সকলেই পলাতক অবস্থাপ্তি বলিয়া স্বীকার করিলেন । কিন্তু মৃত মহারাজের প্যাক্সায়া পুত্র পের সিং প্রাণে জীবিত এবং ওড়িশার প্রাচীন কবিগণ, দুটি প্রতিনিধি ছিল।



મહારાજ થાડા સિંહ ।

কৰ্ম করিতে লাগিলেন। * বামবাত্র রাজার ঔরশজাত পুত্র বাহু
নিহাল সিংহ সম্রাটের সকল কার্য-তার ব্যবহৃত গ্রন্থের উদ্দেশ্যে,
পেশোয়ার হইতে অসভ্যবিরোধ সহকারে আগমন করিলেন। অতীত
কর্মের ব্যবস্থা বুঝায়, মন্ত্রী এবং জাহাজ রাজগণ আনন্দিক প্রণা করিলেন।
কিন্তু মহারাজের দুর্বল চিত্তের উপর চৈঃ সিং নামক একব্যক্তি প্রকাশ
বিস্তার করিয়া ছিল, খড়্গা সিং বুটিন-রাজ-দুতের প্রভুত্বের উপর নির্ভর
তরিয়া সুখে কালযাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুতরাং বাহু
হইয়া উত্তর পক্ষ পরস্পর সম্মিলিত হইল। তাহার প্রথম উদ্দেশ্য,
তোলামহাকারিগণের ধ্বংস-সাধন করা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, কর্ণেল ওয়েভারকে
হত্যাশ্রিত করা। সেই কর্মচারী শিখদিগের অধিকার উদ্ধারকারে
শাখা করিলেন, এবং ক্রমে ইংরাজদিগের সহিত বৃদ্ধ পরিবার
প্রা কৰ্তব্য,—তাহা বুঝাইয়া দিডেন; এই সমুদায় কারণে তিনি
প্রবলিং সিংহের নিকট বিশেষ আদর ও সম্মান পাইলেন। বীরাম
সিংহের মধ্যস্থতিতে মহারাজের সহিত সর্ব-প্রকার ব্যবস্থা-ব্যবস্থা
হিস করিতে হইবে,—মহারাজের ও প্রজাতি তিনি অটলভাবে প্রত্যাশিত
করেন। আকস্মিক প্রাণাঙ্গের সহিত বডকরের লিঙ্গ হওয়ার মিত্র
দেবে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, তিনি অন্তঃপ্রাচীত ব্যবহারে জাহা

* Govt. to Mr. Clerk, 12th July, 1839. পেশোয়ারের কর্ণেল
ওয়েভারের অনুপস্থিতি কালে, তাঁহার হস্তাধিষ্ঠিত মিঃ ক্লার্ক, শের সিংহের
দুতকে আদর করেন; পরে তিনি সাধারণভাবে গবর্নর-জেনারেলের
নিকট লিখ পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে আবশ্যকীয় সর্বপ্রকার অনুমতি
প্রদানের অন্ত সকল বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছিল। খড়্গা সিংহই
উক্ত প্রত্নঃ—শের সিংহকে এই কথা জানাইবার অন্ত, লর্ড লকস্মিট
অসভ্যবিরোধের আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

উদ্বাস্তিকারীর বিয়াসভাজন হইয়াছিলেন। রূপায়ের দরবারে তিনি বেহন কাঁচড়ার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে শিবজীও মনে জন্মিত,—তিনি ষড়াসিংহের নিকট এতিহু-দরুণ রহিয়াছেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সকলেই বিবেচ ও দৃঢ় প্রকাশ করিত; কেহ কেহ ইংরাজদিগের প্রস্তাব অনুমোদন করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিল। অথচ লাহোরের অধীশ্বর দ্বারাও পদবীর-জেনারেলের অনুমিত বিষয়গুলি প্রীতিমত সম্পন্ন করেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে সেই সকল ব্যক্তি একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিত। কর্ণেল ওয়েডের দ্বাৰা-প্রকাশিত বা অনধিকার-চরিত্র তাহারাও ভীত হইয়াছিল।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর প্রাতঃকালে, দুকরান ও বরী অতি উপস্থানভাবে মহারাজ-প্রাসাদসম্পর্কীয় পারিবারিক মর্দ্যালে নষ্ট করিলেন। অতি নৃশংসতার সহিত পারিবারিক নির্যম ভঙ্গ হইল। ভীত, চকিত প্রভৃ কয়েক পক্ষ আগমন হইলেই, ১৮২ লিংহকে হত্যাবার হইবে, সেই সংকল্পে তাহাকে জাগ্রত করা হইল। * কর্ণেল ওয়েডকে হান্যভোগিত করার, পক্ষাঘ্ন অভিভ্রম করিয়া ব্রিটিশ-বাহিনী পরিচালনার হযোগ

* নাগ মিহাল সিং এবং গোলাপ সিংহের ভ্রাতার উপস্থিতি সত্ত্বেও, গোলাপ সিং হয়ই শোকাবহ ব্যাপারের অগ্রণী হন; তিনিই এই শোকাবহ কাণ্ডের অভিনেতা। লাহোরে একটা অভ্যাসের—একটা ব্যক্তিত্বের সম্ভব হইতে পারে, অজ্ঞাত লাহোর দরবারে ব্রিটিশ পদবীর-জেনারেলের দ্বাৰা প্রকাশ করিতে, কর্ণেল ওয়েড আগমন করেন; (Government to Col. Wade, 28th Oct. 1839) দত্তা সিংহের পিতার আত্মকৃত সমস্তের ঘটনা উল্লেখ করিয়া, সতীকাহ প্রথা ইংরাজদিগের অনুমোদিত নহে, কল সিংহের নিকট মিঃ জার্ক তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আকৃষ্ট হইলেন।

উপস্থিত হইল। কর্ণেল জেনারেল হান্টিংটন পক্ষের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র উপরে
ব্রিটিশ সৈন্য পরিচালনার ব্যবস্থা-বিশেষিত হইরূপত হইল।

সর্বপ্রথম জেনারেল এক কক্ষনা স্থির করিলেন। ইতিপূর্বে বহুসংখ্যক
ভারতীয় ইংরাজ-সৈন্য সা-সুজা সমভিষায়ায় কাবুলে গমন করিয়াছিল।
তাহারা খোলাস পাশের মধ্য দিয়া প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া, পেশোয়ারের মধ্য
দিয়া প্রত্যাপন করিব, সর্বপ্রথম জেনারেল তাহা স্থির করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথম
জেনারেল তাহাদের রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন; তখন পরস্পর
বিস্ময়ে এ কির হুস্থির না হইলেও, মহারাজ মৌখিক ব্যবহারে এ
প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। * মহারাজের দৃঢ়তায় শোক প্রকাশের অন্ত,
নুতন মহারাজের অভিনন্দন প্রাপ্তি, এবং সর্বশেষে রাজনী বিজয়ীনিগের
সহিত লর্ড কীনের প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে ব্যবস্থা স্থির করিতে, ১৮৩৯
ব্রিটানের সেক্রেটারি নামে মিঃ ক্লার্ক দৃঢ় রূপে প্রেরিত হইলেন। যুবরাজ
এবং রাজী পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ছিল; অধিকন্তু ক্রমতঃ লর্ডের
অন্ত উত্তরে বড়বল করিতেছিলেন। কিন্তু তাহার উত্তরেই পড়াবের
কেন্দ্রস্থলে ব্রিটিশ সৈন্যের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।
তাহাদের ভয়,—সৈন্যজন কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপর
পক্ষ-সামন করিব; অথবা স্থিতি বজা সিংহের সাহায্য উত্তর
পক্ষের প্রতিবুদ্ধে গত্যমান হইবে। কিন্তু সৈন্যজনের প্রবেশাধিকার
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইতে পারে না, অথবা তাহাদের প্রতিরোধ
করা বাইবে না। তাহার ডেরা-ইসমাইল-খাঁর দুর্গম পথ ইংরাজ
সৈন্যের প্রত্যাপনের পথ নির্দেশ করিলেন; এবং তাহার বিজয়গতি
সহিত যে পথ নির্দেশ করিলেন, তাহাতে রাজধানী নিরাপদ রহিল।
ইংরাজগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, ভবিষ্যতে ইংরাজ সৈন্য আর

কখনও শিখ রাজ্যের কথা বিরাগজন করিবে না। * শিখ-শাসনকর্তৃগণ এই নৃপতি মহি সত্বহাণকের প্রতি বিশেষ মন্তব্যই করেন। সেই কাকতাল এবং কনভাওয়াও কর্তারী সকলেই বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। পরিকল্পনের বলে, কোন নৃপতি বিকল্পে উৎপত্তি অবিস্মৃতি। বলা শিখসার দূত প্রেরিত হয়, তখন গোপন অস্ত্রসম্বন্ধে প্রকাশ পায় যে, কর্ণেল ওয়েড বরং লাহোরের শাসন-কর্তৃগণের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তৎসময়ে লর্ড কীনের সিকট উপদ্রুপনি ক্রমাগত অভিযোগ হইতে লাগিল; মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হেতু, তিনি কয়েক দিনের জন্য সৈন্ত পরিভ্রমণ করিয়া গেলেন। † ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কর্ণেল ওয়েড কাকুল হইতে প্রত্যাহ্বান করেন; সেই সময়ে তিনি শিখ-শাসনধর্মীতে উপনীত হন। তখন অসেকেই খড়্গা সিংহের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিতেছিলেন; অথবা খড়্গা সিং বাহাদুর প্রভৃৎ-কনভা পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হন, তৎপক্ষে অসেকেই উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কর্ণেল ওয়েডকে দৃশ্য করিতেন। খড়্গা সিং তাঁহাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের আশায়, পাছে চির-শত্রুর আক্রমণ গ্রহণ করেন,—এই আশায়, বরাহুর্জনের জ্ঞান করিয়া তাঁহারা খড়্গা সিংকে দূরে রাখিলেন; কর্ণেল ওয়েডের সহিত তাঁহার দেখা হইল না। ‡

* Mr. Clerk to Government, 14th Sept. 1839. ইংরাজ সৈন্ত পুনরায় শিখ-রাজ্যের কথা বিরাগজন করিবে না,—এইরূপ শিখ-রাজ্য প্রদানে পক্ষপাত-কেন্দ্রীয় মন্তব্য হয় নাই। (Govt. to Mr. Clerk, 4th Oct. 1839)

† See particularly, Government, to Col. Wade, 19th Jan. 1840, and Col. Wade to Government, 1st April, 1840.

‡ Compare Moonshine Sabarnut Alee's 'Sikh's and

আফগানিস্তান আক্রমণকারী একদল ইংরাজ সৈন্য পরিশেষে আফ-
গানিস্তানে স্থানিত হইল। তখন বুকা পেন, সাহাব-এ-দান ব্যতীত
সামান্য আশ্রয়কান্নিতে সমর্থ হইবেন না। ইরান-সৈন্য সমূহের দ্বারা
বিবরে অভিযান হইতে লাগিল। সুতরাং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে
মুখিয়ামার কর্বেল ওয়েগের কার্যভার গ্রহণের পর, কানুনে প্রেরণের অন্ত
খালসামগ্রী এবং অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি সামগ্রিক সাজ-সজ্জা সংগ্রহ করিতে
হইয়াছিল। সেই সকল অব্যাহত ও সৈন্যদলের স্বার্থ, একদল
সিপাহী সৈন্য প্রায়শই-বরুণ প্রেরণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইল; কিন্তু
শিখ-মন্ত্রী ও ভারী উত্তরাধিকারী উভয়ে বলিলেন যে, বরেক বাস পূর্ব
যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয়সমূহের এরূপ কার্য কখনও
হইতে পারিবে না। তুতপূর্ব ইংরাজ-প্রতিনিধির প্রতি উৎসাহ
বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে যিহীনীর সৈন্যের পুনরাগমনের
অন্ত দেশ রাজপথে পরিণত করার প্রস্তাবে, তাহারা আরও ক্রুদ্ধ
হইলেন; সকলেই একবারে সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিল।
অবশেষে কর্বেল ওয়েগের দুর্গাঘর রটনার এবং তাঁহার অগম্যতার

'Afghan's', p. 543 &c.; বড়লি শিখের প্রতি ইংরাজগণ যে ভয়
ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ৪৪৫ পৃষ্ঠার 'নোট' যে বহুদূর প্রযুক্ত
হইয়াছে, তাহাই উল্লেখ্য; ইহা যে কারণে ওয়েগের বহুতলিবিদ—
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি কর্বেল ওয়েগ, গবর্নর-জেনারেলের
সম্পূর্ণ বিধানী ও অস্বাভাবিক হইয়া থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে,
পঞ্চাশের পরবর্তী ইতিহাস উৎকৃষ্ট না হইলেও, বর্তমান বৃত্তান্ত অসম্ভব
বল্য হইত। ব্রিটিশ-রাজপ্রতিনিধি দুঃপ্রাণিত, বিধানী, ভার-পরিচালনা
এক বহুত হইলে, প্রকৃতভাবে বাবা না জমাইয়াও, ভারতীয় রাজ-
পরিচালনা যিনি এ কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

অল্প বিজ্ঞান বুটিন সৈকতের সাজ-সজ্জা যুদ্ধোপকরণাদি প্রেরণের উদ্যোগে বাধা প্রদানে সাহসী হইল। এক্ষণে কাতুল অভিযুগে গমনের জন্য যখন পথ সর্বত্র উন্মুক্ত রাখিবার আবশ্যকতা পূর্ণর-জেনারেল উপলব্ধি করিতে পারিলেন; তাহোত্তরে কলহপ্রিয় বিভিন্ন কলের তৃষ্ণা বিদ্যাবের অল্প তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া, তথা হইতে ঐতিহাসিক স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বীরান সিং এবং সুব্রাহ্ম উদ্দেশ্য সাধনে হতাশ হইলেন। সঙ্গীন-দুস্ত্র প্রহরী সৈন্যদলকে স্বপথে অগ্রসর হইতে কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না; তখন পূর্ণর-জেনারেল তাহাদের প্রত্যেক অনুমোদন করিলেন। * ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে মিঃ ক্লার্ক, পঞ্চাবের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি-স্থাপন সম্পর্কীয় কাৰ্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শিক্ষিত এবং বহুদুঃখ ক্লান্ত ছিলেন : অস্বস্তিকর সামরিক কার্য্যাদি সম্পাদনের তিনিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি : নিম্নলিখিত শাসনাবধীনে রাখিয়া বখশ আকশনিহান আক্রমণ করাই অভিপ্সিত হইয়াছিল, তখন যে কারণে কর্ণেল ওয়েডের মৌতাকার্ত কর্তৃক্রেত ও মূল্যবান বলিয়া অনুমিত হয়, এক্ষণেও সেই কারণেই মিঃ ক্লার্কের মৌতাকার্ত ভারতে ইংরাজদিগের অনিশ্চিত শাসন-নীতির পক্ষে বিশেষ যত্ন-বিধারক হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ, কর্ণেলের উদ্দেশ্যই

* এই সময়ে পূর্ণর-জেনারেল কলিকাতার গমন করিতে ইচ্ছা করিল। ওজস্ব শিবদিগের প্রিয় এবং নিজে অল্পগ্রহভাজন একজন ঐতিহাসিক সীমান্ত প্রদেশের কার্য্য নির্বাহের জন্য নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিল। তৎকালে লাহোরে দ্বারা আধিপত্য লাভ করিতেছিলেন, সীমান্তের মনস্তত্ত্বের জন্য একজন উপযুক্ত মোক সেই কার্য্যে নিযুক্ত হয়—ইহাই পূর্ণর-জেনারেলের বাসনা। (Government to Capt. Walker, 40th Jan. 1850.)

তৎসাময়িক শিখ-শাসনকর্তৃগণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের মহলাকাউন্সিল এবং ইংরাজদের সাধনীতর বন্দবস্ত হইয়া তাঁহারা সকল কার্য নিৰ্দ্ধার করিতেন — যেন সৰ্ববিষয়ে সেইরূপ ভাবই প্রকাশিত হইত।

এইরূপে শিখ-শাসনকর্তা এবং গবর্ণর প্রত্যেক উভয়েই তৎকালিক উদ্বেষ্ট সাধন করিলেন। এতদপক্ষে মহারাজ উচ্চাভিলাষী পুত্রের ডেপুটীতায় ও বিজয়... অত্যধিক ভীত হইলেন; অতঃপক্ষে, পঞ্জাব প্রদেশে ব্রিটিশ সৈন্তের অবস্থা সুস্থিত হাতে তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। কাজেই এশিয়ার সচিব ইন্ডো-চীনের পশ্চিম-প্রদেশকে বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ বন্ধনে আবদ্ধ করিবার কল্পনা তাহাকে কার্যপাশ্চিত হওয়া সত্ত্বে, সেই ভাবনার গঠন আকুল হইলেন। অতঃপর নিকট-সম্পর্কীয় ও অত্যাশঙ্ক্যকীর অপরাধব কতকগুলি বিষয়ের ব্যবস্থা-বিধানের উত্তর গবর্ণর দৃষ্টি সজাগিত হইল। সিঙ্কনকে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার জন্য ইংরাজগণ, অধিভূতের সুবিধাজনক বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিলেন। সিঙ্কনের উপকূলে একটি বন্দর নির্মাণের জন্য তাঁহারা পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, এই বন্দর সত্ত্বেই বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে। * যে সকল বাণিজ্য-পোত সিঙ্কন ও শঙ্করকোট গমনাগমন করিত, ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের সচিব অগ্রসারে, তাহাদের উপর কর নিৰ্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে শিখগণ, ইংরাজগণের পশ্চিম-বর্তনশীল মতের অনুবর্তী হইল না; পথ্য বোকাই পোতের উপর কর

* Government to Mr. Clerk, 4th May, 1840. সিঙ্কনকে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার কল্পনা স্থির করিয়া, উপকূল স্থানে বৃহৎ একটি বাণিজ্য বন্দর নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে, ইংরাজগণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। (Government to Capt. Wade, 5th Sept. 1836.)

କାର୍ଯ୍ୟ ନା କରିବା, ମହୋଦୟ ମୁଲ୍ୟାନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାରେ ତାହାରା ନିଜେହି ବାବିଜ୍ୟ
ତର ହାମନ କରିନା । * ଏହିରୂପ ମିଥର ଅବହତ ହେବାର, ଆଉ ଏକ ନୂତନ
କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅି ହେଲା ;—ସକଳ ବାବିଜ୍ୟାମୋଡ଼ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଫଳ, କିନ୍ତୁ ଯାହାରେ
ନାମିନ । ୧୮୫୦ ଡିସେମ୍ବର ଡୁନ ମାସେ ବାବିଜ୍ୟ ତରୁଣୀର ଡୁନ ମୁଲ୍ୟର
ମିଥବିଧିତ ହାରେ କର ମହାମିତ ହେଲା ; କିନ୍ତୁ ଏହାରେ ବାବିଜ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ
ମାଧୁରିୟା ଡୁନ ବୋକାହି ବାବିଜ୍ୟ ତରୁଣୀ ଏ ମିଥବର ବାବିଜ୍ୟତ ବାବିଜ୍ୟ, ତାହାବର
ଡୁନର ଡୁନ ବାବିଜ୍ୟ ହେଲା । † କିନ୍ତୁ ମହାମିତର ମତ ଡେଇଁ ମହା, ବହୁ
ମିଥ ବରର ଆକର୍ଷକ ମାହାତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେଣି, ମିଥ ବର ବହୁମା ବାବିଜ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାହ୍ୟତା କରିବାର ଆନା ଏ ମହାତ୍ତ୍ୱ ମହାତ୍ତ୍ୱ ବରବତୀ ହର ନାହିଁ । ଏତଦ୍-
ମହାତ୍ତ୍ୱ କରୁନା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ହେତୁ ପାରେ ଯେ,—କାର୍ଯ୍ୟ ମହାତ୍ତ୍ୱ ମିଥବର ଏ
ଆକର୍ଷକମିଥର ମୋଡ଼ର ଡୁନର ଅବହତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରାହ୍ୟତା ; ତହାର ଅର୍ଥ ଅନନ୍ତ ଆଜିର
ବାସ ; ତାହାବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଧୁରିୟା, ଆଉତ୍ତ୍ୱ ଅତି ଅନ । ବିତରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି
ଯେ, ବହୁ-କାର୍ଯ୍ୟାବି ଡୁ-ତାଣୀର ବାବିଜ୍ୟ ଅନେକ ମୁଲ୍ୟର ଗ୍ରାହ୍ୟତା ହେଉଅଛି ;

* Mr. Clerk to Government of India, 19th May and 18th Sept. 1839. and Government to Mr. Clerk, 20th Aug. 1839 For the Agreement itself, see Appendix vi.

† Mr. Clerk to Government, 5th May, and 15th July, 1840. For the Agreement itself, see Appendix xvi. ବାବିଜ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାତ୍ତ୍ୱ ମହାତ୍ତ୍ୱ ହେବେ କିନ୍ତୁ, ଏ ମହାତ୍ତ୍ୱ ମହାତ୍ତ୍ୱ ମହାତ୍ତ୍ୱ
ମହାତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀର ମହାତ୍ତ୍ୱ ମହାତ୍ତ୍ୱ ବାବିଜ୍ୟ ହେବେ । ବାବିଜ୍ୟ
ମହାତ୍ତ୍ୱ ("Grain") ବହୁତ୍ତ୍ୱ କିନ୍ତୁ, ତହାବର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କାର୍ଯ୍ୟ ; ତହାବର ଏହିକିନ୍ତୁ ବହୁତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ । ତହାବର "Corn"
ମହାତ୍ତ୍ୱ ମହାତ୍ତ୍ୱ ମହାତ୍ତ୍ୱ ଅବହାତ୍ତ୍ୱ, ଆହୁରିକି ମହା "Bread-stuff" ବା
ମହାତ୍ତ୍ୱ ମହାତ୍ତ୍ୱ ମହାତ୍ତ୍ୱ ହେଉଅଛି ।

উক্ত ও দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত সেই বাণিজ্য-পথে একটি ছিল। রাজ-
পুত্রের প্রচীনে জনগণ সমূহে এবং ব্যবসায়ের উন্নতি, প্রভৃতি এই
বাণিজ্য কার্যে চলিত; সেই বাণিজ্য প্রভাবে বহুসংখ্যক উন্নত ও কৃষক
সেবাসামক আভির জীবিকা-সংস্থান হইয়াছিল। যে হাফো বহুকাল হইতে
রাজনৈতিক বিবাদ-ব্যবহৃত চলিয়া আসিতেছে, তৎকাল বিজ্ঞ ব্যবসায়ি-
পণ্যে চিত্র-প্রচলিত পরিমিত প্রকার পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব-সাধন্য;
মুতরাং ইংরেজোচিত বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির পরিবর্তে প্রাজ্ঞ-দৌরভেদ
কেবলরূপে এক বাণিজ্যবন্দর প্রতিষ্ঠার কল্পনা, ধোষণা ভাঙ্গা প্রভাবিত
হইয়াছিল। *

জাম্বুর কমতাসালী রাজার ধ্বংসসাধন করাই বাও নিহাল সিংহের
এখান উদ্দেশ্য ছিল। জাম্বু-রাজ সমুদায় রাজশক্তি গ্রহণ করিতে
গমনা করিয়াছিলেন; পঞ্চাবের বিভিন্ন এদেশে বহুসংখ্যক কৃষক
স্বয়ং রাজ্য তাঁহার অধিকারে ছিল। তদ্ব্যতীত ইরানভী ও বিজ্ঞান
নদীভূতের মধ্যভী পার্শ্বভা জনগণ সমূহে এবং লুণ্ঠকে তিনি
আংশিকরূপে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। মাতি এবং কাকরার
পারিপার্শ্বিক রাতশুও-রাজগণ স্বীকৃত রাজত্ব এখানে পুনঃপুনঃ বিলম্ব

* বাহা হউক, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জনকর-দোয়ান রাজত্বভুক্ত হইলে,
পুন্ডার পরীক্ষা আরম্ভ হয়। তখন সকলেরই আশা ছিল যে, হামিরার
বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল স্বরূপ হইবে; কিন্তু সে আশাও বিফল হয়। ইংরাজ
শাসনের অধী উপবাসিতা উপলব্ধি করিয়া, অনেক সহস্রর ব্যক্তির
অশূর আশার নানা নিকর্ষন ভারতের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।
ইংরাজ-শাসনে বহুতাই বিবিধ নীতি এবং আর্থিক উন্নতির সভ্যতা
সত্য; কিন্তু অতি দীর্ঘ এবং পরিভ্রম সহকারে বিবিধ উপায়ে শাসন-
প্রণালী প্রবর্তন করা আবশ্যিক।

করিতেন। সেই অহিনার আশ্রয় পূর্ব-প্রদেশের পারস্য রাজ্যে
সহস্রাব্দিক সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। এই দুই পক্ষেরই মধ্যে
তাহার সৈন্তদল গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইল; হুতয়াং বাধা হইয়া
তিনি পুনঃপুনঃ অতিরিক্ত সৈন্ত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি
আশ্রয় উত্তর-পূর্বাংশে একদল সৈন্ত স্থাপন করিলেন; এই সৈন্তদল
করহোর হইতে আগত সৈন্তের সহিত সমবেত হইয়া, পরস্পর সাহায্য
করিতে পারিলে—তাহাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। হুচতুর সেনাপতি
ডেইরা এক বণিকুল যুবকরাজা অজিৎ সিং সিংহানওয়ারা, এই সৈন্ত
সমূহের সেনাপতি মনোনীত হইলেন। কিন্তু কেহই রাজা ধীরাম সিংহের
স্বজ্ঞাকাকী কিংবা তৎপ্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। * হুতয়াং সেই
রাজপুত্রকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে রাখা সম্বন্ধে অপরিণত-বরক যুবরাজের
কমল। বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু ক্রমবর্ধিত লাহোর-
রাজ্যের এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কাবুল রাজ্যের সীমা নির্দেশ সম্বন্ধে ইংরেজ
কর্তৃপক্ষের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ার, তাহার সকল মন্ত্রণাই
বিফল হইয়া গেল। এই সময়ে দোস্ত মহম্মদ সৈন্তাভিবাসে প্রভুত
হইতেছিলেন; সেই আক্রমণ ভয়ে খোরাসানের ইংরাজ-শাসনকর্তৃপক্ষ
কম্পিত হইলেন; কিন্তু তথাপি তাহারাই যে শত্রুভয়ে ভীত হইরাছিলেন,
সেই শত্রুর আশ্রয় সমর্পণের পথ সুগম হইয়া আসিল। দোস্ত মহম্মদ বীর
সহিত বহুত স্থাপন করিতেছেন, এবং কমলপ্রের রাজপুত্রকে সা-সুজার
অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে উৎসাহিত করিতেছেন,—যুবরাজ সেই
অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন; ইংরাজবিশেষের সহিত তাহার আরও
সম্মাননিত ঘটিল। সে সকল রাজ্যের বিধর সন্ধিপত্রে উল্লিখিত হয় নাই,
অথবা বাহা প্রকারে লাহোরের অধিকারভুক্ত করে, সা-সুজা সেই

সকল রাজ্যের অবিকার-সম্বন্ধে দাবী করিলেন। সা-নুজার কার্যে যে সকল ইংরাজ রাজকর্ত্তাৱিগণ ব্যপৃত ছিলেন, তাঁহারাও যে বিবেকশিখ-দিগের স্বত্ব অপেক্ষা, হুজাৱাদিগের স্বত্বই অধিকতর বলবৎ বিবেচনা করিয়াছিলেন,—তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পঞ্জাব রণ-মেন্টের সভাপ্রসারে, পেশোয়ার প্রদেশ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সা স্বত্ব রূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন; এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি সর্ত্তানুসারে তাহাতে সাহোৱাধিপতির স্বত্বাধিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল; এক্ষণে পৃথক্য-বিধাতিনী সর্ব্বীর ভীর-ভ্রামতে সেই প্রদেশ দুই দুই অংশে বিভক্ত করার প্রস্তাব চলিতে গাশিল। * নাও নিহাল সিংহের মোহরাক্ষিত দলীলানি প্রদর্শিত হইল; দোস্ত মহম্মদকে অস্বীকৃত অর্থ সাহায্য প্রদানের বিষয়ও তাহাতে উল্লিখিত ছিল। বিধান-সভাকর্ত্তা-মূলক সকল অভিযোগই দূর হইল বটে; কিন্তু তাঁহার নাবাক্ষিত মোহর জাল সাব্যস্ত হইল। পঞ্জাবের ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি স্বীকার করিলেন,—অপ্রকৃত ও বাজমোহমূলক উপাসাবলম্বী করা, বাধীন ও অকপট সরল-বিধানী শিবস্বপ্নের স্বাভাবিক বৃত্তি নহে। † এই সময়ে খিলিজী-বংশীয় রাজছোহিগণ পেশোয়ারের সন্ধিকটে কোথায়

* See particularly Sir Wm. Macnaghten to Government, 24th Feb. and 12th March, 1840.

† Government to Mr. Clerk, 1st Oct. 1840, and Mr. Clerk to Government, 9th Dec. 1840. কর্ণেল টিনকলের গ্রন্থেও লিখিত। ('Punjab', p. 23) তিনি বলেন যে, ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য সাধন মানসে, সুব্রাজ নেপাল এবং কাবুলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি হুজো ডুলিয়া দিয়াছিলেন যে, আস্তুর রাজকর্ত্তাক কাল করিয়া, পঞ্জাবের অবিশিতি হওয়াই, নাও নিহাল সিংহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল।

শাসক হইলে হুলতান মহম্মদের জাগীয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাহার নিকটবর্তী হওয়ার, বেছাচারী সা এবং তাঁহার সামরীকি অঙ্গ-সম্বন্ধকারী বিদ্র ইংরাজদিগের বিসম্বল শাসনকাণ্ডে বিয় নটিয়াছিল। স্বল্পকালীন শাসনকর্তা হুলতান মহম্মদ খাঁ, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া সুবিধানের প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। *

একশ্রে দেখা গেল, নাও নিহাল সিং ইংলণ্ড হইতে যে দিনংপাতের আশ্রয় করিয়াছিলেন, সে সকলই দূরীভূত হইয়াছে। একশ্রে তিনি নিজস্বের প্রিয়তমপুত্র সৌখ্যজিজ্ঞাস্ত কামতঃ উচ্ছ্বেদ-সাধনে উদ্যোগ করিতেছেন। এই সময়ে মহারাজের মৃত্যুকাল ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছিল। বিবর্তনশ্রে অবশ্য হওয়া যায় যে, অতিরিক্ত শাসক ক্রম্য সেবনে এবং পুত্রের সু-সন্তানোচিত শিষ্টরতার, অত্যন্তকাল মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পড়িত হইয়াছিলেন ; কিন্তু এরূপ অযোগ্য ও দুর্বলচেতা শাসনকর্তাকে কেহই গ্রাহ্য করিত না। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের এই অবস্থার তারিখে ৩৮ বৎসর বয়স বড় সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার বয়স অধিক না হইলেও, তিনি অকালে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, নাও নিহাল সিং, রাজা বলিয়া বিবেচিত হইলেন, এবং রাজশক্তি অবিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু যে দিন গণিমাধিক্যবচিত চাকচিক্যশালী রাজমুহুর্তে তাঁহার মৃত্যক পারিলোভিত হইল, সেই দিনই তিনি নিহত হইলেন। তিনি তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্টি চিতা-সজ্জার শেষ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া, সোলাপ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত সিংহবারের মধ্য বিয়া পূজন করিতেছিলেন ; এমন সময়ে সেই অট্টালিকার কতকংশ

* Government to Mr. Clerk, 12th Oct., and Mr. Clerk to Government, 14th May, 20th Sept. and 24th Oct. 1840.

ভাবিয়া পড়িল ; নবীর প্রাক্কপুত্রের তৎকথায় ক্রুদ্ধ হইল ; নাও মিহাল সিং এত গুরুতর আঘাত পাইলেন যে, কিছুকাল অসুস্থাবস্থায় থাকিয়া রায়েই প্রাণত্যাগ করিলেন । নাও মিহাল সিংহকে নিহত করিবার জন্য আশুত রাজবংশ এইরূপ অভিসন্ধি করিয়াছিলেন কিনা,—তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না । কিন্তু তাঁহাদিগকে এ দোষ হইতে মুক্ত করা, নিত্যই চূসাম্য ; এ পাশ কাটি যে তাঁহাদের দাবা সম্ভব, তাহাও নিশ্চিত । আশুতরাজই দোষখালনের একমাত্র হেতু । কারণ যুবরাজ তাঁহাদিগের অবনতির ক্ষমতা, এবং সম্ভবপর হইলে, তাঁহাদিগের ধ্বংস-সাধন-করে যত্নবশ করিয়াছিলেন, ওদ্বিধে কোন সন্দেহ নাই । * এইরূপে বিশতি বৎসর বয়সে, নাও মিহাল সিং নিহত হইলেন ; সকলেই আশা করিয়াছিল, তিনি একজন সুদক্ষ ও বীর্যবান শাসনকর্তা বলিয়া পরিচিত হইবেন । বহি অকালে তাঁহার জীবন সংহার না হইত, এবং স্বার্থ-নীতি অনুসারে বহি ইংরাজবংশ তাঁহাকে কতকংশে অগ্রণী বলিয়া

* Compare Mr. Clerk to Government, 6th, 7th and 10th Nov. 1840. ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে মিঃ ক্লার্ক লর্ড এঙ্গেলবার্গের অন্তর্বে সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করেন, তাহাতে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জেনারেল ডেটলারের মতে বৈষম্যমাত্রেরে সিংহবার পতন হইয়াছিল । বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে, সেক্‌টেনার্ট কর্ণেল টিনচারের “পঞ্জাব” নামক গ্রন্থ (p. 24) এবং ম্যাজর গ্ৰিগের “লাহোরের রাজবংশ” (‘Reigning family of Lahore’, p. 35 &c.) নামক গ্রন্থ, অষ্টম । ক্যাপ্টেন গার্ডনার নামক জনৈক চাক্ষুস-প্রত্যক্ষকারী ইংরাজ সম্রাটের বর্ননা ভিত্তি-বরণ গ্রন্থ করিয়া, শেখোত গ্রন্থাবলি নিবন্ধ । তিনি কিছুকাল তথ্য উপস্থিত ছিলেন ; তাঁহার প্রমাণ-সংগ্রহ, রাজ্য-বিস্তার বিষয়ে প্রতিকূল বলিয়া প্রমাণ হয় না ।

স্বীকার না করিতেম, তাহা হইলে সিংহদেশে ও আশপরিহাসে তাঁহার ক্রমতা বিস্তৃত হইত। এমন কি, হিন্দুধর্ম অতিক্রম করিয়াও তিনি আপন লালসা পরিতৃপ্তির প্রচুর সুযোগ পাইতেন। পার্শ্বদেশে হস্ততা আশ্রয়সাধা করিয়া বলিতে পারিতেন, ভারতের নবজীবন প্রাপ্ত কবীজীবন গণ কর্তৃক হামুদ এবং তাইমুরের লুণ্ঠনের ও অত্যাচারের সম্পূর্ণ প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিখ-রাজমন্ত্রী এবং ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি সংস্রবাসম্পন্ন বিষয়াসক্ত শের সিংহকেই পঞ্জাব সিংহাসনাধিরোহণের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। যখন মহারাজের মৃত্যু হয়, এবং তৎপুত্র নিহত হন, তখন শের সিং হানাত্তরে ছিলেন; এক্ষণে বাহাতে শের সিং বনিট বহুবর্ণ সমবেত করিবার যথেষ্ট সময় ও অবসর প্রাপ্ত হন, তৎকাল ধিয়ান সিংহ শেবোক্ত ঘটনাটা বতদিন সত্তম গোপন রাখিলেন। তৎকালে যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে সর্বসাধারণের স্বতঃই উত্তেজনা বৃদ্ধি সত্তম জানিয়া, সীমান্ত প্রদেশে শাসন-সংরক্ষণের সুব্যবস্থার জন্য ইংরাজ প্রতিনিধি তাঁহাকে পুনঃপুন আদেশ করিতে লাগিলেন। * কিন্তু শের সিংহের বংশ ও জন্ম বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল; তাঁহার প্রকৃত-ক্রমতা অতি অল্পই ছিল; তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না। আমুর রাজগণ অধিকাংশ শিখ-সামন্তের বিশেষ ঘৃণা ও অপ্রীতি-ভাজন হইয়া-ছিলেন। অতএব ষড়ঙ্গসিংহের বিধবা পত্নী এবং মৃত সুবরাজের মাতা তাঁহা কোর যং রাজপ্রতিনিধি (অতিভাবিক) নিযুক্ত হইয়া, সমুদায় রাজকাণ্ড চালাইতে লাগিলেন। বহুতঃ, অকস্মাৎ অজানিত-ভাবে কার্য সমাপ্ত হইল; কিন্তু বাহারা তাঁহার এ কার্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া-

* Compare Mr. Clerk to Government, 7th Nov. 1840, and also Mr. Clerk's Memorandum of 1841.



ରାଣୀ ବିମ୍ବନ ବା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ

[୫୧୦ ପୃଷ୍ଠା ।]

ছিল, তৎকালে তাহার কেহই জাহাজে বাবা ছিল না, কিংবা কোন
আশঙ্কি করিল না। কতকগুলি খাওনামা ব্যক্তি জাহাজ পক্ষ সমর্থন
করিলেন বটে; কিন্তু রণজিৎ সিংহের নিকট সম্পর্কীয় এবং স্ববংশ-
জাত 'সিদ্দানওয়ারা' রাজকন্যাই প্রধানতঃ জাহাজ সফলতা করিতে
লাগিল। ঐশ্বর-বোদন হীরা সিংহের স্বত্বাধিকার বলবৎ করিবার জন্ত
এই রমণী জাহাজে গোষা গ্রহণের প্রস্তাব করেন; বৃদ্ধ মহারাজ
একটু পক্ষ জাহাজে গোষারূপে গ্রহণ না করিলেও, সামাজিক প্রথা অনুসারে
জাহাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনরায় স্বীয় কন্যা গর্ভবতী বলিয়া
ঘোষণা করিয়া, তিনি পরম্পর-বিরোধী বিভিন্ন দলপতিগণকে হতবুদ্ধি
করিয়া ফেলিলেন। তখন শের সিংহের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া, একদল
সেই রমণীকে বলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু অবজ্ঞা প্রকাশে চাঁদ
কোর এ বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অপর পক্ষ অধিকতর
হায্য কারণ বর্ণাইয়া বলিলেন, উত্তর সিং সিদ্দানওয়ারাই যোগ্য ব্যক্তি;
কারণ এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইলে, উত্তর ভারতের প্রচলিত সামাজিক
প্রথা অনুসারে, পরিবার মধ্যে তিনি সম্মানসূচক উচ্চ-পদ লাভ
করিতে পারিবেন। বাবা হউক, মহারাজের বিধবা-পত্নী, রাজ্যাধিকারে
আপনার বড় বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিলেন, কয়েক সপ্তাহ অতীত
হইলে, এইরূপে পঞ্চান-পর্যবেশে গঠিত হইল,—প্রথমতঃ, “মারি”
অথবা “মাতা”—প্রধানতঃ শাসনকর্ত্রী বা নাও নিহাল সিংহের জ্যেষ্ঠ
সন্তানের অভিভাবিকা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন; দ্বিতীয়তঃ, শের
সিংহ—সহকারী প্রতিনিধি বা অভিভাবক অথবা মন্ত্রী-মতান্তর সভাপতি;
তৃতীয়তঃ, দ্বিতীয় সিং—উজীর অথবা শাসনবিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন।
কিন্তু এই বিশিষ্ট-ব্যবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কিছুকাল পরে
নিয়ম সিং এক শের সিং উভয়েই ছিল তিনি সময়ে সময়ে
বহুবিধ স্বাধিকারে অধিকার করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের আইন

তৎকালে বহু কার্য উপস্থিত হইয়াছিল। সে কার্য নির্বাহিত, একজন
 কামিন্স, তিনিই একমাত্র লোক। তাঁহার আশা হইল, প্রকৃতপক্ষে
 সে কার্য নির্বাহিত হইলে, সাধারণের মনে এই বিশ্বাস জন্মিবে যে,
 শাসন-বণ্ড পরিচালনার তাঁহার সাহায্যই একমাত্র আবশ্যক। দ্বিতীয়
 ব্যক্তি, পরন্তু উত্তরেই, উপহার ও অধিক বেতন প্রদানের অস্বীকার
 করিয়া, সৈন্তদিগের সাহায্য প্রাপ্তির আশার পরোক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে চেষ্টা
 করিতে লাগিলেন; আবশ্যক হইলে, বলপ্রয়োগ দ্বারা কার্য-সিদ্ধ হইতে
 পারিবে, তাহাদের মনে তখন সেই ভাবের উদয় হইল। কিন্তু যেরূপ
 ধর্ম্মের সহিত শের সিংহের শৈতন্য স্বয়ং উপেক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে
 অস্বীকার তৎপ্রতি সন্নিহান হইয়া তাহাতে লাগিলেন, অধিকতর উপ-
 বোধী উপায়ের আবশ্যক হইবে কিনা। তৎকালে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ-
 লক কখন যে বিষয় অবগত ছিলেন না, তাহা তাঁহাদিগকে স্মরণ
 করাইয়া দেওয়া হইল।—কামিন্সের সিংহাসনে সা-পুত্রকে পুন-
 প্রতিষ্ঠা-কর্তব্য বর্জন পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়, তাহার কয়েক
 মাস পূর্বে রণজিৎ সিংহের প্রিয়তমা মহিষী অথবা উপপত্নী স্নানী
 জিন্দান, দলৌশ নামক এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। *

সুটিন স্নানপ্রতিমিধি (সর্ব্বময় জেসারেল) কখনও যারি চাঁদ কোরকে
 তাঁহার দ্বারী ও পুত্রের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী অথবা তাঁহাদের

* Compare Mr. Clerk to Government, of dates be-
 tween the 10th Nov. 1840, and 2nd Jan. 1841. উল্লিখিত
 পত্রাদি ক্রমিক, প্রথমতঃ ১১ই ও ২৩শে নবেম্বর এক ১১ই ডিসেম্বর
 পর্যন্ত লিখিত। দলৌশ নামক কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব বিদ্যে যে,
 ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কিছুই অবগত ছিলেন না,—তাহা সত্য বলিয়া
 প্রমাণিত হয়।

রাজ্যের অধিবাসী বনিয়া বীকার করেন নাই। পরন্তু কখনোপ্রাপ্ত প্রতিনিবন্ধের দ্বারা উক্ত রাজ্যের রাজকাণ্ড নির্বাহ সম্পর্কে, মারি জেনারেল তাঁহার রাজ্যকে একতরফে ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন করিতেন; বাহা হউক, পঞ্চাশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের দ্বারা মারি-জেনারেল বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমেরিকানদের কতি-
কালের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদ্দেশ্য আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দোস্ত মহম্মদ এই সময়ে সিংহাসন-প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করেন; একসময় ইংরাজসৈন্য সাহায্যে তাঁহার সম্মুখীন হওয়ার হুঁচ সংকল্পে অভিযুক্ত সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক হইল; সুতরাং ঐজন সিংহের মৃত্যুর পূর্ব-
তিন সহস্র সৈন্য কামুল নমসোক্ষেণে কিরোজপুরে পৌঁছিয়াছিল। সাহোবের পুত্রবিবাহে এই প্রবল সৈন্য-প্রেরণের প্রতি প্রতিবন্ধক হয় নাই; কিংবা তাহার উহার বিলম্ব করিবার অবসর পায় নাই। নির্দিষ্টসময়ে সৈন্যগণ ক্রমান্বয়ে যাত্রা করিতে লাগিল; পেশোয়ারে উপ-
নীত হইয়া তাহার দোস্ত মহম্মদ বন্দী হইয়াছেন। এক-
কাল অবসর প্রাপ্ত সৈন্য দ্বারা প্রব্রী-পরিবেষ্টিত হইয়া, রাখায়ায়
আবীর, পঞ্চাশের মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তখন শের শি-
ব সাহোবের হুঁচ অবরোধ করিতে ব্যস্ত ছিলেন; তথাপি তিনি পূর্ব
হইতেই বিজ্ঞতার সহিত শিব-রাজ্যের সীমান পরপারে ইংরাজ
সৈন্যের গমনাগমনের পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সুন্দরায়
আতিথ্যনিও সম্পূর্ণরূপে অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। সুতরাং ইংরাজ
সেনাপতি অল্প উপায়ে গৃহবিজয়ের বিষয় কিছুই আশঙ্কিত পরিলক্ষিত

* Government to Mr. Clerk, 1st and 2d Nov. 1845.
- and other letters to and from that functionary.

না; কেবল সংবাদ-লেখকদিগের এচারে এবং লোকমুখে সেই সমুদায় তাঁহার নিকট ব্যক্ত হইল। *

বসন্ত, লাহোর-সিংহাসনে কে উত্তরাধিকারী হইবে, তৎসম্বন্ধে বৃটিশ পক্ষের কোনই বেতন এচার করিলেন না। কিন্তু সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, শের সিংহই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইরা-
 ক্ষেপে। তখন মারি চাঁদ কোরের মন্ত্রিগণ বুঝিতে পারিলেন, রাজা
 বীরাম সিংহের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, যুবরাজের অপ্রকৃত সত্যাধিকারে,
 এবং ইংরেজদিগের প্রভুত্ব-ক্ষমতার বাধা প্রদান করা অসম্ভব। বীরাম
 সিং কোন সময়ে মহারাষ্ট্র প্রধান মন্ত্রী লাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন
 নাই। গোলাপ সিং সর্কাপেজা চতুর ও বিচক্ষণ ছিলেন। বিচক্ষণ
 রমণীর আভাবিক জটিল শাসন প্রণালী, তিনি আপন পরিবারের উন্নতি-
 পক্ষে সুবিধাজনক বহু বিষয় বর্তমান দেখিলেন। বসন্ত: পক্ষপাতিত্ব
 দোষে কলুষিত এবং শিব-বর্ধের অনুবর্তী সাধারণ-জ্ঞান-বিশিষ্ট রাজ-
 পক্ষের শাসনে এ সকল দোষ কিছুই বর্তমান থাকিতে পারিত না। কিন্তু
 মারি মন্ত্রিগণ সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত অবস্থায় থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ
 করিলেন। বীরাম সিংহও দূরে থাকিয়া উপযুক্ত সময়ে সাহায্য প্রদান
 করিতেন বলিয়া, গোপনে শের সিংহকে আশ্বাস দিলেন। এ দিকে,
 যুবরাজ আপন সিংহাসন-প্রাপ্তি সম্বন্ধে ইংরাজ-প্রতিনিধির মতামত
 জানিতে চাহিলেন। ইংরাজগণ তদ্বিষয়ে উত্তর প্রদান করিলেন;—
 ইংরেজ প্রতিনিধি তাঁহাকে নিশ্চিত জানাইলেন—বাহারা মন্ত্রি বংশের
 কাল শিবদিগের সহিত ক্রিয়তা-দ্বারা আবদ্ধ, তাহার পক্ষাঘাত কেবল

* নক এবং সুচতুর কর্ণেল হইবার কর্তৃক প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যগণ
 পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আক্রমণ এবং শিব-বর্ধ সম্পর্কে তাঁহার মাতা
 সত্যবতীর বিশেষ প্রতিভা।

দুঃশাসন-নীতি-প্রবর্তন দেখিতে বাসনা করেন ; সুবরাজ এইরূপ উত্তর পাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন । *

মন্ডীর সাহায্যে শের সিং করেকটী সৈন্য-বিভাগ হস্তগত করিয়াছিলেন তাঁহার বিদ্রোহ ছিল, যদি তিনি সাহসে নির্ভর করিত। তাহাদের সেনাপতি হইতে পারেন, তাহা হইলে সমগ্র সৈন্য বিভাগই তাঁহার পক্ষ সমর্থনে প্রস্তুত হইবে। সুবরাজ অথবা তাঁহার প্রিয় অনুচরগণের ব্যগ্রতার সকল কার্যই অসিদ্ধিবিলাসে সংঘটিত হইল। ১৮৪১ খ্রষ্টাব্দের ১ ই জানুয়ারী যখন তিনি অকস্মাৎ লাহোর আক্রমণ করিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন ধীরেন সিং তখনও জাম্বু হইতে আসিয়া পৌঁছেন নাই ; পরন্তু তাঁহার অসমর্থিত যন্ত্রণায় বিনীতভাবে মন্ডীর পক্ষ অবলম্বন করা অশেষ, রাজ্যের সর্ববিধিত অধিকাংশী রাজ্যের অনুকূলে যুদ্ধ করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া গোলাপ সিং, মুসজ্জিত হইয়া আছেন। কিন্তু শের সিং আর অধিকতর প্রতুষ্ক-শক্তি পরিচালনা করিতে পারিলেন না ; তাহার আর কোন ক্ষমতা রহিল না। নিজেও আর যৈষ্ঠাবলম্বন করিতে পারিলেন না। সুতরাং অসিদ্ধিবিলাসেই এবল সৈন্যদল হুর্গত করিতে অগ্রসর হইল। গোলাপ সিং কিছুকাল প্রতীক্ষা করিতে বসিলেন, এবং তাহানিকটে শত্রুতাচরণ পরিচয়্যাপ করিতে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু তাহাতে কোনই ফলসত্ত্ব হইল না। ১৬ই জানুয়ারী ধীরেন সিং এবং প্রধান প্রধান রাজগণের অনেককেই আসিয়া পৌঁছিলেন ; দুই মাসে বিলম্ব হইয়া, তাঁহারা কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিলেন। পরিশেষে বিদ্রোহী সৈন্যগণ হইয়া গেল ; যারিকে সকলেই বাহ্যিক সম্মান প্রদান করিলেন। তিনি একটা ব্রহ্ম সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু

* See Mr Clerk's letters to Government of Dec. 1840 and Jan 1841, generally that of the 9th Jan.

শের সিং পঞ্চাবের মহারাজ বসিয়া বোম্বিত হইলেন; বীরাম সিং শের খান সাম্রাজ্যের উত্তীর্ণ-পথ লাভ করিলেন; মাসিক এক টাকা হারে হারীকশে সৈন্তাদিগের বেতন বর্ধিত হইল। সিংহান-প্রশাসন সুকল; তাহার নতন মহারাজের অধিরাজ্য হইবে। উত্তর সিং ও অজিত সিং সর্ব প্রথমে নামা উপায়ে রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া, পরিশেষে উৎসাহদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেহমা সিং নামক আর একজন প্রধান ব্যক্তি, কুলু এক মণ্ডির পার্শ্বভা প্রদেশে যে স্থল সৈন্তবল পারিচালনা করিয়াছিলেন, তৎ-সঙ্গে রাজধানীতেই রহিলেন। *

শের সিংহকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে, সৈন্তগণ বীড়িত হইয়াছিল। কিন্তু সৈন্তরূপে তাহাদিগকে পরিচালনা করিবার, অথবা প্রজারূপে তাহাদিগকে শাসন পালন করিবার ক্ষমতা তাঁহার আদৌ ছিল না। সুতরাং তাঁহার অক্ষমতা সুকিয়া, এবং আপনাদিগের ক্ষমতার ও বীরত্ব বিবাসবাস হইয়া, যে সকল কর্তৃত্বাশ্রিত তাহাদিগের শত্রুতাভরণ করিয়াছিল, অথবা নৈমিকবিভাগের হিসাব-নিকাশ-কারী যে সকল কর্তৃত্বী প্রভাবশালীক তাহাদিগকে বেতনলাভে বঞ্চিত করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা তৎপ্রতিফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা বহু দর বড়ী লুণ্ঠন করিল, কতকগুলি নির্দোষী ব্যক্তি নিহত হইল। কয়েকজন ইউরোপীয় কর্তৃত্বী এইরূপে তাহাদের বিরাসভাস হইয়াছিলেন; সন্তান ও সংস্কারসম্পন্ন উদার-চেতা জেনারেল কোর্ট প্রাণতরে পলায়ন করিলেন; কল নামক একজন সাহসী ইংরাজ যুদ্ধে অতি নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। একমাত্র রাজধানীর

* See Mr. Clerk's letters, of dates from 17th to 30th Jan. 1841.



মহারাজ শের সিংহ ।

[৪৭৬ পৃষ্ঠা ।]

সৈন্তগণের মধ্যেই এই অভ্যুত্থান-উদ্ভবনা আবৃত ছিল না, কেবল পূর্বদিকের পার্শ্বভ্যে এসেছেই ইহা বিদ্রুত হয় নাই। সৈন্ত কাশ্মীর ও পেশোয়ার পর্যন্ত বিদ্রুত সমগ্র এদেশে সে অভ্যুত্থান-উদ্ভবনা প্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত স্থানে তদ্রূপ শাসন-কর্তা মিহান সিং, সৈন্তগণ কর্তৃক নিহত হইলেন, এবং পেশোয়ারে জেনারেল এড্‌মন্টসন এই বিপদাপন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তিনি কাব্য পরিত্যাগ করিয়া আলাপাবাদে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিলেন। * তখন সকলের বিশ্বাস জন্মিল যে, সৈন্তগণ কেবলমাত্র আপনাদের অন্তর্ভুক্ত এতদঞ্চল এখান করিয়াই নিবৃত্ত হইবে না; যেন হইল, তাহার। সর্বসাধারণের ঐক্য-সম্পদ সৃষ্ট করিবে, এবং রাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হইবে। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার, শতাব্দের উত্তর পার্শ্বের অধিবাসিন, আত্মত্যাগ এক বিবয় বিশৃঙ্খলা পতঙ্গোলার সত্যাবসার, পূর্ব হইতে সতর্ক হইয়াছিল; মালগুদাম পূর্ণনের আশঙ্কা করিয়া, অতঃপর ঐক্যশালী ব্যবসায়গণ পূর্ব হইতে ইংরাজ-সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। শের সিং অত্যধিক ভয়ে আহুল হইলেন; তৎকর্তৃক যে শক্তি উদ্বীণ হইয়াছিল, যে শক্তির পতিরোধ করিতে তিনি অপরাধ হইয়াছিলেন, সেই দুর্ভাগ্যের শক্তির ধ্বংস সাধনে উদ্যোগী হইতে তিনি কাপুরুষের ন্যায় ইংরাজকে অনুরোধ করিলেন; সেই ইংরাজ এতিনিতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি সন্নিধান হইয়া আসিতে চাহিলেন যে, এই অভ্যুত্থান-সূত্রে, তাঁহার রাজ্য-সোণের এক ইংরাজসৈন্যের সহিত মিত্রতা অবসানের কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে কি না? ইংরাজ এই বিশৃঙ্খলা অভিশয় কৌতু-

* Compare Mr. Clerk to Government, 26th Jan., 27th and 14th Feb., 28th April, and 30th May, 1841.

কল ও উদ্দেশ্যের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। একদে, কল সহরাণি ও মগর সমূহ লুণ্ঠনের সভাবনা দেখিলেন, এবং জনগণ-একদে অত্যাচার স্রোতে প্রবাহিত হইল, তখন দুসভা ও কহতা-শালী রাজ-শক্তির কর্তব্য-প্রশ্ন বক্তাই কসামাথে আশ্রিত হওয়ার, এই অত্যাচার-অবিচার নিবারণের জন্য উক্ত যোল উঠিল; কিন্তু যে সকল উপায়ে সে অত্যাচার নমনের বিষয় অভিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা বিরুদ্ধ-বন্দীকোত্ত ও পরস্পর-বিরোধী। এতঃ সত্ত্বেও, সৈন্তগণের মধ্যে এক দিকে যেমন বিশ্বাস উৎসাহিত হইল, অন্য দিকে তেমনি রাজ্য বিস্তারের উৎকর্ষ লালসা বলবতী হইয়া উঠিল। সৈনিক-পুঙ্খ-হিসাবে শিখজাতির নিরু-ইতা সম্বন্ধে কৃত্রিম বিশ্বাস তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইল; আশুর রাজগণের পার্বত্য সৈন্তের প্রেরণ বিধে তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিল; তৎকালে, একমাত্র আশুর সর্দারগণই কর্ণচরী ও ভূতাপনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরাজ কর্তৃপক্ষীরাগণের ধারণা,—কৃষিজীবী শিখজাতি হঠাৎ এইরূপ প্রভুত লাভ করিয়াছে; এবং কর্তৃহানির আশঙ্কার উদ্ভবিত ও উন্নত না হইলে, তাহাদের বীরত্ব ও স্ববিশ্বাসতা সন্দেহ-মূলক। কিন্তু রাজপুত্রগণের একমাত্র প্রাচীন নামই, কতিপয় সাহসিক রাজার অসংখ্যক অহুতগণের সর্গবিশ বীরত্বব্যক্তক। হুতরাং বির-সহরের বুদ্ধ দিনের পূর্ব পর্যন্ত, ইংরাজ সনাতনগণের মনে শিখগণের সর্গে একটা ভ্রম ধারণা বদ্ধমূল ছিল; তাহাতে তাঁহাদের উদ্বেগ-অজিত হইয়াছিল। *

* শিখসৈন্তের অহুগতে আশুর রাজগণের এবং পতাবের অন্তর্গত পার্বত্য রাজগণের সৈন্তসংখ্যা পঞ্চদশ লাখ ভ্রম বৃদ্ধি হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১৭। আশুরারী এবং ১৮ই এপ্রিল, খ্রি। স্মার্ক নির্দিষ্ট পার্বত্যের সৈন্যগণ, তাহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই সংস্কার

এইরূপে ইংরাজগণ কোন না কোন কার্যে নিরীহের অন্ত সন্ধান
হইলেন। ইংরাজদিগের এক জন এতিমিহি কানুনে সা-সুজারকে সম্মতি
পাশে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; এই সময়ে বর্ণাশ্রম সিন্ধের
শেখ উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হওয়ার তিনি বিশেষ সুবিধা পাইলেন। তিনি
প্রচার করিলেন,—সারহরের সহিত পূর্বে যে সন্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে
তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে। এইরূপে ইংরাজ পৰ্বণমেন্টের
মনোভাব ব্যক্ত করিয়া, তিনি পেশোয়ার আফগান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত
করিতে চাহিলেন। এই অবিস্মৃতিকারিতার জন্য, ব্রিটিশ পৰ্বণমেন্ট তাঁহাকে
বিশেষ তৎপরতা করিলেন হুটে; কিন্তু শিখদিগের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস-
ভাঙকতার ভাব প্রকাশ না করিয়া, ভবিষ্যতে সিদ্ধীপুর ও ডেরাজাত ও
পেশোয়ার, হীনবল হরাণী-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার আশায়, ব্রিটিশ পৰ্বণ-
মেন্ট উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন—সিদ্ধানওয়ারা
সন্ধিরূপে এক সাংসার রাজগণ কর্তৃক অনতিবিলম্বেই শিখরাজ্য নিশ্চয়ই

৮ই ও ১০ই আগ্রারী এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ই আগ্রারী, ১০ই
ফেব্রুয়ারী এবং ২৩শে এপ্রিলের পত্রেও তাহার উল্লেখ আছে। নিঃ-
সন্দেহে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্যমিহি। তিনি বলিয়াছেন,
শিখজাতি পার্শ্বদেশ-অধিবাসীদিগের ভয়ে সন্ত্রস্ত; পার্শ্বভীরুগণ শিখ-
জাতি অপেক্ষা অধিকতর সাহসী। শিখজাতি যে আফগানদিগকে দমন
করিতে পারে না, রাজপুতজাতি সে আফগানদিগকে দমন করিতে
সমর্থ। কিন্তু বলতো তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, একদমতাবীর মতেরই
প্রাচীন রাজপুতগণ, উখানবীল ও বরহাটা উত্তর জাতির বিরুদ্ধে
বলত্যা স্বীকার করিয়াছিল। এমন কি, পক্ষা হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত
সমগ্র হিমালয় প্রদেশের বিজাতীয় রাজগণ, শিখদিগকে রাজত্ব প্রদান
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হই তাহা বিতৰ্ক হইবে। * ভারতীয় সাম্রাজ্য এক বীজ এইরূপ
প্রাণীভূত বিচ্ছিন্ন হইবে, শতক্ৰ উপর ইংরেজ রাজ-প্রতিনিধি
তাহা কখনও মনে করেন নাই। অগ্নি আপন ক্রান্তিপূৰ্ণ,
সৈন্যদের শিক-চাক্ষুৰ্য্য এবং ইংরাজ নামের সহজে বিধ্বাস স্থাপন
করিয়াই, চতুর্ভুজ অধিক বিদ্রোহী সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিতে, তিনি
কেবলমাত্র স্বাধীন সহস্র সৈন্য সমভিযাহারে শিবস্বাধীন্যী অতি-
মুখ্য বুদ্ধ ব্যতীত মনহ করিলেন। † তাহার উদ্দেশ্য,—পঞ্জাবে শান্তি ও
শৃঙ্খলা স্থাপন, শেষ সিংহের দ্বারী প্রভুত প্রতিষ্ঠা, শতক্ৰ পূৰ্ব উপ-
বর্তী সাম্রাজ্যে ইংল্যান্ডের প্রভুত বিস্তার, এবং সাধারণ প্রাণের
পূরতার স্বরূপ চরিত্র লক্ষ স্বৰ্ণমুদ্রা প্রদান করা। এতদ্ব্যতীত তিনি
মুষ্টিসের সৈন্য সমভিযাহারে, শিব-সৈন্য-সাম্রাজ্যে কল্ল প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন। (বল্লম ওঁৎপ্রাণ ও ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে তাঁহার অগ্রসর
হইলেন, তাহাতে মহারাজ মনে করিলেন, প্রজাপতির হস্তেই তাহার
মৃত্যু অবধারিত; কিন্তু প্রাণের হস্তেই সাম্রাজ্য অবশ্যস্তারী। ‡ নব্বয়

* See especially Government to Sir Wm. Mac-
naghten, of 28th Dec. 1850 in reply to his proposals
the 20th Nov. নব্বয়-জেনারেল প্রতিশ্রুত করিয়াছিলেন, কোন একজন
নির্দিষ্ট রাজ্য সহিত সন্ধি হয় নাই; পরন্তু শিবস্বাধীন্য সহিতই সেই
সন্ধি হইয়াছিল। যে পক্ষ এই বৈতর্ক্য কর্তব্য পালন ও দারিদ্র্য
অনুসারে কার্য হইবে, ততদিন ঐ সন্ধি-সত্ত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে:—নব্বয়
জেনারেলের এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বটে।

† Mr. Clerk to Government, of the 26th March
1849.

‡ বলা শেষে সিং বিঃ স্বাক্ষর প্রকাশ অবশ্য হইল, কবিতা হয়, তিনি

হীরা সিং আপন কার্যকর শ্রেণে আশাতিরিক্ত বল লাভ করিলেন। যে
প্রণালিতে রাজকাৰ্য্য পরিচালিত হইত, তাহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ও অসাধারণ
সক্ষমতা ও ক্মতা প্রমাণিত হইত। কিন্তু উপযুক্ত দান ও প্রীতিজনক
সভাধনে রাজা তাঁহাকে প্রশংসা করিতেন। আলি নামক একজন সাক্ষ্য

নিম্নলিখিত পত্রাদি লেখ্য :—Lieut-Col. Richmond to Govt.
of the 7th April, 3rd and 27th May, 25th July, 10th
Sept. and 5th and 25th Oct. 1844 ; and of Government
to Lieut-Colonel Richmond of the 19th and 22nd April,
17th May and 10th August of the same year.)
ব্রিটিশ বিচারালয়ে কোন সম্পত্তির মালিকানাধীন বসতি-বিষয়ক যে
নীতি বিধিভেদ রহিয়াছে ওকালতের, এবং শাসনের ও শাসনের আইন-
সারে, উত্তরাধিকারিত্ব সাধারণ ও ব্যক্তিগত জন্মের মধ্যে কোনই পার্থক্য
কাজিত হয় না। বরং অসাধারণ অগ্রাধিকার বিচারাদির আইনানুসারেই
প্রধানতঃ এই ব্যবহারিক প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, মৃত ব্যক্তি যে
জাতীয় এবং যে প্রদেশের অধিবাসী, সেই জাতি ও দেশের প্রথা অনু-
সারে সেই মৃত সম্পত্তির বিতরণ ও তাহার ব্যবস্থা-বন্দেবস্ত হইবে।
সচরাচর যখন বিরোধী ব্যক্তিগণ একই বিদেশী রাজ্যের প্রজা হয়, তখন
বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সত্ৰাটের হস্তেই উহা সমর্পিত হইয়া থাকে।
তখন এই হেতুবাদ প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, বিরোধী দ্বন্দ্ব পক্ষদ্বয়ের
মধ্যে উত্তরসূর্যে সীমাবদ্ধিত হইতে পারে, এবং প্রত্যেক পক্ষনকর্তাই
দায়বান ও বিচারকম।

যক্ষাধীন হুঁত্রে, একজন নিম্নতম রাজস্বাধী সম্পত্তিতে একজন
দ্বন্দ্বিত্ব বিবাদ-রাজ্যের অধিকার-মত মানিয়া লইতে অধীকার কন্যার
গত বসতি-এক কলিকাতার আইন-ব্যবস্থাপক ও বিচারপতিগণ

পণ্ডিত সমুদায় উপায় নির্দেশ করিতেন; তিনি এক হিসাবে জামু
ব্রাহ্মণের পারিবারিক পুরোহিত, এবং বীরসিংহের পুত্রদলের
শিক্ষক ছিলেন। এই বৃদ্ধ এবং হুয়াকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি, যুবক বীরসিংহ
উপর সর্বপ্রকার প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন, এবং বাহাদুর প্রবলিং

অনেক। ইউরোপের তির-আতি-সম্পর্কীয় আইনের অসম্পূর্ণতাই
সর্বকথ্যভাবে আধিক্যের নিদানীয়। অধিকন্তু এই সম্পত্তিতে কোন
ব্রিটিশ প্রজা অথবা আশ্রিত ব্যক্তিই দাবি করে না; ড্যাটেল
এই নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন যে, একজন বিদেশীয় ব্যক্তির
সম্পত্তি ভারতীয় জাতীয় ঐক্য সমষ্টির অংশ নহই; এবং ঐ
ব্যক্তির বিদেশীয় আইনানুসারেই উক্ত সম্পত্তির সমস্ত দ্বিতীকৃত
হওয়া আবশ্যিক। (Bk. ii. chap. viii, sects 109 and 110);
কিন্তু যে স্থলে প্রত্যক্ষ অথবা সাধারণ পক্ষপাত (মোকদ্দমাকারী)
প্রতিবাদী, বজায়মান অংশে (Section) কেবলমাত্র সেই সকল
ঘটনা বা মোকদ্দমার কথাই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু মিটার টিটি
১০০ ধারার মোটে, (ed. 1834) দেখাইয়াছেন যে, বিদেশীয় সম্রাট-
গণ অন্ততঃ ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ প্রজার নামে মোকদ্দমা আনিতে পারেন
বা অভিযোগ করতে পারেন।

জামসেৎজি বার্নিয়ারের (বা কংগ্রেস ইন্ডিয়ানদের) রাজ্য ও ঐক্য বিষয়ক
প্রাচ্যদেশে প্রচলিত আইন-ন বার্নিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখা যায়।
(“Bernier's Travels,” i, 145-137) এখানে সর্বসম্মতের সম্পূর্ণ
কথ্য অধিকার। বৃহত্তর ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র জীবিতকাল পর্যন্ত সম্পত্তি-
গত ভোগদখল করিতে পারিবে, এবং কপনতা বা প্রজা-পৌত্রের দ্বারা
ভাড়া বা বে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, তাহা সাম্রাজ্যের সম্পত্তি।
সামান্য ব্যক্তি এবং একজন বিচক্ষিত সম্রাটের মধ্যে ভাড়া বোনে

সিংহের অশেষ অনুগ্রহে তাজম হইয়াছিলেন, সেই শিবানন্দের উপরও তিনি সেইরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিডেন। একে বোধ হইল, কোন শিকড়ই সমাসদ হইয়া আবেশ প্রচার করায়, সেজন্য দুই করিয়া, শাসন কর্তৃপক্ষকে পরাজিত করিল। ক্রমে লালসা হুজি হইল, এবং দক্ষিণাত্যের অশিক্ষিত মাসহাটীগণের মধ্যে যেমন তাঁহারই স্বত্বাধীন এক ব্যক্তি কিছুকাল পূর্বে খড়ম্ব একটা রাজবংশ স্থাপিত করিয়াছিল; বোধ হয়, তিনিও তেমন পলাতক অশিক্ষিত এবং কষ্ট-সভিসু 'লাঠি' অধিবাসিনীদের মধ্যে "পেশোয়ার" রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে সুনির্ভে পরিয়াছিলেন যে, শিব সৈন্তকে সমস্ত রাধিরা তাহাদিগের দ্বারাও কাণ্ডোদ্ধার করিত হইবে। কোন কারণবশতঃ তিনি রাজ্যের অধিকাংশ নামমাত্র শাসনকর্তাদিগের প্রকৃতি ও শক্তি-সংঘর্ষে স্থগা প্রকাশ করিডেন। তাঁহার উপলব্ধি হইল,—রাজ্য গোলাপ সিং রাজ্যের অধিকাংশ রাজস্ব শোষণ করিয়া, অসীম শক্তি ও প্রভুত্ব হলে

অথবা তাহার প্রভাবনা সম্বন্ধে বিচার করা কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু রাজস্বের ও বিদ্রোহ সংঘর্ষে সন্ধিবদ্ধ রাজ্য এবং রাজ্যের প্রভাব মধ্যে বিচার কালে, কোনই ক্রেশ বা বিঘ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। যে পক্ষক্ষেপে তাহাদিগকে পরিভ্রাম করিয়াছে, তদ্বিক্রমে কোন পলাতক রাজস্বের অথবা দেশহিতৈষী ব্যক্তি বড়লত করিয়া তাহাদের আশ্রয়-স্থল অনুসন্ধান করিতে সক্ষম নহে। যে রাজ্যের অনুগ্রহে তাহারা প্রতিপালিত এবং এতদূর অনুগ্রহীত হইয়াছে, অবস্থায় এবং দুর্বলীর কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে, তাহাদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া স্থানান্ত-রিত করিয়া নির্ভিক ব্যক্তিদগ রাজ্যের প্রভাবনা বিধান না করিতে পারে, এই নীতি বিবৃত হইলে, তাহা নিবারিত হইত।

এখান রাজশক্তিরে অতি ভয়ঙ্কররূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন।
 প্রথমতঃ, সৈন্ত-সম্প্রদায়ের ঘেতন নিয়মিত রূপে পরিশোধ করিয়া
 তাহাদিগকে সমুদ্র কংই প্রথান আবৃত্তক। অতএব পণ্ডিতপ্রবর
 নিম্নোক্তে সর্দারদিগের কড়কগুলি জাগরীত সত্ত্ব রক্ষিবার প্রচাস
 পাইলেন। পরিশেষে সৈন্তগণকে জাগর বিরুদ্ধে যুদ্ধবাহার আবশ্যকতা
 বুঝাইয়া, তিনি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গোলাপ
 সিংহকে ডক প্রার্থন করারও তাঁহার যে কোন কারণ ছিল না, তাহা
 নহে; সেই অবশেষে রাজা সম্প্রতি রাজা হুচেং সিংহের সহস্রার
 রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, তিনিই
 ঐ সম্প্রতি একমাত্র উত্তরাধিকারী। *

সর্বপ্রকার কারণেই জালায় বীরত্ব ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া
 গিয়াছিল। কিন্তু কোন কোন সময়ে তিনি অতি অবিস্ময়কারীরা হার
 কাণ্ড করিতেন এবং একই সময়ে অসংখ্য কাণ্ড সাধনে চেষ্টা
 চাইলেন। সম্ভবতঃ তিনি শিখদিগের প্রকৃতি সম্যক উপলব্ধি করিতে
 পারেন নাই, এবং হুচেংর গোলাপ সিংহের প্রতিও তিনি তাহা
 প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হুচেং সিংহের জাগরীত সহ
 তাঁহার (হুচেং সিংহের) ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত অংশ বিভাগ করিয়া
 লইতে রাজা বাধ্য হইয়াছিলেন। † এদিকে কতে বঁ। টোয়ানা পুনরায়
 ডেরাজাতে এক বিদ্রোহ আরম্ভ করিলেন; ‡ চতুর্থ সিং জাতারিয়া

* ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট এবং ১০ই অক্টোবর, গবর্ণমেন্টের
 বরাবর লেক্টেন্যান্ট কর্ণেল রিচমণ্ড যে পত্র লেখেন, তাহাই উক্ত।

† ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০শে অক্টোবর, লেক্টেন্যান্ট-কর্ণেল সিবিল গবর্ণ-
 মেন্টের পত্র।

‡ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন, গবর্ণমেন্টের বরাবর লেক্টেন্যান্ট-কর্ণেল
 রিচমণ্ডের পত্র।

রাওয়ালপিন্ডির দিকট অবস্থান করিলেন ; * এবং পণ্ডিত জালা বাহাকে ধরৎস করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই হুতুদর ও বহবশী রাজার উদ্দেশ্যে-জন্য কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ মুসলমান আভিজাত্য উৎসাহিত হইয়া বিদ্রোহ বহু প্রজালিত করিল । † পেশোয়ারা সিং এই সময়ে পুনরায় পঞ্জাবের রাজ্য লাভের আশা করিলেন ; গোলাপ সিং তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিলেন ; তখন এইরূপ দুর্দান্ত ব্যক্তির সহিত সন্ধি-স্থাপন ও মিত্রতা বন্ধনের আবশ্যকতা পণ্ডিত জালা বুঝিতে পারিলেন ‡ হুতুদার তদনুসারে এক সন্ধি স্থাপিত হইল, এবং রাজা তাঁহার পুত্র সোহাব সিংকে লাহোরে প্রেরণ করিলেন । § তখন পেশোয়ারা সিংহের সকল আশাই নির্মূল হইল, এবং তিনি নিরাপদের জন্য শতক্ষর দক্ষিণ তীরে পলায়ন করিলেন । ¶

* ১৮৪৪ খ্রষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর গবর্ণমেন্টের বরাবর লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রিচমন্ডের পত্র জটব্য ।

† ম্যাজর ব্রডফুট লিখিত গবর্ণমেন্টের পত্র ; তারিখ ১৮৪৪ খ্রষ্টাব্দের ২৪এ নবেম্বর ।

‡ ১৮৪৪ খ্রষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর গবর্ণমেন্টের বরাবর লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রিচমন্ডের এবং ৬ই ফেব্রুয়ারি ২৪এ নবেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র জটব্য ।

§ ১৮৪৪ খ্রষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর গবর্ণমেন্টের বরাবর রিচমন্ডের এবং ১৮৪৪ খ্রষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর ও ১৬ই ডিসেম্বর ব্রডফুটের পত্র জটব্য ।

¶ গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র ; ১৮৪৪ খ্রঃ, ১৪ই ও ১৬ই নবেম্বর, (Major Broadfoot, to Government, 14th and 18th Nov, 1844.) লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রিচমন্ডের পত্র, ১৮৪৪

পণ্ডিত জালা আরও ভ্রমে পণ্ডিত হইলেন। শিখগণ কেবল যে এক গোলাপ সিংহের প্রতিই অধিবাসী ছিল, তাহা নহে; বরং তাহারা যে ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন-বর্গাবলগ্নী এইতরকর প্রতি স্বীকৃতিদ্বারা পণ্ডিত জালা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কেবলমাত্র এখানে এখানে ব্যক্তকে ধরেন করিতে চেষ্টা করিয়া, তিনি বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সে সকল ব্যক্তিও সৈন্যদলের সমাজীয় ও স্ববর্গাবলগ্নী শিখ জাতি; এবং ‘খালসা’ নামে কি ধনী, কি দরিদ্র কি উচ্চ, কি নীচ—সকল ভ্রমের ব্যক্তিই একতা-মূর্ত্তে আবদ্ধ হইতে পারে। তিনি হুনিপুত্র ও কস্তানপত্র সর্দারদিগের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিতেন না। ১৮৪৪ খ্রষ্টাব্দের মার্চ মাসে তীর্থযাত্রার জ্ঞাপন করিয়া, লেহনা সিং যতিবিরূপ পঞ্জাব পরিভ্রমণ করিয়া যান; তখন যোগ্য ব্যক্তির অভাবে জাম্বুদ্বীপের অন্তরে ব্রাহ্মণবংশীয় জাল সিং নামক একজন অবাধ্য ব্যক্তিকেই এখানে পদে উন্নীত করা হয়। কিন্তু এই ব্যক্তি অনন্তপথে অসচ্চরিত্রা রাণী কিশোরীর নীচ প্ররক্তি উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন,—পরে তাহাই বুঝা যায়। পণ্ডিত-এবং পুনরায় স্বাভাবিক উচ্চ-প্রকৃতি হেতু অধৈর্য হইয়া, মহারাণের

খ্রষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর ম্যাজিস ব্রডফুট সীমান্ত প্রদেশের এজেন্টের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পেশোয়ারা সিংহকে সম্বর্জন করিয়া, তিনি তাহাকে মাসিক এক হাজার টাকা হিসাবে মাসহারা প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তৎকালিক অবস্থা বিবেচনায় তাহার এক কাষ্ঠ অতি গ্রহিত হইয়াছিল।

* লেহনা সিং যথেষ্ট হস্তিধারে, তৎপরে বাদশাহীসৈন্যে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি দয়াদাস, অধরাস, এবং কলিকাতা পরিদর্শন করিলেন। যখন শিখদিগের মধ্যে বৃহৎ উপহিত হয়, তখন লেহনা সিং পেশোয়ার হানে যান করিতে সক্ষম হন।

মাতার প্রতি অসহনশূনক বাস্তব প্রয়োগ করিতে সাবসী হইলেন; এবং রাণীর ভ্রাতা জোরাহির সিংহের প্রতি অবমাননা ও ঘণা প্রকাশ করিতেও তিনি কুন্তিত হইলেন না। হঠকারী সৈন্তগণ যোবণরাবণ রুমণী এবং দুর্ভাগ্যবান জোরাহির সিং কষ্টক উত্তেজিত হইল। পূর্বসত্তা সর্দারগণের অথবা নিধন-দায়ে; খালসার মতান-সন্ততিগণ পূর্ণ হইতেই উত্তেজিত হইয়াছিল, এখন মহামহিম মহারাজের বিবধা পত্নী তাহাদের নিকট সকলই সত্যময়ে নিবেদন করিলেন। তখন হীরা সিং ও পণ্ডিত উভয়েই মূগেতে পারিলেন, তাহাদের পাননভাঙ্গর অবসান হইয়া আসিয়াছে। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে তাহারা উভয়ে রাজধানী হইতে অকস্মাৎ পলায়ন করিয়া শিব-সৈন্তের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কাম্বুতে পৌছার পূর্বেই তাহারা ধৃত ও নিহত হইলেন। তাহাদের সহিত মন্ত্রী ভ্রাতা মোহান সিং এবং নিজখী মেনাপতি লাভ সিং মৃত্যুমুখে পতিত হন। পণ্ডিত আলান পরিণাম স্বরণ করিয়া সবলেই ঘণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু হীরা সিংহের মৃত্যুতে কতকটা শোক-চিহ্ন প্রকাশিত হইল। কারণ, তিনি কাম্বুতে তাহার মৃত্যুর অভিযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পবিত্রভাবে ও মায়াধার সহিত তাহার বংশগত মহত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন।*

হীরা সিংহের পানন-প্রণালী হঠাৎ ভগ্ন হওয়ার কিছুকাল রাজ্যমধ্যে বিপুল আতঙ্কিত হইল। বোধ হইল, রাজ্যমধ্যে যেন দারিদ্র্য-আন-সম্পদ কোন প্রধান ব্যক্তি বর্তমান নাই। কিন্তু পরিশেষে

* ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এবং ২৬শে ডিসেম্বর, পূর্বসৈন্তের সর্দারগণ
মাজর ব্রডফুটের পত্র। (Compare Major Broadfoot to
Govt. 24th and 28th Dec. 1844.)

ক্রমশঃ বুঝা গেল যে, জোরাহির সিং এবং রাণীর প্রিয়-পাত্র
লাল সিং—উভয়েই শাসন-কর্তৃদ্বয়ের মধ্যে অত্যধিক ক্রমতাশালী ও
ইতিমধ্যে পেশোয়ারা সিং ইংরাজদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া-
ছিলেন। যখন তিনি শত্রুকে অতিক্রম করিয়া পলায়ন করেন, তখন
তিনি ইংরাজদের তত্ত্বাবধানের ও আতঙ্কধানে সংস্থাপিত হন : কিন্তু
সেই মুহূর্ত্তে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রমতা লাভের জন্য কোনই চেষ্টা করেন
নাই। বাহারা হীরা সিংহের প্রতি তাঁহার অস্ত্রের প্রতিশোধ এত
অমানুষিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি তাহাদেরই পক্ষ অবলম্বন
করিয়াছিলেন।† প্রভুত্ব ও সু-কার্যের পুরস্কাররূপ সৈন্তগণের
মাহিনা মানিক আট আনা হারে আরও বর্ধিত হইল। তাহারা অনেক
আরবীর ফিরি। পাইল, এবং গোলাপ সিংহের বিরুদ্ধে পুনরায় বড়বড়
আরম্ভ হওয়ার, রাজ্যের বিভিন্ন পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণের ধন-লালসা
এবল হইয়া উঠিল : কাশ্মীরের পার্শ্বতা এদেশে অশান্তি প্রাপ্তি

* ১৮৪৪ ইষ্টাকের ২৪শে ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে পদার্থমেন্টের
বরাবর ম্যাজর ব্রডফুট যে পত্র লেখেন, এখানে তাহাই উঠব্য।
(Compare Major Broadfoot to Govt., 24th and 28th
Dec. 1844.)

† ১৮৪৫ ইষ্টাকের ৪শে জানুয়ারী এবং ১৮৪৪ ইষ্টাকের ২৮শে
ডিসেম্বর পদার্থমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুট যে পত্র প্রেরণ করেন,
তাহাই উঠব্য। (Compare Major Broadfoot to Govern-
ment 24th Dec. 1844, and 4th Jan, 1845.) ম্যাজর ব্রড-
ফুট বলেন, জোরাহী মানে ক্রমতা ও প্রভুত্ব গ্রহণের জন্য যুবরাজ প্রস্তুত
ছিলেন।

‡ ১৮৪৫ ইষ্টাকের ২রা জানুয়ারী, এবং ১৮৪৪ ইষ্টাকের ২৮শে



ब्राह्म लाल सिंह ।

[२०२ पृष्ठा]

হইল; বিশেষী করে খাঁ অনুগ্রহ ভাজন হইলেন। তখন সমস্ত আফগান-শক্তির আক্রমণ হইতে পেশোয়ার নিরাপদ হইল বটে; কিন্তু ভবিষ্যৎ পাওয়া গেল যে, গোলাপ সিং সাহায্য প্রদানের স্বীকার করিয়া, পরাজিত বাক্যক আরবিনিকে উদ্ভিজিত ও উৎসাহিত করিতেছেন। * প্রত্যেক গবর্ণমেন্টেরই সৈন্য নিমুক্ত রাখা প্রধান কর্তব্য; যাহাতে লালসা পরিতৃপ্ত হয়, অথবা প্রতিপক্ষ গ্রহণের উপায় বর্তমান তাহা সকলের পক্ষেই বিশেষরূপে আনন্দদায়ক; অতএব শিখ-সৈন্য দ্বর্ষোৎসাহ হইয়া আসির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিল।†

গোলাপ সিং তাঁহার সৈন্যদলের আপেক্ষিক নিরুপ্ততা সম্বন্ধে সকলই জানিতেন। এক্ষণে তিনি সর্বপ্রকার কোণাল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। গোলাপ সিং, সৈন্যদলের 'পকার'বাদের মধ্যে অকাঙ্ক্ষিত স্বর্থলাভ করিলেন; ব্যক্তিগত সম্মান প্রদর্শন করিয়া, তিনি সেই কমিটি সমূহের সদস্যগণকে সম্বৃত্ত করিতে লাগিলেন, এবং রাজত্ব ও প্রভুত্ব লাভের আশা দেখাইয়া, পুনরায় তিনি পেশোয়ারা সিংহকে

ডিসেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র: (Compare Major Broadfoot to Government, 24th Dec, 1844, and 2nd Jan, 1845.)

* ১৮৪৫ ইষ্টাকের ১৫ই জানুয়ারী গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 15th Jan. 1845.)

† লাহোর কোর্ট গোলাপ সিংহের সহিত বৈরুপ সর্ভ-কন্দোবস্ত করিতে প্রীকৃত হইয়াছিলেন, সৈন্যগণ সে সমুদায় সঙ্কট অর্থাকার করিল। (১৮৪৫ ইষ্টাকের ২২শে জুন, গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র:—Major Broadfoot to Government, 22nd June, 1845.)

উত্তেজিত করিলেন। যে সমুদায় সৈন্য তাঁহার নিকট বশ্তজ পীতলের উপযোগিতা ও দার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছিল,— যাহারা তাঁহাকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি সেই সৈন্যগণকে পারিতোষিক প্রদানে প্রোত্বেজিত হইলেন। তিনি পরিবারবর্গের সর্বস্বাধারণের অধিকৃত সম্পত্তির নিদিষ্ট কিসদান প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং রাজস্বও স্বল্প ৩৫,০০,০০০ পর্যন্ত লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। * কিন্তু যখন অস্বীকৃত দান প্রত্যাহৃত হইতে চলিল, তখন লাহোর ও আশুর অনুচরবর্গের মধ্যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, এবং পরিণামে তাহা সাংঘাতিক সংঘর্ষে পরিণত হইল। পরিশেষে ফতে সিং দান নামক জনৈক বুদ্ধ শিখরাজ ও বুচনা নামক আর এক ব্যক্তি পথিমধ্যে আকোশ হইয়া নিহত হইলেন। † যাহা প্রথমতঃ বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রেরণার অসি-বেগের প্রতিবাদ করিলেন: তৎকালে তিনি বুচনা ব্যতীত অন্য কাহারও জীবন সংহার করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও সম্ভব নহে। তিনি বুচনকে দান কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং একমাত্র বুচনাই তাঁহার বৈতণ্যদির পরিমাণ অবগত ছিলেন। বাহা হউক, শিখদৈন্য এই কার্যে অধিকতর উত্তেজিত হইল; গোলাপ সিং দেখিলেন, আশু-সুঠন পরিহার করিতে হইলে, বশ্ততা স্বীকার করা

* ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ দরবারেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 11th March, 1845.)

† ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩য় মার্চ দরবারেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 3rd March.

জিহ্বা অন্য কোন উপায় নাই ; বাহা হউক, গোলাপ সিং দুইটা ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে কতকাংশে স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হইলেন। তিনি তাহাদের শিবিরে সম্মিলিত করিলেন, এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে একরূপ বন্দী অবস্থায় লাহোর উপনীত হইলেন। উৎপাদি তিনি সমগ্র দেশের মন্ত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশায় একেবারে নিরাশ হইলেন না ; কারণ সমুদায় শিখ-সৈন্য মনে করিল যে, এইরূপ একজন বহু ব্যক্তি বধেটরূপে নমিত হইয়াছেন ; এবং তাঁহার অবস্থানে ও মনোভাবের মিষ্ট বাক্যে পক্ষান্তরেও বক্তৃতা স্বীকার করিয়াছে। অধিকন্তু তাঁহার লক্ষ্যায়, প্রধানতঃ রাজ্যের মঙ্গল বামনায় রণজিৎ সিংহের অনেক পুরাতন ভৃত্যেরই বিশ্বাস ছিল। * বাহা হউক তখনও শত্রুতার শেষ হইল না ; পরিশেষে তাহাই হীরা সিংহের পক্ষে ঐতিহাসিক হইয়া দাঁড়াইল। বহুসংখ্যক বিভাঙিত পার্বত্য রাজ্য প্রতিনিধিগণ তাহাদের পরম শত্রুর আশ্বাসের জন্য বড়স্বল্পে লিপ্ত হইতে প্রস্তুত ছিল ; এবং কোন ‘আকালি’ সম্প্রদায়ের পক্ষপ্রাণ ব্যক্তি অবশেষে “ডগরা” রাজ্য প্রাণ বিনাশ করিয়া প্রাণসাহাজন হইতে পারিত। জ্যোত্সিহ সিং একতাই উভয়ের পদ প্রার্থনা করিলেন। লাল সিং সীর উচ্চাভিলাষে প্ররোচিত হইয়া মহারাজের যাতার সাহিত মিলিত হইলেন ; এবং গাঁহার কার্য-কুশলতার সকলই উৎপ্রতি ঐর্ষ্যান্বয় হইয়াছিল, সেই রাজ্য অল্পকাল ক্রমবর্ধিত সখ্যতারে বধাসাধ্য প্রতিকূলতাচরণে সকলেই প্রয়াস পাইলেন। সুতরাং তৎকালে কবতা লাভের অল্প কিম্বদে প্রকৃত না হইয়া, লাহোর হইতে অধিক-

* নব্বইমেষ্টের বর্ষায়র ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র ; ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই ও ১৫ই এপ্রিল এবং ৫ই মে। (Compare Major Broadfoot to Government, 8th and 9th April, and 5th May, 1845.)

তর নিরাপদ হ্রাসে গমন করাই, গোলাপ নিঃ স্ত্রের ঘোর করিলেন, তিনি সর্বশেষ ৩,৮০০,০০০, আঠারটি লক্ষ টাকা রাজস্বও স্বল্প প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন; এবং নিজের আধিকৃত স্যাহা জায়গীর বা করদ-রাজ্য বাতীত, পরিবারবর্গের অধিকৃত অন্যান্য প্রায় সমুদায় জনপদই ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। সর্বশেষে তিনি যে সকল নির্দিষ্ট সূত্রে সিদ্ধান্ত ও বিস্তারিত মধ্যস্থতী লবণের খনি পাট্টা লইতে বাধ্য হইলেন, তাহাতে তাঁহাকে বহু আয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল; এবং রোহতকের পার্শ্বত্যাগ প্রদেশে তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাবও লোপ পাইল। ১৪ই মে জোরাহির সিংহের উজাটপক্ষে অভিযেৎকালে; এবং ১০ই জুলাই তারিখে আতাব-রাজ চম্বার সিংহের কন্যার সহিত মহারাজের বিবাহোপলক্ষে;—উভয় আনন্দোৎসব সময়েই, গোলাপ সিং ওয়ার উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে প্রবর্তী মাসের শেষভাগে অনেকাংশে ক্ষমতাহীন হইয়া, তিনি আত্মহুতে গমন করেন। কিন্তু তাঁহার নমতা হেতু মৈনাবল সকলেই তাঁহাকে সম্মানে গ্রহণ করিল, এবং সর্বশেষে ইংরাজ কর্তৃপক্ষারগণও তাঁহার প্রতি বিবাস স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের মনে বিবাস জন্মিল, পার্শ্বত্যাগ রাজপুত নৈরাজ্য বুদ্ধ-বিগ্রহে শিখ-সৈন্যের সমকক্ষ নহে, ৭

* ১৮৪৫ খ্রষ্টাব্দের ৫ই মে গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 5th May, 1845.)

† ১৮৪৫ খ্রষ্টাব্দের ২৪শে মে, গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 24th May, 1845.)

‡ ১৮৪৫ খ্রষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র প্রেরণ করেন, এহলে তাহাই জটব্য। (Major Broadfoot to Government, 14th July, 1845.)

৭ তাঁহার ব্রডফুট বীকার করিয়াছেন, শেষে ঘটনার প্রকাশ

১৮৪৪ হুজুরের সেন্টেম্বর মাসে লুইসের অপরাধে অপরাধী এক ব্যক্তির হাতে মুলতানের সুদক্ষ শাসনকর্তা পরিদ্রব্ধো নিহত হন। তথাপি কর্তৃপক্ষীয়দিগের অবিবেচনা হেতু ঐ ব্যক্তি কিংগারিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল। * দেওয়ানের পুর মুলরাজ তাঁহার পিতৃপদে নিযুক্ত হইয়া, অথবা হারা নিংহের পতনোদ্ভূত পৰ্ব্বমেষ্টের সম্মতি-ক্রমে পিতৃপদের উত্তরাধিকারী স্বরূপ রামকার্যে অক্ষতীত নৈপুণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রাদেশিক সৈন্তসম নিরোধী হইয়া উঠিল; কয়েকদল শিখ-সৈন্তও সে বিদ্রোহে বোলাপন করিয়াছিল; মুলরাজ অভিনয় বীরত্বের সহিত সে বিদ্রোহ দমন করিয়া সকলের প্রশংসাসম্ভাজন হইলেন; মৃত দেওয়ানের স্বত্বাধিক উত্তরাধিকাররূপে তিনি অর্ধ-রাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অস্তায়পূর্বক সেই রাজ্যের স্বত্ব-স্বামীত্বে দাবী করে; মুলরাজ স্বত্বাধিক নৈপুণ্য সহকারে তাহাকেও বিতাড়িত করিয়াছিলেন। মুলরাজ বীর ভ্রাতাকে বন্দী করিয়া স্থানীয় সকল বিপন্ন হইতেই মুক্ত হইলেন; কিন্তু অতিরিক্ত ভূ-সম্পত্তি অথবা কনট্রাক্টের (চুক্তি বা নিয়ম-পত্রের) জন্ত লাহোর-কোট যে দাবী করেন, তিনি তাহা দৃঢ়রূপে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং উত্তরাধিকারত্বের সাধারণ নিয়-

পাইয়াছে", পার্শ্বভা প্রদেশের রাজ্যগুলি হীনবল। তাঁহার অনুসরণে সাহসী ও বিশ্বাসী হইলে, তথ্যর তাঁহার আরও বীরত্ব দেখান উচিত ছিল। (পৰ্ব্বমেষ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র; ১৮৪৭, ৬ই মে — Major Broadfoot to Government, 5th May, 1845.)

* ১৮৪৪ হুজুরের ১০ই অক্টোবর পৰ্ব্বমেষ্টের বরাবর লেফটেন্যান্ট রিচমন্ডের পত্র। (Lieut-Col. Richmond to Government, 10th Oct. 1844.)

যাহুসারে দের অতিরিক্ত “সজরানা” অথবা সাহায্য প্রদানেও তিনি সের্বক্স আপত্তি করিলেন। অতএব গোলাপ সিংহের অসীমতা স্বীকারে অনতিবিলম্বে মূলতানের বিরুদ্ধে সৈন্ত প্রেরণের প্রস্তাব হইল। ‘রেজি-মেন্ট’ ও ‘ব্রাইগেড’ সৈন্তদলের সমবেত পকারে—প্রমুখ “খান্সা”, এই প্রস্তাব অনুমোদন করিল। নবপ্রতিষ্ঠিত শাসনকর্তা এই প্রস্তাব শুনিয়া, অসীমতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই বন্দোবস্ত হইল যে, সেই শাসনকর্তা ১৮,০০,০০০ আঠার লক্ষ টাকা রাজদণ্ড স্বরূপ প্রদান করিবেন। চুক্তিপত্রে উল্লিখিত টাকার অতিরিক্ত টাকা প্রদানের দায় হইতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন বটে; কিন্তু প্রথম দাবীকৃত বিষয়ের বর্ষে বর্ষে পরিশোধ করিতে নিষা, তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ হইতে বঞ্চিত হইলেন। *

একদা পেশোয়ারা সিংহের কার্য কলাপে নুতন উজীর বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। মূলতানের শাসনকর্তা তাঁহাকে যে বাধা প্রদান করেন, কিংবা গোলাপ বখশ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তখন হয়তো তাঁহার উদ্বেগ এত বৃদ্ধি হয় নাই। পেশোয়ারা সিংহের কার্যকলাপে, তাঁহার উদ্বেগের অধি রহিল না। দুবরাক আত্মাভি-

* এই অংশের ঘটনাবলী বর্ণনার, গ্রন্থকার প্রধাসক্ত নিম্নের সংকিপ্তসারের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মূলতানে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। পূর্ববর্তী তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহীদিগকে পরিশেষ্টন করেন; তাহার আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করার, সমগ্র সৈন্তের প্রতি গোলা-গুলি বর্ষিত হয়। তাহাতে প্রায় চারি শত সৈন্ত নিহত হইয়াছিল। দেওয়ান মুলতান ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের আশ্বই মাসে ভ্রাতাকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে কারাবদ্ধ করেন, এবং পূর্ববর্তী মাসে সাহোব দরবারে তাঁহার সিংহাসন-প্রাপ্তির সমুদায় সত্তা নির্ধারিত হয়।

মামী পরিত, ইন্দির-পরবশ এবং ভীক ছিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়া, শিখজাতি তাঁহার প্রতি অধুরক্ত ছিল। এক্ষণে গোলাপ সিং তাহার শৈলশিবাসে নিরাপদ থাকিয়া যুবরাজকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যখন জোরাহীর সিং মহারাজকে লইয়া ব্রিটিশ রাজ্যে পলায়ন করিবার ভয় প্রকাশন করেন, তখন যে দুইটি সৈন্তদল জোরাহীর সিংহকে বন্দী করিয়াছিল, এক্ষণে সেই সৈন্তদলের সাহায্য প্রাপ্তি ঘিরে তাঁহাকে নিশ্চরতা প্রদান করিলেন জোরাহীর সিং তদ্বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পেশোয়ারা সিংহকে বাধা প্রদান করা সম্বন্ধে সৈন্তদলের বিচার কমতা রাজ্যের পক্ষে বড়দূর হিতকর, তাহা; তাঁহার মনে উদয় হইল না। আপনার অপমানই তাঁহার চিন্তার প্রধান কারণ হইয়া উঠিল। প্রভুত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই, তিনি অতি নিষ্ঠুর ও মূণ্যসের ভায় নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া অপরাধী সৈন্তদলের সেনাপত্যকে শাস্তি প্রদান করিলেন। পেশোয়ারা সিং ভাবিলেন, তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করা হইল। তিনি আপনার বোধভূমি শিবালকোটে সৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত দীর্ঘ তাঁহার অধিকার-স্বত্ব স্বীকার করিতে শিখজাতি কোন মতেই সম্মত ছিল না। তিনি বিশেষ বিশেষে পড়িলেন, এবং জুন মাসে পলায়ন করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জুলাই মাসের শেষভাগে আটকের দুর্গ আক্রমণ করিয়া তিনি মহারাজ, পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পরে দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত পত্রাদি মিথিতে আন্তর করিলেন। এই আল-রাজার বিরুদ্ধে 'আত্মারি' সম্প্রদায়ের সর্দার সিং প্রেরিত হইলেন; এবং তাঁহার সাহায্যার্থে 'ইসমাইল-খাঁ' হইতে একদল সৈন্ত বাড়া করিল। রাজা আপনার দুর্গে অরক্ত হইয়া সিং অধ্যমতঃ বুদ্ধিতে পারিলেন। ৩০শে আগষ্ট অবসরতা স্বীকার করার, তাঁহাকে লাহোরে

খানজনের আদেশ প্রচারিত হয়। কিন্তু কথিত হয়, কতে খাঁ ভোয়ানার প্রবোচনার এবং জোয়াহির সিংহের উত্তেজনায়, কতে খাঁ কর্তৃক গুপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। কারণ, এই সময় কতে খাঁ ভোয়ানা কোন বিশেষ কার্য সাধন করিয়া তাত্‌কালিক প্রভুর অধিকতর অনুগ্রহভাজন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পক্ষে কতে খাঁ প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহভাজন হন, এবং প্রভু তাঁহাকে সিংহনগের উন্নতর ডেরাজাতের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেন।*

জোয়াহির সিং এবারেরও সিদ্ধিলাভ করিলেন। কিন্তু এই শেষ বারের জয়লাভ, জোয়াহির সিংহের পক্ষে বিশেষ অন্ততঃজনক হইল। তাঁহার শ্রান্তি চিরদিন সাধারণের ঘৃণা ও বিবেচ্যতাব বর্তমান ছিল; এমনকি তৎসঙ্গে বিজাতীয় ক্রোধ পূর্ণমাত্রায় মিলিত হইল। সময় সময় তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল সটে, কিন্তু তাঁহার সে উৎসাহ—সে ভেজ, তাঁহার ব্যক্তিগত অসন্তোষ ও ক্রোধের উত্তেজনা বা অভিযুক্তি মাত্র;—ক্রোধের উত্তেজনা বশেই, তাঁহার সে ভেজ-শক্তি প্রকাশ পাইত। তাহাতে কখনও বিশিষ্ট বিচারশক্তি কিংবা তাঁহার স্বেচ্ছা প্রতিভা-শক্তি প্রকাশ পায় নাই। ইংরাজদিগের নিকট তাঁহার পলায়নের প্রথম অভিসন্ধিতেই শিখগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এবং “খালসা” সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে তাঁহার সরল বিশ্বাসেও শিখ-জাতির অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। হীরা সিং এবং পণ্ডিত জালাল নিক্কাসসে তাঁহার প্রতিহিংসা বৃদ্ধি চরিতার্থ

* গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র; ১৮৪৫ খ্রঃ ১৪ই, ২৬শে জুলাই এবং ৮ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর। (Compare Major Broadfoot to Government, 14th and 26th July, and 8th and 18th Sept. 1845.)

হইল বটে ; কিন্তু তৎকালে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি কেবল-
মাত্র সৈন্যদিগের হস্তে তাহাদের জীভা-পুত্তলীকিবৎ ;—সাধারণের
উদ্দেশ্য-সাধনব্যপদেশেই সৈন্যগণ তাঁহারা সহিত মিলিত হইরাছে ।
একদা “পদ্ম খালু-খাজি” অর্থাৎ একতর ধর্মবিধাঙ্গিনাদের সমাজ বলিয়া
সৈন্যগণ প্রধানতঃ আপনাদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। * অধিকন্তু
সশস্ত্র সৈনিক পুরুষগণ যে শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহাতে
জোয়াহির সিংহের মনে অত্যধিক ভয় জন্মিল। জঙ্গল বিস্তৃত সিদ্ধি-
লাভের মতোও তিনি নিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়-বিস্ময় হইলেন।
এবং তাইবার শতকর দক্ষিণে পলায়নের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাদের
নামমাত্র রাজার এই অসমুদায় অবসরনে সমুদায় সৈন্য বিশেষরূপ কুপিত
হইল। তখন তাঁহার অনুভব হইল, তিনি নজদ্বন্দ্বী অবস্থায় অবস্থিত ;
হুতরাং পলায়ন করিয়া নির্জনে শান্তি-স্থলভোগের যে আশা তাঁহার
মনে উদয় হইয়াছিল তাহাতে, এবং মুসলমান সৈন্য সংগ্রহের সমুদায়
আশায় তিনি অলাঞ্জলি দিলেন ; আশ্রয়লাভ ইংরাজদিগের সহিত তিনি
মিলিত হইলেন না, এবং ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের সিন্ধল বাতাল্যাপে
কত প্রদর্শনও তিনি বিস্তৃত রাখিলেন। † এইরূপে জোয়াহির সিং, শিখ-

* অর্থাৎ, “সারবাৎ খালসা”—মুক্ত ব্যক্তিগণের সমাজ। ম্যাকর
ব্রডফুট (১৮৪৫ ফেব্রুয়ারি ২২। ফেব্রুয়ারীর পত্র :—letter of 22
Feb. 1845) মনে করেন, সৈন্যগণের এই উপাধি তাঁহার পত্রাবিভে
নুত্তম। তাহারা সে উপাধি অস্ত্রাধিপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু
উক্তরে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে জানাইলেন যে, কলিকাতার সরকারী কপাক-
পত্রাদি অনুসারে ইহা পুরাতন শব্দ ।

† ১৮৪৫ ফেব্রুয়ারি ২৩শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী ; এই এপ্রিল এবং
১৫ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাকর ব্রডফুটের পত্র ;

দিনের অবিধাসী ও হৃণাতাজন হইলেন। লাল সিং উভীরের পক্ষ প্রাণের আশা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারই প্ররোচনার জোয়াহির সিংহের প্রতি শিখদিগের বিবেচ ও অবিশ্বাস আরও গাঢ়তর হইল। পেশোয়ারা সিংহের হত্যাকাণ্ডে শিখজাতির সেই প্রেমিত বিবেচ-বাহি অনন্ত শিখা বিভ্রান্ত করিল। কারণ জনসাধারণের অবমাননা-সূচক বলিয়া, সকলেই সেই কাণ্ড অপরাধজনক ও দণ্ডার্হ বলিয়া মনে করিল; এবং এই নৃশংস কাণ্ড প্রমাণে সংঘটিত হইলে, সামন্তগণ কখনও নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না মনে করিয়া, দেশীয় সামন্তগণ উহা দণ্ডার্হ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। * সৈন্ত-সংগ্রহের বিভিন্ন দলের পকারেংগের এক সভা আহুত হইল; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্থির করিলেন,—সাধারণ-জনের বিরোধী এবং বিশ্বাসঘাতক জোয়াহির সিংহের প্রাণদণ্ড হইবে; কারণ কোন অপরাধী স্বতীকে অপসারিত করিতে হইলে, কলহপ্রিয়, বিপৃথল এবং স্বর্জ-অসত্য পবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাই একমাত্র উপায়। সুতরাং ২১শে সেপ্টেম্বর জোয়াহির সিং ‘খালসা’ সভার স্বীয় হস্তিয়ার অভিযোগ খণ্ডন করার অঙ্গ উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি হস্তী-পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিয়া উখার গমন করিলেন; কিন্তু পরিণাম চিত্তার ভীত হইয়া, তিনি নিতু মহারাজকে এবং কতকগুলি স্বর্ণ ও মনিয়ারিক্য সঙ্গে লইয়া চলিলেন। সৈন্তগণের পুত্রাত্মক পৌছিবা

(Compare Major Broadfoot to Government, 23rd and 28th Feb., 5th April—a demi-official letter—and 15th, 18th Sept. 1845.)

* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর পবর্ণমেণ্টের বরাবর ন্যায়ের ব্রড-ফুটের পত্র। (Compare Major Broadfoot to Government, 22nd Sept. 1845.)



দেওয়ান দীননাথ।

। ৫৯৭ পৃষ্ঠা ।

হাতি, হস্তধৃত উপহার এবং বিপুল অর্থরশ্মি প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া, কতকগুলি কমতাশালী ডেপুটী ও কর্মচারকে তিনি খবলভূক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন । কিন্তু তাহার প্রতি সাধারণের কণ্ঠের অভিযোগ ব্যক্ত করাইল যে, মহারাজ তাহার নিকট থাকিতে পারিলেন না, এবং তাহার কোন কথাই শুনা হইবে না । মহারাজকে অনতিদূরবর্তী একটা শিবিরে রাখা হইল, এবং এককল সৈন্য অগ্রসর হইয়া বন্দুকের গুলির একই আঘাতে উজীরকে নিহত করিল । ঐ ঠিক সেই সময়ে মরহুম ভোবামোহকশী আর দুইজন ব্যক্তিকে ও নিহত করা হইল ঘটে ; কিন্তু কোনরূপ পুষ্ঠন বা হত্যাকাণ্ড সংসাদিত হইল না । বিচার-বিভাগের পবিত্রতা ও সামান্যীতি গম্ভীর্যই এই বিচার কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল ; জন-সাধারণ সকলেই তাহাতে বোধ্যমান করিয়াছিলেন । তখন জোয়াহির সিংহের মৃতদেহ স্থানান্তরে লওয়ার আদেশ প্রচার হইল ; সহস্রাবলের ঘোর বিতীর্ষকামর এবং ভাবহ সন্ত্রাসের সহিত জোয়াহির সিংহের মৃতদেহ ভ্রমীভূত হয় । সববতঃ ভাদ্রভবর্ষে এই শেখবার সত্যদাহ সংঘটিত হইয়াছিল ।

জোয়াহির সিংহের মৃত্যুর পর, কেহই রাজ্য-মধ্যে প্রভুত্ব-কমতা পরিচালনা করিতে অগ্রসর হইলেন না । কিংবা বখশী সৈন্যদের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছা করিলেন না । কয়েক মাস মধ্যেই আমুর অসাম কমতাশালী রাজা শিব-সৈন্যের হস্তে বন্দী হইলেন ; তাহার মূল-তানের শাসনকর্তাকে পরাজিত করিল ;—মূলতানের শাসনকর্তা তাহারে অসীমতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন । মহারাজের ভাতা মাসে পরিচিতি

Compare Major Broadfoot to Government 26th Sept. 1845. এখানে বলা বাইতে পারে যে, শিব আড়ির সাধারণ বিবাস ছিল, জোয়াহির সিং ইংরাজদিগকে আনিবার জন্য প্রেরিত ছিলেন ; এবং খালসার প্রতিও তাঁহার সন্দেহ ছিল ।

এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডিত হইল, এবং শিখগণ রাজ্যের ক্ষয়ভাণ্ডার কর্তৃ-
 চাষিকণের কার্য-অংশীদারী প্রতিষ্ঠিত বিচার করিল। তাহার পর দণ্ড-বিধান
 করিল। পেশোয়ারে এবং সীমান্ত অঞ্চলের স্থানসিদ্ধ আক্রমণাদিতে
 শাসনে সুবিধার জন্য, শিখগণ নানা উপায় অবলম্বন করিল। বটে, কিন্তু
 তাহাতে কোনই ফললাভ হইল না। রাজা গোলাপ সিং, রাজধানীতে গমনের
 জন্য পুনঃপুনঃ অগ্রসর হইলেন; কিন্তু সৈন্যগণের কার্যকলাপে তিনি
 ও অংশীদার সকলেই যারপরনাই ভীত হইরাছিলেন। উজীর অকর্তৃত্বম্বে
 রাণী সিংহান স্বয়ংই শাসন-সংরক্ষণ ও বিচারকার্য চালাইতে লাগিলেন।
 এইরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে সৈন্যগণ কতক পরিমাণে সমুদ্র হইল;
 কারণ ‘কমিটি’ সমূহ ভাবিল যে, তাহারা রাজ্যগুলিকে অধীন রাখিতে
 সক্ষম। অধিকন্তু তাহারা খাজাকি বীন্দাষ, বেতনদাতা ভগবৎ রাম এবং
 সুমুদীন নামক অপর ব্যক্তির প্রতিভা এবং সাধুতার ধৰ্ম্মেট বিবাস
 স্থাপন করিয়াছিল। শেখোক্ত ব্যক্তি, আপনার বুদ্ধ এবং সুবির দ্বারা
 উজীর উদ্দেশ্যের দ্বারা, ইংরাজদের সহিত সন্ধি এবং সুদারির বিশেষ
 বিবরণ অবগত ছিলেন। সৈন্যগণ পূর্বেই বলিয়াছিল যে,
 এই দিন ব্যক্তির সহিত জোরাহির সিংহের পরামর্শ করা কর্তব্য। কিন্তু
 দারিদ্র-ভান-সম্পন্ন কর্তৃচরী আপন সুযোগ-সুবিধা সকলই সুস্থিতে
 পারিয়াছিলেন। এক্ষণে সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ইন্ডোরাণীকরণের সহিত
 বুদ্ধ করিতে উদ্ভেজিত হওয়ার, রাজা লাল সিং উজীরগণে প্রতিষ্ঠিত
 হইলেন। সর্দার ডেজ সিং সেনাপতিগণে (Commander-in-Chief)
 পুনরায় নির্মাচিত হইলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসের প্রথমে
 এই সমুদায় কর্তৃচরী ব ব কার্যে নিযুক্ত হইলেন। *

* এই অংশে প্রকৃত, ঘটনাবলী বর্ণনায় নিম্নের সংক্ষেপে মোটেই
 প্রকাশিত: অবলম্বন করিয়াছেন।



कालीदास काव्य ।

। ४५० पृष्ठा ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ।

১৮৪৫—১৮৪৮

[শিখ এবং ইংরাজদিগের যুদ্ধের কারণ :—দীর্ঘকাল ধর্ম্মেণে অশান্তি সভাব-
নাত ইংরাজদিগের আত্মতা :—১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসিদ্ধির বিরুদ্ধে
শিখেরা ইংরাজদের উদ্যোগ :—শিখদিগের সম্রাটের ক্রমাধিকার :—ইংরাজ-
সাম্রাজ্যের বিপরীততা :—ইংরাজ প্রতিনিগিগণের প্রতি অবিশ্বাসবশতঃ
শিখদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি :—ইংরাজদিগের সন্ধিসামর্থ্য নির্ণয়ে শিখদিগের দৃঢ়
প্রতিজ্ঞা :—শতরু অস্ত্র-করিয়া শিখ সৈন্যের যুদ্ধের উদ্যোগ :—শিখদিগের
দগুনপুত্র :—শিখ-সেনাপতিগণের উদ্যোগ :—বেঙ্গালপুত্র কিল্লাতপুর পরি-
তাপ :—যুদ্ধের যুদ্ধ :—কিল্লাতপুরের যুদ্ধ এবং শিখদিগের পরাজয় :—ইংরাজ
ও ভারতবাসী সম্মুখে এই সম্মুখের দিক দিকের যুদ্ধের পরিণাম :—শিখগণ
কর্তৃক শতরু পুত্রতিক্ষণ :—বাকোরগলের যুদ্ধ :—আজিতগলের যুদ্ধ :—
সন্ধি প্রস্তাবে রাজ্য গণে গণে সিংহের মর্যাদা :—হুদাওনের যুদ্ধ :—শিখ-
সম্রাটের অধীনতা স্বীকার এবং ইংরেজ কর্তৃক সিংহের অধিকার :—পঞ্জাব
ব্যবচ্ছেদ :—কলীপ সিংহের সহিত হংকংগদিগের সন্ধি :—গোলাপ সিংহের
সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি :—উপসংহার, ভারতে ইংরাজদিগের পদ-সামর্থ্য ।]

ইংরাজ পদার্থমতে বহুকাল পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, বাধ্য হইয়া
পঞ্জাবের আত্মাভিমানে শিখ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ।
জয়তীর জনসাধারণ, কেবলমাত্র বিদেশীয়গণের উন্নতি বিধে অসুখান
করিয়াছিলেন । তাঁহারা অল্প আর একটি রাজ্য ইংরাজ-সাম্রাজ্যের সহিত
সংযোগের সংবাদ শুনিতে উৎসুক ছিলেন । কিন্তু কি কারণে
রাজ্য-সংযোজিত হইল, তাহির পূর্ণাঙ্গপূর্ণ অঙ্গসম্বল করিয়া

তঁাহারা নিজ নিজ কোতুহল-বুদ্ধি চরিতার্থ করিতে বহু কয়েক নাই
 যোয় স্বার্থপর শিখনারকগণ সর্বদাই মনে করিতেন যে, বাহাতে তঁাহার
 সুখ-সচ্ছন্দে ও নিষ্কিঁদাদে আপনাপন রাজ্য ভোগদ্বল করিতে সমর্থ
 হন, তঁাহাদের দেশের কার্য-প্রণালীতে সেইরূপ ঐতিকূলতাচরণ
 আবশ্যক। এই সমুদায় ঐর্ষ্যাশালী অথচ হীনবল রাজগণ, সুপ্রসিদ্ধ
 সিংহের প্রেষ্ঠতম প্রতিভা সময়ে এবং যে নিখুঁত শক্তিতে অস্ত্রশস্ত্র
 সজ্জিত শিখ-আত্মিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, সেই অবাঞ্ছ শক্তি সময়ে
 বিশেষরূপে নিব্বল্য ও ভিন্নরূপ হইতেন। এইরূপে তঁাহারা নির্যোদের
 দ্বারা আশা করিয়াছিল যে, কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হইলেনই, তঁাহাদের
 সকল অভিষ্টই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু শিখ-সৈন্য হিন্দুধর্মের সর্বপ্রতি
 প্রবলপ্রাকান্ত শক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার বিষয়ে সুখ-পর্ব
 করিলেও, প্রথম যুদ্ধের পূর্বে দুই দিন মাসের মধ্যে শিখগণ আত্মরিক
 ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উৎসুক হইরাছিল কিনা—তাহা সন্দেহজনক।
 তখন পর্য্যন্তও অসত্য কেতপালগণ ভাবিয়াছিল, একমাত্র আত্মরক্ষার
 জন্যই তঁাহারা যুদ্ধে গমন করিতে প্রস্তুত হইতেছে :

যখন রাজ্য-মধ্যে শিখ সৈন্যই অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল, তখন
 হইতেই ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ আনিতে পারিলেন যে, শাসন-ব্যয় বৃদ্ধি
 হইয়াছে;—সর্বত্রই গুণ্ঠনকারীর দল সৃষ্টি হইবে; এবং
 সাধারণতঃ সমাজের প্রতি সুসভ্য আতির ইতিকর্তব্যতা এবং যখন
 অবশেষে প্রজাতির প্রতি শাসনকারী রাজশক্তির কর্তব্য কার্যে সকলেই
 সমর্থ উপাসনের জন্য সম্মত হইবে। এইরূপে সীমান্ত দুর্গভূমি হু-
 কিত ও দুর্ভীকরণের উদ্দেশ্যে এবং পূর্বে-আক্রমণে বাধা প্রদানের উপযোগী
 সৈন্য সত্তা সুসজ্জিত রাখিবার জন্য, বখানিয়মে সকল উপায়ই অবলম্বিত
 হইল। যে পরিমাণ সৈন্য অন্ততঃ সমরূপ ঐতিকূল প্রদান করিতে
 পারে, অথবা ইংরাজ সৈন্যের প্রাণান্ত প্রদান করিতে সমর্থ হই,

উপযোগী সৈন্যও আহরিত হইল। * ইহাই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সং-
 নিমিত্ত উদ্দেশ্য । কিন্তু শিখগণ, উত্তর রাষ্ট্রের আপেক্ষিক অবস্থার বড়
 মত গ্রহণ করিল; তাহারা সঙ্গিহিত বিশালশক্তিসম্পন্ন প্রজিবংশীদিগের
 অধনা উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভীত হইল; যখন আত্মসমরীণ গৃহ-বিবাদে তাহাদের
 আর্থিকক নিরুত্তর আরও নীচ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তখন কেন
 প্রকারে তাহাদিগের ভয়ে ভীত হইবে, সে বিষয় তাহারা বুঝিতে পারিল
 না। তাহাদের নিকট বাধা প্রকাশনের উপায় অবলম্বন, প্রথম আক্রমণে
 আরোজন বলিয়া উপস্থান হইল। তখন শিখগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত
 হইল যে, অতি নীচই তাহাদের দেশ আক্রান্ত হইবে। দুর্বল এবং
 বলহীন শক্তিপুঞ্জের এইরূপ দৃঢ় বিবাসও অর্থাত্তিক বলিয়া প্রত্যক্ষ
 হয় নাই;—কারণ, মনে রাখা উচিত যে, সভ্যতার ভারতবর্ষ ইউরোপের
 সমতুল্য নহে; পরন্তু ভারতবর্ষ তখনও পান্চাজ্য সভ্যতার উজ্জ্বল আশোক
 রঞ্জি প্রাপ্ত হয় নাই;—ভারতবর্ষ তখনও অনভ্যাগর যৌর অন্ধকারে
 নিমগ্ন ছিল। মধ্যযুগে দ্বিতীয় রাজ্যে রাজ-নৈতিক মরাতা, বর্ষ ও কর্তব্য-
 ক্ষমতায়ন করিত সমাহৃত ও জগদ্রম হইত; তদুপ বর্তমান সময়ে
 পূর্ণ খণ্ডেও তাহার আদর ছিল না। অধিকার কারুণ হইতে অসং-
 ভাবি এবং সিংহল বাপ পদ্যাত্ত বিন্যস্ত সমগ্র শিল্পস্থান একরাজ্য বলিয়া
 অভিহিত হইত, এবং এই বিশাল ভূখণ্ডের অন্তর্গত কোন রাষ্ট্রের কথা
 বলিলেই, সাধারণতঃ লোকের মনে একই রাজ্য অথবা একই বংশের
 প্রাধান্যের ভাব বর্তাই উন্নয় হইত। ভারতে বিক্রমজিৎ এবং চন্দ্রগুপ্ত,

* Compare Minute by the Governor-General, of the
 10th June, 1845, and the Governor General to the Secret
 Committee, 1st October, 1845. (Parliamentary paper,
 1846.)

কুর্কমান ও মোগল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রাজগণ ও বংশপরম্পরায় প্রাধান্য ও রাজত্ব-বিষয়ক বিবরণ সকলেই বিশেষ পরিচিত। এক্ষণে ইংরাজগণ কর্তৃক পুনরায় রাজ্য বিজয়ের বা অধিকারের কথা অবশ্য বর্ণিয়া, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই মনে করিবেন যে, ইংরাজ জাতির ত্যাগবল্য অতি মহৎ, এবং তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি হুর্নিবার ও অনিবার্য। কোন কোন রাজা হয়তো ক্ষোভ বা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাঁহাদের রাজ্য অপহৃত হইতেছে এবং তিনি কর্তৃক রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত হইতেছেন; কিন্তু জন-সাধারণে কখনও বিজ্ঞপ্তিরূপে অন্যায় অধিকারের দোষে অভিযুক্ত করিবে না; অথবা অস্বস্তি; তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ হুম্বাকাঙ্ক্ষা বা ইংরাজগণের প্রতি দোষারোপ করিবে না।

পূর্বের ন্যায় বর্তমান সময়েও ইংরাজগণ চিরকালই আপন বিশেষ ক্ষমতা বিস্তারে যতঃপরতঃ অভিলাষী ছিলেন,—ভারতীয় অপরাধের তাৎক্ষণিক ন্যায় শিখগণের এই সংহারণ বিষয়ে, একমাত্র পঞ্জাবের প্রতি ব্রিটিশ-সর্বশ্রেণীর বিশেষ ব্যবহার সম্বন্ধ সংঘোষিত হওয়া অবশ্যক। ১৮০৯ হুস্তানে যখন পূর্বাঞ্চলে করাসী আক্রমণের আশঙ্কা প্রকাশিত হইল, এবং যখন নদীতেই রাজ্যের সীমা নির্দেশ করায় প্রতিশ্রুতি যখন অনুমোদিত হইল না, তখন ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি সর্বপ্রথম-জেনারেল বালিয়াছিলেন যে, রণজিৎ সিংহকে অসন্তুষ্ট এবং উদ্বেজিত করা অপেক্ষা, লুণ্ঠিয়না অভিযুগে যে কয়েকটা নৈমিত্তিক প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কর্ণাল, অভিযুগে কিয়দূর আশ্রয় দিয়া প্রেরণ করা; এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি এক আদেশাঙ্কও প্রেরণ করিয়াছিলেন * যতঃ এই প্রণয় অনুযায়ী কার্য করা হুস্তান্তর

* Government to Sir David Ochterloney, 30th January, 1809.

যদিও অসুস্থিত হয় বাই; কিন্তু তথাও যুদ্ধের অবসানে পার্শ্বভা
 পূর্বাংশে অসুস্থিত সর্বাধিক নামক স্থানে যে প্রাথমিক সৈন্য সংগৃহীত
 হইয়াছিল, তাহাও, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আক্রমণ যুদ্ধ সময়ে, শিখ সৈন্যের
 সুধার্মার সৈন্য সমূহই ইংরেজদিগের একমাত্র সশস্ত্র সৈন্যবল মধ্যে
 পরিগণিত হয়। শতক্র-ভীরবিক্রম অগ্রদ্বারী সৈন্যের নির্দিষ্ট স্থান হইতে
 কোনরূপ সাময়িক অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সঞ্চিত হইয়াই; (১৬) ইং
 শিখদিগের সহিত মিত্রজয় সশস্ত্র প্রতিরোধক বলিয়া সূচিত হইত। বাহাতে
 প্রথমতঃ বলিষ্ঠতা ও মিত্রতা নিশ্চিত প্রমাণিত হয়, কথ্যের নিশ্চেষ্টতা
 হেতু তাহার সচরাচর পূর্বে অস্বীকার আশ্রয়করণ অবলম্বন
 করিতে অভিলাষী ছিল। লাহোর ওভীত কাল সমস্ত শিখরাজ্যের
 রক্ষণাবেক্ষণ হেতু প্রাপ্য বলিয়া, এবং রাজ্য নিঃসন্ধান পরলোক
 গমন করায়, উত্তরাধিকারী অভাবে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, সুধার্মা হইতে
 ৭০ হাইল দক্ষিণ শতক্র-ভীরব সূত্র সিংহোজপুত্র রাজ্য, ইংরাজগণ
 অধিকার করিলেন। সমস্ত বিভাগের মৎস্যসারে দেখিতে গেলে,
 ঐ স্থানের সুন্দার সুবিধার বিষয় অতিশয় অভিনিবেশ সহকর
 প্রাপ্যসিদ্ধ ও আলোচিত হইত, এবং পলাতক রাজধানীর
 সাহিত্য হেতু রক্ষণ-সিং, ভবিষ্যৎ তরুর কাঠন জানিয়া, ঐ স্থান
 বীর অধীন রাজ্য বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন। * ঐ নগর সহর ভবিষ্যতে
 নৈকসিদ্ধাস মধ্যে পরিগণিত হইবে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজের
 এইরূপ ভীতি ইংরাজগণ সম্পূর্ণরূপে জয়যজ্ঞ করিতে পারিয়াছিলেন।
 এই সময়ে খোরাসান গমনের অন্ত সিংহোজপুত্র বাসন সমস্ত সৈন্য
 সবলে হইয়াছিল। সৈন্যগণের অগ্রদ্বার হওয়ার নির্দিষ্ট দিনের
 পূর্বেই আশ্রিত পারা গেল যে, পারস্ত সেনা হীরার্টের অবরোধ

পরিভ্রমণ করিয়াছে। তখন বিরীকৃত হইল যে, কলিত আক্রমণে
কিরলগত হইলে, যখন তৎস্থানে সৈন্য-সমাবেশের আর আবশ্যক
হইবে না, তত দিন পর্যন্ত তথায় দৃঢ় একদল সৈন্য অবস্থান
করিবে।* কিন্তু আক্রমণস্থান ও সিদ্ধান্তে পরবর্তী যুদ্ধ সময়ে
এই নব-প্রতিষ্ঠিত সেনানিবাস স্বারীভাব ধারণ করিল। পরে ১৮৪২
খ্রষ্টাব্দে শতক্র-ঈরন্বিত দুইটা সেনানিবাস সাহায্য প্রদান না করায়,
আশাচার স্বারীরূপে বহুৎ এক দল সৈন্য প্রেরিত হয়; এবং তথা হইতে
শিখ-সীমাত্তের অধিকতর নিকটবর্তী স্থানে পার্কিত্য প্রদেশে ইংরাজ
সৈন্তদলের অবস্থিতির তাৎকালিক মুণীভূত কারণ মধ্যে গণ্য হইল।†
ইহা সবেও শিখগণ ১৮৪২ খ্রষ্টাব্দের সন্ধি-বন্ধনের বিষয় বা সত্ত

* তৎকালে এইরূপ বন্দোবস্তই হইয়াছিল। কিন্তু তৎসময়ে কোম-
রূপ নীলীদি লেখা পড়া হয় নাই বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু সকলেরই
অশা ছিল যে, সা-মুজা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন; এবং এক
বৎসরের মধ্যে ইংরাজ সৈন্ত প্রত্যাহৃত হইবে।

† এই সমুদায় কারণের প্রমাণ স্বরূপ গ্রন্থকার কোনই লিখিত নীলী
পত্রের উল্লেখ করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি বলেন যে, এই সমুদায়
প্রকৃত হইয়াছিল। অগ্রসর হওয়ার উপায় স্থির হইল; কিন্তু দুঃখের
বিষয় এই যে, সার্বহিখে কোনই সেনানিবাস স্থাপিত হয় নাই। শতক্র
প্রধান প্রধান পথের কেন্দ্রস্থলস্বরূপ পঞ্জাব প্রদেশে এই স্থানে একটি
সেনানিবাস স্থাপনের সুবিধা ও উপযোগিতা, যতদিন পূর্বেই সার
ডেভিড অক্টারলোনি প্রমাণ করিয়াছিলেন। ('Sir David Ochter-
loney to Government, 3rd May, 1810.') কিন্তু পার্টি-
য়ালার শিখদিগের প্রতি কিছু ভয়বশ্যের করা হয়; তখন সার-
হিন্স জাহাঙ্গীরই অধিকারে ছিল। কিন্তু কোনরূপ ইচ্ছাকৃত না

পালন করিত; কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজ দিগের পরিবর্তনশীল ব্যবহার আনুগতিক সামান্য বিচার-আলোচনাক, ইংরাজগণ তাহাদিগকে গ্রাহ্যও করেন নাই।

বাহ্যতে জনগণ সমুদয়ের জনসাধারণের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপিত হয়, পূর্ণসকারী বিভিন্ন সম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে তত্ত্ব হ্রাসের সৈন্যগণই বাহ্যতে তাহাদিগকে বাধা প্রদানে কৃতকার্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান হেতু লুণ্ঠিনা ও ক্রিয়াজপূরে তদুপস্থিত অভিন্নিত সৈন্য স্থাপিত হইল। দেশের চিরপ্রচলিত পদ্ধতিগণের অসহায় অবস্থাই যে তাহার একমাত্র কারণ—তাহা কখনও শিখ-রাজ-কর্তৃপক্ষীয়গণের নিকট গোপন করা হয় নাই। * রাজ্যের নিরাপদ হেতু ইংরাজগণ যে যথেষ্ট দৈন্য-অশ্রাব্য ও তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন, এবং তদ্বিষয়ে যে তাঁহারা হৃদয়ান—শিখজাতি তাহা কখনও অস্বীকার করে না; কিন্তু তাহারা আশ্বাদিগের দুর্লভতা উপলব্ধি করিয়াছিল, লাহোর হইতে কোল বিপৎপাতের সম্ভাবনার তাহারা কখনই তাহা স্বীকার করে নাই। এইরূপে যুক্তি-অর্কের প্রত্যেক প্রণালীও নীতি হইতে শিখন্য তাহা এই দিক্‌তে উপনীত হইল যে, ইংরাজগণ তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। অপরূপ আরও অনেক বিষয় ইংরেজগণ কর্তৃক উপেক্ষিত অবস্থা অভিযোচিত হওয়ার,

করিয়াই, লাহোরের শিখদিগকে ভীতি প্রদর্শনের অধিকতর আবশ্যকীয় অবশ্য অবস্থায় রক্ষণোপযোগী উপায় গৃহীত হইত।

* Compare the Governor-General to the Secret Committee, 2d December, 1845 ('Parl. papers, 1846'); and also his Dispatch of the 21st December, 1845. ('Parl. papers, p. 28.')

শিবসিঙ্গের এই বিবাস আরও প্রকট হইল। প্রকটপন্থক ব্যবস্থার
 সিংহের পৌত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যখন তখন সিংহের বংশ-সোপ
 করিয়া দেওয়া হইবে, তখন সা-মুজাকে পেশোয়ার অত্যাচার
 করিয়া দায় উইলিয়ম ম্যাকমার্টেন ও অন্যান্য সকলে শিব-রাজ্য
 জিন-বিজিত করিয়া দিবে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শিবসিঙ্গকে তাহদের জামান
 হইয়াছে; কিন্তু যখন সরকারী কান্স-পট্রাটিতে এবং স্তম্ভ-মন্তব্য-সত্যার
 এ বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও বিচার-দীর্ঘায়াস হইয়া গিয়াছে, তখন
 লাহোর গবর্ণমেন্ট যে এই মন্তব্য সম্পূর্ণ অসঙ্গত ছিলো, এতদ
 অনুমান করাও যুক্তি। অবশ্য ঐ স্থান দোস্ত মহম্মদকে প্রদান করিতে
 দায় আকোজাওয়ার কারণে পূর্বে একবার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন
 তাহাও শিব-গবর্ণমেন্ট অবসৃত ছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে শিব-রাজ-
 বাদিতে গমন করিয়া, তত্রতা শিব-সৈন্তকে বিজড়িত করিতে তিনি সৈন্ত
 প্রেরণের যে প্রস্তাব করেন, অন্ততঃ সেই আত্মল্যমান মৃত্যি অবশ্যই শিব
 কর্তৃপক্ষীয়দের মনে আশঙ্কক ছিল। * পুনরায় ১৮৪৭ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের
 এই সংবাদ চতুর্দিকে বিস্তৃত হওয়ার সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল
 হইল যে, শত্রু দলীতে সেতু নির্মাণের জন্য ইংরাজগণ সোকা বা
 অগ্নিবল প্রয়োগ করিতেছেন; এবং মুসলমান আক্রমণের জন্য তাঁহারা সিদ্ধ-
 দেশীয় সৈন্তসকলকে মুসজ্জিত করিতেছেন। † উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের

* Compare the Governor-General to the Secret Com-
 mittee, December and. 1845.

† মুসলমান অভিযুগে যুদ্ধ ক্ষমতার জন্য পাঁচ সহস্র সৈন্তকে মুসজ্জিত
 করিবার উদ্দেশে, শুধু যে সমুদায় আশ্রয়কার প্রত্যাশী লোকের
 আয়োজন হয়, ১৮৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের আশ্রয় সরকারী পট্রাটিতে তাহাই
 আদোক্ত বিবরণ। খৃষ্টাব্দধারণ,—কলিকাতার বিসিটরী বোর্ড এবং

ইংরাজবিশেষক সাহিত্য বৃত্ত ।

জি। জি। অসংখ্য সৈন্যসংখ্য সহিত অভিরুদ্ধ সৈন্য বোম্বাই
ক্রমশঃ তাহাদের সমুদ্র হইতেছে ; এবং সেই সৈন্যের অস্তিত্ব
রূপে যুদ্ধ সামগ্রী সরাসরি হইতেছে । * এ সমস্ত তির্যক শিখ-সমর্থ-
সৈন্যকে কিছুই আশান-হই নাই ; কিন্তু এতৎসঙ্গেই বামতীর শিখসৈন্য

জন্যে বিচিত্র বিজয়ী কৰ্ম্মতঃবিশেষের মধ্যে যে পত্রাধি লিখিত হয়,
আমাই জিজ্ঞাস্য ।

* লর্ড এলেনবরা। এবং লর্ড হাডিং যুদ্ধের আয়োজন সম্বন্ধীয় যে
বিশুদ্ধ বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কলিকাতা প্রিন্টিং মাসিক সংস্করণ
পক্ষে পেরোক্ত মহাশয়জ ব্যক্তির নামের কাল সম্পর্কীয় প্রবন্ধে তাহা
অন্তর্ভুক্ত । লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল লরেন্স এই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ইহাই
সংস্করণে বিশ্বাস ও ধারণা ।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সীমান্তের সমুদয় সৈন্যের পরিমাণ নিম্নলিখিত
বিসায়ে নির্দিষ্ট হইয়াছে—সাধারণতঃ একটি রেজিমেন্ট, এবং সুবিদ্যালয়
দুইটা রেজিমেন্ট । তাহাদের অধীন দুইটা কামান ; সর্বমুদ্য তাহারা বলা-
ধিক ২৫,০০ সৈন্যের সমকক্ষ । লর্ড অক্ল্যাণ্ড সুবিদ্যালয় সৈন্যদল বৃদ্ধি
করিয়া এবং বিরোধসূয়ে নুতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, মোট সংখ্যা ৮,০০০
আট হাজার করিয়া কুলিয়াছিলেন । লর্ড এলেনবরা পুনরায় আহ্বান্য
কুর্পেলি এবং শিবল্য প্রভৃতি স্থানে নুতন নুতন সৈন্যনিবাস প্রস্তুত করিয়া
সেই সমুদায় স্থানে সর্বমুদ্য ১৫,০০০ চৌদ হাজার সৈন্য, এবং তাহাদের
অধীন সীমান্ত ৫০টা কামান সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । লর্ড হাডিং এই
সকল অভিরুদ্ধ সৈন্যদল বৃদ্ধি করিয়া, সৈন্য-সংখ্যা—৫২,০০০ বহির্
বাহিন্য এবং তাহাদের অধীন ৬৮ আটবাঁ দুইটা কামান স্থাপন করেন ।
এতদ্ব্যতীত বিজায়েও কতকগুলি সহিত ১০,০০০ বন্য সমস্ত সৈন্য ছিল ।
১৮৩৯ । খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব বঙ্গের অধিবর্তী কর্ণেলের সৈন্যনিবাসী পরিভ্রম

তাহাতে বিশ্বাস করিল। তাহাদের ধারণা হইল, এই সকল বিষয় আশঙ্ক্যের আয়োজন নহে; অগিচ উহা পূর্ব আয়োজনের উদ্যোগ বাতীত আর কিছুই নয়।*

তখন শিখগণ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, রাজ্যের পর রাজ্য-অধিকার করাই ইংরাজদিগের মূল নীতি। এবং বর্তমান ক্ষেত্রে লাহোর অধিকার করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইংরাজদিগের তাত্ক্ষণিক এতিমিতির কার্যকলাপে জনসাধারণের মনে নেইে বিশ্বাসই বৃদ্ধি হইয়াছিল। এতিমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিখদিগের মনে পূর্ব হইতে যে ধারণা অনিরাছিল, তাহাতেও তাহাদের সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মিঃ ক্লার্ক আগস্টার লেক্টেন্যান্ট-গবর্নর পদে এতিষ্ঠিত হন; শিখদিগের কার্য-কলাপ সম্পর্কে লেক্টেন্যান্ট কর্বেল রিডমণ্ড, মিঃ ক্লার্কের স্থান অধিকার করেন। পরিশেষে শেখোক্ত কর্মচারীর কার্যাত্মক গ্রহণে, পরবৎসর নবেম্বর মাসে ম্যাজস্ট্রেট জুটীজীয়ার কার্যভার গ্রহণ করেন। ম্যাজস্ট্রেটের অধ্যবসায় ও কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে সকলেরই তৎকালে গাঢ় বিশ্বাস ছিল। মিত্ররাজ-গণ এবং অধীনস্থ সামন্তদিগের নিকট ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, ভারতবর্ষের এতলিখত প্রথা অনুসারে কেবল একমাত্র উপায়েই তাহা বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে; ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের কর্মভা-প্রাপ্ত কর্মচারীর মধ্যবর্তিতার ভারতীয় রাজস্বের সহিত গবর্নমেন্টের

হইল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এক তৎপূর্ববর্তীকালে ঐ স্থানে অন্ততঃ চারি সহস্র সৈন্যের সমাবেশ হইতে পারিত।

* গোপনীয় পারদর্শন-সভায়, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর গবর্নর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, তাহাই দ্রষ্টব্য। (Compare Governor-General to Secret Committee, Dec. ২d. 1845.)

কার্য নির্বাহিত হয়। সেই কর্মচারীর ব্যক্তিগত চরিত্র তাঁহার কার্যপ্রণালীতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে ;—তিনি বাহা বলেন, বা যে কার্য করেন, সর্ব-বিধেরই তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র-প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়। নব্ব্ববেন্টের কর্মচারীর কার্য-প্রণালীই নব্ব্ববেন্টের গৃহ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এই কর্মচারীর কার্য-প্রণালীতে শিখ কতৃপক্ষসমূহ, ইংরাজ-নব্ব্ববেন্টের শান্তি-স্থাপনের কোনই চিন্তাই দেখিতে পান নাই। যে ব্যক্তি প্রায় ত্রিশ মাস পূর্বে শিখদিগের রাজ্যমধ্যে এত অশান্তির স্রোতপাত করিয়াছিলেন, এবং যিনি বলপ্রকারে তাহাদের রক্তের মধ্য সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তির নির্বাসনে ইংরাজদিগের শান্তি-স্থাপন করিবার কোনই নিদর্শন, শিখরাতি উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

ম্যাকর ব্রডবুটের কার্যাবলীর মধ্যে,—সর্বপ্রথমে তিনি ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, লাহোরের অধিকৃত শত্রুর পূর্ববর্তী সমুদায় রাজ্য-ভুলি, পাতিয়ালা এবং অপরায়ন রাজ্য সমূহের ন্যায় সমরূপে ইংরাজ দিগের আশ্রিত ও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত এবং মহারাজা দলীপ সিংহের মৃত্যুর পর, অথবা তিনি রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার কোন আইনসম্মত উত্তরাধিকারী অবর্তমানে ঐ সমুদায় রাজ্য ইংরাজদিগের রাজ্যভুক্ত হইবে।*

* যে উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা প্রচারিত হয়, তৎসম্বন্ধে ম্যাকর ব্রডবুটের পত্রাদি (Letters to Government of the 7th December, 1844, January, and 28th February, 1845) এখানে উল্লেখ দোষ্য। তাঁহার শেষ পত্রে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, যুবক মহারাজা দলীপ সিংহ সন্দেহরোগে আক্রান্ত ; যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, অর্থাৎ হইলে, তিনি আশঙ্কিত-কামনে যে, শত্রুর পূর্বদিকবর্তী রাজ্য সমগ্রাণ্ড, সকল সম্ভাব্য তাঁহার নিকটই প্রেরণ করিতে হইবে (অবশ্য লাহোরের আইন)

শিখ-সম্প্রদায়ের নিকট এই যজ্ঞ আত্মসম্মানে বোধিত হইল না ; কিন্তু ইহা কাহারও অবিদিত রহিল না,—শত ইংরাজদিগের এই

ব্যবসায়ী অথবা প্রতিমিথি দ্বারা) ; কিন্তু শতাব্দের অপর কাহারও নিকট তৎসময়ে কোনও সংবাদ প্রেরিত হইবে না।

ভবিতে পাওয়া যায়, যাজ্ঞের বড় বড় শিখদিগের নিকট একবারি পরের বিষয় উল্লেখ করেন। ঐ শত ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে ডেপুটি অটোরলেসি, রণজিং সিংহের প্রতিমিথি মোকুম্ব টাওয়ার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার মন্ত এই যে, অপর পর রাজ্যের সহিত শত্ৰুর পূর্বভাবিত না হওয়ার জন্যে ইংরাজদিগের আত্মরক্ষা। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের আদেশ দ্বারা তিনি প্রদর্শন করেন। তাহাতে রণজিং সিংহ, তাহার শত্ৰু দক্ষিণে কর্তৃত্ব গ্রহণকে, ইংরাজ প্রতিমিথির আদেশানুসারে কার্য করিতে আদেশ করিয়াছিলেন;—অতঃপর হইলে, দণ্ডরূপ তাহাদের নাসিকা কর্তিত হইবে। অতঃপর শত ডেপুটি অটোরলেসি, তৎকালীন কোন কোন বিশেষ বিশেষ কার্যে ইংরাজদিগের বক্তৃত্ব প্রকৃতি যে এইরূপই বুঝিয়াছিলেন—তাহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু শত্ৰুর পূর্বভাবী নাহোর-রাণা-সমূহ, আরগী-প্রাণী অঙ্গুসারে ইংরাজদিগের আভিত, এইরূপ ঘোষণা নিরলবিত কারণে বিশেষ ব্যক্তিগত বলিয়া অনুমিত হয় না;—(১) যখন ইংরাজগণ, সারহিনের রাজস্বকে আক্রমণ করেন, তখন ঘোষিত হয় যে, রণজিং সিংহের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করাই, এই আজ্ঞা প্রদানের উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে, ইংরাজগণ শত্ৰু ও বঙ্গীয়-বণিক-সকল-একেই আক্রমণ করিয়াছেন। কারণ এই প্রত্যেক-কর্তব্য-সম্বন্ধেই অবিদিত। (১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর এবং ১৮০২

উদ্দেশ্য সকলেই অবগত হইল। যখন ব্যাক্সর ডক্টর আনন্দপুর মহারাজার ধর্ম-বাক্যকোশম লেখিপদের কার্যকলাপে বাধা দিতে আরম্ভ

হষ্টাকের ওরা মে ডাব্রিখের ঘোষণায়—Declaration—প্রথম অর্টিকেল বা প্রথম সর্ভ ডক্টর। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে গবর্ণমেন্ট লিখিত সার ডেভিড অকটোবরগেনির পত্রও এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।) অধিকন্তু লুইস বুঝিলেই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মনে করিতে পারেন যে, শতাব্দের পূর্বভৌরবতী রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি, রণজিং সিংহের অবশ্য পালনীয় হইবেও, তাহা ইংরাজদিগের পালনীয় নহে; কেন না তাহাতে ইংরাজদিগের স্বার্থের কাৰ্য্য করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে। (Government to Captain Wade, 23rd April, 1833) বরং, তাম্রপালপুর সম্বন্ধেই এই নিয়ম লিখিত হয়। কিন্তু এক্ষণে সাধারণতঃ সর্বত্রই উহা প্রযুক্ত হইতে লাগিল। (২) সারহিন্দের রাজগণকে যে আশ্রয় প্রদান করা হয়, অতঃপর সমস্তলুইস সমূহ তাঁহাদিগকে অধিকতর নিরাপত্তা ও নিঃশঙ্কতা প্রদানের জন্য আরও সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু রণজিং সিংহ এবং তুর্খদিগের বিরুদ্ধে পার্শ্বতা প্রদেয় সমূহে তাঁহাদিগকে কোনকল সাহায্য বা আশ্রয় প্রদান করা হয় নাই। (Government to Sir D. Ochterloney, 23rd January, 1830) কিন্তু শতাব্দের পূর্বসিদ্ধ রণজিং সিংহের রাজ্য-গুলি সম্বন্ধে তখন ঘোষিত হইল যে, (মোগলের বিরুদ্ধে) ঐ সমুদায় রাজ্য তিনি স্বয়ংই স্বকা করিবেন। তাহাদের স্বকথোক্তে তাঁহাকে কোন সাহায্য প্রদান করা উচিত কি অন্তর্ভুক্ত—তাহা রাজনৈতিক নিয়ম বলিয়া-সীমাবদ্ধিত হইল না। পরন্তু আরও বলা হইল যে, তিনি শতাব্দের পূর্বস্বতী রাজ্য সমূহের স্বাধীনতা প্রদান করিবেন; তাহা হইলে, তিনি উল্লিখিত রাজ্য-সমূহকে বহুদূর সহিবটবতী পার্শ্বতা প্রদেয়

হন, তখন তিনি এই সতের বৎসর হইয়াই কার্য করিয়াছিলেন।
 অনঙ্গপুর সাধারণাল একটা যোদ্ধা : কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ স্থানের
 দাবী-দাওয়া পরিচাল্য করাই প্রেরণ করিয়া যোদ্ধা হইয়াছিল।
 বিশেষতঃ, রণজিং সিংহই বহন বিশেষ-অধিকার-প্রাপ্ত দু-খারীদিগের
 সহিত যোগপুস্ত কার্য নির্বাহ করিতে সক্ষম, তখন সর্বপ্রকার বস্তু
 পরিচাল্য করাই ইংরাজদিগের পক্ষে প্রের। * অধিকন্তু সাহোবের
 অধিকৃত কটকাপুরা অতিদ্রুত সময়ে অল্প একদল অধারোহী
 সৈন্য বিরোজপুরের নিকট পতঙ্গ অতিক্রম করিয়াছিল। তাহাদের
 উদ্দেশ্য,—সচরাচর তথ্য যে সৈন্যদল রক্ষিত হইত, সেই অধারোহী
 প্রহরী সৈন্যদলকে সাহায্য করা; অথবা তাহাদের বল দুর্জিত করা। কিন্তু
 ১৮০৯ খ্রষ্টাব্দের সন্ধির নিয়ম মতে, উত্তর পর্বতমণ্ডলের মধ্যে যে বন্দোবস্ত
 হয়, তদনুসারে ব্রিটিশ এজেন্টের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, সৈন্যদল
 পতঙ্গ নদী অতিক্রম করিল। কিন্তু এই মুহূর্ত্তের সৈন্য যে উদ্দেশ্যে তথ্য
 পয়স ব্যয়িত্তছিল, তাহিবেচনায় সেই পরিবর্তিত নিয়ম সৈন্যদলের পক্ষে
 প্রযুক্ত হইতে পারে না। বাহা হউক, তথাপি ম্যাজর ব্রডফুট সৈন্য-দলকে

পূর্বাধিনতে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন। (Government, to
 Sir David Ochterloney, 4th October, and 22nd November,
 1811.)

* অনঙ্গপুর সম্বন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ব্রটব্য। হুগলি
 বর্ষিত বিবাদ বিসঙ্গাদ সম্বন্ধে, ১৮১৫ খ্রষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর
 তারিখের পর্বতমণ্ডলের নিকট ম্যাজর ব্রডফুট লিখিত পত্রের উল্লেখ
 করা বাইতে পারে; এই পত্রে ম্যাজর ব্রডফুট আপনায় কার্য-
 প্রণালীর এবং সামান্য কারণে সীমা-গ্রাহকের নির্দেশিতা প্রদানের
 জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

কিছু আশিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু আজ্ঞাপালনে তাহাদিগকে লোভহীন এবং উদ্যমীন মনে করিয়া নিজেই এহরী সৈন্য সমুদায়ের তাহাদের পশ্চাৎস্থিত হইলেন। যখন তাহারা ছাটিয়া নদী পার হইতেছিল, তখন তাহারা ধৃত হইল। ইংরাজ পক্ষীয়গণ স্তম্ভিত বর্ণন করিতে লাগিলেন, কিন্তু শিব-সেনাপতি তাহাদের সহিত কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ করিলেন না। এরূপ কোন কার্য দ্বারা পাছে লাহোর নব্বয়মণ্ট বিপদগ্রস্ত হয়, এই ভয়েই তিনি ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে বিরত রহিলেন। * অধিকন্তু সেতু-নিৰ্ম্মাণার্থ বোম্বাই সহরে যে সমুদায় নৌকা প্রস্তুত হইতেছিল, ১৮৫৫ বঙ্গাব্দে শরৎকালে সেই নৌকাগুলি বিরোজপুরে প্রেরিত হইল। সেতুগুলি বাহাতে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়মিত আনীত হইতে পারে, তৎকাল যাজ্ঞর ত্রডুট একরকম মশয় ও স্থলজিত এহরী-সৈন্যকে উহা রক্ষার্থ অনুমতি করিতে আদেশ করিলেন; এবং বিরোজপুরে সেতুগুলি আসিয়া পৌঁছিলে, তিনি লাবিকনলকে সেতু নিৰ্ম্মাণার্থ নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। তখন এই সমুদায় কার্য-কলাপে বিপদ সম্ভাবনা প্রকাশ পাইল, তিনি প্রায় একরূপ বীকার করিলেন যে, শিবদিগের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। †

* Compare Major Broadfoot to Government, 27th March. 1845. তদ্বিধে পাণ্ডুর দায় নব্বয়মণ্ট এই সকল কার্যকলাপ অনুমোদন করেন নাই।

† পঞ্জাবের ডায়ালিক অবস্থানসমূহে প্রত্যেক সেতু-সমষ্টির সহিত এক এক জন ইউরোপীয় কর্মচারীর অধীনে সৈন্যবল প্রেরণের আদেশক হইল। বাহা হউক, তৎকালে যুদ্ধ যুদ্ধ লৌহনির্ভিত লাহোর, এহরী সৈন্যের বিরাট সারথ্যে পড়িত নব্বয়মণ্ট করিতে পারিত; একখানি সেতু বিলালের কামান দ্বারা স্থলজিত হইত।

শতাব্দের পূর্বদিকের জনপদসমূহ সম্বন্ধে এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনার
যে সকল উপায় অনুসৃত হইত, তাহা নিয়ে ম্যাজর-ব্রডফুট যে মত অন্-
লয়ন-কমিশনছিলেন; এবং পরে প্রধান পর্বমেন্টে বাহা প্রদান কমিশন-
ছিলেন, কতক পরিমাণে তাহাদের সেই মত সমর্থন করা বাইতে
পারে। বহুতঃ কাননিক ও অপ্রকৃত কারখানাসারে, অথবা লার ডেভি
অক্টোব্রলোনির অনিশ্চিত ঘোষণা দ্বারা কিংবা রূপজিৎ সিংহের
প্রত্যক্ষদ্বারা নির্বাহিতশয়ের ফলে, এই কার্ভ-প্রণালী অবলম্বিত
কইরাছিল। আরও বিবাস হইল যে, বিরোধীরা রাজ্যাংশ যদি
পরিচ্যাপন করাই প্রতিশ্রুত হয়, তাহা হইলে, মিনা অন্ত-ধারণেই ঐ
স্থান অতি সহজেই পরিচ্যাপন করিতে বাধ্য করা বাইতে পারিবে। কিন্তু
ম্যাজর ব্রডফুটের প্রতি কার্ভে ইংরাজ পর্বমেন্টের পূর্ব-কমিত স্থির
প্রতিজ্ঞাতার পরিসর পাওরা বাইতে লাগিল, এবং হিউমবর্ণ অপেক্ষা বহু
শত্রুতায় ভার্যই অনুকৃত হইল। * এদিকে শিখগণও তাহাদের সহানু-

অনেক দিম তথ্য অবস্থান করিতেছিল; শিখগণ তৎপ্রতি সৌজন্য
প্রদর্শন ভিন্ন শত্রুতাচরণ করে নাই।

* ভারতের ইংরাজগণ সাধারণতঃ মনে করিতেন,—ম্যাজর ব্রড-
ফুটের বিরুদ্ধেই শিখদিগের সহিত বৃদ্ধ-সম্বন্ধের অধিক হইরাছিল।
সকলেরই চুপ বিবাস এই যে, যদি মিষ্টার ক্রাফ্ট আজ প্রতিমিথি পদে
অধিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে-বোধ হয়, শিখদিগের সহিত বৃদ্ধ
বান্ধিতম। ম্যাজর ব্রডফুটের বহুতঃ-নিষিদ্ধ পত্রাদি হইতেই সম্ভবতঃ
তেনা দ্বারা যে, ম্যাজর ব্রডফুট, শিখদিগের শত্রু-মধ্যে পরিগণিত হইয়া-
ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১ই মার্চ তিনি লিখিয়াছিলেন,—“মুলতানের
শাসনকর্ত্ত ম্যাজরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যদি শিখগণ (সাহেবের সৈন্য)
আহানের দাবী অনুসারে মুলতানের শাসনকর্ত্তকে বলপূর্বকভাবে বীকার

কারী কর্তৃক চারিদিকে সম্ভব হইতে লাগিল । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মূলতান হইতে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য, বহনযোগ্য নদ্যবাহিনীর অনুসরণ করিয়া, নিম্নপ্রান্তে কয়েক মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইল । নিম্ন নদ ও পার্শ্বভাগে মধ্যবর্তী এই দুই রাজ্যের সীমা কোন স্থানেই স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট ছিল না ; সুতরাং দুইটির সৈন্যের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা গিয়াছিল । কিন্তু শাসনকর্তা স্যার চার্লস বেলিয়ার অত্যাচার একদল সৈন্যকে অধিগমে রাজ্যের নিয়োগী কয়েক মাইল দূরবর্তী কামরে গমন করিতে, অসুস্থতা করিলেন ; এই আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্যের সীমায় প্রবেশ রক্ষা করাই সৈন্য-আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য ।

করাইতে উদ্বিগ্নে অস্ত-ধারণ করে, তাহা হইলে মূলতানের শাসন-কর্তা কি উপায় অবলম্বন করিবেন ? কিন্তু সাধারণ অবস্থায় একজন রাজপ্রাধান্ত-অধীকারকারী ভৃত্য, তাহার শত্রু ও ইংরাজদিগের মধ্যে বন্ধু-স্বন্ধকারীকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তাহা সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয় না ; বাহা হউক, ম্যাজর হুডকুট, বেঞ্জামিন মূলতানের প্রজাবর্গে পুনরায় সম্মত হইতেন বলিয়া যোগ্য হইল । কারণ, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর বধন তিনি পঞ্জাবের সহিত কোলকাতা সংশ্লিষ্ট কামরারোগকে লিখিয়া জানাইলেন যে, ইংরাজদিগের অধিকৃত রাজ্যগুলি আক্রান্ত হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা । তখন তিনি প্রকৃত বীর এবং সর্ববিধে ও সর্ব-সময়ে সুসজ্জিত স্যার চার্লস বেলিয়ারকে বলিলেন যে, মূলতানের শাসনকর্তা করাই নিজ রাজ্যে সহুই এক নিম্নদেশে শিবদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন । —তাহার এই নিশ্চিন্ততা প্রদানে বিশ্বাস জন্মিল যে, তাহার মূলতানের শাসন-কর্তাকে সাহায্যের অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে এবং শিবজাতি হইতে তাহাকে অস্ত্র দ্বাৰা সর্ব্ব হইয়াছেন ।

একিঞ্চ লাহোর-কর্তৃপক্ষীকরণও একতরফে পূর্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল কারণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা যথেষ্ট বলিয়া বোধ করেন নাই; পরন্তু সিদ্ধেশ্বর বিজয়ীর এইরূপ এক সত্বক এক তৎপরতার সহিত ঈশ্বর অবলম্বন শিখগণ করায় বিবেচনা করিল যে, পঞ্জাবের সহিত যুদ্ধ সংঘটন করা ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ অভিলাষ, এবং এই সমুদায় বন্দোবস্ত তাহারই প্রমাণস্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইল। *

শিখ-সৈন্তগণের, বহুতঃ সমগ্র শিখ-জাতির বিখাল অছিল। যে, ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু গবর্নমেন্টের অভি দৃষ্টান্ত

* তুনিতে পাওয়া যায়, কান্দীয়ে একদল সৈন্ত স্থাপনের জন্য সার চার্লস্ নেপিয়ার বিশেষ উৎসাহ হইরাছিলেন। কিন্তু স্কটিশ গবর্নমেন্ট ঐ স্থানে একদল ইউরোপীয় সৈন্ত প্রেরণের পূর্বদেশ প্রত্যাহার করিলেন। এই সময়ে পঞ্জাবে ইংরাজদিগের প্রবেশের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সার চার্লস্ নেপিয়ার যে একটা অসংবদ বক্তৃতা করেন, তাহাও উল্লেখ করা বাইতে পারে। (Compare Major Smyth's Reigning Family of Lahore, Intro xx ii);—বিশেষতঃ ম্যাজর ব্রডফুট হির কত্মিয়াছিলেন, শিখ-বেত্রবশ্ত ভারতীয় সংবাদ-পত্রসমূহ পাঠেই অধিকতর উত্তেজিত হইয়া থাকে। পরন্তু আক্রমণ সম্বন্ধে পুনরাবৃত্ত অংশের প্রতি সাক্ষ্য বন্দোবস্তে তাহাদের তত উত্তেজনার তাৎ ব্যত হয় না। তিনি আশ্বিয়াছিলেন,—জনসাধারণের মত কি পরিমাণ অনুসরণ করা বাইতে পারে, তাহা পণ্ডিত জালা সিং কুর্কিভেন এবং সেই ব্রাহ্মণ উপহৃত সংবাদপত্র সমূহ উপহৃত অনুবরণ প্ররোধ করার বরাদ্দ করিয়া-ছিলেন। (Major Broadfoot to Government 30th Jan. 1845.)

কর্তৃত্বাধীন জাতিভেদ যে, শিথিলতা প্রকটভাবে প্রত্যাভিমান্য করিতে সক্ষমতঃ ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বাধা দিবে না । * বরষ পঞ্জাবের শাসন কর্তৃত্বাধীন পরামর্শের প্রতি প্রত্যাশা পরবশ হইলেন, এবং সকলেই শত্রু দিককে সমপরিমাণ তর করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা আত্মসম্মান এক স্বাধীনতা-ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া, ধর্মবর্জ্য এবং দুঃখ-লাজস্রা লাভে অগ্রহী ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ; এইরূপে মহারাজ শের সিং, সিদ্ধান্ত-প্রাণাঙ্গন এবং অগ্রান্ত সকলেই কল্প-মিত্র মধ্যে পরিণত হইতে প্রস্তুত হইলেন এবং বৈদেশিক শক্তির উপর সমগ্র আত্মতার অর্পণ করিলেন । সৈন্তবিপ্লবের শক্তি যেমন একল হইতে লাগিল, এবং তাহারা যেমন “কমিটি” বা সমিতি-প্রণালী হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল, রাজকীয় শাসন কর্তৃত্ব এবং গবর্ণমেন্টের কার্যে নিবৃত্ত বীরগণও তেমনই এক নূতন বিপ্লবের তরে সজ্জ হইলেন । তাহারা হয়তো সকলেই একে একে এই দুর্দমনীয় সৈন্ত-সম্প্রদায়ের স্পৃহা বশবর্তী হইতেন ; অথবা তাঁহাদের মধ্য হইতে এরূপ একজন লোক ও পরাক্রান্ত নেতার আবির্ভাব হইত যে, সেই ব্যক্তি অগ্রান্ত সকলের শক্তিসমষ্টি শোষণ করিয়া, ধনী, দারিদ্র এবং দুর্বল ব্যক্তিগণের সর্বস্বাধ

* Compare Inclosure No 6 of the Governor-General's Letter to the Secret Committee of the 2d Oct. 1845 (Parl. Papers' Feb. 26th, 1846, p. 21) ম্যাজর ব্রডফুট গোলাপ সিংয়ের লব্ধ বাধা বলিয়াছেন, তাহা অনেকের পক্ষেই যে প্রযোজ্য ও সত্য—কিন্তু কেহই সন্দেহ নাই । তিনি মনে করিতেছেন, ইংরাজগণের পঞ্জাব-বিজয়ে কতই সাধ এবং তাহারা ইচ্ছা করিতে তাঁহারা সক্ষম । (Major Broadfoot to Government, 5th May, 1845.)

সাধন করতঃ অসুস্থতাবশতঃ কঠিন-বিধান করিতেন। আম্রুয় রাজা এককাল ইংরাজদিগের সহিত বনিটতা স্থাপনের কথাই বিবেচনা করিলেন। এক্ষণে তিনি ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতীত লাহোরের যত্নরূপে নিজ কক্ষতঃ অসুস্থতা দূরিতে অক্ষম হইলেন, এবং পার্শ্বতঃ প্রদেশের আরবীরাও যত্নপন্যে নিরাশ্রয় বিবরে হতাশাস হইয়া পড়িলেন। এদিকে লাল সিং, ডেপুটি সিং এবং অপর কক্ষতঃপন্ন নেতৃগণ সৈন্যগণকে বন্দন করিতে পারিলেন না। সুতরাং সৈন্যগণের শাসন-সম্বন্ধে তাঁহারা আপনাপন অক্ষমতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,—কক্ষতঃ অসুস্থ রাখিতে হইলে, সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়ঃ কোন যুদ্ধে নিযুক্ত করাই বৃত্তিযুক্ত। এই উপায়ে তাহাবিগকে হত্যাভয়ে রাখাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। এই যুদ্ধে যে তাহারা হিরঃ-বিজিত হইবেন এবং তাহাদের হৃদয়বীর্য কক্ষতঃ ধ্বংস হইবে, তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাঁহাদের আরও বিশ্বাস এই যে, জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যশাসন করা অপেক্ষা এই উপায়ে তাঁহারা অধিকতর নিশ্চিতরূপে যত্নী বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, এবং কক্ষতঃ লাহোর পথও পরিষ্কৃত হইবে। সুতরাং বাহাতে পক্ষবের প্রাধান্যতা লোপ অবশ্যতঃ হইবে, সেজন্য যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে তাঁহারা নির্বিকলচিত্তে প্রকাশ করিলেন না।*

* Compare Inclosures to the Governor-General's letter to Secret Committee of 31 December, 1845. "Parl. paper", 16th Feb. 1846 p. 27 (গুপ্ত সভার গবর্নর জেনারেল ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এবং পার্লামেন্টের কার্যসূত্র—২য় পৃষ্ঠা ২৭, ১৮৪৬, ২৩ পৃষ্ঠা—এইটব্য) এইসে ডকুমেন্টসই জেনারেল সিংহের অধিনায়ক এবং মহারাজার গুপ্ত-প্রণয় সর্বত্র কোমঃ বিবরণ উল্লিখ করা অসম্ভবতঃ লাল বেট মহারাজার জ্যেষ্ঠ কামদ পত্রে, এই সকল ঘটনার কেবলমাত্র লাহোর পরামর্শের

যদি সৈন্যসিংহের হুচকুর সম্প্রদায় (Comanites) সমষ্টি ইংরাজসিংহের
পক্ষেও কোনরূপ সামরিক সাহায্য উপলব্ধি না করিতে পারিল,
তাহা হইলে,—পূর্বকালে তাহার পরাক্রান্ত মহারাজা হুখলিৎ
সিংহের অদম্য-অশ্রুসারে কোন বিষয়ে উদ্ধতিলক্ষ্য না হইয়া দিল্লী

(Court) অকম্পাভ্যাস এবং যুগ্মভায়ে পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।
হয়তো সমস্ত সময় আওরাখিৎ সিংহকে মাদকোদ্ভূত হইতে দেখা গিয়াছে;
মহারাজা হয়তো তাঁহার ব্যাভিচারের বিষয় সর্বাধিক গোপন করিতে চেষ্টা
করিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণের সম্বন্ধে তাঁহার হয়তো কথোপকথন
অন্তঃপ্রাচীত ব্যবহার করিয়াছেন। প্রধানতঃ যখন বিদেশীর ব্যক্তি
উপস্থিত থাকিত, তখনও শেষ পর্যন্ত রাজসরকারের অভ্যন্তরীণ
নীতিনীতি অতি সতর্কতার সহিত পালিত হইত। সাহায্যসিংহের
পার্শ্বস্থ জীবন অধিক দুঃখী ও লজ্জাকর হইতে পারে;
কিন্তু জনসাধারণের নৈতিক অবস্থা আশংহীন। অধিকন্তু শাসনকার্যে
নিযুক্ত পাপিশয় ও জনসাধারণের এই অবস্থার বিশেষ প্রশংসা করিয়া
ছেন। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, জমতালী ব্যক্তিগণের অসৎ
যত্নের ও পাপের কুসংসার সাধারণ কার্য-প্রণালীতে উহার প্রাবল্য অতি
অল্পই বৃদ্ধি হইয়াছিল। অধিকন্তু এই সকল ব্যক্তিগত কোন অভিরুচি
করিয়া, সর্বদয়কে প্রকাশ করায়, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিও বাস্তবায়নকরিত
সময় কয়েকটিকে বিস্ময়জনক ছিল; এবং হেয়তরূপ অবস্থা লাগিয়া পরস্পর
হইয়া এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করায়, তারতম্য কুট-বৈজ্ঞানিক
কার্য সর্বদাই দুঃখী বলিয়া মিলিত এবং ভ্রমিত হইয়াছে। আর একটি
পেন কথা এই যে, হিন্দুসম্প্রদায় ইংরাজসিংহের দেশীয় (native—ভারতীয়)
হুজুরগার্দারিগণ, অধিকাংশ যথেষ্ট বেতনভোগী এবং অর্থ-ভোগ্য।
তাহারা প্রাচীনই অনিচ্ছিত, অর্ধ-শিক্ষিত, অল্প-সংস্কৃত

অভিমুখে বাত্মা করিলেন—বর্তমান সময়ে, ভাল সিং ও ডেক-
সিংহের দ্বারা অর্থদোহন ব্যক্তিদের কপট উৎসাহ ও পরামর্শে
কর্ণপাত করিত না। কিন্তু পঞ্চমেষ্টের কর্তৃত্ববিধের মত ও
উদ্দেশ্য সকলই হঠকারী সৈন্তদিগের বিশ্বাসের সহিত মিলিয়া গেল—
সকলই সৈন্তগণ বিশ্বাস করিল। এখন বিপক্ষগণ সৈন্তদিগকে
বিক্রম্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—‘খালসা’ রাজ্য ত্রেমশংই সংকীর্ণ
হইয়া আসিতেছে, এবং লাহোরের সমস্তগভূমি বহদুরবর্তী বিদ্রোহী
ইউরোপীয়গণ কর্তৃক ত্রেমশং অধিকৃত হইতেছে; সুতরাং তখন কি
তাহাদের নিরঙ্কুশচিত্তে সে সকলই কর্ণকের দ্বারা ক্যাল ক্যাল নেতে

নহে। তাহার জায়ে যে, কাহারও দুর্নাম বা অপবাদ রটাইতে পারিলেই
একটুকু সন্তুষ্ট করা হয়; অথবা তাঁহার সুরে সুর বিশাইতে পারিলেই
একুত্তরির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহাদের সহিত শত্রুতা
কিনা বনোমালিয়া আছে, প্রধানতঃ তাহাদের অপবাদ খেংখা করাই এই
অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য। এখানে তোষামোদ করার অভ্যাস
বহুদূর ও ব্যতীত। সাধারণের বিশ্বাস,—ইংরাজগণ আপনাদিগের
প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন, এবং অপরের নিন্দাবাদে আনন্দিত হন।
এই সকল বিশ্বাস এত প্রবল যে, সম্ভবত রাজা অথবা আশ্রিত রাজ-
গণের নিকট মৌখিক অথবা লিখিত সংবাদ (রিপোর্ট) প্রেরণ করিতে
হইলে, হাবীর নিয়মসমূহ কর্তৃত্ববিধ প্রভিবোনিগণের নিন্দাহতক কোন
কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই হেতু লাহোরের সংবাদ-
দাতা তাঁহার ব্যবসায়োপযোগী বক্তব্যবশতই এই ব্যক্তিচারিত্যর দৃষ্ট
বসি করিয়াছেন। ইহার আর একটি কারণ এই হইতে পারে যে,
যে ডেক তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইংরাজ আতি বাহা শুদ্ধিত বা আনিতে
অভিলাষী, তিনি তাহাই প্রকাশ করিতেছিলেন।

চাহিয়া দেখা উচিত ? তখন তাহারা একবাক্যে উত্তর করিল যে, গোবিন্দের সাধারণতঃ সর্বত্রই আগ্রহ ক্রিয়াও রাজ্য রক্ষা করিবে, এবং সমবেত খালসা সৈন্য বুদ্ধাভিমান করিয়া যেকোনো ক্ষত্রসৎকারিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।* যে সময়ের কথা বলা হইতেছে অর্থাৎ নবমের মাসের প্রারম্ভে, মুখিয়ানার সন্নিকটস্থ দুইটী জনপদ, পৃথকভাবে স্বতন্ত্ররূপে স্থাপিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে ব্যবচ্ছেদ ঘটিল। যে সকল অপরাধী ব্যক্তি এই দুইটি স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয় নাই,—এইরূপ ব্যবহারের এই হেতুবাদ প্রবর্তিত হইল।† তখন ইংরাজ এবং শিখ উভয় পক্ষই পরস্পর সমভাবে শান্তিভোগ করিতেছিল, তখন এইরূপ ব্যবহার বড়ই অস্বাভাবিক ও নীতিবিরুদ্ধ। এই ঘটনার বা ধ্য হইয়া পরস্পর জেনারেল স্বয়ং কালবিলম্ব না করিয়া সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইলেন। ইংরাজদিগের এই ব্যবহারে ‘পঞ্চায়েৎগণের’ চিরবোধিত মানসিক সন্দেহ সকলই বিদূরিত হইল। শিখজাতি তখন ললে দলে সমবেত হইল এবং অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে, তাহা দ্বিগুণে সজ্জা করিতে লাগিল। রণক্ষেত্র সিংহের সমাধি ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া শিখ-জাতি ‘খালসা’র প্রতি বিবাসী হইতে

* মূল গ্রন্থে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসরণ অনেক বিবরণই আংশিক কতি বিশেষের পত্রাদিতে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

† ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নবেম্বরের পর হইতেই, সন্তবতঃ ম্যাজর ব্রডহুটের সরকারী পত্রাদি বন্ধ হয়। হয়তো, সেই কারণেই সরকারী চিঠি-পত্রাদিতে এ সম্বন্ধে কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক তদন্ত উপকারী করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল : * এইরূপে সন্মো
নাভিত্তিক অস্ত্রাধি, শিখাভি উদ্বেজিত হইয়া ১৭ই নবেম্বর ইংরাজ
হিলের সহিত যুদ্ধ ঘোরণ করিল। ইহার কয়েক দিন পরে, লাহো
হইতে ললে দলে সৈন্ত প্রদান করিতে লাগিল : ১১ই ডিসেম্বর জাহার
হারিকি এবং কাণ্ডের মধ্যবর্তী কোন স্থানে শত্রুত নদী অভিযুক্ত করিয়া
১৩ই ডিসেম্বর কতক সৈন্ত বিরোজনপুত্রের কয়েক হাউল দ্বারা
সেনানিবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল : †

এইরূপে শিখ আতির উত্তেজনান হুতপাত হইল। ইংরাজগণ
পঞ্জাবের সহিত মিত্রতা-বৃত্তে আবদ্ধ হইয়া শান্তিতে বসবাস করিতে
একান্ত অস্বস্তি ছিলেন,—একথা নানিয়া লইলে, জাহারা পরে যে
নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে জাহারের পূর্ব অঙ্গীকার হুতপাত
পালন করার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথবা, ঐতিহাসিক
হুতপাতবলী এবং ব্যবহারিক জীবন অবগত হইয়াও, রাজনৈতিক বিষয়ে
ইংরাজবিশেষের ভাৱ বিচক্ষণ রাজনীতির বৈরাগ্য বৃদ্ধমত্যা ও দুরূহনিতির
পরিচয় প্রদান করা কর্তব্য, ইংরাজবিশেষের সে বুদ্ধিমত্যা ও দুরূহনিতিরও
কোন প্রমাণ দেখা যায় না : কেবলমাত্র কামনিক শিখ আক্রমণের
বিস্ময়-উল্লিখিত হইয়াছিল; কেবল হীনবল প্রতিবেদিত প্রাণ-সাধনের
উপোদগই হইতেছিল : কিন্তু অতীত কালের মূল ব্যবস্থা-ব্যবস্থাক্ষেত্রের প্রতি
কাণ্ডেরও দৃষ্টি সকলিত হয় নাই; তদন্তদ্বারা সাক্ষ্যবিশ্ব প্রমাণে কোন

* The Lahore news-letter of the 24th November, 1845, prepared for the Government.

† Compare the Governor-General to the Secret Committee, 2d and 31st December, 1845, with Inclosures (Parl. papers, 1846.)

সৈন্যদল কখনো ইংরাজ প্রজা-কিছুই ছিল না। এই ব্যবস্থা অনুসারে অসীম বিক্রমশালী ইংরাজ-রাজ্যের এবং লাহোরের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ইহাতে অর্ধসত্য দৈনিক-রাজ্যের এবং শিষ্ট ও শিক্ষিত গণ্যশ্রেণীর পরস্পর যুক্তাদি নিবারণ হইতে পারিত। ইংরাজ শাসন-কর্তৃপক্ষের সংস্কারা অবিশ্বাস-যোগ্য নহে; কিন্তু যথাস্থিতি-বিচার তাহাদের জ্ঞান ও বিচক্ষণতা এবং বিচার-শক্তি অস্বীকার্য্য দিয়াই, কেবল তাহাদের সততার বিষয় স্বীকার করা হইতে পারে।

তখনও ইংরাজদিগের এই অগ্রসরণের আশঙ্কা বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহাদের এই ভয়ের কোনই কারণ ছিল না। সীমান্তবর্তী নবীন উপর নৌ-সৈন্য নির্যাসার্থ পোত আহরণে প্রত্যক্ষ কোনই ঠিক পরি-ণামিত হইয়াছিল। অবিনীত জাতির উপর ইহার প্রত্যক্ষ কি কল্যাণ-পানন হইবে, তাহা কেহই অনুধাবন করেন নাই। তাহাদের আশঙ্কা কারণ অপেক্ষা, ভয়ের কারণই অধিক ছিল; কারণ শিখগণ দেখিল, এক লাহোরের পথ বাতীত সৈন্য পরিচালনার আর কোন উপায় নাই। ইংরাজগণ নির্বিকারিতপরে গোবিন্দের শিবদিগকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন; ইংরাজ-গণ্যশ্রেণী গোবিন্দের শিবগণের সম্মুখীন পক্ষি প্রকৃতি ভাবে বুকিতে পারিলেন না; সুতরাং তাহা তাহাদিগের নিরবচ্ছিন্ন বিজয়-পাথের পক্ষে মহৎ অন্ততঃসক ও সাংঘাতিক অন্তরায় হইয়া পড়িল। ১৮৪২ খ্রষ্টাব্দে ইংরাজগণ মনে করিলেন, শিখজাতি আত্মশাসনদ্বারা স্বতন্ত্র নহে; কিংবা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরিত্রও অল্পম;—একথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে তাহারা মনে করিলেন, শিখজাতি বিরোধিতা ভগ্নপ্রায়ে আত্মর পার্শ্বভাষা অপেক্ষাও নিকট। ১৮৪৫ খ্রষ্টাব্দে সত্বকর্তা সংবাদে লাহোর দৈনিকগণ "ইতর" জাতির (Rabble) বলিয়া অভিহিত হইল; পরবর্তী বর্ষের বসন্তে সৈন্যদল, দেশীয় সৈন্যের এবং গৃহস্থ সমূহে প্রতিষ্ঠা বলিয়া উক্ত

হয়, তথাপি তখন পর্যন্তও ইংরাজগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, সেই সম্রাটের হিমায়ে লাহোর সৈন্য দিন দিন কম প্রাণ হইতেছে। * বস্তুতঃ কতকগুলি ইংরাজ-কর্মচারী এবং ভারতীয় সিপাহীর বিদ্রোহ ছিল, চূড়ান্ত সহিত সৈন্য পরিচালনা করিয়া অল্প পরিমাণ অস্ত্রের অভাব—গোলগুলি সাহায্যে তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। কিন্তু এখানে যে বিশেষ দক্ষতার ও চতুরতার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, যোদ্ধার যুদ্ধ ঘটিবে এবং সেই যুদ্ধ বহুকাল চলিবে,—তাঁহা তাঁহারা কখনও মনে করেন নাই। †

* Major Broadfoot to Government, 18th and 25th January, 1845. এক বৎসর পূর্বে লেকটুনাণ্ট-কর্নেল লরেন্স (Calcutta Review, No. iii. p. 176, 170) বলিয়াছিলেন, ভারতীয় অস্বাভাবিক শক্তিপূঞ্জের দ্বারা শিখসৈন্য অতি শিষ্ট। মহারাজপুত্রের যুদ্ধে গোয়ালিয়রের সৈন্যবল যুদ্ধ করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাদের অগ্ৰেণী শিখসৈন্য কোন অংশে দিকুট নহে। তবে লাহোরের গোলন্দাজ সৈন্য যে অতি দুর্বল, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহার মতে গোলন্দাজ শিখসৈন্য কামান বর্ষণে বিশেষ পটু। তাঁহার (Adventurer in the Punjab, p. 47. note.k) প্রচে তিনি মায়হাট্টা সৈন্যেরই প্রশংসা করিয়াছেন।

† আবার ম্যাকগ্রেগর যুদ্ধে, ইংরাজবিশেষ সিপাহী সৈন্যগণ শিখ-সৈন্যের বিশেষ প্রশংসা করিত। কিন্তু ইংরাজগণ মিথ্যেই শিখবিশেষকে কাপুরুষ ও অহকারী বলিতেন। (Major Smith's "Reigning Family of Lahore, Introduction," xxiv. and xxv.) Compare Dr. Macgregor, "History of the Sikhs". ii. 89, 90.

ইংরাজগণ শত্রুদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াই বিরত হন নাই । শিবদিগের প্রথম আক্রমণের বিষয় তাঁহারা বহুকাল পূর্বেরই দুৰ্ব্বিতে পারিয়াছিলেন । কিন্তু এই আক্রমণ যেভাবে ও যে উপায়ে সম্পাদিত হইবে, ইংরাজগণ তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানে পণ্ডিত হইরা ছিলেন । তাঁহারা তাহারা দেখেন নাই যে,—যদি সত্য, অথবা এমন কি জনিক সম্প্রদায় বলপূর্বক নীচী পার হইতে সাক্ষী হইবে; এবং সমভাবে ঘোরতর যুদ্ধ করিবে । রাজগণের বিরোধবাক্য মত সম্বন্ধে ইংরাজগণ সকলই অবগত ছিলেন; শিবসৈন্য যে একতা এবং পত্তীয় ভাবের অধিকারী তাহাও তাঁহারা জানিতেন; তথাপি ইংরাজগণ সে সকলই সমভাবে উপেক্ষা করিলেন । তাঁহাদের তখনও বিশ্বাস যে, ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ হইবে; তাহাতে ইংরাজদিগের বাধা প্রদান আবশ্যক হইবে, এবং তাঁহারা আপনাদিগের সুবিধামত যথেষ্টাচার করিতে পারিবেন । * এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ায়, সৌ-সেতু

* Compare the Governor-General to the Secret Committee, 31st. December, p. 1845 ('Parl. Papers,' 1846) and the 'Calcutta Review', No. xvi. p. 475. সিরেক্ট কমিটীর বা গুপ্তমন্ত্রণা সভার নিকট পৰ্য্যন্ত যেমেন্সেলের পত্র, তারিখ ৩১শ ডিসেম্বর, ১৮৪৫ (পার্লিয়েমেন্টের কাগজ পত্র, ১৮৪৬) এবং কলিকাতা স্মিটিউপরের বোডশ সংখ্যার ৪৭৫ পৃষ্ঠা । এই সময়ে কোন একটী বিষয় লইয়া, ভারতবর্ষে বিশেষ বাধাহীনক চলিয়াছিল; তৎসম্বন্ধে গ্রহণে কয়েকটী কথা বিশেষ আবশ্যক । সেই বিষয়টী এই,—ক্যাম্বর ডকুমেন্টের সহকারী ক্যাপ্টেন নিকলসন এই সময়ে বিরোধপূর্বে অবস্থান করিতেছিলেন । নিকলসন পুস্তপুস্তক ম্যাক্স ডকুমেন্টকে জ্ঞানাইলেন যে, শিবসৈন্য নতুন নীচী অভিযান করিতে

নির্দোষার্থ শোভা, সৈন্তদল এবং কামান প্রভৃতি যুদ্ধোদ্দীপক সমুদায় তথাই
প্রস্তুত করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু খানসাহাব, যুদ্ধোদ্দীপক, বাণাদি
এবং চিকিৎসা-সকল প্রভৃতি যুদ্ধকালীন আবশ্যকীয় বস্তু সকলই মিলিয়া

উলোমী হইয়াছিল। তৎপরিণামে ম্যাক্স ত্রডফ্ট অধিবাসবলতঃ
সহকারী কমান্ডার কর্তৃপক্ষ করিলেন না। তাঁহার মনে হইল না যে,
শিব-সৈন্ত শত্ৰু পাশ হইতে সমর্থ হইবে। ভারতীয় জনসাধারণ
এ বিবরণ শ্রবণ করিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, কাপ্তেন নিকলসন
যেন কয়েকমাস ধরিয়া অথবা এক বৎসর কি ততোধিক সময় পূর্বেই
যুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংরাজ-
অধিকৃত এলাকা সমুদ্র শিব-সৈন্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইবে। পরিশেষে
শিব-সৈন্ত কি করিবে তৎসম্বন্ধে কাপ্তেন নিকলসন অসঙ্গত সকলের
ভাষা-অনভিজ্ঞ ছিলেন। ১৮৫৫ ইষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক সন্ধ্যা
কি সময়সংখ্যক দিবসের মধ্যে শত্ৰু অভিযোজিত না হইবে পর্য্যন্ত,
কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। সত্য কথা বলিতে গেলে, ম্যাক্স
ত্রডফ্ট, কাপ্তেন নিকলসনের সমুদায় রিপোর্টই অধিবাস করিয়াছিলেন।
তাঁহার সৈন্তের কুল দাড়া, নিকট আগমন, শত্ৰু ভীয়ে লাগে-সৈন্তের
যেনা-বিধান স্থাপন, এবং শত্ৰু অভিযোজন সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যেক
হিন্ন-প্রতিজ্ঞা, প্রভৃতি সকল বিষয়ই কাপ্তেন নিকলসন জানাইয়া-
ছিলেন। ম্যাক্স ত্রডফ্ট এ সমুদায় বিবাস না করিয়া, শিবসৈন্তের
রক্ষাশীলতা হইতে যে সংখ্যক পাইয়াছিলেন, তাহা বিক্রয়-ত-
ক্রয়ক হইলেও, তাহাতেই তিনি বিধান স্থাপন করিলেন। ত্রডফ্ট
বুঝিয়াছিলেন, শিব-সৈন্তের শেষ কার্যকলাপ সম্বন্ধে এই সংখ্যকই
উপায়-উদ্ভাবনযোগ্য। ইহাই-হে সত্য সত্য, পরস্পর-কেন্দ্রবিন্দু
প্রতিদ্বন্দ্বি হইতে তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। ১৮৫৫ ইষ্টাব্দের ১৫

পড়িয়া রহিল; কোন কোন জায় আশ্রয় হইতে আসিয়া পৌঁছিল না, কিংবা তখনও আবশ্যকীয় বস্ত্র আহরণের কোনই উদ্যোগ হইল না ।*

হি.সম্বৎ ১৮৫৭-জেনারেল এই মন্তব্য "গুপ্ত সাক্ষিদের" নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। (Parl. Papers. 1846, p 26, 27.)

"কলিকাতা রিভিউয়ের" বোড়শ সংখ্যায় যে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেই প্রবন্ধ-লেখক, ম্যাজর ব্রডফুটের ঘোষণাবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছেন। সীমান্ত-প্রদেশস্থ সকল কর্মচারীরাই যে এ বিষয়ে এক মতাবলম্বী ছিলেন, তিনি তাহাই দেখাইয়া ব্রডফুটকে নির্দেশ দাখ্য করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। বাহা হউক, সাধারণতঃ বলিতে গেলে, তখন শিখ আক্রমণের কোনই সম্ভাবনা ছিল কি না—প্রকৃতপক্ষে তাহা বিচার্য বিষয় নহে। শিখসৈন্যের শতরাজ্য আভিযানের সম্ভাবনা জানিয়া, ১৮৪৪ খ্রষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম হইতেই ম্যাজর ব্রডফুটের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল কিনা—এখানে তাহাই বিচার্য। স্থানীয় কর্মচারিগণের মধ্যে একমাত্র ম্যাজর ব্রডফুটই জানিতেন, শিখসৈন্য তৎকালে কিরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল। সমালোচক এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ১৭ই নবেম্বরের সংবাদ ভিন্ন অপরাপর কর্মচারী তাহার পর আর কোন আধুনিক ও নতুন সংবাদ প্রদান করেন নাই। অতএব এই সকল ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যখন ম্যাজর ব্রডফুট ব্যতীত, অন্য কাহারও সতর্কতার পরবর্তী ঘটনাবলী বিচারের ক্রমতা ছিল না। ইংরাজগণ কোন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, তৎসম্বন্ধে লেকটেন্যান্ট-কর্ণেল রিচমন্ডের পত্র ছিলই উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৪ খ্রষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল জঙ্গী সার্টের বরাবর এই পত্র প্রেরিত হয়। আশানুগতিক বজার রাখিতে হইলে, সেনানিবাসসমূহ বৃদ্ধ করা আবশ্যক—এ পত্র এতৎসম্বন্ধে অনেক বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

* এই সময়ে কলিকাতায় লক্ষ্য বস্ত্র প্রকাশ করিতে পারিলি।

এই সময়ে সুধিয়ানার একজন শিখ-সৈন্য প্রেরিত হয়। অবহাঙ্গুসারে হুন্দি পাইলেই বিপক্ষ দল আক্রমণ করিবে, তাহাদের প্রতি সেইরূপ আদেশ ছিল। এক্ষণে সেই সুধিয়ানার সৈন্য ব্যতীত হুসন্ধিত লাহোর সৈন্তের পরিমাণ পর্য্যন্ত কি চমিশ হাজার হইয়া পড়িল। তাহাদের সহিত কামান-বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধার সর্বসমেত ১৫০০ী ছিল। এই সময়ে শিখ-সৈন্তের পরিমাণ বর্ধিত সংখ্যা অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক ছিল। বিজয়বুদ্ধ ও পরাজিত ব্যক্তিগণ সকলেই সৈন্তকল সম্বন্ধে সাধারণতঃ অভিরক্তিভ-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কথিত হয় শিখদিগের হারী সৈন্তদল, ইংরাজ-সৈন্তের দেড়গুণ অধিক ছিল;— কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন সম্ভাবজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কলকাতা, কলসংখ্যক অশিক্ষিত অথারোহী সৈন্ত আসিয়া যোগদান করায়, আক্রমণকারিগণের সৈন্ত পরিমাণ যে প্রতিপক্ষ ইংরাজের সৈন্ত সংখ্যার বিংশগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল,—তদ্বিকরে কোন সন্দেহ নাই।

পর্য্যন্ত তির তির হানে স্থাপিত হইয়াছিল,—তৎকালে এই সৈন্তই সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

* নবম্বর-অক্টোবর ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর যে “ফেস-প্যাচ” প্রেরণ করেন, তাহাতে জানা যায়,—তৎকালে শিখ-সৈন্তের সংখ্যা ৪৮ হাজার হইতে ৬০ হাজার ছিল। কিন্তু সুশিক্ষিত সৈন্য সম্বন্ধে বলিতে গেলে, সমগ্র দেশের হারী সৈন্তের পরিমাণ,—৪২ হাজার পরাভিকার অধিক নহে। লাহোর, মুলতান, পেশোয়ার এবং কাশ্মীরে সৈন্যদলও ইহার অন্তর্ভুক্ত। আবার আক্রমণকারী সৈন্তের অবিকাংশই ইহার মধ্যে গণনা করা বাইতে পারে। বাহা হটক, কর্মপ্রকার সৈন্তের মোট সংখ্যা ৩০ হাজার গণনা করিলে, অসমকর্মী বর্ধিত সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া বাইতে পারে

শিব-সেনাপতিগণ কিরোজপুর আক্রমণের ভয় দেখাইলেন। কিন্তু দুর্গ-রক্ষক সাত হাজার বাটন-সৈন্তের প্রতি তাঁহারা কোনই আক্রমণ করিলেন না। সেনাপতি সার জন সিট্‌লার বধোচিত ভেষ্ম-পর্কের সহিত এই সৈন্তদল পরিচালনা করিতেছিলেন; হুডরাং তাহারা অগণ্য শিব-সৈন্য তুচ্ছ জ্ঞান করিল। নিরাশ্রয় সৈন্যদলের ধ্বংস সাধন করিয়া, ইংরাজকর্তৃক বিপদগ্রস্ত হওয়া, লাল সিং ও ভেজ সিংহের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। সন্দেহ, ঐতিহ্যবাহী ইংরাজ-পক্ষীয় সমবেত সৈন্ত কর্তৃক বাহাতে শিব-সৈন্ত বিপর্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়, তাহাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কৃতজ্ঞ বিজয়তুলা তাঁহাদিগকেই বিজিত রাজ্যের মন্ত্রী বলিয়া স্বীকার করেন,—তাহাই লাল সিং ও ভেজ সিংহের একান্ত বাসনা। হুডরাং তাঁহারা কিরোজপুর আক্রমণ করিলেন না; পরন্তু, তাঁহারা স্থানীয় কর্মচারিগণকে নিজ নিজ গৃহ সন্নিবিষ্ট এবং বধেই সহায়ত্ব জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের বশেনহিটৈববার তার প্রদর্শনেরও আবশ্যক হইরাছিল। অতএব সহজ-লভ্য কতেপুর দুর্গ অল্পশ্রু পরিভ্রাম করিয়া, ইংরাজ-সৈন্তের অবিনাশকদিককে আক্রমণের আবশ্যকতাই শিব-সৈন্তের নিকট তাঁহারা পুনঃপুনঃ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—গব্বর-জেনারেলকে বন্দী করিতে পারিলে, অথবা তাঁহাকে নিহত করিলে, খালসার বশ-প্রভার চারিদিক উদ্ভাসিত হইবে। * যে পর্যন্ত গব্বর-জেনারেল নিহত অথবা বন্দী না হয়,

* কিরোজপুরে ইংরাজদিগের একজন এতিনিবি ছিলেন। তাঁহার নাম বাপ্তেন নিকান্দন। এই সময়ে লাল সিং তাঁহার নিকট পত্রাবিভে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন,—তাহার বধেই প্রধান পীড়না বার। বাপ্তেনেরও তাহাই বিবাস ছিল। কিন্তু ঐ কর্মচারীর অকল-বুদ্ধিতে লাল সিংহের প্রত্যাবর্তি বিঘ্ন কিছুই জন্ম যায় না। নিরাসন্য তাঁহার



রাজা তেজ সিংহ ।

[৫১ পৃষ্ঠা]

এক বত দিন ইংরাজসামরিকণ আক্রান্ত না হন, তত দিন অত্যন্ত হালি আক্রমণে বিরত থাকিতে, তাহারা শিখ সৈন্যকে উপদেশ দিলেন। যুদ্ধাধি-ব্যাপারে সর্বসম্মত সূক্তি-পরামর্শের আবশ্যকতা শিখ-সৈন্য বুঝিতে পারিয়াছিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান শাসন-কর্তাদিগের সহিত একমত হইয়া, তাহারা সৈনিক-সমিতি এবং অগরাপর সমিতির ক্রমতা কিছু-কালের জন্য উপেক্ষা করিয়াছিল। এইরূপে এই সকল অযোগ্য ব্যক্তি অতি সহজেই তাহাদের হের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। * সামরিক বিধি-ব্যবহার প্রচলিত নিয়মানুসারে বিভিন্ন স্থানে সেনানিবাস স্থাপন কালে, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পদাতিক ও অবরোধী সৈন্যের নিয়োগ সময়ে, সেনাপতি ও নিয়-পদস্থ লসপতিগণ আপনাপন স্বার্থ-সাধন-দেষ্টেই কার্য করিয়াছিলেন। যে শক্তি বলে সামান্ত সৈনিক-পুরুষও যোবিশ্বের সাধারণ-ওগ্র রক্ষা-করে যুদ্ধে গ্রাণ বিসর্জন দিতে সূচিত হয় নাই, সেই স্বর্গীয় শক্তির প্রতি সকলকেই কতকটা ভক্তি প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। তখন সৈন্তগণ একই উদ্দেশ্য এবং একই কার্য-সাধন-করে অনুপ্রাণিত। কিন্তু এই সকল সৈন্য পট্টচালনার সেনাপতিগণ অক্ষম ছিলেন। তাহারা যুদ্ধ-কার্য সম্পূর্ণ অনতিজ্ঞ : স্বার্থ-সাধনই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা অনুচরগণের প্রতি বিবাসবাদ-কতা করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। সুতরাং এইরূপ উৎসাহহীন সৈন্যসম

কি আশা দিয়াছিলেন,—তাহাও এক্ষণে আনিবার কোন উপায় নাই।—

Compare Macgregor's, "History of the Sikhs", ii. 80,

* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই নবেম্বর লাহোর হইতে গবর্ণমেন্টের নিকট একখানি সংবাদ পত্র প্রেরিত হয়। তাহাতে জানা যায়,—লাল শিখ লাহোর-গবর্ণমেন্টের উত্তীর পথে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং তেজ শিখ সেনাপতি পথে অস্তিত্ব হন।

দেশজোহী বিশ্বাসবাদক সেমাপতিগণ কর্তৃক পরিচালিত হইলে, পরিণামে
 বি-কৃৎসন উৎপন্ন হইতে পারে,—তাহা সহজেই বুঝা যায়। কলকাতা,
 বেঙ্গল কিং-কারিগা সহকারে কামান-বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র এবং আহাতি
 জন্য বৃহৎ নদীর পরশায়ে আসিত হইল, তাহা হইতেই এ বিষয় স্পষ্টরূপে
 প্রমাণিত হইতে পারে। প্রত্যেক শিখ এই যুদ্ধ যেন আপনার বলিয়া
 মনে করিল; প্রত্যেকেই যুদ্ধের জন্য কাৰ্য্য করিতে লাগিল। যুদ্ধ সময়ে
 অন্ত-শত্রু কামান-বন্দুকাদি চালনাও তাহারা অভ্যস্ত ছিল। প্রত্যেকেই
 কামান-বন্দুক বহন করিল; বলদ ও উষ্ট্রচালকরূপে কাৰ্য্য করিতে লাগিল;
 এবং আনন্দোন্মাদে পোতে মাল বোঝাই এবং মাল খালাস করিতেও
 কুঠিত হইল না। তাহারা বিস্তৃতগামী সৈন্তের ন্যায় অগুট, অলস কিংবা
 অব্যাহা ছিল না। বহু আগ্রাস ও যত্ন-পোষিত বিস্তৃতগামী সৈন্য দেশের
 জয় কিংবা বিদ্রোহী প্রভুর মঙ্গল-কামনার কথাচ অনুপ্রাণিত হয় না। কিন্তু
 শিখ-জাতি যুদ্ধের স্বভাবের মঙ্গল-কামনার অগাধের প্রোণদান করিতে
 প্রস্তুত হইল। ‘খালসা’ সৈন্ত প্রত্যেকেই কাৰ্য্যকুশল এবং কৃৎসন।
 বিহীন তাহারা কখনও এরূপ দুর্বল শত্রুর সম্মুখীন হয় নাই। এশিরা-
 খণ্ডের সর্বত্রই যুদ্ধে অগ্রগতি করিয়া ইংরাজ সৈন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।
 শিখজাতি ইংরাজ সৈন্যের ভয়ে স্বভাবতঃই ভয় পাইত; তজ্জন্য
 তাহাদের যুদ্ধ-কৌশল এবং সামরিক নীতিও কতকংশে পরিবর্তিত
 হইয়াছিল। এক্ষণে শিখ-সৈন্য সিদ্ধ নগ্ন অভিক্রম করার সজ-সজ্জা ভয়
 হইল। অতঃপর শিখ-সৈন্য আপনারদের গুপ্ততা বুদ্ধিতে পারিয়া চমকিত
 হইয়া উঠিল; তাহাদের এককল সৈন্য তথায় শিবির স্থাপন করিয়া
 অবস্থান করিতে লাগিল; অপর আর এককল বিশংকালে সাহায্য
 প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইল। এইরূপে তাহারা বিশংকাল হইতে
 অব্যাহতি পাইল। একতরফে এই কাৰ্য্য শিখ-জাতির ভীষণ
 পরিচর্য। যখন হাসাহাসিক সুইডেন সার্ট-প্রোট দাস-

চাঁতালের অধিনায়কত্বে জর্জনি আক্রমণ করিয়াছিল, তখন প্রাচীর
অস্তিত্বের বহুদূর সেনাপতিগণের সমক্ষে রোমীয় সৈন্যগণের শিবির
সংস্থাপন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল। * বাহ্যিক অভ্যুত্থানের সাহস
বলবীর্যে সকলে ভয়-প্রকম্পিত হইত, যিনি কখনও বর্ষা সাধারণ
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই ; সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বীর টেনিয়েকাসও প্রেরণ
করে ইথোপীয় বৃদ্ধাজের প্রতি বর্ষা নিজেপ করিয়াছিলেন ; এবং
আগ্রনাতার বীরশ্রেষ্ঠ পিতার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। †

এই সময়ে আত্মা এবং লুণ্ঠনায় ইংরাজদিগের চুই বল সৈন্য

* নিপাতিগে যুদ্ধ হইবার পূর্বে 'ওয়ার্ডেন' দুইজার্সের
এইরূপ করিয়াছিল। কর্নেল মিচেল বলেন,—শিবির সংস্থাপনের
স্থলকোণে এবং সৈন্যগণের ব্রহ্মকোণে গাস্টেভান এই যুদ্ধ জয়লাভ
করেন।—Life of Wallestein, p. 210.

† Odyssey, xxii. শিব-সৈন্য রোমীয় এবং গ্রীকদিগের নীতি
অবলম্বন করিয়াছিল। রাত্রিকালে এবং পথিমধ্যে অবস্থান সময়ে,
রোমীয়গণের ন্যায় শিবসৈন্য প্রযুক্ত শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান
করিত, এবং গ্রীকদিগের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে চূর্তন্য বাহু রচনা করিয়া যুদ্ধ
করিত। পরন্তু ইউরোপীয়গণ তৎকালে যে প্রশাসী অনুসারে যুদ্ধ
চালাইতেন, তাহাতেই শিবগণ ইংরাজদিগের ভবিষ্যৎ যুদ্ধনীতি অনুকরণ
করিতে পারিয়াছিল। ইউরোপীয়গণ নিরন্তরীণ গোলাবার সৈন্য বৃদ্ধি
করিতেন, এবং তাহাদের সংখ্যাই প্রবল হইত। শিবসৈন্য পথিক ও
কানন সমভিষাহার একহান হইতে হানাতের পথন করিত ; তাহাদের
বহু অগ্ন্যোহী সৈন্যও দেশের সর্বস্থানে দেখা বাইত। ইহাতে "সর্বদা
ইহা বার,—হানাতের-যোগ্য ইংরাজ সৈন্যবল ব্যতীত ভারতীয় সৈন্য
কিন্তু এশিয়ার কোন সৈন্যই শিবগণকে পরাসিত করিত না।" (১)

ছিল। ১৮ই ডিসেম্বর সেই দুইজন সৈন্য, কিরোজপুর হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী 'মুন্সি' নামক স্থানে উপনীত হইল। তাহারা শিবির সন্নিবেশ করিয়া বৃদ্ধ আরত করিতে না করিতেই, একজন শিখসৈন্ত তাহাদ্বয়কে আক্রমণ করিল। তৎকালে সকলেরই বিশ্বাস ছিল,—মুন্সিতে শিখ সৈন্যের সংখ্যা। ত্রিশ সহস্রেরও অধিক ছিল; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই সৈন্তদলের মধ্যে পলাতক সৈন্তের সংখ্যা দুই হাজারেরও কম; তাহাদের সহিত ২২টী কামান ছিল, এবং আট হইতে দশ সহস্র অধায়োহী সৈন্ত তাহাদ্বয়কে সাহায্য করিতেছিল। * লাল সিংহের অধিনায়কত্বে শিখ-সৈন্য ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। প্রথম অভিযান অনুসারে, শিখ সৈন্যদিগকে যোদ্ধার সময়সাপ্রসে ভাসাইয়া দিয়া, লাল সিং তাহাদ্বয়কে পরিত্যাগ

* ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর লর্ড রাক্ এক 'ডেমপ্যাচ' প্রেরণ করেন; তাহাতে জানা যায়, শিখদিগের সৈন্য-সংখ্যা তখন ৩০ হাজার ছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে ৫০টি কামান ছিল। এই সময় কাপ্তেন নিকলসন কিরোজপুর হইতে একখানি বে-সরকারী পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে জানা যায়, তৎকালে শিখ-সৈন্যের পরিমাণ সাড়ে তিন হাজারের অধিক ছিল না। বস্তুতঃ, তাহার গণনার শিখ-সৈন্যের পরিমাণ অত্যন্ত কম। পরে অনুসন্ধানে জানা যায়, শিখদিগের পলাতক সৈন্যের সংখ্যা কম ছিল, এবং তাহারা হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুসময়ে বে কয়েকটী সৈন্যদল ছিল, সেই কয়েকটী দল দলের প্রত্যেকটী হইতে মাত্র অল্প সৈন্য লইয়া, এই পলাতক সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল। (The Calcutta Review, No xvi, p. 489.) কলকাতা রিভিউ পত্র অনুসারে জানা যায়,—শিখদিগের নিকট খাইপটী কামান ছিল; এই হিসাব কিছু নির্ভরিত হইল—ইহাই মত বলিয়া অনুমান করা যায়।

করিয়া চলিয়া গেলেন; সুতরাং তাহারা পরিচালন বিহীন হইয়া আপনাদিগের সাহস ও অতিশ্রুতি অনুসারে আশপাশে বুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, শিখ সৈন্ত পলায়ন করিল; তাহাদিগের ১০টা কামান ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। * কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরাজগণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা এত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন বটে; কিন্তু এই যুদ্ধে জয়লাভ তাহাদের পৌরুষের উপযুক্ত হয় নাই। সুতরাং শিখ-সৈন্তের পুরোভাগ আক্রমণ করিবার পূর্বে সার জন লিটারের সৈন্তদলের সহিত মিলিত হওয়াই ছিরীকৃত হইল। এই সময়ে সারজন লিটারের সৈন্তদল, মুন্সি ও কিরোজপুর হইতে দশ মাইল দূরবর্তী কিরুসহর গ্রামের চারিদিকে অবস্থানান্তরে জ্ঞান গভীর বাহ রচনা করিয়া শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল। † শতাব্দিক কামান ব্যাড়া এই সেনানিবাসটী সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। মুন্সির যুদ্ধের পর, এই স্থানের ঐহং অসম্পূর্ণ পরিধা ইত্যন্ত এক

* এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে ২১৫ জন নিহত এবং ৭৫৭ জন আহত হয়। (১৮৪৫ খ্রষ্টাব্দের ১৯ শে ডিসেম্বর লর্ড গাক্‌ বে 'ডেনপ্যাট' প্রেরণ করেন, তাহাতে এ বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।) তৎকালে লর্ড গাকের অধীনে ১১ হাজার সৈন্য ছিল।

† বে স্থানে এই ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহার প্রকৃত নাম কুল প্রুথ উল্লিখিত হইয়াছে। যাহুধের "সিঙ্গ" নাম হওয়া অসম্ভাবিক নহে; "সহর" শব্দ সীম-সিঙ্গ শব্দ। কোন স্থানের বাসিন্দার পরিবর্তে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। "কিরোজ দা" নাম ভ্রমশূলক। কৃষকগণ এবং সাধারণ লোকে 'কিরুসাহার' শব্দ বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে। লতনতঃ তাহাদের সেই বিকৃত উচ্চারণ হইতেই সেই কিরুসহর নাম পটীক হইয়াছে।

কোনর করিয়া উদ্ধারিত হইরাছিল। তৎকালে সকলেরই মনে হইল, তথায় পলায়ন সহস্র সৈন্তের স্থান সংকুলান হইতে পারিবে। কিন্তু পরবর্তী অনুসন্ধানে স্থির হইল, যাদশটি পদাতিক সৈন্তের মল এবং আট কি দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্তের অধিক সে স্থানে থাকা অসম্ভব। অতএব পার্শ্ববর্তী আক্রান্ত শিখ-সৈন্য, আক্রমণকারিগণকে সর্ববিধের অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। শিখদের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে বড় বড় কামান ছিল। কিন্তু ইংরাজ সৈন্তের অধিকাংশই বিভিন্ন প্রেবীর গোলন্দাজ সৈন্য; তাহাদের কামানগুলিও আকৃতিতে শিখদিগের কামান অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল।* কিন্তু ব্রিটিশ-সৈন্তের সৌভাগ্য ও বিজয়-ক্লী লাভে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; সুতরাং দশ-ভগ্ন অধিক সৈন্যের বিরুদ্ধে সিপাহী-সৈন্য আনন্দোন্মাদে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইল।

২১শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নকালে পূর্বোক্ত সৈন্য সার জন মিটারের সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। এই স্থান শত্রুগণের সেনানিবাস হইতে

* শিখগণ এবং লাহোরের ইংরাজ-কর্মচারিগণ সকলেই একবারো বীকার করিয়াছেন,—কিরূপসহরের যুদ্ধে ১২টি যুদ্ধ যুদ্ধ সৈন্যদল নিবৃত্ত হইরাছিল। বস্তুতঃ, তাহাই সত্য বলিয়া অনুমান হয়। পরবর্ত্ত-জেনারেল এবং সেনাপতি (অসীলাট) উভয়ের প্রতিটি অনুসারে জানা যায়,—শত্রুগণ পশ্চিম তীরে ৬০ হাজার সুসজ্জিত সৈন্য সমবেত হইরাছিল; কিন্তু তাহাদের সেরূপ অনুমিতি ভ্রমমূলক। লর্ড গাক বলেন, কয়েকটি যুদ্ধ পদাতিক সৈন্যদল ছাড়া, আরও ৩০ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ প্রায় সাত হাজার অবতীর্ণ হন। তিনি আরও বলেন, ২২শে ডিসেম্বরের দুই বীহার সহিত কতগুলি আরোয়াজ্ঞ ছিল। সুতরাং বিরুদ্ধে প্রকৃত অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যই অবশিষ্ট ছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বরের “ডেন্ডাচ” অভিযান।

চারি মাইল দূরে অবস্থিত। আক্রমণের বিস্তৃত বর্ণনা বিন্যাস করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিল। সূর্য্যোস্তের পর এক ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আত্মবিশ্বাসী ইংরাজগণ পরিশেষে অতিশ্রিত যুদ্ধে একান্ত হইলেন। ইংরাজ সৈন্য যুদ্ধ-পদ্ধতিতে যুদ্ধ-যাত্রা করিল; চির-প্রসিদ্ধ গোলন্দাজ সৈন্য অবিচ্ছিন্নভাবে গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। শিলাদিগের কামানসমূহ প্রবলবেগে অগ্নি উৎসারণ করিতে আরম্ভ করিল; তাহাদের একটী নক্ষত্র ভেঙে পড়িয়া গেল। তাহাদের পদাতিক সৈন্য পুসজিৎ কামান প্রেলীর মধ্যে ও পশ্চাত্তানে প্রেলীবদ্ধ হইয়া নগরমাস হইল। তাহারা অবিচলিতভাবে সৈন্য-বিন্যাসের মধ্য হইতে অবিচলিত গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরাজ-সৈন্য কখনও একপাশে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হয় নাই, কিংবা কখনও একপাশে কঠোর বাধা প্রাপ্তির আশঙ্কা করে নাই। সকলেই বিশ্বাসে চমকিত হইয়াছিল। কামান অবতারণিত হইল; ক্ষুদ্রাঙ্গকরণ যুদ্ধা ব্যস্ত হইল; কতক বা আকাশে নিক্ষেপ হইল; ব্লিটশ সৈন্তের দল ভঙ্গ হইতে লাগিল; দলে দলে সৈন্য পশ্চাৎ হটিয়া গেল; কিন্তু প্রত্যেক সৈন্যদল বিশ্বস্ত ও পরাজিত হইল। অবশেষে সূর্য্যোস্তের পর বিপক্ষ দলের অধিকৃত স্থানের কতকাংশ অধিকৃত হইল। তৎসামান্য রজনীর প্রাচ্য অন্ধকারে এবং অবিচ্ছিন্ন ধোরতর যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন অস্ত্রধারী সৈন্য সকলেই এক সঙ্গে মিশিয়া গেল। সৈন্য-পতিপন ভৎসন্যে কিছুই জামিতে পারিলেন না, এবং আপনাপন কৃতকাৰ্য্যতার বিষয়ে তাহারা অমৃতব করিতে পারেন নাই। কর্ণেলগণ জামিতে পারিলেন না, তাহাদের অধীনস্থ সৈন্যগণের কিরূপ হুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। অথবা তাহারা যে সৈন্য-প্রেলীর অংশ সেই সৈন্যেরই বা কি পরিণাম ঘটনাছে, তাহাও তাহাদের জামিবার অবসর হইল না। শত্রু-পক্ষের বৈদ্য প্রেলীর কতকাংশ তখনও অজ্ঞান

ভাবে দণ্ডারমান ছিল। শিখদিগের যে কামানগুলি শত্রুহস্তে পতিত
 হয় নাই, তাহারা সেই কামানগুলি লইয়া বিপক ইংরাজ-সৈন্য আক্রমণ
 করিল; তৎকালে এবং যুদ্ধভ্রমে ক্রান্ত ইংরাজ সৈন্যের প্রতি যখন যখন অগ্নি
 বর্ষণ হইতে লাগিল। নিদারুণ নীচে ইংরাজ-সৈন্যের হস্ত-পাদাদি অসাড়
 হইয়া পড়িয়াছিল; খড়ের আশ্রয় জালিয়া তাহারা শত্রুরের উচ্চতা-বিধান
 করিতেছিল। সেই সঙ্কেত পাইয়া, সতর্ক শিখগণ তাহাদিগকে প্রবল-
 বেগে আক্রমণ করিল। ইংরাজগণ তখন বিপদসাগরে ডাকমান
 হইলেন। সৈন্যদলের মধ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সকলেই
 হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কি বিদেশে, কি ভারতবর্ষে, ইংরাজদিগের
 বিস্তৃতভোগী সৈন্যদল সর্বত্রই সাহস ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া-
 ছিল। তখন সুশিক্ষার অভাব ছিল বটে, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন কৃতকার্যতা
 লাভ সে অভাব হইত। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পক্ষ সহস্র বিদেশীয়
 ইংরাজ-সৈন্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে, দেশীয় সৈন্য তাহাদের যুদ্ধ-চাতুর্য্য
 এবং ক্রম-কৌশল সকলই শিখা করিয়াছে। এক্ষণে এমন সংঘটন
 উপস্থিত যে, তাহাদিগকে অপরিণীত কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। সেই
 চিরস্থায়ী রণমীতে ইংরাজগণ কদাচিত্ত জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন;
 তাহারা যে স্থানে দণ্ডারমান ছিলেন, তাহা তাহারা আরও করিতে সমর্থ
 হন নাই। তাহাদের সন্নিহিতে আর কোন যজ্ঞত সৈন্য ছিল না; বিপক
 শিখ-সৈন্য পশ্চাৎগমন করিয়া দ্বিতীয় সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া-
 ছিল। তাহারা এক্ষণে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্যে পুনরায় যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইতে
 লাগিল। তখন ইংরাজগণ বিরোজনুরে পলায়নের সম্বন্ধ করিলেন;
 তাহাদের সে সকল অব্যোক্তিক বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু সাহসী
 সৈন্য লর্ড মাক জিরগণ কখনা হির করিলেন; তিনি এবং লর্ড হার্ভিক
 অতিশয় নির্ভীকতার সহিত ইংরাজ-সৈন্য এবং প্রবল পদাতিক সৈন্য-
 দলের পুনঃসংগৃহীত আবেগের সাহায্যে পুনঃবিপক আক্রমণ করিলেন।

পরিশেষে আংশিক জয়লাভ সমর্থ হইয়া, ইংরাজগণ কিছুকালের জন্য বিজয়ের সুযোগ পাইলেন। ২২শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে শিবদিগের ভাষিষ্ট সৈন্ত তাহাদের শিবির হইতে বহাভিভ হইল। কিন্তু বেলা দ্বিবি সন্ধ্যা সন্ধ্যা, শিব-সৈন্তদের দ্বিতীয় অংশ রণ-মাঠে সঙ্কীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইল। তখন পরিভ্রান্ত, রাস্তা এবং সুখার্ভ ইংরাজ সৈন্ত দেখিল, সম্মুখে ঘোর ছুর্দৈ উপস্থিত; তাহারা বুঝিল,— ঘোরতর যুদ্ধ সভাবনা, এবং সে যুদ্ধে কোনমতেই জয়লাভ হইবে না। তেজ সিং এই সৈন্যদের আধনাগক ছিলেন। তাঁহার একত্র এবং অকপট সৈন্যদল, সর্বোচ্চের সঙ্কে সময়েই ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য জিহ্বা করিতে লাগিল। 'বস্ত্র ভীতি-প্রদায়ক 'খালসা' সৈন্য বহুতে পরাভিত হইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়, তৎসাধনই তেজ সিংহের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং লাল সিংহের সৈন্যদল সর্ব্বস্থলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পলায়নপর না হওয়া পর্যন্ত, তেজ সিং বিজয় করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার প্রতিপক্ষগণ পূর্ণ-উদ্যমে পতাকামূলে সমবেত হইল। এমন কি, শেষ পর্যন্ত তেজ সিং কয়েকটা খণ্ড যুদ্ধে ব্যাপ্ত হইলেন; তিনি কয়েকটা কৃত্রিম যুদ্ধের ভাণ করিলেন মাত্র; কিন্তু যুদ্ধ-প্রতিষেধতার সহিত শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিলেন না। পরিশেষে আপন সৈন্যদলকে অকূল সমর-মাঠের ভাঙ্গাইয়া, তিনি তাড় তাড়ি পলায়ন করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য-গণের মধ্যে দারুণ বিশ্বাসী উপস্থিত হইল; কিছুকালের নিমিত্ত তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তখন ইংরাজদিগের গোলা-শব্দ সৈন্যের যুদ্ধোৎসাহ সকলই কুণাইয়া দিয়াছিল; তাহাদের একজন সৈন্ত কিরোজপুরে, প্রস্থান করিতেছিল। * সেই সময়

শিখ-সৈন্য সাহসিকতার সহিত অগ্রসর হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে, ইংরাজগণ সহস্র চেষ্টায়ও অবশিষ্ট সৈন্যদলকে রক্ষা করিতে পারিতেন না।

১৮৪৫ খ্রষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর, লর্ড পাক সেই 'ডেসপ্যাচ' প্রেরণ করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জও ৩১শে ডিসেম্বর আর একটা সংবাদ প্রেরণ করেন। সেই সকল ডেসপ্যাচে কিংসহরের বুদ্ধগুণাত্ত বিশদরূপে বর্ণিত আছে। অব্যবহাৰী সৈন্যদলের কার্যকারিতার বিষয় পৰ্কার-জেনারেল বিশেষরূপে তাক্য করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষ ৬১৪ জন সৈন্য নিহত, এবং ১৭২১ জন সৈন্য আহত হয়।

'কোয়ার্টারলি রিভিউ' ('Quarterly Review' for June, 1845, II. 203-206) এবং 'কলিকাতা রিভিউ' (Calcutta Review for December, 1847, p. 498.) পত্রের বর্ণনায় কতকগুলি অজ্ঞাত বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল বিষয় এই ইতিহাসে উল্লেখ আবশ্যক। তন্মধ্যে দুইটা বিষয় প্রধান;—(১) ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলাে কিরোজপুরে আশ্রয়গ্রহণ করার প্রস্তাব। (২) পর দিন প্রোফে অধিক সংখ্যক ইংরাজ-সৈন্য কিরোজপুরের দিকে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা।

যদি শিখ-সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে সমস্ত সীতি অনুসারে কিরোজপুর অভিমুখে ইংরাজ সৈন্যের প্রত্যুত্তর করাই প্রের্য ছিল; কিন্তু কয়েকজন বশেষ-দ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের আত্মহুসারে শিখ-সৈন্য পরিচালিত হওয়ার, নির্ভরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানই, ইংরাজগণ প্রের্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। লাল সিং এবং তেজ সিংহের অকর্তব্যতা কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়, ইংরাজ-সৈন্যপ্রাণকণ সম্পূর্ণরূপে অনুগ্রহণ করিতে পারেন নাই, কিংবা তাহাতে

এইরূপে একটা যুদ্ধ জয় হইল। ৭০টির অধিক কামান এবং বিজিত ও অধিকৃত রাজ্য লাভ হওয়ার, বিজয়-ত্রী ইংরেজের অকর্ষণীয় হইলেন। কিন্তু বিজয়ী ইংরেজসেনার সপ্তমাংশ এই যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অত্যধিক উত্তেজনা ও অশেষ পরিশ্রমে ইংরেজসৈন্য অস্বাভাবিক অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে শিখগণ শতক্র নদী পার হইয়া নতুন যুদ্ধের আয়োজন করিবার অবসর পাইয়াছিল। ইংরাজ-পক্ষের বেতনভোগী সিপাহী-সৈন্যগণকে এইবার সমশক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইল। কি অস্ত্র-শস্ত্রে, কি সৈন্য সংখ্যায়, কি গোলাগুলির বর্ষণে উভয় পক্ষই সমকক্ষ ছিল। শিখদিগের কামান অপেক্ষা সিপাহীদিগের কামানগুলি নিকট ছিল বলিয়া, সিপাহীগণ যৌর আপত্তি জানাইয়া ছিল। নদীর তীরে দুই তিন ফিট উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপগুলিকে তাহার হুর্ভেদ্য হুর্ভেদ্য ৭০টির বলিয়া অতিরিক্তভাবে ব্যস্ত করিতে লাগিল; তাহাদের কল্পনাশ্রমেরে ব্যস্তমান। এবং যুদ্ধ-দরভামানি সাংঘাতিক

সমূহ বিধ্বস্ত স্থাপন করিতে সাহস করেন নাই। এই কারণে সমগ্র ব্রিটিশ-রাজ্যের শান্তি রক্ষার ভার ঘাহার উপর হস্ত ছিল, তিনি ওজস্বী কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যুদ্ধের অবসানে কিছুসময়ে দুই পক্ষের সেনানিবাস-ক্ষেত্রে, উভয় পক্ষের অস্ত্র-শস্ত্রাদির অবস্থা উপলব্ধি হইয়াছিল। শিখ-গোলাগুলিদিগের কামানের কুহং নালসমূহ এবং গোলাগুলির গুরুভার লক্ষিত হয়; এবং ইংরেজদিগের যুদ্ধ কামানসমূহ তুলনায় নিকট বলিয়া বুঝা গিয়াছিল। শিখদিগের যে সকল কামান ইংরাজদিগের অধিকৃত হইয়াছিল, তাহাতে গোলায় কোনরূপ আঘাত-চিহ্ন ছিল না; কিন্তু ইংরাজদিগের কামানসমূহের তৃতীয়াংশ, পাকীর উপর অকর্মণ্য পড়িয়াছিল।

ভক্ত অন্ন ('মাইন') রূপে প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। কেবল ভারতীয় সৈন্যগণই যে বিপক্ষদের বুদ্ধ আরোহনে ভীত ও চকিত হইয়াছিল, তাহা নহে; ইউরোপীয় সৈন্যগণের মধ্যেও সে প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজকীয় কর্তৃপক্ষগণ এবং ধর্মবাজকগণ এবং বৃটিশ জনসাধারণের প্রাণেও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল; তাহাতে বৈদেশিক অবিকারের শান্তি এবং নিরাপত্তার বিষয়ে সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। * এই সময়ে অভিনববর্তী প্রবেশ হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য এবং বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত অসংখ্য সৈনিক কর্মচারী আহুত হইয়াছিলেন। ইংরাজাতির চিরন্তন যুদ্ধ-নৈপুণ্য প্রকাশনি ও পুরুষের অক্লিষ্ট রাজনৈতিক প্রাণ্ডা রক্ষার জন্যই বৃটিশ-সরকার ঘেঁটে তীক্ষ্ণদৃষ্টিক্রমে আহ্বান করিয়াছিলেন। সকলেই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। এই সবটুকু-সময়ে একজন প্রধান সৈনিকের উচ্চ-প্রসিদ্ধি ও হিরণ্যচিন্তা, এবং অপর একজন সেনাপতির ঐকান্তিক পরিশ্রম ও যুদ্ধোপকরণের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার,

* ডেব্রাসের পরাজয় এবং সেনাপালের ক্ষতের সংবাদ প্রবণ করিয়া, অস্ট্রিয় ভয়বিহ্বল হইয়াছিলেন। দিল্লী এবং বম্বাইর অন্তর্গত প্রদেশ অধিকৃত হওয়ার, ইংরাজগণও সেইরূপ শঙ্কিত হইয়াছিলেন। রোসের শক্তিমত্তা, এবং তাহার দুর্বলতার কারণ-পন্নায়না অবগত হইয়াও, সেই দুইজন অস্ট্রিয় জর্জনি কর্তৃক ইটালী আক্রমণের পরিণাম চিন্তা করিয়া ভীত হইয়াছিলেন। তাহার চূড়ান্ত অনুসরণ করিলে, ভারতবর্ষ সমস্ত ইংরাজবিশেষ আশঙ্কায় বিষয়ে দোষারোপ করা বাইতে পারে না। সামান্য ভিত্তি বা অসুস্থপূর্ব বটনা পন্নায়নার নির্ভর করিয়া, অল্প-প্রমাণমাত্রা সামান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইত্যং তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

সকলেই সন্তোষলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই অত্যধিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা অসম্পূর্ণ হইয়া বহুদিন হইয়াছিল ; কারণ উপস্থিত যের বিপদের বিষয় স্মরণ করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আশা অনেকেরই মনে বহুদিনে বিদূর্ণিত হইয়াছিল। বাহা হউক, অতঃপর সৈন্তদলের যুক্তির অন্তর্য্যায়ী ইংরেজসৈন্যের আদেশ প্রচারিত হয়। কিন্তু বীর ইউলিসিসের নিষেধাজ্ঞার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, একদেশদর্শী মেঘতা উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছিল, ইহাতে সেই কথাই মনে হয় ;—

ইংরেজ উপাসনা নরহত্যা হেতু,

সে নহে পবিত্র—তুণু নরকের সেতু।

* *Odyssey* xxii. ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর পর্ব্বার জেনারেল এক ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। তাহাতে সৈন্তদলকে ইংরেজ উপাসনা করিতে আদেশ দেওয়া হয়। তৎকালে কলিকাতার ব্রিটিশ বন্দুকাধিকার উপাসনার প্রাণালী-পদ্ধতি সর্ব্বত্র প্রচার করেন। পর্ব্বার জেনারেলের উৎকর্ষার বিষয় তাঁহার ঘোষণা-প্রচারেই বৃদ্ধিতে পাওয়া যায়। সেই ঘোষণার তিনি শিখ সৈন্তদলকে স্বল্প পরিচয়নে উৎসাহিত করেন ; অবশ্যতে বুদ্ধি এবং বর্ত্তমানে পুরস্কার দিবার প্রলোভন দেখান। স্বদেশত্যাগী যুক্তিগণ ইংরেজসৈন্যের আশ্রিত্য কোমলতায় অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে, শীঘ্রই তাহার নীতিমালা করিয়া ফেলা হইবে,—শিখদলকে তাহাও বলা হয়।

ক্রমবশতঃ বা গাষ্টাভাসের সৈন্তদল বিজয়ক্রমে যে অসুস্থ হইয়া নজদার হইয়া, ইংরেজ উপাসনা করিয়াছিল, তাহা প্রশংসনীয়। কারণ, তাহা ঐকান্তিকতাপূর্ণ; এবং উচ্চ হইতে নিম্ন হইয়া সকলের মধ্যেই সেই ঐকান্তিক ভাব প্রসূত হইয়াছিল। এক্ষণে সৈন্যের পদ্ধতি হইলে, তাহার সমভাবে উৎসাহিত ও হইবে।

ক্রমশঃ ব্রিটিশ সৈন্তের লক্ষ্যুটি হইতে লাগিল। বিরোধপূর্ণ হইতে হারিকী পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে সৈন্তদলের সমাবেশ হইল। এদিকে শিখগণও শতক্রমদীর পশ্চিম পারে, ইংরাজ সৈন্তস্রোতের সমান্তরালভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যুদ্ধোপকরণ এবং বহু কামান প্রভৃতির অভাবে ইংরেজগণ অকৰ্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধে বিলম্ব হওয়ার, ইংরাজ সৈন্ত শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছিল; তাহাতে বিপক্ষ সৈন্তদল নবোদ্যমে অসীম সাহসে ইংরাজসৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে শতক্রমদীর পূর্বতীরবর্তী আরসীর দ্বারগণ ইংরাজদিগকে সাহায্য না করিয়া, বরং বেশ মনো উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ইংরেজদিগের অধীমত্ব লাগোয়ার রাজা এক বৎসর পূর্বে বিপুলস্বত্বক বলিয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন। * তিনি এখন কর্ণেলের

তখন সম্মান বা অথঙ্কার চিহ্ন আপনাপনিই প্রকটিত হইত; রাজকীয় আদেশ বা 'সরকারী বোঝাবার' আদায় তাহার প্রাপ্ত হইতে পারিত না। কোন সুসভ্য ও সুবিজ্ঞ গবর্ণমেন্ট এই প্রকার আন্তরিকতাপূর্ণ বাহ্য উপাসনা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সর্বদা বিরত হইতেন; তাহারা সাময়িক নিয়মাবলীর পরিপালনে সমধিক বর্ধপরিচয় হইতেই চেষ্টা করিতেন। দৈনিক উপাসনায় এবং উপদেশে সৈনিক রাজকর্মচারিগণের মানস ক্ষেত্রে সর্বদা ঈশ্বর বিরাজমান থাকেন; সেইরূপ ব্যাবসাই সমাচীন। কতিং যুদ্ধের কালে ঈশ্বরের প্রাণসা-কীর্জন আভরণ যাত্র।

* ১৮৫৪ খ্রষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর মেজর ব্রডফুট গবর্ণমেন্টকে এক পত্র লেখেন, তাহাতে এ বিষয় উল্লিখিত আছে। এই সানত (লাগোয়ার রাজা) লর্ড অকল্যান্ডের নিকট হইতে রাজ্য উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রণসিং সিংহের আত্মীয় এবং লামারের

সম্মিলিত হইতে অগ্রসর হইয়া প্রকৃতভাবে যুদ্ধের সিংহ পরিচালিত নিবসৈন্তদলে যোগদান করিলেন। যুদ্ধের সিংহের সেই সৈন্তদল মলভুর-দোবাব পার হইয়া লুধিয়ানার অনতিদূরে অবস্থান করিতে ছিল। এই সময় লুধিয়ানার সহর শূন্য করিয়া সকল সৈন্ত অস্ত্র-বশ প্রতিরোধী সৈন্তদলের দলপৃষ্টি করে। অবশেষে পূর্বাঞ্চল হইতে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি নতুন সৈন্ত আনয়ন করিয়া ঐ স্থান সুরক্ষিত করা হয়। যমুনা হইতে কিরোজপুর অভিমুখে যে সকল ইংরাজ-সৈন্ত অগ্রসর হইতেছিল, এই সকল সৈন্ত পরিশেষে তাহাদিগের পতিরোধ করিতে সক্ষম হয়। * জাহ্নগারী মাসের প্রারম্ভে লুধিয়ানার নিকট-

নিকটবর্তী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সত্‌সভী-নদীর উপর সেতু নির্মাণ বিষয়ে দামনীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া, ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। লাহোরের রাজা সাধারণ মন্তব্যের ভ্রান্ত সামান্য শক্তিশালী ছিলেন। তিনি অপরিমিতব্যয়ী এবং ব্যাভিচারী বলিয়া পরিচিত। শিখ-ভরপত সিংহের অস্বিরচিত্ততা তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। ভরপত সিং, এক সময়ে কর্ণাল ও যমুনা নদীর পূর্ব-তীরস্থিত কতকগুলি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন; এবং ১৮০০ হইতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজদিগকে বিশেষ কষ্ট দিয়াছিলেন।

* কি জন্ত সে সময়ে লুধিয়ানার উপযুক্তরূপ সৈন্ত সমাবেশ হয় নাই, তাহার কারণ বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। কি জন্তই বা কিরাসহরের বুকের পর, মিরাট হইতে সৈন্ত আনিয়া লুধিয়ানায় বৈঠক করে নাই, তাহার কারণও অবিজিত। কিরোজপুরের অস্বাভাবিক অবস্থার সৈন্যদল প্রেরণ ও তাহার দৃঢ়তা সম্পাদনে, নব্বরি কোলাহল, পলায়ন ও অন্যান্য হইয়াছিলেন। সেই হালের সাধারণ অবস্থার জন্য তিনি বিশেষ স্বেচ্ছাশ্রম করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম

বর্তী বাদোয়ানের আত্মীয় হইতে পরিবারবার্গকে স্থানান্তরিত করিয়া
জঙ্গ সাহোয়ার রাজ্য প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে তৎকর্তৃক লুণ্ঠি-
তার সেনানিবাসের কিয়দংশ অধি সংযোগে অন্তর্ভুক্ত হয়, তৎকালে
শুধিগ্রানার অল্পমাত্র পদাতিক সৈন্য ছিল, অথারোহী সৈন্য আরো
ছিল না; সেই সুযোগেই তিনি সেনানিবাস ধ্বংস করিতে পারিলেন।
এই সময়ে বিপক্ষদের অলস ভাব উপলব্ধি করিয়া
প্রধান শিবসৈন্তদল শত্ৰু নদী পূনরায় আক্রমণ করিতে লাগিল
এবং পারাপারের ক্ষমতা হারা অবাধে একটি সেতু নির্মাণ করিতে
প্রবৃত্ত হইল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংরাজসৈন্য নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হইল।
তাহারা মনে করিল,—সে সময়ে শিবসৈন্যকে আক্রমণ করিলে, যুদ্ধ
বাধিব্যব সম্ভাবনা; এবং কুদ্রোপকরণ প্রভৃতির অভাবে নিজেদের অসুবিধা
সম্বন্ধে বিশেষ অন্তরায় ঘটিতে পারে। বাহা ইউক, অতাবতাই শিবসৈন্য
উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং পূনরায় ঘৃণিত বৈদেশিকগণকে আক্রমণ
করিতে বলিয়া ঘোষণা করিল। তাহাদের এই আশঙ্কায় কেহ কুসং-
স্কার

পর্যাপ্ত হয়, শত্ৰুর নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ দুরক্ষিত করাই কর্তব্য।
শিবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ পরিহার পক্ষে, তাহাই একমাত্র বিজ্ঞতার কার্য
বলিয়া মনে হয়। এই বিসংপাতের মধ্যেও সম্ভবতঃ পৰ্ব্বত-জেনারেলের
মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল।

শত্ৰুদের রাজধানীর এবং শিবসৈন্তদলের প্রধান দলের চতুর্দশ
সৈন্য সমাবেশের জঙ্গ, লর্ড হার্ডিজ, সিদ্ধেশ্বর হইতে সার চালস
মেনিয়ারকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। মূলতানের প্রতি
তিনি এ সময়ে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। তিনি স্ফটিক বহিরা-
করিলে, পূর্বপক্ষ আক্রমণের সময় উপস্থিত হইল, নিজস্ব সৈন্য-
দলকে তিনি সুসজ্জনে প্রেরণ করিলেন।

রূপ অবস্থান করিতে পারিলেন না; ফিরোজপুর ইংরেজদিগের সীমা স্ব
প্রবেশরূপে নির্দিষ্ট হওয়ার অহুবিধ। ক্রমে ক্রমেই প্রতীক্ষমান হইতে
লাগিল। ইংরাজগণ এতদিন পর্যন্ত কেবল কানজ-কলমে যে সকল
দেণ অন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু জরবারির দ্বারা তাহা শাসন-সংরক্ষণে কৃত-
কার্য্য হইল নাই, এক্ষণে সেই সকল দেণ হইতে সাহায্য আশি,
কঁহারের পক্ষে দুঃখ। হইয়া পড়িয়াছিল। চুখকোড় হইতে খোবিক
নিবাসের পলায়নের সময় কঁহার অসুদূরন করিত গিয়া ঘোমলাগাহিনী
যুক্তসর বা যুক্তিগরের যে ক্ষুদ্র দুর্গে ইতিপূর্বে তৎকর্তৃক পরাজিত
হইয়াছিল, আশেপাশে ইংরেজ সৈন্তগণের এবং বিকানীর হইতে
আনীত অতিরিক্ত সৈন্তগণের আক্রমণেও এক্ষণে সেই দুর্গ শিব
সাহায়ে আত্মরক্ষার সমর্থ হইল। বলা বাহুল্য, বিকানীর সৈন্তগণ
আশেপাশে ইংরেজসৈন্তের দ্বার যুদ্ধোপকরণ বিহীন হইয়া পড়িয়াছিল।
যুদ্ধকোটার ক্ষুদ্র দুর্গও এই প্রকারে ইংরেজগণ কর্তৃক দখল পাই
হইতে আক্রান্ত হইলো, শিখগণ তাহা রক্ষা করিয়াছিল। সারহিন্দের
নিকটবর্তী অস্ত্রস্ত্র রক্ষণীর স্থানের জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল;
রকৌ সৈন্ত এবং অপরাপর সৈন্তগণ অবাধে অগ্রসর হইতেছিল;
এক্ষণে তাহারা বখা প্রাপ্ত হইল। *

* নিম্নলিখ পার্বত্য নিবাসে বহুসংখ্যক ইংরাজ পরিবার বাস করে।
উহা নজফ নদীর নিকটবর্তী; কাশ্মীরি এবং সাংখ্য হইতে ঐ স্থানে
সহজেই প্রবেশ করা যায়। এই সময়ে কতকগুলি শিবসৈন্ত এবং
লাহোরের অবসিহ যুগ্ম আত্মরক্ষার কর্তৃক নিম্নলিখ পার্বত্য-
নিবাস আক্রান্ত হওয়ার লক্ষ্যবস্তু হইয়াছিল। ঐ সকল স্থান রক্ষার
অন্ত সমস্তরূপে সৈন্তগণ অবস্থিতি করিত, এক্ষণে তাহারা হানাতারিত
হইয়াছিল; ক্ষুদ্রাক্ষর বিদ্যক কর্তৃক ঐ সকল স্থান আশি সমস্তই

১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই আগস্টের বরফকোট (বর্ফকোট) আক্রমণের
 অন্তর্ভুক্ত যখন জেনারেল সার হারি শিখ সৈন্যের প্রেরিত হইয়াছিলেন।
 বিনা যত্নপাড়ে ঐ স্থান আশ্রয়-সমর্পণ করে। ইহাতে সৈন্যদের
 অন্তর রসদ প্রেরণের পথ প্রশস্ত হয়। যে সকল সৈন্যদল কামান,
 মুদ্রোপকরণ এবং রসদাদি গইরা বিরোধপূর্ণের দিকে অগ্রসর
 হইতেছিল, তাহাদিগের প্রতি বিপক্ষদের দৃষ্টি না পড়ে, সেই
 উদ্দেশ্যেই সার হারি শিখ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। গমনা-
 পথের পথে বিপক্ষদল যে বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহা মুক্ত করাও
 তাঁহার অত্যন্ত উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন জানা গেল, রণজোর সিং নৈমন্ত
 সহ শতরু অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা আক্রমণের অন্ত অগ্রসর হইয়াছেন,
 তখন তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্ত আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। ২০শে
 আগস্টের দিন আগরাওন নামক এক বাণিজ্য-বন্দরে শিবির স্থাপন
 করেন; তাঁহার পশ্চিম স্থান হইতে আগরাওন ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত।
 ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিহিত অসুসারে দত্ত সিং আগরাওনালিয়ার পুত্র আগরাও-
 নের অধিকারী হইয়াছিলেন: এক্ষণে তিনি তদ্রূপ সুবৃত্ত হুগ ইংরাজ
 সৈন্যপতিকে অর্পণ করিলেন। এই সময় জানা গিয়াছিল, লুধিয়ানার
 অব্যবহিত পশ্চিমে রণজোর সিং শিবির স্থাপন করিয়াছেন; বাণোয়াল
 তাঁহার অগ্রসার সৈন্য অবস্থিতি করিতেছে। আগরাওন হইতে বাণোয়াল
 ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত: এক্ষণে চারিদিক পদাতিক, ডিম সহ

বন্দিত হইতে পারিত। কিন্তু স্থানীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কতকগুলি
 পার্শ্ববর্তী রাজপুত-সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের দ্বারা এ সকল
 স্থান ত্যাগ উপায় বিধান করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ সকল স্থান
 আক্রমণ হয় নাই; কিন্তু নির্জন আশ্রয়স্থান বাণোয়ালের একদল দুর্ভাগ্য
 লোককে অব্যবহিত হইতে হইয়াছিল।



শিখ অথারোহী ।

অবারোহী এবং ১৮টী কামান আসিয়া উপস্থিত হওয়ার, ইংরাজ সৈন্তের বহুপুটি হইল। তাহারা গভীর রাত্রে বানোরাল অভিমুখে যাত্রা করিল। ২১শে জানুয়ারী প্রত্যুষে জানা গেল, প্রায় দশ সহস্র শিখসৈন্ত পূর্ব দিবস বানোরাল অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ইংরাজ সৈন্তের পুরোভাগ হইতে সেই স্থান তখন আট মাইল মাত্র দূরত্ব। সার হ্যারি শিখ বিবেচনা করিলেন, তিনি যদি বক্তৃ-
পত্রিতে দক্ষিণ দিক দিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে শিখসৈন্ত তাঁহার বামপার্শ্বে তিন মাইল দূরে পড়িয়া থাকে ; তিনি অবাধে লুণ্ঠিনার সৈন্ত-
দলের সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন। যুদ্ধের সরঞ্জামাদি অগ্রে পাঠাই-
বার জন্য তাঁহারা এক স্থানে অলক্ষণে মাত্র বিলম্ব করিলেন। তখন
বন্দোবস্ত হইল,—যুদ্ধোপকরণসাহী পশুপাল সৈন্তদলের দক্ষিণ অংশে
সমান্তরালভাবে গমন করিবে ; তাহাতে সৈন্তদল কর্তৃক আরও থাকার,
বামপার্শ্বে হইতে তাহাদিগকে কেহই দেখিতে পাইবে না। বানোরাল
সমীপে উপস্থিত হইয়া ইংরাজসৈন্ত দেখিল, শিখগণও সেইরূপভাবে
অগ্রসর হইতেছে। বুঝা গেল,—ইংরাজদিগকে বাধা দিবার জন্য
তাঁহারা বেশ বক্তৃপতি অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ
করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, সার হ্যারি শিখ আরও দক্ষিণদিকে বক্তৃ-
পতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; মধ্যে মধ্যে অবারোহী
সৈন্তদিগকে দাঁড় করাইয়া, পদাতিক সৈন্তদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।
পথ বন্ধুর বলিয়া, পদাতিকগণ স্বভাবতঃই মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে-
ছিল। কিন্তু শিখগণ বুদ্ধার্ষ কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া, ইংরাজ অবারোহী-
দিগের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়
বালুকানুসার পার্শ্বে ইংরাজসৈন্তদের দক্ষিণে কামান, শিখ সৈন্ত-
দিগের প্রতিরোধ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে দুটি পদাতিক সৈন্ত
ও উপস্থিত হইয়া অবারোহী সৈন্তদল একত্র করিলেন।

হইল ; শিবসৈন্তের গোলাবর্ষণে কার্যকারিতা উপলব্ধি হইতে
লাগিল। ইংরাজ সেনাপতি বিবেচনা করিলেন, তাঁহার পদাতিক
সৈন্তগণ এই সময়ে নিরবচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলে, শিব-
সৈন্ত হতভম্ব হইতে পারে, তাঁহাদের সরঞ্জামাদি নির্বিঘ্নে সংগৃহীত
হয়, এবং লুণ্ঠিয়ার সৈন্তগণ অগ্রসর হইয়া, সহচরদিগের সহায়তা
করিতে পারে। তখন প্রত্যেকেই মনে খোর বুকের আশঙ্কা উদয়
হইতে লাগিল। কিন্তু পদাতিক সৈন্যগণ যখন ভ্রোণবদ্ধভাবে দণ্ডার-
মান হইল, তখন দেখা গেল, কর্তৃত্বশালী শিবসৈন্যগণ অস্বাভাবিকভাবে
কালুকভূষণের পার্শ্ব দিয়া ইংরাজ সৈন্যগণের পশ্চাদিকে কামান
বন্দন করিয়া লইয়া গিয়াছে ;—বিশক ইংরাজ সৈন্যাদিকে তাহারা
যামপার্শ্বে হটাইয়া দিয়াছে, ইহাই তখন বুঝা গেল। শিবগণ অতি
বিচক্ষণতার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহাতে
ইংরাজদিগের সমস্ত সৈন্য যেন এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল ; কামানের
পতীর সর্জনে হতাহতের আত্মনাদ কর্ণগোচর হইল না। যুদ্ধক্ষেত্র
বস্তুর ; ক্রমাগত নর বটাফাল আঠার মাইল পথ পর্যটন করিয়া সৈন্যগণ
অবসর ; সুতরাং সহজেই শ্রোণীয়মান হইল, অস্বাভাবিক করিলেও এই
যুদ্ধ সংঘাতিক হইবে, সংশয় নাই। পদাতিক সৈন্যগণ আর এক-
বার অগ্রসর হইল ; অস্বাভাবিক সৈন্তের দৃঢ়তা এবং কোশল মনে
তাহারা লুণ্ঠিয়ার দিকে গোলাসে গলায়ন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইল।
শিবসৈন্য অতঃপর পশ্চাদগ্রসর করিল না। কারণ তাহারা তখন পরি-
চালক হীন ইংরাজ সৈন্য পরাভূত হয়, তাহাদের কোন পরিচাল-
কেরই সে ইচ্ছা ছিল না। বগবোর শিব তাঁহার সৈন্যগণকে
বুড়লাকে নিরুদ্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি তাহাদের সঙ্গে বুড়-
লাকে উপস্থিত ছিলেন কিনা, কখনও জানা যায় না। বিশক ইংরাজসৈন্য
কিন্তু নিরুদ্ধে পরাভূত হইল, এবং শিবসৈন্যগণ অস্বাভাবিক করিল, বি-

সে পক্ষ সাধারণ চেষ্টাও করেন নাই। ইংরাজদিগের সমস্ত বৃত্ত-সরঞ্জামাদি এক্ষণে শিবসৈন্তের সন্নিকটে উপস্থিত হইল; তাহাবিধকে বৃত্তক্ষেত্রে পরিচালনার জন্য কোন লাভক ছিল না; সুতরাং তাহারা ত্রুটির সোত সম্বরণ করিতে পারিল না। ভারবাহী যে সকল পণ্ড পুখিয়ার নিকটে উপস্থিত হইতে পারে নাই, কিম্বা কামানের দ্বারা তাহা পাইয়া বাহাদুরকে কোণে আগুনগুনের নিক্তে ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছিল, তৎসমুদায় এক্ষণে শিবদিগের হস্তে পতিত হইল। সেই সকল যুদ্ধোপকরণ-বাহী পাড়ী প্রাপ্ত হইয়া, শিবগণ ইংরাজদিগের নিকট হইতে কামান কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া আশঙ্কন করিতে লাগিল। *

পুখিয়ারা মুক্ত হইল। কিন্তু এই ষড়যুদ্ধে ইংরাজগণ পরাজিত

* গোপনীয় পরামর্শের জন্য যে সভা হইয়াছিল, ১৯শে জানুয়ারী এবং ৩রা ফেব্রুয়ারী সেই সভায় গবর্নর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, এবং ১৮৪৫ ফেব্রুয়ারী ১লা ফেব্রুয়ারীর লর্ড গাংগের প্রেরিত কাগজ-পত্র জটব্য। (Compare the Governor-General to the Secret Committee 19th Jan. and 3rd February, and Lord Gough's despatch of the 1st February, 1845.) ২১শে জানুয়ারীর ষড়যুদ্ধে ইংরাজ-পক্ষের ৬৯ জন সৈন্য নিহত এবং ৬০ জন সৈন্য আহত হয়। ৭৭ জন সৈন্যকে বন্দিয়া পাওয়া যায় না। পেশোয়ার সংখ্যার কতকগুলি শিবদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল; অবশিষ্টগুলি হই এক দিনের মধ্যে ফিরা আসিয়া, ব্রিটিশ সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিল। পরদিগের মধ্যে মিঃ ক্রাইল নামক একজন ডাক্তার (Assistant Surgeon) এবং কতকগুলি ইন্ডিয়ান পেন্ট লাইফের প্রেরিত

হওয়ার, পতঙ্গোপাখ্য ভায়েকের রাজত্বেরই মনে বড়ই আশঙ্কের স্ফূর্তি
 হইল। তাঁহারা মনে করিলেন, গুরুগোবিন্দের শিষ্যগণের সাহায্যে
 কতাব ও নকতাব তাহাদের বৈদেশিক প্রভুয় ভীষণ মৈত্রবল এতদিনে
 বিলুপ্ত হইল; স্বদেশের প্রিয় সন্তানগণ জয়লাভ করিল। ইংরাজ-
 দিগের অধীনস্থ সিপাহী সৈন্যগণ এইবার পরস্পর গোপনে পরামর্শ
 আরম্ভ করিল; তাহারা কাব্যভ্যাগ করিয়া পূর্বাঞ্চলে তাহাদের পূর্বাবি-
 যুখে পলায়নের সুযোগ অবশ্য করিতে লাগিল। ইংরাজদিগের
 নগরগলে কালিমার চিহ্ন লক্ষিত হইল; জয়লাভ অপেক্ষা সংসারের
 চিত্তই টাঁহাণিককে আকুল করিয়া তুলিল। পর্বত-জেলারল এবং
 প্রধান দেবপতি এক্ষণে অব্যবধানপূর্বকী কামানবাহী শবট এবং
 বুড়োপকরণাদির হুকু সৈন্যগণকে নিরাপদ করিবার জন্য বিচলিত হইয়া
 পড়িলেন। আক্রমণকারী বিপক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে যে সতল
 সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের রক্ষার জন্য এবং বিপক্ষ-
 পক্ষীয় সৈন্যের আক্রমণজনিত অভিযুগলার্থ শেখোক্ত ব্যবহার
 এক্ষণে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। পরামিত সৈন্যদলের নেতা
 জীদনখ্যাপী পরিলক্ষের পরে, এক্ষণে বলক-পশরা হস্তকে লই-
 জেন; দীর্ঘ তাঁহার সে বলক মোচনের আশা রাইল না। অন্য
 পক্ষে শিষ্যগণ আসিলে উদ্ধত হইল; ইষ্টরোশীয়েগণকে বন্দী অবস্থায়
 লাহোরের লইয়া বাতায়, তাহাদের জড়োলাভের অর্থাৎ রাইল না।
 কুলে সিং এবং তেল সিং মনে মনে তর পাইলেন। গোলাপ সিং
 বুদপং বন্দী ও সেনানায়কগণের অভিযুক্ত হইয়াছিলেন; তিনি এক্ষণে মনে
 মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার অপেক্ষা বহুতলে বাতায় ভেঁট, পানসা
 সৈন্য জীদনখ্যাপীকে পরাসিত করিতে পারে, তাহারা এতই দুর্বল
 লস্কর। এখন জীদনখ্যাপী তিনি লাহোরের অন্তরঙ্গ বন্ধু; শিব-
 বিদ্রোহে কালিমারকদের প্রায় একতা ও উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া

উদ্ভূত।* তেজ সিংহের সৈন্যদল অশেষ উৎসাহে পুনরায় শত্রু নদী অতিক্রম করিল। পূর্বেও সেতু এইবার বুদ্ধিশ্রান্ত হইয়াছিল; তাহাতে বৃষ্টিশ সৈন্যদলের সম্মুখে শিবসিংহের একটা সুদৃঢ় সেনা-দিক্কাশ স্থাপিত হইল; শিবসিং পুনরায় শত্রুসৈন্যের অধিকার মধ্যে পড়িত হইয়া, যুদ্ধ চালাইবে বলিয়া মনে হইল। কিন্তু গোপাল সিং বিলম্বে আসিয়া পৌঁছিলেন:—এ সময়ে শিবসিং যশোপোরবের উচ্চভূমির আয়োজন করিয়াছিল; কিন্তু পরবর্তীকালের পরাক্রমে এবং অধীনতা; স্বীকারে শীঘ্রই তাহাদিগকে মে পৌরবৃত্তি হইতে হয়।

২২শে জানুয়ারী রাত্রিযোগে রথজোর সিং, বাহাদুর হইতে শত্রু নদীর নিকটবর্তী একটা স্থানে থাকা করিলেন। ঐ স্থান সুবিমান হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত, নদী পার হইবার জন্য পথ অত্যন্ত কঠিন। তিনি অবিলম্বে কতগুলি লোক সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার এই অভিযানের উদ্দেশ্য জানা যায় না। শিবসিং তাঁহার প্রতি বিদ্রোহ স্থাপন করে নাই বলিয়াই হয়তো তিনি এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎকালে শিবসিংহের কয়েকটা মাত্র স্থায়ী সৈন্যদল ছিল; অবশেষে প্রধান সৈন্যদল হইতে কতগুলি কামান এবং ডারিল (ঘাটাজিগন) পরাভিক সৈন্য আসিয়া পূর্বেও শিব-সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিল। ইহাতে তাহাদের সৈন্য-সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ মতল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এনিকে বিপক্ষদের পরিত্যক্ত স্থানসমূহ এক্ষণে সার কারি হিঙ্গ অধিকার করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে শিবসিংহেরও যেমন সৈন্যদল পুষ্ট হইতে লাগিল, পক্ষান্তরে ইংরাজসৈন্যের প্রধান সৈন্যদল হইতে একজন

* গোপালীর পরাক্রম সত্যের নিকট ১৮৪০ ইষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রু-
য়ারী পর্যন্ত সেনাপ্রধানের পত্র দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor-
General to the Secret Committee. 3rd February, 1845.)

পলাতক সৈন্য আসিয়া তাহাদেরও দলগুঠ করিল। ২৮শে জানুয়ারী সেনাপতি সার হারি শিখ এগার সহস্র সৈন্য হইরা ৫ এগর হইলেন। শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ, কিংবা আগমার অবিকৃত হানের দৃঢ়তা সম্পাদন, অথবা অবস্থা বুঝিয়া সেই স্থানের স্থায় সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। শিখগণ এগার দল মাইল দূরে অবস্থিত ছিল; অর্ধশত অগ্রসর হইয়া সার হারি শিখ জানিতে পারিলেন,—শুংগ্রানার চূর্ণ পুরুষকার অথবা আগরাওনের নিকটবর্তী নগরসমূহ অধিকারের জন্য সমস্ত বা কতকংশ শিখ-সৈন্য দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতেছে। ইংরাজ-সৈন্যের মধ্যে পরস্পর সংবাদ আদান প্রদানের জন্য যমুনার নিকটবর্তী স্থানে যে আড্ডা ছিল, আগরাওন ও শুংগ্রানা তাহার অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। অতঃপর ইংরাজ-সৈন্য এক অবিভ্যাকার প্রোত্বে আসিয়া উপনীত হইল। এই অবিভ্যাকা অধিক দূর বিস্তৃত অর্থে ভূ-খণ্ডকে মেষ-সার দ্বাৰা বেঁধেন করিয়া আছে; সেই নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়া অনির্দিষ্ট ব্যক্তগণিতে শত্রু নদীর কীণপ্রণালী প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে উপনীত হইয়া ইংরাজ সেনাপতি দেখিলেন, বাম পার্শ্বের পরিচালিত ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণ পরিহার পূর্বক একমল শিখ সৈন্য দক্ষিণ পার্শ্ব অগ্রসর হইরাছে। কিন্তু শিখগণ বধন দেখিল, তাহাদের পশ্চাৎ হইতে ইংরেজ সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, তখন তাহারা কিরিয়া দাঁড়াইল; তাহাদের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত ‘বুন্দরী’ গ্রাম এক বাম পার্শ্বের আলিওয়াল গ্রাম তাহারা বধন করিয়াছিল। সাধারণ সৈন্যের বীতি-প্রকৃতি এবং শিখদিগের জাতি-মত বিবেচ্যকরিতা অনুসারে, তাহারা আগমারের কাছের পুরো-ভাগে বুদ্ধিকা দ্বারা বাধ দাঁড়িতে লাগিল। অল্প কোন সময়ের মধ্যেই, তাহারা ভংগ-চরতে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিক্রিয়া করিয়া এবং শিখসৈন্যদিগকে বাধা দিতে সক্ষম হইতে—ইহাই তাহাদের

উদ্দেশ্য । আকস্মিক সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়িল । ব্রিটিশ-সৈন্যগণ
অবিলম্বে যুদ্ধের আদেশ প্রদান করিলেন । ব্রিটিশ-সৈন্যদের পুরো-
ভাগে অখারোহী সৈন্যদল অবস্থিত ছিল ; বাম-পার্শ্ব ও দক্ষিণ পার্শ্বের
সৈন্যদলের মধ্যে তাহাদিগের পানিত তরবারি ঝকঝক করিয়া উঠিল ।
তখন খ্রীষ্টীয় পনাতিক সৈন্যদল এবং ভাঙ্গানের অশুভসীমণ পরিলক্ষিত
হইল । সেই দৃশ্য কি সুশোভন, কি ভীতিব্যঞ্জক ! চকের সম্মুখে যেন
সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র প্রতিফলিত হইল । ইংরাজ সৈন্যের রণসাজ এবং শিখ-
দিগের নিচল সৈন্যসমূহের প্রতি স্বভাৱেই দৃষ্টি সঞ্চালিত হইতে লাগিল ।
সকলেরই অন্তরে আনন্দ, কাদরে সাহস । অপ্রত্যাশিত সৈন্যদলের
উজাসব্যাক্তক মুখমণ্ডল দর্শনে যৌথ হইতেছিল, যেন তাহাদের সহযোগী
সৈন্যদলের মৃত্যুর ইচ্ছার তাহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে ; প্রত্যেক সাহসী
সৈনিক পুরুষই সেই ইচ্ছারই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল । সৈন্যগণ যখন যুদ্ধ
খ্রীষ্টীয় হইয়া দাঁড়াইল, প্রতিপক্ষগণ তখন সমাধিকাল হাবে দণ্ডায়-
মান হয় নাই । শিখ-সৈন্য-খ্রীষ্টীয় সমুখের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল,
এক ব্রিটিশ সৈন্যের দক্ষিণদিকে বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল । তাহাদের
অপর আর একদল কিছু কালের জন্য কিয়দূরে পশ্চাতের দিকে অবস্থিত
ছিল । খ্রীষ্টীয়ভাবে সৈন্য-সজ্জার জন্য, ইংরাজগণ আট দাঁড় পনের
মধ্যে একবারও বিশ্রাম করেন নাই ; কিন্তু শিখগণ সেই অত্যন্ত সবেও
যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল । সার হারি দ্বিধা বিবেচনা করিলেন,—খ্রীষ্টি-
য়াল গ্রাম আক্রমণ করাই সর্বপ্রথম আবশ্যক : দক্ষিণদিকের পনাতিক
সৈন্যদল তৎক্ষণাতই পরিচালিত হইল । এইবার যোদ্ধার যুদ্ধের সমাধিকাল
উদ্বুদ্ধ । শিখগণ দৃঢ়তার সহিত অবিরুদ্ধভাবে কামান বর্ষণ করিতে
লাগিল । এই সময়ে শিখদিগের একদল পার্শ্বতীর পনাতিক সৈন্য আকি-
রতঃ দৃষ্টি করিতেছিল । তাহারা সংস্কার সপার ; কিন্তু ‘খালসার’ প্রতি
অবস্থিত নহে :—এই জন্যই যুদ্ধক্ষেত্র তাহাদিগকে উজ্জ্বল প্রদান

করিয়াছিলেন। অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ হইলে, তাহারা হস্ততল হইয়া পলায়ন করিল; তাহাদের তাত্ক্ষণিক অধিনায়ক বণজোর সিংহও পলায়ন করিলেন। বিজয়ী ইংরাজ-সৈন্য কর্তৃক নিহত হইবার অন্যই বেন একজন সাহসী শিখ-গোলন্দাজ সৈন্য, বৃদ্ধকেন্দ্রে পড়িয়া রহিল। দক্ষিণদিকের বাটশ অবারোহী সৈন্যদল এই সময়ে ভীমবেগে তাহাদিককে আক্রমণ করিল। তখন প্রতিদ্বন্দ্বী শিখসৈন্যের অর্ধেক অংশ হস্ততল হইয়া বিতাড়িত হইল। ইংরাজ পদাতিক এবং গোলন্দাজগণের বিপুল উদ্যমেও, দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত অবশিষ্ট শিখ-সৈন্য বিপক্ষ-সৈন্যকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। কারণ, তখনও বৃদ্ধকেন্দ্রে হারী পদাতিক শিখ-সৈন্য প্রতীকৃত্ত ভাবে অবস্থিত ছিল; তাহারা একত্রে শিখ, সহজে তাহারা পরাজয় স্বীকার করিবে কেন? এক্ষণে ইংরাজ-পক্ষ সত্তর বিশেষ উদ্যম আশ্রয় করিল। একজন ইউরোপীয় বলমহারী সৈন্য, বেডলভোর্গী ভারতীয় অবারোহী সৈন্যের সাহায্যে—শিখ-পদাতিকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিপতিত হইল। ইংরাজ বোদ্ধগণের প্রচণ্ড আক্রমণে প্রথমে শিখগণ বাধা প্রদান করিল। ইংরাজ সৈন্য বদশের সম্মান-রক্ষার কথা স্মরণ করিয়া, বীরোচিত বশাখ্যাতি অর্জননের অভিলাষে এক ব্যক্তিগত প্রতি-হিংসা-ত্বা নিবারণের জন্য, অতুল সাহসে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই সঙ্কট সময়ে, গোবিন্দের বহুসংখ্যক অনিশ্চিত সৈন্য বিরত-সাহিত হইয়া পড়িল। তথাপি শিখগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিল না; বলমের সহায়ী হইয়া তাহারা অসীম সাহসের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে পুনঃপুনঃ তিনবার পরাভূত হইয়া, নিরস্ত হস্ততল হইল। ইংরাজ-পক্ষ অতি বিজয় ও সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিলেন। তদে পরাভূত পদাতিক শিখসৈন্য অসংখ্য, ইংরাজ পক্ষের বিজয়ী অবারোহী সৈন্যের দ্বারাও বহুসংখ্যক পড়িয়া পড়িয়া। কখন কখন

পঞ্চাদিকে পুনরায় সৈন্য সমাবেশে দৃষ্ট হইল, শিবন দাখা দিয়া কোনই ফলপ্রসূত করিতে পারিল না। অতঃপর শিবসৈন্য বগুড়া-সদীর পরপারে বিভাজিত হইল; তাহাদিগের পক্ষপাতিগণ অধিক কামান ইংরাজগণ কাড়িয়া লইলেন; ইংরাজ সেনাপতি পূর্ব-দুঃখ বিন্মুত হইলেন; সৈন্যগণ অপমান এবং সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেল; ইংরাজগণের অয়োমাসে দিম্বাগুল পরিপূর্ণ হইল। *

১৮৪৬ ফেব্রুয়ারি ৩০শে জাহাঙ্গীরী তারিখে প্রেরিত সার হ্যারি স্মিথের কামান-পত্র, এবং ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রেরিত লর্ড গাউথের কামান-পত্র উভয় (Compare Sir Harry Smith's despatch of the 30th January, and Lord Gough's despatch of the 1st February, 1846.; পার্লামেন্টের কামান-পত্র, ১৮৪৬;—Parliamentary papers, 1846.) এই যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের ১৫১ জন সৈন্য নিহত এবং ৪১৩ জন সৈন্য আহত হয়; ২৫ জন সৈন্যকে হাজারি পাওয়া যায় না।

‘কলিকাতা রিভিউ’ পত্রের বোড়শ সংখ্যার ৪২৯ পৃষ্ঠায়; (Calcutta Review, no. xvi, p. 499) জানা যায়, বাঙ্গালার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর, শিবদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময়, সার হ্যারি স্মিথের কতকগুলি ধূসোপকরণের আবরণও হইয়াছিল। সেই হৃদয় সেনাপতিক উৎসাহ দানের কোনই প্রয়োজন ছিল না। যে সময়ে তাহার সাহায্যের অল্প সৈন্যসম অসিরা পৌছিয়াছিল, তাহার আগ্রহ পূর্বে উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্যসম আসিলে, আলিপুরের যুদ্ধ বহু পূর্বেই আরম্ভ হইতে পারিত। ইহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, ‘কলিকাতা রিভিউ’ পত্রের লেখক তাহার প্রত্যেক লর্ড গাউথের প্রতি আপমান ব্যাখ্যায় পত্রের শেষে লিখিত : অথবা বিশেষ বিশেষ স্থানে সৈন্যগণের কলিকাতার

এই যুদ্ধ-অরগাত ইংরেজের পক্ষে বড়ই সমারোহিত এবং সুবিধা-জনক হইয়াছিল। মীচমনা গোলাপ সিং ইচ্ছা করিলে, তাঁহার কার্য-দুশলতা ও শক্তিমত্তার গুণে, বহুক্ষণ যুদ্ধ চালাইতে পারিতেন। কিন্তু

বিভাগের প্রতিও ন্যায়সঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। প্রধান সেনাপতি (Commander-in-Chief) মহোদয় লর্ড হার্ডিঞ্জের কোন দোষ নাই সেই প্রসঙ্গে (৪২৭ পৃষ্ঠা; see p. 497) তাহাও পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তুসহরে শিবসিংহের প্রতি আক্রমণে যে বিলম্ব ঘটয়াছিল, প্রবন্ধ-লেখকের মতে লর্ড নাকই তদ্বিন্য দেবী। বস্তুতঃ, প্রকৃত কারণ নির্দেশ, অথবা কাহার কি দোষে এরূপ ঘটয়াছিল, তাহার পরিমাণ নিরূপণ বড়ই দুঃস্বপ্ন। পর্বত-ভেনারেলের ক্ষমতা এবং কার্যকারিতার বিষয় সকলেই স্বীকার করিতেন; সুতরাং তিনি আপনায় দৌরবে আপনাই দৌরবাসিত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থনের স্বতঃ ঠাহার কোন পুরাতন বন্ধুর ত্রুটি স্বীকারের আবশ্যক হয় নাই। ‘কমিসারিয়ার্ট’ বিভাগ মহোদয় (৪৮৮ পৃষ্ঠায়—p. 488) এইরূপ কবিত হই, হইয়া সত্ত্বাৎহের মধ্যে যে সকল রসদ সরবরাহের কথা ছিল, ম্যাজর ব্রডহুট, হইয়া দিনে তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ‘কমিসারিয়ার্ট’ বিভাগ কেবল অর্থ ব্যয় করিতে পারিতেন; চুক্তিলাভ অনুসারে জব্বাতি প্রেরণ যত্নবাহ করিতে পারিতেন; কিংবা প্রকৃত হাট-বাজারে জব্বাতি ধরিল করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু ম্যাজর ব্রডহুট, ‘অপ্রতি সামন্তধর্মের নিকট হইতে আবশ্যকীয় জব্বাতি আদায়ের’ অধিনেবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপ্রতি সামন্তধর্মের সম্পত্তি প্রকৃতি বালেন্দ্রপুত্র করিয়া লইবেন বলিয়া আর দেখাইয়া, সেই সময়ে তিনি কার্যোদ্ধার করিয়াছিলেন। একজন সামন্ত এইরূপভাবে রসদ সরবরাহ করিতে আসিতে পারিত, তিনি অপ-সমর্থিত হইত এবং তাঁহার নিকট হইতে স্বত্বাভিমান আদায় করা হইত।

তৎপরিবর্তে বিশাল কনভয়সমূহ ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে সহ-
কারে যুদ্ধ করিবার জন্য পরাজিত শিখগণকে প্রথমেই তিনি তৎক্ষণাৎ
কলিতে লাগিলেন। পরিশেষে ইংরাজ দলপতিদিগের সহিত সন্ধি

একজন সামন্তও এই কারণে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এ বিষয় প্রথমে
লেখকের অবগতই জানা উচিত ছিল, কিংবা হয়তো তিনি তাহা জানিতেন।
দিল্লী, সাহরানপুর, যমুনৌ এবং অন্যান্য স্থানের ইংরাজ মাজিষ্ট্রেটগণ,
জাহাঙ্গীর সীমানার মধ্যে শত্রু এবং শত্রুত প্রভৃতি যদি পুরোক্তরূপে কোর
করিয়া আক্রমণ করিবার কনভয় প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে ‘কমিসারিট’
বিভাগকে কদাচ নিশ্চাহ হইতে হইত না। অধিকন্তু সমর-বিভাগের
আবশ্যকীয় জরাজীর্ণ সংগ্রহের জন্য, যদি সমর-বিভাগের কৰ্ত্তৃপক্ষগণ
আদেশ প্রাপ্ত হইতেন, অথবা যেচ্ছাক্রমে তাহারা কার্য করিতে
পারিতেন, তাহা হইলে শিখগণ শত্রু সর্দার পার হইবার পুৰ্ব্বেই
আক্রমণ করিবার জন্য অথচ আশ্রয়কার জন্য, ইংরাজগণ যথোপযুক্ত
জরাজীর্ণ আহরণ করিতে সমর্থ হইতেন। যাহারা সামান্য সৈনিক মাত্র,
আর্থিক অভাব অনুভব করিবার তাহদের কোনই কারণ ছিল না;—
একথা অনেকেই জানেন, এবং ইহা যে স্পষ্ট কথা, তাহা কলি
যমুনায়। যুদ্ধের সম্ভাবনা অনুভব করিয়া, সৈন্তদিগের জন্য যথাসময়ে
উপযুক্ত যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ পক্ষে প্রধানতঃ লর্ড হার্ডিঞ্জই দায়ী
ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অভ্যাসিক কনভয়শালী পদবর্ধ-জেনারেলের
সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধ ব্যাপারে প্রধান সেনাপতিগণ (Commander-
in-Chief) কোন কোন বিষয়ে পারিত আছে। কিন্তু সেনাপতিগণ
যদিও কোন কোন অংশে সীমান্ত; অবরোধের কৌশল এবং যুদ্ধের
ইতিপত্তি বিষয়ে কলি করিতে পারা যায়।

হাপনের ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন। * সাহেব-কর্তৃপক্ষের সহিত সন্ধি হাপন করিতে, নববর্ষ-জেনারেল অসম্মত ছিলেন না। বস্তুতঃ, তিনি বুলিরাছিলেন, একবারের চেষ্টার পক্ষের অধিকার করা বড়ই দুঃসাহ্য; অধিকন্তু শিখ-সৈন্য, তাঁহার সৈন্যদল অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে; সেই অসংখ্য সৈন্যদলকে কখন করিয়া, কয়েক মাসের মধ্যে দুইটী রাজধানী অধিকার করা, এবং জুলতান, আম্র ও পেশোয়ার আক্রমণ করা, বড়ই কঠিন কার্য; জাহাতে বিপদের আশঙ্কা পদে পদে বিদ্যমান। ভারতে ইংরাজ রাজ্য কেবল ইংরাজ-সৈন্তের কার্যকুশলতা এবং তাহাদের সংখ্যার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থাতেও, গ্রীষ্মকালে ইউরোপীয় সৈন্তদল বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য করিতে সমর্থ হয় না। সে সময়ে সাধারণভাবে সামরিক ব্যায়ান সীড়া উপস্থিত হইলে, সামান্য সৈনিক পুরুষ হইতে প্রত্যেক সৈন্তদলের কর্মচারী-সৈন্ত সমূহের পক্ষে তাহা সাংঘাতিক হইরা পড়ায়। এতদূশ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, ভারতবাসী প্রত্যেকেই তখন উদ্বেজিত হইরা উঠিয়াছিল, ইংরাজদের মনে তখন সেই কথাই উদয় হইতে লাগিল। এই শত্রুতার বহুদিন বর্তমান থাকিলে, কেবল যে যমুনার পার্বত্য স্থান সমূহ বিপদগ্রস্ত হইবে, তাহা নহে; উহাতে উত্তর-পশ্চিমের সমগ্র প্রদেশ উদ্বেজিত হইতে পারে। ঐ সকল প্রদেশে প্রধানতঃ যোদ্ধা-ভাতি কুসতি করে; লুণ্ঠনের লোভে কিংবা বেতনের প্রত্যাশায়, তাহার।

* প্রাপ্য পত্রার্থ সমিতির নিকট ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১শে ফেব্রুয়ারী, নববর্ষ-জেনারেল যে পত্র লেখেন, এখানে তাহা প্রকৃত।
[Compare the Governor-General to the Secret Committee, of the 19th February, 1846.]

কতাই হুগ-বিগ্রহে প্রস্তুত হয়। বিশেষতঃ দেশের শান্তি-স্থল হুগ হইতেছে দেখিয়া, উৎসাহে জলসাধারণ পূর্ব হইতেই হুগবাস হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু নদীর তীরবর্তী এদেশসমূহে বিজয়কর্তন উভয় করিবার সুখ-স্বপ্নে, এবং আশঙ্কাজ্ঞানের অধিকৃত দুই এদেশ-সমূহ বৃটিশ-রাজ্যের অতীত করিয়া গইবার উচ্চ কল্পনা, পদার্থ-জেনারেলের অন্তর নিঃসন্দেহ উদ্বাসিতকর হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য,—অল্পকালে নিখনিগকে শত্রু-সদীর পরপারে বিভাজিত করিবন; কিংবা তাহারা স্বচ্ছাক্রমে তাহাদের নিল নিচ স্থানে প্রস্থান করিবে; সামন্তগণ এবং সৈন্তগণের এতিনিধিগণ কোনরূপ বিরক্তি না করিয়া বৃটিশ-সদর্পমেন্টের অধীনতাপ্রাপ্তে আবদ্ধ হইবেন। যে পর্যন্ত তাহা না হইবে, ততদিন পর্যন্ত হুগে প্রেরণা হইয়াছে যদিও কুলা যাইবে না। কারণ, হিন্দুস্থানের প্রত্যেক হুগ সামন্তই নীচের আপনাপন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন; কিংবা এই স্বদেশে তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তৃতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু যদি দেশের সামন্তগণ সকলেই নিজীকচিত্তে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া শত্রুজাতির বিরুদ্ধে হন; এবং দেশের সৈন্তগণ একতানুভবে আবদ্ধ হইয়া যদি এক জন স্বল্পকাল সেনাপতির আশ্রয়ানে পরিচালিত হয় এবং তীব্রবেগে ইংরাজ-বিশ্বকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে, বৃটিশ-সদর্পমেন্টের সৈন্তগণ কখনই এক অধিক সংখ্যক সুসজ্জিত নিখনিগকে একবার পরাজিত করিয়াই শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইবে না। ইংরাজগণ তাহাই ভাবিয়া আসেন হইয়া উঠিলেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহারা গোলাগ সিংহকে জানাইলেন, যদি পঞ্চাশের সৈন্তগণ বিজিত করা হয়, তাহা হইলে ইংরাজগণ শত্রুরে নিখ-প্রাণত বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু নিখ-সৈন্তগণ জয় করা সম্ভবে নানা গোলাগ সিং, ইংরাজবিশ্বকে আশ্রয় দান করিয়া থাকিবেন যে, তিনি নিজেই তখনই সৈন্তগণের সঙ্গে যোগ

স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন। * তাহার-কর্তৃপক্ষীয়গণের
সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে, পৰ্ব্বর-জেনারেল অসম্মত ছিলেন
না। বস্তুতঃ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, একবারের চেষ্টার পক্ষাব অধি-
কার করা বড়ই হুঃসংঘা; অধিকন্তু শিখ-সৈন্য, তাঁহার সৈন্যদল
অপেক্ষা কোন অংশে দৃঢ় নয়; সেই অসংঘা সৈন্যদলকে
নষ্টন করিয়া, কয়েক মাসের মধ্যে দুইটী রাজধানী অধিকার করা, এবং
মুলতান, জাম্মু ও পেশোয়ার আক্রমণ করা, বড়ই কঠিন কাৰ্য্য;
তাহাতে বিশেষর আশঙ্কা পক্ষ পক্ষ বিদ্যমান। ভারতে ইংরাজ রাজ্য
কেবল ইংরাজ-সৈন্যের কার্যকুশলতা এবং তাহাদের সংখ্যার উপরই
প্রধানতঃ নির্ভর করে। অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থাতেও, প্রৌঢ়কালে
ইউরোপীয় সৈন্যদল বিশেষ উৎসাহের সহিত কাৰ্য্য করিতে সমর্থ
হয় না। সে সময়ে সাধারণভাবে সামগ্রিক ব্যারাম শীড়া উপস্থিত
হইলে, সামান্য সৈনিক পুরুষ হইতে প্রত্যেক সৈন্যদলের কর্মচারী-
সৈন্য সমূহের পক্ষে তাহা সাংঘাতিক হইয়া পড়ায়। এতদূশ বাধা-
বিশিষ্ট সত্ত্বেও, ভারতবাসী প্রত্যেকেই তখন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া-
ছিল, ইংরাজদিগের ন্যে তখন সেই কথাই উদয় হইতে লাগিল।
এই শত্রুতা বহুদিন বর্তমান থাকিলে, কেবল যে যমুনার পার্শ্ববর্তী স্থান
সমূহ বিপন্নগ্রস্ত হইবে, তাহা নহে; উহাতে উত্তর-পশ্চিমের সমগ্র
প্রদেশ উত্তেজিত হইতে পারে। ঐ সকল প্রদেশে প্রধানতঃ যোদ্ধা-
বৃত্তি কল্যাণ করে; লুণ্ঠনের লোভে কিংবা বেতনের প্রত্যাশায়, তাহারা

* স্যোন্সীর পরামর্শ সমিতির নিকট ১৮৪৬ ফেব্রুয়ারি ১৯শে
মেজদারী, পৰ্ব্বর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, এখানে তাহা দ্রষ্টব্য।
(Compare the Governor-General to the Secret
Committee of the 19th February, 1846.)

যতাই বুদ্ধ-বিগ্রহে প্রস্তুত হয়। বিশেষতঃ দেশের শান্তি-স্থল তৎ-
 হইতেই দেখিয়া, তৎপ্রদেশস্থ জনসাধারণ পূৰ্ব্ব হইতেই হতভাস
 হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মদীর তীরবর্তী প্রদেশসমূহে বিজয়কর্তন
 উত্তীর্ণ করিবার সুখ-স্বপ্নে, এবং আশেপাশে প্রচলিত বৃত্ত প্রদেশ-
 সমূহে বৃটিশ-রাজ্যের অস্তিত্ব করিয়া। সেইবার উক্ত কলনার, পৰ্ব্বত-
 জেনারেলের অন্তর নিঃসন্দেহ উল্লাসোৎকুল হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম
 উদ্দেশ্য,—অল্পকালে শিখদিগকে শত্রু-মদীর পূর্বপাশে বিতাড়িত করিলে;
 কিংবা তাহারা যোদ্ধাক্রমে তাহাদের নিল মিঃ হানে প্রস্থান করিলে;
 সামন্তগণ এবং সৈন্যদিগের প্রতিনিধিগণ কোনরূপ বিক্রম না করিয়া
 বৃটিশ-পৰ্ব্বতমন্ডলের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। যে পর্যন্ত তাহা না
 হইবে, ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধ প্রকলাত হইয়াই থাকিবে বুঝা যাইবে না।
 কারণ, হিন্দুস্থানের প্রত্যেক সূত্র সামন্তই নীচের আপনাপন স্বাধীনতা
 প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, কিংবা এই অবসরে, তাহারা
 নিজ নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তারিত করি উন্মোচন করিয়াছেন। কিন্তু যদি
 দেশের সামন্তগণ মঙ্গলই নিভীকচিত্তে কৃতপ্রজিত হইয়া শত্রুতাচরণ
 প্রবৃত্ত হন; এবং দেশের সৈন্যগণ একতাবৃত্তে আবদ্ধ হইয়া যদি এক জন
 বহুবল সেনাপতির আজ্ঞাবশে পরিচালিত হয় এবং তীব্রবেগে ইংরাজ-
 দিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে, বৃটিশ-পৰ্ব্বতমন্ডলের সৈন্যগণ কখনই এক
 অধিক সংখ্যক সমাজিত শিখসৈন্যকে একবার পরাজিত করিয়াই প্রত্যেক
 সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইবে না। ইংরাজগণ তাহাই জ্ঞানিয়া
 আবদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সুতরাং এক্ষণে তাহারা গোলাপ সিংহকে জাল-
 ইয়েন, যদি পঞ্চাষের সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহা হইলে ইংরাজগণ
 পঞ্চাষের শিখ-প্রাধিকার বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু শিখ-সৈন্যগণ
 জালালাবাদে রাখা গোলাপ সিং, ইংরাজদিগকে জালদার অবস্থায়
 জালদার করিলেন যে, তিনি শিখই তৎকাল সৈন্যদলের অধিনায়ক

শ্রীত হইয়াছেন ; এমন কি, রূপজিৎ সিংহের পরিবারের লজ্জাকারী
 ব্যক্তিবর্গও সৈন্যদের ভয়ে সন্ত্রস্ত । বস্ত্রভঃ, বাথ-সাবনের অস্ত্রই রাজ্য
 আপনাদের অসহায় অবস্থার বিষয় ইংরাজদিগের নিকট কড়কলি অভি-
 হুক্তিত ভাবে বর্ণন করিলেন । ক্রমে সময় সন্ধ্যা হইয়া আসিল ; তখন
 ইংরাজ নামের গৌরব রক্ষার্থ লাহোরের সহিত অনতিবিলম্বে এক সন্ধি
 স্থাপনের আবশ্যকতা ইংরাজ পক্ষের সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন ।
 পরিণামে উক্তর পক্ষ একমত হইয়া, এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন । শিখ
 হইল, ইংরাজগণ নিখ-নৈমিত্ত আক্রমণ করিবেন ; বুদ্ধে শিখ-সৈন্য পরাজিত
 হইলে, লাহোর-নগরমন্টে প্রকান্তভাবে তাহাদিগকে পরিত্যক্ত করিবেন ।
 তাহার। আপনাদের নগরমন্টের নিকট কোনই সাহায্য প্রাপ্ত হইবে
 না । আরও স্থিরীকৃত হইল যে, শতদ্রু নদী অতিক্রমকালে ইংরাজ-
 দিগকে কেহই কোন বাধা প্রদান করিবেন না, এবং বিজয়ী ইংরাজগণ
 বাহাতে অবাধে রাজধানী লাহোরে উপনীত হইতে পারেন, তাহার সকল
 ব্যবস্থাই সামন্তগণ নির্দেশ করিয়া দিবেন । এইরূপ অবস্থার লজ্জাকার
 বৃত্তান্তে এবং আশ্রয়কোণপযোগী নীতি অনুসারে হুজাওনের যুদ্ধ সং-
 স্কৃতি হইয়াছিল । *

শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরস্থিত পরিবাষেষ্টিত দুর্গে ক্রমে ক্রমে বহু-

* ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১শে ফেব্রুয়ারী শুশু-মন্ত্রণা সভার নব্বট
 ভোমারেল যে পত্রাদি প্রেরণ করেন, এখানে তাহাই উল্লেখ্য । (Com-
 pare the Governor-General's letter to the Secret Com-
 mittee of the 19th February, 1846) গেনারেল সিংহের সহিত
 সন্ধি-প্রস্তাব সম্পর্কে যে পত্রাদি লেখা হয়, তাহাতে কেবলমাত্র গেনারেল
 সিংহের সহিত ব্যবস্থা-ব্যবহারের কথাই উল্লিখিত আছে । হুজাও-
 নেরই উল্লেখ করা হইল ।

ইংরাজবিশেষের বহিঃযুদ্ধ।

সংখ্যক শিখ-সৈন্য আদিরা সমবেত হইল। তখন বেয়াং-কেন, অধিকাংশ শিখসৈন্য এই ভূর্গে অবস্থিত। এবল উদ্যোগনার সঙ্গে সঙ্গে অবসর গ্রহণে তাহারা সেই ভূর্গের আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছিল। সেই ভূর্গ প্রাকারে চতুর্দিকে ৩৭টা কাষান হ্রস্বজিহ্বিত অবস্থায় বহিয়াছে, দেখা গেল। তৎকালে পঁয়ত্রিশ সহস্র শিখ-সৈন্য সেই ভূর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। সম্ভবতঃ তাহাদের প্রকৃত সৈন্য-সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ২০ সহস্রের অধিক নহে; অধিকতর সেই পরিবর্তিত সৈন্যসংখ্যার অধিকাংশই স্ত্রী সৈন্য নহে। এই ভূর্গ নির্মাণে কৌশলের অভাব ছিল। সৈন্য এবং সেনাপতিগণের মধ্যে একতা ছিল না। এই বহুকালব্যাপী যুদ্ধের সময়, প্রত্যেক যুদ্ধে সৈন্যগণই প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সেনাপতিগণ কোনরূপ বৃহৎ-সৈন্যগণের পরিচয় প্রদান করেন নাই। তাহারা সর্বসময়ে এবং সর্ববিধে শিখের নিপুণ অবস্থার কালবাপন করিয়াছিলেন। শিখসৈন্যের মধ্যে কয়ীলোকের এক সাহসী পুরুষের অভাব ছিল না; কার্যকর সৈন্য ও তাহাদের মধ্যে কল্প সংখ্যক ছিল। কিন্তু সেই সকল সৈন্য-পরিচালনার কিংবা তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার কেহই ছিল না;—প্রত্যেক নিপুণ সৈন্যগণ নিজ নিজ স্ব-সৈন্যগণ এবং শক্তি সামর্থ্যে নির্ভর করিয়া বধ্যসীমার সৈন্যের অগ্রভাগ রক্ষা করিয়াছিল। সৈন্য-শ্রেণীর কেন্দ্রস্থলে এক বৃহৎ পার্শ্ব প্রাধানতঃ শিকিত পদাতিক সৈন্য ছিল; একটা যাদুঘরের উপর তার সমপরিমাণ উচ্চ স্থানে, সেই সৈন্যশ্রেণীর কেন্দ্রস্থলে এবং বামপার্শ্বে সারি সারি কাষান হ্রস্বজিহ্বিত ছিল; সেই উচ্চ স্থান হইতে যুদ্ধ করার, শিখবিশেষ অনেক সুবিধা হইয়াছিল। সৈন্য-শ্রেণীর পুরোভাগের বিস্তৃত পরিধা বিনা আরাগে লক্ষ প্রদান করিয়া সেই পরিধা উন্নত করা, সমস্ত সৈনিক পুরুষের পক্ষে অসম্ভব হইত। সমস্ত সৈন্যশ্রেণীর অধিকাংশ সেই বাম বা পরিধার অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া দেখিতেছিল যে, সেখানে কোন প্রবর্তী বা প্রতিকূল, অবাঞ্ছিত

সহায়-সহান সৈন্য দ্বারা নির্মিত আশ্রয় এবং করিতে পারে; এবং সেখানে তাহার বিপদাশঙ্কাও অতি অল্প। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সৈন্যদল প্রায়শঃ সেই ভাবই প্রকাশ করিতে লাগিল; নদী-তীরবর্তী বাস্তুকা প্রাকৃতিক অসমত্ব অবস্থ। হেতু তথায় কোনরূপ প্রাচীর উত্তোলন বা নির্মাণ করাও সহজসাধ্য নহে; বিশেষ কৌশল এবং পরিশ্রম ব্যতি-
 ত্ত্বক সেই স্থানে প্রাচীর নির্মাণ করা অসম্ভব। বাহারা হারী সৈন্যদল হৃত নহে, তাহারা এইরূপ অসুবিধার প্রতীকারে অনভ্যস্ত; সেই সকল অশিক্ষিত অনিরমিত শিশু-সৈন্য, সেই সঙ্কট-স্থলে স্থাপিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ সৈন্যদলের প্রবর্তী-স্বরূপ ছই শত 'জামুরাক' বা শিকারী সৈন্য তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু এই সৈন্যদল কামানসমূহ হইতেও কিয়ৎপরিমাণ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; অবিকৃত শত্রুর নীর শরণ্যে সে সমূহের কুহক কামান ছিল, তাহাতেও এই সৈন্যদলকে অনেকাংশে সহায়তা করিয়াছিল। * তেজ সিং এই দুর্গস্থিত সৈন্যের

* সাধারণতঃ সকলের বিশ্বাস,—মুত্বাওরুর দুর্গ-পরিধা নির্মাণে উভয়ের পরামর্শ ছিল। একজন ফরাসী সেনাপতি এবং একজন স্পেনীয় সেনাপতি উভয়ে পরামর্শ করিয়া, এই দুর্গ পরিধা নির্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা বাইতে পারে না। ফরাসী এবং ইটালির সেনাপতিদ্বয়ের শিকা চাক্ষুষে শিশু-সৈন্য রক্ষণপূর্ণ এবং কার্য-ক্ষম হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেও বিশ্বাসযোগ্য নহে। সাহসী স্পেনীয় বীর সৈন্যদল এবং ফরাসী সেনাপতি বোটন তৎকালে মুত্বাওরুরে ছিলেন; কিন্তু বন্ধসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন,—তাহাতে অণুমাত্র সফল নাই। কিন্তু তাহারা একদল 'রেজিমেণ্ট' কিংবা একদল 'ব্রাইগেড' সৈন্যদলের উপরই আশ্রিত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তত্ববীত অন্য দিকেরও সৈন্যদের প্রত্যয় বিদূত হয় নাই। কিন্তু সৈন্য

সেইসময় হিমেল; এবং শত্ৰু সর্দার আরও উত্তরাংশে লাল সিং প্রতি
অনুরোধ-ভাবে বিশ্বখ্যাত সাহিত্য একদল অবদ্রোহী সৈন্য পরিচালনা
করিতেছিলেন। ইংরাজবিদ্রোহের একদল অবদ্রোহী সৈন্য, লাল সিংয়ের
পতিবিরি এবং কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। আলিগড়ের যুদ্ধের
পর, শিখসৈন্য কিছু নিরস্ত্রসাহিত্য হইয়াছিল : নিরস্ত্র-সলিল। শত্ৰুর ধ্বং-
স্রোতে লাঠিতে লাঠিতে যে সকল যুগ দেহাবশেষ ভাসিয়া ঘাইতেছিল, সেই
সকল যুগ শিখ সৈন্যের প্রতি চুটিপাত করিয়া তাহারা আরও বর্ধিত
হইয়াছিল। ব-দেববাগী, ব-বর্ধাবলী, সহচর ও সমব্যবসারী শিখদিগের
ভাসমান যুদ্ধ-দেহের প্রতি কোমলতাপ বীরোচিত সম্মান প্রদর্শিত হয় নাই
মনে করিয়া, তাহারা অধিকতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্যবশী
শিখসৈন্যের সে আত্মত্যাগ পুনরায় প্রত্যক্ষ হইল। এই সময়ে
ইংরাজ-নির্মিত একটি পরিদর্শন-যুদ্ধ শিখদিগের হস্তগত হয়। সে যুদ্ধ
তথ্য কোন ইংরাজ প্রহরী ছিল না। সেই স্থান অধিভোগ করিয়া
প্রত্যক্ষ ইংরাজবিদ্রোহের সুরক্ষিত স্থানের সারকটে শিখ-সৈন্যগণ অসম-
সিদ্ধির স্ব-সৈন্য ও সামরিক কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। প্রত্য-
ক্ষ ও প্রবীণ এবং ক্রিয়াকর্মী ব্যক্তির বিচার-শক্তির প্রতি তাহারা
কখনও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিল না। সমস্ত শিখ-জাতির অস্তিত্ব
যে বিশ্বস্ততা অবদ্রোহী, তাহারা যোদ্ধা বিজয়িকারী সূত্রি বর্ধিত
তাহাদের মনে উদয় হইতে লাগিল। পারিবারিক বিগ্রহ বা বৈদেশিক
জাতির অসহন-শাল হইতে পরিভ্রমের আর কোন উপায়ই তাহারা
দেখিতে পাইল না। 'আজারি' সশস্ত্রদের তত্ত্ব-কেন্দ্রস্থান স্থান দিয়া
ব-দেববাগী এবং ব-জাতির শত্রুর সাহিত এখন যুদ্ধে লিপ্ত হইতে

এইসময় যুদ্ধে ব-দেববাগী কৌশল দ্বারা অনেক একদল পরিদর্শিত

কৃতসংকল্প হইয়া, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে
গোবিন্দের সূতান্নার তুষ্টিগাথনে, বৃদ্ধ স্ত্রীম সিং আপনার জীবন উৎসর্গ
করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, গোবিন্দের সাধারণ-ভক্তের
নিম্নত উদ্দেশ্য সাধনের ইহাই একমাত্র উপায়।

ঊড়িশ-শিখিরে ইংরাজ-সৈন্তগণের উৎসাহের আর অবশিষ্ট রহিল না।
তখনও ইংরাজ-সৈন্তের হৃদয়ে অশ্রু বিধাৎ—ইংলণ্ডের ত্যাগ-
লক্ষী স্রাবস্র। ইংলণ্ডের পরিধায় চিত্তা করিয়া, ইংরাজসকল
সৈন্তগণের মনে তখন আর অনুমান হভাসের চিহ্ন পরিলক্ষিত
হইল না। আলিওরালে বিজয়লাভের পর, সকলেই আশায় উচ্চ চুড়ার
আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং সৈন্তগণের উৎসাহ বিভূষণ বর্ধিত
হইরাছিল। কেকরাণী মানের প্রাক্তেই দিল্লী হইতে চুর্ফনীর
অসংখ্য সৈন্য ও কামান আসিয়া পৌঁছিল; সেই সময়ে প্রচুর
পরিমাণে সুকোশকরণও দিল্লী হইতে সরবরাহ হইরাছিল। মহা-
খেজপালাী হস্তীগুণ্ড প্রেবীক হইয়া একাও একাও গুরুতর কামান
সমূহ স্থানান্তরে বহন করিয়া লইল; তাহরূপ ইংরাজসকল সিপাহী-
সৈন্ত অল্পশয় আশঙ্ক উপভোগ করিতে লাগিল। এদিকে ইংরাজ-
আভির কবিত্তত সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার নিদর্শনধরণ সেই ভয়াবহ
কামান প্রেবী অবলোকন করিয়া, ইংরাজ-সৈন্তের অস্তঃকরণ পর্বে কীত
হইয়া উঠিল। তখন সকলেই দ্বিষ্ট করিলেন, ১০ই কেকরাণী শিখ-
সৈন্তের আশ্রম-স্থান দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে। বিপক্ষ ইংরাজ-
সৈন্তের মনে প্রতিহিংসা প্রবণের আশা বলবতী হইয়া উঠিল; গুরুতর
অশ্রুণ বিজয়লাভে কৃতজিন্দ্ৰ হইতে, সৈনিক পুরুষগণ বিবিধ উপায়
উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-মোলদাখ সৈন্তগণের ‘অভিযাত্রী’
বা কর্মচারী সৈন্তগণের মনে বড়ই উৎসাহ হইল যে, ইতিবার
সৈন্তের প্রবর্তিত প্রচলিত নিয়ম অনুসারে অতি সুকোশলে কামান চালনা



मुसलमान मिनाही ।

हथी मिनाही ।

হইল। সৈন্তগণ শ্রোণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল; বীররূপ প্রকাশে যে কর্তব্য লক্ষণ করিতে হইবে, সৈন্তগণ তাহাই আলোচনা করিতে লাগিল; আদেশ গ্রহণ এবং আদেশ-জ্ঞাপনের জন্য, 'অফিসার' বা কর্তৃত্বকারী সৈন্য শিক্ষাকারিতা সহকারে অবধি পরিচালনা করিতে থাকিলেন। সেই কালে সামান্য বিশ্রামের জন্য, কিংবা মুক্তমুখে নির্ভর্য পরামর্শের জন্য, কাহারও অবসর ছিল না। সর্বদাই সৈন্যদলের পর সৈন্যদল হুঙ্কারে অতিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। সর্বদাই গোলাবর্ষণ এবং অস্ত্রের বজ্রনাড়না বাইতেছিল; সেই অনল বর্ষণের উদ্ভল আলোক মধ্যে শাশ্বিগণ বীর পদবিক্ষেপে বিচরণ করিতেছিল। সে দৃশ্যে, অমর কবি সেক্সপিয়রের প্রতিভা প্রভাবে, চিরস্মরণীয় এজিনকোট যুদ্ধের প্রায়ত্ত, এক বীর নৃপতির স্মৃতি স্বভাৱেই মনোমগ্নে উদ্ভিত হইতে লাগিল। *

ক্রমে ক্রমে রজনীর গাড় অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া ফেলিল। প্রকৃতি দেবী যেন নীলাশ্রয় পরিধান করিলেন। নিবিড় অন্ধকার; অনিকত অনন্তব্যাপী কুণ্ডলটিকায়, অকৃতমলাচ্ছন্ন রজনীর গাড় অন্ধকার যেন আরও গভীর হইয়াছিল। সেই ভয়াবহ রজনীতে নিঃশব্দ-পদবিক্ষেপে বৃষ্টি-সৈন্তশ্রেণী ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। বাহিত সেনানিবাসে উপনীত হইয়া, ইংরাজগণ ভয়ানক শিবসৈন্ত দেখিতে পাইল না। বোধ হইল, যেন শিবগণ সর্বত্রই ভয়-বিশ্বরে অভিভূত হইয়াছে। বহু আক্রমণের কাল উপনীত হইল, তখন শিবগণ সমূহ বিপদ উপলব্ধি করিতে পারিল; শিবসৈন্তের শিবির হইতে বীর আত্মহারা উপস্থিত হইল; ক্রমে ক্রমে তাহারা সকলেই যুদ্ধার্থ অস্ত্রশস্ত্রে হস্তজড়িত হইতে লাগিল। যুদ্ধের মধ্যে মধ্যে ইংরাজগণ অবিবৰ্ণ অগ্রভা করিলেন; বিপদ

Shakespeare Henry v. Act. iv. Chorus

সুপ্রসিদ্ধ গল্পনিক হইল।

নলের অধিকাংশ সৈন্যের উপর অন্যান্য তিন খণ্ডে খরিয়া অববরত অধিকৃত
হইল। ব্রিটিশ গোলাবর্ষ এতৎ আঘাতে শকটভাগি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে
লাগিল; রাশি রাশি বায়ুকা-ভূষণ বিক্ষিপ্ত হইয়া বাতাসের সহিত
অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল; শূন্যগর্ভ মেলা-সমূহ শিবসৈন্তের সমুদ্র-
তলে নিপতিত হইয়া বিলীন হইতে লাগিল; জনভাষ্যবাহিত সাংবাদিক
‘অন্ত-শব্দ’ শিবসৈন্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার শিশু-সৈন্য বিপদাপ্ত হইতে
লাগিল। লক্ষ্যভেদে ‘ব্লেকট’ (হাউসাই বাতীর নামে অস্ত্রবিশেষ) আর
ভীমফের শূন্যমার্গে উড়তীন হইয়া, সশব্দে সৈন্য-স্রোতের মধ্যে নিপতিত
হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইংরাজ-পক্ষের এত চেঁচা, এত উপদ্রব
সকলেরই নিফল হইল; শিখণ কিতুতেই নিরুৎসাহিত কিংবা ভীত,
বিচলিত হইল না। তাহারা অস্ত্রাঘাতের পরিবর্তে অস্ত্রাঘাত করিতে
লাগিল; অগ্নি বিনিময়ে অগ্নিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ম-সন্ধিত সৈন্য
শ্রীবীর অগ্রসমূহের বিদ্যুৎকণকে দুর্ভিক্ষের উজ্জ্বলভাষ্য ধারণ করিয়াছিল।
সে লুপ্ত কি মনোহর! প্রথমকমর ধূমরাশি উল্লিত হইয়া, কখনও সৈন্যগণকে
লাঞ্ছন করিয়া ফেলিতেছিল; কখনও বা উজ্জ্বলভাষ্য লৌহতরবারির
বল্ল-কঠোর ভীম রশ্মিতে এবং ধ্বংসাত্মক শিঙল-নির্মিত অসিফল
বর্ষের অসাধারণ চাকটিক্যে চক্ষু অলসিতা হইতেছিল;—সৈন্যগণের
মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলভাষ্য ভাষ্য ধারণ করিতেছিল। তর-
তার কামান সমূহের গভীর গর্জন এবং ধোর প্রতিধ্বনিতে ঘেঁহী
মনোহরকর চুক্তের সৌন্দর্য্য আতও বৃদ্ধি হইতেছিল। অগ্নি
কষ্ট-সহিত সৈনিকপুরুষদিগের কণ্ঠস্থ হতে সেই ধ্বনি প্রবিষ্ট হইয়া,
তাহাদের হৃদয়ের উৎসাহ আরও বাড়িতে লাগিল। কিন্তু হৃদয়ে
বড়ই আপদ পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, মেলা কুড়ির সঙ্গে সঙ্গে
ইংরাজ পক্ষের সকলেরই প্রতীত হইল যে, বহুদূরবর্তী স্থান
হইতে অগ্নিগর্ভিতভাবে অগ্নিবর্ষণ করিলে, কোনই ফল কলিবে না।

কেবল নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধই চলিতে থাকিবে। সুতরাং যুদ্ধে জয়লাভ
কল্পিত হইলে, সমুখ-সমর-কুশল বীরত্বের পলাতক সৈন্যের আক্রমণই
এখানে বিশেষ কার্যকারী হইবে। অতএব কিছু কালের জন্য অগ্নি-
বর্ষণ নিবৃত্ত হইল; এতোক বোম্বাই ভাবী যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত
হইতে লাগিল। ব্রিটিশ-সৈন্যের অন্তরে অন্তরে এক ভেজঃশক্তিমানী
মহাশক্তি স্বভাৱে জাগ্রত হইয়াছিল; যে শক্তি তাহাদের মনে উৎসাহের
ও আশার আলোক প্রদান করিয়াছিল, তাহাদের ক্রীড়াশক্ত বস্ত্রাভ-
লোচন এবং অন্তঃকরণে দৃঢ়মুষ্টিই সেই ভেজঃশক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।
ব্রিটিশ সৈন্যের বামপার্শ্ব সৈন্যদল যুগ্মপ্রণা অনুসারে অতি যত্নবশ
পলবিক্ষেপে অগ্রসর হইল। কিন্তু ইংরাজদল প্রথমেই এক ভুল
করিয়া বসিলেন; সৈন্যদলের অধিনায়কগণ এতোক সৈন্যদলকে
শ্রেণীবদ্ধভাবে গাঁড় না করাইয়া, তাঁহারা সৈন্য-দ্বায় রচনা করিয়াছিলেন;
সুতরাং ইংরাজ-সৈন্য, শিবসৈন্যের সমকক্ষ হইতে পারিল না; এরূপ
আক্রমণে বহুদল বৃদ্ধ হওয়া সম্ভব, তাহা অপেক্ষা অধিক সময় অতি-
বাহিত হইল। বিপক্ষ শিবদিগের অব্যর্থ সম্মানে ইংরাজ পক্ষীয়
সৈন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; শিবদিগের এতোক অন্তঃক্ষেপে
বিশাল ইংরাজ-সৈন্যের অধিকাংশই মৃত্যু আলিসন করিল; শিবদিগের
স্বাভাবিক 'মাঘেট' এবং ঘূর্ণায়মান কামানের নিরত অগ্নিবর্ষণে, এবং
শিব গোলাবাজ সৈন্যের আক্রমণে, ইংরাজ-সৈন্যের অধিকাংশই পৃষ্ঠ
প্রদর্শন করিল, কেবল পাঁচ হাজার গেল। বামপার্শ্বের প্রান্তভাগে,
ইংরাজ-সৈন্যদল চূর্ণের বহির্ভাগস্থ পরিধা অতিক্রম করিয়া, দুর্গ প্রাচীরের
পাশ্চাত্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে স্থান অধিকার করার, কোনই
কল হইল না। এদিকে দক্ষিণপার্শ্বে তাহাদের সহচরগণ কতকালে
জয়লাভ করিয়া উৎসাহিত হইল; কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শনের
দ্বিতীয় দলও তাহারা অধিকৃত হইতে পারিল; তাহাদের প্রেরণ ও

কেতের আর অবশিষ্ট ছিল না। ইংরাজ-পক্ষীয় সৈন্যগণ ব্যতীত
উভয়দল বেশ বিস্তারিত দলে (Wedges and Masses) বিভক্ত হইল ;
পশ্চিমে ফ্রোণ্ডোয় হইয়া, একজন প্রান্ত ও নির্ভীক বীর সেনাপতি
অধিনায়কত্বে, বৃটিশ-বাহিনী প্রবলবেগে শিব-সৈন্যের উপর নিপতিত
হইল। * এক বিকট চীৎকারধ্বনিতে বৃটিশ সৈন্যগণ পরিচা
উদ্বলন করিল ; দুর্গের চতুর্দিকস্থ প্রাচীরের উপর আগ্নেয়
কমিরা ইংরাজ পক্ষীয় সৈন্যগণ শিববিশিষ্টের বতকগুলি কামান-আধ-
কার করিয়া বসিল ; যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের জয়লাভ হইল। কিন্তু এই
যুদ্ধে ইংরাজবিশিষ্টকে বহু আঘাত স্বীকার করিতে হইয়াছিল ; শিবসৈন্য
ঐকান্তিকতা সহকারে এবং বৃহৎপ্রতিজ্ঞার সহিত অটলভাবে যুদ্ধ করিল ;
অত্যন্তরূপ কামানসমূহ প্রান্ত ও প্রান্ত আগ্নেয়কারিগণকে বিধ্বস্ত
করিতে লাগিল। তখন কেবল পরিবার প্রান্ত বা তীরভূমি অধিকৃত
হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এই পরিচা প্রান্তও এক মুহুর্তে অধিকৃত হয় নাই।
প্রথম আগ্নেয়কারিগণ বিধ্বস্ত হইলে, কেম্ব্রিজ সৈন্যদলকে পুরোক্ত
আগ্নেয়কারিগণের আদেশ প্রদান করা হয়। এই সকল প্রহরী সৈন্য প্রেরিত
হইয়া সেই উচ্চ দুর্গ-প্রাচীর অধিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল ; সামান্য
বেড়া অপেক্ষা সেই প্রাচীর অত্যধিক উচ্চ, এবং বহুদূর বিস্তৃত ; সেই
প্রাচীরের জন্যই ইংরাজ সৈন্যের প্রথম আগ্নেয় কার্য হয়। বিধ্বস্ত-
পরিণত শিববিশিষ্টের অধিবর্ষণ সভ্য করিতে না পারিয়া, শেষোক্ত ইংরাজ
দৈন্য ও পশ্চাৎপদ হইয়াছিল। কিন্তু অতঃপর তাহার পুনরুত্থান
একত্রিত হইয়া, শিববিশিষ্টকে আগ্রহণ করিল ; আর এক দল ১৮০০

* দুর্গ পরিবার সহকর্মে সাগর ঘাট ডিক বক্স আগ্নেয়কারি
সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিতেছিলেন, তখন তিনি সাংবাদিক রূপে
আহত হন।

রক্ত-পরিমিত দৃশ্যভ্যাসে স্তান হইতে শিখদিগকে আক্রমণ করিল। বৃটিশ সৈন্য আপনাদিগের সাত্ত্বিক বীরত্বের এবং চরিত্রগত উচ্চ-শিকার পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইল। দ্বিতীয়বার আক্রমণকালে, পরিখা-দী-গড়ে, বিজয়ী প্রথম সৈকতশ্রেণীর অঙ্গনে আক্রমণকারী বৃটিশ-সৈন্য-কল বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের নিকট অনেক সাহায্যও পাইয়াছিল। এই যোঁরতর যুদ্ধের অবসানে, কেন্দ্রস্থিত সৈন্যদল সুরোক্তানুহিত বিপক্ষপক্ষীয় সকলগুলি কামানই অধিকার করিল। লইল। বৃটিশ সৈন্যের দ্বিতীয় দলের এই অত্যাধিকার পৃষ্ঠ প্রদর্শনে, এবং প্রথম দলের যোঁরতর যুদ্ধস্থিতিতে হরণে কোন প্রত্যক্ষবাদী স্বতঃই বিজয়-জাতের পরিবর্তনশীল বিভিন্ন কারণ ও অবস্থা-পরম্পরার বিষয় চিত্রা-করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু সেনানায়কবৃন্দ সকলেই সম-মত হইয়া, ক্রিয়াকারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আলিওরারের যুদ্ধে বিজয়ী সৈন্যদল, দক্ষিণপার্শ্বে থাকিয়া তাহাদের সম্মুখভাগস্থিত শিখসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। অন্যান্য সমস্ত দল আক্রান্ত হওয়ার, নির্ভীক বীরপুরুষ সকলেই ধ্বংসমুখে পতিত হইল। স্থানে স্থানে ভূপাকারে যুদ্ধ সৈনিক বেশ পতিত হইল; প্রথম-শ্রেণী, দ্বিতীয়শ্রেণীর উপর পড়িল। এই দ্বিতীয় সৈন্যদল নির্ভীক-চিত্তে বিপক্ষ বৃটিশ সৈন্য আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছিল। একপে বৃটিশ-সৈন্যের দুইটা দল একত্র মিশিয়া গেল; পশ্চিমে বৃটিশ-সৈন্য বিশৃঙ্খল-ভাবে ক্রীমকেনে বিপক্ষদলকে আক্রমণ করিতে লাগিল, তখন দ্বিতীয় সৈকতদল তাহাদের লুণ্ঠ-খ্যাতির পুনরুদ্ধার সাধন করিল; বিপক্ষ শিখ-বিশেষ শিখির মধ্যে সমগ্রতর ন্যায় বৃটিশ অগ্নিরোধী আগ্রা পতিত হইল; তাহার দামপার হইতে আগিয়া অগ্রবর্তী সৈন্যের সহিত যোগদান করিল; যুদ্ধায় পরিব্রাজ ইংরাজ পদাতিক সৈন্য অংশক তাহাদের সৈন্যকে অনেকাংশে বৃদ্ধি হইল।

এইরূপে শিবদিগের দুর্গ পরিষ্কার সর্বত্রই উদ্ভূত হইল। বৃষ্টিপ-
সৈন্যের গোলাগুলির আঘাতে দুর্গের সর্বত্রই ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু
দুর্গজিত কামান-প্রেরণা পরিচালক শিব-সৈন্য তখনও বস্ততা-
শৌকার করিল না। দুর্গাভ্যন্তরে বহুতর সাহসী সৈন্য বৃষ্টিগোচর হইল;
তাহারা প্রতি বিপৎপাতেই প্রত্যেক বাধা-বিঘ্নে অবগার বুনিয়াদ
অনুসন্ধান করিত;—তাহা হইতে সেই সকল বীরপুরুষ লভ্য অনুসন্ধান
করিত। এমন কি, হত্যা-প্র-প্রমাণ ভূমিখণ্ডের জন্যও তাহারা যোগ্য
প্রস্তুত হইতে মুগ্ধা শেষ করিত না। বস্ততা, দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ভেদ-
সিং উদ্বেজনা-বহিঃ অনলপ্রোত প্রবাহিত করিয়া, আপনার দক্ষিণ পার্শ্ব-
স্থিত সৈন্য-গণের হত্যা-প্র-প্রমাণে ফাসভার কারণ নাই। তিনি প্রথম
অক্রমণেই পলায়ন করিয়াছিলেন। হয় আকস্মিক ঘটনাবশতঃ, নং হয়
স্বৈচ্ছাপূর্বক। তেজ সিং শতদ্রু-নদীর নৌ-দেতুর মধ্যভাগস্থিত একখানি
নৌকা ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ জাটান গ্রাম সিং আপনাদ্বারা
প্রতিষ্ঠা না হইতে কথা কখনও দিগত হয় নাই। তিনি শুভ্রবর্ণের
সামান্য একটি পোষাক পরিধান করিলেন; বেশ হইল, তিনি বেশ-
নৃত্যর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অতঃপর গ্রাম সিং, শুভ্র-
বর্ণ বস্ত্রের জন্য সকলকেই প্রাপণে প্রবৃত্ত করিতে অনুরোধ করিলেন,
তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, সাহসী বীরপুরুষকেই শুভ্র-বর্ণের
অবিভিন্ন নিত্য-স্বথের অধিকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে
উৎসাহ বাক্যে গ্রাম সিং বিধব সৈন্যদিগকে পুলকিত করিলেন;
পরিণামে বদেন-প্রাণ বৃদ্ধ গ্রাম সিং, বদেনের, বজাতির জন্য, শেষ
বহুত পণ্ডিত বৃদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিলেন; বদেনবাসীর গাণিত্য
বৃদ্ধবৃন্দের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল। তখন জয়ধ্বনি, বদেন-
বাসীর অগাধ লব্ধিতে গ্রাম সিংয়ের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইল।
সিপাহী ইংরাজ সৈন্যের নিরবচ্ছিন্ন অধি-বর্ষে বদেনে তাহারা দুর্গ

প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা তরবারি
 দ্বারা বিপরীতদিকের উপর পড়িত হইল, এবং ইংরাজসৈন্য বেশিক হইতে
 আক্রমণ করিয়াছিল। সেই দিকে কামান ফিরাইয়া তাহাদিগকে
 আক্রমণের জন্য, শিব-সৈন্য কামান-পরিচালক সৈন্যাদিগকে উপ-
 দেশ প্রদান করিল। জর হুগ প্রাচীরের দুর্ভেদ্য অর্জুণ বরাবর
 প্রায় অর্জুণতা ঘরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলিল;—লোমহর্ষণ হত্যাভ্যাস
 সংশ্লিষ্ট হইল। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুর্গপ্রাচীর
 রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল; এবং মৃত, অর্ধমৃত ও গুরুতর সৈন্যসঙ্গে
 দুর্গ-পরিখা পরিপূর্ণ হইল। কর্ণধারিকারী কামান গর্জনে এবং
 অসংখ্য বন্দকের ঘন ঘন অগ্ন্যাদীর্ঘবেগ মধ্যে, তখনও ইংরাজসৈন্য
 অরক্ষণীয় অবস্থা হুণাব্যতক ছাড়া চীংকার শব্দ শুনা হইতেছিল।
 এবং অগণিত তরবারির বিদ্যুৎ-বলক তখনও স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর
 হইতেছিল। অথবা সমর সমর অগ্ন্যাদীর্ঘবেগকারী কামান সমূহ হইতে
 শূন্যগর্ভ গোলা সমূহ নিপতিত হইয়া, মহাশব্দে বিকীর হইতেছিল;
 কখনও বা সেই প্রচণ্ড গোলায় আঘাতে বিক্ষোভিত ধূম ও
 অগ্নি সমূহ ভেদ করিয়া, বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড এবং বৃহৎ যুক্তিকান্ত শূন্যমার্গে
 উৎক্ষেপিত হইতে লাগিল। তৎকালে যোধ হইয়াছিল, যেন সৈন্যগণ
 সেই ধূম ও অগ্নি-মাগরে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তখন সেই
 লোমহর্ষণ যুদ্ধে, অস্ত্রের কলনা এবং কামানের গভীর গর্জনের মধ্যেও
 কামানসমূহ অসংখ্য ও তৎপ্রতি সকলেই মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু ক্রমে
 ক্রমে বন্ধবোধবোধী সমুদায় দ্বানেই ব্রিটিশ সৈন্য অধিকার করিয়া বসিল।
 শিবসৈন্য ক্রমশঃই দুর্ভর শত্রু অভিযুগে পতাৎ হইতে লাগিল।
 ব্রিটিশ সৈন্য অবারোহী ও পদাতিক সৈন্যসঙ্গে বিভক্ত হইয়া, উভয়
 দিক হইতে শিবসৈন্যকে আক্রমণ করিল; কিন্তু এতৎসঙ্গেও শিবসৈন্যের
 পলায়ন প্রবৃত্তি বীজের সন্ধান হইল না।—প্রাচীরের ভিতর

কেহই আত্মরোধনা করিল না। শিবদেব সর্বদা সেই বিজয়ী ইংরাজ-
দিগের সম্মুখীন হইয়া, সমর্পণ বাধ্য প্রণাম করিল; কেহ কেহ বা
সমর্পণ বৃদ্ধক পদবিক্ষেপে যোবতরে চলিয়া গেল; কিন্তু বৃদ্ধা ধর্ম-
ধর্মিত আদিয়াও অধিকাংশ শিবসৈন্য ভীমবেগে বিশূল ইংরাজ বাহিনীর
সম্মুখীন হইয়া অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিল। পরাজিত শিবদিগের
অন্য সাহস, উৎসাহ ও বীরত্ব দেখিয়া, বিজয়ী বৃটিশ-সৈন্য বিশ্বাসবিষ্ট
ও হতশ্রুতি হইল; অসহায় যুযুত সৈন্যের দুখস্বাক্ষর নিশ্চল ক্রকুটী
তলীয়ার, বৃটিশ সৈন্য আর তাহাদের প্রতি নত দৃষ্টি করিল না।
কিন্তু সৈন্যের অধিনায়কগণ তখনও আপসাপন উদ্বেগ সাধন করিতে
সমর্থ হন নাই। সুতরাং বিরোচিত প্রতিদ্বন্দ্বারতি চরিতার্থের প্রলোভন
বশতঃই হউক, অথবা নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনোৎসাহেই হউক, সৈন্যের
অধিনায়কগণ গোলন্দাজ সৈন্যদিগকে শত্রুর নদীর ধরতীরে অবতরণ
করার জন্য জিল করিতে লাগিলেন। যে সৈন্যদল এ পর্যন্ত তাহাদের
অচ্যুত-কমতা দুগার সহিত উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আরও নিশ্চিত-
রূপে সেই শিবদিগের ধ্বংস-সাধন করাই অধিনায়কগণের প্রধান
উদ্দেশ্য। কিন্তু মহাকাব্য বর্ণিত দেব-দেবীসমূহ এখনই জীবন্ত বীর-
পুরুষগণকে এলীড়িত বিপর্যস্ত জোতবিনীর পাকল সাজিলে উৎসর্গ
করেন নাই। বহুসংখ্যক বৃতদেহ ভূপাকারে পতিত হইয়া স্রোতবিনীর
পতি রোষ হইল, এবং পলায়নপর হতাহত সৈন্যের রক্তে নদীর জল
গোহিত বর্ণধারণ করিল।

ভিরকোপ্তি অর্জনে অভিলাষী বীর সমাজ

এইরূপেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা-যুতি চর-

ত্ব করিয়া থাকেন।

তখন লোকজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-যুতি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইল।
শিবদেব, যুগ্ম-বীরগণ পরাজিত সৈন্যগণ অবকাশের প্রত্যাশা করিয়া

অব্যাহার পদ্ধতিস্থান নাহিল। পরিশেষে নিজের লাভের ব্যাপ্তি ব্যতীহী কোন উদ্যম হওয়ায়, সৈন্যসংঘের সমোচ্চায় আপনাই স্বত্ব হইয়া পড়িল। পুণ্যপুণ্য জয়লাভি উচ্চারণ করিয়া, সৈন্যসংঘ বিঘ্নী সেনাপতিগণকে অভিমান ও অভিসন্দেহ করিতে লাগিল। *

* ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী গর্ভ গ্রন্থ, পৰ্ব্বত-ভেদনঃ ১২২
 দ্বিকটে যে কামল-পত্র প্রেরণ করেন, এ স্থলে তাহাই সঠিক।
 ব্যাক্রীপকল্পে 'শিব-ইতিহাস', বিত্তীয় ৭৩, ১৪৩ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।
 (Compare Lord Gough's despatch of the 13th February, 1846, and Macgregor's 'History of the Sikhs, ii. 154. &c.) এই যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষে সন্তকতঃ ৩২ জন নিহত এবং ২০৮০ জন আহত হয়। শিবদিগের পক্ষে সন্তকতঃ ৪,০০০ পাঁচ সহস্রেরও অধিক সৈন্য নিহত হয়। সন্তকতঃ নিহত শিবসৈন্যের পরিমাণ—৮,০০০ আট সহস্র। ইংরাজদিগের কামল-পত্রে যে হিসাব প্রেরণ হইয়াছে, তাহাতেও এই হিসাব খল করিয়া অনুদিত হয়।

ভারতের প্রথম ইংরাজ-সেনাপতির হিসাব মতে, শিবসৈন্যের পরিমাণ, ৩০ সহস্র ছিল। সন্তকতঃ কথিত হয়, সেই স্থানে শিবদিগের ৩০০০ 'প্রেসিডেন্ট' বা সৈন্যসংঘ থাকিত। কিন্তু পরিহার্য এক ভুল এটিতে ২০ সহস্র পরিমিত সৈন্য ছিল কিনা, তাহা সন্দেহমূলক। আক্রমণ-কারী সশস্ত্র সৈন্যের পরিমাণ, তৎকালে ১৫ সহস্র নিম্নিত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধ মুজাফ্ফরের যুদ্ধ নামে পরিচিত। যে স্থানে যুদ্ধ ১৪ তৎকালে তৎসম্বন্ধে মুজাফ্ফর বা সাক্ষ্যস্থান নামে একটি বা দুইটি পাহা ছিল; তাহাদের নাম অনুসারেই এই যুদ্ধের নামকরণ হইয়াছে। 'মুজাফ্ফর' (কথিতম্) সাক্ষ্যস্থান নামক স্থানটি বর্তমান মুজাফ্ফর নামের একটি পাহায়ে বস করিত। তাহারা যে এই স্থান নাম করিত,



‘जि१’ जिनाही ।

[७२१ गुहा ।]

যে দিন যুদ্ধে বিজয়লাভ হইল, সেই দিন রজনীযোগে এককল হুটিশ সৈন্য কিয়দালপূরের সম্মুখভাগে শতরু নদী অতিক্রম করিল। তাহার তাহার শত্রুগণের কাছকেও দেখিতে পাইল না। ১২ই ফেব্রুয়ারী সৈন্য-গণ কান্তরের দুর্গ অধিকার করিয়া যসিল : তথায় কেহই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিল না। পর দিবস সেই সৈন্যদল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই প্রাচীন নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বহিল। তৎকালে সকলেরই, সমুদায় হইল, তখনও ২০ সহস্র শিব সৈন্য অসুস্থদের অকস্মে সমু-বেতরূপে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু “খালসার” সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বি-“খালসা” সৈন্তের তখন আর সে পূর্ব ক্ষমতা ছিল না। ধন-সম্পত্তি, আশ্রয় এবং যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি বাহ্যিকের কত্বাবসানে ছিল, এখনে তাঁহারা উদাসীন থাকার শিব সৈন্তের পরাজয় হইল; তাঁহারা একা-কান্তরে শিব সৈন্তের ধ্বংস-সাধন করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা দ্বি-বিপক্ষ ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইলেন। হুজুরা অন্তঃপ্রাণ হইয়া, শিবগণ তাহাদের দরবারের অনুমোদনে সম্রাট জাপন করিল;—হুটিশ-পদার্থসম্পত্তি পূর্বে যে যে সত্তে লাভোরে শিবরাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, এক্ষণে হুটিশ-পদার্থসম্পত্তির সহিত সেই সমুদায় সত্ত-সম্পত্তি নির্ভাবিত করিতে, শিবদিগের প্রিয় মন্ত্রী গোলাপ সিং সর্বপ্রকার ক্ষমতার ভূষিত হইলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজা গোলাপ সিং এবং অপরাণের কতকগুলি লামা পদার্থ-সম্পত্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন : কান্তরে পদার্থ-সম্পত্তি-রেল তাঁহাদিগকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। পদার্থ-সম্প-

ত্তদের নাম অনুসারেই সেই সেই স্থান অধিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিশেষে একটি যুদ্ধে পরাজয় হওয়ার, সেই হুজুরা নাম যুদ্ধের পরিত্যক্ত প্রাচীরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

জেন জাহানকে জানাইলেন,—জনৌণ সিং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের
 দ্বিত-রাজ মধ্যে পরিস্থিত হইলেন; শত্রু এবং বিপাকার মধ্যস্থতায়
 সমস্ত রাজ্যখণ্ড বিজয়ী ইংরাজদিগের অধিকারে থাকিবে; সুতরাং ব্যয়
 করণ সাহায্য গবর্ণমেন্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড টালি
 (পাউণ্ড—১৫ টাকা) কতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। গবর্ণর
 জেনারেল সামন্তগণকে বলিলেন যে, প্রথম আক্রমণকারিগণ যে অর্থপত্র
 লাভিত হইয়াছেন, তদ্বির্য সর্বসাধারণের গোচরীভূত করাই এই
 কতিপূরণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্য। জাহানের মনেও ধারণা হইবে,—নির-
 পরাধী ইংরাজদিগের সহিত বৃথা শত্রুতাচরণ শত্রু শত্রুর সমূহ কতি
 অবশ্যস্তাবী। বহু তর্ক-বিতর্কের পর শিখ-প্রতিনিধিগণ বিরক্তিসহকারে
 সেই সন্ধি-সর্তে সই হইলেন; সুতরাং মহারাজ স্বয়ং আনিরা ব্রিটিশ
 গবর্ণমেন্টের অধীনতা স্বীকার করিলেন; পরিশেষে ২০শে ফেব্রুয়ারী
 ব্রিটিশ বাহিনী শিখ-রাজধানীতে আনিরা উপনীত হইল। ইহার দুই
 দিবস পরে, দুর্গের ত্রিভঙ্গ ইংরাজ সৈন্তে পরিপূর্ণ হইল। আক্রা-
 তিমাত্রী বিপক শিখগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া অধীনতা স্বীকার
 করিয়াছে, ভারতীয় জনসাধারণের মনে সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া
 দেওয়াই,—ইহার গুঢ় উদ্দেশ্য। তৎকালে ভারতের সর্বত্রই সামন্তগণ
 আতঙ্কিত এক হিংসাপরবশ হইয়া, দুর্ভিক্ষ ব্যর্থের-বিধানকারী
 কৈশিক ইংরাজদিগের অবশস্তাবী অধঃপতনের বিষয় সচরাচর
 আলোচনা করিতেন।*

* ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী এবং ৪ঠা মার্চ শুভমন্ত্রণা
 সভায়, গবর্ণর-জেনারেল যে কামরপত্র প্রেরণ করেন, এখানে তাহাই
 উদ্ধৃত। (Compare the Governor-General to the Secret
 Committee, under dates the 19th February, and 4th
 March, 1846.)

একবেশ দ্বর্ষদ্র-জেনারেল শিবদিয়ের পূর্ব অপরাধের শাস্তি বিধান করিয়াই নিরস্ত রাখিলেন না। উদ্বিগ্নে তাহারা কখনও ইংরাজ-দ্রিকে বিপক্ষিত না করে, ওজন্য তিনি শিবদিয়ের সনে ডর জমাইতে চেষ্টা করিলেন। ওজন্যই তিনি বিপাশা নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহ অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শতক্রর প্রাচীন সীমানা সম্পর্কে না হইলেও, মাহোরের সম্পর্কে সে সমুদায় স্থান অধিকার করা ব্রিটিশ-দ্বর্ষদ্রের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যেই দ্বর্ষদ্র-জেনারেল প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন, গোলাপ সিং, আম্রুত পার্বত্য প্রদেশে বাবীন রাজা বলিয়া খোঁজিত হইবেন। * ব্রিটিশ-দ্বর্ষদ্রের বাবীন রাজা ডাক্তার করেন, গোলাপ সিংহের পরিবারবর্গ সর্বদা সেই স্থানই করিতেন। বহুতর, আশ্রিত ও অবলম্ব পঞ্চাব দ্বর্ষদ্রের সর্ববাদিসম্মত মন্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইতে তখনও যে গোলাপ সিং অজিলায়ী ছিলেন, হয়তো সে বিষয় কাহারও স্মৃতি-পথে পড়িত হয় নাই। † আলিওয়ালের যুদ্ধে

* ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়া ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী মাসে মন্ত্রণা-সমিতির বরাবর দ্বর্ষদ্র-জেনারেলের পত্র। (Compare Governor-General to the Secret Committee.)

† গোলাপ সিংহের পরিবারবর্গ বহুকালব্যধি এই কল্যা মনে মনে পোষণ করিয়া আনিষ্ঠাছিলেন। বীরান সিং, কর্ণেল ওয়েডকে স্থানান্তরিত করিতে বহু চেষ্টা করেন। বীরান সিংহের মনে হইয়াছিল,— কর্ণেল ওয়েডের পর যে ব্যক্তি প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন, তিনি বীরান সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাহারই মঙ্গলসাধন করিবেন; কর্ণেল ওয়েড সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বহুদর বীরান সিং সেই কারণে বশবর্তী হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হন, তখন হইতেই গোলাপ

বৃটিশ-পক্ষের বিজয়লাভে বধন জানা গেল, শিখদিগের সম্পূর্ণ পরাজয় অবশ্যত্বাধী, তখন রাজা গোলাপ সিং ইংরাজদিগের নিকট এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। সমগ্র লাহোর রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব-পক্ষে গোলাপ সিংহকেই প্রতিষ্ঠিত করা হইবে;—গোলাপ সিং সেই আশায়ই যে পূর্বে ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে কাহারও মনে উদয় হইল না। পূর্বে পঞ্জাবের সামন্তগণ এবং জনসাধারণ যোঁর বিশৃঙ্খালে বিভাজিত হইয়া গোলাপ সিংহকে উজীর পদ প্রদান করেন। বধন সময় অতি সূচীর্ণ হইয়া আসিল, অথচ সমস্ত দুই সামগ্রী আসিয়া পৌঁছিল না, তখন পক্ষপক্ষ-ভেদাভেদে গ্রাম্য ইংরাজগণ গোলাপ সিংহকেই পঞ্জাবের নরী বলিয়া মানিয়া লইলেন।* কিন্তু বধন লাল সিং দেখিলেন,—চারিদিক

সিংহের পরিবারের এই আশা। লাহোর-নরী এই উভয় সকলেই মিঃ ক্লার্ক অবগত ছিলেন; কিন্তু আশুর সামন্তগণকে বাবীল বলিয়া বীভূত করার প্রস্তাবই মিঃ ক্লার্ক এখানতঃ অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। নাও মিহাল সিংহের মৃত্যুর পর, সকলেই আশুয়া-পক্ষের প্রতি বিবেক ভাব প্রকাশ করিত,—সম্ভবতঃ সেই কারণেই মিঃ ক্লার্ক আশুর রাজগণের পক্ষপাতী ছিলেন।

ইংরাজগণ যদি গোলাপ সিংহকেই নরী পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিত হইত। করিতেন, এবং লাল সিংহের খীবনমৃত্যু সম্বন্ধে কোন্সই ভাব না লইতেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ লাহোরে বিশাল শক্তিসম্পন্ন মুসলিম-বহু দলই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। তাহা হইলে, সম্ভবতঃ লাহোর অধিকারের এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি-সম্মতেরও কোন্সই প্রয়োজন হইত।

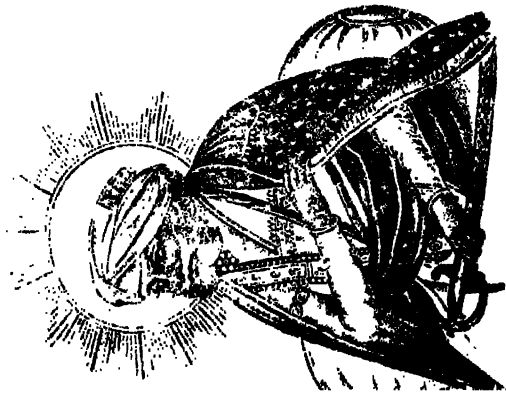
* ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লাল সিংহের মৃত্যুর পরে লাল সিংহের পরিবার

তুঘল সংগ্রামের পর, গবর্নর-জেনারেল সন্তুষ্টচিত্তে, অথবা ব্যস্ত হইয়া, লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং লাহোর ব্রিটিশ-গবর্ন-মেণ্টের মিত্র-রাজা মধো পরিগণিত হইল, তখন তাঁহার আশঙ্কায় আর অবধি রহিল না। লাল সিং মনে ভাবিলেন, মহারাজের মাতা ও উপর তাঁহার অবস্থা প্রভু-প্রভাব তখনও সম্পূর্ণরূপে বর্তমান ; সুতরাং সেই রমণীর সহযোগিতায় তিনি দ্রুত জাম্মু রাজ্যকে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন,—লাল সিংহ সেট আশার উদ্ধৃত্ত হইতে লাগিলেন। সমস্ত বড়বড়, রাজপ্রহর ও সশস্ত্র সৈন্যের ফলে, অবশেষেই সিদ্ধি-লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া সেই নীচাশর চট্‌কার লাল সিং মনে মনে আপনাকে বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই স্বদেশ-প্রোহিত্য এবং বড়বড়ের ফলে, স্বাধীন শিব-রাজ্যের উচ্ছেদ-সাধনে তাঁহার আত্মপ্রতি বিহিত হইবে,—লাল সিংহের আশার আর অবধি

গবর্নর-জেনারেল যে পত্র প্রেরণ করেন, এখানে তাহাই দৃষ্টব্য। (Compare the Governor-General's letter to the Secret Committee, of the 3d and 14th February, 1846.) এতদু-ক্ত্য পত্রেই লর্ড হার্ডিঞ্জ জানাইরাছিলেন যে, গোলাপ সিংহের কোন উপকার করিতে, তাঁহার একান্ত বাসনা। গোলাপ সিংহকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে ব্রিটিশ-গবর্নমেণ্টের ইচ্ছা করেন, গবর্নর-জেনারেল সে কথা কখনও উল্লেখ করেন নাই। কিংবা তৎকালে যে সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল, জাম্মুর স্বাভাব্যতা অবলম্বন সম্বন্ধে তদন্তে কোন সত্তা নির্দিষ্ট হইবে, গবর্নর-জেনারেল সে বিষয়ে শিব-মিত্রকে জামান নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, ইংরাজদিগের নিয়ন্ত্রিত আশঙ্কায়, সেই কমতানালী রাজ্যকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্ত ইংরাজ পক্ষ প্রকায়ভাবে বিমূঢ় হইয়াছিলেন।

রহিল না। গোলাপ সিংহ বুঝিলেন,—ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতীত
আত্ম-রক্ষা অসম্ভব; তাঁহার পূৰ্ব্ব ক্ষমতা সমস্তই লোপ প্রাপ্ত
হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজগণ তাঁহাকে লাহোরের মন্ত্রিরূপে সাহায্য
করিতে অস্বীকার করেন নাই। সুতরাং গোলাপ সিং এক্ষণে নতুন
বিষয়ের দাবী করিয়া, নববর্ষ-জেনারেলকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিলেন।
গোলাপ সিংহ বলিলেন, তৎকর্তৃকই এত শীঘ্র শিখদিগের সহিত
ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে; এবং তাঁহারই ষড়যন্ত্রে শিখ-
গণ এত শীঘ্র ধর্মসমুখে পতিত হইয়াছে; সুতরাং নববর্ষ-জেনারেল
গোলাপ সিংহকে কি পুরস্কার প্রদান করিবেন? এক সময়ে গোলাপ
সিং কাতরে বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগের স হত বুদ্ধ চালাইতে
হইলে, হৃদয় পদাতিক সৈন্তসমূহ দুর্গমধ্যে স্তব্ধকৃত এবং দুসজ্জিত
অবস্থায় থাকিবে;—সে কথা তখন সকলেরই স্মৃতিপথে পতিত হইল;
এবং দিল্লীর প্রান্ত সীমা পর্যন্ত সমস্ত দেশে কেবল অধারোহী সৈন্ত
বিতরণ করিবে,—গোলাপ সিংহের সে কথাও কেহ বিস্মৃত হন নাই।
তখন সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল, এবং সময় ক্রমেই সংক্ষেপ হইয়া
আগিতেছিল, তখন সকলেরই উপলক্ষি হইল যে, অবশিষ্ট শিখসৈন্তের
সহিত ফেরতান করিয়া, যথকৃশল আত্মিক অকাতরে বিপুল অর্থসঞ্চি
এবং অস্ত্র-শস্ত্র প্রদানে যে ব্যক্তি কোন না কোন সময়ে হৃদয় ও
হৃদয়ময় হইয়া উঠিতে পারে, এক্ষণে তাঁহারই সমস্ত রাধা বাটশ
নববর্ষজেনারেল প্রদান কর্তব্য।

তৎকালে লাহোর রাজকোষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়া
ছিল। লাল সিংহও পত্রকে অপসারিত করিয়া আপনার উন্নতির পথ মুক্ত
করিতে খণ্ড:পত্রও চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই অবসরে নববর্ষ-জেনারেল
একরাতে রাধা গোলাপ সিংহের আশ্রয়কারী ভুক্তি-বিধান করিলেন।
স্বাভাবিক ন্যায়ই সিংহের উত্তরাধিকারী আশিষ্য-প্রতিশ্রুতি আরও



মহারাজ গোলাপ সিংহ ।

[৩০২ পৃষ্ঠা ।]



রাজা দীপান সিং ।

[৩০২ পৃষ্ঠা ।]

ভ্রাস হইল। আবু'র রাজা আপনার সাবাজ মণ্ডীর মধ্যে বিপুল কমতা সীমাবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ইংরেজগণ যে ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়াছিলেন, তাহার গবর্ণমেন্ট তাহার তৃতীয়াংশের অধিক পরিশোধ করিতে সক্ষম হইলেন না; তাহার দুই তৃতীয়াংশ বাকী রহিল। সুতরাং বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট টাকার পরিবর্তে রাজ্য গ্রহণ করিলেন। পঞ্জাব ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হইল; কাশ্মীর এবং বিপাশা হইতে শতদ্রু নদী পর্যন্ত নিম্নতম ভূ-খণ্ড পঞ্জাব হইতে পৃথক হইয়া গেল; গোলাপ সিং সেই রাজ্য গ্রাণ্ড হইয়া লাহোরের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইলেন। রাজ্য লাভের জন্য তৎক্ষণাত্ স্বরূপ গোলাপ সিং, বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে ১০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং প্রদান করিলেন। শিখদিগের ক্ষমতা ভ্রাস করা সম্পূর্ণ বলিতে গেলে ইংরেজগণ আতি চতুর্নতার সহিত এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সকল কার্য-প্রণালী বৃটিশ নামের কিংবা বৃটিশ মহত্বের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াছিল; তাহাতে বৃটিশ নামের গৌরব কিছুই রক্ষিত হয় নাই। যুদ্ধ শেষিত হওয়ার পূর্বে, গোলাপ সিং আপন প্রভু লাহোর-পটিকে দণ্ড স্বরূপ ৬৮ লক্ষ টাকা (৬৮,০০,০০ পাউণ্ড) প্রদান করিতে সন্মত হন,—সে বিষয় বিবেচনা করিলে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এই নীতি সম্বন্ধে যোর আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে। * প্রোচ্য এবং প্রোচীয়া উভয় মহাদেশের প্রথা অনুসারে, প্রত্যেক জারগীরদার তাহার প্রভুকে বৈদেশিক যুদ্ধাদি সময়ে কিংবা পারিবারিক অন্তর্বিবাদে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং যে ১০ লক্ষ পর্যন্ত ষ্টার্লিং মাজাই পড়িয়াছিল,

* ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এইম্নে গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ড্রডফোর্টের পত্র। এই টাকা গোলাপ সিং প্রদান করিয়াছিলেন, প্রেছকার কখন তাহা শুনে নাই, কিংবা তাহাতে তিনি বিরাসও করেন না।

লাহোরের অধীনস্থ আর্মীরদার হিসাবে, তারা গোলাপ সিংহের পরিশোধ করা উচিত ছিল। এনজাবদার বাধীন তাহে লাহোরের অধিকার তুচ্ছ জ্ঞেপন সঙ্কল্প আধিপত্য বিস্তার করিয়া, গোলাপ সিংহ কোন ক্ষেত্রেই জাতিগততার পরিচয় প্রকাশ করেন নাই। রাজ্যের উত্তরাধিকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার, বিশ্বসম্মতি শেষ অসম্ভব হইয়াছিল। গোলাপ সিংহ কখনও এরূপ স্বাভাবিকতা প্রদেয় আশা করেন নাই; কিন্তু রণজিৎ সিংহের স্বাস্থ্যের মনোবল গোলাপ সিংহকে বিভ্রান্তিত করিতে উচ্ছা করিয়া ছিলেন। এক্ষণে গোলাপ সিংহ রাজস্বস্তি ও প্রভুত্ব-কমতা লাভ করিলেন; তাহাতে সকলেরই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হইল,—সকলেরই মনে আশ্রয়ভক্তি আশা জাগিয়া উঠিল। তেজ সিং বিশেষ ধনী ছিলেন; তিনি আপনার অর্থ-সামর্থ্য সকলই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন,—অর্থ বলে কি না সংসারিত হইতে পারে? সুতরাং রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ-মুহুর্তে সুশোভিত হওয়ার জন্য, এবং পঞ্চম বিভাগ করিয়া আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রাপ্তির আশায়, লাল সিং কুটিল নববর্ষমুহুর্তকে ২৫ লক্ষ টাকা ঐদানের অধীকার করিলেন। কিন্তু ইংরেজদের রাজ-নীতি বুঝিবার তাহার কোন কমতা ছিল না, বা সেই নীতির অধবা বিচারে, লাল সিং বিশেষ ভৎসিত হইলেন। তৎকালে একমাত্র গোলাপ সিংহের সহিতই এইরূপ ব্যবসায় হইল; কিন্তু আর কেহই সে ব্যবসায়ের অংশভাগী হইতে পারিলেন না। এক্ষণে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ অনুসারে গোলাপ সিং মহারাজ উপাধি ভূষণে ভূষিত হইলেন; কুটিল-নববর্ষমুহুর্তে তাহাকে মিত্ররাজ বলিয়া স্বীকার করিলেন।* কিন্তু ঐখানে গোলাপ সিংহকে যে রাজ্য ঐদানের কথা

* এই উপলক্ষে মহারাজ গোলাপ সিং, দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতজ্ঞ-মুহুর্তে ইংরাজ-প্রতিনিধি নববর্ষ-সময়সময় মিত্রের আশ্রয় কৃতজ্ঞতা

হয়, তাঁহার এড় ইংরাজগণ সে রাজ্য কিছু কালের নিমিত্ত বহুবল্যে রাখিলেন ; তাঁহার নিকট যে অর্থের দাবী করা হইয়াছিল, তাহার চতুর্থাংশ গ্রহণে বৃটিশ সর্বস্বমেন্ট সম্মত হইলেন। তাঁহাদের মনে হইল, গোলাপ সিংহের জাতি মুচোং সিং, বিরোজনপুত্র যে অর্থ সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, গোলাপ সিংহই সেই ধন-সম্পত্তির একতৃ অধিকারী ছিলেন ; তাহাই বিবেচনা করিয়া বৃটিশ সর্বস্বমেন্ট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ কমান্বিতা বিলেন। এক্ষণে

একান্ত করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, একতৃপক্ষে মহারাজ সর্বস্বমেন্টের "অন্ত-ধারিত" অথবা অর্থে ক্রীত ক্রীতদাস বিশেষ। বক্তব্য, মহারাজ উপহাসচ্ছলে এ কথা বলেন নাই।

এই ইতিহাসে একাধিকবার রাজা গোলাপ সিংহের নীচ প্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, মহারাজ গোলাপ সিং ঐর্ষানুরাগ এবং অসংযতাবসম্পন্ন ছিলেন। তিনি শত্রুকে প্রতারিত করিয়া, অল্পে তাহার প্রাণ সংহার করিতেন ; এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য, তিনি অত্যাচার উৎপীড়নের পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তিনি যে সময়ে কর্তব্য ছিল, সেই শত্রুর এবং তাঁহার জাতি-গত নৈতিক উন্নতি বিচার করিয়াই, মহারাজের চরিত্র-প্রকৃতির বিচার করা আবশ্যিক। অপিচ তাঁহার জাতি উত্তমণে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বঙ্গ-বঙ্গের রাখিতে হইলে, যে যে বিষয় আবশ্যিক তাহাও তাঁহারা দেখা উচিত। এই সকল বিষয় প্রাথমিক পূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, গোলাপ সিং একজন কার্যকুশল এবং পরিসিদ্ধান্তী ছিলেন ; তিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অথবা অসংযততার জ্ঞান কোন কার্য করিতেন না। তাঁহার প্রকৃতিতে সর্বোৎকর্ষ এবং কঠোরতা সর্বত্র বর্তমান ছিল।

গোলাপ সিংহের পক্ষে সে দাবী পরিণাম করা সহজসাধ্য হইয়া

শাল সিং আর একবার স্বাক্ষরপত্র প্রতীষ্টিত হইলেন। শাল সিং
এক তাঁহার বিধায়ককে রাজজোহী সহকারী সামন্তগণ সকলেই
স্বাক্ষরিত, ইংরাজগণ পত্রাভ পরিচালন করিল, মুষ্টিমেয় সৈন্যের আক্রমণ
হইতেও তাঁহারা আপনাপন পদ-সামর্থ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না।
সুতরাং গোলাপ সিংহের স্বাক্ষরা অবলম্বনে, প্রথম মনি-সত্বের কিছু
সুতিক্রম ঘটিল। তখন হির হইল, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের
১৫ দিন পর্যন্ত একমল বুটিন-সমস্ত ধারোরে অবস্থিতি করিলে।
ইতিমধ্যে সামন্তগণ আপনাপন ক্রমভার বৃদ্ধি বিধান করিয়া হইলেন;
সৈন্যদলের পুনঃসংস্থার এবং পুনর্গঠন সংসাধিত হইবে; দেশে শৃঙ্খলা
এবং সুনিয়ম-বদ্ধ শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হইবে। ক্রমে বৎসর শেষ
হইয়া আসিল; কিন্তু তখনও সামন্তগণের অসহায় অবস্থা;—তাঁহার
তখনও আপনাপন প্রতুৎ-ক্রমভার বৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হন নাই।
সুতরাং সামন্তগণ সাগ্রহে বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের উপর নির্ভর করি-
লেন, এবং তাঁহাদের সহিত পুনরায় এক বন্দোবস্ত হইল;—সামন্তগণ
স্বাধাতেই বীভূত হইলেন। সেই বন্দোবস্ত ক্রমে, রণজিং সিংহের
স্বর্গীয় রাজ্য ইংরাজদিগের শাসনাধীনে রহিল; রণজিং সিংহের পশ্চিম
পুত্র এবং ইন্দবর উত্তরাধিকারী সার্বালক না হওয়া পর্যন্ত, ইংরাজগণ সে
রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ সমুদায় কার্য নিৰ্বাহ করিলেন। †

* অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং বিংশ পরিশিষ্ট ভট্টব্য। প্রহার
এবং আত্মর সহিত যে মনি হয়, সেই মনির বিবরণ ইহাতে উল্লিখিত
করিতেছি। (See Appendices xviii. xix. xx. for the Treaties
with Lahore and Jummoo.)

† প্রহারের সহিত দ্বিতীয় মনি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত, পঞ্চদশ

বিশ্ব সমস্ত সৈন্ত সমভিষাহারে যখন পদবর্তন-সেনারেল এক ইংরাজদিগের প্রধান সেনাপতি । (কম্যান্ডার-ইন-চিফ) সাহায্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একজন শিব সৈন্ত তথায় উপনীত হইল। তখন তাহাদের বেতন পরিণাম হইয়া তাহাদের দল-কল হইয়া গেল। তৎকালে সেই সৈন্তদলের বার্ষিক আকৃতি-প্রকৃতিতে বিরোধপূরক বিপ্লবকারীর সৈন্যত্ব, অথবা বেতনহীন বৈদেশিক সৈন্যত্ব নির্ণয় করার কিংবা ঐক্যনিষ্ঠ প্রকাশ পায় নাই। যে বীরদের সহিত শিব-সৈন্ত বিজয়ী ইংরাজ-পক্ষের দলবান হইয়াছিল, বিজয়ী ইংরাজদিগের শিবদিগের যে বীরদের বিশেষ প্রশংসা করিতেন, শিব-সৈন্তের বীরোচিত ব্যবহারে তাহাদের সেই সাহসিকতার মাদুর্য্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। হুর্ভাগ্যবশতঃ বৃহৎ পরাজয় হইয়াছে, শিবজাতি সেই কথাই বলিত, অথবা প্রকলমতশালী প্রভুপুত্রের আনমনের গণ তাহারা ইহা বলিত। কিয়দা দিগন্তে, শিবদিগের মনে সেই গাঢ়গাই বহুমূল্য ছিল। এইরূপ অবস্থা বিপ্লবের মধ্যেও তাহারা অন্তরে অন্তরে আপনাদিগের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের বা পরিণামের বিষয় হৃদয়বিবাল সহকারে চিন্তা করিত। আপনাদিগের অল্পে সন্তোষ তাহাদের বিশ্বাসের অগুমানও লাভ হয় নাই। যদি কেহ কৌতুকভুলে কখনও তাহাদিগকে অল্পশব্দে এক অপরিপক্ক শিশুসমূহ বলিয়া উপহাস করিত, তাহা হইলে, শিবদল নীরস ও অর্ধ-যত্নক প্রবৃত্তিতে উত্তর দিত,— তখনও ‘বলসার’ শিতকাল অভিযান্ত্রিক হয় নাই। যখন শিবদিগের সাধারণ-তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইল, গোবিন্দ তাঁহার শিষ্যদলকে এক নতুন ভূষণে ভূষিত করিলেন; শিষ্যদের দলকে

পরিশিষ্টে রাখে। (See Appendix xv. for the Second Treaty with Lahore.)

সাহস ও শক্তি সকার করিয়া, গোবিন্দ তাহাদিগকে অবিভীত নৈশূন্যের সহিত পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সাহসী বীরগণ সাক্ষ্য লাভ করিলেন; যে উন্নত শক্তি বলে তাহারা একতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে শিখা করিয়াছিল, যে শক্তিবলে শিখগণ অল্পপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহাদের সেই চেতনশক্তি, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ এবং সত্যতা বলে একত্রে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইল; তাহারা যে বাধা প্রদান করিল নটে, কিন্তু কোন ফলপ্রসূ হইল না। শ্রেষ্ঠ শক্তির কঠোর পালনাবধানে বিভূতভাব ধারণ করিতেই শিখদিগের সেই শক্তি ইংরাজ শক্তির পদানত হইল। ইউরোপের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কল্যাণ শাস্ত্রের আলোক-মালায় তাহাদের মন উন্নত ও উচ্চ চিন্তার নিমগ্ন হইবে এবং উচ্চ কার্য সম্পাদনের উপযোগী করিয়া গঠিত হইবে। *

এইরূপে শিখদিগের স্বতন্ত্র শাসন১৮৪৭ অবসান চইল;—
পঞ্চাশের স্বাধীনতা যুগ চিরতরে অতীতলগ্না হইলেন। প্রাচীন ভারত-
ভূমির বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে একত্রে ইংলণ্ডেরই একাধিপত্য ক্রিয়মান; উন্নত

* শিখ যুদ্ধের অবসান হইতে পরে, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে
প্রেক্ষার শিখদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ পরিবর্তন করিতে
কীর্ত্তিগুরু এবং আনন্দপুর-মাধ্যমানে গমন করেন। শেখোক্ত স্থানটি
গোবিন্দের অধিকৃত গ্রাম ছিল। উন্নত সকলেই তদ্বিষয়ে বিশ্বাস
করিয়া থাকেন। বিতর্কণ ও বহুদলী ধর্ম্মবাক্য এক ধর্ম্মবিধারণ
ধর্ম্মভেদ, দর্শন সময়ে সকল দেশের অধিবাসীই 'শাসনা' ধর্ম্ম গ্রহণ
করিতে পারে। হুর্ভিসহ প্রাদেশীক মুসলমান-সাম্রাজ্যের উচ্চ-
মানসে বৈদেশিক ইংরেজগণ যে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, লোকের
শিখ-সম্প্রদায় সে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য ইংরাজদিগের নিকট চি-
কিত,—ধর্ম্মবাক্যের তাহাও বীক্ষণ করিতে।

একদম ভারতের অনিস্বাধিত অধিবাসী। ব্রাহ্মণ এবং কত্রিগণের
প্রাচীন শাসন-প্রণালী অপেক্ষা ইংলণ্ডের রাজসৈন্যিক প্রাধান্ত অধিক-
তর নিয়মাত্মক। প্রাচীন মুসলমান-সাম্রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণে
বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু গুটিন-রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভর হইতে
সম্পূর্ণ নিরাপদ; কৈবশিক শত্রুর আক্রমণে সে রাজ্য বিলম্ব হওয়া
নিষিদ্ধ হুজুর। ইংলণ্ডের সৈন্যদল সুশিক্ষিত, এবং অর্থ-সামর্থ্য-
অত্যন্ত অধিক; সর্বকার্যেই ইংলণ্ডের জন সাধারণের একতা বর্তমান
এক অতি বিচকবত্তার সহিত সকল কল্যাণই স্থিত হইয়া থাকে
সে শাসন প্রণালী প্রাচ্য দেশের বিচক্ষণ ব্যক্তিগণেরও বোধনীয় মনে
ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত শাসন-প্রণালী, প্রাচীন রোমের আদর্শ শাসন-
নীতির সমতুল। কিন্তু এক্ষণে হিন্দুগণ সমগ্র দেশে আপবাদিতার
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; সমুদ্রোপকূল হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত
কুমারাস্থর হিমালয় পর্ব হইতে বীরভবর বামচন্দ্র মিত্রিও শৌর্যবিক
সেক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্যের অধিবাসী জীৱান ভস্ককুল
বি-জাতি বংশের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে; এখনও তাহারা কেই
ভাষায়ই ব্যবহার করিয়া থাকে। কত্রিগণ আতির প্রাধান্ত প্রাপ্ত
হওয়ায়, যথার্থও ও দক্ষিণ ভারতের অসত্য পর্তবাসী এক
নয় প্রদেশের অধিবাসিগণের ভাষা কত্রিগণের ভাষার সহিত মিশ্রিত
হইয়া গিয়াছে; একদম তাহারা এতটা মিশ্রিত ভাষার কথাবার্তা কহির
থাকে। সহজ সহজ লোকের প্রাথমিক আচার-কম্বোয়, কর্তব্যাবস্থা
এবং বর্জভীৱতার ব্রাহ্মণ্যগণের নিগূঢ় সাধনত লক্ষণাঙ্ক এবং পুণ্য
ভক্তের ব্রাহ্মণ্যই কৃত হইয়া থাকে। আর হুই সকল কলম পূর্বে কী-
ল, ব্রাহ্মণ্যগণের এই প্রবেশপূর্ব দর্শন-শাস্ত্রের নীতি এক হুতি-কর্তৃ
বিশোধিত হইয়াছিল। হুজুরানব এবং লেন-শাস্ত্রের নীতিই
আপনন করে। ভারতের অসিয়া প্রদেশও তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিত

ধাকে ; পরিশেষে বিজয়ী জাতিসমূহ শত্রুশাসনের দ্বারা আশ্রিত। বর্ণভূমি
 অরুণ-কোষে হাইরা কেলিস ; তাহাদের প্রভাবে পরাজিত অধিবাসীদিগের
 স্বাধীন এবং তাহা পরিগণিত হইল। বিজয়-বৃক্ষের সংসর্গে তাহারা
 জন্মে পরিগণিত হইতে লাগিল। পরিশেষে বাদসাহ আকবরের রাজত্ব-
 কালে ভারতে ইসলাম ধর্ম, একটা জাতীয় ধর্ম মধ্যে পরিগণিত হইল ;
 বহু এবং সেকেন্দর সাহের (আসেকনাওয়ারের) সময়ে, ব্রাহ্মণ, কবির
 এবং বৈষ্ণব মধ্যে যে ঝড়ো ছিল, বর্তমান সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের
 মধ্যে ততটা তেজ-তেজ নাই ; বক্তব্য : কয়েকটা বিশেষ বিশেষ স্থান
 বর্তীত, অল্প কোল বিবরে তাহাদের সে ঝড়ো পরিগণিত হয় না।
 হিন্দু ও মুসলমান দুইটা ভিন্ন জাতি ; তাহাদের ধর্মও পরস্পর বিভিন্ন।
 কিন্তু সামাজিক জীবনে বা নৈতিক জীবনে তাহারা পরস্পর মিলিত
 হইয়া বসবাস করিয়া থাকে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য
 প্রকরণে যোগদান করে ; পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদা-
 ন করিয়া থাকে ; এবং পরস্পর পরস্পরের কার্য প্রণালী হস্ত-
 ক্রম করিতে সম্মত হয়। এইরূপে তাহাদের পরস্পরের ঝড়ো
 এবং বিশেষত্ব ধীরে ধীরে অল্প নিশ্চিতরূপে তিরোহিত হই-
 তেছে ; সুতরাং এতদূর জাতির ধর্ম-সাধনে, তাহার সমাধি
 স্থলে নুতন উপাধানে তথ্যভাঙে কোন একটা সাধারণ ধর্ম-প্রথা বা
 নীতিগত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। হিন্দু নূর জাতির—মারহাট্টা,
 জর্জা, শিখ প্রভৃতি জাতির—প্রাচীন হেতু প্রাচীন কৃষকত্ব এবং
 নদীর ও নদীর সমূহের ইত্যর প্রেমের মধ্যে আরও অধিক মিলন সংঘটিত
 হইয়াছে। এইরূপে পুরাতন প্রতি সম্মান প্রদানের পক্ষে কতকটা
 সম্ভাব্য হইতে পারে। কোন জাতির কবিত তাহা অপেক্ষা সেই
 জাতির ধর্ম-বিশ্বাস অসিদ্ধি বা জনহারা বসিয়া প্রতীতমান হয়।
 আর্য-মৌর্য ধর্ম-প্রবর্তক বহুধর্ম প্রচাৰিত ধর্ম কিংবা দেব ও পূর্য-

তবে প্রকৃতির কোনটিকেই অনেক হলে বিস্তৃত ভাবে দেখিতে পারিয়া থাক
না; তবে ধর্ম-প্রাণ মোহাগ্রস্ত এবং শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অথবা উচ্চ
ধর্মের ধনী এবং মহৎ ব্যক্তিগণই সেই সেই ধর্মের পবিত্রতা এ পর্যন্ত
রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। যে ক্রমতা-বলে এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী
অসংখ্য ভারতবাসীর উপর ইংলণ্ড আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; ইংলণ্ড
সেই ক্রমতা বলেই এইক্ষেণে ভারতবাসীর শাসন সংস্কার করিতে সমর্থ।
অতীত ইংলণ্ডের প্রেরিত লোকে অপরাধের জাতি তৎপ্রতি দীর্ঘা পর্যন্ত
হইতে পারেন; কিন্তু ইংলণ্ডের মুসলমান সাহসী ইংরেজগণ প্রাচ্য-
দেশে যে গুরুতর কার্যভার ইংলণ্ডের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, সেই
গুরুতর কার্য সম্পাদনে ইংরাজদিগের অক্ষমতার জন্য চিন্তা করিয়া দেখা
কর্তব্য। মানবেন্দ্র রাজল-বিধানার্থ ইংলণ্ড যে মহৎ কার্যভার গ্রহণে প্রবৃত্ত
করিয়াছেন, তৎসম্পাদনার্থ ইংলণ্ড অতি বিচক্ষণতার সহিত কার্য করি-
বেন; সকলের প্রতিই সহানুভূতি প্রদর্শিত হয়, ইংরাজগণের তৎপ্রতি
লক্ষ্য রাখা কর্তব্য; তাহা হইলেই ইংরাজগণ উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য
হইবেন। ইংলণ্ডের রাজস্ব সর্বপ্রথম; সর্বপ্রকার রাজনৈতিক বিষয়-
বিসম্বাদ ইংলণ্ডই যীমাংসা করিয়া দেন। কিন্তু সামাজিক পন্থিবর্তন এবং
মানসিক বিপ্লব সাধারণ ইচ্ছাযিক্রমে, দুইহংস দুটিই সাম্রাজ্যের জীর্ণ
বহিরাবরণ টলারমান হইয়া পড়ে। কি সঙ্ঘাতালোকে, কি অধ্যবর্তিতার
নিরপেক্ষতার, সর্ববিধেরই ইংলণ্ডের অধিনীত মহত্বই প্রকাশ পাইয়া
থাকে। অতীত প্রজাবর্গের নিকট ইংলণ্ড কেবলমাত্র সাহস্য প্রদান
করিতে পারেন; ইংলণ্ড কখনও প্রকৃতিপুঞ্জের অত্যধিক কৃতজ্ঞতা এবং
আনুভূতিক উপর নির্ভর করিতে পারেন না। রাজনৈতিক প্রাধান্য
বজায় রাখিতে হইলে, ইংরাজগণকে বিচক্ষণ এবং সতর্ক হইতে হইবে;
এক চিরস্থায়ী শ্রুতি-চিহ্ন বর্তমান রাখিতে হইলে, সাম্রাজ্যের অক্ষমতায়
কীর্তিহীন বরূপ প্রদর্শন রাজপ্রাসাদ কিংবা উপাসনায় শক্তির নিরীকরণ

পরিবর্তে, ইংলণ্ডকে তদগণ্য গুরুতর কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।
 প্রাচীন গ্রীস এক রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, ইংলণ্ড অধিতীর
 সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট অটালিকা নির্মাণ করিতে পারেন ; নদী, মহাস্রোত
 প্রভৃতির উপর, তাঁহারা একাও একাও সেতু নির্মাণ করিতে সক্ষম ;
 বিজ্ঞানবলে এবং অর্থের ঐশ্বর্য্যালব্ধ বোহিনী-শক্তি সাহায্যে তাঁহারা
 পর্ব্বত তেজ করিতে সমর্থ। সেই সকল প্রাচীন আভির ভ্রায়, ইংরাজগণও
 কৈশিক রাজ্যে, প্রকল-পরাক্রান্ত 'হের্ড দি গ্রেটের' ভ্রায় নরপতি-
 হুল সৃষ্টি করিতে পারেন ; তাঁহাদের শিকা কোশলে রেজিয়ার্স
 জোসেফাসের ভ্রায় খাতনামা ঐতিহাসিক দৃষ্টিগোচর হওয়াও সম্ভবপর।
 কিন্তু ভট্টিকর্ণের আত্মানে যেজিষ্ট বৈরাগ্য তাঁহারা অনুভব হইয়াছিলেন,
 এক সিরাজীয়াস বেয়ন ক্রডিসের নিকট বস্ত্রতা স্বীকার করিয়াছিলেন,
 প্রাচীন রোমের ভ্রায়, ইংলণ্ডের সারা জীবনেও সেজন্য স্মৃতিবে কি না
 সন্দেহহীন। ইংলণ্ড অপর একজন 'সিবেলিন'কে সভ্য জীবনের
 স্মরণিতা শিকা দান করিতে পারেন ; ইংলণ্ডের প্রেরোচনার অপর
 একজন এটেলান, পারমেনাসের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে
 পারেন ;—অর্থাৎ বর্তমান সময়ও ইংলণ্ডের শিকা-গুণে অসংখ্য বীর
 পুরুষ অধিতীর কল্যাণশক্তি সম্পন্ন কবি প্রভৃতি জয়গ্রহণ করিতে
 পারেন,—তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সমুদায় অতি সহজেই নিম্পন্ন হইতে
 পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে যে সকল আতি পণ্ডিত হইবে, তাহাদের মধ্যে
 তাহাতে সেই সকল কবি এবং দার্শনিক অক্ষরকোষি অর্জন করিতে
 পারেন :—একশে ইংলণ্ডের তাহাই করা কর্তব্য ; ৩০ পুরুষ পরেও
 তাহা বর্তমান থাকিতে পারে, সেইজন্য আইন-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করাই
 সুচিত্রকৃত ; রোমের প্রাচীন নীতি এবং গ্রীসের দর্শনশাস্ত্র বেয়ন
 ভট্টিকর্ণের সহায় সাধন করিয়াছিল, সেইজন্য বিজ্ঞান এক নীতি-শাস্ত্রবলে
 ইংলণ্ডের, লোকের বস্তু-বিবাস এবং চিত্রা সৃষ্টির উপর আধিপত্য

বিতার করিতে চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত। যে আন্দোলনের উপর ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত, সেই আন্দোলনের সমর্থক হইতে, অথবা অসহায় হইতে প্রেরিত লাভ করিতে হইলে, এবং সেই সকল বিচারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং আশ-বীজ রোপণ করা, ইংলণ্ডের একমাত্র কর্তব্য।

* বর্তমান সময় পর্যন্ত ইংলণ্ড, ভারতবাসীর মনে কোন স্থায়ী-চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। তবে ইংরাজগণ ভারতে অত্যন্ত-বড়কীর সামরিক পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন। বস্তৃত, বিচক্ষণতার সহিত মানা ব্যবহা-ব্যবসায় সম্পন্ন করিয়া, শাসনকর্ম শক্তি বশিষ্ঠা করিতে হওয়ার পক্ষে জাহাজা কয়েক চেষ্টা করিতেছেন।

তথাপি ইংরাজিগণের প্রতিভা-শক্তি তখনও ভারতবাসীর মনে অধিকার করিতে পারে নাই; কিংবা ভারতবাসীর অন্তর তারার পূর্ণিপুর হয় নাই। শিক্ষিত পণ্ডিতগণ যতদিন সংস্কৃত এবং পারস্য (Arabic) ভাষার জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন ভারতবর্ষ ইউরোপীয় জ্ঞানালোকে উন্মুক্ত হইবে না; সুতরাং অধ্যাপকদের সহিত এই দুইটা ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য। বস্তৃত, সেই ভাষাগুলির সাহায্য হেতুই যে জাহা শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা নহে; পরন্তু শিক্ষা দিবার পক্ষে সেই ভাষাই একমাত্র উপায়বদ্ধ। য য অত্যন্ত ভাষার প্রকাশিত হইলে, “জিহ্বাসন্ধি” বা ভারতীয় দার্শনিক এবং উদ্দেশ্যগণ, পণ্ডিত এবং উচ্চ-শাসন সম্পর্কীয় কর্মপ্রকার বিচারই সম্রতি আশ্রয় করিতে পারেন। এবং জাহাজা যে বিচার শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আবৃতকমত জাহাজ জনসাধারণের বিকৃত কর্ত করিতে সমর্থ হন। বর্তমান সময়ে অসম্পূর্ণ জাহাজ সাহায্যে জাহাজগণ বিচারের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু একটা শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন, অতি দীর্ঘ কাল লাভ হইবে। বস্তৃত, পণ্ডিতগণ

কিন্তু বৃষ্টি-সাম্রাজ্যে শক্তি স্থাপন করিয়া, রাষ্ট্র সরকার সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিতে না পারিলে, ইংলণ্ড কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না। এ পর্যন্ত ইংরাজগণ কেবল প্রাথমিক বিস্তারেই যত্নবান ছিলেন; রাষ্ট্রসরকার অল্প তাঁহারা কোন ব্যবস্থাকেই স্থির করিতে পারেন।

ব্যক্তিগণের প্রতি বিশ্বাস-ভাব বশতঃই এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। একমুখ প্রচারে কখনও সিদ্ধিলাভ হইবে না। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ প্রদানের এবং চূড়ান্ত ও চিত্র প্রভৃতি দ্বারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্বদলভাবে সর্ব-সাধারণের মোচরীভূত করিতে পারিলে, হস্ততা কোনরূপ ফললাভ হইতে পারে। আর্থিক ও প্রাথমিক শিক্ষার অল্প অধিকাংশ স্থল-পাঠ্য পুস্তকের দ্বারা অসম্পূর্ণ ও অবিভক্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য সাধন হইবে না। এই সমুদায় সুকলং ও সুবিস্তৃত ক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বি, সংকৃত্ত অথবা পারস্পরিক ভাষার মুদ্রিত হইলে, শিকিত্ত ভাষাভাষীর পক্ষ অতি সহজেই গর্হ হইত।

টোলেমির জ্যোতিষ-শাস্ত্র এবং ইউক্লিডের জ্যামিতি, সংকৃত্ত ভাষার মুদ্রিত বক্তব্য, উহা ব্রাহ্মণগণের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দিষ্ট হয়। বর্তমান যুগে সাধারণ উন্নতি বিধানের যত্নগ্রহ হইয়াছেন, তাঁহারা বেশ স্ত্রে বিশ্বাস করেনও বিশ্বস্ত না হন। লাতিন ভাষার সাহায্যে, কপার-নিকাস, প্যাগিলিও, বেকন এবং নিউটন প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ পদার্থ বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ সাধারণ বৃত্তান্ত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা বিখ্যাত এক বহুবিস্তৃত রোমান এক গ্রীক ভাষাই স্রেষ্ঠ ভাষা করিয়াছিলেন; প্রাচীন গ্রীক ভাষা এক মূল, গিরিমা, আফ্রিকা এবং এশিয়া মাইনরের অসম্পূর্ণ ভাষা সমূহ তাঁহারা কখনও প্রকাশ করেন নাই। উক্ত পঞ্চমই সেই সব-গ্রীক ভাষার ধর্ম প্রচারিত

নাই। এ পর্যন্ত তাঁহাদের কখনো কেবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেন।
আহালা যোগল এবং মারহাট্টাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং দূর-
বর্তী মিত্রদ্রাককে সাহায্য প্রদান করিয়া, তাঁহার রাজ্যের সম্রিকটস্থ
দোদীভ-প্রতাপশালী শত্রুকে দমন করিয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ড

হইত। তাহাতে ওরিয়েন্ট, আইডেনিয়াস, ট্রিলিয়ন এবং রোমের
ক্রিস্টেনের ধর্মবিবাস আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। এবং আরও আধুনিক
দার্শনিকগণের ধর্ম-বিবাসও তাহাতে বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই-
রূপ ভারতবর্ষেও, সংস্কৃত, আরবী এবং পারসী ভাষার সাহায্যে
সর্ব বিবরই জনসাধারণের গোচরীভূত করা হইতে পারিত, এবং
তৎ-শাস্ত্রের প্রমাণ সমূহ আরও সঠিক হইত।

হানৌর এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা-লাভ হওয়ায়, কলি-
কাতা সহরে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আয়োচনার অনেকটা ফল ফলিয়াছে।
প্রধানতঃ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকদিগের অধ্যয়নায় এবং কার্য-
কুশলতার জগেই ভিন্ন ভিন্ন পরিবার এবং বংশের ও আঁতের ভারতীয়
বালকগণ, বৃত্তমহে ব্যয়চ্ছন্ন কল্পিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। পূর্বে যে সকল
বিবর বর্ণিত হইয়াছে, বক্ষ্যমান প্রসঙ্গে তাহার বিরুদ্ধবাদী বলিয়া
মনে হয় না; তাহাদের সত্যতাঃ প্রমাণের পক্ষে এ সমুদায় বিশেষ
বৃত্তান্ত বরণ। কলিকাতার ইংরাজের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এই-
কিভাবে, জ্ঞান-বুদ্ধিমত্তার এবং রাজনৈতিক উন্নতিতে সেই ইংরাজদিগের
প্রাধিক-প্রাভাব অধুন। অনেকাংশে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের
এই মানসিক প্রাধিক এত সহজে নষ্ট হইয়াছে যে, রানধানী হইতে
৫০ মাইল দূরত্বের দ্ব্যবর্তী সহর সমূহে, তাহা আলো অসুতৃত হয়
না। কানী, দিল্লী, পুনা, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি হায়ের জার অফিসের
স্থান সমূহে সে প্রাধিক-বৃত্তি পুনরুদ্ধার করা সহজ-সাধ্য নহে।

কয়েক উচ্চ চূড়ার আরোহণ করিয়াছেন। অধুনা ইংলণ্ডের নামে
সকলেই ভীত হইয়া থাকে ; কেহই আর বহুত্বাৎ তঁাহাকে আনিয়ন
করিতে ইচ্ছা করেন না। পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া,
অন্তরের রাজত্বস্থল একে গাভা কিংবা বশ অর্জন করিতে অক্ষম
কৃত্রিম নববর্ষান্তের শাসনাধীনে সেই রাজত্বস্থলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং
স্বাভাবিক শত্রুতাদ আশ্রয়পাইই দুরীকৃত হইবে। শাসনকর্তার
প্রকৃত শক্তি পরিত্যক্ত ন। করিয়াই, তাঁহারা রাজত্বের সত্ত্ব
ব্যক্তিভেদে চেষ্টা করিলেন। হর্বাৎকুর অগণিত নক্সত্রমণ্ডল-পরিবৃত
স্থাপকর যেমন হাঙ্গিতে হাঙ্গিতে নৈশ-নগরে উদ্ভিত হইয়া নিঃ
শব্দে বর্ষণে নিম্নগত পূজিত করিয়া তুলে ; ইংলণ্ডও তেমনি
অসীম রাজত্বস্থল পরিচাল্য হইয়া, নৈশ-নগরের চত্বের তার পতি-
শোভমান হইলেন ; ভারতবাসী, ইংলণ্ড এবং ভারতীয় রাজত্বস্থলকে
নক্সত্র পরিবৃত চত্বের সহিত তুলনা করিলে। অসম্পদে, অসীম প্রাণ-
শালী দিবাকরের অগহনীর মধ্যাহ্ন কিরণে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে
পায় না ; ভারতবাসী, ইংলণ্ডকে সূর্যের সহিত কখনও তুলনা করিলে
না। মহুৎ নামেই কথ্য এবং শক্তি লাভের ইচ্ছা করে ; সকলেই
ব্যক্তি-প্রতিপত্তি এবং নৈশবর্ষের অধিকারী হইতে চায়। বাহ্যঃ
পরিমিত ব্যক্তিদিকে হৃদা করিত, তাহাদেরই মনে সেই জ্বলন্ত উদয়
হইত। ইংরাজগণ অসতি-বিলম্বে ভারতীয় রাজত্ববর্গের মনে এই
ধারণা বহুত্ব হইতে আরম্ভ করিল ;—তাঁহাতে অনুচর রাজত্ববর্গ মনে
জ্বলিতে লাগিলেন,—বাধা প্রদানের চেষ্টা করা বুঝা। ইংরাজগণ তাঁহা-
বিরুদ্ধে আর অসত্য বর্কণ বজিয়া হুলা করেন না, কিংবা তাঁহাদের প্রতি
কৃত্রিম নববর্ষান্তের কোমলতা বিধে তবও নাই ; অধিকতর তাঁহারা শাসন-
কর্তৃক ভারতীয় নববর্ষান্তে কতকটা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ
শক্তি ইংলণ্ডের শাসন-প্রাধান্যের প্রধানতম কেন্দ্র বিনে লক্ষ্যবস্তু হই

উন্নতি সাধিত হইয়াছে ; সেই স্বধিক-সম্প্রদায়ের মঙ্গল-বিধান-কল্পেই যেন ব্রিটিশ-সম্প্রদায়ের এককাল রাজ্যের শাসনকণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন । সম্বৎসরাত ব্যক্তিগণ ইংরাজ সম্রাজ্ঞের হান পায় না ; ব্রিটিশ-সম্প্রদায়ের কোন কাৰ্য্যেই তাহারা নিরুক্ত হইতেছেন না । বহিঃ ক্রমকুল সময়ে সময়ে উৎসাহিত হইত ; অভ্যাসগণ তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত ; সৰ্ব্বস্বান্ত হইয়া তাহারা অল্প দুঃখ-স্বাপ্নে নিপতিত হইত ; কখনও কখনও তাহারা আবার শরীরিক বস্ত্রা ভোগ করিত । ব্রিটিশ-সম্প্রদায়ের শাসনে এ সমুদায় বিতীৰিকা দূরীভূত হইল বটে ; কিন্তু, মঙ্গল-বিধায়ক হইলেও, অসুখবানী পীড়াযায়ক আইনের ফলে, এক্ষণে তাহারা সময় সময় বিশেষরূপ উৎসাহিত এবং সৰ্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিল । * তাহারা অত্যধিক করতারে প্রসিদ্ধি

* ভারতীয় পুণীশ-সম্প্রদায় হুচরিত্র এবং প্রকৃষ্টিক । তাহারা প্রতাপীভূত, উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যান্য অসং কার্যের অস্ত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ । ঈশ, ডাকাইত, মলবদ্ধ নরহত্যা এবং দস্যু সম্প্রদায়ের তথ্যসম্বন্ধে অস্ত্র যে সমুদয় কার্য্যালয় এক হারী বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহায় ফলে, অসভ্যবিশেষে দেশমধ্যে পাপমোক্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত । এক দিকে মলবদ্ধ অপরাধী ব্যক্তিগণের অস্ত্র-চার-উৎসাহিত যেন বৃদ্ধি হইত, অন্যদিকে এই সমুদয় ব্যবহার ফলে, পাপাসক্ত ব্যক্তিগণ ভেষমই প্রচুর পাইত । পাপ-কাণ্ড নিবারণে এক পাপী অপরাধীগণের শাস্তি-বিধানে ব্রিটিশ-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণরূপে অক্ষম এবং নিবাহ । নত্যা বটে, মৈনিক বিভাগ সম্প্রদায় শাস্তি-ব্যবস্থা ব্রিটিশ-সম্প্রদায়ের অধিতার এক অসীম কমজাশালী ; কিন্তু দেশমধ্যে দিগের ক্রম-বিস্তৃতি ব্রহ্মা করা সহজে, ব্রিটিশ-সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত কমজাশালী । সহজে প্রকৃতি-পূর ফলে-প্রাণে নিরাপদে বস করিতে

হইয়া পড়িল; কিন্তু সর্বত্র তুল্যভাবে সে কর সংস্থাপিত হইল না।
নব্ব্বমেন্টের আশঙ্কীর রাজত্বের জন্ত অধীর উপরেই প্রধানতঃ সে

পারে, বৃটিশ-নব্ব্বমেন্ট সেরূপ ব্যবস্থা বিধানে সম্পূর্ণ অপরূপ।
ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে ইংলণ্ড এত অদ-
ভিজ্ঞ যে, ইংলণ্ডবাসিন্য অন্যায়সেই অর্থ-লোলুপ বেতন-ভুক
কর্মচারী মন্ত্রণারের উপরই তাঁহারা প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকেন;
তাহারা ইংলণ্ডের ক্রমতা-প্রাধিক্তে ভীত হইয়া থাকে, অথচ তাহারা
ইংলণ্ডের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বা হুণা পরবশ, সেই সমুদায় লোকের
হস্তেই আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধা বিধানের ভার অর্পিত হয়; তাহারা অতি
সবলেই নিঃসন্দেহে বৃটিশ-নব্ব্বমেন্টকে প্রতারণিত করিয়া থাকে।
দেশে সু-বিচার, সু-শাসন এবং সু-শৃঙ্খলা প্রবর্তিত করিতে হইলে,
এখনও দেশের লোক এবং বহুসংখ্যক বেতন-ভুক কর্মচারী নিরুত্ত
করা বৃটিশ-নব্ব্বমেন্টের একান্ত কর্তব্য। মধ্যস্থিত বা মধ্যস্থতাবীর
জোদারদিগের উপর কতকাংশে শাসন-ভার বা জাহাজের ক্রমতা অর্পণ
করা উচিত; এবং অপরূপ সকলের উপর তাহাদের আপদাপন
‘পরিগণা’ বা জেলাসমূহের (Hundreds and shires) ‘জুরি’ বা
‘পরিগণা’ সম্প্রদায় গঠন করার ভার অর্পণ করিতে হইবে। তাহারা
নিজস্ব হাটের শাসন-সংক্রমণের কার্য সম্পন্ন করিবে। এইরূপ সীমার
সীমা থাকিবে, অত্যাধিক দেশের অধিদায়িত্বের ভার ভারতীয় অধিদায়িত্ব
সম্প্রদায়ের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন। (এতৎসম্বন্ধে
কর্তব্যগুলি বর্ণনায় বর্তমান সময়ে সেকন্ট্রাষ্ট কর্ণেল স্টিমলি এইত,
‘ভারতীয় কর্মচারীর পূর্বসূরিত্ব এবং অসমর্থ বৃত্তি’ নামক গ্রন্থের
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা, ৩১০ পৃষ্ঠা এইত) — See Lieutenant Colonel

কর নির্ধারিত হইতে পারিল। * কৃষক-সম্প্রদায় তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল; পরবর্ত্তমতেও প্রতি তাহাদের কোনরূপ সহানুভূতি রহিল

Sleeman's Rambles and Recollections of an Indian Official, ii. 313 &c.)

* ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় সাধারণ রাজস্ব হিসাবে নিম্নলিখিত অনুপাত অনুসারে ভূমির রাজস্ব পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে ;—

বঙ্গদেশ— $\frac{২}{৩}$; বোম্বাই— $\frac{৩}{৪}$; মাদ্রাজ— $\frac{২}{৩}$; আগ্রা— $\frac{১}{২}$ । গড় হিসাব—মোটের উপর $\frac{২}{৩}$ ।

ইউরোপের কতকগুলি রাজ্যে নিম্নলিখিত অনুপাত অনুসারে রাজস্ব নির্দিষ্ট আছে ;—

ইংলণ্ড— $\frac{১}{২}$; ফ্রান্স— $\frac{১}{২}$; স্পেন— $\frac{১}{৩}$ (হয়তো এই গণনার কতকটা ভ্রম থাকিতে পারে) ; বেলজিয়াম— $\frac{১}{৩}$; প্রুশিয়া— $\frac{১}{৩}$; নেপোল— $\frac{১}{৩}$; অস্ট্রিয়া— $\frac{১}{৩}$ ।

যুক্তরাজ্যের (ইউনাইটেড ট্রেটস্) রাজস্বের অধিকাংশই প্রধানতঃ বাণিজ্য-সম্বন্ধ হইতে সংকুলান হইয়া থাকে।

এ স্থলে বিনুদিগের পুরাতন আইন-শাস্তির পুনরুৎসাহ নিম্নরূপে জন। কিংবা মুসলমানদিগের আধুনিক বিধি-ব্যবস্থা পুনরায় আন্দোলন করায়ও কোন আবশ্যক নাই। অশিষ্ট ব্রিগ্‌স্, মন্‌রো, লাইক্‌স্, হালহেইড এবং গালওয়ে প্রভৃতি মহাজনপদ নিজ নিজ অধ্যক্ষ্যায়, পরিচর্য ও পরিচর্যায় বলে, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইতে বঙ্গদেশ প্রভৃতির অধিকাংশ বিষয়ই বীজাঙ্কিত হইয়াছে। ভারতবর্ষী কৃষকসম্প্রদায় পারিভাষিক অর্থে 'স্বাক্ষর' (Tax) প্রয়োগ করে, 'কি' (Tax) প্রয়োগ করিয়া স্বাক্ষর

না। উক্তসময়ক সমুদ্রবার অন্তরে অন্তরে প্রিয়বক্তব্য শোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; ভারতীয় রাজসম্বন্ধে ক্রোধপরকণ হইয়া কড়করে শিখ হইতে

নিষ্টিত লগা হাইভেয়ে যে,—(১) গবর্ণমেন্ট (বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, ভারসীমকার বা প্রতিনিধি) প্রায় অধিকাংশ হলেই, উৎপন্ন শক্তির উদ্ভব অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং (২) যে হানে গবর্ণমেন্টই বালিক অর্থাৎ ধাসমহালে, সুলখন দ্বারা কুল খনন কি অল্প কোন সুবিধা প্রদান করিয়া, গবর্ণমেন্ট আগুন কর্তব্য পালন করেন না; ইংলণ্ডে শক্তাগার এবং পরপ্রাণালী বর্তমান থাকায়, সর্কট সময়ে উক্ত কৃষকসমুদায় বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকে; ভারতে সেজন্য প্রথা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। কতিপয় বদেশ-পরিচালন প্রাচীন জীবদায় বর্তীত ভারতের অনেকই জমীর উৎকর্ষ-সাধনে অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন না। পুনশ্চ, অধিক পরিমাণ অর্থসংগ্রহের আশায়, অসংখ্যক সজ্জিত অধিকেন এবং শরীরা ব্যক্সারী জমীর উৎকর্ষ সাধনে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি অথবা বহিঃ প্রথা একাত্তঃ গবর্ণমেন্টের নিকট, কিংবা রাজস্ব-সংগ্রহকারীর হস্তে কর প্রদান করিয়া থাকে; যে পরিমাণ শক্ত বীজ সংগ্রহ হইতে পারে, মোটামুটি আহার্য সংস্থান হয়, এবং ভূমিকর্ষণের নিমিত্ত সাধারণ সাধারণের যত্নদি সংগ্রহ করিতে পায় যায়, রাজস্ব পরিশোধকৃত প্রত্যেক গ্রহই সেই পরিমাণ উদ্ভব শক্ত প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কোন উপায় বা প্রকার ভাষায় কেহই জমীর উন্নতি নিধানে ব্যয়-ব্যবসা করিতে সমর্থ হয় না।

মুতলক ইংলণ্ডের কর্তব্য,—(১) শক্তির উদ্ভব কর সংস্থান
 (২) জমীর রাজস্ব পরিশোধ প্রায় করা এবং প্রথা প্রদান করি-

মানিলেন ; কেহ কেহ বা রাজপরিবর্তনে উদ্বেগ সাধনের আশায় উৎফুল্ল হইলেন । বস্তুতঃ, তাঁহাদের এইরূপ কামনার অভ্যুত্থানই পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল । একমাত্র বণিক-সম্প্রদায়ই আপনাদিগের ধন-সম্পত্তির

কোয়লা প্রভা বরুণ । বস্তুতঃ, ইংলণ্ডের প্রজাবল পূর্বোক্ত সমুদায় সহ্য প্রাপ্ত হইয়াছে । এইরূপ প্রত্যেক সম্পত্তি কোন নির্দিষ্ট নিয়মে বিতক্ত হওয়া আবশ্যক, এবং তাহার নির্দিষ্ট সীমা নিরূপণ করা কর্তব্য । এইরূপ পদ্ধতিতে অতি সহজেই উদ্বেগ সাধন হইতে পারে । প্রত্যেক ভূম্যধিকারীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি প্রদান করিতে হইবে ; সেই ভূম্যধিকারী আপনার ইচ্ছানুসারে তাহা বিলি করিতে পারিবেন ; কিন্তু তাঁহাকে সে সম্পত্তি বিক্রয়ের কোনই কমতা প্রদান করা হইবে না ; তিনি কেবল উৎপন্ন শক্তির বিক্রীত মূল্যই ব্যয় করিতে পারিবেন ।

ভারতবর্ষের ভূম্যধিকারী বহু বিষয়ে কতকগুলি ভারসমত্ত বৃত্তি-
উর্ক ও মন্তব্য সম্বন্ধে চেষ্টানান্ত কর্বেল সন্ধান কৃত "ভারতীয় কর্ম-
চারীর পূর্বস্মৃতি এবং অসম্বদ্ধ মন্তব্য নামক গ্রন্থের প্রথম ৭৩, ৮০
পৃষ্ঠা প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠা প্রভৃতি উচিত । (See
Lieutenant-Colonel Sleeman's "Rambles and Recol-
lections of an Indian Official" i. 80 &c. ; and ii. 346 &c.)
উক্ত-পুস্তি প্রদেশে বর্তমান সময়ে যে হস্তান্তর বা পরিবর্তন প্রাপ্ত
প্রচলিত আছে, সেই হস্তান্তর বা পরিবর্তন প্রচার রাজস্ব-সংক্রান্ত
বিবরণ সম্বন্ধে বর্তমান লেফটেনেন্ট-গবর্নরের 'সেটলমেন্ট' কর্মচারিগণের
অতি আশ্রয় এক রাজস্ব-প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য উচিত ।
(Lieutenant-Governor's "Directions for Settlement

বিষয় চিন্তা করিয়া অল্পপম সুখ লাভ করিয়া থাকে । * তাহার মনে করে,—যদি পৰ্বশেষে তাহাদিগকে কর্তৃত্বচ্যুত নিবৃত্ত না করেন, অথবা উপাধি-ভূষণ ভূষিত করিয়া সম্মানিত না করেন, তাহা হইলেই তাহাদের অসন্তোষের পথ উন্মুক্ত ; এবং মহানুবে নিকিঁয়ে ধনসম্পত্তি ভোগদণ্ড করিতে সমর্থ ।

* লেফটেন্যান্ট কর্ণেল স্মিথান মনে করেন,—(Rambles of an Indian Official, ii. 175) ইংরাজগণ জনসাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হন নাই । দেশের কৃষক-সম্প্রদায় এবং জমীদারবর্গ ভারতীয় অসভ্য শাসনকর্তার প্রতিও সন্তুষ্ট ছিল না ; এক্ষণে তাহার ইংরাজদিগের প্রতিও সন্তুষ্ট নহে ।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অথবা অস্ত কোন শাসনকর্তার পক্ষ-সামর্থ্যের বিষয় ভাবিতে গেলে, একটা বিষয় সকলেরই অন্তর রাখা উচিত । শিখ সম্প্রদায় এবং কতকাংশে পশ্চিম ভূভাগের রাজপুত ব্যতীত কোন কৃষক সম্প্রদায়, মুসলমান জাতি এবং কতকাংশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অস্ত কোন জাতি, দেশের শাসন-কার্যে যোগদান করিত না ; কিংবা একতা-নুত্তে আবদ্ধ হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে উন্মুক্ত হইত না । নগর ও জনপদ সমূহের আধ্বানিগণের অধিকাংশই স্বদেশী কিংবা বিদেশী শাসনকর্তার অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল । বাহারা ইংলণ্ডের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ, তাহাদের অধিকাংশই করবাতা ; তাহাদের দ্বারা ইংলণ্ডের শক্তি-সামর্থ্য কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই । উৎপন্ন শক্তির যে পরিমাণ অংশ পৰ্বশেষে রাজস্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হন, কোন বিরোধের কারণ অথবা প্রত্যাহারের পর, অস্ত কোন শক্তিকে সেই রাজস্ব তাৎ-

ভারতীয় রাজা, অধিকাংশ কৃষক সম্প্রদায়কে পুষ্কাসুজের অবসান-
সাধে আবদ্ধ রাখিতে হইলে, বিপুল অর্থ-সামর্থ্যের আবশ্যক । বর্তমান
সময়ের সামরিক প্রণালীও উন্নতি বিধান করিতে হইবে । অসংখ্য দুর্গ
এবং গড় নির্মিত করা কর্তব্য ; সময় সময় তথ্য সৈন্যদল অবস্থিতি
করিবে । * ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশ সমষ্টির সংমিশ্রণে স্বতন্ত্ররূপে

হস্ত হইতে যুদ্ধ বলিয়া মনে করে । এই সমুদায় তীক্ষ্ণ প্রকৃতিপুঞ্জের
প্রতি ভাষণের এবং কৃপাপ্রদান হওয়া ইংলণ্ডের একান্ত কর্তব্য ।
কিন্তু কলহ-প্রিয় সৈনিক জাতিকেই প্রধানতঃ কার্যে নিযুক্ত করিতে
হইবে ; তাহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিতে হইবে ; কখনও বা
তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে । এই সমস্ত যোদ্ধা-
জাতি বিরোধ-বলি প্রজ্জ্বলিত করিতে, এবং প্রভুত্বলাভে সর্বদাই
বিস্ময় হইয়া থাকে ।

* বস্তুতঃ, ইংরাজদিগের বল প্রকাশের হান অতি অসংখ্যক ।
সৈন্য স্থাপনের জন্য তাঁহাদের গড়ের সংখ্যা অতি কম । এমন কি,
সামান্য নিরাপত্তা হান,—অস্ত্র-শস্ত্রাগার এবং কুড়াপকরণ আহরণের বা
স্কাখার জন্য সুরক্ষিত স্থান ইংরাজদিগের নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি
হয় না । ভারতে ইংরাজদিগের সামরিক প্রণালী এই একটা প্রকৃত
বৌদ্ধিক দোষ । বিপ্লবকালে কিংবা সামরিক প্রতিক্রিয়া বা যুদ্ধ সময়ে
সাধারণ জ্ঞানে বিভূত শতাব্দীর অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হয় ;
অধিকন্তু যে দেশে কবী ব্যক্তির নিকট পৰ্য্যবেষ্ট কোন সাহায্য প্রাপ্ত
হয় না, কিংবা সেই কবির সঙ্গতঃ সাধারণের সম্মুখ প্রাচ্য করেন
না, এবং সে দেশে অন্যায়টি এবং হৃদয়িক সচরাচর ঘটয়া থাকে, সে

কখনো কখনো বিভিন্ন সৈন্তদল গঠন করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । * এইরূপ কখনো হর্ষ, গড় এবং কখনো কখনো সৈন্তদল গঠনেই ইংলণ্ডের প্রাচ্য কখনো অল্প থাকিবে ; এবং তাঁহাদের আক্রমণে আক্রমণকারী শত্রুশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইবে । সমাজ ও ধর্মে উত্তরোত্তর যে পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে, এবং শিখবর্গই যে পরিবর্তনের মূল আদর্শ, সেই বর্হিসংস্কার এবং সমাজ পরিবর্তন সম্বন্ধে ইংলণ্ডের মর্ম্মদা সত্যক থাকে কর্তব্য,—অভিনিবেশ সহকারে তাহা নিরীক্ষণ করা বিধেয় । সকল প্রকার লোকের মধ্যেই অধুনা এক নূতন তাৎ-প্রবাহ প্রবাহিত । ব্রাহ্মণ কন্নর বা মুসলমান ধর্ম্মের পূর্ব্বজন রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধেই পরিহার

এইরূপ কথা প্রচলিত ; কিন্তু তাঁহাদের প্রভেদ নিয়ম-প্রণালীর কোন বা কোন হেতু বর্তমান রহিয়াছে ।

* শিক্ত সৈন্তদলের বস্ত্র একটা জাতি অথবা কোন একটা শাখা-সম্প্রদায় গঠন করিতে ইংরাজগণ কখনও সমর্থ হইয়া নাই । একবার ব্রাহ্মণ প্রেসিডেন্সিতেই তাঁহারা এ বিষয়ে কতকটা কৃতকাব্য হইয়াছিলেন ;—তথায় সিপাহী সৈন্ত আপনাপন বস মধ্যেই কালযাপন করিত । একদিকে তখন সৈন্তদলের মধ্যে প্রথম ‘কোম্পানী’ গঠনের পটভি প্রবর্তিত হইল, এবং অন্যদিকে বেবন বৈদেশিক শক্তির অভাব হইতে লাগিল, তখন সিপাহীদিগের বস্ত্র সাধারণ শক্তি-সামর্থ্য ছিল, এক্ষণে ভারতীয় সিপাহীগণের আর সেরূপ শক্তি-সামর্থ্য নাই ।—তখন সিপাহীদিগের মনে বেবন বুদ্ধ-লালসা বড়ই আগিয়া উঠিত, অধুনা ভারতের সে সামর্থ্যিক তেজ-শক্তি অস্তিত্ব হইয়াছে । এবং সমস্ত প্রাচ্য লোক যুগেই কার্য্য নির্দেশ করা বাইতে পারে ;—প্রথমতঃ, এক্ষণে দেশের মর্ম্মদা শক্তি নিরীক্ষণের দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে প্রাচ্যের ইতিহাস

কল্পিত চৌকিত : সকলেই ভবিষ্যতের লুপ্ত এক বর্ষবাসের শান্তির
আশায় নূতন ধর্মমতের প্রতীক্য করিতেছে ; কোম এক বর্ষীয় শক্তির
কল্পনা লাগতের জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়া আছে । দুইটা পরস্পর

সম্মতহারেই সম্বন্ধ । কোম কোন স্থলে বা পূর্ত ব্রাহ্মণদিগকে সৈন্তসম-
ভূক্ত করার প্রথা বর্জন্য রহিয়াছে ; কারণ ব্রাহ্মণসম্মত সঙ্কেই
অসীমতা স্বীকার করে ; তাহার বিধান এবং বিচক্ষণ । তৃতীয়তঃ,
একবিংশত এবং একইরূপ শাসন-প্রণালী দেশের সর্বত্রই প্রচলিত ;
এক সেইরূপ শাসন-প্রথা অল্প রূপেই সর্বত্র চোঁটা হইয়া থাকে ।
ভারতবাসী সকলেই কোনও না কোনও দেশের পক্ষপাতী । অব্যবহিত
অধিনায়কর প্রতি তাহারা বাহ্যতে অনুবক্ত হন, তৎপক্ষে ভারতবাসীকে
উৎসাহিত করা কর্তব্য । ইংরাজ-সেনায়ক বেরণ গবর্ণমেন্টের প্রতি
অনুবক্ত, ভারতবাসীকেও ডেমন্সই গবর্ণমেন্টের প্রতি অনুবক্ত রাখিতে
হইবে । তাহারা কোনও জাতি বা বংশের প্রধান ব্যক্তির প্রতি অনুবক্ত,
অথবা তাহারা ভারতীয়দের কিংবা বেতনভোগী দলপতিদিগের প্রতি
আসক্ত, তাহারা কখনও রাজস্বীতির পুত্রে উদ্বেগে, বিজয় বিধান করে
পক্ষান্তরে হয় না ; সেই সৈন্তবলের ইংরাজ-পরিচালকগণের উপর
সম্বন্ধ কর্তব্য রক্ত দ্বারা উচিত : ভিন্ন ভিন্ন যোদ্ধাভিত্তিকে হইয়া, কখন
যত্ন আছে যেমনল প্রতি হইবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-
বিসম্বাদ সত্যকরা । তাহাতে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিতে পারে ।
সে ক্ষেত্রে তাহাদের অন্তরে উক্ত সাময়িক আদর্শ বিস্তার করিতে
হইবে । ইংরেজ যদি নিম্নোক্তের যোদ্ধাভিত্তির সহিত মিলিতে না পারে,
অথবা প্রতিকারকরণে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধীয় করার চেষ্টা করে
হইবে, তবে ইংরেজের মধ্যে যে চিন্তা-শক্তি প্রবাহিত, তাহা

বিরুদ্ধ সম্ভাবনায় নীতিগত মতো সেই নৃতন ভাব প্রবাহ এক্ষণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। শিখদিগের বাহুবল প্রভাবে নানক এবং গুরু গোবিন্দের ধর্ম সর্বত্র সম্মানিত হইবে; তাহাতে মানুষের চিত্ত-আকর্ষিত বৃত্ত-ত্যাগ পরিচুপ্ত হইবে,—ভারতের সর্বত্রই সেই ভাব পল্লিকূট। কিন্তু এক্ষণে শিখগণ পার্শ্বিক নতুন কর্তব্য হস্তে সংহত হইল; নৃতন আত্মিক অভ্যাসে সর্বত্র নৃতন ভাবে পরিচুপ্ত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে জন সাধারণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোপ পাইতে লাগিল। কিছুকাল পর্য্যন্ত এই বিশৃঙ্খলা প্রোত বর্ধিত রহিল। নৃতন নৃতন উচ্চাঙ্গে মনে নৃতন নৃতন চিন্তা স্থান লাভ করিল। তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, হস্ততা কোম সময়ে কোম অজ্ঞাতনামা অবতার অবগ্রহণ করিবে, নৃতন ধর্মনীতি প্রচার করিবেন; তাহাতে জেন্দা-হেদ এবং সিবিলাইজম নিকট এর অডল-ডলে বিশ্বাস-সাগরে বেদ এবং কোরাণ প্রবর্তিত ধর্মকে নিক্ষেপ করিবে। কিন্তু তাহাতে জ্ঞান এবং নীতির একটা আলোক-রেখা সম্ভবতঃ ঘিলোন হইবে না; যে বিশ্বাস বলে হুট-ধর্মাবলম্বী শাসন-কর্তৃগণের সম্ভাব্য সমলকৃত, সেই জ্ঞান নীতিই তাহার প্রবর্তক। আশা করি, ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী নিশ্চয় হইবে না। যে কারণে ভারতে অনন্য প্রকার প্রাণে ব্যাখ্যার সকার হয়, তাহার নিগূঢ় তথ্য অনুসন্ধান করিবে, সেই ব্যথা শিখগণের উপাধি উদ্ভাবন করিলে, ইংলণ্ডের বশোপগোহে নবীন জ্যোতি উদ্ভাসিত হইবে;—ইংলণ্ড বংশপরম্পরার নিকট কৃতজ্ঞতা লাভ করিবে। তাহাতে দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হয়, তদ্রূপ বিধি-বিধানের প্রবর্তনার ক্ষেত্রে উৎসাহ-অশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিলে, নৃতন উদ্ভী-পনায় নৃতন পথ পরিচালিত হইয়া, অসামান্য নিম্নোক্তে সভ্য-তার প্রবাহ প্রবর্তিত করিবে; এবং ভারতের ও উন্নতির সত্য

উপসংহাস :

প্রথম পরিচ্ছেদ :

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ :

১৮৪৭—৪৮ ।

[পূর্বস্বতি;—মুলহাজের দেওয়ানী পদ পরিচালনে সফল;—সমতাবের কারণ;—রেসিডেন্ট লয়েলের প্রতিজ্ঞা;—ইংরেজের বিবাল-বাতকতা;—ব্রিটিশ সৈন্য সাহায্যে খাঁ বিন্হের দেওয়ানী পদ লাভের চেষ্টা;—আহত ব্রিটিশ কর্মচারিগণ;—ইদগার ব্রিটিশ-পক্ষের অবস্থান;—মুলহাজকে আত্মসমর্পণের আবেদন;—মুলহাজের অস্বীকৃতি ও দলপুটে;—শিবসেবের ব্রিটিশ-পক্ষ পরিচয়;—বিভীকায় ব্রিটিশ-পক্ষের আতঙ্ককার চেষ্টা;—উচ্চতম জনসাধারণ কর্তৃক ইদগা আক্রমণ;—ইংরেজ কর্মচারিগণের হত্যা ও লী মিহের বন্দন;—দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সূচনা;—কার কটিল কি পরিণাম !]

দিনমণি সাক্ষ্যগুণে ঢলিয়া পড়িলেন; সন্ধ্যার আধার ঘোরে ঘোরে সংসার গ্রাম করিবার অস্ত অগ্রসর হইল। পঞ্জাবের গৌরব স্বর্ঘ্য স্বপ্নিৎ সিংহ লোকান্তরে গমন করিলেন; পঞ্জাব ঘোরে ঘোরে অসীমতার আধারে আচ্ছন্ন হইল। প্রথম শিখযুদ্ধের অবসানে, সোভাগ্যে শিখ-সৈন্তের পরাজয়ে, এবং ১৮৪৬ খ্রষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারীর সন্ধিসন্ধি, সেই আধার বনীকৃত হইয়া আসিল। যে বড়ব্রহ্মের প্রভাবে কলকাতার শান্তি-সম্মিল-প্রাচীরে হিন্দু-গৌরব নিমজ্জিত হইয়াছে; যে বড়ব্রহ্মে শিখ-সৈন্যের কল-বিবালন অনসরণে ইংরেজের অসীমতা-পাশে আচ্ছন্ন হই-

রায়ে; সেই বড়বড়ই শিখ-সাম্রাজ্যকে ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া ফেলিল। শিখ-
 কুল-কলঙ্ক লাগি নিংহ ও ডেজ নিংহ ইংরেজের সহিত বড়বড় করিয়াই
 জয়যুদ্ধের দাসত্ব-পৃথলি আবদ্ধ করিল। সেই গৃহ-বিভীষণরূপের
 চক্রান্তেই, যুদ্ধ, বিক্রমসহর, আলিগড়গাল, সোত্রাওন প্রভৃতির সংগ্রামে
 শিখসম পর্দাভিত্ত হইল। সেই বড়বড়ের কলেই গোলাপ নিংহ প্রমুখ
 শিখ-সর্দারেরা ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট সন্নিপে অবনত মস্তকে সন্নিহ প্রভাব
 করিলেন। একদিন বর্ণজিৎ নিংহের প্রথম প্রাণ লম্বুখে মস্তক
 অবনত করিয়া, গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো, সহকারী মেইকাককে
 পাঠাইরা, পত্রাবের সহিত সখ্যতা-হাশ্মনে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন;
 আর আজ সেই পত্রাব, চক্রোচক্রান্তে পড়িয়া বৃটিশের ঘারে সন্নি-
 প্রার্থী হইয়া তাহার পদানত হইল। কালের কি বিচিত্র গতি! সোত্রা-
 ওনের বুদ্ধের পর, সন্নিমর্ডে কলোবড হইল,—নলীপ নিংহ নামে আর
 পত্রাবের পালনকর্তা রহিলেন; তাঁহার অমলী সখী নিখাম বা চন্দ্রাবতী
 অভিজাতিকা নিযুক্ত হইলেন; ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট সার হেনরি লয়েন্সের
 পদাধী অমুসারে রাজকাব্য নির্মাণিত হইবে। এই সন্নি কলে, 'অলস
 যোরাব' (শত্ৰু এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ সমূহ) ইংরেজসম
 অধিকার করিয়া বসিলেন; ইংরেজের বুদ্ধের কলতার, বেড় কোটা টাকা,
 পত্রাবে বহন করিতে হইল; লাহোরে এককল বৃটিশ-সৈন্য অবস্থিত
 করিয়া শিখ-উত্তরিত গতিরোধ করিল। একটা মন্ত্রিসভার (Regent
 Council) পরামর্শ অমুসারে, পত্রাবের রাজ-কাব্য নির্মাণ হইতে
 লাগিল। ব্রিটিশ-প্রেসিডেন্ট তাহার কর্তৃত্ব অধিকার করিয়া রহিলেন।
 শিখ-সৈন্যসম, ইংরেজের অসীমতা বোকার করিয়া, ইংরেজের দিকট
 হা-কোশল শিকার নিযুক্ত হইল। বাহারা বিদ্রোহ মত প্রকাশ করিতে
 লাগিল, তাহাদিককে পত্রাব হইতে হানাতরিত করা হইল। এইরূপে
 প্রায়শঃই ইংরেজের পালনকর্তাই পত্রাবের পালনকর্তা করিতে

সামিল। ইংরেজের আশ্রয়ে লজিত পালিত ও বর্জিত হইয়া ব্যাঘাত হইলে, নীচ মিথ পক্ষের অবদানতা কিরিয়া পাইবেন,—এই মাত্র প্রস্তাব গ্রহিল। কলকাতা, এবং নিধ-বুদ্ধের পর পক্ষাব লাবে মাত্র অবদান রাখা বলিয়া পরিচিত হইলেও, উহার অন্তর্গত সব সম্বন্ধকরণে বিধবৃত্ত হইয়া গেল।

অতঃপর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে প্রবর্ত-অন্যতঃ লর্ড হার্ডিগ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিলেন; লর্ড ডালহৌসি ভারতের শাসনকারী প্রান্ত হইলেন। পক্ষাবে সে সময়ে কোমই আশাতির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। প্রবল কাশ্মীরের পূর্বে প্রকৃতি বেরূপ প্রশান্তভাবে বার্ষিক করে, তখন পক্ষাবে কেন সেই প্রশান্তভাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু রাজ্যলোলুপ ডালহৌসির পদার্পণে, পক্ষাবের সাক্ষা-গগনে সহসা একধণ্ডা গাঢ় মেঘের সঞ্চার হইল। মোহাম্মদ মল্লের পুত্র মুলরাজ, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মুলতানের বেওয়ান-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পিতার দ্বারা মুলরাজ উচ্চাভিলাষী ও অবদানচেতা ছিলেন। তাঁহাকে বেওয়ান-পদে অভিষিক্ত করিবার সময় লাহোরের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট এক লক্ষ টাকা ‘সজ্জানা’ চাহিলেন। সে সময় লাহোরে দারুণ বিপুলতা উপস্থিত। মুলরাজ মুলরাজ ‘সজ্জানা’ পরিশোধ করিলেন না; অধিকন্তু ভাষ্য রাখিব প্রেরণেও পরাধীন হইলেন। এইবার তাঁহার প্রতি লাহোরের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি পড়িল; তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য তৎকালিক প্রধান মন্ত্রী লাল সিংহ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মুলরাজও তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয় পক্ষে যৌর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সেই সংঘর্ষে লাহোরের সৈন্যবলের পরাজয় হয়। অবশেষে ইংরেজগণ সেই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায়, মুলরাজের সহিত এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় হইল। মুলরাজ কতকগুলি সম্পত্তি পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হইলেন; বাকী রাজস্ব প্রদান স্বীকার করিলেন। প্রতিনি

মুলরাজ যে পরিমাণ রাজ্য অধিকার করিয়া, যে পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করিতে, নতুন ব্যবহার জাহার বহু ব্যত্যয় সংঘটিত হইল : রাজ্যের পরিমাণ কমিয়া গেল ; কিন্তু রাজস্বের হার বৃদ্ধি পাইল । ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে শতাংশের সময় হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত শেণেক্ত বন্দোবস্ত প্রবল রহিল ; ঐ সময় পর্য্যন্ত মুলরাজ নতুন দ্বারে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য হইলেন । এইরূপ কর্ত্তার সর্ভে বাধ্য হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিন্তু মুলরাজের দারুণ অসুখোচ্চনা উপস্থিত হইল । অতঃপর ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে লাহোরে উপস্থিত হইয়া, মুলরাজ মুলতান-প্রদেশের দেওয়ানী-পদ পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন । তখন মার হেনরী লরেন্সের পরিবর্তে, তাঁহার ভ্রাতা মিঃ জন লরেন্স লাহোরে রেসিডেন্ট পদে প্রতিষ্ঠিত । তিনি মুল-রাজকে পদত্যাগ করিতে নিবেদন করিলেন,—পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিতে কহিলেন । কিন্তু মুলরাজ তাহা শুনিলেন না ; তিনি স্বাধীনতা লাহোর শরবারে পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিলেন । রেসিডেন্ট লরেন্স সে পদ-ত্যাগ-পত্র স্বগ্রহ সন্দেহে বাধ্য হিলেন ; মুলরাজের কয়েকটা সর্ভে কোন ক্রমেই স্বাক্ষর হওয়া দায় না বলিয়া, তিনি আপত্তি তুলিলেন । এই-রূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল । অতঃপর পুনরায় মুলরাজ রেসিডেন্টের নিকট আর এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করিলেন ; এবং তিনি যে কি জল্প দেওয়ানী পদ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, পত্রে তাহার সুইচী প্রদান কারণ উল্লেখ করিলেন । সে কারণ সুইচী এই—প্রথমতঃ, পঞ্চাশে নতুন বাণিজ্য তত্ত্ব স্থাপিত হওয়ার, তাঁহার রাজস্ব আদায়ে সমুহ বিঘ্ন ঘটয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, সংপ্রতি প্রজাবর্গ লাহোর-শরবারের নিকট পুনর্বিচার-প্রার্থনার কব লাত করিয়াছে ; জাহার কলে, তাঁহার কন্যার বিবাহ করিয়া দিয়াছে ; রাজস্ব সংগ্রহে তিনি আর কখনও প্রতি কোনরূপ শ্রম করিতে পারিতেছেন না । প্রথমতঃ প্রেরিত

কারণেই মূলরাজ পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত। বেহেতু, পূর্বে তাঁহার আরের পথ বিস্তৃত ছিল; কিন্তু এক্ষণে পুনর্নির্ধারণের ক্রমভা-বেতু সে পথ সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে ক্ষেত্রে, মূলরাজ প্রবেশের কোনও অভিযোগে দরবার যদি আর কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে মূলরাজ পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত আছেন। বাহা হউক, তাঁহার এ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। সুতরাং তিনি পদত্যাগ-পত্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। পরন্তু এই সময়ে রেসিডেন্টের নিকটে তিনি দুইটি প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন;—প্রথমতঃ, তাঁহাকে একটি ‘জার্নাল’ বেওয়ার বিষয় স্বীকার করা হউক; দ্বিতীয়তঃ, উদ্বিগ্নে কোনও শেষ সীমাবদ্ধতা না হওয়া পর্যন্ত, তাঁহার পদত্যাগ-পত্রের বিষয় গোপন রাখা হউক। ‘জার্নাল’ বেওয়ার সম্বন্ধে রেসিডেন্ট অবশ্য পাকাপাকি কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না; পরন্তু, ঐ প্রার্থনার বিষয় বিশেষরূপ বিবেচনা করা হইবে, এইমাত্র আশাস দিলেন। তবে মূলরাজের পদত্যাগ-পত্রের বিষয় যে গোপন রাখা হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলেন। ঐ পদত্যাগ-পত্রের বিষয় রেসিডেন্টের অধীনস্থ রাজনৈতিক বিভাগের কর্মচারিগণ এবং ব্রিটিশ-সবরমেন্টে মাত্র জানিতে পারিবে, তাহাও দরবারকে ঐ বিষয় কলচ জানান হইবে না,—তখন ইহাই স্থির হইয়া গেল।

১৮৪৮ খ্রষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখে ডেপুটি কমিউনাল লাহোরের রেসিডেন্ট পদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আগমনের পূর্বে বিঃ নঃ এক পুনরায় মূলরাজকে এক পত্র লিখিলেন; মূলরাজ এখনও যদি পদত্যাগ করিতে কুন্তিত হন, তিনি অন্যায়সে আপন পদত্যাগ-পত্র বিস্মারিত লইতে পারেন,—সবরমেন্টের পত্রের ইহাই মর্ম্ম। কিন্তু মূলরাজের বাস্তবিক দৃঢ়তা তখনও অক্ষুণ্ণ রাখিল; তিনি পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে বাকী হইলেন না। অতঃপর নতুন রেসিডেন্ট তারিখে ডেপুটি কমিউনাল লাহোরের মূলরাজের পদত্যাগ-পত্রের বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ

করিলেন; তিনি দরবারের সহিত ঐ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে চাহিলেন।
 মিঃ ব্রেক্স কিন্তু তথ্যের ঘোর আপত্তি উপস্থাপন করিলেন; দরবারের
 নিকট ঐ পত্র পোপন রাখা হইবে বলিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া-
 ছিলেন, তাহা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ফ্রেডারিক সে আপত্তি ভুলিলেন
 না। দুঃখের পুনঃপুনঃ পদত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন
 বলিয়া, তাহার পদত্যাগ-পত্র দ্বারা ফ্রেডারিক দরবারে উপস্থিত করিলেন।
 দরবারে সে পদত্যাগ-পত্র যজ্ঞ হইল। তখন খাঁ সিংহ মুলতানের নতুন
 মেওয়ারন নির্বাচিত হইলেন। মুলতান-বাজার তাহার সাহায্যের জন্য
 দুইজন ব্রিটিশ-কর্মচারী তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সেই সঙ্গে
 কতকগুলি সৈন্য-সামন্তও তাহাকে প্রহরিরূপে প্রেরিত হইল। দুই জন
 ব্রিটিশ কর্মচারীর একজন,—নিভিল সার্ভিসের গি, পি, এ, ড্যানস্
 এগুনট, অপরজন,—প্রথম বোম্বে ফুসিলার্স সৈন্তদলের লেফটেন্যান্ট
 ডব্লিউ এ এগারসন। লেফটেন্যান্ট এগুনট একদল স্ত্রী সৈন্য
 পাঠান করিতে লাগিলেন; সেই সৈন্তদলে ছয় শত পদাতিক, পাঁচ
 ছয় শত অশ্বারোহী এবং একদল পোলন্দা সৈন্য অন্তর্ভুক্ত হইল।
 তৎকালে মুলতানে যে সমস্ত সৈন্য অধিষ্ঠিত করিতেছিল, তাহাদিগকে
 লাহোরে আনয়ন করিয়া তৎপরিবর্তে দেখানে নতুন সৈন্তদল প্রতিষ্ঠা
 করাই এই সৈন্তদল-প্রেরণের গূঢ় উদ্দেশ্য। সৈন্তদল স্থলপথে অগ্রসর
 হইতে লাগিল; এগারসন এবং এগুনট অঙ্গপথে যাত্রা করিলেন।
 সেই এপ্রিল তারিখে মুলতানের সমীপবর্তী 'ইদনা' নামক একটা প্রশস্ত
 অটোমিকার সৈন্তদলের সহিত তাহাদের সন্নিহন হইল। ইদনা অটোমিকা
 ফুসিলার্সদের বিরুদ্ধে; মুলতান দুর্গের উত্তরাংশ হইতে গোলা বর্ষণ
 করিলে অগারসে সে গোলা অটোমিকার পৌছিতে পারে; মুলতানের
 একই নিকটে ঐ অটোমিকা অবস্থিত ছিল। নতুন মেওয়ারন ও ইংরেজ-
 সৈন্য সমস্তা সেই অটোমিকার সম্মুখ এবং কজার, ফুরার, বড়ই বিধিত

হইলেন। ইংরেজ রেজিডেন্ট জেদার পক্ষতান-পত্র দেখেন রাখিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; অবশ্য সৈন্য নতুন দেওয়ান মুলতান দখল করিতে আসিলেন,—ইংরেজের এই বিবাসভাতকরণ তিনি যথেষ্ট মর্মে আহত হইলেন। দাওয়া হুউ-ক, ত্রি দিন (১৮ই এপ্রিল) দুই বার ইদগায় আসিয়া তিনি নতুন দেওয়ান ও ইংরেজ কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইংরেজ আবেদন প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্য রাখা তাঁহা চলিল। অতঃপর সে প্রাসে আর কোনই ফলসত্ত্বের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, মুলরাজ অস্ত্রে অস্ত্রে কাটা কাটা করিয়া দিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় কি? অগত্যা নতুন দেওয়ানের হস্তে মুলতান-দুর্গ সমর্পণ করাই স্থির হইল।

পরদিন ১৯এ এপ্রিল প্রত্যুষে সর্দার খান সিংহ ওয়াটসন-কর্মচারি-বর মুলরাজের দিকট হইতে মুলতান দুর্গের অধিকার গ্রহণ করিলেন। দুর্গের সমস্ত চাবি তাঁহাদের হস্তগত হইল। দুই দল প্রাণ-সম্ভূত দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল। নতুন শাসনদল দুর্গের প্রহরা-কার্যে নিযুক্ত হইল। সহসা অব্যবধি পরিবর্তন সাধিত হওয়ায়, মুলতান-দুর্গের সৈনিকপুরুষদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাইল; তাহারা দারুণ অগমানিত হইল বলিয়া মনে করিতে লাগিল। অতঃপর, ইংরেজ-কর্মচারিগণ, বাহুচাক্ষুর বিকাশে, মুলতানের সৈন্তগণকে নতুন আশায় আশান্বিত করিয়া, প্রত্যাগমনের জন্ত প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সে অগ-মানের সময়, বুঝা সূক্ষ্ম-আখ্যানে সৈন্তগণের উত্তেজনা নিবারণিত হইবে কেন? মুলরাজের সৈন্তগণ অনেকেরই কেপিয়া দাঁড়াইল। কটক পান হইয়া মিঃ এগনিউ খালের সাঁকোর উপর দিয়া ছোড়া ঢালাইয়াছেন;—অননি মুলরাজের একজন সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। প্রথমেই বর্মের আঘাতে তাঁহাকে ছোড়া হইতে কেগিয়া দিল, পরকণ্ঠেই তরবারি দ্বারা তাঁহাকে ক্ষুরতরঙ্গেরে আহত করিল। আর দুই একটা

আবার প্রাপ্ত হইলে, তখনই এগনিউএর প্রাণব্যয় বহির্গত হইত ; ইত্যবসরে এগনিউএর শরীররক্ষকগণ অগ্রেসর হইল। তাহাদের কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ার, মুশংস সৈনিক-পুরুষ খালের মধ্যে পড়িয়া গেল, নিদারুণ আহত হইয়া এগনিউ প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলেন,—মুলরাজ এ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনই হস্তক্ষেপ করেন নাই ; বরং এই হত্যাকাণ্ডের সময় জনসমূহের মধ্য দিয়া বেগে বেড়া চালাইয়া, তিনি দুর্গের বাহিরে আপন “আম খাস” প্রাসাদে পলায়ন করিয়াছিলেন। শাহা হত্যক এ ক্ষেত্রে কেবল যে এগনিউ আহত হইলেন, তাহা নহে। লেফ্টেন্যান্ট এডওয়ার্ডসন এ সময় অস্ত্র পৰা দিয়া পলায়ন করিতে ছিলেন। মুলরাজের কয়েকজন শরীর-রক্ষক, তাঁহাকেও আক্রমণ করিয়া ক্ষতবিক্ষত রূপে আহত করিল ; তিনি মৃত্যু-অট্টেভক্তভাবে পরিহৃত পড়িয়া হইলেন। অট্টেভক্ত অবস্থায়, কতকগুলি স্থানীয়-সৈন্য শিবিরায় করিয়া তাহাকে ইলপাদ লইয়া আসে। এই সময় হুঁ। সিং এবং মুল-রাজের সম্বন্ধী রং রাম কর্তৃক এগনিউও ইদুরায় সংবাহিত হন। প্রধানতঃ রং রামের চেষ্টায় একটা হাতীর উপর করিয়া এগনিউকে ইদুরায় আন. হইয়াছিল ; এবং তাহার কতকজনসমূহে তখনকার মত বেমন-ডেমন করিয়া ব্যাংগুজ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এগনিউ অপেক্ষাকৃত সবল ছিলেন ; কিন্তু এখারসান আর উঠিতে পারেন নাই ; বলা বাহুল্য, এই বিপর্যয়ের সময় ব্রিটিশ-পক্ষের সৈন্যগণ দুর্গাসিকার জ্ঞান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

আগত অবস্থাতেই এগনিউ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া লাহোরের রেসিডেন্টের নিকটে এক পত্র লিখিলেন, এবং জের-প্রদেশে রাজসংগ্রহের ও শান্তি-স্থাপনের জন্য লেফ্টেন্যান্ট এডওয়ার্ডসনের অধীনে যে একজন সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন।

অধিকন্তু তিনি মুলরাজকেও এক পত্র লিখিলেন। মুলরাজ যদি আপন নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাহা হইলে অপরাধীদিগকে ধরিয়া গাইরা বন্দী ইদগার আনিয়া উপস্থিত হউন,—সেই পক্ষে তাঁহার এতি সৈন্যরূপ আশ্রয় জাতি হইল। মুলরাজ তি ভাবিলেন, তাহা বলা যায় না, হুজুতে তিনি গিটিন-প্রতিনিধির প্রস্তাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না; হুজুতে তিনি মনে করিলেন, যাহারা একবার তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহারা আবারও যে বিশ্বাস-ঘাতকতা না করিতে পারিবে, তাহারই না কারণ কি? বাহা হউক, এগুনিউর প্রস্তাবে মুলরাজ অস্বীকৃত হইলেন। প্রতিনিধি দ্বয়ের আপনার অকমতায় বিষয় চলেইয়া তিনি বলিয়া পড়াইলেন,—‘মুলতানের হিন্দু ও মুসলমান সমস্ত নৈরুদ্দল একপে যিহোয়া হইয়াছে, ব্রিটিশ কন্ট্রিগণ আপনারদের নিরূপেক্ষ পক্ষ আপনারা অবশ্য করুন।’ হুজুতে মুলরাজ এই উত্তর প্রদান করিলেন, সে সময়ে মুলতানের প্রধান প্রধান হিন্দু, মুসলমান এবং শিখ সামন্তগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত; সকলেই য যাদের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া মুলরাজের পক্ষবলম্বনে স্বীকৃত হইতেছে :—এই সব কথা দেখিয়া এই সম্বন্ধে চাইনা, দুই ব্রিটিশ-শিখেরে প্রত্যাগমন করিল। তখন মুলরাজ ও ব্রিটিশ-পক্ষের মধ্যে যে কি বিষয় ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

মুলরাজের পূর্ব অভিনয় বাহাই থাকুক, এক্ষণে তিনি একান্ত যিহোয়া বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইতিমধ্যে ১৯এ এপ্রিল সন্ধ্যার সময় ব্রিটিশ-সৈন্তের ভারবহনকারী গজপাল লুণ্ঠিত হইল। তখন আর তাঁহাদের পলায়নের পথ রহিল না; অগত্যা ‘ইদগা’ অট্টালিকায় ব্রিটিশ-সৈন্তগণ বধ্যভূমির আশ্রয়ভার গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহাদের সমস্ত সৈন্ত এক কুতূপন প্রাচীরের পতীর মধ্যে আবদ্ধ করিল।

এক লাগেরে হইতে যে ছয়টা কামান আনা হইয়াছিল, প্রাচীরপাশে সেই কামান-প্রেরী সজ্জিত হইল। সেই অবস্থায় অতি নৈরাতনের মধ্যে ব্রিটিশ-পক্ষ কামাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, আর তিন চারি দিন কাল যদি তাঁহারা এইভাবে অস্ত্র-ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের সাহায্যার্থ সৈন্তসমূহ আসিয়া পড়িবে; তাহা হইলে, আর কোনই আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাদের সকল তরসাই লোপ পাইল। দুর্গের কামান-সকল ইদগার দিকে অঘিবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু ইদগার ছয়টা কামানের একটির অধিক কামানে তোপ দানিবার সুবিধা হইল না। অধিকন্তু, ইংরেজের সহরে লাহোরের গোলন্দাজগণ তোপ দানিতে অসীকৃত হইল; তাহারা দলে দলে পদত্যাগ করিতে লাগিল। শেষ এমন হইল, নী। সিংহ এবং অট দশটি সৈন্ত ও ব্রিটিশ-কর্মচারিগণের কয়েকটা ক্ষুণ্ণ ব্যতীত আর কেহই তাঁহাদের সাহায্য করিবার গ্রহিল না। তখন, বিপক্ষপক্ষে বাবা দেওয়ার সকল আশা-ভরসা লোপ পাইল দেখিয়া, ব্রিটিশ-কর্মচারীর মুলরাজের নিকট এক পত্র পাঠাইলেন, মুলরাজ তাঁহানিদের প্রতি আত্মসমর্পণকারী বন্দীর দ্বারা ব্যবহার করেন,—পত্রে ইহাই জানান হইল। মুলরাজ তাহাতে বলিয়া পাঠাইলেন,—ব্রিটিশ-কর্মচারিগণ দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করুন; তাঁহাদের প্রতি কেহই কোনরূপ অত্যাচার করিবে না। অর্থাৎ, প্রকৃতভাবে তিনি জানাইলেন, সৈন্তগণ তখন এতদূর উদ্বৃত্ত ও উচ্ছ্বস্ত যে, তাহানিকে ধামাইয়া রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; সে অবস্থায়, ব্রিটিশ-কর্মচারিগণের পক্ষ মুলতান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাই প্রেরণ। মুলরাজ বাহা আশঙ্কা করিলেন, কাষ্ঠতঃ ও তাহাই সংঘটিত হইল। উদ্বৃত্ত জনসাধারণ এবং সৈনিক পুরুষগণ বিকট হুজুর করিয়া ইদগা আক্রমণ করিল। সেই আক্রমণে নী। সিংহ

বলী এবং হুই জন ইংরেজ-কর্মচারী নৃশংসভাবে নিহত হইলেন । কোনও কোনও ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন,—ইদরা আক্রমণ-ব্যাপারে মুলরাজের বোগাবোণ ছিল, এবং এই ব্যাপারের নেতৃত্বকে তিনি পুরস্কৃত করিয়াছিলেন । এ অভিযোগ সম্পর্কে মুলরাজের যদি কোনও বক্তব্য থাকে, এখন আর তাহা বলিবেই বা কে, এখন আর তাহা ভাবিবেই বা কে ? তবে এই হত্যাকাণ্ডের অল্প ত্রিটিশ-পবরমেন্টই যে একারাত্তরে দারী, তাহা নিসকোচে বলা যাইতে পারে । প্রথম শিখ-যুদ্ধের অবসানের পর, মহিসভাঁহুসারে শিখ-রাজ্যে শান্তি-সংরক্ষণের ভার তাঁহারাই তো আপনি হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন ! সে ক্ষেত্রে, পুনরায় শান্তিভঙ্গ হইলে, তাঁহারাই কি উদ্ধৃত দারী নহেন ? মুশৃঙ্খলার কার্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া যদি কেহ তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম হয়, তত্ক্ষণ কি কখনও অস্ত্র দারী হইরা থাকে ? অতএব, ইংরেজ রাজপুরুষদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মুলরাজ বা তাঁহার অধীনস্থ শিখ-সৈন্যগণ বড়ই কেন দারী হউক না, সে দায়িত্ব ইংরেজের স্বকোপে বড় অঙ্গ আনিতেছে না । কিন্তু ইংরেজ প্রবল-প্রভাপশালী ; ইংরেজের প্রতি বোঝারোপ করিবে, কাহার সাধ্য ? শিখগণের মন্দভাগ্য ; তাহাদের পৌরুষের ভাটে ভাঙ্গন ঘরিয়াছে ; হুতরাং ইংরেজের দুর্জয় দোষ,— তাহাদের বিরাসবাদকতার ঐতিহ্য-বহুশে,—যে দুর্বটনা সংঘটিত হইল ; তাহার একমাত্র ফলভাগী হইতে চলিল কিনা,—শিখ সম্রাট্য । মুলরাজে এই ইংরেজ কর্মচারিদের হত্যার কলমেই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের সূচনা হইল ; পঞ্জাবের স্বাধীনতা-স্বর্ঘ্য ভিন্নভাবে অভ্যুত্থান শারিত হইলেন । কাহার দোষে, কাহার ত্রুটিতে, পঞ্জাবের ভাগ্যে কি কল ঘলিল, সাধন করিয়া কে আর বলিতে পারিবে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় শিখদলের সুরক্ষা ।

[রেসিডেন্টের নিকট মূলতান হুজিয়ার সন্বাদ :—সংকটক সৈন্য-প্রেরণের ব্যবস্থা ;—শিখসৈন্যের প্রতি অবস্থান ;—প্রধান সেনাপতির নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা ;—যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার অনতিমিত্ত ;—বন্দীর জেনারেলের নানান্তি-জ্ঞাপন ;—সেকেন্দার-এডওয়ার্ডসনের অভিধান ;—সেও অধিকার ;—সৈন্য-মূলরাজ কর্তৃক বাধা প্রদানের সন্বাদে এডওয়ার্ডসনের বিরুদ্ধে হুজিয়ার প্রেরণ ;—কটলাওয়ে সৈন্যদলের সাহিত্য তাঁহার সন্নিধান ;—সেকেন্দার-এডওয়ার্ডসনের কৃতকার্যতা ;—সেরা গাড়ি পা আক্রমণ ;—সাতওয়ালপুরের সৈন্য কর্তৃক অভিব্রক্ত সৈন্য-সাহায্য ;—উভয় পক্ষের সৈন্যবল ;—কিনারীর দূর ;—সাতওয়ালপুরের সেনাপতির অকর্মণ্যতা ;—একদম বিদ্রোহীর পরাজয় ;—হুজিয়ার দ্বারা সুরক্ষা ।]

ইদুয়ার হুজিয়ার দুই দিন পরে সেই হুজিয়ার সাহায্যে ব্রিটিশ-রেসিডেন্টের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন,—বিদ্রোহী শিখদিগের উচ্ছৃঙ্খলার ঐক্য ঘটিয়াছে ; এই বিদ্রোহে মূলরাজ যে কোন-রূপ লিপ্ত আছেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল না। হুজিয়ার বিদ্রোহিগণের স্বাক্ষরের জন্য তিনি নানা দিক হইতে মূলতানে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সাত বল পদাতিক, দুই বল হারী অথারোহী এবং তিন বল খোলসাজ সৈন্য ও বহু খোলাগুলি প্রেরণ হইল ; অভিব্রক্ত ১২ শত অথারোহী সৈন্যে এক নূতন বল সংগঠন করিবার এই অভিধানে পাঠাইতে প্রস্তুত করিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা-ব্যবস্থান্তর পর, ২৩এ এপ্রিল রেসিডেন্ট মূলতানের বিদ্রোহের আত্মশূলিক বৃদ্ধান্ত অবগত হইলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন,—মূলতান-বিদ্রোহ নবন জন্ম যে শিখসৈন্য পাঠান

হইতেছে, বিরোধের ক্ষুব্ধ পরিমাণে তাহা পর্যাপ্ত নহে। সংস্কার
অন্যতঃ অপেক্ষাও তাহাদের নতুনার বিধে তাহার বেশ সন্মত উপস্থিত
হইল। এই সমস্ত সমস্যার সম্বন্ধে, রেসিডেন্টে ব্রিটিশপক্ষের
হানাত্তরযোগ্য কামানসমূহ লাহোর হইতে মূলতানে পাঠাইবেন মনস্থ
করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেশীয় নৈজটনের বিশ্বাসঘাতকতা
এবং ব্রিটিশ-কর্মচারিদের হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা উপলব্ধি করিয়া,
তিনি সে সকল পরিত্যাগ করিলেন। তখন ঠাঁহার মনে হইল,—
‘লাহোর হইতে ব্রিটিশ-সৈন্য স্থানান্তরিত করিলে, লাহোরেও বিশস্ত্র
সম্ভাবনা আছে; লাহোর দরবারের অধীনস্থ শিখ-সৈন্যপদও যে সেরূপ
বিশ্বাসঘাতকতা না করিতে পারে তাহাই বা কে বলিল? সে অবস্থায়,
মূলতান অগ্রসরের ক্ষত ব্রিটিশ-সৈন্য প্রেরিত হইলে, সাহায্যকে মিত্র
বলিয়া মনে করিতে হইত তাহারাই হয় তে শত্রু-সৈন্যের সহিত যোগদান
করিয়া বিষম অসুখ ঘটাইতে পারে।’ এইরূপ সন্দেহের পর, তিনি পত্র
লিখিলেন,—“এক্ষণে লাহোর হইতে ব্রিটিশ-সৈন্যকে মূলতানে পাঠা-
ইয়া দিলে, শিখ-সরকারের হারিৎ-সম্বন্ধে কি বল করিব, বলিতে
পারি না; সুতরাং এই অভিযানে আমি কোন প্রকারে ব্রিটিশ সৈন্য-
কে মূলতানে পাঠাইতে পারিলাম না।” রেসিডেন্টের এই স্পষ্ট
উত্তর পাইয়াও ব্রিটিশপক্ষভূক্ত শিখ-শাসনকর্তৃপক্ষ কিছু নিরস্ত হইতে
পাটিলেন না। তাহারাই জানাইলেন যে,—ব্রিটিশ সৈন্যের সহায়তা
ব্যতীত মূলরাজকে দমন করা তাহাদের সাধ্যাতীত; তাহারাই ব্রিটিশ-
কর্মচারিদের মূলতানে হত্যা করিয়াছিল, তাহাদেরকেও বণ-
বিধানের আশা ক্ষুব্ধপরাহত। শিখ-সরকারের একমুখি উত্তরে
অন্যতঃ রেসিডেন্টকে একটু বিচলিত হইতে হইল; তিনি সে সকল
পরিত্যাগ করিয়া, আত্মকালিক প্রধান সেনাপতি লর্ড গাবকে বিসদা-
শেলে এক পত্র লিখিলেন। পত্রে লিখিত হইল,—“রাজসৈন্যিক পদ্ধতি—

কেনে বিচার করিতে গেল, এবং বৃটিশ-ভারতের হিত কামনা করিলে, মূলতানের দিকে সৈন্ত-প্রেরণ আবশ্যিক। সে হিসাবে, লাহোর দরবারের অধীনস্থ সৈন্তগণের সাহায্য না লইয়া, মূলতান দুর্গ জয় এবং নগর অধিকার করাই প্রেরণ। সেখানে শত্রুপক্ষের সহায়তার বাহারা বাধা প্রদান করিবে, তাহাদিগকে দমন করিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় সৈন্ত বৃদ্ধি প্রবৃত্ত হওয়ার কর্তব্যাকর্তব্য বিধে, সাময়িক নীতি অনুসারে আপনিই বিচার করিবেন।” রেসিডেন্ট, মূলতানে বৃদ্ধ বাধা সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতি লর্ড গাফ অগ্রমত প্রকাশ করিলেন। তিনি উত্তর দিলেন,—“যদিও মূলতানের বিক্রমক যুদ্ধবাত্তায় বৎসরের প্রথম সময়ে জয়লাভের নিশ্চয়তা নাই, তথাপি জয়লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াও মনে করি না। এই যুদ্ধ যদি অধিক কাল স্থায়ী হয়,—আমাদিগের অভ্যন্তরীণ-লোভে যদি বিলম্ব ঘটে,—তাহা হইলে, আমাদের বহুসংখ্যক সৈন্তের প্রাণনাশ সম্ভাবনা। তাহাতে বহু নৈতিক কতিবও সম্ভাবনা; তবিয়েতে আমরা যে সকল যুদ্ধব্যাপারের প্রবৃত্ত হইব মনস্থ করিয়াছি, আমি আশঙ্কা করি, ইহাতে তৎপক্ষে বিপরীত ফল কল্পিতে পারে।” সেনাপতির এই মতের সহিত পদবর্ণর জেনারেলেরও মতানৈক্য ঘটিল না। সুতরাং প্রস্তাবিত যুদ্ধ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিল।

সিদ্ধ নগরের পূর্ব ভীয়ে ডেরা কতে বা নামক স্থানে লেফটেন্যান্ট এডওয়ার্ডস্ অবস্থিত করিতেছিলেন। ২২ এপ্রিল সন্ধ্যার সময় বিঃ এমলিউএর প্রেরিত সাহায্য-প্রার্থনা-পত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সে পত্র পাইয়া, তিনি আর দ্বিধা থাকিতে পারিলেন না। ডেরা-কতে বা হইতে মূলতান ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত; মধ্যে লেও নদী পার হইতে হয়। এডওয়ার্ডস্ সফর মূলতান অভিযুখে সৈন্ত-পরিচালনার অধ্যবসায় করিলেন। ১২ মাস পদাতিক, ৩৫০ জন অবরোধী, দুইটা গুলি-কামান এবং ২৫টা “আবুদুদ” বা ছুত কামান সেই অভিনয়ে বৃহৎ

বাহ্যে করিল। জেনারেল জ্যান কটল্যান্ট বারু নামক স্থানে শিখ-
 দস্যবদের অধীনে সেনাপতিপদ নিযুক্ত হইলেন। সেখানে লেকটেন-
 ন্যান্ট টেলারের নিকট একজন পদাতিক-সৈন্য এবং ৪টা কামান পাঠাইবার
 জন্ত পত্র লেখা হইল। ২৪শে এপ্রিল তারিখে লেকটেন্যান্ট এডওয়ার্ডস
 সসৈন্তে নদী উত্তীর্ণ হইয়া 'লেও' অভিযুগে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার
 আগমনের সংবাদে, মুলরাজের অধীনস্থ শাসনকর্তা, 'লেও' পরিচার্য
 করিয়া চলিয়া গেলেন; বিনা বাধা-বিপত্তিতে এডওয়ার্ডস সেই স্থান অধি-
 কার করিয়া বসিলেন। অতঃপর এডওয়ার্ডস তথায় সেনানিবাস স্থাপনে
 কৃতসম্মত হইলেন। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্ত চেষ্টাশীল নদী পার
 হইয়া মুলরাজ সসৈন্তে অগ্রসর হইতেছেন,—এই সময় সেই সংবাদ
 আসিয়া উপস্থিত হইল। সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মুলরাজের প্রতিরোধে
 এডওয়ার্ডস উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একটা প্রয়ো-
 জনীয় বিজ্ঞাপন-পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। যে সকল শিখ-
 সৈন্য দল পরিত্যাপ করিয়া বিদ্রোহ হইয়া দাড়াইয়াছে, এড-
 ওয়ার্ডসের অধীনস্থ শিখ-সৈন্যগণ তাহাদের আশ্রয় অনুসরণ করিয়া
 তাহাদের সহিত যোগদান করে,—ইহাই সেই বিজ্ঞাপনের মর্ম। এই
 বিজ্ঞাপন-পত্র প্রাপ্ত হইয়া, এবং তাঁহার নিকট সেই বিজ্ঞাপন-পত্র
 উপস্থিত হইবার পূর্বে সম্ভবতঃ প্রত্যেক শিখ-সৈন্য তাহা দেখিয়াছে
 মনে করিয়া, শিখ-সৈন্যগণের প্রতি লেকটেন্যান্ট এডওয়ার্ডসের বিশ্বাস
 অকুণ্ঠিত হইল। তখন আর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নহে মনে
 করিয়া সসৈন্তে সেনাপতি কটল্যান্টের আগমন-প্রতীক্ষায় তিনি
 বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তিনি আরও এক কোশল-
 জাল বিস্তার করিলেন; শিখদিগের সহিত বাহাদুরের আর্মী সহায়ত
 নাই, বাড়িয়া বাড়িয়া সেই প্রেমীর কড়কগুলি আফগানকে তিনি আশ্রয়
 সৈন্যসঙ্গে ছুড় করিয়া লইলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল,—

সত্য সত্যই পাঁচ সহস্র সৈন্য এবং আটটি বৃহৎ কামান সহ চলেভাঙ্গা নৌ পায় হইয়া মুলতান আগসর হইতেছেন; ১লা মে তারিখে লেণ্ড নামক স্থানে তাঁহার পৌছিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আপনার অধীনস্থ দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্যের প্রতি সপ্তাহ-প্রযুক্ত লেফটেন্যান্ট এড-ওয়ার্ডস বিংশ সৈন্যের অন্তর্ধান না হওয়াই মুক্তিযুদ্ধ বলিয়া মনে করিলেন। অতঃপর কিছু মন পুনরাবৃত্তিম করিয়া, তিনি ভিরাঙ্গ দুর্গে আসিয়া প্রহরে প্রত্যক্ষদৃশ্য হইলেন। এই স্থানে ৪২ মে তারিখে সুবদন পীর পরিচালিত কতকগুলি মুলতান পলাতক সৈন্য এবং বৃহৎ কামান সহইয়া যখনয়েল কটলাও আসিয়া তাঁহার অধিত্ত যোগদান করিলেন।

২০শে মে তারিখ পর্যন্ত যে সকল রুটিন-সৈন্য সমবেত হইল, তন্মধ্যে চারি সহস্র সৈন্যকে বিস্ময়া বলিয়া বুক দেন; এবং ৮ শত শিশুসৈন্য অধিনায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই সময়ে নগরী বৃহৎ কামান এবং ২১টী “লাব্রুক” নামক ক্ষুদ্র কামান দুটি-পক্ষে আধিরা হুটিয়াছিল। কিন্তু তখনও বিংশ দলের সৈন্য-সংখ্যা দুটি-সৈন্যের অপেক্ষা অনেক অধিক; তৎপরে আগসর হওয়া সম্বন্ধে এডওয়ার্ডস ইতস্ততঃ করিতে পারিলেন। এই সময়ে ভাওয়ালপুরের নবাব মহসাব্যাক সৈন্য-সহ ইংরাজ সৈন্যের সহায়তা করিতে আসিলেন; পত্রক নদী পায় হইয়া মুলতান আক্রমণ করিলেন, তাঁহার এই সংকল্প হইল। সেই সংবাদে লেফটেন্যান্ট এডওয়ার্ডসের আর আশঙ্কের অধি রাহিল না। ২০শে মে তারিখে তিনি লাহোরে রেসিডেন্টকে পত্র লিখিলেন,—“এখন আমি মুলতান অধরেখে প্রস্তুত হইয়াছি; আপনার সম্মতি পাইলে এবং ভাওয়াল ব্যাংক আমার সাহায্য করিবার ক্ষমত আদেশ দিলে, প্রায়েই অবশিষ্ট সমস্ত এবং বর্ধমান পক্ষ, বিজোহী মুলতানকে আমি আশ্রয় দানিতে পারিব। এই উদ্দেশ্যে এক্ষণে ডেরাগাছি বা প্রাক্রমণ করাই

বী নামক একব্যক্তি ডেরাখাজি বা এবং তৎসম্বন্ধে প্রবেশের শাসনসমূহ
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহার সহিত যত্নে বী নামক একজন কথ্যতা-
শালী সর্দারের যনো আশিষ্ট ছিল। এইবার দ্রুত-পদে যত্নে বীর
সমুদায়-গ্রন্থে কৌশল-বান বিভাগ করিলেন, “কর্তাকে নৈব কর্তব্য”--
এই নীতি-নীতির প্রভাবেই ভারতের প্রাচীন-সমাজে জীবন-প্রতিষ্ঠা; ডেরাখাজি
বী আক্রমণের কীটরা নৈব নীতি অবলম্বন করিলেন। যত্নে বীকে
হস্তগত করায়, তাহার পুত্র কোথায় গিয়াছে বী কর্তৃক-প্রাপ্ত সৈন্যসংলগ্ন
খবরিত হইল; এবং ২০ শে মে তারিখে যত্নসমূহকে সৈন্য লইয়া,
গোলাম হাফিজের নিকটেই পুত্র সমস্তে সিন্ধু-সৈন্যের পাশেই নিঃশ্রুতি
করিল। যত্নসমূহ ডেরাখাজি-বীর হোত যুদ্ধ-সামর্থ্য হইল; এবং রুটিন
পাক্ষের কিছুমাত্র সাহায্য গ্রহণ না করিয়া গোলাম হাফিজের একাই
আপনার সৈন্যবল দ্বারা সে যুদ্ধ-ফল-ইতে লাভিল। ৩ শে মে যাজিবেদের
এবং পরদিন প্রাতঃকাল পলায়নের পূর্ব-চরিত্র। হাফিজ মুসলমানের
সকলো চেষ্টা বী এবং তাহার সমস্ত সৈন্য-সমূহ ১০ ডেরাখাজি-সৈন্য-প্রতিষ্ঠা হইল
লেন। এই যুদ্ধেই পুত্র-সমূহ বী, এবং তাহার সৈন্য-সমূহ হন। অব-
শেষে, আর কোন সাহা-একান না করিয়া, গোলাম হাফিজের হস্তে ডেরা-
খাজি বী সমস্ত-পুত্র বী-শিখ-সৈন্য-সমূহ মুক্তি-প্রাপ্ত হইল। গোলাম
হাফিজের সৈন্য-অধিকার করিয়া বলিলে, পরাজিত শিখ-সৈন্য-সমূহ সর্বা-
হইয়া চলিয়া গাইনার অতুষ্টি প্রাপ্ত হয়।

ডেরাখাজি বীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর, মৃত্যু-প্রাপ্ত সৈন্যসংলগ্ন সিন্ধু-সৈন্যের
পূর্ব-ভৌর “কোরিসি” নামক গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিল; তাহার আর
অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। এই সময়ে তাৎকালিক বীর
সৈন্যসংলগ্ন শত্রু-পার হইয়া হস্ত-বান আক্রমণের জন্ত অগ্রসর হইতে
লাগিল। মুসলমান হইতে মুজাবাব পাঠিল আইল পাঠিলে অবশেষে
তাৎকালিক বীর সৈন্যসংলগ্ন মুজাবাবের নিকটে অগ্রসর হইল, মুসলমানের

সৈন্যদল তাহারদিকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। মুলরাজ আদেশ প্রচার করিলেন,—গুটিশ-সৈন্য আসিয়া ভাওয়াল নদীতে সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই যেন ভাওয়াল নদী সৈন্যদলের গতিরোধ করা হয়।

একাত্তরে একশে দিন বন সৈন্য তিন দিকে সমবেত হইল। মুলরাজের সৈন্য, মুলরাজের সম্বন্ধী রত্ন রামের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল; সেই দলে ৮ সহস্র হইতে ১০ সহস্র অশারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং ১০টী কামান সংযুক্ত হইল। ভাওয়ালপুরের সৈন্যদলে ৮ সহস্র অশারোহী ও পদাতিক, ১১টী গুহং কামান, এবং ৩০টী ‘জাম্বুদক’ বা ক্ষুদ্র কামান ছিল; এই দল চন্দ্রভাগা নদীর পূর্বে তীরে ফতে মহম্মদ খাঁ বোরার অনিন্দ্যকণ্ঠে পরিচালিত হইতে লাগিল। সেনাপতি এডওয়ার্ডসের সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। তাহার এক ভাগ জেনারেল কটলাণ্ডের অধীনে, এবং অপর ভাগ এডওয়ার্ডসের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। প্রথমোক্ত দলে ১৫ শত সূক্ষ্ম বিপ্লব পদাতিক শিখ-গোলন্দাজ ও দশটী কামান, এবং শেষোক্ত দলে ৫ সহস্র অশারোহী ও পদাতিক-সৈন্য এবং ৩০টী ‘জাম্বুদক’ কামান ছিল। এডওয়ার্ডসের এবং কটলাণ্ডের পরিচালিত সৈন্যদল চন্দ্রভাগা নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ফলতঃ, তিন দলে বিভক্ত আর দ্বিগুণ সৈন্য মুলরাজের সৈন্যদলকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। মুলরাজের সেনাপতি রত্ন রাম হুম্মাবানের ডিন মাইল দক্ষিণে হুম্মভানের পথে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ফতে মহম্মদের সৈন্যদল, ১৫ মাইল দক্ষিণে গোরেন নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল, এবং ইংরাজ সেনাপতিজয়ের পরিচালিত সৈন্যদল নীপড় হইতে আর ১২ মাইল দক্ষিণে গালিবানওয়ারার পার-বাটের নিকট শিবির স্থাপন করিল। তিনটী সৈন্যদলে যেন একটী ত্রিভুজ গঠিত হইল। তাহার এক কোণে মুলরাজের সৈন্যদল, এক কোণে ভাওয়ালপুরের

(দাউদ খানবের) সৈন্তদল এবং যাবত কোণে ইংরাজ সেনাপতিবরের
পরিচালিত সৈন্তদল অধঃস্থিত করিতে লাগিল। সেই বন্দোবস্তে
ভাওয়ালপুরের সৈন্তদল যেন মারাত্মক অধঃস্থিত হইল; মুলরাজের
এবং রুটিশ-পক্ষের সৈন্তদল তাহার ন্যায় পরে বিদ্যমান রহিল। ভাওয়াল-
পুরের পক্ষের থাকিয়া রুটিশ-সৈন্তদল তৎকালে আরওকার পথ
বন্ধি করে করিয়া রাখিল। যদি বন্দোবস্তই হয়, তবে তা শত্রু পরে পরে!

এই সময়ে ক্ষিপ্তকারিতার সঞ্চার হইল যখন বাদ ভাওয়ালপুরের
সৈন্তদলকে আক্রমণ করিতে পারিতেন, নাহ, হইলে, এই ক্ষেত্রেই
তাহার তৎকালের মাপের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহার সৈন্ত সংখ্যা
ভাওয়ালপুরের সৈন্ত সংখ্যার সমান ছিলনা, কিন্তু তাহার সৈন্তদল সুশিক্ষিত
এবং ধনৈশ্বর্য; হতরং এ ক্ষেত্রে হুদ উপস্থিত হইলে, তাহার
বিজয়-লাভ-পক্ষে সমস্তের ক্ষেত্রেই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু
সক্কা পরিত্যক্ত হুদ সঞ্চিত রাখিয়া, তিনি এই ক্ষেত্রে যোগ্য পরিচালনা
করিলেন। তিনি যেন করিয়াছিলেন,—‘কিনারার’ নিকট রুটিশ-সৈন্ত
নদী পার হইবে; সুতরাং আপন শিবির হইতে ৮ মাইল দূরে ‘হুকারি’
গ্রামাতিথে সৈন্তপরিচালনা করিয়া, রুটিশ সৈন্তপদের নদী পারের
বাগা দিতে অগ্রসর হইলেন। আরও পরাগ্রস্ত হইয়া রুটিশ-
সৈন্তদলকে বিকল করিয়া পরিশেষে নিঃসহায় অবস্থার ভাওয়াল-
পুরের সৈন্তদলকে পরাজিত করিবেন, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য হইল।
কিন্তু তাহার এই উদ্দেশ্য সুনিতে কাহারও থাকী রহিল না;
উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, ভাওয়ালপুরের সৈন্তদল তাড়াতাড়ি কিনারার
অতিমুখে অগ্রসর হইল। সেখানে ফৌজদার খাঁর অবদানে, রুটিশ-
পক্ষের তিন হাজার পাঠান-সৈন্ত নদী পার হইয়া তাহাদের ধলে
বোম্বাদন করিল। যে পথে বহু রাধের সৈন্তদল অগ্রসর হইবার
সম্ভাবনা ছিল, ভাওয়ালপুরের এবং ফৌজদার খাঁর সমবেত সৈন্তদল

সেই পথ আটকাইয়া রাখিল। এই সময়ে ১৮ই জুন প্রভুকে আরও কড়কড়ালি সৈন্য লইয়া, লেফটেন্যান্ট এডওয়ার্ডস চতুস্তাশা নদী পার হইলেন। জেনারেল কটলাওও আশিষ্ট সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া পশ্চাৎসুসরণ করিবেন—স্থির রাখিল। নদী পার হইয়াই এডওয়ার্ডস ঘন ঘন কায়ান পর্বতন স্তনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন,—যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধস্থান অতি প্রভুমেই বুকতি হইতে ত্রুত-পড়িতে পার-বাটী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, বিপক্ষগণ বর্জ্ব পূর্বেই পার-বাটী অধিকৃত হইয়াছে। তখন অবিলম্বে প্রত্যাপত্ত হইয়া, তিনি মুনায়ের পাহাড়ে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন, এবং সেই পাহাড়ের উপর হইতে গোলা চালাইতে লাগিলেন। সেই গোলাবর্ষণে, ডাওয়ার্লপুয়ের সৈন্যদল বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিল; তাহারা হতাশান হইয়া পলায়নের পথ অবৈধ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সৈন্য লেফটেন্যান্ট এডওয়ার্ডস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পুনঃপুনঃ ডাওয়ার্লপুয়ের সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের সাধ্য কি যে, তাহার মূলতানের সৈন্তের প্রতিরোধ করিবে? ছয় ঘণ্টা কাল, যে রক্তের যুদ্ধ চলিল। মনে হইল,—বুকি বা বিজয়লক্ষ্মী আবার আসিয়া শিখ-শৌণ্ডের অকশ্যাদিনী হইলেন। কখনকালের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিবাত-নিঃশব্দ ভাব ধারণ করিল। “খালসা” সৈন্য বুকিল,—বিপক্ষগণ পরাজিত হইয়াছে, আর তাহাদের ভয়ের কারণ কিছুই নাই। বহুদিনের পর, আবার গুরু নামের অরুণনিতে শিখ-শিবির বিকস্পিত হইল।

শিখ-শিবিরে এবস্থিৎ আনন্দের সময়ে, ব্রিটিশ-পক্ষের আর ছয়টি নূতন কায়ান আসিয়া সহসা সমরক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত করিল। দুই ঘণ্টা পৰ্য্যন্তিক সৈন্যও নূতন আসিয়া ব্রিটিশ-পক্ষ যোগ দিল। এই অত্যাশ্চর্য পরিবর্তনে, শিখগণ চমকিয়া উঠিল। সে ক্ষেত্রেও তাহারা

শত্রুসৈন্যের গতিবোধের চেষ্টা করিল বটে; কিন্তু আর তাহার কৃতকার্য হইতে পারিল না। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, শিখগণ পশ্চাৎ-পদ হইতে বাধ্য হইল। তখন বৃটিশ-পক্ষের নতুন সৈন্য মোৎসাহে দাখমান হইয়া, শিখসৈন্যের বিভিন্ন অধিকার করিয়া বসিল। শিখদিগের বহু যুদ্ধোপকরণ, আটটা কানান, এবং গোমাবাক্স বৃটিশ-পক্ষের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ ৩০০ সৈন্য হত ও আহত হইরাছিল; এবং ৫০০ শত শিখ-সৈন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। অতঃপর শিখগণ পশ্চিমদেখা আর কোথাও বৃটিশ-পক্ষকে বাধা দিবার চেষ্টা না করিয়া, মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হইল। মুলতানে শিখ-ইংরেজে ঘোর যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল।

এইরূপে কিনারীর যুদ্ধে বৃটিশ-পক্ষের পরাজয় হইলে, সুজা-বাহের 'কেলাশার' (দুর্গাধিপতি) অতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, ইংরেজের বশগতা পৌকর করিল। অস্ত্রাস্ত্র আবার অনেক তাঁহার পক্ষ অগ্রসরণে কৃতকর্তব্য হইল। সংসারের বিজিত পতি। বলাই যে পক্ষের তরফত হয়, সকলেই তখন সেই পক্ষ অবলম্বন করে। সুতরাং কিনারীর যুদ্ধে ইংরেজের জরলাভের পর, বহু লোক যে ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিলে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! এইবার অধিকতর উৎসাহিত হইয়া, লেকটনার্ট এডওয়ার্ডস পুনরায় ২২শে জুন লাহোরের রেসি-ডেন্টকে এক পত্র লিখিলেন। অগ্নিদগ্ধ মুলতান আক্রমণে আর ইতস্ততঃ করা কর্তব্য নহে, - ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। সঙ্গে সঙ্গে করে-কী কানান, এবং দুর্গপ্রাঙ্গণের উপযোগী সরঞ্জামাদিও চাহিয়া পাঠাই-লেন। যেজন নৌপন্নর লাহোর হইতে আসিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ যোগদান করেন, তাহাও এডওয়ার্ডসের প্রার্থনা ছিল। এডওয়ার্ডস কদে করিয়াছিলেন,—আর কোথাও বাধা পাইবেন না; একবারেই সুলতান দুর্গ আক্রমণ করিবেন।

কিছু দীর্ঘই উহার সে বিবাস ব্যর্থ হইল; এবার মুল্লাজ
 বর, তাহাতে প্রতিবাদী হইলেন; হুগ আক্রান্ত হইবার পূর্বে
 তিনি পুনরায় এক বৃক্ষের অন্ত আশ্রয়ন করিলেন। সাহুশার
 শাসক প্রাসের নিকটে ১লা জুলাই বোর বৃক্ষ আশ্রয় হইল।
 মুল্লাজ বর, সৈন্ত পরিচালনার প্রবৃত্ত হইলেন; প্রায় ষাটশ সহস্র
 সৈন্ত উহার পদাশ্রয়ন করিয়া হুতা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল।
 অন্যান্য ঠাকুর সহস্র মুশিক্ষিত মুসলমান-সৈন্ত এই সময়ে ইংরাজ
 পক্ষে যোগদান করিল। কামান এবং বুদ্ধাপকরণের প্রাচুর্যে
 ইংরেজপক্ষের প্রেতস্থ নজিত হইল। ব্রিটিশ-পক্ষে ২২টী কামান,
 এক শিখদিগের ১০টী কামান; তথানি অনেক জন বৃদ্ধ চলিল।
 অবশেষে এ যুদ্ধে অধিক লোককরের সম্ভাবনা বসে করিয়া, মুল্লাজ
 প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; উহার সৈন্তবল সকলেই মুলতানের হুগাতিস্থে
 প্রবেশ হইল। সাহুশার যুদ্ধে বর লাভ করিয়া, অধিকতর উদ্যমের
 সহিত ইংরেজ মুলতান আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

মুলতান অধিকার ।

১৮৪৮—১৮৪৯ ।

[মুলতানের বিবরণ ;—মুলতান স্বাক্ষরপত্র আন্দোলন
গোষ্ঠা-প্রকার ;—শের শিরের ওক বৈপ্লবীয় ও উত্তরের প্রতাপবান ;—
শের শিরের ইংরাজীকরণ পরিভাষা ;—মুলতানের মহিলা শের শিরের সাধ-
ন ;—শের শিরের কর্তৃক হাজারবান্দা হানে কুলন শিব-দেবের আয়োজন ;—
এই কিল মাল কাল মুলতান অবস্থার প্রতিষ্ঠা পাকার
ডিমেনের মারগ ইংরাজ কর্তৃক মুলতান পুনরাধিকার ;—২৭ দিন খালী দায়িত্ব
কাল ;—৩০শে ডিমেনের হত্যার ইংরেজের গোষ্ঠা আত্মন মুলতানের স্বাক্ষ-
বান্ধিত্বীকৃত ;—মুলতানের আত্ম-সমর্পণ ;—মুলতানের দিয়ার এবং নির্যাসন ।]

চতুর্থ অধ্যায়। নদীর পূর্বতীরে, নদীর কিনারা হইতে তিন মাইল দূরে
মুলতান নগর অবস্থিত । নদীতে বহা উপস্থিত হইলে, নদীর জল সহরের
নিকটে পর্যন্ত বিস্তৃত হয় । যথেষ্ট উদ্যানসমূহ এবং খর্জুর প্রভৃতি
বিবিধ বৃক্ষ-প্রস্তুতে মুলতান নগর পরিবেষ্টিত । এখান গ্রামের উত্তরণ
মুলতান নগর ইংরেজদের বসায়নের বড়ই অনুরোধী । মুলতান
নগর সম্বন্ধে ইংরেজদের ব্যস্ত করিয়া সময়ে সময়ে একটী কবিতা
উচ্চারণ করিয়া থাকেন । সেই কবিতাটির মর্ম,—

কলা, তাল, ভিকাজীবী, আল গোয়হাল,
এই চারি জিনিসই হয় সেরা মুলতান ।

মুলতান অতি প্রাচীন নগর । মুলতানের উপর দিয়া কতই নদী-
বর্তমান বহা করিয়া গিয়াছে । যে উচ্চ দুর্গের উপর মুলতান
প্রতিষ্ঠিত, এতটা বাল্যের কত নগরের কত প্রাচীর-প্রাচীর সেই দুর্গে

সঞ্চিত আছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মূলতানের সন্নিহিতে সাহুশায়েন
 বুড়ে ইখরোজের বধন অরণ্যে হইল, তখন মূলতানের চতুর্দশ ইষ্টক-
 প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। কিন্তু সে প্রাচীর ক্ষুদ্র নহে বিবেচনা করিয়া,
 অশেষ আয়াসে মূলরাজ তাহার উপর আর এক মৃত্তিকার প্রাচীর
 প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার সৈন্যদল মূলতানে প্রবেশ করিলে, সেই
 প্রাচীর চূর্তেরা দুর্গ-প্রাকারে পরিণত হইল। পূর্বে যে প্রাচীর ছিল,
 মূলরাজের পিতা বহু অর্থ ব্যয়ে সে প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আর
 একবার লাহোরের রাজা বহু করিয়া মূলতান শাধীন হইবার চেষ্টা
 করিয়াছিল; সেই সময় বিপ্লব-ক্ষণের বহু অক্রেমণেও ঐ প্রাচীর
 অক্ষুর ছিল। কিন্তু মূলরাজ সে দৃঢ়তারও আস্থা স্থাপন করিতে
 পারিলেন না। তিনি দৃঢ়তার উপর নতন দৃঢ়তা সম্পাদন করিলেন।
 এইরূপে ভারতীয় দুর্গসমূহের মধ্যে মূলতান দুর্গ সর্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং
 সুসজ্জিত হইয়া দাঁড়ইল। ভারতীয় শিল্পকর্মের শিল্পনৈপুণ্য-বলে,
 কিয়দ শত দুর্গ প্রস্তুত হইতে পারে,—মূলতান তাহারই আদর্শস্থান।
 মূলতান দুর্গের চারি ধারে বিস্তৃত সুপভীত পরিখা; পরিখার সমুদ্রেই
 চলিত ক্রিষ্ট উচ্চ চূর্তেরা ক্ষুদ্র দুর্গ-প্রাকার; সেই দুর্গ-প্রাকারের
 উপরে ত্রিণী উচ্চচূড়ার কামানসমূহ সুসজ্জিত। দুর্গের অভ্যন্তরে
 দুর্গরক্ষার বিপুল আয়োজন। যদি রহস্যময় পথান্ত সেই দুর্গ শত্রু
 হস্তে অবরুদ্ধ থাকে, অন্যরূপে তাহার আশ্রয়স্থান সমর্থ হইবে,—
 অবশিষ্ট বুদ্ধোপকরণ এবং হস্তাধি সংগ্রহ করিয়া লইয়া, সৈন্যে মূলরাজ
 মূলতানের দুর্গমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মূলরাজ সৈন্যে মূলতানে নিয়া আগ্রর গ্রহণ করিলে, মূলতান
 আক্রমণ সময়ে লালসিখ আয়োজন চলিতে লাগিল। ইখরোজ
 ক্রিয়মান, মূলতান অধিকার হস্ত-ব্যাপার সূচ্য; কিন্তু মূলতান অধি-
 কার করিতে না পারিলে, তাহার সমস্ত পক্ষই ধ্বংস হইল। অপর

অনেক পরামর্শের পর, পঞ্চাব সৈন্যের অধিনায়ক জেনারেল হাইন মুলভান অভিযুগে যাত্রার জন্য আদিষ্ট হইলেন। অন্যান্য নানা হান হইতে মুলভান-অভিযানে সৈন্য-সমাবেশ আরম্ভ হইল। ২৪শে জুলাই জেনারেল হাইন, ৮০,৭১ জন সৈন্য, দুর্গ-অবরোধোপযোগী ৩২টী কামান এবং অশ্ববাহিত ১২টী কামান লইয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্য-দল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। একদল লাগের হইতে যাত্রা করিয়া ইরাকলী নদীর পূর্ব পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; অপর দল কিরোজপুর হইতে যাত্রা করিয়া নতুন নদীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া ব্রাইনেন্ডির মাণ্ডোরের অধিনায়ককে পরিচালিত হইল। ইতিপূর্বে ইংরেজের অধীনস্থ দেশীয় সৈন্যদলের ৮,৪১৫ জন অশ্বারোহী, ১৪,৩২৭ জন পদাতিক, মুলভান অবরোধের জন্য সমবেত হইয়াছিল; তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অশ্ববাহিত ৪৫টী কামান আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। লেফটেন্যান্ট এডওয়ার্ডস কর্তৃক ৭,৭১৮ জন পদাতিক এবং ৪,০০০ জন অশ্বারোহী-সৈন্য পরিচালিত হইতেছিল; ভাওয়ালপুর সৈন্যের অগ্রগতি ৫,০০০ পদাতিক-সৈন্য এবং ১,৯০০ অশ্বারোহী সৈন্য লেফটেন্যান্ট লেক পরিচালনা করিতেছিলেন। ১০১ জন পদাতিক এবং ৩৩৮২ জন অশ্বারোহী শিখ-সৈন্য, রাজা শের সিংহের আজ্ঞাধীনে অবস্থিত ছিল। ফলতঃ ইন্দোজপুত্রের প্রায় ৩২ সহস্র সৈন্য, মুলভানের ১২ সহস্র সৈন্যের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়াছিল। সেই অসংখ্যক সৈন্য লইয়াও, দুর্গ-প্রাকারের সহায়তায়, মুলভান বিপুল ব্রিটিশ-বাংলার সম্মুখে কণ্ঠস্থমান হইলেন।

ব্রিটিশ-পক্ষের সকল সৈন্য আসিয়া একত্র সমবেত হইলে, ৪৪১ সেন্টেব্র জেনারেল হাইন এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন। অপরকালে মুলভানের অধিবাসিনীস আত্মসমর্পণ করুক,—ইহাই সেই ঘোষণা পত্রের উদ্দেশ্য। তিনি প্রার্থাইলেন,—“আমাদে কল (হই সেন্টেব্র) হস্তোক্তের

পূর্বে রাজকীয় কামান ধনিত হইবে; সেই কামানের শব্দ শুনিবার ২৪ ঘণ্টা মধ্যে কিম্বা সন্তে সকলকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। গ্রেট ব্রিটেনের মহারাজি এবং তাঁহার মিত্র মহারাজ দলৌদ সিংহের সম্মুখাৎ এই আত্ম-সমর্পণ প্রয়োজন : সাহারা লুণ্ঠনা করিবেন, তাঁহার শত্রু বলিরা পরিগণিত হইবেন।” কিন্তু এই বোষণা-পত্রে কেহই আত্ম-সমর্পণ করিল না। মুলরাজের পক্ষবলহী শিখ-পক্ষ তখন এতই উৎসাহিত যে, তাহারা কোন ক্রমেই বশতা পৌঁকার করিতে চাহিল না। পরন্তু দুই মাইল দূরস্থত নগর-প্রাকার হইতে এক তাপধনিতে হইশের বোষণা এচরেরে প্রভাতের প্রদত্ত হইল। রেসিডেন্ট বিবাস করিয়াছিলেন, মুলতান আক্রান্ত হইলেই মুলরাজ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইল। অধিকন্তু ইংরেজের মল হইতেও কতক কতক শিখ-সৈন্য পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শের সিংহ তুলুয়ার অপেক্ষা করিবার জন্য ইংরেজ কর্তৃক আশিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও আর সে আদেশ মানি কেন না; তাঁহার পিতা ছত্রসিংহ হাজারে প্রবেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন এনিয়; তিনিও ইংরেজের প্রতি বিমুখ হইলেন।

৭ই সেপ্টেম্বর দিবাভাগে ইংরাজ পক্ষ মুলতান আক্রমণ করিলেন। ৩ই সেপ্টেম্বর রাজিযোগে মুলরাজের সৈন্তপক্ষকে সমুখস্থ বাধান এক বাটী হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু রজনীত প্রাত্ অন্ধকারে এবং নান্যরূপ বিশ্বম্ভার ইংরেজের সে আক্রমণ ব্যর্থ হইল। পরন্তু, আক্রমণ করিতে গিয়া বৃষ্টিশ-পক্ষ বিভাড়িত হইলেন; মুলরাজের তরঙ্গা দ্বিগুণ হ্রাস পাইল। অতঃপর ইংরেজ-পক্ষ হইতে দুই দিন কাল ক্রমাগত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল করিল না। ১২ই তারিখে দুর্গ-প্রাচীরের বহির্ভাগে পদাধি মুলরাজ বৃহৎ সারস্ত করিয়া গেলেন। অনেককাল উত্তর পক্ষ

বোরডর সংগ্রাম চলিল। কিন্তু সেই সংঘর্ষে মূলরাজ পরাজিত হইলেন। তাহার ১০০ শত সৈন্য হুকে নিহত হইল; আক্রমণকারী ইংরেজ-গণ নগর-প্রাচীরের দিকে ৮০০ শত বর্গ অগ্রসর হইবার সুবিধা পাইল। এইবার ইংরাজ-গণ যেখানে উপস্থিত হইল, সেখানে হইতে গোলা চালাইলে অনায়াসেই সে খোলা নগর-প্রাচীর ভেদ করিতে পারে।

নগর-ধ্বংসের পথ সুগম হইয়া আসিল বটে। কিন্তু আর এক বিপত্তি উপস্থিত হইল। তুই দিনের মধ্যে তাহার অগ্রসর হইত-ছিল, এইবার তাহার কিরিয়া বাড়িল। বেশ হয়, কতকগুলি শিশু-সৈন্যের আশে এইবার আত্ম-রানি উপস্থিত হইল,—তাহাদের মনে স্বদেশ-প্রীতি আগিয়া উঠিল। ইংরেজ কটকট দ্বারা কটক উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন, বেশ হয় এইবার তাহার প্রতিবেদ পারিল। হাজার-একশে শের সিংহের পিতা ছত্র সিংহ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায়, ইংরেজ-পক্ষাবলম্বী তাঁহার পুত্র শের সিংহের গ্রাম হীতপুর্বেই বিচলিত হইয়াছিল। ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে মৃত্যুভয়ের দিকে অগ্র-সর হইবার সময়, তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল। তিনি মনে মনে আবিয়া দেখিলেন,—“হামি এ কি করিওঁছি! বিদেশী বিধাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া, স্বদেশী, স্বজাতি স্বদেশীর হুকে খেলাঘাত করিতে বসিয়াছি!” সম্ভবতঃ এই অনুশোচনার তাঁহার গ্রাম বদলিয়া উঠিল। তিনি আপন সৈন্যবলের মধ্যে আবেগ প্রচার করিলেন,—“ধরম বে কোস!” অর্থাৎ ‘খালসার’ নামে পুত্রের বাক্য, বাজান হউক। যখন এই সংবাদ ইংরেজ সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইল, তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। ‘খালসার’ নামে মৃত্যুভয় আক্রমণকারী সৈন্য-বল সত্য সত্যই বহিঃ দেশিয়া উঠে, তাহা হইলে দারুণ বিপত্তির সম্ভাবনা। তিনি এখন এখন সৈনিক কর্মচারীদিগকে আশ্বাস

করিয়া, কর্তৃত্ব অবস্থারূপের জন্ম বাধা হইলেন। তখন সকলেই এক-
বাক্যে অভিসমত প্রকাশ করিলেন,—এ অবস্থায় মূলতান অবরোধ সম্ভব-
পর নহে। হুতরাং আক্রমণকারী সৈন্তদল নগর-প্রাকারের নিকটে
উপস্থিত হইয়াও প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হইল। হর ভো অমর-
মণোই নগর ধ্বংস হইত : কিন্তু সে আশা এক্ষণে সুদূরপরাহত
হইয়া পড়িল। অতঃপর, সেনাপতির নিকট হইতে পুনরায় সাহায্যার্থ
সৈন্তদল আসিয়া উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত, ইংরেজ-পক্ষ ‘ভিনি’
নামক স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য
হইলেন।

এদিকে শের সিংহ সঠিকভাবে মূলতানে উপস্থিত হইয়া মুলরাজের
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দলপুষ্টি হইল বলিয়া, মুলরাজের আশঙ্কের
আর অবশিষ্ট রহিল না। তবে মুলরাজ কিন্তু শের সিংহের উপর সম্পূর্ণরূপে
নির্ভর-স্থাপন করিতে পারিলেন না। হুর্গে শের সিংহের আশ্রয়
হইল না; হুর্গের বাহিরে সহরের মধ্যে তাঁহারের জন্ম স্বতন্ত্র আবাস
নির্দিষ্ট হইল। অধিকন্তু নগরের বহির্ভাগে এক মন্দির-মধ্যে লইয়া গিয়া
মুলরাজ শের সিংহকে এবং তাঁহার কর্মচারীদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাই-
লেন। এইরূপ নানা কারণে শের সিংহ এবং মুলরাজের মধ্যে মিলন
হইল না। তখন, মূলতানে আর অবস্থিতি করা সুক্তিবৃত্ত নহে মনে
করিয়া, শের সিংহ তাঁহার পিতার সাহায্যার্থ হাজেরা প্রদেশে বাইতে
কাহিলেন; জানাইলেন,—মুলরাজ যদি তাঁহার সৈন্তদলের কিছুদিনের
বেতন অগ্রিম প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে, নূতন দেশে
গিয়া তিনি এক নূতন শিব-ধ্বজের অবতারণা করেন। এ প্রস্তাব
মুলরাজের নিকট সর্বাঙ্গীণ বলিয়া বোধ হইল। নূতন সমরানল
প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্ত, এই অক্টোবর শের সিংহ পিতার নিকট যাত্রা
করিলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর মূলতান হইতে ইংরেজ-সৈন্য প্রত্যাহৃত হয়। ১৭ই ডিসেম্বর পুনরায় তাহার মূলতান আক্রমণে অগ্রসর হইল। মধ্যে আর তিন মাস কাল উভয় পক্ষই আপনাপন দলপুষ্টির এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের আয়োজনে উদ্যোগী ছিলেন। ইংরেজের পক্ষে অনেক নতুন সৈন্য আনিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—যেমন যশে চলাইবার অনেক নতুন পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মুলরাজও যে পক্ষে উন্নত ছিলেন না। লগুন এবং উপনদীবর্ষ লুণ্ঠা সম্পাদনে তিনি বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন; অধিকন্তু তাঁহার কতগুলি সৈন্য শেষ দিনেই মৃত হইয়াছিল। তাহার বাওরান, নতুন সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া সেই যেওনজের অভ্যন্তর-পূর্ব-কক্ষেও তাঁহার চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না। এই সময়ে পারিবারিক মিত্র রাজগৃহবর্গের নিকট হইতে অর্থসহ আরও সৈন্য চাহিয়াছিল। রাজ-নৈতিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফলে, এই সময়ে মূলতান কাবুলের লোক অহংমন এবং কান্দাহারের সর্দারগণেরও এইরূপ চেষ্টার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদিগের নিকট যেস্তাব অধিক পাইয়াছিলেন,—

“আপনারা আহুন; আমার সহায় হউন। আমার সম্মুখে চেষ্টার বিরুদ্ধীদিকে বেশ হইতে দূর করিয়া দিই। যদি তাহাদিগকে দূর করিতে পারি, তাহা হইলে সিন্ধু নদের উত্তর পার্শ্বে উভয়ের সীমানা নির্দিষ্ট থাকিবে।” বলা বাতুল্য, মুলরাজের এ উদ্যোগ ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে না পারিলেও, আদমখানের কেহ কেহ যে এই সময়ে ইংরেজের বিরুদ্ধতাচরণ করিয়াছিল, পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরায় তাহা প্রতীয়মান হয়। অল্প পক্ষে, মুলরাজের বা শিখ আধিপত্য-বিস্তারের বিরুদ্ধেও যে চক্রান্তের অভাব ছিল না,—সে চক্রান্ত, যে বাড়ামও যে অনেক ভগ্নে প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যে বড়বয়ে, যে চক্রান্তে, ভারতের সকল পক্ষই বিপর্যস্ত হইয়াছে, সেই বড়বয়েই এ ক্ষেত্রেও পূর্ণ প্রত্যাব বিস্তার করিয়াছিল।

দ্বিতীয় বার মুলতান আক্রমণে অগ্রসর হইয়া, ইংরেজ সৈন্য
প্রথমে দুর্গ-অধিকারে আকিকন প্রকাশ করিল না। প্রথমতঃ তাহারা
নগর-প্রাকারের উত্তর-পূর্ব কোণে উপস্থিত হইয়া, সহরতলীর
প্রতি গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই সহরতলীর অন্তর্গত উজীয়াবাদ
নামক স্থানে মুলরাজের পিতা মোহান মন্ত্রের সমাধি বিদ্যমান।
মুলরাজের প্রাণাদ 'আম বাসও' সেই পল্লীর অন্তর্গত। মহসা সেই
পল্লী অরক্ষিত হইবে, মুলরাজ তাহা মনে করেন নাই। সুতরাং
অম্বারসে এক দিনের মধ্যেই সেই পল্লী বিপর্যস্ত হইল। সেই
আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, নগর-প্রাকারের অতি সন্নিহিতে ইংরাজ-
পক্ষ সৈন্য স্থাপন করিলেন। ওশে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ভাবে কাটিয়া
গেল। ত্রি দিন হইতে ইংরেজ-পক্ষের একটী সোল; দুর্গের অভ্যন্তরে
ব্যস্ত-বরে গিয়া পতিত হইল। ব্যস্ত-বরে গোল পতিত হওয়ার
কি সর্বনাশ উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনার বিষয় নহে। সেই
ব্যস্ত-বরে চারি লক্ষ পাতিত ব্যস্ত মজুত ছিল। গোলা পতিত হও-
নাম, ব্যস্তবান্য নৃ পু জলিয়া উঠিল; ভীষণ অগ্নিস্রবে দুর্গরক্ষা পাঁচ
শত শিব-সৈন্য নিহত হইল; দুর্গ-মধ্যে যের আত্মনাশ উপস্থিত হইল;
এইবার মুলরাজ বুঝিলেন,—বিধি বায়! বুঝিলেন,—শিবের ভবিষ্যৎ
অককাশময়! বুঝিলেন,—বিধাতার ইচ্ছা নয় যে, আবায় শিব জাতি
জামির উঠে। তাহা না হইলে, এমন দিনে এমন বিশল কি কখনও
উপস্থিত হয়। এই দুর্ঘটনার শিব-সৈন্য হত্যাশ-মাগ্নরে নিমগ্ন হইল।
কে যেন তাহাদের প্রাণের তিতর সঞ্জীবনী শক্তি অপহরণ করিয়া
গইল;—কে যেন তাহাদের অন্তর্ভূত উদ্ভীপনার অনল নিবাহিয়া দিল।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী নূতন বৎসরের প্রারম্ভে নগরের
একটী প্রাচীর ভগ্ন হইল। আক্রমণকারী সৈন্যগণ মনে করিয়াছিল,—
এই প্রাচীর ভাঙিতে পারিলেই তাহারা নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে

পারিবে; কত কাঁধকালে বিপরীত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। দেখিল, সেই প্রাচীরের নাকের আর একটি নতুন প্রাচীর অবস্থিত; সে প্রাচীরের উচ্চতা ত্রিশ ফিটের কম নহে। হুতরাং একটি প্রাচীর ভঙ্গ করিয়াও সৈন্তসল সে ব্যাঘ্রের প্রত্যাহৃত হইতে বাধ্য হইল। অবশেষে প্রাচীরের উপর এক অংশ ভঙ্গ হইলো, নতুন প্রবেশের পথ সুগম হইয়া আসিল; কিন্তু ইংরেজ পক্ষ তখনও দেখিলেন, দুর্গ-প্রকার সমভাবে অবস্থিত; যেহেতু গুরু ব্যতীত দুর্গ আশ্রয় কোন্‌ক্রমেই সম্ভবপর নহে। বাহ্য হউক, নগর বিপক্ষ-হস্তে পতিত হইক দেখিয়া, অপরূপ সৈন্ত-পথকে পলারন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া, প্রায় তিন সহস্র সৈন্যক সৈন্ত সহ মূলরাজ সেই দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতে অগ্নিশেন। দুর্গের দ্বার বন্ধ রাখিল; ইংরেজ পক্ষ দুর্গ-প্রবেশের পক্ষে বিধিমাতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠাণ্ডা জাহ্নুমুরী, দুর্গের উত্তর প্রান্তে বোম্বাই বিভাগের সৈন্ত-দল লিবি র স্থাপন করিল; দুর্গের উত্তর গুরু প্রান্তে বঙ্গদেশীয় সৈন্ত-দল অবস্থান করিতে লাগিল; পশ্চিম দিকে অপর বড়বড় সৈন্ত পথ বন্ধ করিয়া রাখিল। এইরূপে চতুর্দিক হইতে দুর্গ প্রবেশ হইল, মূল-রাজ হত্যা হইক পড়িলেন। তখন আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই,—মনে করিয়া, যেহেতু এডওয়ার্ডের নিকট তিনি সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু এডওয়ার্ডসে প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে পারিলেন না; সন্ধি সম্বন্ধে তিনি সেনাবোলে হইশের মতান্তর গ্রহণের উপদেশ দিলেন। সেনাপতি হইল কিন্তু মূলরাজের কোন কথাই শুনিতে চাহিলেন না। মূলরাজ বলি বিনা সন্ধে আত্ম-সমর্পণ করেন, ভালই; না করেন, জোর করিয়া দুর্গ দখল করা হইবে,—হইল স্পষ্টতঃ সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মূলরাজ আর কি করিবেন? অগত্যা আরও কয়েক দিন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ৮ই জাহ্নুমুরী ইংরেজ সেনাপতি নিকট মূলরাজ এক দূত পাঠাইলেন। সে দূতের নিকটে ইংরেজ-

সেনাপতি স্ট্রট্টই বলিয়াছিলেন,—বিনা সত্রে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। মুলরাজ তখনও স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। আবার কয়েকদিন ক্রমাগত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে চারিদিকের প্রাচীর কতক কতক ভেদ হওয়ায়, ২২শে জানুয়ারী প্রভুকে দুর্গাভ্যন্তরে ইংরেজ সৈন্যদল প্রবেশ করিবে—স্থির হইল। কিন্তু তাহার আর আবশ্যক হইল না। শেষ মুহুর্তে মুলরাজ আত্ম-সমর্পণ করিলেন; বিনা বাধ্য হুগ ইংরেজের অধিকৃত হইল; মুলরাজ ইংরেজের নিকট বন্দী হইলেন। মুলরাজ ২৭ দিন কাল অবরুদ্ধ ছিল। সেই অব-
 রোধের সময় ২১ জন দুর্গাধিপতি নিহত এবং ৯১০ জন আহত হয়।
 শিখ-পক্ষের হতাহতের পরিমাণ কে আর নির্দেশ করিবে? তাহা হউক,
 পরিশেষে লাহোরে মুলরাজের বিচার আরম্ভ হইল। বিচারে মুলরাজ
 দোষী সাব্যস্ত হইলেন; তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বিচার-
 কলে মুলরাজ আসি মাঠেই পশ্চিত হইলেন; মুলরাজের পক্ষেও তাহাই
 প্রেরণ ছিল। কিন্তু বিচারপতিগণ শেষে তাহার প্রতি দয়া-প্রকাশ করি-
 লেন। অবস্থার গতিকে মুলরাজ অপকর্ত্ত করিয়াছেন, সুতরাং প্রাণদণ্ড না
 হইয়া সমুদ্র-পথে তাঁহাকে নির্দাসন করা হউক,—পরিশেষে ইহাই ধাৰ্য্য
 হইল। জানি-না, মুলরাজের প্রতি এ দয়া কেন হইয়াছিল! কিন্তু
 মুলরাজের পক্ষে এ দয়া কি যম-বস্ত্রণা, তাহা মুলরাজই জানেন,
 আর তাহার অন্তর্গামীই জানেন! আমরা আর তাহার কি বাখ্যা
 করিতে পারি!

চতুর্থ অধ্যায় ।

রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ

১৮৪৮ হঃ অক্টোবর—১৮৪৯ হঃ জানুয়ারী ।

। হর সিংহের শিরোভুক্ত ;—যেহেতু জঙ্গল মধ্যে প্রভুত্ব কোহাটে পলাতক
দল :—কোহাটে শাসনকর্তা হুলতান মহশয় পলাতকদের সঙ্গে প্রভুত্ব
লব্ধ সিংহের নিকট বিক্রয় ;—রামনগরে এবং সিংহের সহিত ইংরেজগণের
যুদ্ধ :—কিউগান হাওডলক প্রভৃতির মৃত্যু :—যেহেতু সিংহের সৈন্যদল
কর্তৃক রামনগর পরিত্যক্ত ;—হর সিংহের সশস্ত্র সৈন্যের সিংহের নিকট ;—
চিলিয়ানওয়ালার ইংরেজগণের সহিত শিবিরের যুদ্ধ :—চিলিয়ান-
ওয়ালার ইংরেজগণের পরাজয় :—ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে মৃত্যু ।

রাজ্যের প্রদেশে ছত্র সিংহ বিদ্রোহের অনল প্রদীপিত করিয়া
ভুলিয়াছিলেন । এক্ষণে সেই বিদ্রোহানল বিস্তৃত হইয়া পড়িল ।
কোহাট সহিত আফগানজাতি যোগদান করায়, ছত্র সিংহের বিশেষ
বলবৃদ্ধি হইল । ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর পেশওয়ারের সমস্ত
শিব-সৈন্য সেই বিদ্রোহে যোগদান করিল । তাহাদিগকে পুনরায় কার্কে
প্রেরণ করার চেষ্টায় মেজর জর্জ লরেন্স অকৃতকার্য হইলেন । অতঃপর
তিনি আপনাকে কোহাটের জন্য আপন সহকারী লেফটেন্যান্ট বাউইয়
সহিত কোহাটে পলাতন করিলেন । কোহাটে, পেশওয়ার হইতে
৩৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । কাবুলের আমীর শেখ মহম্মদের
ভ্রাতা হুলতান মহশয় নী। এই সময়ে কোহাটের শাসনকর্তা ছিলেন ।
আফগান-যুদ্ধের সময় ইংরেজগণ কোহাট নৃশংসতার সহ পরিচর
পাইয়াছিলেন । তাহাণি অনন্যোপাত্ত হইয়া লরেন্স সেখানেই আশ্রয়
লাইতে বাধ্য হইলেন । ইতিপূর্বে লাহোরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার

সম্র, সারেসের পত্নী সাহোব হইতে পলায়ন করিয়া কোহাটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে কারণেও সারেস এবং তাঁহার সহকারিগণ কোহাটে পলায়ন করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু তাহাদের কোহাট-সমনের কল বড়ই বিফল হইয়া দাঁড়াইল। কোহাটের শাসনকর্তা মুলতান মহম্মদ, ইংরেজ অভিযানের প্রতি সতর্কতার করিবেন বলিয়া, ইংরেজগণ আশা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সতর্কতার পরিবর্তে, মুলতান মহম্মদ তাঁহা-
দিককে ছত্র সিংহের নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্র সিংহ, মুলতান মহম্মদকে পেশওয়ার জেলার অংশ প্রদান করিয়া, ইংরেজগণকে বন্দি-
রূপে প্রাপ্ত হইলেন। ছত্র সিংহের বিদ্রোহ এবং শের সিংহের ইংরাজ পক্ষ পরিভ্রাণ, উভয় কারণেই পেশওয়ার জেলার বড়ই চিন্তিত হইয়া
পড়িলেন। বুধি বা শিবগণ আবার এক নূতন উদ্দীপনার উদ্দীপিত হইয়া,
আবার এক নূতন সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিল, এই চিন্তা তখন অনেকেরই
মনে উদয় হইল। অতঃপর প্রধান সেনাপতি লর্ড গার্ফের উপর
বিরোধপূর্য্য সৈন্য সমাবেশের আদেশ প্রদান করিয়া, পেশওয়ার জেলার
উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেনাপতি লর্ড গার্ফ, যুদ্ধ-
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া চন্দ্রভাণ্ডা নদীর দিকে সৈন্য পরিচালনা করিতে
আরম্ভ করিলেন।

শতক্র নদীর পূর্বতীরে দেড় হাইল অন্তরে গ্রামনগর পল্লীর সন্নিকটে
শের সিংহ শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিত করিতেছিলেন। নদীর
সকলগতি নিবন্ধন এই স্থানটি একটি ধীররূপে পরিণত হইয়াছিল। হুই
দিক দিয়া নদীর জল-প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া বেখানে সন্নিবিষ্ট হয়,
সাহোবই যথাস্থানে শিখ সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। বর্ষার সময় উহার
স্রাব্যবিক্রমই অসংখ্য বিন্দুত থাকিত ; অতঃপরে পূর্বদিকের জলপ্রোত
স্রাব্যবিক্রম দিয়া স্থানে স্থানে কলকাতার সাক্ষ্য হইত। পশ্চিম পর্বতের
প্রদেশে জলপ্রবাহ পড়িয়া এবং বিস্তৃত। শিবিরে অবস্থান করিয়া পশ্চিম-

কুল এবং পুৰ্ব্বোক্ত বীণাটি অধিকার করিয়া অবস্থিত ছিল। পুৰ্ব্বতন
শিখদিগের সৈন্য এবং কামান ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। কুল-
ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া লর্ড রায়্ প্রথমেই শিখদিগকে আক্রমণ বা
হানচাত্ত করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইলেন। একদল পদাতিক সৈন্য সহ
ব্রিগেডিয়ার ক্যামেলকে (লর্ড ক্লাইড) অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ করা
হইল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একদল অগ্নিসেঁই সৈন্য এবং অবস্থানিত
কামানসহ তিন দল গোলন্দাজ সৈন্য ব্রিগেডিয়ার কিংসটনের অধীনে
পরিচালিত হইতে লাগিল। কিন্তু রামনগরে উপস্থিত হইয়া ইংরেজপক্ষ
দেখিলেন, শিখ সৈন্য সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং
তাঁহার নদীর দিকে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিখ সৈন্যের
প্রকৃত সন্ধান না পাইয়া অথবা ভবিষ্যে উপযুক্তরূপ অনুসন্ধান না হইয়া,
অগ্রসর হইতে গিয়া, ইংরেজ-পক্ষ বিপুল ক্ষতি হইলেন। তাঁহাদের
সম্মুখেই শিখপক্ষের আটশটি কামান প্রতীকৃতভাবে সজ্জিত ছিল।
ইংরেজপক্ষ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, শিখপক্ষ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল।
অগ্রসর হইতে গিয়া, ইংরেজ-পক্ষের গোলন্দাজপক্ষের প্রতি বৃদ্ধ হইল।
ইংরেজের একটি কামান শিখপক্ষ কাড়িয়া লইল। ইংরেজ-সৈন্য পঁচাত্ত
হাজার আসিতে বাধ্য হইল। এই সময় ইংরেজদিগের যুদ্ধোপকরণপূর্ণ
দুইখানি গাড়ি উটাইয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল। এইবার নবোৎসাহে
উৎসাহিত হইয়া তিন হাজার হইতে চারি হাজার অগ্নিসেঁই শিখ-সৈন্য
ইংরেজ-পক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু সে আক্রমণে
বিশ্রোত কল ফলিল; কর্ণেল ডাভলক্ পরিচালিত সৈন্যদলের গুলির
আঘাতে শিখপক্ষকে সে ব্যতী পশুদল হইতে হইল। কিন্তু তাহাতেও
শিখপক্ষ নিরস্ত হইল কি? তাহারা বিভার বার ও কৃতীর বার আক্রমণ
করিল। সে আক্রমণে ইংরেজপক্ষ আবার বিচলিত হইয়া পড়িলেন।
লর্ড রায়্ ইংরেজ পক্ষকে প্রত্যাহার হইবার জন্য আদেশ করিলেন।

ব্রিগেডিয়ার কিউরটন সৈন্যপদের মধ্যে সেই আদেশ প্রচার করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন ; কচিং তাঁহার মুখ হইতে আদেশ-বাক্য নিঃসারিত হইয়াছে ;—ইতিমধ্যে সহসা শিখ-সৈন্যের নিকটস্থ ভূমিতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে, বিপক্ষের অগ্ন্যধাতে কর্ণেল হ্যাডলকেরও মৃত্যু হইল। ক্যাপ্টেন ফিল্ডজেরাফ সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। ইংরেজ-শিবির বিষাদের বনছায়ার সমাক্রম হইল।

শের সিংহ চক্রভাঙ্গা নদীর পশ্চিম-তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সন্দর্পে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রামনগরের যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষ তাঁহারকে অসম্মত বিচলিত করিতে পারিল না ; তাঁহার অধিনায়কত্বে এখন আর পরিত্রিশ মহত্বে শিখ-সৈন্য পরিচালিত হইতে লাগিল। পুনর্মীত সংঘর্ষে পরাজিত হওয়ার, ব্রিটিশ পক্ষ আর সমুদ্র-সমরে সমর্থ হইলেন না। এইবার ব্রিটিশ-পক্ষ শের সিংহের বাহু পার্শ্ব হইতে আক্রমণের ব্যর্থতা করিলেন। সেনাপতি সার জোসেফ হ্যাকওয়ার্ড একপক্ষে ইংরেজ-পক্ষের অধারোহী সৈন্যদলের পরিচালনা করিতেছিলেন ; তিনি মল অধারোহী সৈন্য এবং তৃণবৃত্ত কামান প্রভৃতি লইয়া তিনি নদীর দিকে বাহমান হইলেন। ২২ ডিসেম্বর তাঁহার সৈন্যদল ওয়াজিরাবাদ পরিভ্রম করিয়া শিখ-শিবিরের নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শের সিংহ সৈন্যকেও তাঁহার প্রতিরোধ করিলেন ; অগ্নিবিত শিখ-সৈন্য, সার জোসেফের পরিচালিত সৈন্যসঙলীর উপর নিপাত্ত হইল। এই ব্যাপারের প্রথমই সার জোসেফ বিচলিত হইয়াছিলেন ; বিপক্ষ-পক্ষকে আক্রমণ করিবে কি না ; ভবিষ্যে চিন্তা করিতেছিলেন। শিবিরকে সমুদ্র হইতে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার উপর আদেশ ছিল না ; শিবির প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়, তাহার নিকট পলায়ন করিয়া আক্রমণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমই অভিযানেই তিনি সৈন্যদলকে অগ্রসর হইয়া রাখিয়াছিলেন ; শিবিরে অধারোহী বসে করিল।

ইংরেজ-পক্ষ ভয় পাইয়াছে। হুতরাং তাহার। বধেহুতাবে গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। ইংরেজ-শিবির হইতে তাঁহার কোম প্রত্যক্ষ ভয় আসিল না; হুতরাং শিখগণের পূর্ববিশ্বাস বৃদ্ধিক্রম হইল। ভয়ানক অক্লান্ত হইল অগ্নি করিয়া, শিখগণ অগ্নিস্রব হইতে লাগিল। এই সময়েই ইংরেজ-পক্ষের গোলন্দাজগণ কামান দাগিলেন। সমুদ্রের দিক হইতে লর্ড পাক্ ভীষণ গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। পার্শ্ব দিয়া জোসেফ থ্যাকওয়েলের সৈন্যদল এবং ব্রিগেডিয়ার গডবীর পরিচালিত পদাতিক সৈন্যদল শের সিংহের শিবির আক্রমণ করিল। শিখগণের ভ্রম-বিশ্বাসের ফলে দারুণ বিপত্তি উপস্থিত হইল। শের সিংহ দেখিলেন,—আর রামনগরের নিকট অবস্থান নিরাপদ নহে; হুতরাং ওয়া ডিসেম্বর রাজিবেশে তিনি কিশকান্দিয়ার সহিত বিতস্তা-নদী দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এতই বিশৃঙ্খলা এবং তুর্দিত গতিতে এই প্রত্যাবর্তন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল যে, ইংরেজ পক্ষ বিশ্বাস করিলেন,—এই ব্যর্থ বুদ্ধি সমস্ত শিখ-সৈন্য বিপদগ্রস্ত হইল।

কিন্তু ইংরেজ-পক্ষ ভুল বুঝিলেন। শের সিংহ এখনও সমান কল কলারাম; উক্তরের দিকে অগ্নিস্রব হইয়া, পিতার সহিত যোগদান করাই এখন তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায়। রামনগর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, তিনি সেই উদ্দেশ্য-সাধনেই অগ্নিস্রব হইলেন। এখন তাঁহার সৈন্যদল বৃদ্ধি পাইল; প্রায় চল্লিশ সহস্র সৈন্য এবং ৩২টা কামান লইয়া তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিলেন। অতঃপর শের সিংহের অগ্নিস্রবণে সেনাপতি লর্ড পাক্ সমস্ত সৈন্য পক্ষ উত্তরাংশ নদী পার হইয়া পশ্চিম-ভাগে উপনীত হইলেন। শের সিংহ যে দিকে গমন করিয়াছেন, সেই পথে উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া সৈন্যদল পরিচালিত হইতে লাগিল। কিন্তু শিখগণ অগ্নিস্রব হইয়াই তাহার গুপ্তের বিধান লুপ্ত হইল। তিনি পূর্বে অগ্নিস্রব

করিয়াছিলেন,—শের সিংহ হুত্বভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন; অন্যরাসেই তাঁহাকে বিপর্যস্ত করা বাইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ব্যাপার প্রত্যক্ষীভূত হইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী ডিল্লী নামক স্থানে উপনীত হইয়া, লর্ড পাক্ জািলিতে পারিলেন, শের সিংহ সমস্ত সৈন্য সহ সেই প্রদেশেই অবস্থিতি করিতেছেন। লোনিয়ান-গুয়ালা গ্রামে শের সিংহের প্রধান সৈন্যদল শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল; তাহার প্রধান সৈন্যদল দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মীগুয়ালা এবং কুতেসাকৈচক গ্রামদ্বয়ে কডক সৈন্য, এবং বামপার্শ্বে বিতস্তা নদীর তীরে বহুল নামক স্থানে আরও কডকগুলি সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। এই ভাবে একটা গিরিসঙ্কটের দক্ষিণ সীমায় অধিকার করিয়া, দৃঢ়তার সহিত শের সিংহ সৈন্ত সমাবেশ করিয়া ছিলেন। লর্ড পাক্ দেখিলেন, সে অবস্থায় শের সিংহের সৈন্যদলকে আক্রমণ করা দুর্ব্বল ব্যাপার; সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে গেলে, সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। হুত্বরাং তিনি মনস্থ করিলেন,—বহুলের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ বিপক সৈন্যের প্রতিবিধি পূর্বাভেদন করিবেন। এই অবস্থায় ১৩ই জানুয়ারী রাত্রিকালে ঘোর সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল। ইংরেজ-পক্ষ শিবির স্থাপন করিয়া কোন্‌দলে শের সিংহের সৈন্য-দলকে পরাজিত করিবার উপায় অবেষণ করিতেছিলেন; ইতি-মধ্যে তাহার গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়া গিল। বলা বাহুল্য, ইংরেজপক্ষও সে ক্ষেত্রে হীনবল ছিলেন না। হুত্বরাং শিখপক্ষকে গোলা চালাইতে দেখিয়া, প্রধান সেনাপতি লর্ড পাক্ ইংরেজ পক্ষকেও বুদ্ধান্ত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ব্রিগেডিয়ার পোপের অধ্যাক্ষেপী সৈন্যদলের সহিত সার ওয়াটার্স গিলবার্টের সৈন্যদল মিলিত হইয়া দক্ষিণ দিক হইতে বিপক্ষকে আক্রমণের চেষ্টা করিল। সেইটাই কর্ণেল

হইল। ব্রিগেডিয়ার হোয়াইটের অধিনায়ক সৈন্যদল, লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল হোয়াইটের তিন জন গোলান্দাজ সৈন্য এবং ব্রিগেডিয়ার ডেপুটি কমান্ডারের সৈন্যদল একত্র সম্মিলিত হইয়া বামপার্শ্ব দিয়া প্রধাবিত হইল। মধ্যস্থলে কতকগুলি স্তম্ভকায় কামান সজ্জিত রহিল।

১০ই জানুয়ারী বোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম এক ঘণ্টা কাল মেজাবর্ণের ইংরেজগণ মনে করিলেন, বুধি বা শের সিংহের সৈন্যদল নির্ভুল হইল। কিন্তু সে বিপদ ভ্রমসঙ্কুল। শিখগণ একদল দ্রুততার সহিত বৃদ্ধ করিল যে, বিপুল ব্রিটিশ-বাহিনী অগ্রসর যথেষ্ট বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল; ইংরেজ সেনানায়ক লেফটেন্যান্ট কর্ণেল প্রকৃষ্ট শিখ-সৈন্যের গোলায় আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর, একদল শিখ পলাতক আসিয়া, ইংরেজ-পক্ষের উপর ভীষণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। সে আক্রমণ শুধুই সাংঘাতিক মনে হওয়ায়, ইংরেজগণ পৃষ্ঠ-প্রদর্শনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার পেনিকুইক এবং অপর তিন জন প্রধান সৈনিক প্রকৃষ নিহত হইলেন। যুদ্ধ বতাই চলিতে লাগিল, ইংরেজ-পক্ষ ততই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইংরেজের বহু সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইল; অবশেষে সত্য সভ্যই ইংরেজগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে শিখগণ ইংরেজের চারিটা কামান এবং বহু সূক্ষ্মপকরণ কাড়িয়া লইল। পূর্বে পূর্বে যুদ্ধে শিখগণের নিকট হইতে ইংরেজগণ যে সকল কামান কাড়িয়া লইয়াছিল, এই যুদ্ধে শিখগণ সেই সকল কামানসহ অনেকগুলি উদ্ধার করিল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে “চিলিয়ানওয়ালা” যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। শিখগণ বেঙ্গল দ্রুত ও সাহসের সহিত চিলিয়ানওয়ালা যুদ্ধ করিয়াছিল, ভারতের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। এই যুদ্ধে ইংরেজের যে কামান নষ্ট হইয়াছিল, ভারতের কোন যুদ্ধে আর কখনও ইংরেজ কোন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। এই যুদ্ধে ইংরেজের ২৪০০ জন অধিনায়ক

সৈন্ত, এবং তিনটা সৈন্তদলের সহ সৈন্ত নিহত হইয়াছিল। বৃষ্টি বা এমন বিপর্যয় ইংরেজের আগন্তু আর কখনও ঘটে নাই। শিখগণও যে এই যুদ্ধে কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াছিল, তাহা নহে। তবে ইংরেজের তুলায় তাহাদের ক্ষতি যে অতি অল্পই হইয়াছিল, তাহা কলাই বাহুল্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলেন, তিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে কোনও পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ণীত হয় নাই; শিখগণই বরং এই যুদ্ধে পরাজয়-স্বীকার করিয়াছিল। ইংরেজগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন; তাহাদের প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ এবং প্রায় অর্ধেক সৈন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল; ইংরেজের কামানগুলি শিখগণ কাড়িয়া লইল; অঞ্চল, ইংরেজ বলেন, এ যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ণয় হয় নাই। কিমান্চর্যমতঃপরং! ফলতঃ, ইংরেজ এখন তিলিয়ানওয়ালার পরাজয়-কাহিনী বড়ই ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করুন, ইংরেজের এ পরাজয় ঢাকিবার নহে। তিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্ত বিপর্যস্ত হইলে, ইংলণ্ডে যে কি ঘোর আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠক অনেকই তাহা অবগত আছেন। এমন কি, প্রধান সেনাপতি লর্ড পাক্কে স্থানান্তরিত করিয়া সার চার্লস নেপিয়ারকে তৎপদে প্রভিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থাও ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষগণ এই সময় স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ সকল কথা ইংরেজের ইতিহাসেই বর্ণিত আছে; যুদ্ধের যে বর্ণনা ইংরেজের ইতিহাসে একাশ পাইয়াছে, তাহারই সার মর্ম উপরে প্রকাশিত হইল। জয়-পরাজয়ের পরিচয়, বিচক্ষণ পাঠক, ইংরেজের বর্ণনা হইতেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কথায় বলে,—‘সম কাল, বার শেষ ভাল’? শেষ-যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষ জয়লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং পুরস্কার যুদ্ধে তাহাদের জয়-পরাজয় বাধাই হইল, সকলই

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

পঞ্জাবের পরিণাম ।

১৮৪১—মার্চ ।

[চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধের পরিণাম ;—ভুক্তরাটে শিখ-সৈন্য-সমাবেশ ;—ইংরেজ-পক্ষের বিশূল আয়োজন ;—শের সিংহের পরাজয় ;—ভুক্তরাট যুদ্ধের ফলাফল ;—সৈন্য লয়েপের যুক্তি ;—শের সিংহের সন্ধি প্রস্তাব ;—শিখ-কর্তৃ-কায়ের পরিণতি ;—সন্ধিপত্র ;—পরাধে বড়িশ অধিকার ও ইংরেজের কোহিহর লাভ ;—ববাব-জেনারেলের খোদগী ;—কর্মান সিংহের নির্দামন ও হুজির ব্যবস্থা ;—জীহার বৃত্তবর্ষ গ্রহণ ও পরিণাম ;—অনুবাদ ।]

শের সিংহের সৈন্তদল প্রায় এক মাস পর্যন্ত চিলিয়ানওয়ালার অধিকার করিয়া রহিল। সেই সৈন্তদলকে বিতস্তা নদীর পরপারে বিভাজিত করিবার জন্য লর্ড গফ মানাক্রপ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ; কিন্তু তৎপক্ষে কোনক্রমেই কৃতকাণ্ড হইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে নির্দামন ও ইংরেজ-পক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিল না। এই সময়ে মুলতানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়ী সৈন্তদল সহ জেলা-য়েল হাইশ-চিলিয়ানওয়ালার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন,—সংবাদ আসিল। এ সংবাদে লর্ড গফ উৎসাহিত ও আশঙ্ক হইলেন। হাইশ আসিয়া উপস্থিত হইলেই পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করা বাইবে,—এই প্রতী-ক্ষায় লর্ড গফ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এইবার ইংরেজের অসুস্থ হওয়ায় পক্ষে আর কোন বাধা-বিঘ্ন না পাইয়া, কথাসময়ে জেলা-য়েল হাইশ আসিয়া লর্ড গফের নিকট উপনীত হইলেন। বিশূল বল-বৃদ্ধি করিয়া বিশূল উল্লেখ, লর্ড গফ শিখ-শিবির আক্রমণের পক্ষ করিয়া ইংরেজের পক্ষে লাগিলেন।

একদিকে ইংরেজ-পক্ষ দ্বিগুণ হলে বলীয়ান হইয়া আক্রমণের অস্ত
 অঙ্গন হইল; অন্যদিকে শিখ-শিবিরে ক্রমশাধি সংগ্রহের অনুবিধা
 ঘটিতে লাগিল। সুতরাং শিখগণ আর চিলিগ্রানওয়ালার অবস্থান নিরা-
 পত্তন করিয়া যেন করিল না। অতঃপর তাহারা চক্রভাগা নদীর গতি অনু-
 সরণ করিয়া, গুজরাট নগর অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহাদের উদ্দেশ্য
 রহিল,—“রেচনা-দোরাব” পার হইয়া উৎকলেশ সূর্যনগরকর লাহোরে
 প্রবেশ করিবে। ইংরেজগণ শের সিংহের সে উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন;
 অতঃপর, চক্রীর চক্রান্তে সে সংবাদ কাহাদের অবিলম্বিত রহিল না।
 সুতরাং শের সিংহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে জেনারেল হইল
 উজীরাবাদের সন্নিকটে সৈন্ত-সমাবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নৌকার সেতু
 নির্মাণ করিয়া প্রধান সেনাপতির সহিত হইশের সৈন্তদলের সম্মিলনেরও
 ব্যবস্থা হইয়া গেল। এই সময়ে ইংরেজ-সৈন্তের সংখ্যা, পঁচিশ হাজারের
 অধিক হইয়া দাঁড়াইল। শিখ-সৈন্তের সংখ্যাও, ইংরেজগণ অনুমান
 করিল, প্রায় ৩০ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। কাবুলের আমীর দোস্ত
 মহম্মদের পুত্র একরাম খাঁ, পেশোয়ারের স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়া,
 ইতিপূর্বে একান্তভাবে শিখগণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৫ শত
 আকমান অবরোধই সৈন্ত সহ, এই সময়ে তিনিও আসিয়া শের
 সিংহের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে শিখগণের সৈন্তসংখ্যা
 ইংরেজের অগণনা অধিক হইলেও, ইংরেজগণ কিন্তু ঘিচিলিত
 হইলেন না। ইংরেজগণের সৈন্তগণ সকলেই সুশিক্ষিত এক
 ইংরেজের কামান-বন্দুক প্রভৃতিও প্রচুর। সে তুলনায়, শিখগণ
 ইংরেজের নিকট কতকম দাঁড়াইতে পারিলেন? তাহাদের সৈন্তসংখ্যা
 অধিক হইলেও, ইংরেজের কামান, বন্দুকের প্রবল প্রয়োগে তাহা
 অসিয়া বাহিবে যা কি? বিশেষতঃ ইংরেজের বড়বড় শিখ-
 শিবিরে পতনপ্রসঙ্গ ঘনি ছিল না। সৈন্তদলের ক্ষয়প্রাপ্ত কতক

যে ইংরেজের গুপ্তচররূপে অবস্থান করিতেছিল, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ফলতঃ এইবার শের সিংহের তীব্র অগ্নি-পরীকার দিন উপস্থিত হইল। বোধ হয় শের সিংহও বুঝিতে পারিলেন, বোধ হয় ইংরেজও উপলব্ধি করিলেন,—এইবার শিখ-শৌর্যের অবসানের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

চিলিয়ানওয়াল হইতে দক্ষিণ-পূর্বে কাছোলের পথে ওয়রাট নগর অবস্থিত। ২১শে কেকরাও শের সিংহের সৈন্তদল ওয়রাটে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল। সেই সৈন্তদলের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা নালা ছিল; শের সিংহ সেই নালায় পার্শ্বে কামান সজ্জিত করিলেন। তাঁহানিগের বাম পার্শ্বে নগরের পূর্বদ্বারে একটা ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত; সেই নদীটা উজীরাবাদের দিকে চন্দ্রভাগার সহিত মিলিত হইয়াছে। সৈন্তদলের দুই পার্শ্বে দুইটা জলপ্রবাহ বিদ্যমান থাকায়, তদ্বারা কেন শের সিংহের সৈন্তদলের পরিবার কার্য সঞ্চিত হইতে লাগিল। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড গফ্ ইতিপূর্বেই শের সিংহের অহুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন; নিকটস্থ হইয়া, তিনি আক্রমণের হুমুস অহুসস্থান করিতে লাগিলেন। দুই পার্শ্বে দুইটা জলপ্রবাহ শের সিংহের পরিবার কার্য করিলেও, লর্ড গফ্ দেখিলেন, দুই জলপ্রবাহের মধ্যস্থলে ডিন মাইল পরিমিত এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বিদ্যমান। সেই প্রাঙ্গণের পথে কোনই স্বাভাবিক বাধা-বিঘ্ন নাই। সেই পথে অগ্রসর হইলে, অনায়াসেই শের সিংহের সৈন্তদল বিপরীত হইতে পারে। এই মনে করিয়া, লর্ড গফ্ তদাভিমুখে সৈন্ত পত্রি চন্দ্রভাগ ব্যবস্থা করিলেন। এ সময় তিনি বহু কল যন্ত্রাদি প্রাঙ্গণ সাব্যস্তের জন্য নানা স্থান হইতে নানা সৈন্তদল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেনাপতি এইচ ডুগাল, বোম্বের সৈন্তদল পরিচালনা করিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে সিখিয়ার অগাধোদী সৈন্ত পরিচালনা করিতেছেন।

জোসেফ থাকতেন এবং একদল অধারোহী সহ ব্রাইপেডিয়ায় হোয়াইট যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা শিখসৈন্তের বাহু পাশ বেঁধেন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মেজর ব্রডের অধীনে কাপ্তেন ডানকান এবং হাসের অধারোহী সৈন্তদল, পূর্বোক্ত ব্রিটিশ সৈন্যদলের সাহায্যার্থ পরিচালিত হইতে লাগিল। এদিকে দক্ষিণ পার্শ্বেও প্রকল্প-রূপে আক্রমণের ব্যবস্থা চলিল। ব্রাইপেডিয়ায়-জেনারেল ক্যানিংয়ের পরিচালিত পক্ষাতিক সৈন্তদল, মেজর লাডলো ও লেকটেন্যান্ট রবার্টসন পরিচালিত গোলাবারুদ সৈন্তদল এবং অজ্ঞাত বহু সৈন্ত, শিখসৈন্তের দক্ষিণ পার্শ্বে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। নানার পশ্চিম পার্শ্বে মেজর জেনারেল জিলবার্টের অধীনে পক্ষাতিক সৈন্তদল এবং ১৮টা বৃহৎ কামান সহ মেজর ডে ও হর্সফোর্ড অগ্রসর হইলেন। মেজর জেনারেল হাইশ, ব্রিপেডিয়ায় মার্কাম প্রভৃতির পরিচালিত সৈন্তদল তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রধাবিত হইল। মেজর করবেস, কাপ্তেন বেকার্ডি এবং এণ্ডারসনের সৈন্তদল, কাপ্তেন ডসের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। লেকটেন্যান্ট কর্ণেল ব্রায়ড এবং মারনার প্রভৃতি আরও বহু সেনাপতির পরিচালিত বহু সৈন্যদল বহু দিক হইতে সমবেত হইল। সকল দলের আর কত নাম করিব?—যেন সপ্তরথীতে অভিমুখ্যকে বেঁধেন করিয়া দাঁড়াইল। ফলতঃ, তারিতে ইথরেজের যেখানে বড় সৈন্তদল ছিল, সকলেই যেন এই ক্ষেত্রে সমবেত হইল। শিখসৈন্তের ৫১টা মাত্র কামান ছিল; ইথরেজ পক্ষে শতাধিক বৃহৎ কামান এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র কামান আনিয়া উপস্থিত হইরাছিল।

১২শে ফেব্রুয়ারী সাড়ে সাতটার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শিখসৈন্ত প্রথমে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিল; কিন্তু পরিশেষে তাহাদের প্রতিতে আর কুশাইতে পারিল না। তাহাদের গোলাবারুদ কুশাইয়া গেলিল;

একিকে ইংরেজ-শত্রু প্রবল বেগে আক্রমণ করিবার যত্ন অব্যাহত হইল। তখন আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, শিখ-সৈন্য পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইংরেজ-পক্ষের পদাতিক সৈন্যগণ দ্রুতবেগে শিখ-শিবিরের উপর পতিত হইল। এইবার আর পারিল না; লিখগণ আর আশ্রয়কার সমর্থ হইল না। ইংরেজপক্ষ এইবার শিখদিগের কামানগুলি কাড়িয়া লইল; শিখ-শিবির লুণ্ঠন করিল; শিখদিগের বে কেবল সন্মুখে পড়িল, সেই অন্ত্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই যুদ্ধের গোলাবর্ষণে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। পলায়নের সময়ে, শিখসৈন্যের পশ্চাদ্গমন করিয়া, পূর্বে দিকে ত্রিগেডিয়াস জেনারেল ক্যাম্বেলের সৈন্যদল এবং পশ্চিমে দিকে বোম্বের সৈন্যদল প্রধাবিত হইল। এইরূপে প্রায় ১২ মাইল পথ ইংরেজ-সৈন্য শিখদিগের অনুসরণে উবাও হইয়া ছুটিল। সমস্ত পথ হতাহতের পরিপূর্ণ; চারিদিকে অস্ত্র-শস্ত্র বিক্ষিপ্ত; যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই ঘন শব্দানের বিকট শব্দ প্রতিকলিত। এই যুদ্ধের পরিণামে, অনেক নির্দোষ নিরীহ প্রাণিও যে বিপন্ন হইল, তাহা বলাই কল্যাণ। যাহাদের হস্তে অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না, তাহারাও অস্ত্র-শস্ত্র লুকাইয়া প্রাণিগাছে বসিয়া সন্দেশে দণ্ডিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে শিখদিগের ৫০০ কামান ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। হতাহতের সংখ্যা,—সে আর কে নির্ণয় করিলে! এই যুদ্ধে ধরনী নরশোনিভভাবে প্রাণিতা হইয়াছিলেন। ইংরেজের ইতিহাসেই প্রকাশ,—এই যুদ্ধে শিখপক্ষের ক্ষতির অবধি ছিল না; কিন্তু ইংরেজ পক্ষের মাত্র ১২ জন নিহত এবং ৬০২ জন আহত হইয়াছিল। যুদ্ধের ইংরেজের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। আর যতদিন জেনারেল লর্ড ডালহাউসি এই যুদ্ধ-ভয়ে যে আশঙ্ক প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে আশঙ্কের প্রতিফলি আজিও ঘন কর্ণকর্ণে শোনা যাইতেছে। আজ-ইতিহাসে এমন যুদ্ধ ইংরেজকে আর কখনো

করিতে হয় নাই; ভারতবর্ষে ইংরেজের খত কিছু শক্তি-সামর্থ্য ছিল, সকলই এই যুদ্ধে নিরোজিত হইয়াছিল;—স্বয়ং পবর্ষের জেনারেল লর্ড ডালহাউসির মূখেই এই কথা প্রকাশ।

গুজরাটের যুদ্ধে ইংরেজের এই জয়লাভের পর, শের সিংহ আর যুদ্ধ চালাইতে ইচ্ছা করিলেন না। শের সিংহের পিতার নিকট আকমান-গণ কর্তৃক যেজর লরেন্স বিক্রীত হইয়াছিলেন; এ সংবাদ পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। যেজর লরেন্স একশে শের সিংহের আশ্রয়-ধীন। গুজরাটের যুদ্ধের পূর্বে যেজর লরেন্সকে মুক্তি-প্রদান করিয়া, শের সিংহ তাঁহাকে ইংরেজ-শিবিরে প্রেরণ করিলেন। শের সিংহের পক্ষ হইয়া যেজর লরেন্স ইংরেজের সহিত সন্ধির ব্যবস্থা করেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু ইংরেজ তখন যুদ্ধে অরুচি করিয়াছেন; ইংরেজ তখন অহংকারে বদ্ধ ক্ষীণ করিয়া সগর্বে লণ্ডারবাস; সুতরাং সন্ধির প্রস্তাব তাঁহার্য্য তুলিবেন কেমন? লরেন্স মুক্তি পাইলেন বটে; কিন্তু শের সিংহের উদ্দেশ্য সফল হইল না। ইংরেজ, শের সিংহের সহিত সন্ধি-স্থাপনে সীকৃত হইলেন না।

শের সিংহের সহিত সন্ধি তো হইলই না; অধিকন্তু পঞ্জাবের অসুউচ্চক্র একেবারে পরিবর্তিত হইল। পবর্ষের জেনারেল লর্ড ডালহাউসী পঞ্জাব প্রাস করিবার জন্যই যে পঞ্জাবে এই সমরানল প্রোক্ষিত করিয়া তুলিয়া ছিলেন, শিখগণ প্রথমে তাহা বুকিতে পারেন নাই। পঞ্জাবের নাবালক রাজা দলাপ সিংহই বা তাহার কি প্রকারে বুঝিবেন? তাঁহারই সাহায্যার্থ, তাঁহারই রাজ্যের দুশৃংখলা-বিধানের লক্ষ্য, ইংরেজ ভাল ব্যবস্থা-বন্দোবস্তই করিতেছেন;—বালকের কোমল প্রাণ ইহা ব্যতীত আর কি বুঝিতে পারে? যোব হই, লাহোর-করমসির অসংকলিত এ সময়ে অসংকলিত আত্মা ছিলেন। কিন্তু পবর্ষ গুজরাটের যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের জয়লাভ হইল, তখন সকল আশায় অবতীর্ণ হইল;—

লাহোর চরবারের চমক ভাঙ্গিল :—শিখ-সর্দারগণ বুঝিতে পারিলেন,—
 ফুগাইল—হাঁহাদের সকল আশা-ভরসা চিরতরে ফুগাইল ! কিন্তু চরবারের
 সমস্তগণ যখন লড় ডালহাউসীর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, তখন
 আর উপায় নাই ! সৈন্যবল, সমস্তই ইংরেজের করতলগত ; শিখদিগের
 ধন-সম্পদ, সমস্তই ইংরেজের অধিকৃত ; শিখ সর্দারগণ, ইংরেজের
 জৌহনক-রূপে বিরাজমান ; সুতরাং তাঁহারা আর কি করিবেন ? অতঃপর
 সর্দারগণ সুবিধাজনক সন্ধির প্রার্থী হইলেন । কিন্তু সুবিধা আর
 কি হইতে পারে ? ইংরেজ বলিলেন,—যাহারা বিজ্রোহে যোগদান
 করিয়াছিল, তাহারা উপযুক্তরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে ; যাহারা কোনরূপ
 বিদ্রোহিতাচরণ করেন নাই, তাঁহারা মিত্র বলিয়া গণ্য হইবেন । কিন্তু
 পক্ষাবের দশা কি হইবে ? প্রশ্ন উঠিল,—সম্রাটের দশা কি হইবে ?
 ইংরেজ এক সন্ধি-পত্র প্রস্তুত করিলেন । সর্দারগণ সকলেই সেই সন্ধি-
 পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন ; রণজিং সিংহের পুত্র একাদশ-
 বর্ষীয় বালক দলীপ সিংহকেও সেই সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করান
 হইল । সন্ধিপত্রে পাঁচটী সত্তা লিখিত হইল : প্রথম সত্তা,—
 মহারাজ দলীপ সিংহকে চিরতরে সম্রাটের স্বত্ব-স্বামিত্ব ইংরে-
 জের হস্তে অর্পণ করিতে হইল ; শিখের বড় সাধের, বড় মৌর-
 বের পঞ্চাব, হুটিশের দামড-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল । দ্বিতীয় সত্তা,—
 পৃথিবীর সামন্তর কোহিনুর-মণি দলীপ সিংহ ইংলণ্ডস্থরী মহারাজী
 জিক্টোরিয়াকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন । এক দিন আকশনি-
 হাদের কুতূর্ষক আঘাত সা-মুজা-উলমুলুকের নিকট হইতে সম্রাট-
 কেশরী মহারাজ রণজিং সিংহ অশেষ আগ্রাসে যে মহামণি অধিকার
 করিয়া লইয়া ছিলেন, এই সন্ধি-সত্তা পুরাপুরানিক সেই অমূল্য
 মণি লাপর পারে হুটিশ বীণে চলিয়া গেল । তৃতীয় সত্তা,—মহারাজ
 দলীপ সিংহ পঞ্চাব হইতে নির্বাসিত হইলেন ; নবাব-জেনারেল লর্ড

ডালহাউসির অভিযাত্র-মত যে কোন স্থানে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইবে, স্থির হইল। সম্মানের মধ্যে তাঁহার চূড়ান্ত হইল,—তিনি দুই মহারাজা বাহাদুর উপাধি উপভোগ করিতে পারিবেন; আর তাঁহার এরোজ-মত বৎসরে চারি লক্ষ হইতে পাঁচ লক্ষ পর্য্যন্ত টাকা তিনি পেঙ্গন বা বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। আর আর যে মর্ড, সে সকলের উল্লেখ করা নিম্প্রয়োজন। ফলতঃ এই সন্ধি-সন্ধিতে শিখের পক্ষ, ইংরেজের পক্ষাব বলিয়া গণ্য হইল।

১৮৪১ খ্রষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ, গবর্নর জেনারেল লর্ড ডালহাউসীর স্বাক্ষরিত এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। গবর্নর জেনারেলের ঘোষণা-প্রচার করিলেন,—“আজি হইতে পঞ্জাব-রাজ্যের অবস্থান, আজি হইতে মহারাজ দলৌপ সিংহের সমস্ত রাজ্য ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।” ফলতঃ কারণ দেখান হইল,—শিখগণ বড়ই দুর্ব্ব জাতি; তাহারা কাহারও বশতা স্বীকার করিতে চাহে না; সময় সময় লাহোর গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধেও তাহারা অন্তর্যায় করিতে সক্ষম নহে। শিখ-দ্বিপকে মুশৃঙ্খলার পরিপালন করা বড়ই দুষ্কর ব্যাপার; উচ্ছৃঙ্খলার, আশঙ্ক্যকলহে শিখজাতির অবস্থান অবশ্য ভাব্য। লাহোর গবর্নমেন্ট এখন আর তাহাদ্বিপকে দমন করিতে পারিতেছেন না; এক্ষণে শিখ-জাতিকে দমন রাখিতে না পারিলে,—তাহাদ্বিপকে মুশৃঙ্খলার পরিত্যাগিত করিতে না পারিলে, ব্রিটিশ-গবর্নমেন্টেরও প্রতিপদেই বিপাক্তব সম্ভবনা। ইংরেজের আশ্রয়কার ভক্ত এবং শিখদিগের পরিভ্রাণ-হেতু, ইংরেজগণ তত অসুস্থানে প্রবৃত্ত। বহুদিন হইতে ইংরেজগণ শিখদিগের তত-পক্ষিতা করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ, ইংরেজের পক্ষ-বিরূদ্ধ ছিলেন; তাহার বড় সন্তের শিখজাতি নির্দুন্দ্ব না হয়, এই বড়ই তাহাদের প্রতি এই কল্পনার পাতি-ধারি বধিত হইল। ফলতঃ, শিখ-জাতির প্রতি বদ্য-পারক হইয়াছে।

করিয়া লইলেন;—সদরদার জেনারেলের ঘোষণাপত্রে একান্তরূপে এই কথাই ব্যক্ত হইল।

এইরূপে পঞ্জাব ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, পঞ্জাবের আরও নানা পরিবর্তন সাধিত হইল; কমিশনার এবং ডেপুটী কমিশনারগণের অধীনে পঞ্জাবের শাসনকার্য নিৰ্বাহিত হইতে লাগিল। ইংরেজগণ বাহিরা বাহিরা শিখ-সৈন্যগণকে অপমানের সৈন্যদলে ভুক্ত করিয়া লইলেন। দেশের সমস্ত লোকের অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল। বাহারা ইংরেজের একান্ত বিখানভাজন হইল, তাহারাই সৈন্যদলে চাকরী পাইল; অবশিষ্ট শিখগণ কৃষিকার্যে অধিকা-নিৰ্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইল। ইংরেজের প্রত্যয়ে পঞ্জাবে যেন দারুণ বিতীৰ্ণিকা রাজত্ব বিস্তার করিল। অধিক বলিবে কি, সেই বিতীৰ্ণিকার ফলে, পরবর্তীকালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়, পঞ্জাব আদৌ মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই;—পঞ্জাবের দুর্ভব শিখগণ, তখন শান্তিশ্রম জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। এক্ষণে পঞ্জাবের শাসন-ব্যবস্থা আরও পার্শ্ববর্তিত। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের স্তার, পঞ্জাব এক্ষণে একজন লেক্টেন্যান্ট গবর্নরের শাসনাধীন।

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের পর পঞ্জাব ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, আরও কি হইয়াছিল, বলিতে হইবে কি? বালক দলীপ সিংহ স্তম্ভধ্বংসী বীজিত হইলেন। তাঁহাকে সমুদ্র-পারে ইংলণ্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। ইংলণ্ডে গমন করিয়া, দলীপ সিংহের কি দুর্ভাগ্য ঘটয়াছিল, সে কথা আজও সকলেরই হৃদয়ে হৃদয়ে আগলক আছে। সেখানে নিরা, পাশ্চাত্য বিলাস-মদিরায় বালকের কোমল প্রাণ ক্রমেই বিষাক্ত হইয়া আসিল। বরপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশু দিনে কর্কটপ্রিত হইয়া পড়িলেন। শেষ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, যে টাকা তিনি কুতি পাইতে লাগিলেন, তাহাতে আর তাঁহার সুসান হইল না,—সিখ-বিশিষ্ট তিনি একমালে বিভ্রান্ত হইতে লাগিলেন। একমালে বিভ্রান্ত

হইয়া, ইংলণ্ডের নরমারীর নিকট তিনি বেত্রাশ দ্বন্দ্বিত ও অশব্দ হইয়া-
 ছিলেন, সে সকল কথা স্মরণ করিতেও ছদ্ম বিদীর্ণ হয়। পঞ্জাব-
 কেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজ দলীপ সিংহের সে দশা দেখিতে
 হইবে,—স্বপ্নেও কেহ চিন্তা করিতে পারেন নাই। এমনি ছুরবন্দার,
 এমনি হতভাগ্য, এমনি নৈস্ত-গরিষ্ঠো, দলীপ সিংহের জীবন অভিযান্ত্রিক
 হইয়াছিল। দলীপ সিংহের বংশধরগণ এক্ষণে বিলাতেই বসবাস
 করিতেছেন। তাঁহাদের আর সে শিখ্য নাই; তাঁহারা এখন সাহেব
 বনিয়া গিয়াছেন। হায় হায়!—পঞ্জাব-কেশরীর বংশের এই পরিণাম
 নিশ্চিত ছিল। দলীপ সিংহের জননী নিম্বন বা চম্পাবতীর দশ। কি
 হইয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিলেও পাম্বাণ বিদীর্ণ হইয়া জলধারা
 নির্গত হয়। পুত্রের মঙ্গল-কামনায় শিখগণকে উত্তেজিত করিতে
 গিয়া, তিনি নানারূপে নিষ্ঠাভঙ্গ-প্রস্তুত হন। পরিশেষে, বধন-ধন্বাত্তর গ্রহণ
 করিয়া পুত্র দলীপ সিংহ সাগরপারে প্রস্থান করেন, সেই সময়ে
 শোকে, তাপে, মনোভঙ্গে অত্যান্বিত হই-সীলা সাক্ষ হন। সে
 সকল লোমহর্ষণ দৃশ্য,—আপনিই যেন চক্কর উণ্ডর প্রতিকল্পিত
 হইতেছে। অর্ধচ, শিখজাতি সে সকল স্মৃতি বিস্মৃতি-সাগরে ভাসাইয়া
 দিয়া নিরন্তরই কৃত্রিম সুখ-শান্তির অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। সে
 শিখজাতিকে কেহ কখনও দমন করিতে পারে নাই; পরাধীনতা
 কাহাকে বলে, যে শিখজাতি কখনও জানিত না; পূর্ব-স্মৃতি বিস্মৃত
 হইয়া, আজ সেই শিখজাতি কি শোচনীয় পরিসর! দাসত্বে তাহারা
 এমনই ভাবে আত্ম-বিক্রয় করিতে শিখিয়াছে,—নিবকের চাকরগিরিতে
 এমনই অকণ্ঠ পরিচর দিতে শিক্ষা করিয়াছে যে,—তাহাদিগকে আর
 তরু গোবিন্দর ‘বালমা’ শিখ বলিয়া মনেই হয় না।

ভাবিতে গেলে, এইরূপ আরও কত কথা মনে পড়ে! মনে পড়ে,—
 কি হইবে কি হিহ অকলঙ্ক করিয়া, শিখ-মুন্দের মূর্ত্তা হইল। মনে

পড়ে,—কি করিতে দিরা, কি কার্যে কি ফল লাভ করিল। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে, পঞ্চাবের শাসনকর্ত্ত্বক প্রকাশাস্তরে বৃটিশ-সর্ব-মেন্টই গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহাদেরই পরামর্শ-অনুসারে পঞ্চাবের রাজকাৰ্য্য নির্বাহিত হইতেছিল। মুলরাজের সহিত বিধান-বিসম্বাদের মূলকারণও তাহারাই। অবশ্য রাজ্যভট্ট হইলেন—দলীপ সিংহ! দলীপ সিংহের রাজত্ব রক্ষার জন্যই মোক্কাওনের যুদ্ধের পর ইংরেজের প্রাণ কঁদিয়া উঠিয়াছিল; পাছে শিখদের উচ্ছৃঙ্খল্য তাহাদের পরম কিত্ত-বর্জিত সিংহের পুত্রের পঞ্চাব-রাজ্য ছাড়ে-বারে বার,—এই আশঙ্কা, মুলাসন-মুগালদের দোহাই দিয়া, ইংরেজ পঞ্চাবের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; নাবালক দলীপ সিংহের হিতসাধনের জন্য করিয়াই, ইংরেজ নাহোরের কর্ত্ত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারই ফল,—তাহারই পরিণাম, কি এই দাঁড়াটল! যুদ্ধ বাধাইলেন,—ইংরেজ; যুদ্ধ করিলেন,—ইংরেজ; কিন্তু রাজ্য পেল,—দলীপ সিংহের! বলিহারি—ইংরেজের ন্যায়নিষ্ঠা! জিজ্ঞাসা করি, দলীপ সিংহ কোন সৈন্যে দোহী ছিলেন? ইংরেজ এ পর্য্যন্ত বলিতে পারিলেন না,—দলীপ সিংহের কি অপরাধে তাহার রাজ্য ইংরেজ কাড়িয়া গইলেন? বিজোহী নও পাউক; তাহার নও পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু নির্দোষ দলীপ সিংহ কি করিলেন? অপরের দোষে দলীপ সিংহের রাজ্য বার!—বলি ইংরেজ, এ ভোমার কিরূপ ন্যায় বিচার? এ সমস্তার বীনাংসা কখনও হইবে না; ইংরেজের এ জারপয়তার চিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতেও কখনও অলিত হইবে না। যখনই শিখজাতির কথা মনে হইবে, যখনই ডালহাউসীর শাসন-নীতির কথা মনে পড়বে, যখনই পঞ্চাবে ইংরেজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা শ্রবণ হইবে, যখনই জারত-মান-চিত্রের উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তে বৃষ্টি-সকালিত হইবে;—তখনই সেই স্মৃতি আনিয়া উঠিবে, ইংরেজের বহুবৈধ পরিণাম চিত্রের প্রাণ অক্ষয় হইবে।

পরিশিষ্ট ।

পত্রিশিষ্ট ।

—:~:—

প্রথম পরিশিষ্ট ।

—○—

“আদি গ্রন্থ”, কিংবা প্রথম পুস্তক ; অর্থাৎ

শিখনিগের প্রথম গুরু বা শিক্ষক

নামকের ধর্ম-গ্রন্থ ।

অটব্য।—প্রথম গ্রন্থ ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক নহে। বোড়শ ও
সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক অবস্থা কিরূপ ছিল, এই গ্রন্থে
তাহার কোন পরিষ্কৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তাত্ত্বিক ধর্ম এবং
সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বর্ণনাও এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া
যায়। সর্বাঙ্গকল্পে এবং সমস্তভাবে ঐশ্বরের উপাসনা করা কল্যাণ, এই
গ্রন্থের তাহাই প্রধান শিক্ষা। ঐশ্বরের কোন নির্দিষ্ট আকৃতির বিবরণ
ইহাতে নির্দিষ্ট হয় নাই। মনুষ্যত্ব, সরলতা এবং সংকীর্ণ ব্যক্তিত্ব
কলাচ মুক্তিলাভ হয় না; ‘গ্রন্থে’ ইহাই পরিবর্তিত।

‘আদি গ্রন্থে’ প্রথমতঃ নামকের রচনা সম্বন্ধেই হইয়াছে বলিয়া
কথিত হয়। শিখনিগের পরবর্তী প্রচারকরণ, অর্থাৎ কঠ, মণ্ডন ও
অষ্টম গুরু ব্যতীত, নবম গুরু ডেগ বাহাদুর পর্যন্ত সকলেই রচনা,
এই গ্রন্থে সম্বন্ধিত। মণ্ডনজ, গুরু গোবিন্দ কর্তৃক এই গ্রন্থের কোন
কোন স্থানে পরিমার্জন এবং কোন কোন স্থানে মূল্য সংযোজিত
হইয়াছে। বিজয়জ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বিশ্বব্রাহ্মণসদৃশ কলকল্প
কল্পনা হইয়াছে। মণ্ডনজের রচনাও এই গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। সেই

সকল ভক্ত বা যোগীর লক্ষণ—সত্যভক্তেরা মন বলিয়া উল্লিখিত হয় । 'হৃদীয়তা, নামক এক ভাঁহার পরবর্তী গুণদ্বয়ের অমুচর কতকগুলি 'ভাট' বা কবি কর্তৃক কতকগুলি কথিত। এই প্রভে সংযোজিত হইয়াছে । 'প্রভে' বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিতে সেই সকল ভক্ত বা যোগিদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন নাম বা সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায় । অথবা সাধারণ 'প্রভে' লিপি-প্রস্তুতকারী বা সম্পাদক, তাঁহারা অপরাধন ইচ্ছানুসারে প্রভের কোন কোন অংশ পরিভাষ্য করিতেছেন ; কোন কোন অংশকে আদি রচনা বলিয়া প্রচার করিতেছেন । বোল জন ভক্তের মধ্যে দুই জন 'ভোর' বা বাহুবল্লভ নাম উল্লেখ হয় ; তাহারা অর্জুনের নিকট ভোর পাঠ করিয়া কিরূপে ভাঁহার আশ্রয় অর্জন করিয়াছিলেন । আর একজন 'রুব' বা 'সেহাল-বাহক'ও পুরোক্ত একইরূপে বর্ণনা করা লাভ করিয়াছিলেন ।

'প্রভে' কোন কোন সংস্করণে পরিশিষ্ট বর্ণিতে পাওয়া যায় । তাহাতে যে সকল রচনা স্থান পাইয়াছে, তাহা সমুদায়েরই প্রমাণ-পরিচয় প্রদান করিলে । সেই সকল বিষয় যাহা প্রভের উচিত্য বিবেচনা, বিবিধ কারণে বাহা ভক্ত-মিত্র উল্লিখিত করে । পঞ্চম ভক্ত অর্জুন প্রভের এই প্রমাণ প্রদান করেন । কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্জুনের রূপভিষিক্ত পরবর্তী নিকটস্থ 'প্রভে' সহিত অত্যন্ত বিষয় সংযোজিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ।

। 'প্রভে'রই প্রভে লিখিত । প্রভে হইতে শেষ পর্যন্ত বাহা প্রভ ও কল্যাণমূলক ভাবে প্রভা প্রভেতে পরিণত । পরবর্তী উক্ত ভাবে প্রভে ; বিদ্যো ভাবের রচিত ; পঞ্চমের কোন ভিষিক্ত ভাবের প্রভে 'প্রভে' লিখিত হয় নাই । কিন্তু 'প্রভে'র কোন কোন অংশ, প্রভের প্রভে ভিন্ন, সংস্কৃত ভাবে রচিত । অথবা ভাবভাবের প্রভেতে বহু ভাবে ও কর্তব্যভাবের প্রভেতে 'প্রভে'র ভাবের কর্তব্যভাবই 'প্রভে'র আদ্যোপাত্ত রচিত হইয়াছে । কিন্তু ভক্ত বা নিম্নলিখিত প্রভের

সেই ভাষা ব্যবহার করিতেন বলিয়া, সেই ভাষা বা বর্ণমালা সমস্ত সমস্ত 'ভরসুখী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে; পঞ্জাবের এচলিত ভাষারও সেই 'ভরসুখী' নামে পরিচিত। আধুনিক বিদগণ মনে করে, লাহোরের দক্ষিণ-পশ্চিমবর্তী প্রদেশ-সমূহে এচলিত প্রাদেশিক ভাষা, নামকরণ রচনার স্থান পাইয়াছে। তাহাদের মতে, অর্জুন বে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ বিতর্ক।

এই গ্রন্থ, (বড় বড় পৃষ্ঠার : ৪ পোড়ি কথার) ১২৩২ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। এতোক পৃষ্ঠার ২৪টা করিয়া পংক্তি, এবং এতোক পংক্তিতে ৩৪টা করিয়া অক্ষর। অতিরিক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধিত হওয়ার, এই গ্রন্থের পত্রিক কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে; পরিমিষ্ট সময়ে গ্রন্থে ১২৪০ পৃষ্ঠা আছে।

‘আদি গ্রন্থের’ নির্ধণে।

১৮। ‘অপজি’ বা সাধারণতঃ ‘অপ’,—ইহার অপর নাম ‘ভর-সুখ’; সৌক্যকালে এই ভোক্তা পাঠ করিতে হয়। এই অংশ গ্রন্থে সাতটি পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। চল্লিশটা শ্লোক বা “পাউরির” সর্বসম ভাষায় পরিব্রাজ্য সমান নহে; কতকগুলি দুই লাইনে, কতকগুলি তিন লাইনে সমাপ্ত। ‘অপ’ শব্দের ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধ অর্থ,—স্বরণ করা। প্রকৃত অর্থে, ইহাতে স্বরণ বা উপদেশ বুঝায়। নামকই, ‘অপজি’ বা ‘অপ’ অভিহিত। সাধারণতঃ কথিত হয়, নামক শিবাধিকারকে এতাহ এতাহে এই ভোক্তা পাঠ করিতে উপদেশ যেন। অতীত এতোক ধর্মপারিত্য শিখ, ভরসু উপদেশাত্মবায়ী কার্য করিয়া থাকে। এই অংশে একজন এককর্তা এক একজন উত্তরবাতা, রচনাপ্রণালী হইতে তাহা সহজেই বুঝা যায়। শিখদিগের বিশ্বাস,—নামকের গ্রন্থ শিখ অতীত সেই প্রকর্তা।

২১। ‘সোদার বই গ্রন্থ’,—শিখদিগের সোদা বা সাধারণ ভোক্তা। নামক গ্রন্থে পড়িয়া এই অংশ সম্পূর্ণ। এই অংশ নামক শিখিতঃ, কিন্তু

রামদাস ও অর্জুনের রচনাও পরে ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে । কথিত হয়, গুরু গোবিন্দও কতকাংশে ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন । ‘রাই রাস’ বধন বহুত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন গুরু গোবিন্দের রচনাগুলিই সচরাচর তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে । ‘সোদার’ অর্থ,—কোন নির্দিষ্ট প্রকারের কবিতা ; ‘রাই’ শব্দের অর্থ,—উৎপাদক ; এবং ‘রাস’ শব্দে রুকণীলা বা রুক-গুণকীর্ণন বুঝা যায় । পঞ্জাবী ‘রৌ’ (Rowh) শব্দ অহুসারে, কখনও কখনও ইহা ইতর ভাষার ‘রৌ রাস’ নামে অভিহিত হয় ।

৩। “কীর্ত্তি সোহিলা”।—বিশ্রামের বা শয়নের পূর্বে এই স্তোত্র পাঠিত হইয়া থাকে । এক পৃষ্ঠায় এবং দুই এক বা ততোধিক পংক্তিতে ইহা সন্নিবদ্ধ । নানক এই স্তোত্র রচনা করেন ; পরে রামদাস এবং অর্জুন তাহাতে নিজ নিজ কবিতা সংযোজিত করিয়াছিলেন । কথিত হয়, গুরু গোবিন্দের একটি কবিতা এই অংশে স্থান পাইয়াছে । সংস্কৃত ‘কীর্ত্তি’ শব্দ হইতে ‘কীর্ত্তি’ শব্দের উৎপত্তি । এই শব্দের অর্থ,—প্রশংসাবাদ বা গুণকীর্ণন । ‘সোহিলা’ শব্দের অর্থ,—বিবাহ-সঙ্গীত বা আনন্দসীতি ।

৪র্থ। গ্রন্থের পরবর্তী অংশ, একত্রিশটি বক্তৃতা বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত । প্রত্যেক খণ্ড বিশেষ বিশেষ কবিতাকুলে বিশেষ বিশেষ স্থানে অভিহিত হইয়া থাকে । নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল :—

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ১। ত্রি-রাগ । | ৭। বিহগ্র (বা বিহঙ্গা) |
| ২। নার । | ৮। গুয়াব হান্দ । |
| ৩। নৌরী । | ৯। সোরাব (বা হুরট) । |
| ৪। আশা । | ১০। বাসেবরী । |
| ৫। হুসরী (বা হুজরী) । | ১১। হুসেইত সত্যনি । |
| ৬। বেও বায়রি । | ১২। টোরি । |

১০। বৈরাগী।	২২। ডো-খারি।
১৪। ডৈলঙ্গ।	২৩। কেদারা।
১৫। সোধি।	২৪। তৈরৌ।
১৬। বিলাওয়ার।	২৫। বসন্ত।
১৭। গৌর।	২৬। সারঙ্গ।
১৮। রামকালী।	২৭। বজার।
১৯। নট নারায়ণ।	২৮। কানাজ।
২০। মালি গৌরা।	২৯। কল্যাণ।
২১। মাল।	৩০। প্রভাতি।
	৩১। জয় ভবানী।

গ্রন্থের অধিকাংশই বা প্রায় ১১২৪ পৃষ্ঠা, এই একত্রিশটা গুণ সম্বন্ধিতে পরিপূর্ণ। একজন বা ততোধিক গুরু, প্রত্যেক গুণের রচয়িতা ; কোন কোন অংশে একজন কিংবা অতিপন্ন ভক্ত বা সাধু পুরুষ আপনাপন রচনা মিলিষক্ত করিয়া দিয়াছেন : কোন কোন স্থলে আবার শিষ্যের বা ভক্তের সহকারিতায় অথবা তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে গুরু স্বয়ংই আপনার রচনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

মিলনিলিখিত গুরুগণের রচনা এই অংশে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে ;—

১। নানক।	৫। অর্জুন।
২। অঙ্গন।	৬। ভেগ বাহাদুর। গুরু গোবিন্দ
৩। উমার দাস।	হরভো, ভেগ বাহাদুরের কোন
৪। রাঘদাস।	কোন রচনা সংশোধিত ও পরিবর্তিত
	রূপে “গ্রন্থ” নিবদ্ধ রাখিয়াছেন।

যে সকল ভক্ত বা সাধু-পুরুষ এবং অপরাপর ব্যক্তির রচনা গ্রন্থের প্রচলিত প্রতিনিধিতে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে, নিম্নে তাঁহাদের নামোক্তক করা যেন :—

পারিপিক্

- | | |
|--|---|
| <p>১। কবির,—খ্যাতনামা বর্ষসংক-
রক।</p> <p>২। ত্রিসোচন,—ত্রাক্ষক-বংশীয়।</p> <p>৩। বোঁটী।</p> <p>৪। রাও দাস,—তামার বা চন্দ্র-
বিভাসকারী।</p> <p>৫। নাম দেও,—‘চিগা’ বা বস্ত্র-
মুদ্রণকারী।</p> <p>৬। খায়া,—জাঠ জাতীয়।</p> <p>৭। শেখ করিম,—মুসলমান কবীর</p> <p>৮। অরুণেব,—ত্রাক্ষক-বংশীয়।</p> <p>৯। ভিকন।</p> <p>১০। সেল,—কৌরকার।</p> <p>১১। পিগা,—অনেক বোঁটী।</p> <p>১২। সাকল বা গুংখা,—কসাই জাতীয়</p> | <p>১৩। রায়ানন্দ বৈরাগী,—খ্যাতনামা
বর্ষ-সংস্কারক।</p> <p>১৪। পরমানন্দ বা প্রেমানন্দ।</p> <p>১৫। হুয় দাস,—অন্ধ।</p> <p>১৬। মিরান বাই,—একজন ভক্ত
বোঁসিনী বা পবিত্রাত্মা স্ত্রী-
লোক।</p> <p>১৭। কলকত, এক</p> <p>১৮। সাত, উত্তরেই ‘ডোম’ বা
বাহুর; অর্জুনের নিকট
ইহার; কোত্র পাঠ করিত।</p> <p>১৯। সুন্দর দাস,—‘রখাবা’ বা
বেথাল-বাহক। তাহারক
প্রকৃত পক্ষে ভক্তমতে দণ্ড
করা যায় না।</p> |
|--|---|

এব। ‘ডোম’,—সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের অর্থ,—কোন কিছু উপ-
ভোগ করা। পুণ্য-বিষয়ক রচনায় উপসংহার, সাধারণতঃ হিন্দু ও শিখ
কর্তৃক এই নামে অভিহিত হয়। ডোম, ৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। নানক,
অর্জুন, কবির, শেখ করিম প্রভৃতির রচনা ব্যতীত, আরও নর-কল
‘জাঠ’ বা অভিযানকের রচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। উদারদাস,
রায়দাস এবং অর্জুনের প্রতি এই সকল ভাট বা অভিযানক
দ্বিগুণ অহরহত ছিল।

‘ডোমের’ একমুখী নানকের রচিত চারিটী সংস্কৃত শ্লোক।
ডোমের এক হচ্ছে ৩৭টী এবং অপর আর এক হচ্ছে ২৪টী সংস্কৃত
শ্লোক সম্বলিত রহিয়াছে; সকল ভাটই অর্জুনের রচনা-এবং

আদিগ্রন্থ ।

পঞ্চাবী বাহিনী ভাবার অর্জুনের আরও ২৫টি প্রোক ইহাতে সন্নি-
বদ্ধ আছে ; সে সকলই অব্যতসরের গুণকাহিনীপূর্ণ । ইহাদের অধ্য-
বহিত পরেই কবির প্রকৃতির ২৪০টা, শেষ ফরিশের ১০০টা এবং
অর্জুনের উপদেশপূর্ণ আরও কতকগুলি প্রোক, এই অংশে দেখিতে
পাওয়া যায় । অতঃপর শেষ পর্বাঙ্ক, কাল এবং অস্ত্রান্ত ভাটের কতক-
গুলি রচনা এই অংশে স্থান পাইয়াছে ; সে গুলি অর্জুনের কোন কোন
অংশের সহিত বিশিষ্ট নিয়োজিত ।

এই ‘ভোত্র’ নামক অংশে যে ২২ জন ভাটের রচনা দেখা যায়,
তহাদের নাম সিয়ে উল্লিখিত হইল ;—

- ১। ভিখা,—অমরদাসের শিষ্য । ৫। সাল,—অর্জুনের শিষ্য ।
- ২। কাল,—রামদাসের শিষ্য । ৬। মাল ।
- ৩। কাল সাহয় । ৭। সখ্য ।
- ৪। জগদগ,—অর্জুনের শিষ্য । ৮। বল ।

৯। কীর্তি বা কীর্তি ।

এই সকল নাম করনাপ্রসূত, হস্তাক্ষর বা কৃত্রিম । “ভুজু মিহাল”
নামক প্রভেদ কেবল দ্বাত্রিংশ জন ভাটের নামোক্ত আছে । কাল নাম
কৃত্তক অস্ত্রান্ত সকলগুলিই ‘প্রমোক্ত’ নাম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ।

প্রমোক্ত প্রকৃতিপত্র ।

৬৪। ‘ভোত্র কা বাব’ ;—অথবা উপসংহারের শেষ কবিতা ।
এই অংশ সাত পৃষ্ঠার বর্ধিত । ইহার অন্তর্গত,—(১) হুচনার “প্রোক
মেইল পইলা” বা আদি ক্রীলোক বা ক্রীতদাসীর ভোত্র নামে কতকগুলি
প্রোক আছে । (২) বরার বাবার প্রতি মানবের উপদেশ । (৩) মানবের
‘ব্রহ্মদাস’ অর্থাৎ অহরহের অপরাধ বা বর্ষপ্রাণ মহাপ্রভুর উপাসনা-
পদ্ধতি ; ইহাতে বর্ষপ্রাণ মহাপ্রভুর প্রকৃত বিশেষত্ব বা গুণ বর্ণিত ।

পরিশিষ্ট ।

আছে; এবং (৪) “প্রাণ সিংহি” নামক ‘গোষ্ঠি’ বা কর্মসাধা সম্পর্কে, সিংহলের রাজা শিবনদের ‘হাকিমত’ বা অবস্থা পদসম্মান। কবিতা হয়, গোবিন্দের জীবদ্দশায় তাই তানু নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এই শ্রেণোক্ত অংশ বিরচিত।

সাধারণতঃ শুনা যায়, ‘রত্নমালা’ প্রথমতঃ তুর্কী ভাষায় লিখিত হয়। কিংবা এই রত্নমালা, তুর্কী ভাষায় আদি বা মূল গ্রন্থের মাত্র সংগ্রহ মাত্র।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ।

“দশম পাদসা কা গ্রন্থ” বা দশম রাজার গ্রন্থ,

কিংবা বাহাদুর-পট্টিক বা প্রধান ধর্মী-

চারী ওক গোবিন্দের গ্রন্থ ।

টীকা।—“আদি গ্রন্থের” মাত্র গোবিন্দের “দশম পাদসা”কা গ্রন্থ আনুষঙ্গিক কার্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু উত্তর গ্রন্থের মধ্যে ছন্দ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

এই গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় পঞ্চাবী কর্মসাধায় রচিত। শেষ অংশ পালিত ভাষায় লিখিত বটে; কিন্তু কর্মসাধা সমূহ ‘গুরুমুখী’। গোবিন্দের হিন্দী ভাষা এবং রাজা প্রদেশের আধুনিক প্রচলিত ভাষা, উত্তরই এক জাতীয়; তন্মধ্যে পঞ্চাবী ভাষায় কোমলই বিশেষতঃ বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না।

“দশম পাদসা কা গ্রন্থ” বা দশম রাজার গ্রন্থের একটি অত্যন্ত ঐতিহাসিক কর্মসাময়িক। এই সময়ের মূল খ্রিষ্টাব্দ নাটক বা স্মৃতি। উহা গোবিন্দের রচনাগ্রন্থত। কিন্তু রচনার বিশেষত্ব, কর্মসাধার এবং কর্মসাধার মধ্যে, পালিত ভাষায় লিখিত

বা পদ্মমালা, এই বিচিত্র নাটকে স্থান লাভ করিয়াছে। এখন বও অংশের অন্তর্গত ষণ্ডে অধিক পরিমাণ পৌরাতনিক ঘটনাবলী সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে একবর্ণবাদিতা, অনন্তপাতা প্রতি-পালিতায় মনস্ত ও সভ্যতা: মনস্তে বহুসংখ্যক আদর্শহানীর উদাহরণ বর্তমান থাকিলেও, ইহার অদ্যোপাত্ত অল্প ঐতিহাসিক বিচিত্র ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। কবিতা হয়, এই গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায় এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম কতকংশ, গোবিন্দের রচনা-গ্রন্থতঃ। এই গ্রন্থের অবশিষ্ট ভাগ বা অধিকাংশই শুক্লর চারিজন কেরাণী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেগুলি শুক্লর আদেশক্রমে লিখিত; অথবা সেগুলি তাহাদের অজিলাপি। এই গ্রন্থের রচনাক্রমের মধ্যে রাম এবং শ্রাব নামক দুই ব্যক্তির নামোন্মেষ দেখা যায়। কিন্তু যে অংশের বিবরণ বলা হইতেছে, সেই অংশের গণ্যকারের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

“দশম পাদমা কা গ্রন্থ” (চার পেলী বড় বড় পৃষ্ঠায়) ১০৩৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২০ লাইন, এবং প্রত্যেক লাইনে ৩৮ হইতে ৪১টি অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়।

“দশম রাজার গ্রন্থের” নির্ধর্ত ।

১ম। “অপজি”,—গুলিও তাহার ইহা ‘অপ’ নামে অভিহিত। এই অংশ, নামকর “অপজি” ক্রোড়পত্র বা পরিশিষ্ট বিশেষ। প্রতি-দিন প্রত্যয়ে এই ভোক্ত পাঠ করিতে হয়; অথবা প্রত্যেক বর্ষে মাস-শিব সেই নিয়ম পালন করিয়া থাকে। বি-চরণ বিশিষ্ট ১২০টি শ্লোক, ইহাতে সম্ভব, এবং ইহা সাত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কোন কবির বা কোন লাইনের শেষ ভাগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শুক্ল সেবিব এই “অপজি” রচনা করিয়াছেন।

২য়। “অকাল ভাত”,—বা ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। সাধারণতঃ প্রভাতেই এই ভোজ্য পঠিত হয়। ইহা ২৩ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ; প্রধানতঃ লীলা ময় বা প্রারম্ভিক কবিতা, শুরু গোবিন্দের রচিত।

৩য়। “বিচিত্র নাটক বা নাটক”,—অর্থাৎ বিচিত্র বা আশ্চর্য কাহিনী। গোবিন্দ স্বয়ং ইহার রচয়িতা। প্রধানতঃ, ইহাতে গোবিন্দের পরিবার ও বংশের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিত্তীয়তা, সংস্কার সম্পর্কে তাঁহার কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ, এবং তৃতীয়াংশ, হিমাশ্বরের পার্বত্যীয় সামন্তত্ব এবং বাণসাহ-সৈন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বৃত্তান্ত প্রভৃতি। এই ‘বিচিত্র নাটক’ ১৪১টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সর্বশক্তিমানের স্তবকীর্জন; এবং শেষ অধ্যায়েও সেই-রূপ ধরনের কতকগুলি কবিতা দেখা যায়। কিন্তু শেষোক্ত অধ্যায়ে আরও কতকগুলি কবিতা হান প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাতে গোবিন্দ বলিয়াছেন, তিনি অত্যন্ত আপনাত্মক ভীত জীবনের স্মৃতি এবং বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিবেন। ‘বিচিত্র নাটক’, প্রায় ২৪০টি পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ।

৪র্থ। “চণ্ডী চরিত্র”,—দেবী চণ্ডীর অপূর্ণ কাহিনী। প্রহ “চণ্ডী চরিত্র” নামে দুইটি অধ্যায় আছে; উভয়ে এইটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। চণ্ডী দেবী আটটি ‘টিটান’ বা দৈত্যকে নিহত করেন; এই অংশে সেই চণ্ডী-সাহায্য এবং সেই দৈত্য-বিজয়-কাহিনী বিস্তৃত আছে। প্রায় ২০০টি পৃষ্ঠা। ইহাতেই পরিপূর্ণ। অল্পমান হয়, এই অংশ সংকলিত অধ্যায় পৌরাণিক ইতিবৃত্তের একটি অল্পাংশ মাত্র। সাধারণ বিবরণ এই যে, গোবিন্দ সেই পৌরাণিক কাহিনীর অল্পাংশ বর্ণনাইলেন।

চণ্ডীদেবী কর্তৃক যে সকল দৈত্য নিহত হইয়াছিল, নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল;—

১। মধুকৈটভ ।

৬। বসন্তবীজ ।

২। মহিষাহর ।

৭। নিমন্ত ।

৩। কুল্লোচন ।

৮। ভক্ত ।

৫.৫। চণ্ড এবং মৃত্যু ।

৫ম। “চণ্ডী চরিত্র”—অর্থাৎ কুহু চণ্ডীর কাহিনী। কুহু চণ্ডী-চরিত্রে যে পৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণিত আছে, কুহু “চণ্ডী চরিত্র” অষ্টমুখই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত। ইহাতে প্রায় ১৪৮টি পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ।

৬ষ্ঠ। “চণ্ডী কি জর”—চণ্ডী উপাখ্যানের পরিচিষ্ট। জর পৃষ্ঠার ইহা সম্পূর্ণ।

৭ম। “জ্ঞান প্রিয় বোধ”—জ্ঞানের প্রেচ্ছাঃ ঈশ্বরের প্রশংসাবোধ এবং এটোম রাজস্বের কাহিনীতে এই অংশ পরিপূর্ণ। তাহাঙ্গের অধিকাংশই মহাভারত হইতে গৃহীত। ইহা ২১ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ।

৮ম। “চৌপদী চৌবিশ অবতারম্ কিম্”—চৌপদী এবং চৌবিশ অবতারের বিবরণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় ৩৪৮ পৃষ্ঠা এই চৌপদীতে পূর্ণ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস,—ভ্রাম নামক অনেক ব্যক্তি সেই চৌপদী কবিতাবলীর রচয়িতা।

চৌবিশ অবতারের নাম নিচে প্রদত্ত হইল ;—

১। স্বয়ং, বা জাহ্ন ।

৮। বামন বা ধর্মকর ।

২। কুর্গ, বা কুহুপ ।

৯। পরমহংস ।

৩। সিংহ বা মর ।

১০। প্রজ্ঞা ।

৪। নারায়ণ ।

১১। কুহু ।

৫। মোহিনী ।

১২। জলধর ।

৬। বরাহ বা শূকর ।

১৩। কিম্ ।

৭। নরসিংহ বা নরাসিংহ সিংহ ।

১৪। শিখিৎ কেন্দ্র নাম নাই ।

কিন্তু বিহীন অবতার বলিয়া

কথিত হয়।

১৫। অসহস্র দেব,—(কথিত

হয়, ইনি জৈন ধর্মাবলম্বী

“শিরাগর্ভি” সপ্তদ্বারের

প্রতিষ্ঠাতা; অথবা ইনি

সেই জৈন ধর্মের

প্রবর্তক।)

১৬। মান রাজা।

১৭। ধর্মতরী, (খ্যাতনামা

ভক্তার বা বৈদ্য।)

১৮। কোন নির্দিষ্ট নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু এতে সচরাচর “মেন্দিসার” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চব্বিশ অবতারের পরিশিষ্ট বা ক্রোড়পত্র : যখন ভগবান ককী অবতার গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর পাশে জায় মোচন করিবেন, তখন ‘মেকী’ একটি হইবেন। সচরাচর এইরূপ কথিত হয়,—‘সিরা মতাবলম্বী মুসলমানগণের পক্ষাঘ্ন অনুসরণে এই নাম ও ভাব গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের এক পৃষ্ঠারও কম অংশে ইহা সন্নিবিষ্ট।

১৯। নির্দিষ্ট কোন নাম নাই ; কিন্তু সচরাচর “ব্রহ্মার অবতার” বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মার সাতটি অবতারের বিস্তৃত বিবরণ এই অংশে দৃষ্ট হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই অতীতকালের সাতটি রাজার উপাখ্যান ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই অংশ ১৮ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ।

ব্রহ্মার সাতটি অবতারের নাম যথাক্রমে,—

১। বাসুকী।

৩। শূকার।

২। কস্তুর।

৪। বাহুল।

১০। সূর্য।

১১। চন্দ্র বা চন্দ্রবা।

২০। রাম।

২১। কৃক।

২২। নর, অর্থাৎ অর্জুন।

২৩। বুদ্ধ।

২৪। ককী ; কলিকৃষ্ণের শেষ

ভাগে যখন পৃথিবী পাশে

পরিপূর্ণ হইবে, তখন ভগ-

বান এই অবতার গ্রহণ

করিবেন।

৫। কাস।

৬। বাসুত গ্রিক, (অথবা

হরজন কবি।)

৭। কুল দাস।

সাঁটজন রাজার নাম বখাজমে,—

১। মনু।

৫। মাজাত।

২। পৃথি।

৬। দলীপ বা দৌলিপ।

৩। সগর।

৭। রঘু।

৪। বাণ।

৮। অম্ব।

১১শ। কোন নির্দিষ্ট নাম নাই; কিন্তু সচরাচর “রক্ত বা শিবের অবতার” নামে পরিচিত। ইহাতে ৫৬টী পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ; কেবলমাত্র দশ এবং পরেশনাথ নামক দুইটী অবতারের বিষয় এই অংশে বর্ণিত আছে।

১২শ। “শত্রু নাম মালা”,—বা অন্তঃশত্রুর নামমালা। বিভিন্ন অস্ত্র-সমূহের নাম, এই অংশে বিবৃত। সেই সমূহের অন্তঃশত্রুর গুণাবলী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ সেই অন্তঃশত্রুকে তাঁহার গুরু বা পরিচালক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এতৎসঙ্গেও সাধারণের বিশ্বাস, সেই রক্তনামসমূহ গোবিন্দের লেখনীপ্রসূত নহে। প্রায় ৬০ পৃষ্ঠায় এই অংশ সম্পূর্ণ।

১৩শ। “শ্রী-মুখ বাক, সাইরা, বাতিস”,—এই অংশের বহুশিষ্ট কবিতা গুরু (গোবিন্দের) বাক্য নামে পরিচিত। কবিতা কবিতাগুলি গোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন। কবিতাগুলি বেদ, পুরাণ এবং লোকতত্ত্বের সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ। প্রায় সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় এই অংশ সম্পূর্ণ।

১৪। “হাজার শব্দ”,—বা হাজার শব্দ। শব্দানুসারে শিবের সহস্রাবধিক কবিতা। প্রায় অধিকাংশ প্রমেই ১০টী কবিতা, দুই পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এখানে “হাজার” শব্দ একক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই; এই

অংশে ‘হাজার’ শব্দের অর্থ,—‘অনু্য’ বা অনুভব (প্রতি)। এই কবিতাবলী সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি-চাতুর্যের প্রদর্শনসাধনে পরিপূর্ণ। সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট ক্ষমতা-সম্পন্ন দেবদেবী এবং বোঙ্গী-সন্ন্যাসীদিগের উপাসনা বা তৎপ্রতি ভক্তি প্রদর্শন তাহাতে নির্বিচ্ছিন্ন। গুরু গোবিন্দ এই কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

১৫। “ক্রী-চরিত্র”,—ক্রী-কাহিনী। ক্রীলোকের স্বভাব ও প্রকৃতির বর্ণনা সহনিত ৪৩৪টি পদ এই অংশে সন্নিবিষ্ট। একটি পদে বর্ণিত আছে,—এক সবরে রাজ্যের উত্তরাধিকারী যশসী-পুত্রের প্রতি বিমাতা প্রেমাসক্ত হন। কিন্তু রাজপুত্র বিবাহের কামনা পূর্ণ করিতে অসম্মত হওয়ার, সেই রমণী স্বামীর নিকট বলেন যে, ঘোষ্ঠপুত্র তাহার মতীয় নষ্টের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া, রাজা পুত্রকে বৃহদ্রথও দণ্ডিত করেন। ইতি-মধ্যে মন্ত্রিপুত্রের সাহসের প্রার্থনার বা তাঁহাদের বিরুদ্ধেও একাধে পুত্রের বৃহদ্রথও স্থগিত থাকে। তখন কতকগুলি গদ্য-গদ্যসম্পন্ন, মন্ত্রিপুত্র ক্রীলোকের চরিত্র বিবৃত করেন। অবশেষে রাজা তাহার ক্রীত চুচরিত্রের বিবর সুধিতে পারেন, এবং আপনায় অবিস্মৃতি-কারিতার জন্য অনুতপ্ত হন। গ্রন্থের প্রায় অর্দ্ধাংশ বা ৪৪৬ পৃষ্ঠা এইরূপ পদ সমূহে পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত একটি বা ততোধিক পদের রচয়িতা বলিয়া, ভ্রামের নামোচ্চারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৬শ। “হিকাউত”,—বা পদ-গাথা। দুই শাইনের ৮৬৬টি শ্লোক, পায়সী পদ এই অংশে সন্নিবিষ্ট। সে শুনি ‘পায়স’ তাহার এক ‘ভর-সুখী’ বর্ণনায় লিপিত। আত্মসম্মতির প্রতি তৎসমা-স্মৃতি গোবিন্দ নিরুচিত এই শ্লোক শুনি, দয়া সিন্ধ এবং অপর চারি জন শিষ্যের হস্তে আত্মসম্মতির নিকট প্রেরিত হয়। তৎসমা বা সিদ্ধাবাস-পূর্ণ ক্রীত ভ্রামের লিপিত একখানি পত্রও তৎসঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু সে পত্রখানি ‘আমি এক’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

শুধু ধোবিন্দ নিরচিত এই গ্রন্থের উপসংহার, এই ত্রিশ পৃষ্ঠা-
ব্যাপী সমস্যায় পরিপূর্ণ।

তৃতীয় পারিশিষ্ট ।

ধর্মোপদেশো শিখ গুরুদিগের প্রচারিত কতকগুলি

আদর্শ ধর্মনীতি বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের

কয়েকটী স্তব্ধ

মানক এবং ধোবিন্দ প্রচারিত যে ধর্ম্মমত বিখ্যাত কর্তৃক সমাহৃত

এবং সম্মানিত, তাহারই কতকগুলি দৃষ্টান্ত এই

অতিরিক্ত পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

১। ঈশ্বর—ঈশ্বরক ।

সত্যই ঈশ্বর ; তাঁহাতে ভয় নাই, তাঁহাতে শঙ্কতা নাই ;

তিনি অমর, তিনি জ্ঞানবান্ ।

তিনি গুরু এবং তিনি সর্ব সম্বলগার ।

সেই আদি সত্য স্মরণ কর ;

হৃদির পূর্ব হইতেই সত্য বিস্তারমান ;

হে মানক ! সত্য চিরকাল বর্তমান,

এবং সত্য চিরদিন বর্তমান থাকিবে ।

অনন্তকাল চিন্তা করিয়াও তর্কে সত্য ঘোষণা হইবে না।

বতাই একাগ্রচিত হও, ব্যাঘ্নে সত্য পাওয়া যাইবে না।

শত বা শত সহস্র জ্ঞান বাহক, কিছুই যুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে যায় না।

কখন হুজিয়া সত্য বলা যায়, কেমন করিয়া মিথ্যা পরিচয় করা যায়

হে মানক ! ঐশ্বর নির্দিষ্ট পথে ঐশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হইবে :

সত্য বস্তু, বাস্তব, এবং মিথ্যা পরিভ্রাম্য করিতে পারা যায় ।

মানক, “আদিগ্রন্থ”,—“অপভ্রম” (হুচনা) ।

হে মানক ! তিনিই স্বতঃপ্রকাশ,

তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই চিরস্থায়ী,

তিনি ব্যতীত কেহ নাই, এবং কেহ হইবে না ।

“মানক,” “আদি গ্রন্থ”,—“মৌলী রাস” ।

হে ঐশ্বর, তুমি সর্বত্রুতে এবং সকল স্থানে বর্তমান,

তুমিই একমাত্র অবিসংসার ।

রাসদাস, “আদি গ্রন্থ”,—“আশা রাস” ।

যিনি আত্মা এক দেহ প্রকাশ করিয়াছেন,

আবার মন সেই অবিত্যস্ত ঐশ্বরে আশ্রয় লয় ।

“অর্জুন”, “আদিগ্রন্থ”,—“ঐশ্বর্য” ।

স্বয়ংই অবিত্যস্ত ঐশ্বর ; তিনিই আদি, তিনিই অন্ত,

তিনিই অসংসার ; তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সংহারকর্তা ;

সৃষ্টি এবং প্রলয় একমাত্র তাঁহারই সম্ভব ।

বেদতা এবং মানব, ঐশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন ; পূর্ব, পশ্চিম,—

তাঁহারই সৃষ্টি ; উত্তর, দক্ষিণ, তাঁহারই সৃষ্টি বস্তু ।

বাক্য তাঁহার মহিমা কীভাবে কিরূপে সম্ভব ?

“গোবিন্দ,” “হাজার শব্দ” ।

ঐশ্বরের একই প্রতিচ্ছবি ; আর কোন্‌ও প্রতিচ্ছবিতে

তাঁহাকে অনুভব করা সম্ভবপর কি ?

“গোবিন্দ,” “বিভিন্ন দৃষ্টি” ।

২। অবতার, সিক, ভবিষ্যৎকাল ; হিন্দু অবতার ।

মহাম্মদ, সিদ্ধ এবং, কৃষ্ণকীর্তন ।

বহুসংখ্যক মহাম্মদ এ পৃথিবীতে মনোহরণ করিয়াছিলেন ;
অগণিত ব্রাহ্মা, বিনু এবং শিবেরও অত্যধ ছিল না ;
মহান্ন মহান্ন ফকির ও ভবিষ্যৎকাল এবং অসংখ্য সংখ্যক
সিদ্ধ ও বোম্বী এই পৃথিবীতে আশ্রয়ন করিয়াছেন ;
কিন্তু অধিকার পরমেশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ ; ঈশ্বরের নামই সত্য ।
হে নাসক ! ঈশ্বরের গুণ অনন্ত, তাহা এখনকার অতীত ,
কে তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় ?

নাসক,—“হুদমাং” (হুদার অভিধিক্ত ।)

আত্মপূরণ বেলপাঠে প্রাপ্ত ও প্রাপ্ত ;

কিন্তু তাহাতে এক সর্বল প্রমাণ বলও লাভ করিতে পারে নাই ;
সিদ্ধ ও বোম্বীগণ ব্যগ্রভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন ,
কিন্তু তাহারা যাহা মোহে প্রতারিত ও পকবষ্ট !
দশটী প্রবাল অবতার অনুপরিগ্রহ করিয়াছেন ;
কুহকসিদ্ধ মহামোহও এ পৃথিবীতে আশ্রয়িত ছিলেন ।
চিত্তভঙ্গ যাবিরা তাঁহারা ক্রান্ত হইয়াছেন,
কিন্তু হে ঈশ্বর তাঁহারাও তোমার স্বরূপ কিরূপে লম্ব হননাই ।

অর্জুন, “আদিগ্রন্থ”—“মোদী” ।

হুদ, সিক, এবং শিবের অবতারসমূহ ; শেখ, ফকির এবং অসংখ্য
অজ্ঞানপালী ব্যক্তি, এ পৃথিবীতে আশ্রয়িত ছিল, এবং পৃথিবী পরিভ্রমণ
করিয়াছে, আরও অসংখ্য আশ্রয়িতহে এক চলিয়া বাইতেছে ।

অর্জুন,—“আদি গ্রন্থ”, জীবান ।

অসংখ্যক কুহকই দৈত্যকুল সংহার করেন । বহু আত্মকৃত্তি

তৎকর্তৃক সন্মান হইবে; কৃষ্ণ আপনাকে ত্রাসা নামে প্রচার করিয়া
ছিলেন; তথাপি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাহার
বুদ্ধি হইয়াছিল; তিনি যত্নবান। সুতরাং কেবল করিয়া তিনি
তত্ত্বগতকে রক্ষা করিবেন? কিরূপে উত্তম তত্ত্বগত অনন্ত সাধনে
নিবৃত্তি লাভ, অপরকে কিরূপে পরিচালনা করিবেন? একমাত্র ঈশ্বরই সর্ব-
শক্তিমান; তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সংহারকর্তা। সৃষ্টি-বিস্তৃতি-প্রত্যয়
একমাত্র অনন্ত ঈশ্বরেরই সম্ভবে।

গোবিন্দ,—“হাজার শব্দ।”

তিনি ঈশ্বর, তাঁহার বস্তু নাই; তাহার শব্দও নাই।

তিনি প্রাণসার উৎস হইয়াছেন না;

অভিশাপ বা নিন্দামূলকও তিনি বিচলিত নহেন।

তিনি প্রাণসার ও নিন্দার অতীত।

তৎকর্তৃক প্রাপ্ত হওয়া তাঁহারই কিরূপে সম্ভবে?

তাঁহার শক্তি নাই, মাতা নাই;—

দেবকীর গর্ভে অন্ন পরিগ্রহ করা,

তাঁহার গুরু সম্ভবপর কি?

গোবিন্দ,—“হাজার শব্দ।”

হাম এবং মহিম, * পরিচালকর্তা নহেন।

ত্রাসা, বিদ্, শিব, হর্ষ, চন্দ্র সকলেই হৃদয় অধীন।

গোবিন্দ,—“হাজার শব্দ।”

৩। শিব গুরুগণও পূজ্য নহেন।

যে আত্মকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে,

আমি তাহাকে নরকের তিনিই গর্ভে সিক্ত প করি।

* কৃপার—সুসম্পাদিতের বোধ।

আমাকে ঈশ্বরের ক্রীতদাস মনে কর ;—

উৎপক্ষে কদাচ সান্নিধান হইও না ।

আমি ঈশ্বরের ক্রীতদাস যাত্রি,

তাহার হস্তি-চাকর্য্যে বোঝতেই আমি আমিরাছি ।

দোষিত,—‘খিট্টা নাটক’

৪ । প্রতিমা এবং যোগিনীগণের উপাসনা ।

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও উপাসনা করিবে না ;

মৃত ব্যক্তির প্রতি মন্তক অবনত করা উচিত নহে ।

নামক,—‘আদিগ্রন্থ’, ‘শ্রুতিগ্রন্থ’ ।

মন অপবিত্র হইলে, প্রতিমা পূজা করা, তীর্থস্থান বোধে বর্ষ-
মন্দিরে উপাসনা করা এবং মরুভূমি পড়িয়া থাকা—সকলই বুঝা ।

আহাতে ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ করিবেন ন . তুমি মুক্তিলাভের অধিকারী
নও । যদি পরিদ্রাঘ পাইতে চাও, যদি ঈশ্বরে বিলীন হইতে ইচ্ছা কর,
একমাত্র সত্যের (ঈশ্বরের) উপাসনা কর ।

নামক,—‘আদিগ্রন্থ’, ‘ভোগ’ ; নামক বলিয়াছেন, তিনি একজন

প্রাক্তনের ব্যক্তি এতলে উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

মাতৃ পুত্রের সমান ; সে কখনই ঈশ্বরের

ভৃত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের কথায় অতুল্য করিতে পারে না ।

ঈশ্বরের উপাসনা অবশ্য কর্তব্য ;

তাহার উপাসনা দ্বারাই মুক্তি লাভ হয় ।

অগদীশ্বরের চরণে আশ্রয় সমর্পণ কর,

চৈতন্য-হীন প্রকৃতি কখনই ঈশ্বর নাই ।

দোষিত,—‘খিট্টা নাটক’

৫। আলৌকিকত্ব ।

ঐশ্বর-জ্ঞান পূর্ণ হইয়া,
 ‘সিদ্ধি’ বা আকৃতি পরিবর্তনের ক্রমতা গ্রাপ্ত হওয়া,
 ‘বুদ্ধি’ বা অক্ষর ধন-সম্পদের দাতৃত্ব ক্রমতা লাভ করা,
 আমার অভিপ্রেত নহে । সে সকলই বৃথা ।

মানক,—“আদিগ্রন্থ”, ‘ঐরাগ’ ।

ভূমি অধিগতে অক্ষত দেখে বাস কর ।
 চির কুমারাজ্ঞ হানে অক্ষত শরীরে কালরাপন কর ;
 প্রভববৎ তোমার খাদ্য হইক ;
 পদ-পকালনে বহু বুদ্ধিকা-ভূষণ দূরে নিক্ষেপ কর ;
 ভূমি ভূসাদেও স্বর্গ পরিমাণ কর ।
 তত্ত্ব পর বিজ্ঞান্য করিও, মানক কি কোন অস্বাভাবিক কাণ্ড সম্পন্ন
 করিতে পারে ?

মানক,—জৈনক আলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি ;

“আদিগ্রন্থ”, দ্বাদশ স্কন্ধ ।

৬। পুনর্জন্ম বা দেহান্তর গ্রহণ ।

অক্লিষ্ট বৃত্তের দ্বার জীবনপ্রতিও নিরন্তর পরিবর্তনশীল ;

হে মানক ! জন্ম বৃত্তের সংখ্যা নাই ।

মানক,—“আদিগ্রন্থ”, ‘আশাভাগ’ ।

(মানক এবং তাঁহার পরবর্তী শিষ্য-গুরুদ্বয়ের রচনা হইতে এইরূপ
 পারক অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে ।)

যে ব্যক্তি অধিতীয় ঐশ্বরকে জানে না,

সে অসংখ্য বার জন্মগ্রহণ করিবে ।

যেহি,—‘যেহী বীরা’ ।

৭। বিশ্বাস ।

অকস বসনে সুখী হওয়া যায় ;

কিন্তু ভয় ও বিশ্বাস না থাকিলে মুক্তিলাভ হয় না ।

নানক,—“আদি গ্রন্থ”, “সোহিলা মক্ক রণ”।

৮। ঈশ্বর-কৃপা ।

হে নানক ! স্বপ্নদীপের বাহার প্রতি প্রশংসা,

সে নিশ্চয়ই ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করে ।

নানক,—“আদি গ্রন্থ”, “আশা রাগ”।

হে নানক ! ঈশ্বর বাহাকে কৃপা করেন,

সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রতি অমুরক্ত হয় ।

উয়ার দাস,—“আদি গ্রন্থ”, “বিনাওরাণ”।

৯। অদৃষ্ট—পূর্বজন্ম ।

এতদেকই অদৃষ্ট অনুসারে, আপনাপন কর্তব্যকম ভোগ করিয়া থাকে ; নিজ নিজ কর্তব্যকম অনুসারে এতদেকের আসা-যাওয়া,—অমর, মৃত্যু নির্ভরিত হয় ।

নানক,—“আদি গ্রন্থ”, “আশা”।

কিরূপে সত্য কলা যায় ? কিরূপে মিথ্যা পরিহার করা সম্ভব ? হে নানক ! ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইলে,—উহারই ইচ্ছা অনুসারে চলিলে, সত্য কলা যায়, এক মিথ্যা পরিহার করা যায় ।

নানক,—“আদি গ্রন্থ”, “অঙ্গদী”।

১০। বেদ, পুরাণ এবং কোরাণ ।

যদি ঈশ্বর কর্তৃক অমর-প্রদত্ত না হইল, তবে গোটি, সিদ্ধান্ত, বেদ এবং পুরাণ,—সকলই মিথ্যা ।

নানক,—“আদি গ্রন্থ”, “আশা রাগ”।

শাস্ত্র, বেদ এবং কোরাণের প্রতি শ্রদ্ধা কর,—

তাহার উপদেশ অনুযায়ী কার্য কর,—

তুমি 'অর্পণে বা নরকে' পৌঁছিত পর,—

স্বর্গ এবং নরক সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান অধিষ্ঠিত পাবে ;

(অর্থ এবং মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা লাভ হওয়া সম্ভব ।)

কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত কেহই সূক্ত প্রদানে সমর্থ হইবে না।

মানক,—“রহমাতা” (আদি প্রহর অতিরিক্ত বা পরিশিষ্ট) ;

অগভীরের চরণে সে আশ্রয় সমর্পণ করিয়াছে ;—

তাই এক ঈশ্বর ব্যতীত তার চক্ষু আর অন্য

কোন মহাজন দৃষ্টিগোচর হয় না।

কাম, রাহিম, পুরাণ এবং কোরাণ প্রভৃতির বহু

উপাসক আছে, সন্দেহ নাই ;—

কিন্তু তাহার নিকট অন্য কেহই ভক্তির পাত্র নহে।

জ্ঞান, শাস্ত্র এবং বেদ অনেক দিবসে পরস্পর মত বিরোধী ;—

কিন্তু সে কিছুতেই কণপাত করে না।

হে অগভীর ! আপনার অনুগ্রহেই সকলই সংঘটিত হইয়াছে,—

আমার অনুষ্ঠিত কিছুই নহে।

গোবিন্দ,—“রাই রান”।

১১। সম্রাজ বন্দ্য ।

যে গৃহী * কোনরূপ অস্ত্র কার্য করে না,

যে সর্বদাই সংকর্ষের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,

* অর্থাৎ ঈশ্বরাজী তাহার ধর্মবান্ধব সম্প্রদায় ভিন্ন, সাধারণ জীবের
কোনকিছু ব্যক্তি ; যে ব্যক্তি জীবনের সাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করে।

যে অকাতরে দান-ধর্ম আচরণ করে,

সেই গৃহীই পুত্র সন্তান গহার ভার পবিত্রাশ্রা ।

নানক,—“আদি গ্রন্থ”, ‘রামকালী রাগিনী’ ।

একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে ভাবিলে, গৃহীই হউক, আর সন্ন্যাসী হউক,—
তাহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই ।

নানক,—“আদি গ্রন্থ”, ‘আশা রাগিনী’ ।

গৃহস্থান্নমে থাকিরা, অস্তরে উদাসী হও,—কিছুতেই লিপ্ত হইও না ।

উয়ার দাস,—“আদি গ্রন্থ”, ‘ঐরাগ’ ।

১২ । জাতি ।

জাতি বিচার করিও না, বিন্ধ্যাবনত হও, নিঃশব্দই মুক্তিমাত্ত করিবে ।

নানক,—“আদি গ্রন্থ”, ‘মাধ্যম রাগ’ ।

অগভীর মানুষের জাতি কণ্ঠের বিষয় কিছুই

জিজ্ঞাসা করিবেন না ;—

তিনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করিবেন—তুমি কি করিয়াছ ?

নানক,—“আদি গ্রন্থ”, ‘অভাতি রাগিনী’ ।

উচ্চ কণ্ঠ জাত যদি হয় নীচাশ্রয় ।

তাহার আদেশ শুধু পালনীয় নয় ।

স্থপিত অস্পৃহ স্বর্গ পুষ্টবান হয় ।

পানশীতল হয়ে তার নানক সেবয় ।

নানক,—“আদি গ্রন্থ”, ‘মহার রাগ’ ।

ব্রহ্ম হ’তে সমস্ত পদ হয় বেই ভস ।

ধরা স্রাক বহুধর সেই সে ব্রাহ্মণ ।

কহয়ে ব্রাহ্মণ তবে আছে চারি জাতি ।

তবে কিন্তু হয় এক ব্রহ্মের সত্যতি ।

‘উয়ার দাস’,—“আদি গ্রন্থ”, ‘কৈরব’ ।

মৃত্যিকা দ্বারা এ অগ্ন্য হুট হইয়াছে ;—

সেই মৃত্যিকার কত সংপার প্রভু হইয়া থাকে ।

মানক বলেন,—কর অনুসারেই মানুষের বিচার হইবে,

এবং দেবর-প্রদান লাভ না করিতে পারিলে মৃত্যিলাভ হইবে না ।

মানব দেহ পাঁচটা উপাধানে গঠিত ;

সেই উপাধান সমষ্টির একটা উচ্চ, অপরটা নীচ,—কে বলিতে পারে ?

উনার দান,—“আদি প্রভু”, “দৈবত্ব” ।

আদি চারিটা আত্মকে একটা আত্মতে পরিণত করিব ।

আদি তাহাবিন্দকে “ওরা গুরু” শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখা দিব ।

“গোবিন্দ”,—“দ্রিহিত নামে”, (এই অংশ

আদি প্রভুর অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই ।)

১৩ । খাদ্য ।

হে মানক ! ত্বির বর্ধাবল-বীজের দুইটা অধিকার ;—এক প্রেবীর
গো-আতির প্রতি তত্ত্বি প্রদর্শন ; অপর প্রেবীর,—শুকর আতির প্রতি
আত-ক্রোধ । কিন্তু বাহারা কোন জীবন্ত প্রাণীর প্রাণহানি করে না,
ভর এবং পণ্ডিতমণ সেই সকল শিষ্যকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন ।

মানক,—“আদি প্রভু”, “দৈবত্ব” ।

অকারণ প্রাণীহত্যা করা উচিত নহে ;—

তাহাকে উপযুক্ত খাদ্য বলা যায় না ।

হে মানক ! শপ হইতে চিরকালই পাণের উৎপত্তি হইয়া থাকে ;

মানক,—“আদি প্রভু”, “দৈবত্ব” ।

১৪ । ভাষা, মর্মান্ব প্রভৃতি ।

বিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধতা এবং পবিত্রতা

এই ভাষার কার্য নীতি ;

বিলম্ব এবং সন্তোষই ইহাদের সার ধর্ম ;—

সেই সকল দ্রাক্ষণই ত্রক্ষার সন্তান ।

নির্দিষ্ট নিয়ম তত্ত্ব করিলেও, তাঁহারা মুক্তির অধিকারী ।

নামক,—“আদিগ্রন্থ”, ‘ভোগ’ ।

কার্গাস, —দয়া ; হৃদ্র,—সন্তোষ ; এবং সাততী গ্রাহি ;—

সকলকেই ধর্ম স্বপ্ন জ্ঞান কর, আবশ্যক ।

অন্তরে এইরূপ জ্ঞান থাকিলে, উহা ধারণ কর ।

ইহা কখনও ছিন্ন হইবে না ; কখনও আশ্রমে পুড়িবে না ;

ইহার কখনও ধ্বংস নাই, ইহা কখনও অপবিত্র হইবে না ।

হে নামক ! যে এইরূপ হৃদ্র ধারণ করে, সে ব্যক্তি

পবিত্রাত্মারূপের মধ্যে পরিণতি ।

নামক,—“আদিগ্রন্থ”, ‘আশা’ ।

‘কিতা’—জীর্ণ বস্ত্র বা কোণ্টীন পরিধান করিলেই বর্জনিত হওয়া যায় না ; দণ্ড ধারণেও বর্জ্যপ্রাপ্ততা প্রকাশ পায় না ; তত্ত্ব মাঝিনেই সৈকরনিত হইয়া না ; যতক হুওনে কিংবা শিলা বাননে সৈবগামুরতিন্ত্র পরিচর প্রকাশ পায় না ।

নামক,—“আদিগ্রন্থ”, ‘সোধি’ ।

বর্তমান মুখে ত্রক্ষার সন্তান ত্রাক্ষণরূপের সংখ্যা অতি কম ; বর্তমান হুদ্র অতি অল্প সংখ্যক ত্রাক্ষণই,—ত্রক্ষার সন্তান । (অর্থাৎ নিষ্ঠাবান এবং পবিত্রাত্মা অতি অল্প সংখ্যক ত্রাক্ষণই অধুনা একদেশে দেখিতে পাওয়া যায় ।

উদার দান,—“আদিগ্রন্থ”, ‘বিলাপগান’ ।

নিবিড় অরণ্যকেই অগ্ন্যামিগণ আগ্নাদিগের আবাস স্থান

যদিয়া মনে করিলে ।

পাৰ্শ্বিক ভোগ লাগসা পৰিত্ৰাণের উক্ত তাহাদের অন্তর
কখনও লাগানিত হইবে না।

জান (বা মতকেই-) তাহারা গুরু বলিয়া মনে করিবে।
এবং তাহাদিগকে "বড়-জুনি" কিংবা "বুজ-জুনি" অথবা "জমো-জুনি"
বলিয়া কেহ মনে করিবে না। (অর্থাৎ তাহারা আপনাদিগের
স্বার্থ সাধনের জন্য সং-মতের অবলম্বন করিবে না; অথবা
তাহারা সময় বুনিয়া তদনুযায়ী সং বা অসং কার্যের অনুষ্ঠান
করিবে না; উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা সর্বদা অসম্ভাব
অবলম্বনেও বিরক্ত থাকিবে।)

গোবিন্দ,—“হাজার শত”।

১২ শি শু হত্যা।

—শি শু কড়া হত্যা দিগের সহিত বাহ্যের সংসর্গ,
আদি তাহাদিগকে ধূলা করি,—তাহাদিগকে অভিশাপ দিই।

পূনঃ ;—

শি শু-কড়া হনকারীর নিকট যে আহাৰ্য্য গ্রহণ করে,
তাহার কখনও যুক্তিলাভ হয় না।

গোবিন্দ,—“রেহং নার” (এদের অতিরিক্ত অংশ)।

১৩। সত্য।

অগ্নিতে বৈহার বিনাশ নাই ;—

কিন্তু অহুতাপানে বিনি বন্ধনুত, তিনিই একত সত্য।

পূনঃ ;—

পত্নি প্রতি অহুত পত্নী, পত্নি সহিত
ভিত্তিকার শমন করে। কিন্তু তাহার আত্মা ইহক
অগ্নিতে বিলীন হইলে, তাহার পুণ্যের কতকটা লাভ
হইতে পারিত। উপায় লান,—“অগ্নি জ্বল,” “হুহি।

আদিগ্রন্থের পরিশিষ্ট ।



তাই গুরুদাস ভালে কর্তৃক নানকের ধর্মমত
প্রচার-পদ্ধতি ।

এ অঙ্গতে হিন্দুদিগের চারিটী আতি এবং মুসলমানদিগের মধ্যে
চারিটী সন্তান্য ছিল । *

তাহারা সকলেই যের আর্থপদ, সুধীপদতর এবং আত্মাভিমাত্রী ছিল ।
হিন্দুগণ, ব্রাহ্মণসী কেত্রে ও গুরুদাসীর তাঁরে এবং মুসলমানগণ
কায়ার বাস করিত ।

মুসলমানগণ স্ব-ধর্মোক্ত সংস্কার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী কার্য করিত;
আপনাদিগের ধর্ম বজায় রাখিত ; অন্য পক্ষে হিন্দুগণ ব্রহ্মোপাসীত এবং
ভিত্তিক ধারণ করিয়া আপনাপন ধর্ম সমর্থন করিত ।

হিন্দুগণ রামকে উপাসনা করিত ; মুসলমানগণ রহিমের প্রতি অনু-
ব্রত ছিল । হিন্দু ও মুসলমান, রাম এবং রহিমকে অতিশয় বলিয়া মনে
করিত বটে ; কিন্তু উভয় আতিই উপাসনা প্রণালী আনিতে না ; তাহারা
পথ হারাইয়া জমে পতিত হইয়াছিল ।

সেই জন্য যের এবং কোরাণ পরিভ্যাগ করিয়া, প্রসোক্তন বলতঃ
তাহারা সংসারজালে আবদ্ধ হইতে লাগিল ।

* লৈকন, শেখ, মোগল এবং পাঠান প্রভৃতি মুসলমানদিগের চারিটি
আতি, এখানে চারিটী সন্তান্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ; এবং হিন্দু-
দিগের চারিটী আতি বা বংশের সহিত তাহাদের তুলনা করা হইয়াছে ।
বক্তব্য, সাধারণতঃ কথিত হয়,—মুসলমানদিগের চারিটী আতি বা
সন্তান্যদের মধ্যে এইরূপ তুলনা ‘হারাম-ই-চর মাজহাব’ বঙ্গপা
মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে ।

এক দিকে সভ্য পড়িয়া রহিল; জ্ঞান এবং যোগাযোগ অন্য দিকে সভ্য-ধর্ম লইয়া পরস্পর বাধ-প্রতিবাদ,—চর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিল; হস্তগত তথ্যকে কেহই সূক্তিসাঙে সমর্থ হইল না।

অন্যদিকের (সভ্য বা ধর্ম সম্বন্ধে) অভিযোগ শুনিতে পাইয়া, লোককে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

মানক পৃথিবীতে আসিয়া এক প্রথা প্রবর্তন করিলেন যে, শিষ্যগণ গুরুগণ পদপ্রক্ষালন করিয়া সেই পাশোদ্ভূত পান করিবে।

মানক প্রতিপন্ন করিলেন,—কলি যুগে ‘পর ব্রহ্ম’ এবং ‘পরম ব্রহ্ম’ উভয়ই এক,—

যে প্রাণী এই পৃথিবীতে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া আছে, তাহার চারিটা পদ, বিহীন ভিত্তিতে নির্মিত, বা বিহীনসহ তাহার চারিটা পা। এইরূপে চারিটা জাতি পরস্পর মিলিয়া একত্রিত হইল,—তাহারা জাতি ভেদ ভুলিয়া গেল;

উচ্চ ও নীচ ভাবন সমান হইল; শিষ্যদিগের মধ্যে গুরুগণ প্রক্ষালনের এবং গুরুগণের নমস্কারের প্রথা, মানক এ পৃথিবীতে প্রবর্তন করিলেন। *

মানব প্রকৃতির বিপরীতচরিত্রে, গুরুগণ শিষ্যের মতকোণারি স্থানিত হইল।

এই কলি যুগে মানকই মানবের মূর্তি বিধান করিয়াছেন; একমাত্র সভ্যমানবের ব্যবহারে তিনিই মনুষ্যকে প্রকৃত ঈশ্বর উপাসনা দিলা দিয়াছেন।

‘আত্মনির্গম জাতি পণ্ডিত এই প্রকার অনুসরণ করিয়া থাকে।’

এই কলিকূপে বাহুবলক মুক্তিদান করিতেই নানক এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।

টীকা :—গ্রন্থের অন্তর্গত ডাই গুরুবাণি প্রবীত উপরোক্ত অংশ এবং আরও অনেকানেক অংশ, ম্যালকম কৃত “শিখদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ” নামক গ্রন্থের ১৫২ এবং ৩২৭ পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা সমূহে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । (See Malcolm's, "Sketch of the Sikhs" p. 152 &c) এখানে সেইগুলির সঠিক অনুবাদ প্রকাশের জন্য বেরান চেষ্টা করা হইল, মিঃ ম্যালকমের গ্রন্থেই সেই সেই অংশের অনুবাদ এরূপ সঠিক নহে ।

এই গ্রন্থে ৪০ টি অধ্যায় আছে । প্রত্যেক অধ্যায় বিভিন্ন কবিতা-ছন্দে বিরচিত । এ গ্রন্থখানি, নামকের সম্পর্কীয় বহু গানের আধার ; শিখজাতি সেই সকল গান পাঠ করিতে অনুগম্য আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে । তাহাদের মধ্যে একটি গানের বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

নানক পুনরায় মল্লা গমন করেন ; তাঁহার পরিবানে ত্রীকোণী বসনের ছাত্র একখানি সীতবসন ছিল ।

তাঁহার হস্তে বাঁটি, এবং পার্শ্বে কড়কগুলি প্রদত্ত ছিল ; মুংপাত্র, বাটী বা পেরালা এবং বাছুরও নানক সঙ্গে লইয়াছিলেন ।

যেখানে তীর্থযাত্রীগণ আপনাপন শেখ তীর্থ-কাঁচা সম্পন্ন করিতেছিল, নানক সেইখানে উপবেশন করিয়াছিলেন ।

রাত্রিকালে তিনি বধন পা ছুঁখানি ছড়াইয়া নিয়া যান, তখন তাঁহার পা ছুঁখানি নিকরের সম্মুখদিকে বাইরা পড়ে ।

জিউরান তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া বলিল,—এ কি ! কোন্ বিষয়ী কবির অঙ্গদাঁড়ের বিকে পা ছড়াইয়া দিয়া আস এখানে নিদ্রা বাইতেছে ?

—নানক তখন সেই জিউরানের পা বধিয়া রাখিলে এক নিক

লিফট করিলেন ; তাহার সঙ্গে সঙ্গে মক্কা সহরও ঘুরিয়া দাঁড়াইল ।

তখন নানক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রচারিত হইলেন ।

সকলেই বিশ্বাসবিশিষ্ট হইলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

৩য় গোবিন্দের ধর্মপ্রচার-পদ্ধতি ।

['বিচিত্র নাটক' হইতে এই অংশ সংগৃহীত । চব্বিশ অবতারের শেষ অবতার এবং তৎপূর্ববর্তী বৈদী যৌক্তিক সহস্রকে কড়কাংশ, চব্বিশ অবতারের বর্ণনা হইতে এখানে উদ্ধৃত হইল ।]

১১ম নাটক।—কত্রির জাতির "সোখিও" এবং "বৈদী" নামক দুইটা শাখা সম্প্রদায়ের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, এই গ্রন্থের প্রথম চারিটা অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । এই দুইটা সম্প্রদায় এক সময়ে পঞ্চায়ে রাজত্ব করিত ; তাহার এবং কাত্তর তাহারের রাজধানী ছিল । তাহারা গ্রামের পুত্রবধূ, লব এবং কুশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত । দশরথ, রত্ন, দূর্বা এবং অন্যান্য নরপতিগণের বংশপুত্র্য পুত্র্য করিয়া, রামচন্দ্র আপনাকে আদির রাজা কালসেনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিডেন । বর্তমান প্রসঙ্গে, এই গ্রন্থ কেবল প্রতিজ্ঞা বা ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে পরিপূর্ণ । কলিযুগে নানক অবতার গ্রহণ করিয়া 'সোখিদগের' প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন এবং বহুসংখ্যক অবতার গ্রহণ করিয়া সান্নিধ্যের কারণ করিবেন, তখন 'সোখি' কালে তাহার জন্ম হইবে,— এইরূপ বহু গল্প বা ভবিষ্যদ্বাণী এই অংশে সন্নিবিষ্ট আছে ।

"পঞ্চম অধ্যায়" (৩য়)।—ব্রাহ্মধর্ম, যুগের তার কলভারী হইয়া উঠিল ; কত্রিসমূহ, বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করিল । যুগপৎ সেইরূপ ব্রাহ্মধর্মের স্থান অবিকার করিতে পারিল,—ব্রাহ্মের-তার কাঁচকলাপ আরম্ভ করিল, এবং বৈজ্ঞানিক, কত্রিদগের যৌক্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করিল । ব্রাহ্মধর্মের নামক অবতার গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে

আগনার একটা বন্দ সপ্তাহের প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইল বটে; কিন্তু পুস্তকায় তিনি অজ্ঞানরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। দ্বিতীয় বার তাঁহার উমার দাস রূপে দেহ ধারণ এবং পরিণেব তৃতীয় বার রাম-দাসরূপে তাঁহার জন্ম পরিগ্রহ—এ সকল বিষয় তিনি পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর “গোবিন্দ” সপ্তাহান্তের মধ্যেই গুরু-পদ বংশীভূগত হইল। এইরূপে নানক আর কোন বেশ তা মানিব দেহ ধারণ করেন নাই; একটা প্রবীণ হইতে যেমন অপর আর একটা প্রবীণের উৎপত্তি; সেইরূপ নানক হইতেই সকলের উৎপত্তি। প্রকাশ্যভঃ গুরু চারিজনই ছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুরু নানকের আত্মা, প্রত্যেক গুরুসেই বর্তমান থাকিত। রামদাস পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র অর্জুন গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর পর্য্যায়ক্রমে,—হর গোবিন্দ, হর দাস, হরভিষেক এবং ডেব বাহাদুর, শিখদিগের গুরুপদ গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেকেই যথেষ্ট জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন; মুসলমানগণ তাঁহাদের সকলেরই প্রাণ সংহার করিয়াছে।

“বঠ অধ্যায়” (বন্দ)।—যেখানে “গুরু বংশীভূগণ রাজত্ব করিতেন, সেই সপ্ত হরিদ্বী বা গিরিশূঙ্গের সন্নিবর্তে ‘ভীমকুণ্ড’ নামক স্থানে, গুরু গোবিন্দ সিংহের মূর্ত্ত (অশরীরি) আত্মা উপরোপাসনার মত ছিল। পরিণেবে গোবিন্দের সাহসের প্রার্থনায়, তাঁহার আত্মা অগদীকরূপে বিদ্যমান হইয়া গেল। (তাঁহার মূর্ত্তিলাভ হইল,—তাঁহাকে আর এ পৃথিবীতে আসিয়া দেহধারণ করিতে হইল না।) গুরু ভায় গুরু গিড-রাভিও মদা সর্কনা উপরকে উপাসনা করিতেন; ইহর তাঁহাদের প্রতিও রূপ কটাকপাত করিলেন। পরিণেবে অগদীকরূপে সেই সপ্ত গিরিশূঙ্গ হইতে গোবিন্দের আত্মাকে আনয়ন করিয়া, মানব দেহ ধারণের জন্ত আত্মার প্রতি আদেশ করিলেন।

এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা আমার আসে ছিল না,
ঐশ্বর চরণে আমার মন পল্লীর ঘান মগ্ন ছিল ;

কিন্তু অশ্রুসিক্ত পরিশেষে তাঁহার মনোভাব যত্ন করিলেন ।

ঐশ্বর বলিলেন,—‘যখন মানুষের মৃষ্টি হয়, তখন নানী ব্যক্তিবিশেষ
শান্তি বিধানের জন্য দৈত্যগণ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিল । কিন্তু
দৈত্যগণ প্রকৃত বলাশলী হইয়া উঠিল, তাহারা ঐশ্বরকে বিদ্বেষিত হইল ।
অতঃপর দেবতাপুত্রের জন্ম হয় ; কিন্তু তাঁহার, শিব, ব্রহ্ম এবং বিষ্ণু
প্রভৃতি দেহ ধারণ করিয়া মানবজাতির মধ্যে আপনাপন পূজায় প্রথা
প্রবর্তিত করেন । অতঃপর সিদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহারা
জিহ্না পথ অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মৃষ্টি করিলেন । পরিশেষে
গৌরকনাথ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন ; বহুসংখ্যক রাজা তাঁহার শিষ্য
গ্রহণ করে । এইরূপে তৎকর্তৃক ‘বোঙ্গী’ নামে একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত
হয় । গৌরকনাথের পর, রামানন্দের আবির্ভাব । তিনি আপনার প্রথা
অনুসারে “বোঙ্গী” নামক একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন । তাঁর পর
বহুসংখ্যক জন্ম হয় । তিনি সমগ্র আশ্রমের অধিপতি হইয়াছিলেন ।
তৎকর্তৃক একটী ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং শিষ্যগণকে তিনি
তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে উপদেশ প্রদান করেন । এক্ষণে স্মৃতি
মুকা গেল, মানবজাতিকে সংপথে পরিচালিত করার জন্য বাহাদিককে
পৃথিবীতে পাঠান হইল, তাহারা সকলেই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া,
তথায় আপনাপন প্রথা প্রবর্তন করিল, এবং সেই সকল কু-প্রথা
অনুসরণে মানবজাতি কু-পথে পরিচালিত হইতে লাগিল । অতঃ
নির্বোধ মানুষকে কেহই সংপথে প্রবর্তন করিত না,—কেহই তাহাদিককে
সংপথে প্রবর্তন করিতে সমর্থ হয় নাই । হে গোবিন্দ ! সেই জন্যই
আমি আজ তোমাকে আহ্বান করিতেছি । এক্ষণে তুমি পৃথিবীতে কলম
করিয়া, একই পন্থা উদ্ভাবন ইচ্ছা করা প্রকাশ কর ; এবং বাহাদিককে

হইয়া বিশবাসী হইয়াছে, সেই মানবজাতিকে তুমি সংস্কারে পরিচালিত কর । ইহাদের সেই আত্মসম্বন্ধে আমি পৃথিবীতে আসিয়াছি ; তাহারই আদেশে একটা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত হইল ; এবং তাহারই অনুমতিক্রমে আমি এই সম্প্রদায়ের বিধি-বিধান বা প্রচলিত নীতি-প্রথা প্রবর্তন করিলাম । কিন্তু যে আমাকে ইহঁত বলিয়া পূজা করিবে, আমি তাহাকে মরকের খোর অঙ্ককরে নিরুৎসাহ করিব ; কারণ আমাতে ও অমসামান্যে কোনোই প্রভেদ নাই ; আমিও যেমন, সাধারণ মানুষও তেমনই । আমি সেই পরম পিতার অত্যাশ্রয় অষ্টিকোণে প্রবর্তন করুক যাহা :

[অতঃপর গোবিন্দ প্রচার করিলেন.—হিন্দু এবং মুসলমানদিগের ধর্ম সকলই অকিকিংকর ; হিন্দুধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম মিথ্যা । যোনিসম, এক পুত্রাণ ও কোটাল-পাঠক সকলই প্রত্যয়ক । স্মৃতি,—মৃত স্মৃতি বা প্রত্যয় স্মৃতির উপাসনা কিছুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য নহে । গোবিন্দ বলিলেন—সকল ধর্মই কপুণিত এবং কুসংস্কার-মূলক । সন্ন্যাসী এবং বৈরাগী সকলই সহভাবে অসংপথ প্রবর্তন করিয়াছে ; ব্রাহ্মণ, ক্রিয় এবং অপরাপর জাতির উপাসনা পদ্ধতিও কুখ্য ও অকিকিংকর ; বর্ষস্রব বা পুঁথিপ্রভে ইহঁত নাই ; বাহারা একত্র হয়ে কবে, তাহারা নিশ্চয়ই মরকে নিশ্চিত হইবে । একমাত্র সত্যমিষ্ট এবং বিনয়ী হইলেই ইহঁত লাভ হয় । ”

“ইহার পরবর্তী পঞ্চাশ সমূহ, জরোথাস্ট্র অষ্টায় পঞ্চাশ, গোবিন্দের দুহাদি সম্বন্ধে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় : বাবসাহের সৈন্য এবং পার্শ্বজ রাজাদিগের সহিত গোবিন্দ যে সকল দ্রুত নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহলে প্রধানতঃ তাহারই বিদ্যুত বর্ণনা সন্নিবিষ্ট গ্রহিয়াছে ।]

“চতুর্দশ অস্তায়,” (বর্ষ)।—যে জননীকর ! আপনি লক্ষ্য করিয়া উপাসকসকলকে অসং পথ হইতে রক্ষা করিয়াছেন,—আমিও আপনাকে পূজন পথ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ; আপনি পান্ডিত্যের প্রতি বর্তমান

শান্তি বিধান করিয়া থাকেন। আপনি আমাকে অনুমতি দান রূপে গ্রহণ করিয়াছেন; আপনি নিজের আশীর্বাদ প্রদান করিতেছেন। যে করণধার জনদীপক। আমি এ পৃথিবীতে আসিয়া আপনার কৃতিতাবৃত্ত সম্বন্ধে বাহা পরিদর্শন করিলাম এক আপনার বহিরা। সম্বন্ধে বাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সে সকলই আমি আজ আপনার অনুগ্রহে বর্ণন করিব। ঐশ্বর্যের বর্ণনা যেন, আমি পূর্ক আগে বাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাও এখনে সাধারণের গোচরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি যে কার্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি, যে জনদীপক। সর্ব সময়েই আপনি আমার প্রতি করুণা-কথা বর্ণন করিতেছেন। 'তো' (তোমারই) আমার রক্ষাকর্তা। ঐশ্বর্যের অনুগ্রহে আমি সবল হইব প্রাপ্ত হইয়াছি। তিন দিন সময়ে আমি বাহা পরিদর্শন করিয়াছি, সে সকলই আমি 'গ্রহে' সমিধি করিব। আমি মানকে সকল বিষয়েই বুঝাইয়া দিব।

চবিশ অবতার হইতে কতকগুলি মন্ত ।

"বকী" (শেব ভাগ) — এইরূপ কথা বিশেষ বলশালী এবং অবতার বৃত্ত হইয়া উঠিল। তাহাতে জনদীপক কুণিত হইয়া, অপর লোক একজন যোগী হুটি করিলেন। এইরূপে এখন এবং পরাক্রমশালী মেদী বীরের হুটি হইল। মেদী বীর কবীর ধ্যান-সাধন করিয়া সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া বসিলেন। সকলই ঐশ্বর্যের ইচ্ছার এবং শক্তিতে সঙ্গত হইয়া থাকে; তিনিই সর্ব বিষয়ের আধিকারী। এইরূপে চবিশ অবতারের অবদান হইল।

"মেদী বীর" — এইরূপে বকী ধ্যানসমূহে নিপাতিত হইলেন। কিং জনদীপক সর্ব সময়েই অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন; কলিযুগের শেব ভাগে বা অবসানে সকলই ঐশ্বর্যে বিনীত হইবে। * বকী মেদী বীরের নিকটে পৃথিবী সত্তার স্বীকার করিল, — মেদী বীর বকী পৃথিবী

ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସମ୍ଭବ, ଓଡ଼ିଆର ମନେ କିଛି ଅଭିମାନର ସମ୍ଭାବ
ହୁଏ । ତିନି ଶ୍ରଦ୍ଧା-କ୍ରମଣ ଏବଂ ସହକାର ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର ଆବେଶ
କରିଲେ ; ନକଲେହି ତାହାର ନିକଟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ତିନି ଆମ୍ଭଙ୍କ
ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ ସମ୍ଭାବନା ମନେ କରିବା ଆମ୍ଭଙ୍କେ ;—ତାହାର ସମ୍ଭାବନା ହୁଏ
ଈଶ୍ଵରର ସର୍ବ ଶକ୍ତିରାଜ୍ୟ ହୁଏ । ସେହି ସର୍ବ ଶକ୍ତିରାଜ୍ୟ ହୁଏ, —ତିନି ସର୍ବ-
ଭୂତେ ଏକ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାନ୍ତେ । ଓଡ଼ିଆ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜଗନ୍ନାଥ
ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥର ଅଭିଷେକ ; ଈଶ୍ଵର ଏକ,
ତାହାର ବିଷୟ ନାହିଁ । ତିନି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବତ୍ର, —ଈଶ୍ଵର, ହେ, ସ୍ଵାଧୀନତା,
ପାତାଳ, ସକଳ ହାତେହି ବିଦ୍ୟମାନ । ସେ ଶକ୍ତି ଅଭିଷେକ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆମେ ନା,
ସେ ଅନାଥବାର ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଅନ୍ୟତ୍ର ସର୍ବଶକ୍ତି-
ମାନ ସେହି ଈଶ୍ଵରର ସମ୍ଭାବନା ଶକ୍ତି ଅପହରଣ କାହା ଶାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-
ରୂପ ବିଦ୍ୟମାନ ।

ଜଗନ୍ନାଥର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏକଟି ସ୍ଵର୍ଗାତ୍ମୀ କୌଣସି ଅଟେ :

ସେହି କୌଣସି ସେବାର କର୍ମ ଅପରିଚିତ ହୁଏ,

ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ :—

ସେହି ଈଶ୍ଵରର କର୍ମ କୌଣସି ଏବିଷ୍ଟ ହୁଏ,

ସେହି ଈଶ୍ଵର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଈଶ୍ଵରର ଅଧୀନତା ଶାନ୍ତି କରିବ ।

চতুর্থ পরিশিষ্ট ।

কল্পিত বা উপভাসোক্ত সত্ৰাট কেবলের প্রতি নানকের

উপদেশপূর্ণ অথচ তিরস্কার-ব্যঞ্জক পত্র ; এবং

শিখসম্বন্ধে নির্ভারিত পথে পরিচালনার্থ

গোবিন্দ প্রবর্তিত নির্দিষ্ট

নিয়মাবলী ।

টীকা।—কেবলকে যে দুইখানি লিপি লিখিত হয়, তাহা নানক লেখেন, ইহাই সাধারণ সংস্কার। প্রথম পত্রের নাম,—“নাসিহুত নামে” অর্থাৎ তিরস্কার ব্যঞ্জক এবং উপদেশ পূর্ণ পত্র। দ্বিতীয় পত্রের নাম,—“নানকের উত্তর ; তাহা নানকের মুখনিহৃত বলিয়াই ব্যক্ত। কেবল নাম সত্ত্ববৎঃ এনিয়া এবং ইউরোপের প্রাধিকৃত্য “হারিস এল স্কিন” নামের অপভ্রংশ। নানক সম্বন্ধে উত্তর রচনাই কাননিক এবং ইহা শেষ শতাব্দীর কথা তাহা বিব্রচিত বলিয়া বোধ হয়।

গোবিন্দের দুই খানি পত্রের নাম,—“রেহত নামে” অর্থাৎ নিয়মাবলীর পত্র এবং “টীখনামে” অর্থাৎ দণ্ডবিধি সম্পর্কীয় পত্র। সাধারণক লিপ্যে পরিস্রবের উপযোগী করিয়া ইহা লিখিত। ব্যক্তিবিশেষের উত্তর প্রত্যয়ের ভজ, অথবা কোন প্রশ্ন-জিজ্ঞাসাকারীর সংশয় ছেদকরণ বাস্তবে, ইহা লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। গোবিন্দ যখন যে ইহার রচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু তাহাতে গোবিন্দের বক্তব্যতা পক্ষা শিখ-সম্বন্ধে নীতি-সমূহ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও কোন সন্দেহ নাই।

১। নাসিয়ুত নামে অর্থীঃ খনসম্পত্তি পূর্ণ চরিত্রটি

রাজধানী সহরের প্রতাপাবিহিত সন্ধ্যাটি

কেরপের প্রতি নানকের পত্র ।

মাহুব একাকী আসে, একাকী যায় ।

মাহুব যখন চলিয়া যায়, কিছুই তাহার সন্দেশ নাই :—

(কিম্বা তাহার কোন সাক্ষ্য থাকে না ।)

হিসাব নিকাশের সময় সে কি উত্তর দিবে ?

যদি তখন সে কেবল অনুতাপ করে.

তাহাকে শান্তি ভোগ করিতে হইবে ।

* * * * *

কেরণ ভক্তি দেখাইতেন না ; তিনি কোন ধর্ম বিধানও করিতেন না ; ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার অস্থা ছিল না ; তিনি কোন ধর্ম মানিতেন না । ভ্রাবান হইয়া তিনি শাসন করেন নাই, ইহা পৃথিবী উল্লকর্থে বোঝা করিত ।

তিনি শাসনকর্তা নামে অভিহিত হইতেন ; কিন্তু তিনি প্রশাসন করিতেন না । তিনি কেবল ইশ্রির সুখভোগে রত থাকিতেন ;—তিনি যেন সেই মোহ-কঁখে বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন ।

তিনি পৃথিবী পূর্জন করিয়াছিলেন ; নরকাসি তাহাকে ব্যক্তি করিত ।

* * * * *

মাহুদের সংকর্ষ করা উচিত । তাহা হইলে, তাহাকে নাজিত হইয়া হইবে না ।

অনুতাপ করিত ; কিন্তু অভ্যাচার করিত না ।

অজ্ঞান, কলহের মহাৎ নরকাসি তাহাকে ব্যক্তি করিত ।

অবিস্মৃত, পুণ্য, না এবং বী, কামারও কোন নিবন্ধ

এ পৃথিবীতে বর্তমান থাকে না ;

কারণ মনুষ্য মাত্রেই উদ্ভাসমান বিহনের চক্রে দ্বারার দ্বার দ্বার !

* * * *

চলিগী বসন্তাভাসের অবিশিষ্ট হইল। তুমি মনে মনে কতই আহ্বান
কর ;—তুমি কেবল জোনহুকেই মন ; কিন্তু তুমি জোনার ধর্ম গ্রহণ
কর না। হে মানব ! এই দেখ, কেবল সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হইল।

হে মানব ! জৈবের নিকটে প্রার্থনা কর,

এক এক জৈবকেই আশ্রয় করিয়া থাক।

২। যদিবার অধিশিতি কেরনের প্রতি নানকের উত্তর :

এখনও নানক মকার প্রথম করেন ;

পরে, তিনি যদিবা কর্ম করিতে দান ;

মকা এবং যদিবার অধিশিতি কেরন,

নানকের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া,

নানকের শিষ্য লাভ করেন।

বকস নানক এখানেই উল্লেখ করিতেছিলেন,

তখন সেই ভাগ্যবান কেরন জাহকে বলিলেন,—

“তাহাণে আপনি এ স্থান পরিত্যক্ত করিতে উদ্ভোগি ;

কিন্তু আপনি আশ্রয় কবে এখানে দিগ্বিদিক ?”

তাহাতে তুমি উত্তর করিলেন,—

“বকস আমি কখন গান মানব-দেহে গেল করিব,

তখন আমি গোবিন্দ নামে পরিচিত হইব ;

তখন নিবন্ধন কেহই থাকুক মুক্তন করিব না ;

আমার মককেই নিবন্ধন করিয়া থাকে “নানক” গ্রহণ করিলে।

তখন 'খালসা' সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে,
 এবং সকলেই 'সুন্দর জয়' !—এই অর্থশ্রম উচ্চারণ করিবে ।
 তখন আভিভূত থাকিবে না,—চারি জাতি এক হইবে ;
 তখন সকলেরই অঙ্গ পাঁচখানি অস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিবে ।
 বলিবেন তাহারা সকলেই নীলকর্ণের পরিচ্ছন্ন পরিধাম করিবে ;
 তখন দেখিবে,—'খালসা' নাম সর্বত্রই বিরাজমান ।

আরসজ্জাবের রাজস্ব কালে,
 সেই খালসার অভ্যুত্থানে সকলেই চমকিত হইবে ।
 তখন বুদ্ধ বাব্বা উঠিবে,
 অনন্তকাল সেই বুদ্ধ চলিবে ; তাহার বিরাম হইবে না ।
 প্রতি বৎসর সেই বুদ্ধ চলিতে থাকিবে ।

তখন সকলেরই অস্ত্রে গোবিন্দ নাম বিরাজ করিবে ;
 অনেকেরই মস্তক উত্তোলন করিবার উদ্দেশ্যে,—
 তখন 'খালসা' সাম্রাজ্যের প্রাধান্য বিস্তৃত হইবে ।
 প্রথমতঃ, পঞ্জাবে শিখসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ;
 জরপ্র পঞ্জাব শিখদিগের অধীনতা—পাশে আবদ্ধ হইবে ;
 তখন দেখিবে হিন্দুস্থান এবং উত্তর খণ্ডে

খালসার আধিপত্য বিরাজমান ।
 পশ্চিমে অপরূপের দেশও তাহারা অধিকার করিবার লইবে ।
 পশ্চিমে প্রবেশ তাহাদের নিকট মস্তক অমনত করিবে ।

তৎপরে শিখদিগ ঘোড়ায়ানে প্রবেশ করিলে,
 কাবুল এবং কাবুলের তাহাদের পশ্চাত হইবে ।

তার পর কখন ইরান ও আফগানিস্তান করিবে,

এইচেন কালে পরিত দেশ, ইরান নামে পরিচিত হইবে ।

সেই সময়ে আমি পুনরায় মন্দির আসিব,
 এক তখনই নিধনগ্ন মথিনা আক্রমণ করবে ;
 তখন আনন্দের আর অবধি থাকিবে না,
 সকলেই “ভরুর জর হটক” বলিয়া উচ্ছ্বাস করিয়া উঠিবে ।
 সর্বত্র তির ধর্য্যবলানিগ্ন পদদলিত হইবে ;
 পবিত্র “খালসা” উন্নতির উচ্চ চূড়ার আয়োজন করিবে ।
 পত্ন, পক্ষী, সন্নিহন সকলেই (ঈশ্বর সমক্ষে) কাম্পিত হইবে ।
 স্ত্রী, পুরুষ সকলেই তখন অধিতীর ঈশ্বরের উপাসনার প্রবৃত্ত হইবে ।
 স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল,—সকলেই ঈশ্বরের নিরম অনুসরণ করিবে ।
 ভক্ত কৃপা লাভ করি। মনুষ্যমাত্রেরই তখন সুখী হইবে ।
 খালসাতেই তখন সমস্ত ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিবে ;
 তখন পৃথিবীতে আর কোন ধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান রহিবে না ।
 তখন সর্বত্র সকলেই ‘ওয়া ৫ র’ শব্দ উচ্চারণ করিবে,—
 হৃৎকম্পিত সকলেই অভিহিত হইবে ।
 ঈশ্বরের নিকট হইতে নানক বে সাত্ত্বজ্য পাইয়াছেন,
 কলিযুগে সেই সাত্ত্বজ্যের প্রোতর্ভা হইবে ।
 তখন আমি সন্দেহহীন অবস্থায় ঈশ্বরের সমক্ষে নিপতিত হইব ;
 হে ঈশ্বর ! তোমার দান নানক, তোমার বিধান
 কিছুই অপরিস্রব করিতে সমর্থ নহে ।

৩। গুরু গোবিন্দ প্রণীত ‘রেহত নামে’ ।

(কোন কোন অংশের সার সংগ্রহ এবং কোন কোন অংশের
 মর্ম্ম এইরূপে প্রকাশ হইল।)

মথিরাই টোঙ্গারী জন্ম স্থিতি ; এম হুটপদসম্মত (কোমল
 কীরকরা নামের মায়ক বাবে) প্রকাশ তিরাহর নিকট বিদিত ।

উপাসনায় ঈশ্বর উপাসনায় হুয়া প্রকাশ তিরাহর নিকট বিদিত ।

হিন্দব সে, নানেকর অহুংহে এই পৃথিবীতে একটা বর্ষ-সন্তান বা বর্ষ-বত প্রবর্তিত হইয়াছে ; তজ্জন্ত একশে 'রেহেত' (বা বিধি-বিধান) প্রণয়নের আবশ্যক ।

যে শিখ বস্ত্রকোপরি পাগড়ী (টুপি) * পরিধান করে,

সে অলপও সীড়ার সাত বার মুতামুখে পতিত হয় ।

আর যে ব্যক্তি স্ত্রী সলায় দেয়, সে ব্যক্তি

অলপ মল্লকের গুণে প্রধাবিত ।

[আহারের সময় উকৌষ পরিচ্যাগ করা ; মিনা, বাসানি ও হুন্দি-
বার (শিত-হ-চারক) দিগের সংসর্গে থাকা ; এবং ত্রীমোকের সহিত
সতরক বেলা ;—স কলই নিষিদ্ধ । শিখদিগকে এ সমুদায় পরিচ্যাগ
করিতে হইবে ।

গুরু নাম উচ্চারণ না করিয়া, কোন ভোজ পাঠ করিলে না ; যে
ব্যক্তি গুরু বাক্য অবহেলা করে, এবং বিধান ও ভক্তির সহিত শিখের
কাণ্ড করিতে পরামুখ হয়, সে নিশ্চয়ই ম্লেচ্ছশব্দবাচ্য ।

যে শিখ গুরু 'হুত্ম নারে' অর্থাৎ পূজাপহার এবং চাণা প্রদান

* প্রবাদতঃ এখানে হিন্দুধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসীদের বিধব্রত উল্লিখিত
হইয়াছে । হরতো পূর্বে যে সকল মুসলমান 'করোজী' টুপি ব্যবহার
করিত, তাহাদের এডিও কতকটা লক্ষ্য আছে । একশে সেই সকল
মুসলমান, সেই 'করোজীর' দ্বারা কোন বৃত্তাকৃতি আয়তনের চতুর্দিকে
তাহাদের সেই শিরদ্বার জড়াইয়া রাখে । এতদুপর্যন্ত টুপির প্রতি
শিখ জাতি যে দৃষ্টা প্রকাশ করিত, শিখদের সে দৃষ্টার তাৎ একশে
আর নাই ; অতীত ভারতবাসীর দ্বারা তাহারাও ইংরাজদিগের টুপির প্রতি
দৃষ্টা প্রকাশ করে বলিয়া, শিখ জাতির সে পূর্ব দৃষ্টা একশে অলঙ্কার
বিহীন হইয়াছে ।

যাতিই গুরু গোবিন্দের আদর্শীয়; গোবিন্দ সেই শিষ্যকেই সম্বোধন করিলেন। যে শিষ্য, তাহার বজাডীর অপর আর একজন শিষ্যকে আহ্বান প্রদান করে, তাহার উপরই গুরুর চির অনুগ্রহ বর্তমান থাকিবে।

১৭৫২ সন্থতের (১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন) এই দ্বাদশ বৃহস্পতি-বার কৃষ্ণপক্ষে এই নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইল। যে যাতি এই সকল উপদেশ পালন করিবে, সেই যাতিই গুরু গোবিন্দ সিংহের শিষ্য—শিষ্যগনবাচ্য। গুরুর আজ্ঞাও গুরুর ভাৱ পালনীয়। ইহাদের উপর নির্ভর কর।]

৪। “টান্ধা নামে”,—দণ্ডনীতি বা দণ্ডবিধি, অথবা

শিষ্যদিগের প্রতি কতকগুলি নিবেদন।

(নার-সংঘ।)

তাই নন্দলাল কোন সন্ধ্যায় গুরুকে প্রদ্য জিজ্ঞাসা করেন; সেই প্রস্তাবে উত্তরে এই জ্ঞান সিদ্ধি হয়। তাই নন্দলাল, গুরু গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—শিষ্যজাতির পক্ষে কি কি বিধের, এবং কি কি পরিত্যজ্য ?

নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—শিষ্য-জাতির পক্ষে কোন কোন কাৰ্য্য বিধের এবং কোন কোন বিষয় পরিত্যজ্য। তখন গুরু তাঁহাকে নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন,—শিষ্যদিগের এইরূপ কাৰ্য্য করা উচিত;—শিষ্যদিগের মন সর্বদা ইহুরে নিমগ্ন থাকিবে; তাহারো নাম-বর্হীভরণ করিবে এবং পবিত্রাঙ্গা হইবে (নাম, দান, দান)। যে যাতি প্রত্যহ প্রত্যুবে কোন বর্হীধিকরণে গমন করে না, কিংবা কোন পবিত্রাঙ্গা ক্রতির সাধাৎকার গায়ে বিমুখ হয়, সেই যাতি দ্বিতীয়ই পাপী। নিম্নোক্ত অশাস্তকে যে (অন্তরে) স্থান দান না করে, তাহার পাপ অনন্তকাল স্থায়ী। জননীকরের অনুগ্রহ ক্রতীত কোন দণ্ডই সঙ্গত হয় না। উপাসনাসময়ে, কিংবা ভোজ্য পাঠ সমাপন করিয়া, যে যাতি অর্ধ-সন্ধ্যাকরে, অর্ধপাত্রে খণ্ডে (অর্ধাং) ভিজ্ঞানবৃত্ত হয়।

সেই ব্যক্তিই পুণ্যাত্মা। ঐকান্তিকতা সহকারে প্রত্যেক আগন্তুককেই সমভাবে (করপ্রসাদ অর্থাৎ খাদ্য) দান করিতে হইবে। যন্নদা, পর্কদা এবং নবনীত তুল্যাদি দ্বিভিত্ত করিয়া সেই প্রসাদ প্রস্তুত করিবে। প্রসাদ-প্রস্তুতকারী প্রথমে স্ববদান পূর্বক দান করিয়া, কৃতজ্ঞিক হইবে; পরে সেই প্রসাদ রন্ধনকালে সর্বদা “ওম্ ওম্” শব্দ উচ্চারণ করিবে। সেই প্রসাদ প্রস্তুত শেষ হইলে, তাহা একটা গোলাকৃতি পাত্রে রাখিতে হইবে।

যে শিখ, তুর্কিসের মনোমোহন কবচ তিসকাছি ধারণ করে, অথবা তাহার চরণ দ্বারা লৌহ পৃষ্ঠ হয়, সেই শিখ নিশ্চয়ই নিরন্তরামী হইবে। যে ব্যক্তি (সু/হ কদম্ব) বস্ত্র এবং পীত বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে; কিংবা নস্ত্র (নিম্বর) গ্রহণ করিবে, তাহার মরক যক্ষ্মা ভোগ অবশ্যত্বাবী*।

যে ব্যক্তি, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের মাতা কিংবা তবীর প্রতি ইঙ্গিত্য-সক্ত হয়, অথবা কামকটাক্ষপাত করে,—যে ব্যক্তি আপন অবহা-যারী উপযুক্তরূপে কস্তার বিবাহ না দেখে,—যে ব্যক্তি আপনায় তবী বা কস্তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে,—যে ব্যক্তি দরিদ্রকে পীড়ন করে, অথবা তাহার দ্রব্য অপহরণ করিয়া লয়,—এবং যে তুর্ককে সম্মান করে,—সে ব্যক্তি দণ্ডার্থ।

* তামাক ব্যবহার সম্বন্ধে এখানে এই নিষেধাজ্ঞাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। শিখদিগের প্রচলিত নীতি অনুসারে অথবা সর্বপ্রকার তামাক ব্যবহারই শিবিদ্ধ। পেশোয়ার এবং কাবুলের কতকগুলি ক্ষত্রিয় নস্ত্র ব্যবহার করে; কিন্তু ভারতবাসীর দিকই আশিষ্ট সে প্রথা সম্পূর্ণতঃ—ভারতবাসী আজ পর্যন্তও কোমল নস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখে নাই।

শিখণ জাহাজের বেশ বিক্রাস করিবে; এবং দিনে দুইবার জাহাজের পরিদ্রাণ বা উল্লোম খুলিয়া রাখিবে, এবং দুই বার পরিদ্রাণ করিবে। এতোক শিখেরই দুইবার মুখ প্রকাশন করা কর্তব্য।

সকল প্রকার জ্বোয়ারই বনমাংশ ত্তর নায়ে সমর্পণ করিতে হইবে। বান-বর্গাচরণ করা আবশ্যিক।

এতোক শিখ নীতল জলে স্নান করিবে। 'জপ' পাঠ না করিয়া কোন শিখ আহাৰ করিবে না। এতে 'জপ', অপরদে 'রাই রাস' এবং স্নিহাস বা শরনের পূর্বে 'সেহিল' পাঠ, শিখদিগের সর্বধা কর্তব্য।

কোন শিখই প্রতিবাসীর নিন্দা করিবে না; প্রতিবাসী ক আত্মি সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করা, শিখ আত্মির পক্ষে পাপজনক। অতি সতর্কতার সহিত প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে হইবে।

ভুক্ত আত্মির নিকট হইতে শিখণ কোন মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; শিখ আত্মির পক্ষে তাহা অবিধের।

যে ব্যক্তি আপনাকে সাধু (বা পবিত্রাত্মা) বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, সেই শিখ দৃঢ়রূপে আপনাত অতিব্যক্তি অনুসারে কাৰ্য্য করিবে,— সেই অতিব্যক্তি অনুসারী আপনায় প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বদ্ধবান হইবে।

বাত্মাকালে, কাৰ্য্যান্তের পূর্বে এবং ভোজনের সময় প্রথমে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে হইবে; ঈশ্বরোপাসনা না করিয়া কিংবা ঈশ্বরকে না আক্লিয়া, কোথাও গমন করিবে না, কোন কাৰ্য্যান্ত করা উচিত নহে, কিংবা ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে না।

শিখ যাত্রাই আপনাপন বর্গপন্থীর সংসর্গ উপভোগ করিবে। তাহার কখনও পর-স্রী-সংসর্গ করিবে না।

যে ব্যক্তি অন্য বহিঃকে কোনরূপ সাহায্য করে না, সে কখনও ঈশ্বরকে সোজিতে পারিবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরোপাসনা অনুসারে করে, পবিত্রাত্মা ব্যক্তিবর্গকে সম্বাদ

করে না; যে ব্যক্তি দ্যুতক্রীড়ায় আগত হয়, কিংবা গুরুনিবা ভ্রমণ করে, সে ব্যক্তি কল্যাণ শিখণপদাভ্যাস করে ।

ঐতিহীন বাহা অর্জন বা সঞ্চয় হয়, তাহার নির্দিষ্ট কতকংশ ঐশ্বরের নামে দাতব্য করিয়া দাখ্য কর্তব্য । কিন্তু ঐকান্তিকতা সহকারে এবং সত্য বর্ণে নির্ভর করিয়া সকল কার্যই সম্পন্ন করিতে হইবে ।

নিবাসে বা ক্রয়কারে অগ্নি নির্বাপিত করা উচিত নহে; কিন্তু যে আগের কতকংশ পান করা হইয়াছে, সে অল সেলেন দান্যে অগ্নি নির্বাপিত করিবে না ।

৩ হারের পূর্বে গুরু নাম উচ্চারণ করিবে । বাহ্যবসিতার সমস্ত সর্কবা পরিভাষা, পরস্পর মতিত ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিধি । গুরুভ্যাসী হইয়া কখনও অপরের মতানুবর্তী হইও না । কোন শিষ্যেরই মত দেখে থাকি উচিত নহে । সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া কখনও কোন শিষ্য অবগাহন করিবে না । উলঙ্গ অবস্থায় দান্য বিতরণ একেবারে নিষিদ্ধ । শিষ্যদিগের মস্তক সর্কবা আবৃত থাকিবে ।

বাহার মুখ হইতে কখনও অসত্যবানী সিন্ধত হয় না,
চক্ষু মুখে পড়ারমান হইয়া যে ব্যক্তি দৃষ্টে প্রবৃত্ত হয়,
দান-বর্ষাচরণই বাহার একমাত্র কার্য,
যাঁ আত্মিক বিকাশ করাই বাহার জীবনের একমাত্র রত,
সেই ব্যক্তি প্রকৃত শিষ্য পদবাচ্য ।
যে ব্যক্তি ভিত্তিস্থিৎ,
“কল্প” † তদ্ব্যভূত করা বাহার কার্য,

* হিন্দু আচার্য্য দ্বারা পুরুষগণ দান্য বিতরণ সময়ে যে বিশেষ অনুসরণ করিয়া থাকেন, এখানে উৎপ্রাতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বারকাদিগের আচার-পদ্ধতি লক্ষ্য করে ।

যে ব্যক্তি কুসংস্কারের বশবর্তী হয় না, *
 কিবা রাজি, কিবা বিন,—সর্ব সময়েই যে আশ্রয়,
 শুধু থাকে যে ব্যক্তি আনন্দ উপভোগ করে,
 পরাজিত হইয়াও যে কখনও তীত বা নিরুৎসাহিত হয় না,
 সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শিবপন্থাবাদী।
 দীর্ঘ, অল্পম সকসই একই ঐশ্বরের সৃষ্টি মনে করিয়া,
 কাহারও প্রাণে ব্যথা দিও না।
 এ আবেশ অগ্রহা করিলে, ঐশ্বর আপনাই অসন্তুষ্ট হইবেন।
 যে ব্যক্তি দরিদ্রকে পালন করে,
 যে পাণ কাঠের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়,
 ঐশ্বরই বাহার একমাত্র অবলম্বন,
 যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে বহুবান, †
 সেই ব্যক্তিই ধানসার অন্তর্ভুক্ত।
 ঐশ্বরের প্রতি বাহার ঐকান্তিক ভক্তি,
 এ সংসারে বাহার কোনরূপ বন্ধন নাই,
 বৃদ্ধ ঘোটক আরোহণ করাই দার প্রকৃতি,
 বৃদ্ধই বাহার একমাত্র ব্যবসার,
 বাহার কেহ সর্বদা অস্থ-শব্দে সুশোভিত থাকে,

* আরবী ভাষায় “আরাম” শব্দের ব্যুৎপত্তিসমুৎ অর্থের সহিত
 হিব্রী ভাষায় “আরাম” শব্দের অর্থোৎপত্তি সাক্ষ্য পরিচয়িত হয়।
 ইহার অর্থ—যে ব্যক্তি কোন সিদ্ধ পুরুষ বা অগ্র কাহারও অজিত
 করিয়া সেই ভাব প্রকাশ করে। কোন সাক্ষ্য এবং তাঁহার অনুসরণের
 পরামর্শের ক্ষেত্রে যে বুদ্ধের বা অসীমতার ভাব থাকে, সেই অসীমতার
 বা বুদ্ধের ভাব প্রকাশের অর্থও সেই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† পারস্যভাষিক অর্থ—যে ব্যক্তি কোন প্রাণে ধান করে।

তুর্ক নিধন করাই বাহার জীবনের ব্রত,
 ধর্ম প্রচার করাই বাহার একমাত্র উদ্দেশ্য;
 যে আপনার সর্বস্ব—সমস্তক এখানেও কুণ্ঠিত হয় না,
 সেই ব্যক্তিই ‘বালসার’ প্রকৃত সম্ভান।
 ঈশ্বরের নাম সর্বত্র প্রচার করিতে হইবে;
 কেহই ঈশ্বরকে মিথ্যা করিবে না;
 পবিত্র কবর, নদী-পর্বত, ঈশ্বরের নামে প্রতিধ্বনিত হইবে;
 বাহারা ঈশ্বরোপাসনা করে, তাহারা সকলেই মুক্তিস্বত্ব করিবে।
 হে নন্দলাল! বাহা বল! হইতেছে, শ্রবণ কর;
 আমি আমার নিজের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিব,
 তারি আতি পরম্পর মিলিয়া এক জাতি হইবে,
 সকলকেই “ওরা ওরা”,—এই ভোদ্য গাঠ করিতে নিষাইবে।
 গোবিন্দের শিষ্য শিষ্যগণ সকলেই অগারোহণে ব্যস্তান হইবে,
 তাহাদের হস্তোপরি সস্ত্রা যথ্য পক্ষী থাকিবে,
 (অর্থাৎ তাহাদের সম্ভান অব্যর্থ হইবে।)
 তুর্কগণ তাহাদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিবে।
 এক একজন শিষ্য সহস্র সহস্র শত্রুর সমুদীন হইবে;
 এইরূপে বাহার বৃদ্ধা চইবে, সেই ব্যক্তিই অমৃত দুয়ের অবিকারী।
 প্রত্যেক শিষ্যের সিংহদ্বারে সুসজ্জিত হকী,
 এক বর্ষা হস্তে অগারোহী বণ্ডারদান করিবে,
 তখন সেই সিংহদ্বারের উপরিভাগে সুমধুর
 সঙ্গীত ধ্বনি হইতে থাকিবে।
 বকস সহস্র সহস্র ব্যক্তি একত্র প্রেরণিত হইয়া উঠিবে,
 পূর্ব ও পশ্চিম ধরে বাসবার আধিপত্য বিস্তৃত হইবে।
 তখন ‘বাসমা’ একাধিপত্য শাসন বণ্ড পরিচালনা করিবে

বাগদার গতি কেহই রোধ করিতে সমর্থ হইবে না ;
তখন বিদ্রোহীদের ধ্বংস অনিবার্য, এবং বাহারা অনুগত
তাহারা অশেষ অনুগ্রহভাজন হইবে ।

পঞ্চম পরিণিষ্ঠ ।

—:—

শিখদিগের কতকগুলি সম্প্রদায় বা উপাধির তালিকা ।

(এখানে আরও কতকগুলি নাম বা উপাধি পরিণিষ্ঠ ছিল ।
যত্নে সেগুলি কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রকৃত পার্বক্যরূপে না
হইলেও, তাহাদের নামেরে ঐ এখানে আকল্পক ।)

১ম। “উদাসী”,—নামকের পুত্র, খ্রীষ্টান কর্তৃক এই সম্প্রদায়
প্রতিষ্ঠিত। উদাসিন্য প্রকৃত শিখ-পদবাচ্য নহে বলিয়া, উহার নাম
তাহাদিকে আগনার শিখ-সম্প্রদায়ভুক্ত করেন নাই ।

২য়। “বেদী”,—নামকের আর এক পুত্র লক্ষ্মীদাস এই সম্প্রদায়ের
প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত ।

৩য়। “ভিহন”,—ভুজ অর্থাৎ “ভিহন” সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন ।

৪র্থ। “ভালে”,—ভুজ উদার নাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ।

৫ম। “সোবি”,—ভুজ নামদানের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়, “সোবি”
নামে পরিচিত ;

টিকা।—“বেদী”, “ভিহন”, “ভালে” এবং “সোবি” সম্প্রদায়ের শিখগণ
শিখদিগের কতকগুলি নাম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত । ইহারা ভুজ
সম্প্রদায় নহে । কয়েকজন ভুজ বংশোদ্ভূত বলিয়া, তাহারা এইরূপ
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন ।

৬ষ্ঠ। “সামারান”,—যখন কোন সখিয়ার ভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠিত হয়,

তখন বাহারা নানক প্রবর্তিত বর্ষমত পরিচ্যাপন করিয়া, রাম রায়ের মত গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা এই ‘রামরায়ী’ নামে পরিচিত। হরিদ্বারের সম্মুখে হিমালয়ের পাদদেশে তাহাদের কয়েকটা ধর্মাবলম্বী বসতি ছিল।

৭ম। ‘বান্দা পাহী’,—অর্থাৎ বান্দা প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ, এই ‘বান্দা পাহী’ নামে অভিহিত। গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর, বান্দা কিছুকাল শিখদিগের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৮ম। ‘মাসান্দ’,—সাধারণতঃ কত্বেয় জাতির একটা শাখা সম্প্রদায়ের নাম,—‘মাসান্দ’। বাহারা গোবিন্দের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহাদের অন্তর্ভুক্তই বিশেষতঃ এই ‘মাসান্দ’ নামে অভিহিত হইত। কেহ কেহ বলেন, ‘মাসান্দগণ’ রাম রায়ের শিষ্য; আবার তাহারও মতে, বাহারা গুরুপুত্রকে অগ্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহারা এই ‘মাসান্দ’ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে শুনা যায় যে, মাসান্দগণ কয়েকজন গুরুর গৃহে পুরুষাত্মকভাবে পরিচারকের কার্য করিত; তৎপরে তাহারা অহকারোক্ত এবং এবং অসিদ্ধচারী হইয়া উঠে; তথাপি তাহারা আপনাদিগকেই পবিত্র এবং পুণ্যাক্তা বলিয়া মনে করিত; এবং যে সকল শিখ তাহাদিগকে সম্মান করিত না, মাসান্দগণ তাহাদিগের প্রতি অসম্মানবোধ করিত। পরিশেষে তাহাদের কাব্য-কলাপ দেখিয়া, গুরু গোবিন্দ তাহাদিগকে সংশোধনের অযোগ্য মনে করেন; এবং তাহাদের দুইজন কি তিন জন ব্যতীত আর সকলকেই গুরুগোবিন্দ তাহার শিষ্য শ্রেণী হইতে তাড়াইয়া দেন।

৯ম। ‘রাউরোয়া’,—যেহা জাতীয় এবং অপরাধের দণ্ড প্রদানের কতকগুলি ব্যক্তি বর্ষাক্তর গ্রহণ করিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (এই গ্রন্থের ১৫১ পৃষ্ঠায়; চিত্রিত টীকা অষ্টমঃ।)

১০৮. “রাবদানী”, অর্থাৎ ‘রাও বা রায় দানী’,—“জামার” (বা চর বিলাসকারী) শ্রেণীর কড়কপুলি শিখ, এই “রাবদানী” সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাহারা রাও দাস বা রায় দাসের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়; এবং অথবা সেই রাও দাসের রচনা স্থান লাভ করিয়াছে।

১১৭. “রাঝাৰি”,—মুসলমান ধর্ম পরিভাষা করিয়া, বাহারি ধর্মাত্মক গ্রন্থ করিয়াছে, তাহাদের সম্প্রদায়,—“রাঝাৰি” নামে পরিচিত।

১২৭. “অকালী”,—“অকাল” (বা স্নেহের) উপাসক সম্প্রদায়। কর্মসম্পন্ন বা সন্ন্যাসী দিগের মধ্যে এই সম্প্রদায়ই প্রেষ্ঠতম।

১৩৭. “নিহাল”,—সন্ন বা পবিত্র।

১৪৭. “নির্দ্বাল্য”,—নিষ্পাপ। এই “নির্দ্বাল্য” উপাধিধারী ব্যক্তিই সাধারণতঃ অপর ব্যক্তিকে ‘পহাল’ বা দীক্ষা দ্বারা প্রণাম করিয়া থাকে।

১৫৭. “জালী”,—পুণ্যাত্মা বা বিত্তজ্ঞাত্মা। বাহারি সুপণ্ডিত এবং ধার্মিক, সেই সকল শিখদিগের সম্প্রদায়,—এই নামে অভিহিত হয়।

১৬৭. “হুধু সাদী”,—সত্য বা পবিত্র; হুতা নামক অনেক ভ্রাম্যণ কর্তৃক এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। (অত্র গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় * চিহ্নিত টীকা তদ্বৎ।)

১৭৭. “সচ্চিদানী”,—পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের ভায় ইহারও সত্যনিষ্ঠ এক পবিত্রাত্মা। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম অন্ততঃ।

১৮৭. “ভাই”,—ইহার প্রকৃত অর্থ ভ্রাতা। সত্য এবং ধর্মনিষ্ঠার লক্ষ্য ব্যক্তিসমূহ পবিত্রাত্মা শিখগণের প্রতিই এই ‘ভাই’ উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহা কল্যাত কোম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিসমূহক উপাধিগণে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

যে সকল সম্প্রদায় বা সম্প্রদায় সমষ্টি কোন বিশেষ ধর্মাদিকরণের সংশ্লিষ্ট, অথবা বাহ্যিক কোন প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রচার করে, কিংবা বাহ্যিক ঐশ্বর্যের উপাধিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়, সেই সকল সম্প্রদায় বা সম্প্রদায় সমষ্টি কেও এই আশয়ের অন্তর্ভুক্ত করা বাইতে পারে। কতকগুলি ব্যক্তি আপনাদিগকে মানবের অন্তর রামনামের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করে। তাহারা অর্জুনের সমর পর্বত বর্তমান ছিল; তাহাদের উপাধি,—‘মুখা’ বা ‘আটোন’। আর কতকগুলি ব্যক্তি ‘রুখাবী শিখ’ নামে পরিচিত; গীতমাস্তা তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায়। ‘রুখাবী’ নামঃ বাধ্যবস্ত্র বাদক বলিয়া, তাহারা ‘রুখাবী শিখ’ নামে পরিচিত। তাহাদের বিশ্বাস,—মানবের সহচর মরণ্যক। এই ‘রুখাবী শিখ’ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আর কতকগুলি ব্যক্তি ‘মিস্ত্রানা’ অথবা ময়লা বা উগ্রাধ নামে পরিচিত। কবিত হর, গুরুর বিশ্বাসী জনৈক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সেই ব্যক্তি গুরুর কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া অধ্যবসায় সহকারে পূজোপহার সংগ্রহ করিত। এই কার্যে নিযুক্ত থাকা সময়ে, সেই ব্যক্তি আপন উন্মত্ত মনোবৃত্তি বারণ করিত। অপর একটা সম্প্রদায়ের নাম,—‘মুংগদি’ (অথবা হরতো মুংগদি বা কেরানী কিংবা লেখক সম্প্রদায়)। বাহ্যিক ধর্মের অনুশাসন রূপে মানবের ‘অপ’ গ্রহণ করিয়াছিল, মুসলমান ধর্মাবলম্বী সেই সকল শিখের সম্মিলনে এই সম্প্রদায় সংগঠিত। কবিত হর, সিদ্ধ নগর পূর্বভারতীয় প্রদেশ সমূহে ‘মুংগদি’-দের নির্দিষ্ট বাসস্থান বর্তমান বিদ্যমান।

সপ্তম পরিশিষ্ট ।

—১০:—

লাহোর সর্বগমেন্টের সহিত ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধি ।

(সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার ফতে সিংহের সহিত অনারেরবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর, বন্ধুত্বব্যাপক ও একজায়লক সন্ধি । (১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী ।)

সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার ফতে সিং উভয়েই নিম্নলিখিত সন্ধি সর্বোত্তম মত হওয়ার, সর্বগম-জেনারেল অনারেরবল সার সর্জে হিসারো বার্দো, বাট, মহোদয় কর্তৃক সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত, রাইট অনারেরবল লর্ড লেকের বিশেষ আবেশ মতে, কোম্পানী পক্ষ হইতে লেফটেন্যান্ট-কর্নেল জন ম্যালকম, সর্দার ফতে সিং পক্ষ, এবং রণজিৎ সিংহের পক্ষ হইতে রাজনুজ রূপে সর্দার ফতে সিং উপস্থিত থাকিয়া, এই সন্ধি স্বাক্ষরিত এবং বিধিবদ্ধ করিলেন ;—

১ম সর্ভ : সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার ফতে সিং আলহ-ওয়ারিয়া উভয়েই এই সর্ভ মতে অস্বীকার করিতেছেন যে, বাহাতে বিশেষতঃ রাও হোলকার জাঁহার সৈন্য সহ শিব রাজ্য পরিত্যক্ত করিয়া, অন্ততঃ হইতে জিন জোশ দূরবর্তী কোন স্থানে বাইতে বাধ্য হন, সর্দারের উভয়েই তাহার উপায় বিধান করিলেন । অতঃপর হোলকারের সহিত জাঁহারের কোনই সংঘর্ষ থাকিলে না ; সৈন্য বাহা কিংবা অস্ত্র কোন একরে জাঁহার হোলকারকে কোনরূপে সহায়তা করিতে পারিলেন না । সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার ফতে সিং আলহওয়ারিয়া এই সর্ভে আরও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন যে, বিশেষতঃ রাও হোলকারের যে সকল সৈন্য নিরাপত্তা হকি-পক্ষ থাকিলেও জাঁহারের কখনো একজায়লক হইবে, মহারাজ কিংবা সর্দার ফতে সিং কেহই জাঁহারকে কোনরূপে বিশেষতঃ করিলেন না ; অধিকতঃ

তাহাদের সেই অভিপ্রায় বাহ্যতে কাণ্ডে পরিণত হয়, ওৎসাহনকরে তাঁহারা হোলকারের সৈন্যদিকে বখাসাধ্য সহায়তা করিবেন ।

২য় স্তম্ভ । এই স্তম্ভগতে নির্ধারিত হইবে যে, যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এবং বশোবন্ত রাও হোলকারের মধ্যে পরস্পর সন্ধি ও শান্তি স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে, বশোবন্ত রাও হোলকারের সৈন্যদল অমৃতসর হইতে ত্রিশ কোশ দূরবর্তী স্থানে আগ্রসর হইবা মাত্র, বর্তমান শিবির ত্যজ করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সৈন্যদল বিপাশা-নদী তীরে শিবির সরিয়ে লইবে । অতঃপর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত বশোবন্ত রাও হোলকার যদি কোন সন্ধি স্থাপন করেন, তাহা হইলে, সেই সন্ধিগত্রে নির্ধারিত হইবে যে, সেই সন্ধি নিষ্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরেই, শিবিরের অধিকৃত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হোলকার আপন রাজ্যে গমন করিবেন । প্রত্যাগমন কালে হোলকার যদি কোন শিখ-রাজ্য বা রাজ্যাংশের মধ্য দিয়া গমন করেন, তাহা হইলে হোলকার সেই রাজ্য বা রাজ্যাংশের কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবেন না ; কিংবা তৎকর্তৃক সেই রাজ্যের কোন অংশ লুপ্ত হইবে না । ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই সন্ধি গঠে আরও অঙ্গীকার করিতেছেন যে, পূর্বোক্ত সামন্তদ্বয়, সর্দার বণজিৎ সিং এবং সর্দার বজেন্দ সিং, যতদিন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সিংহাসনের সহিত কোনরূপ সংগ্রহ না থাকিবেন, কিংবা তাহাদিগকে কোন সাহায্য প্রদান না করিবেন, এবং যতদিন তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে প্ররোচিত হইবে না করিবেন, ততদিন ব্রিটিশ-সৈন্য কখনও সেই সামন্তদ্বয়ের রাজ্যে প্রবেশ করিবে না । তাহাদের রাজ্য ও ধন-সম্পত্তি আক্রমণ বা অধিকারের সর্বপ্রকার ক্ষেত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তত দিন বিহীন থাকিবে ।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ,

অগ্রহস্ত ১শাখারায়ী ।

অষ্টম পরিশিষ্ট ।

সার ভেভিড অষ্টারল্যানি প্রচারিত, ১৮০২

খৃষ্টাব্দের সোষণা পত্র ।

জেনারেল সেন্ট লেজারের মোহরাক্ষিত এবং কর্ণেল সার ভেভিড অষ্টারল্যানির স্বাক্ষর এবং মোহরযুক্ত সোষণা পত্র বা “ইডিলিা ন্যমে” ; ১২২৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর ২৩শে জি হিজে বা ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত ।

মহারাজ রূপজিৎ সিংহের অধিকৃত রাজ্যের সীমান্তে ব্রিটিশ সৈন্য শিবির স্থাপন করার, এইরূপ অত্যাচারের জন্য মহারাজকে ব্রিটিশ পৰ্ব্বদেশের উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করা আবশ্যক । এতদ্ব্যতীত এই সোষণা পত্র প্রচারিত হইল । এই সোষণা প্রচারে মহারাজের সাযত্ববশত ব্রিটিশ পৰ্ব্বদেশের মনোভাব জ্ঞান বাইতছে যে, মহারাজের সহিত মিত্রতা-বন্ধন দৃঢ় করাই ব্রিটিশ পৰ্ব্বদেশের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য । বাহ্যতে মহারাজের অধিকৃত রাজ্যের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, তদুপায়-বিধানও ব্রিটিশ পৰ্ব্বদেশের অন্ততম সংকল্প । যে যে সত্তার উত্তর পৰ্ব্বদেশের মধ্যে বন্ধন চিরদিন দৃঢ়মান থাকিবে এবং উত্তর পৰ্ব্বদেশের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন যে যে সত্তার অধীন, সিন্ধে সেই সত্তাসমূহ বিবৃত হইল :—

পশ্চিম নদীর পূর্বতীরস্থিত খার, বাঁপুয় এবং অন্যান্য স্থানের স্থায়ী-ভাষ্য যে সকল “খানা” মহারাজের অধীনস্থ ব্যক্তিবৃন্দের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, আবশ্যক সেই সকল খানা সকলে উৎপাদিত হইবে ; এক সেই সকল স্থান ভাষ্যের পূর্বতন অধিকারিসমূহ হস্তে সমর্পিত হইবে ।

শতক্ৰম অভিক্রম করিয়া পূৰ্ণ তীরে যদি কোন অসুযোগী এক পৰাভিক সৈন্তবল আসিয়া থাকে, অকিমে সেই সকল সৈন্তবলকে মহারাজের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ প্রদান করা হইবে।

যে সকল সৈন্তবল বিদেশের অস্তর্গত ঘাট আগুলিয়া শিবির স্থাপন করিয়া আছে, সেই সকল সৈন্ত অবিদগ্ধে তথা হইতে শতক্ৰম পশ্চিম তীরে গমন করিবে। শতক্ৰম পূৰ্ব্বতীরবর্তী যে সকল সামন্ত আপনাপন অধিকৃত থানা সমূহের নিরাপত্তার জন্য ব্রিটিশ-গবৰ্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে মহারাজের সৈন্তগণ কখনও সেই সকল সামন্তের অধিকৃত রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না; কিংবা মহারাজ সেই সৈন্ত রাজ্য কখনও আক্রমণ করিতে প্রয়াসী হইবেন না; যে নিম্ন অমুসারে ব্রিটিশ গবৰ্ণমেণ্ট শতক্ৰম পূৰ্ণ তীরে অসুযোগী মাত্র "পাল্লী" সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেই নিম্ন অমুসারে, থানা হিসাবে, বিদেশের ঘাটে যদি কখনও কোনও সেনানিবাস স্থাপিত হয়, ব্রিটিশ গবৰ্ণমেণ্ট তাহাতেও আপত্তি করিবেন।

যি: মেটাক্লেব সমক্ষে মহারাজ পুনঃপুনঃ যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, মহারাজ যদি সেইরূপ অমুসারের সহিত উপরোক্ত সৰ্ত্ত মত স্বীকার করিতে চেষ্টা করেন, তবেই উক্ত গবৰ্ণমেণ্টের মধ্যে পদত্যাগ করিয়া অসুযোগী থাকিবে। মহারাজ যদি উপরোক্ত সৰ্ত্ত অমুসারে কার্যসম্পন্ন অসম্মত হন, তাহা হইলে, সেই প্রত্যয়মান হইবে যে, ব্রিটিশ গবৰ্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা বন্ধন, মহারাজ গ্রাহ্য করেন না; অধিকন্তু ব্রিটিশ গবৰ্ণমেণ্টের শত্রুভাৱেণে কৃতসংকল্প। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্রিটিশ সৈন্য আশ্রয়কার সৰ্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বনে ব্যবহৃত হইবে।

ইংল্যান্ডের মনোভাব ব্যক্ত করাই এই ঘোষণা প্রচারের প্রত্যয় এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। অগিচ মহারাজের অভিপ্রায় অবলম্বিত হওয়াও ইহার অন্যতম সংকল্প। ব্রিটিশ গবৰ্ণমেণ্টের অকিমে নিম্ন এই ঘোষণা

মহারাজ ক্রিয়াক্ষমা করিয়া দেখিবেন,—এই ঘোষণার উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ই প্রকৃতপক্ষে মহারাজের সুবিধাজনক ; ইহাতে মহারাজের প্রচুর মঙ্গল সাধিত হইবে,—মহারাজ তাহাই মনে করিবেন । মহারাজের সহিত ব্রিটিশ পৰ্ব্বমেষ্টের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব,—এই ঘোষণা এতাদেশে মহারাজের মনে তাহাই দৃঢ়বদ্ধ হইবে । সুতরাং উপযোগী সৰ্ব্বপ্রকার ক্রমতা প্রচুর পরিচালন থাকি সন্তোষ, ব্রিটিশ পৰ্ব্বমেষ্টে সন্ধি ও মিত্রতা বান্ধা করেন, সে কথা মনে করিতেও মহারাজ ভুলি যোগ্য করিবেন না ।—ব্রিটিশ পৰ্ব্বমেষ্টের তাহাই বিধান ।

মীমাংসা—এই ঘোষণা পত্রের একটি অমূল্য পৰ্ব্বমেষ্টের নিকট আছে ; কিন্তু তাহার অনেক স্থলে ছন্দ-বৈধম্য পরিলক্ষিত হয় ।

মধ্যম পরিশিষ্ট ।

লাহোরেব সহিত ১৮০২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি ।

ব্রিটিশ পৰ্ব্বমেষ্টের সহিত লাহোর রাজ্যের সন্ধি ।

(তারিখ ২০ এপ্রিল, ১৮০২ ।)

ইতিপূর্বে লাহোরের রাজার সহিত কয়েকটি বিষয়ে ব্রিটিশ পৰ্ব্বমেষ্টের অনুরোধসিদ্ধি অনুগ্রহ ছিল ; সৌভাগ্যক্রমে সেই সকল বিরোধী বিষয় নির্দিষ্টভাবে মিটিয়া গিয়াছে । এক্ষণে উভয় পক্ষই পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এবং শান্তি স্থাপনের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন । এই সমস্ত কারণে নিম্নলিখিত সন্ধি সত্তা বিধিদ্ধ হইল ; উভয় পক্ষের উদ্ভাবনিকারী এবং স্থায়ীভিত্তক এই সন্ধি সত্তা বাধ্য থাকিবেন । মহারাজ কৃপাচর্য্যে নিজ অঙ্গ, এবং ব্রিটিশ পৰ্ব্বমেষ্টের পক্ষ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বি বিচারি মি. টি. মেট কাক কর্তৃক এই সন্ধি সম্পন্ন হইল ।

১ম সত্ত। ব্রিটিশ পৰ্বণমেন্ট এবং লাহোর পৰ্বণমেন্ট পরস্পর চির-বন্ধন হইতে আবদ্ধ থাকিবে ; ব্রিটিশ পৰ্বণমেন্ট সম্পর্কে লাহোর পৰ্বণমেন্ট একটি বিশেষ প্রেট কমতাসালী বলিয়া বিবেচিত হইবে। শতরূপ সর্কার উক্তরূপ রাজ্য কিংবা তত্ত্বতা প্রভৃতির সহিত ব্রিটিশ পৰ্বণমেন্টের কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না।

২য় সত্ত। শতরূপ পূর্ববর্তী মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, তাহার আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ নিরীহার জন্য তৎপক্ষ সৈন্য ব্যতীত, মহারাজ সেই সকল রাজ্যে অতিরিক্ত সৈন্য রাখিতে পারিবে না। মহারাজের সেই সকল রাজ্যের সর্দিয়টে, অগ্নিশপণ সামন্তের যে রাজ্য আছে, 'হাঙ্গাজ' অন্তর্গত সেই রাজ্য আক্রমণ করিবে না ; কিংবা সেই সকল সামন্তের মহারাজের রাজ্যে কখনও অধিকার প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৩য় সত্ত। পূর্বোক্তবিধিত সত্ত সমূহের কোনরূপ অন্যথাচরণ হইলে, সেই সকল সত্তের কোন নিয়ম তৎ করিলে, কিংবা মিত্রতার কোন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে, এই সন্ধি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৪র্থ সত্ত। এই সন্ধিতে চারিটি সত্ত রহিল। ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে এই চারি-সত্ত-সম্বলিত সন্ধি নিশাণ হইল ; মিঃ সি, টি, মেটকাকের স্বাক্ষরিত এবং মোহরযুক্ত, পারস্য এবং ইংরাজী ভাষায় লিখিত, এই সন্ধির প্রতিলিপি লাহোর রাজ্যের হস্তে প্রেরণ করা হইল। আপন স্বাক্ষর এবং মোহর অঙ্কিত করিয়া, রাজ্যে সেই সন্ধির একখানি প্রতিলিপি মিঃ মেটকাককে প্রদান করিলেন। পরস্পর কৌশলের অনুমতি ক্রমে, রাইট অনারবল পর্বণর খেলা-ফেলার অনুমোদিত আর একখানি প্রতিলিপি দুই মাসের মধ্যে মহারাজকে প্রদান করিতে, মিটার সি, টি, মেটকাক প্রতিকার করিলেন। লাহোর-রাজ সেই প্রতিলিপি পাইলে, এই সন্ধি লুপ্ত হইয়াছে।

কলিঙ্গ যেন হইবে; তখন উত্তর পক্ষই এই সন্ধি সঙ্কে বাধ্য থাকি-
 য়েন; মহারাজকে এক্ষণে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা গেল, সেই
 প্রতিশ্রুতি পাইলে, মহারাজ এই সকল কেরত দিবেন :

দশম পার্লিশিট ।

—:—

শতাব্দীর পূর্ব তীরবর্তী রাজা সমূহকে লাহোরের

খিলাফে যে আশ্রয় প্রদান করা হয়,

তাহার যোগ্যতা পূত্র ।

(১৮০২ খ্রষ্টাব্দ ।)

শতাব্দীর পূর্ব তীরবর্তী রাজারা এবং সাগরদিকের সামন্ত

রূপের ব্যাবসায় যে “ইন্ডিয়া লামা” প্রেরণ করা

হয়, তাহারই অনুবাদ এখনে প্রাপ্ত হইল ।

(১৮০২ খ্রষ্টাব্দের ওয়াশে ।)

শতাব্দীর পূর্ব তীরবর্তী কতিপয় সামন্তের আবেদন অনুসারে
 এক তীরবর্তী ঐকান্তিক প্রার্থনার, শতাব্দীর পূর্ব তীরবর্তী সমূহ
 এক বল বৃষ্টিপ মৈত্র প্রেরিত হইয়াছিল । সেই সামন্তগণকে আপনা-
 পনি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে এক সন্তোষ তীরবর্তী বাবীলজ মট
 না হয়, সেই উদ্দেশ্যে, বন্ধুত্বের নিয়মামুসারে, বৃষ্টিপ পক্ষমৈত্র সেই
 অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন;—তাঁহা সত্য । সন্তোষের অপেক্ষাত ইহা
 এক সত্য এক পত কলোয় হারীত অপেক্ষাত ইহা অধিকতর সু-পাঠি-
 য়েন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । পক্ষমৈত্র প্রেরণের এবং তীরবর্তী কলিঙ্গের
 নিয়মামুসারে, ১৮০২ খ্রষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে মিষ্টার বেটলারের

অভিনিবিষ্ট, বৃটিশ পৰ্বৰ্ণমেন্টেৰ সহিত মহাৰাজৰ সন্ধিৰ নিষেধ এক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে : একশে আশি, মালোৱা এবং সাত হিন্দেৰ সামন্তৰেৰ সন্তোষেৰ জন্ত বৃটিশ পৰ্বৰ্ণমেন্টেৰ অভিভাৱ এবং মন্তব্য ব্যক্ত কৰিছে : নিম্নলিখিত সাতটা সন্তে উহা পৰিষ্কাৰ হইবে।

১ম সন্ত। মালোৱা এবং সাতহিন্দেৰ সামন্তৰেৰ স্বাভাৱ একশে ইংৰাজদিগেৰ আভ্যৰ্থীন : ভবিষ্যতে মহাৰাজেৰ প্রভুত্ব-প্রভাব এবং আধিপত্য বাহাতে সেই সকল দেশে বিস্তৃত হইতে না পারে, পূৰ্ব সন্ধিৰ সন্ত অনুসাৰে বৃটিশ পৰ্বৰ্ণমেন্টে ভূমিবাৰণাৰ্ধ চেষ্টা কৰিবেন।

২য় সন্ত। সামন্তৰেৰ যে সকল রাজ্য বৃটিশ পৰ্বৰ্ণমেন্টে চৰ্কা কৰিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, বৃটিশ-পৰ্বৰ্ণমেন্টে সেই সকল রাজ্য হইতে রাজস্ব স্বৰূপ কোন অৰ্থ গ্রহণ কৰিবেন না।

৩য় সন্ত। ইংৰাজদিগেৰ আভ্যৰ্থীন হইবাব পূৰ্বে, সামন্তৰণ ক য রাজ্যে বেলপ স্বত্ব উপভোগ কৰিডেন, এক বেলপ প্রভুত্ব-কৰতা পৰিচালনা কৰিডেন, একশেও তাহাৰা সেই সেই স্বত্ব এক প্রভুত্ব কৰতাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰী বহিলেন : বৃটিশ পৰ্বৰ্ণমেন্টে তাহাদেৰ সে স্বাধীনতাৰ কখনও হস্তক্ষেপ কৰিবেন না।

৪র্থ সন্ত। সাধাৰণেৰ মঙ্গলবিধানাৰ্থ যদি কখনও কোন বৃটিশ সৈন্ত পূৰ্বোক্ত সামন্তৰেৰ স্বাভাৱৰ মধ্য দিয়া গমন কৰে, তাহা হইলে, প্রত্যেক সামন্ত আপনাপন অধিকৃত স্বাভাৱৰ মধ্য সেই সৈন্তসকলে বৰাসাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিবেন। যদি সেই সৈন্তসকল তাহাদেৰ নিকটে কলগাদি কিংবা অন্ত কোন আবস্তকীয় জন্ত পাইবাব আৰ্থনা আদায়, তাহা হইলে, সামন্তৰণ সেই সৈন্তসকলেৰ অভাব পূৰণ কৰিতে বাধ্য হইবে। সামন্তৰেৰ মনে তাৰা উচিত যে, ইহা তাহাদেৰ কৰ্ত্তব্য এক অভিযন্তাৰ পক্ষে ইহা অপরিহার্য।

৬২ সর্ভ । যদি কোন নিক হইতে কোন শত্রু আসিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ করে, তাহা হইলে, বন্ধুত্বের পরিচয় স্বরূপ এবং পরস্পর স্বার্থনীতি অনুসারে, প্রত্যেক সামন্তই আপনাপন সৈন্য সহ ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত যোগদান করিবেন। তাঁহারা যখন শত্রুকে বিজয়িত করার জন্য অশেষ চেষ্টা করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে সুনিয়ম এবং বীভূত আনুগত্যের বশবর্তী হইতে হইবে।

৬৩ সর্ভ । পূর্বদেশীয় স্থান সমূহ হইতে সৈন্যবলের ব্যবহারের জন্য যে সকল ইউরোপীয় পণ্যজাত আনীত হইবে, তাহার কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া, বা কোন প্রকার শুদ্ধ না চাহিয়া, সামন্তগণের খানাদার এবং সর্দারগণ অশেষ সেই সকল জব্যজাত ছাড়িয়া দিবেন।

৬৪ সর্ভ । অধারোহী সৈন্যবলের ব্যবহারের জন্য সাধারণ অথবা অন্য কোন স্থানে যে সকল অশ্ব খরিদ করা হইবে, সেই অশ্ব আনয়ন-কারিগণের নিকট দিল্লীর রেসিডেন্ট অথবা সারহিন্দের প্রধান কর্মচারীর মোহরাক্ষিত “রাহাদারী” থাকিলে, উপরোক্ত সামন্তগণ, তাহাদিগের রাজ্য মধ্যে, সেই সকল ব্যক্তিগণকে কোনরূপে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না, তাহাদিগের প্রতি সর্বপ্রকার অত্যাচার উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং সামন্তগণ তাহাদিগের নিকট হইতে কোনরূপ আশ্রয় আশ্রয় করিতে পারিবেন না।

একাদশ পরিশিষ্ট ।

শতাব্দীর পূর্ব ভারবর্ষী রাজ্য সমূহকে পরস্পর পরস্পরের
বিকক্ষে সাহায্য প্রদানের বোধ্যতা পত্র ।

(১৮১১ খ্রিস্টাব্দ ।)

শতাব্দী এবং বর্মনার মধ্যবর্তী সময়ের ভূমির আশ্রিত
সামন্তগণের অবসতি এবং নিয়ন্ত্রণের অর্থ ।

(২২ শে আগষ্ট, ১৮১১ খ্রঃ ।)

বিশত এর সে তারিখে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আদেশ মতে, গত ১৮০৯
খ্রিষ্টাব্দে সাংগী মর্ন্তবৃত্ত একখানি 'এতালানামা' প্রচারিত হইয়াছে
তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখের
সন্ধি মর্ন্তক্রমে মালোয়া এবং মালভিলের সামন্তগণের সমুদায় রাজ্য
ইংরেজবিশেষের আশ্রিত্যধীনে স্থাপিত হইবার, উপরোক্ত সামন্তগণের
রাজ্যের সচিব রাজ্য রক্ষণার্থে সিংহের কোনই সম্বন্ধ নাই। 'বকসিম'
বা 'মজরাণা' দাবী করা, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য নহে; অপিচ সেই
সকল সামন্ত আগলাপন রাজ্যে পূর্বতন আধিকার-কর উপভোগ করি-
বেন, এবং সেই সকল রাজ্য সামন্তগণের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে থাকিবে।
সর্বাধিকারের মনে সর্বপ্রকারে বিবাদ জন্মাইয়া দেওয়াই উপরোক্ত
এতালানামা প্রচারের উদ্দেশ্য; ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আরও উদ্দেশ্য,—
তাহাদের রাজ্য রক্ষা করা। সেই সকল রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অস্তিত্বপ্রাপ্ত নহে। সামন্তগণ আগলাপনের রাজ্যে,
বাহাতে হুবে স্বল্পতম পূর্বতন স্বাধিকার এবং প্রভুত্ব-স্বত্বতা কমান
রাগিয়া, শাসনকণ্ড পরিচালিত করিতে সমর্থ হন, তাহাদিগকেও ব্রিটিশ
গবর্ণমেন্ট কখন অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

একশে কতকগুলি জমিদার এবং অত্র প্রদেশের সায়ন্তনদের প্রাচ্যপুত্র ব্রিটিশ পৰ্বর্ষসেটের কর্তৃত্বগণের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। সেই সকল সায়ন্ত উপর্যুক্ত 'এতালানামার' মর্মে অবগত হইয়াও তৎক্ষণাত্ কার্য করেন নাই; তবিত্যতে যে তাঁহারা তৎপ্রতি কোনরূপ মনোযোগ দিযেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ব্রিটিশ শরণ করেকটা অভিযোগের বিষয় এখানে উদ্ধৃত করা গেল;—

(১) ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন সামান্যর বেঙ্গলওয়ার আলি বাঁ, কতকগুলি অহরত এবং অগ্নাপর অস্থায় সম্পত্তি জোর-অবরোধী করিয়া অগ্নহরণ করার অপরাধে, রাজা সাহেব সিংহের কতকগুলি কর্তৃত্বীর বিরুদ্ধে দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। উক্ত বেঙ্গলওয়ার আলি স্বয়ং জানান হয় যে, সামান্যর কাশা, রাজা সাহেব সিংহের আদীলদারীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ পৰ্বর্ষসেট কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না; সুতরাং বেঙ্গলওয়ার আলি বাঁ, রাজা সাহেব সিংহের নিকট যেন এই অভিযোগে উপস্থিত করেন। (২) কতকগুলি সম্পত্তির স্বত্ব-স্বামিত্ব নইয়া সর্দার দুর্জয় সিংহের সহিত বশোদা সিং এবং শুক্লমুখ সিংহের দেবতত্ত্ব বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে পৰ্বর্ষ-জেনারেলের প্রদেশ, সার ডেভিড অষ্টার সেনির নিকট দশোদ। সিং এবং শুক্লমুখ সিং সেই সকল সম্পত্তির অংশের অত্র সর্দার দুর্জয় সিংহের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগের উত্তরে, আর্মির পৃষ্ঠে লিখিত হয়,—দুর্জয় সিংহের কোন ভ্রাতাই এই ভিন্ন বংশের মধ্যে কোন সম্পত্তির অত্র দুর্জয় সিংহের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন নাই; অথবা এ পর্যন্ত কোন আদীলদারীর নাম পণ্ডিত উক্তব্য হয় নাই। ইতিপূর্বে সর্দারদিগকে যে 'এতালানামা' প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে বিলাপিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক কর্মীর পুরা ভাই-পুত্রবান সায়ন্তন এবং তাঁহাদের

আপনাপন সম্পত্তিতে পূর্বে যে স্বত্বাধিকার ছিল, এখনও তাহাই পুনরাপি বিদ্যমান থাকিবে। এই সকল কারণে তাঁহাদের অধিকার পত্র গৃহীত হইবে না। অভিযোগের এই উত্তরে যেন সাধারণকে একটি দৃষ্টান্ত দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছিল ; প্রত্যেক জমীদার এবং প্রজাবর্গের প্রত্যেক এই আদর্শ অঙ্কিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনাপন সামর্থের নিকট সুবিচার প্রাপ্তির আশা করিবে ; কখনও কিয়ৎপরিমাণেও সে অধীনতা ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিবে না। এক্ষণে শতজ্ঞ নদীর পূর্বতীর-বর্তী অজ্ঞাত সর্দার এবং রাজন্যবর্গের কর্তব্য এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের পরস্পরের প্রজাবর্গকে এই বিষয় সুশ্রীয়া দিগা, তাহাদের বিবাসভাজন হইবেন। তাঁহাদের প্রজাবর্গ যেন সুকিতে পারে যে, বৃটিশ পদবর্ণমেষ্টের কর্তৃত্বাত্মক নিকট অভিযোগ উপস্থিত করার কোন কল নাই ; পরস্পরের সর্দারগণই সুবিচারের কন্ডা ; সর্দারগণের স্বাধীন ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় অনুসারে প্রজাপন সকলই যেন সমভাবে তাঁহাদের অজ্ঞা পালন করে।

এখন যোবণাপত্র অনুসারে, অত্র এদেশই সর্দারগণের অধিকৃত রাজ্যের পতিত কোদরুণ সংগ্রহ রাখিতে, কিংবা তাঁহাদের অধিকার-বহু হস্তক্ষেপ করিতে, বৃটিশ পদবর্ণমেষ্টে ইচ্ছা করেন না। বৃটিশ পদবর্ণ-মেষ্টের অভিপ্রায় নহে যে, তাঁহারা সর্দারগণের প্রতিকূলচরিত্র করেন। একমাত্র তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করে, এই যোবণাপত্র প্রচারে সর্বসাধারণকে আশান দাইতেছে যে, রাজা রূপজি সিংহের পের অজ্ঞা-মণের সময় হইতে কতকগুলি সর্দার আপনাপন সর্দারগণের রাজ্য অজ্ঞার-পূর্বক অধিকার করার, সেই অন্যাচারচরিত্র করেন, সর্দারগণ আপনাপন অধিকার-ব্যব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ; সেই সকল রাজ্য উক্ত সর্দার-গণকে পুনঃ প্রত্যর্পণের জন্য বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত না হইয়া পূর্ণরূপে আপনাপন সর্দারগণ রাজ্যগুলি স্বাভাবিক অধিকারাবিবাকের সিরাইয়া দিগা প্রকারে বিচার করিয়াছেন ; সেবার স্মৃতি, জেনারেলের নিকট, কার্যকর

এক টোকাটীকর ভানুকসমূহ এবং চিবা পত্র। তাহাতে বিশেষ কতিপয়
 হইয়াছে। যদ্যকাল রাজ্য তত্ত্ব প্রদেশের রাজ্য উপভোগের এলোভনই
 এই নিম্নের এক উপেক্ষার একমাত্র কারণ। তাহাতে সেই সকল
 মানের প্রকৃত স্বত্বাধিকারিগণের যে অংশের কতি হইয়াছে, তাহা
 অগ্রজিশোধনীয়;—এই সকল হেতুবশত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অনুমতি
 ক্রমে, এক্ষণে এই ঘোষণা পত্র প্রচার করি সাধারণকে জানান
 হইতেছে যে, যদি কোন সর্দার বা অপর যে কোন ব্যক্তি অন্যায়পূর্বক
 অপর কার্যও রাজ্য বা সম্পত্তি অর্পণের বা অধিকার করিয়া থাকেন,
 কিংবা অন্য কোন উপায়ে যদি ন্যায্য অধিকারকে কোন প্রকারে
 কতিপয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, কোন অভিযোগ আনয়নের
 পূর্বেই, সর্দারগণ সেই সেই রাজ্য বা সম্পত্তি তাহাদের ন্যায্য অধিকারি-
 গণকে প্রত্যর্পণ করিবেন; তাঁহারা কোন ক্ষেত্রে সেই সকল রাজ্য বা
 সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে বিম্বাহত করিবেন না। এই ঘোষণা প্রচারের
 সঙ্গে সঙ্গে যদি তৎক্ষণাতই কার্য সমাধিত না হয়,—যদি সর্দারগণের
 নৈকি হেতু ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সৈন্য প্রেরণ করাই সুচিত্ত বলিয়া
 বিবেচনা করেন, তাহা হইলে, প্রায় অধিকারীর উদ্দেশ্যের তারিখ হইতে
 বর্তমান সময় পর্যন্ত, সেই সকল সম্পত্তির বা রাজ্যের রাজ্য, অপর্যায়ী
 পক্ষগণের নিকট হইতে দাবী করা হইবে; সৈন্য প্রেরিত হইলে,
 তাহাদের বাক্যকালে যদি তত্ত্বপ্রদেশের অধিবাসিগণের কোনরূপ
 কতি হয়, সে কতিও সর্দারগণ নিরাপত্তে পূরণ করিতে সক্ষম হইবেন।
 এই সকল আদেশ অগ্রহণ করিলে, অপর্যায়গণের অবস্থা এক কুজিয়া
 সমস্যায়, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিচারে, সর্দারগণ যে ক্ষেত্রে বর্তিত
 হইবেন, তাহাও তাঁহাদিগকে নিম্ন আশঙ্কিত প্রকাশ করিত হইবে।

দ্বাদশ পরিশিষ্ট ।

সিদ্ধনন্দে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি ।

সিদ্ধনন্দ এবং শতরূপ মণীতে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ, পঞ্চাশের শাসনকর্তা, মাননীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সন্ধি হয়, সেই নিয়ম-পত্রের মত ।

(১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বরের লিখিত প্রথম শর্তানুসারে)

ঐ বছরের অন্তর্গত একশে মাননীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অকপট ও স্বাধী মিত্রতা এবং চিরবন্ধুত্ব-বন্ধন বিদ্যমান । মিঃ, টি, সি, মেকাক, বার্ট, মহারাজের সহিত পূর্বে যে সন্ধি সম্পন্ন করিয়াছেন, এই মিত্রতা এবং বন্ধুত্ব-বন্ধন তাহারই ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত । ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার গবর্নর জেনারেল, রাইট অনারেবল মর্ড, ডব্রিউ, জি, বোর্টিং, জি, সি, বি, এবং জি, সি, এইচ মহোদয়ও রূপায়ের সম্মিলনে, অকপট বন্ধুত্বের নিমিত্ত স্বরূপ একখানি লিখিত জামিনপত্র প্রদানে, সেই সন্ধি এবং মিত্রতা-বন্ধন আরও দৃঢ়বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । সেই অকপট মিত্রতা এবং চিরবন্ধুত্ব-বন্ধনের দ্বারা মহারাজ হুখের ভার একপক্ষে বিদ্যমান ; পৃথিবীর বাবতীর প্রাণীই স্বেচ্ছায় তাহদের অবশত আছে ; সেই মিত্রতা ও চিরবন্ধুত্ব বন্ধন চিরকাল অটুট থাকিবে ; এমন কি পুরাতন-কালে সেই বন্ধুত্ব-বন্ধন দিন দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর জন্ম দান করিবে ;—দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত এই সকল বন্ধুত্ব-বন্ধনের স্বাধীন বস, বাণিজ্য-স্বাধীনতার আধারের হিতসাধককরে সিদ্ধনন্দ (পঞ্চাশের বন্ধন হস্তান্তর করিয়া বিক্রয়) এবং শতরূপ মণীতে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ

উক্ত পৰ্ব্বমণ্ডলের (জাহাঙ্গীর এবং হুচিং পৰ্ব্বমণ্ডলের) অভিজ্ঞতার
অনুসারে, অদ্বৈতবল পৰ্ব্বমণ্ডল-সম্বন্ধে, সুবিমানার পোশিকিক্যাল
একটি, কলঙ্ক সি, এম, ওয়েডকে তহুদেস্তে প্রেরণ করেন ; সন্ততি
কলঙ্ক ওয়েডের হুকৌশলে সিদ্ধমমে বাণিজ্য পোশ পরিচালনার
কম্বা-কম্বাবস্ত নির্ধারিত হইয়াছে। কর্ণচারী নির্বাচনে সম্পর্কে,
বাণিজ্য তত্ত্ব আদায়ের জন্ত এবং অভীক্ষিত জনপথে বাণিজ্য-ব্যব-
সায় রক্ষা করে, যে সকল নিয়ম প্রণালী বিবিধ হইয়াছে, যে যে
মতে বাণিজ্যপোশ পরিচালনা নিয়মাবলী হইল এবং যে যে নিয়মানুসারে
উক্ত রাজ্যের কর্ণচারিগণ আগনাগম কর্তব্য পালনে নিযুক্ত হইবেন,
সেই সকল সত্ত্ব এবং নিয়ম প্রণালী নিম্নলিখিত মতে নির্ধারিত হইল ;—

১ম সত্ত্ব। শতক্ষ নদীর পশ্চিম তীর সম্বন্ধে আর সন্ধির সমস্ত
অবস্থান্তে এবং সমুদায় সত্ত্ব এবং পূর্বোক্তবিধ সন্ধিসম্বন্ধে অঙ্গগত
সমুদায় সত্ত্ব-ব্যবহার উক্ত পক্ষ বাধ্য থাকিবে। বাহাতে উক্ত পৰ্ব্ব-
মণ্ডলের মধ্যে বদ্ধত বন্ধন অমুদ্র থাকে, উক্ত পৰ্ব্বমণ্ডলই তদনুযায়ী
কার্য করিবে,—ঈহাবের শাসন-প্রণালীর তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য
হইবে। সেই সন্ধির সত্ত্ব অনুসারে, শতক্ষ নদীর পশ্চিমতীরস্থিত
ক্যাম্বোজের রাজ্যের সহিত অনারোবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনই
সম্বন্ধ-সংগ্রহ থাকিবে না।

২য় সত্ত্ব। এই বাণিজ্য-পোশ পরিচালনার পক্ষ সংক্রান্ত যে নির্দিষ্ট
উক্ত বা দাতাদের তালিকা প্রস্তুত হইবে, সেই মুদ্র-তালিকা একমাত্র
সেই পক্ষের পণ্ডিতব্য সম্বন্ধেই বিরোধিত হইবে ; নদীর এক পার
হইতে অপর পারের পণ্ডিতব্য চলাচলের জন্ত যে নির্দিষ্ট তত্ত্ব নির্ধারিত
আছে, তৎসময়ে এই মুদ্র-তালিকার কোনই সম্পর্ক থাকিবে না ;
ঈহী সমস্ত তত্ত্ব আদায় পক্ষে ইংল্ড কোনই বাধ্য অবস্থায় না ;
সমস্ত যে সকল মান হইতে পণ্ডিতব্যের তত্ত্ব সংক্রান্ত হইয়া থাকে

তাহার সহিত বর্তমান চুক্তি-তালিকার কোন সম্পর্ক রহিবে না। সেই সকল বিধি-ব্যবস্থা পূর্বসূত অস্থায়ী থাকিবে।

৩য় সর্ত। এই পক্ষে যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সচরাচর গণ্যরাজ্য করিবে, মহারাজের পক্ষমেন্টের সীমানা মধ্যে থাকা সময়ে প্রচলিত নীতি অনুসারে তাহাদিগকে মহারাজের প্রত্ন-কর্মতার প্রতি বখাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; শিখদিগের সামাজিক কিংবা ধর্মসম্পর্কীয় বিধি-ব্যবহার প্রতি তাহারা কোন মতে অসম্মান প্রকাশ করিতে পারিবে না; কিংবা তাহাদের দ্বারা শিখসম্প্রদায়ের অঙ্গীকৃত কোন কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবে না।

৪র্থ সর্ত। যে কেহ উপরোক্ত বাণিজ্য পক্ষে সম্মানপূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাকে উক্ত রাজ্যের এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিকট আপনায় অভিপ্রায় পূর্বে জানাইতে হইবে; অতঃপর যে নীতি-প্রণালী বা “কায়ম” বিধিবদ্ধ হইবে, তদনুসারে সেই ব্যক্তিকে উক্ত পক্ষে বাতায়নের “বস্তক” বা পান-পত্র প্রাপ্ত পূর্বে তাহাকে আবেদন করিতে হইবে; সেই “বস্তক” বা পান-পত্র পাইলে, সেই ব্যক্তি উপ-রোক্ত পক্ষে অগ্রসর হইতে পারিবে। শতজ্ঞ নবীর পশ্চিম তীরের কোন স্থান কিংবা অমৃতসর হইতে, যদি কোন ব্যবসায়ী সেই পক্ষে গণ্যরাজ্য করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, হারিকি কিংবা অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে নিয়োজিত মহারাজের এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিকট আপন উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া, সেই প্রতিনিধির সন্তুষ্টিভাৱে প্রার্থনা, সেই ব্যবসায়ীকে “বস্তক” বা পান-পত্র লইতে হইবে। বৈদেশিক, হিন্দুস্থানী, আফ্রিক রাজ্য এবং অন্যান্য স্থানের শিখগণ সকলেই এই পক্ষের মহারাজের কর্মচারিগণের নিকটে হইতে “বস্তক” বা পান-পত্র লাভইয়া শতজ্ঞ নবীর অভিক্রম করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপন করা যায়; যদি হইলে সেই সকল ব্যক্তি এই সর্তের নিয়ম প্রায়্য হইবেন, এবং

ইতিমধ্যে শতক বা শাল-পত্র ব্যতীতকৈ শতক নদী অভিক্ষেপ করিবেন না।

৫ম সূত্র। কোন্ পথ দ্রব্যের উপর কি হারে শুষ্ক ধার্য করা আবশ্যক, তৎসংক্রান্ত একখানি শুষ্ক বা মাতুলের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে; তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের পথ্যদ্রব্যের নির্দিষ্ট শুষ্ক-হার নির্দ্ধারিত থাকিবে। তৎপরে উক্ত নবর্ণমণ্ডে সেই তালিকা অনুমোদন করিলে তাহাই আদর্শরূপে গতিগণিত হইবে। বাণিজ্য-শুল্ক-উদ্ভাবনারকল্প এক সংগ্রহকারী সকলেই সেই নিয়মে কাণ্ড করিবেন; তদনুসারেই তাঁহারা পরিচালিত হইবেন।

৬ষ্ঠ সূত্র। এক্ষণে বাণিজ্য-ব্যবসায়ীগণকে এই নূতন বাণিজ্য-পথ অবলম্বনের জন্ত আহ্বান করা যাইতেছে; তাহারা অকণ্ট বিবাসে নিঃসন্দেহে এই বাণিজ্য-পথে গমনাগমন করিতে পারিবেন। কেহই তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিবে না, কিংবা অনর্থক তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। তবে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠিত টেশনে বা শুষ্ক সংগ্রহের কাণ্ডস্থানে, বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের জন্ত অবশ্যরূপে নির্দ্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত কাল পর্যন্ত আবদ্ধ না থাকেন, তৎপক্ষে সর্ব প্রকার সতর্কতা অবলম্বিত হইবে।

৭ম সূত্র। বাণিজ্য-শুল্ক সংগ্রহের জন্ত এবং পথ্যদ্রব্য বণানিরমে পরীক্ষার্থে সকল কর্তৃত্বী কার্যভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে শতকর পশ্চিমতীরবর্তী নিখেলকাটে এবং হাদিকিতে থাকিতে হইবে; উপরোক্ত দুইটী স্থান ব্যতীত অপর কোম স্থানে, নদী-পার্শ্বস্থ বাণিজ্য-পোড়গুলি আবদ্ধ হইবে না, কিংবা তাহাদের পথ্যদ্রব্য পরীক্ষিত হইতে পারিবে না। শাল বোম্বাই কিংবা মাল বালাসের জন্ত যদি পোড়মালী বা পথ্যভাণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির, খোজাফর কোম স্থানে পোড়ের পূর্ত-কর্তব্য করেন, তাহা হইলে অত্র সন্ধি-পত্রের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে পথ্য-

জন্ম লাভাইবার পূর্বে হারী পণ্যভণ্ডের হার মহারাজের পদবন্ধকে
 তৎ প্রদান করিতে হইবে। যিকোনো যে মুশারিকতেন্দ্র বা
 উদ্বোধনক থাকিবেন, তিনি পণ্য-দ্রব্যসমূহ পরীক্ষা করিয়া তাহার উপর
 তৎ ধাৰ্য্য করিবেন; দত্তক বা পাশ-পত্রও তাহারকই প্রদান করিতে
 হইবে। সেই পাশ-পত্রে পণ্যভণ্ড এবং তাহার উপর ধাৰ্য্য ভণ্ডের
 সমস্ত বিবরণ সন্নিবদ্ধ থাকিবে। সেই বাণিজ্যপোত হারিকোতে পৌছিলে,
 তদ্রূপ মুশারিকতেন্দ্র বা উদ্বোধনক, পণ্যভণ্ডের সহিত সেই দত্তক
 বা পাশ-পত্র মিলাইয়া দেখিবেন; তাহার কোন অতিরিক্ত পণ্য
 নষ্ট হইলে, তিনিই সেই অতিরিক্ত পণ্যের ভ্রষ্ট নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত
 তৎ আদায় করিবেন; অবশিষ্ট পণ্যের তৎ পূর্বেই যিকোনো
 সংগৃহীত ওয়ার, সে ভালি বিনা মাওনে বাইতে পারিবে। হারিকো
 হইতে জলপথে সিদ্ধমেশ অভিযুখে যে সকল পণ্যভাণ্ড প্রেরিত
 হইবে, সেই সকল পণ্যভাণ্ড সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে;
 মহারাজের অধিকৃত রাজ্যে অথবা তাঁহার মিত্র-রাজ্যসমূহে, শতক
 নদীর পশ্চিম তীরবর্তী স্থানে, মহারাজ বাণিজ্য ভণ্ডের যে অংশ পাইবেন,
 নির্দিষ্ট স্থান হইতে মহারাজের কর্মচারিগণ সেই বাণিজ্য-ভণ্ড সংগ্রহ
 করিবেন। যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী মন্তব্যতঃ এই বাণিজ্য-পণ্ড
 অনুসরণ করিবে, মহারাজের কর্মচারিগণ তাহাদের নিরাপত্তা এবং
 রক্ষার জন্য সাধ্যমত সুস্থতার উপায় বিধান করিবেন; পণ্ডের
 নদীর উত্তর তীরস্থিত যে কোন স্থানে যদি কোন পণ্য-ব্যবসায়ী দ্রাঘি-
 মাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, উত্তর দক্ষিণেভেদে পণ্ড
 স্থাপিত বন্ধন-ব্যতীত সন্ধি-সত্ত্ব অনুসারে, সেই ব্যবসায়ী, বাণিজ্যের
 ক্ষমতা হ্রাসের কারণপ্রাপ্ত কর্মচারীকে পূর্ব হইতেই আপনায় অতিরিক্ত
 লাভবর্তী হইতে পারিবেন; ব্যবসায়িক বা সামান্য দত্তক বা উদ্বোধনক
 প্রদানই সেই প্রদানক বা তারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে নির্দিষ্ট স্থানে প্রদান,

করিলেন : এইরূপ সতর্কতা সত্ত্বেও, যদি কখনও কোন সময়ে কোন
সংবাদগর কোনরূপে অতিশ্রুত হন, তাহা হইলে তৎপক্ষে বিশেষ
অনুসন্ধান করা হইবে ; এবং অপরাধী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে
তাহার কতি পুরণের জন্য সর্বপ্রকার উপায়গুণ্যে অশল্যিত হইতে
পারিবে । পূর্বে বঙ্গদেশের শিরমাসুদার, রাইট অনারয়েবল গবর্নর জেনারেল
পূর্বোক্ত নদ-নদীসমূহে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ বর্তমান সন্ধি
সত্ত্বে অনুমোদন করার, তাহার আদেশ অনুসারে এই সন্ধি-সত্ত্বে সত্ত্বে
অনুসা কার্য চর্চিত থাকিবে ।

লাহোর,
২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৩২

}

বাকর এবং মোহর
স্বাক্ষর করিলেন ।

ত্রয়োদশ পারিশিষ্ট ।

সিন্ধু-নদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার্থ ১৮৩৩

বর্ষাকালের অতিরিক্ত সন্ধি ।

সিন্ধু-নদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার্থ মহারাজ রণজিৎ সিংহের

সহিত ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অতিরিক্ত সন্ধি ।

(১৮৩৩ বর্ষাকালের ২৯শে নবেম্বর ।)

পূর্বে পূর্বে সন্ধি-সত্ত্বে অনুসারে হিঙ্গ হাইব্রেন মহারাজ রণজিৎ সিংহের
সহিত অনারয়েবল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গ-বঙ্গ স্থানিত হইয়াছে,
এক বিস্তৃত-মূলক কার্য-পরামর্শের তাহা লক্ষ্য হইয়া গিয়াছে । ১৮৩২
বর্ষাকালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে লাহোরে যে সন্ধি স্বাক্ষরিত, তাহার
এই সত্ত্বে অনুসারে তৎকালে নির্ধারিত হয় যে, উক্ত গবর্নমেন্ট পরিচাল

একমত হইয়া, নিম্নলিখ এবং শতক্র মনীর উপর এবং বাকিণ দিকে যে সকল বাণিজ্য-পোত গমনাগমন করে, সেই সকল বাণিজ্য-পোতের পণ্য জন্মের উপর নির্দিষ্ট হারে নিয়মিতরূপে কর সংগ্রহণ করিবেন।

একপে সেই প্রথমেন্টের এই নিয়মের উপনীত হইয়াছেন যে, বাণিজ্য-দ্রোণার এবং এইরূপ ব্যবস্থা-অন্যোপায়ে ভারতীয় জনসাধারণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং এবং যদিমান অনুসারে পণ্য-জন্মের উপর শুদ্ধ নির্ধারণের যে নিয়ম তৎকালে প্রযুক্তি হইয়াছিল, সেই নিয়মে অনুযায়ী কার্য নির্বাহিত হইতে থাকিলে, জনসাধারণের সেই অনভিজ্ঞতা হেতু উক্ত পক্ষের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য সন্নিবিষ্ট হইবার সম্ভাবনাই অধিক; তাহাতে অনেক স্থলে বিস্তর ক্রটিপূরণ করারও আদ্যক্ষক হইয়া উঠিবে; এই জন্য বিবরণ পরিণামের প্রতিকারার্থ, লাহোর প্রথমেন্ট এবং ব্রিটিশ-প্রথমেন্ট উভয়েই পূর্বে নিয়মের পরিবর্তে এক “টোল” বা নির্দিষ্ট পরিমাণে শুদ্ধ দ্রোণার আশ্রয় করিয়াছেন; বাণিজ্য তরলীতে যে কোন প্রকারের পণ্যই যোকাই থাকুক না কেন, সেই কর সর্ব প্রকার বাণিজ্য-তরলী হইতেই সংগৃহীত হইবে। সুতরাং পূর্বে সন্ধিপত্রের অতিরিক্ত সন্ধিরূপে নিম্নলিখিত সত্ত্ব প্রাপ্ত হইল; এই সন্ধিমতে প্রত্যেক প্রথম-মেন্টই অস্বীকার করিতেছেন যে, এই সন্ধি অনুসারে নির্দিষ্ট হারে সেই নির্দিষ্ট “টোল” বা বাণিজ্য-শুল্ক নির্ধারিত হইবে; পরস্পরের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন প্রথমেন্টই তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বা কমাইয়া পাবিবে না।

১ম সত্ত্ব। নিম্নলিখ এবং শতক্র মনীর উপর দিয়া, সমুদ্র এবং দ্রোণার মধ্যে পণ্যজাত যোকাই যে সকল পোত বা নৌকা গমনাগমন করিবে, তাহাদের আকার কিংবা যোকাই হালের পরিমাণ বা মূলের কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া, সেই সকল পোত এবং নৌকার উপর ০.২০ টোলা “টোল” বা বাণিজ্য-শুল্ক নির্ধারিত হইবে। শতক্র উপর দ্বিতীয়

জিন্ন জিন্ন পবনঘেটের যে সকল স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেই সকল রাজ্যের পরিমাণ অনুসারে, উপরোক্ত ক্ষত তাঁহাদিগকে নিজ নিজ অংশমত বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

বিভাগ সত্ত্বে। শতক্রর উত্তর ভাঁরে লাহোর মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, সেই রাজ্যের অধিকার অনুযায়ী উপরোক্ত ক্ষতের যে অংশ মহারাজ পাইবেন, তাহা নিম্নলিখিত তালিকামতে নির্ধারিত হইল :
সমুদ্র হইতে রূপার অভিমুখে, যিবেলকোটের নিপাইত দিকে, যে সকল বাণিজ্যপোত আসিবে, তাহাদের উপর নির্ধারিত ক্ষতের কতকংশ মহারাজ পাইবেন ; এবং রূপার চইতে সমুদ্রাভিমুখে যে সকল পোত গমন করিবে, হারিকী পেটেনের সম্মুখে সেই সকল পোতের উপর মহারাজ সেই কতকংশ করিতে পারিবেন ; অথবা কোন স্থান হইতে মহারাজ * ক স্থান করিতে পারিলেন না ;—

শতক্রর এবং সিদ্ধনদের পশ্চিম সিদ্ধনদ এবং শতক্রর নদীর পূর্বে
ভাঁরে মহারাজের যে সকল রাজ্য তাঁহার মহারাজের যে রাজ্য আছে,
আছে, তাহার অধিকার স্বত্রে সেই সকল রাজ্যের অধিকার স্বত্রে
মহারাজ, ১৮৫০ একশত পঞ্চাশ হেতু মহারাজের বাণিজ্য-ভাণ্ডার
টাকা চারি আনা পাইবেন। অংশ,—১৭৮০/১, সাতশটি টাকা
পনের আনা নয় পাই মাত্র।

২ সত্ত্বে। জিন্ন জিন্ন প্রদেশের বাণিজ্য-ভাণ্ডার আচারের সুবিধার ক্ষত
বাণিজ্যসংক্রান্ত কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, তাহা যেরূপে সম্ভব
৩ সত্ত্বে বজনক যীমাংসার অভিপ্রায়ে এবং নূতন পথে বাণিজ্যের উৎ-
কর্ষ সাধনের জন্ত, যিবেলকোটের পরপারে একজন বৃটিশ কর্মচারী
অবস্থিতি করিবেন ; এবং হারিকীপেটেনের পরপারে বৃটিশ সশস্ত্র-ঘেটের
পক্ষ হইতে, একজন সৈন্য একশত বা একশতের কিছুকি হইবেন।
প্রতিদানের বৃটিশ একশতের আকারে দান করিতে পারিবেন।

করিতে হইবে। অত্রান্ত রাজ্যের পক্ষ হইতে বাণিজ্যপোত পরিচালনা-
সংক্রান্ত কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের জন্ত যে সকল এজেন্ট নিযুক্ত হইবেন,
অর্থাৎ ডাওয়ার্লপুর, সিদ্ধেশ্বর এবং লাহোর এজেন্সির এজেন্টগণ,
পূর্বোক্ত ব্যবস্থাপত্রগণের সহিত একযোগে কার্য করিবেন।

৪র্থ সর্ত। বণিকগণ সময়ে সময়ে তাহাদের পণ্যদ্রব্য সুস্থিত হই-
রাছে বলিয়া নিবন্ধ অফিসের উপস্থিত করে; অথচ সেই সকল দ্রব্য
কখনও তাহাদের চালানী মালের অন্তর্গত ছিল না। তাহাদের সেই
প্রত্যয় নিবারণ করিবার জন্ত, এক্ষণে এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে, তাহারা
যে সকল চালানী মাল লইয়া যাইবে, 'দস্তক' বা পাসপত্র (Pass port)
লইবার সময় তাহাদের চালানী মালের মধ্যে যে যে ভিনিম ছিল, তাহার
বিবরণে প্রাথমিক প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইবে, এবং দস্তকের সহিত
সেই প্রমাণের প্রতিলিপি সংযুক্ত থাকিবে। হারিকাসে যেখানে তাহাদের
বাণিজ্যপোত বন্ধিত হইবে, তৎক্ষণাৎ জাহাজের কিংবা ডারপ্রান্ত কর্তৃ-
কারী নিকট তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সেই বিষয় জানাইতে হইবে; ইতি-
পূর্বে যিথেনাকাট বা হারিকীতে তাহারা যে 'দস্তক' বা পাস-পত্র
পাইয়াছিল, এই সময়ে খানদারদিগকে তাহা দেখাইয়া, বাণিজ্যপোতের
নিরাপত্তার জন্ত খানদারের সাহায্যপ্রার্থী হইবে।

৫ম সর্ত। পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ এবং মূল্যের উপর কর নির্ধারণ
এবং কর আদায় সম্বন্ধে, ১৮৩২ খ্রষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর যে সন্ধি সর্ত
ধাৰ্য্য হয়, সেই সন্ধিসমর্তের পক্ষ, বর্ষ, নবম এবং দশম সর্ত প্রত্যেক
বহিত হইল। তাহাদের পরিবর্তে পূর্বোক্ত সর্তগুলি নির্ধারিত হওয়ার
সেই সকল সর্ত অনুসারে অতঃপর বাণিজ্যতঃ আদায় করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—শতাব্দী নদীর পূর্বতীরস্থ এজেন্সির জন্ত, মহারাজের
কর্তন সামন্তসমূহ এবং বৃটিশ পক্ষদ্বয়ের আশ্রিত রাজস্ববাহকে যে
পরিদর্শন স্থান প্রদত্ত হইবে, তাহাও পরে স্থির করা যাইবে।

চতুর্দশ পরিশিষ্ট ।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ এবং

সা-হুজার সহিত ত্রিপক্ষীয় সন্ধি ।

বুটিশ গবর্ণমেন্টের সহকারিতার এবং সম্মতিক্রমে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সা-হুজা-উল-মূলকের সহিত মিত্রতা স্থাপনের সন্ধিপত্র ।

(১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন তারিখে এই সন্ধিপত্র প্রচলিত, এবং

১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন শিমলা শৈলে স্বাক্ষরিত হয় ।)

ইতিপূর্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সা-হুজা-উল-মূলকের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হয় । হুচনা এবং উপসংহার প্রভৃতি সেই সন্ধিপত্রে চৌকটী সত্ত্ব ছিল । কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ বশতঃ সেই সন্ধির সত্ত্বগুলি পরিণালিত হয় নাই । এক্ষণে ভারতের গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল ডব্লিউ লর্ড অকল্যান্ড, সি, সি, বি মহোদয়, সন্ধি-স্থাপনের সর্ববিধ কষড়া প্রদান করিয়া, মিটার ডব্লিউ এইচ, ম্যাক্সমার্টেন সাহেবকে মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে প্রেরণ করিয়াছেন ; সেই বার্ষিকের মধ্যে যে বন্ধন-সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত বন্ধন বাধিয়ার অস্তিত্ব পূর্বোক্ত সন্ধির কতকগুলি সত্ত্ব পরিবর্তিত এবং তৎসহ চারিটা নতুন সত্ত্ব সংযোজিত হইল । বুটিশ গবর্ণমেন্টের সহকারিতার এবং সম্মতিক্রমে ১৮টা সত্ত্ববৃত্ত এই সন্ধিপত্র অতঃপর বখানিক্রমে এবং পর্যায়ঃ প্রতিপালিত হইবে;—

১ম সত্ত্ব । সা-হুজা-উল-মূলক বরফ, তাঁহার উত্তরাধিকারী বা কল্যাণকরিত্বের এক সমস্ত 'সাদোজিৎ'বিশেষ পক্ষ হইতে স্বীকৃত করিতেছেন যে, নিম্নলিখিত উক্ত পার্শ্বস্থিত যে সমস্ত এক্ষণে মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধিকার নিম্নলিখিত, হইলকর, তৎসমুদয়ে সা-হুজা-উল-

মূলক বা তাঁহার উত্তরাধিকারি, স্থলাভিষিক্ত এবং সহযোগিতামগ্নের কোমাই দাবী দাওয়া রহিল না। অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, এই চতুঃসীমার অন্তর্গত কাশ্মীর প্রদেশ এবং তৎসম্বন্ধে আটক দুর্গ, কচ-হাজরা, ঝাংল, আশ প্রভৃতি স্থানের দুর্গ, এবং সিংহনদের পূর্ব পারে কাশ্মীরের যে সকল আশ্রিত এবং অবসর স্থান আছে, তৎসমূহকে, রূপজিৎ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। সিংহনদের পশ্চিম পারে পেশোয়ার এবং বাটক ও ইউসকজারীদিগের অধিকৃত রাজ্য, হারাত নগর, মিচলী, কোহাট, হাংল এবং পেশোয়ারের আশ্রিত ও অবসর অন্যান্য প্রদেশ-সমূহও রূপজিৎ সিংহের অধিকারে আসিল। এই সত্তি সত্তে বাইবার পাল, বার, উজীরী রাজ্য, হোদার-টাক, নরক, কালাবাগ, বুসালমার এবং তৎসমূহের অবসর প্রদেশ;—রূপজিৎ সিংহের রাজ্যভুক্ত হইল। ডেরা-ই-মাইন-বী ও তাহার অবসর প্রদেশ; কোট মিনে, সৈয়দ কোট এবং তাহার অবসর রাজ্য; সাংখার, হারাত-ন-মাজাল, হাজিপুর, হাজিপুর, সিন্দী কহ প্রদেশ; মালিকের এবং তৎসমূহের জেলাসমূহ; এবং সিংহনদের পূর্বতীরে অবস্থিত মুলতান প্রদেশ,—রূপজিৎ সিংহের রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। এই সকল দেশ এবং হারাতমূহ মহারাজ রূপজিৎ সিংহের সম্পত্তি এবং রাজ্য বলিয়া গণ্য হইবে; তাহাদের সা-সুজার কোন সহায় রহিল না এবং থাকিলে না; মহারাজ পুত্রবাহুজনে তৎসমূহের কোন দখল করিতে পারিলেন।

২য় সত্ত। বাইবার পালের অপর পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিগণ এই সকল রাজ্যে আসিয়া হুহুতা, অববা আক্রমণ বা প্রজাবর্গকে উৎসীকৃত করিতে পারিলেন না। রাজ্য অপরহরণকারী অপরাধী ব্যক্তি এক রাজ্য হইতে লগাইয়া আসিয়া অপর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, উক্ত রাজ্যই সেই ব্যক্তির কর্তব্য নিতে বাধ্য হইবে। বাইবার নিয়মটি হইতে যে

নদী প্রবাহিত, কোন পক্ষই তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিবে না ; এবং পূর্বতন প্রথা অনুযায়ী কতকগুলি দুর্গ সেই নদীর জল প্রাপ্ত হইবে ।

৩য় সত্ত্ব। মহারাজের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যে সন্ধি সত্ত্ব স্থাপিত হইয়াছে, তদনুসারে মহারাজের প্রদত্ত পাশ-পত্র ব্যতীত, শত্ৰু নদীর পূর্ব পার হইতে কেহই পশ্চিম পারে বাইতে পারিবে না ; সিদ্ধনন্দ সত্ত্বকেও এই নিয়ম অব্যাহত থাকিবে ; মহারাজের অনুমতি ব্যতীত কেহই সিদ্ধনন্দ অভিযান করিতে পারিবে না ।

৪র্থ সত্ত্ব। সিদ্ধনন্দের পশ্চিম তীরস্থিত সিদ্ধনন্দা এবং শিকার-পুর সত্ত্বকে বাহ্য কিছু ভাঙ্গনপ্রসূত ব্যবস্থা হইবে, কলকাতা ও বরেন্দ্রের মধ্যস্থতার ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এবং মহারাজ স্বয়ং যে পবিত্র বন্ধুত্ববন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তদনুসারে সা-হুজা-সমস্তই মানিতে বাধ্য হইবেন ।

৫ সত্ত্ব। কাবুল এবং কালাহায়ে সা-হুজার আধিপত্য প্রাপ্তি হইলে, তিনি বৎসর বৎসর মহারাজের বর্গাধীনে নিম্নলিখিত অব্যাহি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন :—(১) মহারাজের অনু-মোদিত বর্গ বিশিষ্ট এবং অনোহর-গতি সম্পন্ন, ৫৫টা হুজাত খোটক ; (২) ১১টা পারস্তদেশীয় 'সিহিটোর' তরবারি ; (৩) ৭টা পারস্ত দেশীয় তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ; (৪) ২৫টা উৎকৃষ্ট অশ্বচর ; (৫) নানাবিধ উপাধের ফলদ্রব্য ; (৬) 'সারদাস' বা হুজাহ সদ্গন্ধ বস্ত্র তরমুজ, প্রভি বৎসর, বৎসরের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বদাই কাবুল নদীর পূর্ব প্লেয়ারায় পাঠাইতে হইবে ; (৭) আনুর, দাড়িম, অঙ্গুর, কিসমিস, বাদাম, জাক, পেস্তা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ; (৮) নানা রসের সাটিন ; (৯) গোমের চোলা ; (১০) বর্ণ এবং রৌপ্য খচিত কিংবা ; (১১) পারস্ত দেশীয় কলপট ;—এতদ্ব্যতীত ১০১ বছর অব্যাহি সা-হুজা প্রতিবৎসর মহারাজকে পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন ।

৩ষ্ঠ সর্গ। প্রত্যেক পক্ষ পরস্পরকে সম্বোধনে তুল্য ভাষনে সম্বোধন করিবেন।

৭ম সর্গ। আকগানিহানে যে সকল বনিজ, বাহোর, অমৃতনর কিংবা মহারাজের অধিকৃত অস্ত্র কোন স্থানে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তাহাদিগকে কোনরূপে বাধা দেওয়া কিংবা উৎপীড়ন করা হইবে না; অস্ত্র পক্ষে, তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধার পক্ষে সর্বত্র আদেশ প্রচার করা হইবে। মহারাষ্ট্রের রাজ্য হইতেও যে সকল ব্যবসায়ী আকগানিহানে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তাহাদের প্রতিও পূর্বোক্তরূপ সম্ব্যবহার করা হয় কিম্বা, মহারাজ তাহা লক্ষ্য করিবেন।

৮ম সর্গ। সা-হুজার সন্ধিও মিত্রতা বন্ধনের পরিচয় স্বরূপ মহারাজও তাহাকে প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি পাঠাইবেন;—(১) ৫৫ খানি শাল; (২) ২৫ খানি মজলিন; (৩) ১১ খানি মোশাদী; (৪) ৫ খানি কিংবাব; (৫) ৫ খানি গলাবক; (৬) ৫টী পান্ডী; (৭) ৫৫ খানি পাড়ী বোকাই 'বারে' চাউল (এই চাউল পেশয়ার প্রদেশের অত্যুৎকৃষ্ট সামগ্রী)।

৯ম সর্গ। মহারাজের কোন কর্মচারী যদি আকগানিহানে ঘোড়ার জয় করিতে যায়, কিংবা সা-হুজার কোন কর্মচারী পক্ষাঘ্নে বন্দি হইয়া আসে, তাহা হইলে, মহারাষ্ট্রের রাজা পক্ষান্তরে সেই উদ্দেশ্যে সহায়তা করিবে, তাহা হইলে, মহারাজ কিংবা সা-হুজা উভয়েই পরস্পর পরস্পরের প্রেরিত জেওনিদের সুবিধা প্রকৃতির প্রতি বধ্যবধ দৃষ্টি রাখিবেন; বধ্যবধ তাহাদের কার্য সুচারুরূপে নির্বাহিত হয়, মহারাজ এবং সা-হুজা উভয়েই তাহাদের বিহিত উপায় বিধান করিবেন।

১০ম সর্গ। কখনও কোন সময়ে উক্ত রাজ্যের সৈন্য-বল এক

হাসেন সন্মত হইলে, সেখানে বাহাতে কোন ক্রমে গো-হত্যা করিতে দেওয়া না হয়, তাহারও বিহিত ব্যবস্থা করিত হইবে।

১১শ সত্ত। সা-মুজা যদি মহারাজের নিকট হইতে অতিরিক্ত সৈন্ত সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, বারকজারীদিগের নিকট হইতে যে সকল জন্ম,—জহরত, খোটক, বঙ্গ-বিস্তার অন্ত্রশস্ত্রাদি,—লুণ্ঠিত হইবে, তাহা উক্তর পক্ষ সমতাপে বিভাগ করিয়া লইবেন। মহারাজের সৈন্যদলের সাহায্য ব্যতীত, সা-মুজা যদি বারকজারীদিগের বল-সম্পত্তি অধিকারে সমর্থ হন, তাহা হইলে, মিত্রতা-বন্ধনের নিদর্শন দ্রুপদ, তাহার কণ্ঠকাণে আপন প্রতিমিথি দ্বারা সা-মুজা মহারাজের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১২শ সত্ত। পত্র এবং উপঢৌকনাদি লইয়া পরস্পরের দূত পরস্পরের রাজ্যে সর্বদা পতিবিশি করিবে।

১৩শ সত্ত। এই সন্ধির সত্ত অনুসারে যদি মহারাজের কখনও সা-মুজার অধীনস্থ সৈন্তদলের কোনরূপ সাহায্য আবশ্যক হয়, এক জন প্রধান কর্ণচরীর অধিনায়ককে সা-মুজা একজন সৈন্ত পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন; অত্র পক্ষে, মহারাজও তদ্রূপ সা-মুজার প্রয়োজনানুসারে, এই সন্ধির সত্ত মতে, একজন মুসলমান সৈন্ত জনৈক প্রধান কর্ণচরীর অধিনায়ককে কারণে পাঠাইতে বোধ্য রহিলেন। মহারাজ যখন পেশোয়ারে গমন করিবেন, তাহার অত্যাচার অত্র সা-মুজা জনৈক সাহায্যদাতাকে প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন, সে ক্ষেত্রে মহারাজও বধ্যোপায় সন্ধান ও সমাদরের সহিত সাহায্যদাতাকে অভ্যর্থনা করিবেন এক বিদায় দিবেন।

১৪শ সত্ত। ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের, শিব-গবর্ণমেণ্টের এবং সা-মুজা উক্ত-মুন্সেফ—এই তিন পক্ষের পরস্পরের মত বা মিত্র সম্বন্ধেরই পক্ষ সা-মিত্র করে রাখা হইল।

১৪শ সর্গ । আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, সা-হুজা-উল-মুলক্, বিনা আপত্তিতে 'নামকসাহী' বা 'কান্দাহার' মুদার হই লক টাকা মহারাজকে প্রদান করিবেন; সা-হুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুন-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, যে তারিখে মহারাজ শিব সৈন্য কাবুলে প্রেরণ করিবেন, সেই তারিখ হইতেই সা-হুজা-উল-মুলক্ এই টাকা দিতে বাধ্য হইবেন; সা-হুজার পক্ষ সমর্থনের অঙ্ক, মহারাজ ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র মুসলমান-ধর্মাবলম্বী অপরোহী ও পদাতিক সৈন্য পেশোয়ার রাজ্যের মধ্যে সজ্জিত রাখিবেন; বৎস মহারাজের সহিত একমত হইয়া বৃষ্টিপ-সর্বসম্মতি সেই সৈন্যদল, সা-হুজার সাহায্যার্থ প্রেরণ করা উচিত বলিয়া মনে করিবেন, সেই সময় এই সকল সৈন্য কাবুলান্তিমুখে যাত্রা করিবে। পশ্চিম প্রদেশে বৎসই কোন গোপবান উপস্থিত হইবে, বৃষ্টিপ-সর্বসম্মতি এবং শিব-সর্বসম্মতির মতে আবশ্যক এবং উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে, সৈন্যদল তদন্তিমুখে প্রেরিত হইবে। মহারাজের বশি কখনও সা-হুজার সৈন্যদলের সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বতদিন পর্যন্ত যে পরিমাণ সাহায্য প্রেরণ হইবে, সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহের অঙ্ক মহারাজের প্রাপ্য টাকা হইতে তাহার কিয়দংশ খান বাইবে; যে পর্যন্ত এই সন্ধির সর্ব অধ্যায় থাকিবে, মহারাজ সা-হুজা-উল-মুলকের নিষ্ঠা হইতে নিরাসিতরূপে বাহাতে বৎসর বৎসর নির্দিষ্ট টাকা প্রাপ্ত হন, বৃষ্টিপ-সর্বসম্মতি ও তৎপক্ষে দায়ী রহিলেন।

১৫শ সর্গ । সা-হুজা-উল-মুলক্ এবং তাহার উত্তরাধিকারী বা ইলাজিবিহিসরণ, সিদ্ধ প্রদেশের আধীশপের নিকট হইতে প্রাপ্ত বাকী রাজস্বের সমস্ত দায়ী দায়রা এবং তৎপ্রদেশের অধিকার-সম্ব পত্তি-ভার করিবেন; (সেই রাজ্য এক্ষণে আধীশরণ এবং তাহারই আধীশরণ পুত্রসম্মতিতে কোম-বৎস করিতে অধিকারী হইলেন)।

তৎপরিবর্তে ব্রিটিশ-সর্বসম্মতের মতামতের আধীশ্রয় সা-সুজা কে যে পরিমাণ টাকা দিতে বাধ্য হইবেন, সা-সুজা তাহাই নাইতে সম্মত হইলেন। সেই টাকা হইতে মহারাজ রূপজিৎ সিংহকে দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। এই টাকা প্রদত্ত হইলে, ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই মার্চ যে সন্ধি হইয়াছিল, * সেই সন্ধির ৪র্থ সর্ভ রহিত হইবে; মহারাজ রূপজিৎ সিংহ এবং সিন্ধু প্রদেশের আধীশ্রয়ণের মধ্যে যে উপর্যুক্ত এবং পরানি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে, তাহা পূর্ণাঙ্গের অঙ্গ থাকিবে।

১৭শ সর্ভ। সা-সুজা উল্লেখিত আকস্মিকভাবে আধিপত্য বিস্তারে কৃতকার্য হইলে, তাঁহার সর্বসম্মতের অধীনস্থ, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র হিরাজের শাসনকর্তার অধিকৃত প্রদেশসমূহে সা-সুজা কোনরূপ আক্রমণ বা অভিযান করিতে পারিবেন না।

১৮শ সর্ভ। ব্রিটিশ-সর্বসম্মত এবং শিব-সর্বসম্মতের সম্মতি এবং অভিপ্রায় ব্যতীত, সা-সুজা-উল্-মুল্ক স্বয়ং, কিংবা তাঁহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তপন, কোন বৈদেশিক রাজ্যের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতে পারিবেন না; যদি কেহ অন্তঃশত্রু সাহায্যে ব্রিটিশ-সর্বসম্মতের বা শিব-সর্বসম্মতের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ, সা-সুজা ব্যাশ্চিক্যে তাহার প্রতিরোধ করিবেন।

এই সন্ধি-সংশ্লিষ্ট শক্তির অর্থাৎ ব্রিটিশ-সর্বসম্মত, মহারাজ রূপজিৎ সিংহ এবং সা-সুজা-উল্-মুল্ক, পূর্বোক্ত সর্ভসমূহে অন্তরের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন। কলিঙ্গ এই সন্ধি-সর্ভসমূহের ব্যত্যয় ঘটবে না; সেজন্মের বর্তমান সন্ধিপত্রের সর্ভে সকলেই চিরকাল বাধ্য থাকিবেন : যে দিন হইতে শক্তির এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর ও শিল-মোহর অঙ্কিত করিবেন, সেই দিন হইতেই এই সন্ধি অনুসারে কার্য চলিতে থাকিবে।

বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তিপত্র ।

৮৩

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন মধ্যাহ্ন ১৮১৫ বিক্রমজিৎ, আকর ১৫ই আষাঢ় লাহোরে এই সন্ধিপত্র সম্পন্ন হইল।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই, শিমলা-শৈলে রাইট অনারের বন গবর্নর জেনারেল কর্তৃক উহা অনুমোদিত এবং সমর্থিত হইল।

(স্বাক্ষর ।)

অকলাত ।

রাজিৎ সিং ।

হুজা-উল-মুলক

পঞ্চদশ পরিশিষ্ট ।

সিন্ধুনদ এবং শতদ্রুতে বাণিজ্য-সুত্ব সম্বন্ধে

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তিপত্র ।

শতদ্রু এবং সিন্ধুনদে পণ্যদ্রব্য গমনাগমনের জন্য যে সুত্ব গৃহীত হইত, তৎসম্বন্ধে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এক অতিরিক্ত সন্ধি হয় ; সেই সন্ধি-সত্ত্বে পরিবর্তনে লাহোর-গবর্নমেন্টের সন্ধিত যে চুক্তিপত্র বিদিত হইল, তাহারই বিবরণ।

(১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২শে মে ।)

এ যাবৎ যুদ্ধ ও কুহকাকার সর্ব প্রকার বাণিজ্য-ভগ্নীর উপরই একই হারে বাণিজ্য-সুত্ব আদায় করা হইতেছে। তাহাতে অনেক কালে নানাপ্রকার অভিযোগ এবং আপত্তি উত্থাপিত হয়। সৎসংস্কারের প্রার্থনা,—যেকোন স্থানের মণ হিসাবে, প্রতি মণে, কিংবা বাণিজ্য-পোতের আকৃতি হিসাবে প্রতি পোতের উপর, তত্ত্ব নিৰ্দ্ধারিত হউক। অতএব এক্ষণে নিরীকৃত হইল যে, অকলার সুবিধা, কিলোমণ্ডর অকল

খিচুড়িবাট :—এই তিনটা মণের কোম এক নির্দিষ্ট স্থান হইতে, একই মণয়ে, সমস্ত বাণিজ্য-স্বত্ব সংগৃহীত হইবে ; এবং বাণিজ্য-স্বত্বের উপর শুদ্ধ দাবী না হইয়া, লণ্যজাতের উপর নিয়ন্ত্রিত হারে সেই শুদ্ধ নির্ধারিত হইবে :—

সুখনিয়া	...	প্রতিমণ	...	১০১ দশ টাকা ।
অতিফেন	...	"	...	৭১০ সাত্বে সাত টাকা ।
নীল	...	"	...	২২০ আড়াই টাকা ।
বল-মুলাদি	..	"	...	১ এক টাকা ।

অত্যন্তকট রেশম, মসলিন,

জুতা কাপড় ইত্যাদি ... ১০০ ছয় আনা ।

নিরুট রেশম, তুলা, ছিটের কাপড় ... ১০ চারি আনা ।

পজাব হইতে রপ্তানি অব্যের উপর ।

শর্করা, হুত, তৈল, মাগক অব্য,

জিয়ার, আফিম এবং তুলা ... প্রতিমণ ... ১০ চারি আনা ।

রঙ ... " ... ১০ আট আনা ।

শতাব্দি ... " ... ১০ চুই আনা ।

বোম্বাই হইতে আমদানি অব্যের উপর ।

যে কোন প্রকারের অব্যই বোম্বাই হইতে আমদানি হইবে, সর্ব্ব প্রকার অব্যের প্রতিমণের উপর ১০ চারি আনা হিসাবে, বাণিজ্য-স্বত্ব প্রদত্ত হইবে ।

ষোড়শ পরিশিষ্ট ।

সিদ্ধান্ত ও শতাব্দীর বাণিজ্য-শুল্ক সংক্রমে

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের চুক্তিপত্র ।

শতাব্দী এবং সিদ্ধান্তের বাণিজ্য-শুল্ক উপর তার নির্ধারণ সংক্রমে

ব্রিটিশ-পৰ্ব্বমন্ডল ও লাতো-পৰ্ব্বমন্ডলের মধ্যে সন্ধি ।

(১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন)

১৮৮১ সালের ১৪ই পৌষ (১৮০২ খৃষ্টাব্দ), কর্ণেল ওয়েড্ডের (তৎকালে তিনি কাপ্তেন ছিলেন) যথাবস্থিতির উত্তর পৰ্ব্বমন্ডলের সম্মুখভাগে, বিজ্ঞতার নিদর্শন ২২৭, খালসা রাজ্যের অন্তর্গত শহর ও সিদ্ধান্তে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার সুবিধার জন্য, ভারতের পৰ্ব্বমন্ডল-রেল, রাইট অনারেলস লর্ড উইলিয়াম কার্ভার্ডিস বোর্ডের মাধ্যমে কর্তৃক ইতিপূর্বে এক সন্ধি স্থাপিত হয় । তদন্বয়ে ১৮১১ সনতে (১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ) উক্ত কর্ণেল ওয়েড্ডের যথাবস্থিতি, আর এক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল ; পশ্চিমবঙ্গের পরিমাণ এবং প্রকৃতি প্রকৃতি দ্বারা বিচার না করিয়া প্রত্যেক বাণিজ্য-পোতের উপর কর নির্ধারণ করাষ্ট, সেই সন্ধি-পত্রের উদ্দেশ্য । ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের যে মাসে, পৰ্ব্বমন্ডল-রেলের এজেন্ট, হিটোর ব্রাক, লাহোর-দরবারে উপনীত হন ; সেই সময় উত্তর পৰ্ব্বমন্ডলের ব্রিটিশ কনসুলে এই বিষয়ে আর এক তৃতীয় সন্ধি নিষ্পন্ন হয় ; পশ্চিমবঙ্গের পরিমাণ এবং প্রকৃতি অনুসারে কর নির্ধারণই এই তৃতীয় সন্ধির উদ্দেশ্য । এই সন্ধি-পত্রে আরও নির্দিষ্ট হয়, উত্তর পৰ্ব্বমন্ডলের মধ্যে সেই ভূমির দ্বার কমান্ডারের জন্য কেহই পুনরায় আর কোন প্রস্তাব করিতে পারিবেন না । ১৮২০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দের যে মাসে) উক্ত এজেন্ট হিটোর ব্রাক, কনসুলরের খালসা দরবারে পুনরায় উপস্থিত হন ; এই সময় গত বৎসরের প্রস্তাবিত পদ্ধতি দেখে

পরিচয়

বাণিজ্য বিষয়ে নানা অনুবিধার কথা উল্লিখিত হইয়াছিল। বাণিজ্য-পোত সকল অনুসন্ধানের জন্য তাহাদিগকে আবদ্ধ করা হয়; বাণিজ্য পোতে বিভিন্ন প্রকারের জয় বাহিত হওয়ায়, তাহার শুদ্ধ নির্দেশের অনুবিধার এবং ব্যবসাদিগের অনতিক্রমতা বশত, নানা গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং একেটা উক্ত প্রকার সংস্কার সামনের প্রস্তাব করিলেন। তিনি জানাইলেন,—যদি উভয় পক্ষের মধ্যে অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে, বাণিজ্য প্রবাহের প্রকৃতি অনুসারে তত্ত্ব স্থির না করিয়া বাণিজ্য-পোতের আকারের অনুপাত অনুসারে কর নির্ধারিত হউক। বৃটিশ-পক্ষের-টোকে সকল অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া অবশেষে একেটা, সিদ্ধ এবং শতভাগ মনোর উপর বাণিজ্য পোত পরিচালনা সম্বন্ধে, পোতের আকৃতি অনুসারে, একটা শুদ্ধ হার নির্দেশ করিয়া আত্মসরে ব্যবহারের বিনোদ্যর জন্য সেই শুদ্ধ-হার নির্দেশের একক প্রতিলিপি প্রেরণ করিলেন। প্রতিষ্ঠিত মিত্রতার প্রতি ব্যবস্থাপনা সম্মান প্রশংসা পূর্বক, পূর্ব সন্ধি-পত্রের দৃষ্ট অনুসারে, কয়েকটা ছত্র যোগ করিয়া, পরবার সেই প্রতিলিপিতে শিল মোহর অঙ্কন এবং স্বাক্ষর করিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সত্যি এবং ঐকমত্য ব্যতীত, পরস্পরের স্বার্থ ও সুবিধা বিবেচনার, কখনও এই সন্ধি-পত্রের আর কোনরূপ প্রতিবাদ, পরিবর্তন বা পার্থক্য সাধিত হইবে না। সমুদ্রগর, লাহোর এবং অন্যান্য স্থানে কিংবা বাসনা রাজ্যের অন্যান্য নদী সম্বন্ধে যে বাণিজ্য-শুল্ক নির্ধারিত আছে, এই সন্ধি-পত্র অনুসারে তাহার কোন অস্তিত্ব হইবে না।

১ম সন্ধি। শত, কাঠ, পাণ্ডুরিয়া চূণ সম্বন্ধে কোনই কর লগয়া হইবে না।

২য় সন্ধি। ১ম সন্ধির লিখিত জব্যগুলি ব্যতীত অন্যান্য জব্যের জন্য, বাণিজ্য পোতের পরিমাণ অনুসারেই স্থায়ী হইবে।

৩য় সন্ধি। যে সকল বাণিজ্য-পোত পক্ষের সিন প্রদেশে, চন্দার

বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তিপত্র ।

৮৩

বা লুখিয়ানা হইতে মিথেনকোট কিংবা রোজান পর্যন্ত, অথবা রোজান বা মিথেনকোট হইতে পর্কিডের নিম্ন প্রদেশে, রূপায় কিংবা লুখিয়ানা পর্যন্ত বাতাসাও করিবে, ৫০ মণের অধিক ওজনযুক্ত সেইরূপ বাণিজ্য-পোড়ান স্তম্ভ দাঁড়া হইবে,—৫০, পকাশ টাকা ।

অথবা,—

পর্কিডের নিম্ন প্রদেশ হইতে কিরোজপুর পর্যন্ত গমন

অথবা প্রত্যাগমনের স্তম্ভ

২০, হুড়ি টাকা ।

কিরোজপুর হইতে ভাওয়ারালপুর পর্যন্ত গমন অথবা

প্রত্যাগমনের স্তম্ভ

২৫, পনের টাকা ।

ভাওয়ারালপুর হইতে মিথেনকোট বা রোজান পর্যন্ত

গমন বা প্রত্যাগমনের স্তম্ভ

১৫, পনের টাকা ।

সামস্ত পথ গমন এবং প্রত্যাগমনের স্তম্ভ

৫০, পকাশ টাকা ।

২৫০ মণের অধিক, কিন্তু ৫০০ শত মণের অনধিক, বোঝাই যুক্ত

বাণিজ্যপোড়ার উপর স্বেচ্ছায় খার :—পর্কিডের নিম্নপ্রদেশ, রূপায়

কিংবা লুখিয়ানা হইতে মিথেনকোট কিংবা রোজান পর্যন্ত; অথবা

রোজান কিংবা মিথেনকোট হইতে পর্কিডের নিম্নপ্রদেশ, রূপায় কিংবা

লুখিয়ানা পর্যন্ত, বাণিজ্য স্তম্ভের হার ১০০ এক শত টাকা । অথবা,—

পর্কিডের নিম্ন প্রদেশ হইতে কিরোজপুর পর্যন্ত গমন

অথবা প্রত্যাগমনের স্তম্ভ

৪০, চব্বিশ টাকা ।

কিরোজপুর হইতে ভাওয়ারালপুর পর্যন্ত গমন অথবা

প্রত্যাগমনের স্তম্ভ

৩০, ত্রিশ টাকা ।

ভাওয়ারালপুর হইতে মিথেনকোট কিংবা রোজান

পর্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের স্তম্ভ

৩০, ত্রিশ টাকা ।

সামস্ত পথ গমন এবং প্রত্যাগমনের স্তম্ভ

৫০, পকাশ টাকা ।

৫০০ শত শত মণের অধিক বোকাই মুক্ত বাণিজ্য পোড়ো তত্ত্ব

১৫০ এক শত পঞ্চাশ টাকা নির্ভরিত হইবে। অথবা—

পূর্বোক্তের নিয়ন্ত্রণে হইতে বিরোধপূর্ণ পর্য্যন্ত

পূর্বন অথবা প্রত্যাপননের অস্ত্র ৩০, বাট টাকা।

বিরোধপূর্ণ হইতে জাওয়ালপুর্ পর্য্যন্ত পূর্বন

অথবা প্রত্যাপননের অস্ত্র ৫৫, পঞ্চতাল্লিশ টাকা।

জাওয়ালপুর্ হইতে মিকেনকোট বা রোজান

পর্য্যন্ত পূর্বন অথবা প্রত্যাপননের অস্ত্র ৫৫, পঞ্চতাল্লিশ টাকা।

সমস্ত পথ পূর্বন অথবা প্রত্যাপননের অস্ত্র

পূর্বন অস্ত্র

১৫০ এক শত পঞ্চাশ টাকা।

৪র্থ সর্ভ। প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় নিয়মের অঙ্কভুক্ত বাণিজ্য-পোড় সমূহে পরিচরাস্বরূপ চিহ্ন লিপিত থাকিবে; এবং প্রত্যেক বাণিজ্য-পোড় স্টেম্পের উপর করা হইবে।

৫ম সর্ভ। শত্রে একই নিয়মের উপর দ্বিতীয় বাণিজ্যপোড় পূর্বন-পূর্বন সমূহে যে প্রণালীতে বাণিজ্য-পোড় দাঁড় হইল, অন্যান্য নদী-সম্পর্কে, অথবা খালসমূহে বাণিজ্যের কোন বাণিজ্য-পোড় গ্রহণ-বিষয়ে, ইহার কোনই সংশয় থাকিবে না। সে সকল বেত্রপ নিয়মে উল্লিখিত, সেইরূপ নিয়মেই চলিবে।

১৮৮৭ সনের ১৩ই আষাঢ় তারিখে (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন) এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।

সপ্তদশ পরিশিষ্ট।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের মুক্ত ঘোষণা।

ভারতের পবর্ন জেনারেল কর্তৃক ঘোষণা প্রচার।

স্বাশ্রম, লক্ষ্মী পী কা সরাই,

১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ।

এ পর্যন্ত পলায় পবর্নমেণ্টের সহিত ব্রিটিশ পবর্নমেণ্টের মিত্রতা ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের স্বর্গীয় মহারাজ রঞ্জিত সিংহ এবং ব্রিটিশ পবর্নমেণ্টের মধ্যে মিত্রতা ও একতাবন্ধক এক সন্ধি স্থাপিত হয়। সেই সন্ধির সর্ব সমূহ বিবরণের সহিত ব্রিটিশ পবর্নমেণ্ট পালম স্প্রিংস আসিষ্টেড ছিলেন; স্বর্গীয় মহারাজও সেই সন্ধির সর্ব সমূহ বিবরণের সহিত বন্ধা করিয়াছিলেন।

মহারাজ রঞ্জিত সিংহের উত্তরাধিকারিণের সহিতও এ কাল পর্যন্ত ব্রিটিশ পবর্নমেণ্ট সমভাবে সেই মিত্রতা সম্বন্ধ বন্ধা করিয়া আসিয়াছেন।

ভূতপূর্ব মহারাজ শের সিংহের মৃত্যুর পর, লাহোর-পবর্নমেণ্টের বিশৃঙ্খলা হেতু, ব্রিটিশ-পবর্নমেণ্টের সীমান্ত প্রদেশ হকার অভ্যন্তর, সকৌশিল পবর্ন জেনারেল আত্মরক্ষণার্থে উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছেন; যে সকল কারণে হেরশ উপায়বলী অবলম্বিত হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্বে লাহোর-পবর্নমেণ্টকে জানান হইয়াছে।

বিস্তৃত হই বৎসর হইতে লাহোর পবর্নমেণ্টের খোর বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও, এবং লাহোর দরবারের অনাবিধ অসম্ব্যহারমূলক কার্য-কলাপও, উক্ত পবর্ন জেনারেল ও হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উক্ত পবর্নমেণ্টের মধ্যে পূর্বরূপ মিত্রতা ও একতাবন্ধক অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, সকৌশিল পবর্ন-জেনারেল দরবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভূতপূর্ব মহারাজ

শের সিংহের উত্তরাধিকারিণের শিত দলীপ সিংহকে ব্রিটিশ-সম্বন্ধে
মহারাজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; সেই শিত মহারাজের নিঃস্বার্থ
অবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া, এ পর্যন্ত সম্বন্ধ জেনারেল প্রতি বিষয়েই
অত্যধিক পরিমাণে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন।

পঞ্জাবের প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার, এবং পঞ্জাবের সৈন্তগণকে শাসনে
রাখিবার উপযোগী বৃহৎ শিখ-সম্বন্ধে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, সকৌশল
সম্বন্ধ-জেনারেলের ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা। সর্দারগণের এবং জনসাধা-
রণের মনো-প্রাণভার গুণে এখনও যে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে,
সম্বন্ধ-জেনারেল সে আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে, সংপ্রতি শিখ-সৈন্তগণ লাহোর
হইতে ব্রিটিশ সীমান্তে উপনীত হইয়াছিল; কথিত হয়, সর্দারদের আদেশ
ক্রমেই এইরূপ কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সম্বন্ধ-জেনারেলের উপদেশ অনুসারে, সম্বন্ধ-জেনারেলের এজেন্ট,
শিখ-সৈন্তগণের পূর্বোক্ত আচরণ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন।
কিন্তু কথাসম্মতে তাহার কোন প্রত্যুত্তর না পাওয়ায়, পুনরায় কৈফিয়ৎ
চাহিয়া হইয়াছিল। উত্তেজনার কোন কারণ নাই; অথচ আকারে শিখ-
সম্বন্ধে, ব্রিটিশ-সম্বন্ধে সহিত পত্রাচার করিবেন, সম্বন্ধ-
জেনারেল সহসা ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সুতরাং উক্ত
সম্বন্ধে যথোপযুক্ত সন্মত উপস্থিত না হয়, কিংবা মহারাজের
সম্বন্ধে কোনরূপে বিস্ময় না হয়, এই উদ্দেশ্যে সম্বন্ধ-জেনারেল এ
পর্যন্ত কোন প্রতিকার-উপায় গ্রহণ করেন নাই।

পুনঃপুনঃ কৈফিয়ৎ চাহিয়াও এখন কোন উত্তর পাওয়া নাই না,
অথচ লাহোরে সমস্ত-সম্মত বিপুল আয়োজনের সংবাদ পাওয়া গেল,
অতএব সীমান্ত প্রদেশের দুর্বলতা সম্প্রদায় ভিত্তি সম্বন্ধ-জেনারেল
সম্বন্ধে সৈন্ত প্রেরণের আশঙ্কায় উপস্থিত করিলেন।

উল্লেখ্য যে অসুস্থতা সত্যতঃ নাই, অথচ বিব-সম্মতন প্রাপ্তি
সুস্থ-রাজ্য আশ্রয় করিতে।

ব্রিটিশ-মুসলমান রক্ত-বিধান জর, ব্রিটিশ-স্ববর্ণযোঁড়ের প্রত্যাপ জম্মু
 রাধিবায় জন্ত, সন্ধি-মর্ও-উচ্চৈক, যমসামান্যের শান্তিসমকারী, হুর্ভূত
 দিগকে শান্তি বিবায় জন্ত স্ববর্ণ-অশ্বারূঢ়। এক্ষণে কঠোর উপায় অব-
 লম্বনে বাধ্য হইলেন :

এতদ্বারা পৰ্বণ জেনারেল দেখা কৰিছেহে যে, শতক্ৰম নবীৰ
পূৰ্বৰ ভীৰাঙ্কিত দুটিৰ অধিকাংশৰ সন্নিৱিষ্ট মহাৰাজ দলীপ সিংহেৰ
অধিকৃত সমুদায় ৰাজ্য আজি হাইতে বাক্যদাপ্ত এবং দুটিৰ সন্তোষ্য
অন্তৰ্ভুক্ত হইল।

এ সময় প্রবেশের যে সকল কার্যনির্বাহী কর্মীদ্বারা এবং প্রত্যেক
ব্রিটিশ সর্বাধিকারের প্রতি বিধান ও অনুষ্ঠানের পরিচালনা করিতে
সর্বদা সেন্সরশিপ আইনের সমস্ত স্বত্ব অক্ষত রাখিবেন।

সর্বসাধারণের শত্রুদৃষ্টিকে দমনের জন্য এবং দেশে শান্তি বজায়
উদ্দেশ্যে, এতদ্বারা ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আশ্রিত ব্যক্তিদের সন্ধির ও সামন্ত-
বর্গিক অঙ্গপটীভাবে সাহায্যের জন্য আস্থান করিতেছেন। আশ্রয়দাতার
এতি আশ্রিত রাজস্ববর্গের যে করের পালন আবশ্যক, তৎস্বরূপী বিবাহ
ও অনুব্রাহ্মণের সহিত, সন্ধির ও সামন্তগণ যদি এ ক্ষেত্রে আপনাপন কর্তব্য
পালন করেন, তাহা হইলে, তৎস্বরূপী তাঁহারা সমুদ্র লাভকান হইবেন।
বাহারা মিলব্রীতাচরণ করিলে, তাহারা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের শত্রু বলিয়া
গণ্য হইবে, এবং যথাযোগ্য শাস্তি পাইবে।

শতরূপ নীরব পূর্ব তীরস্থিত প্রদেশেঃ অধিবাসিবর্গ আপসাপন গ্রাম
শক্তি-মুখে কালসাপন করিব,—এতদ্বারঃ তাহাদিগকে উদ্ধার করুণা
করা হইবেছে; সেজন্য ভাবে অবস্থান করিলে, তাহারা বৃষ্টি-মণ্ড
মোক্ষের বিধি উপভোগ্য আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। সুখানন্দক কাল

একশ করিতে না পারিল, অল্পধারী দলবদ্ধ ব্যক্তিগণ শান্তিভঙ্গকারী বলিয়া, তদনুরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রত্যাশুত্ব এবং শতক্রমসূচীর উক্তর পার্বে বাহ্যেব সম্পত্তি আছে, তাহারা যদি ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাহাৎবের কোন ক্ষতি হইলে ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবে; সেই সকল ব্যক্তির প্রকৃত স্বত্ব ও অবিকার বাহাতে সুরক্ষিত হয়, তৎপক্ষে ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিবে।

অতঃপক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যে সকল প্রকা, লাহোর-গবর্ণমেন্টের কাৰ্যে নিবৃত্ত আছে, এই বোধ্য। যদি তাহারা অমান্য করে, এবং অবিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের আশ্রয়-প্রার্থী না হয়, শতক্রমসূচীর উক্তবর্তী তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, এবং তাহারা ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের শত্রু ও বিকছাচারী বলিয়া অভিযুক্ত হইবে।

অষ্টাদশ পরিশিষ্ট ।

লাহোরের সহিত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সন্ধি ।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ই মার্চ, ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্ট এবং লাহোর-গবর্ণমেন্টের মধ্যে, লাহোরে এই সন্ধি নিষ্পন্ন হয়।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের লাহোরের শাসনকর্তা খানসাহাব মাহমুদ আলি সিংহ এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মধ্যে ক্ষমতা-স্বাপন উদ্দেশ্যে যে সন্ধি হয়, নিম্নতঃ উক্তসন্ধি নামে নিম্ন-লিখিত কল্লি, নিম্ন কারণে ব্রিটিশ-রাজ্য

আজ্ঞাপন হওয়ায়, সেই সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ হয়; সেই হেতু ১০ই ডিসেম্বরের
 ঘোষণা প্রচার দ্বারা, শতক্ষ নদীর পূর্বে ভারতীয় ব্রিটিশ-সীমানার সন্ধিবদ্ধ
 লাহোর-মহানগরের অধিকৃত প্রদেশসমূহ বাদেয়াগ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের
 জোর অধীনস্থ হইয়াছে। তদবধি উক্ত পূর্বপ্রদেশের পরামর্শের মধ্যে
 স্বত্ব-বিগ্রহ চলিতে থাকে; এবং সেই সুবিগ্রহের ফলে, ব্রিটিশ-সৈন্য
 লাহোর অধিকার বসিয়াছে। সেই হেতু কতকগুলি সর্ভে একশে উক্ত
 পূর্বপ্রদেশের মধ্যে পুনরায় সন্ধি স্থাপন দ্বিতীকৃত হওয়ার, অনাবেরন ইষ্ট
 ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং মহারাজ দলীপ সিংহ বাহাদুর, তাঁহার পুত্র, বংশ-
 ধর, উত্তরাধিকারী এবং হুলাতিবিকরণের সহিত, নিম্নলিখিত সর্ভে এই
 সন্ধি স্থাপিত হইল; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তৎসংলগ্ন স্থানসমূহের
 সমস্ত কার্যভার নির্বাহের ক্ষমতা অনাবেরন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক,
 সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, ব্রিটিশ নগরী মহারাজী জিকোরিয়ার অনাবেরন প্রিন্স
 কোমিসের সদস্ত, পূর্বপ্রদেশ জেনারেল লাইট অনাবেরন সাহেব হেনরি হাউস
 জি, সি, বি, কর্তৃক নিযুক্ত এবং তৎসংলগ্ন ক্রোডারিক কার্ভি, এবং
 ব্রেভেট মেজর হেনরি ম্যাকমোরি লেফটেন্যান্ট সাহেব, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর
 পক্ষে সন্ধি-সর্ত্ত নির্ধারিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন; এবং বিদ্য
 হাইমেন মহারাজ দলীপ সিংহের পক্ষে সন্ধি-সর্ত্ত নির্বাহ করিবার
 সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, তাই রাম সিং, রাজা লাল সিং, সর্দার জৈব
 সিং, সর্দার ক্ষত্র সিং জাতারিওয়াল, সর্দার রজোর সিং জাতারিওয়াল
 দেওয়ান দীনসিং এবং বাকি মুহম্মদীয় নিযুক্ত হইলেন।

১ম সর্ত্ত। ব্রিটিশ পূর্বপ্রদেশ এবং মহারাজ দলীপ সিংহ
 তাঁহার কালধনগণ, উত্তরাধিকারী ও হুলাতিবিকরণের সমস্ত কার্যভার
 শান্তি ও বন্ধুত্ব প্রকৃত হইবে।

২য় সর্ত্ত। শতক্ষ নদীর সন্ধি প্রদেশে মহারাজের যে সকল সম্পত্তি
 আছে, মহারাজ বংশ, তাঁহার বংশধরগণ, উত্তরাধিকারী ও হুলাতিবিকরণ

তৎসংক্রান্ত সমস্ত দাবী দাওয়া বা সম্বন্ধ পরিচালনা করিতেছেন ; কখনও তাহার। সেই সকল সম্পত্তির উপর বা তৎপ্রদেশের অধিবাসীর উপর কোন দাবী দাওয়া করিবেন না ।

৩য় সর্ভ । মোরারবের অথবা শত্রু এক এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী দেশে, পর্বতে এবং সমতল ক্ষেত্রে তাহার সমস্ত দুর্গ, সম্পত্তি এবং কবু, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করিলেন ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরকাল তৎসমুদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবেন ।

৪র্থ সর্ভ । তৃতীর সন্তে লিখিত সম্পত্তিসমূহে অধিকার প্রাপ্তি কাড়ীক, মুন্ডের ব্যয় মিস্ত্রীহের জন্ত ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে, লাহোর গবর্ণমেন্টের সিকট আরও সেড় কোটা টাকা দাবী করিলেন ; এই সমস্ত টাকা লাহোর গবর্ণমেন্টে এক কালে প্রদান করিতে অপারগ এবং তৎসম্বন্ধে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিলেন না ; সেই হেতু মহারাজ সিন্ধনদ এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য প্রদেশ এবং কাশ্মীর ও হাঙ্গারা প্রদেশ প্রভৃতির সমস্ত দুর্গ, সম্পত্তি, স্বত্ব এবং তাহার ব্যয়, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করিলেন ; অর্থাৎ হারবারের প্রায় এক ফোড় টাকা অর্থের সম্পত্তিতে অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরকালের জন্ত আধিপত্য লাভ করিলেন ।

৫ম সর্ভ । সন্ধির নিষ্পন্ন হইবার পূর্বে বা সময়ে, মহারাজ, সিন্ধ গবর্ণমেন্টকে অবশিষ্ট ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন ।

৬ষ্ঠ সর্ভ । লাহোর সৈন্তবলের মধ্য হইতে বিদ্রোহী সেনাদিগের প্রকাশ্য কাড়িয়া লইয়া মহারাজ তাহাদিগকে দলচ্যুত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন ; তৎপূর্ব মহারাজ কবজিং সিংহের সময়ে যে প্রকার বিধি-কাল প্রচলিত ছিল, 'মুন্ডলার' বা 'আইন' পলাতক সৈন্তবলকে যে প্রকার বেতন ও কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে মহারাজ সেই নিয়মিত পূর্ব-প্রচলিত বিধিই হইলেন । এই সন্ধির বিবরণ

যে সকল সৈন্য লসকে পরচ্যুত করা হইবে, তাহাদিগের বাকী আণ্ডা মহারাজ পরিপোষ করিতে বাধ্য রহিলেন ।

৭ম সর্গ । অতঃপর লাহোর গবর্ণমেন্টের নির্দিষ্ট সৈন্যবলের সংখ্যায় নির্ধারিত হইল :—২৫০০০ পদাতিক সৈন্য লসের প্রত্যেক বর্গে ৮ শত কৃষ্ণগারী সৈন্য থাকিলে ; ওষ্যভীত ১২ হাজার অগ্ন্যগ্ন্যেই সৈন্য লাহোর গবর্ণমেন্টে রাখিতে পারিবেন । ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সংখ্যিক বাতীত, লাহোর গবর্ণমেন্টে বন্দনও এই সৈন্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারিবেন না । যদি কখনও কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সৈন্য-সংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, তাহার কারণ পরামর্শ বিতৃষ্ণায় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে জানাইতে হইবে । বিশেষ কোন কারণে সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস করা হইলে, সেই কারণ দূর হইলে, এই সর্গের প্রথম-অংশে নির্ধারিত নিয়মানুসারে, সৈন্য সংখ্যা, কমান্ডিতে হইবে ।

৮ম সর্গ । মহারাজের ৩০ ৬৬০০ কমান্ড আওতে, লাহোর সকলগুলি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে ; যেহেতু এই সকল কমান্ড ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইরাছিল, এক পক্ষের সর্গের পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল বাসিয়া সোয়াওনের দ্বারা ব্রিটিশ-সৈন্য তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হয় ।

৯ম সর্গ । বিপাশা ও লস্কর নদী এবং গার ও পকনদ নামক পক্ষের নদীর যে দুইটা শাখা মিথেনকোট নামক স্থানে সিংহনদের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সকল নদীর উপর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আধিপত্য করিবে ; মিথেনকোট হইতে বেগুতিহানের সীমানা পর্যন্ত সিংহনদের উপরেও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আধিপত্য বিস্তৃত হইল । এই সকল নদীর পারাপারের আর এবং গবর্ণমেন্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে আণ্ডা হইবেকালী তবে এই সকল নদীতে লাহোর গবর্ণমেন্টের নিজের কোন বাসিন্দা-পোষা বা লোকজন বাতারাতি করিলে, তাহাকে কোন হুকুমের কড়া হইবে না ।

সুইডাশের ন্যায়তী পূর্বোক্ত নবী সমূহের ভিন্ন ভিন্ন পারবার্ট সনকে এইরূপ ব্যবহৃত হইল যে, ঐ সকল পারবার্টের জন্মবাসের সময় যার নির্বাচন করিয়া, উদ্ভূত আয়ের অর্ধেক অংশ ব্রিটিশ পর্বমেষ্টে, তাহার পর্বমেষ্টকে প্রদান করিবেন। শব্দক লীম যে অংশ তাহার এবং তাহার পুত্রের রাজ্যের সীমানার অন্তর্গত, সেই সকল স্থানের পারবার্ট সনকে এই সর্বোত্তম কোন সংগ্রহ করিবে না।

১০ম সর্ভ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বা তাহার কোন বিস্তারিতের স্বত্বের অস্ত, মহারাজের রাজ্য দখল দিয়া যদি কোন সময়ে ব্রিটিশ পর্বমেষ্টের কোন সৈন্যদল প্রেরণের আবশ্যক হয়, সৈন্যদল বিশেষ বিশেষ অবস্থার মহারাজকে তাহা বহুদ্রাতি জানান হইবে, এবং ব্রিটিশ-সৈন্যদল তাহার রাজ্যের দখল দিয়া ব্যবহারে সম্মত করিতে পারিবে। সৈন্যদল অবস্থার সৈন্যদলের সম্মত সময়ে সুবিধার অস্ত তাহার-পর্বমেষ্টের কর্তৃত্বনির্ণয় নবীতে পারাপারের অস্ত মৌকার এবং বসদাদি সংগ্রহের সুবিধা করিয়া দিবেন; মোকা এবং বসদাদি সংগ্রহে যে ব্যয় পড়িবে, ব্রিটিশ পর্বমেষ্ট তাহার সম্পূর্ণরূপ দুল্য প্রদান করিবেন, এবং সৈন্যদলের প্রতিবিধি সূত্রে কাহারও কোন ক্ষতি হইলে ব্রিটিশ পর্বমেষ্ট সে ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। যে প্রদেশ দ্বিঃ সৈন্যদল পদিক্রান্ত হইবে, সেই প্রদেশের অধিবাসিবর্গের বর্ষাবাসের প্রতি বর্ষেও কোনরূপে ব্রিটিশ পর্বমেষ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না।

১১ম সর্ভ। ব্রিটিশ পর্বমেষ্টের সাহায্য ব্যতীত কখনও কোনও ব্রিটিশ প্রজা, কিংবা কোন ইউরোপীয় বা মার্কিন রাজ্যের লোক, মহারাজের কোন কাছেরে নিযুক্ত হইতে পারিবে না।

১২ম সর্ভ। ব্রিটিশ পর্বমেষ্ট এবং তাহার পর্বমেষ্টের স্বত্ব পুনরায় ইচ্ছা স্থাপন সম্পর্কে জাহ্নুর রাজা বোমাল সি, তাহার রাজ্যের ১ বিলাস করিবেন, তাহারই পুরস্কার স্বত্ব কক্ষকর্তার রাজ্য

লাহোরের সহিত প্রথম সন্ধি ।

এদান করিয়া মহারাজ, রাজা গোলাপ সিংহকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন ; অর্থাৎ মহারাজ যত্ন সিংহের সময় যে সকল প্রদেশে রাজা গোলাপ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল তৎসমুদায়, এবং যে পার্শ্বভূ প্রদেশ ও রাজ্য অতঃপর স্বতন্ত্র চুক্তিপত্রে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট রাজা গোলাপ সিংহকে প্রদান করিলেন, তৎসমুদায় মহারাজ স্বাধীন বলিয়া মনে করিলেন । রাজা গোলাপ সিংহের সম্মুখস্থ পুরস্কার স্বরূপ এই সকল প্রদেশে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ও রাজা গোলাপ সিংহকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাহার সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অন্তর্গত সন্ধিসম্বন্ধে সেই সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হইবে ।

১৩শ সন্ধি । রাজা গোলাপ সিংহ এবং লাহোর রাজ্যের মধ্যে যদি কখনও কোনও বিবাদ উপস্থিত হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাহার সমাধান করিবেন ; এবং মহারাজ তাহা মানিতে বাধ্য হইবেন ।

১৪শ সন্ধি । ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের সহিত ব্যতীত লাহোর রাজ্যের সীমা কখনও পরিবর্তিত হইতে পারিবে না ।

১৫শ সন্ধি । লাহোর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না ; কিন্তু কখনও কোন প্রকার সীমান্ত সম্বন্ধে ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টের সহায়তা প্রিজ্ঞাসা করিলে, লাহোর গবর্ণমেন্টের সন্তোষজনক, গবর্ণর জেনারেল ওষিৎসে সহৃদয় প্রতিকার করিয়া ব্যবস্থিত সাহায্য করিবেন ।

১৬শ সন্ধি । উভয় রাজ্যের কোন একটি রাজ্যের একাধিক বাস অগ্ণীয় প্রজন্ম গমন করে, তাহা হইলে, তাহাদিগের প্রতি আশ্রয় প্রদানের একান্ত ভার সম্বাহার করিতে হইবে ।

গবর্ণর জেনারেল, লাইট জেনারেল স্যার হেনরী হাড্‌কিন্স, সি. সি. সি. অফিসার কর্তৃক কমান্ডপ্রাপ্ত, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষীয় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ, এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া

বোম্বে নগরস্থ এই সন্ধিপত্র অত্যন্ত বিখ্যাত হয় ; মহারাজ নলীপ সিংহের পক্ষ, তাই রাম সিং, রামা নাল সিং, সর্দার ডেব সিং, সর্দার হর সিং, আত্মবিভাগ, সর্দার রত্নের সিং, সন্ধিবিদ্যা, দেওয়ান বীলনাথ এবং ফকীর কুন্তলদীন উপস্থিত থাকিয়া এই সন্ধিসম্বন্ধ ঘাণ্ড করেন। পূর্বের জেনারেল রাইট অনারবল সাহেব হেনরি হার্ডিগ, জি সি, বি, মহোদয় এবং হিল হাইসেন মহারাজ নলীপ সিং কর্তৃক এই সন্ধিপত্র মোহরাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত অনুমোদিত হইল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২ই মার্চ, (১২৬২ হিজরী ১০ রবিবুলওয়াল মাসে) লাহোরে এই সন্ধিপত্র সম্পন্ন, এবং সেই দিনই উহা অনুমোদিত হয় :

উনবিংশ পরিশিষ্ট ।

—:—

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের লাহোরের সহিত যে প্রথম সন্ধি হয়; তাহারই কয়েকটি অতিরিক্ত সত্ত্ব।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ ব্রিটিশ-গবর্নমেন্ট এবং লাহোর সরকারের মধ্যে এই চুক্তি-সত্ত্ব ঘাণ্ড হয়।

২ই মার্চে লাহোরে যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির বর্গে সত্ত্ব অনুসারে লাহোর-সৈন্তের সংখ্যা সাক্ষ্য লাহওয়া পর্যন্ত, মহারাজের শরীর এবং রাজধানী রক্ষার জন্য, লাহোর-গবর্নমেন্ট, পূর্বের জেনারেলের নিকট, লাহোরে একজন ব্রিটিশ সৈন্ত স্থাপনের প্রার্থনা করেন; কয়েকটি নির্দিষ্ট সত্ত্ব পূর্বের জেনারেল, এই ব্যাপারে বীভূত হন; পূর্বোক্ত সন্ধির দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সত্ত্ব অনুসারে মহারাজ, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে যে সকল প্রদেশের স্বত্বান্বিত প্রদান করিয়াছেন, তাৎসংক্রান্ত কতকগুলি প্রদেশ

কিঞ্চন নিয়ম দাখ্য করা আবশ্যক। এই সকল কারণে নিম্ন লিখিত আটটি সর্তবৃত্ত এই চুক্তিপত্র অন্য পূর্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্পন্ন হইল;—

১ম সর্ত। লাহোর সহিত বর্ত সর্ত অনুসারে শিখ সৈন্তের পূর্ণ সংহার সাধন না হওয়া পর্যন্ত, লাহোর সহরের অধিবাসিন্যের এবং অঙ্গ মহারাজের রক্ষার জন্য, পদরি-জেনারেল বেল্লপ উপযুক্ত দিব্যনা করিবেন, অল্পমুদ্রা কড়কড়ি রুটিশ সৈন্ত, বর্তমান ১৮৪৩ খ্রষ্টাব্দের শেষ কিং পর্যন্ত, লাহোরে অবস্থিতি করিবে; যে উদ্দেশ্যে ঐ সৈন্ত-দল লাহোরে স্থাপিত হইবে, লাহোর নগরবাস্য যদি সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে, বৎসর শেষ হইবার পূর্বোই, অবিধ-মত সময়ে, সৈন্তদলকে লাহোর হইতে বিতাড়িয়া আনা হইবে। কিন্তু বর্তমান বৎসর তত্তীত হওয়ার পর লাহোরে আর সৈন্তদল অপেক্ষা করিবে না।

২য় সর্ত। পূর্বোক্ত সর্তের উদ্দেশ্য সাধনকালে, লাহোর গবর্নমেন্ট স্বীকৃত হইলেন যে, উল্লিখিত রুটিশ-সৈন্তদল সম্পূর্ণরূপে লাহোর চণ্ড এবং লাহোর নগরের অধিকার প্রাপ্ত হইবে; এবং লাহোরের সৈন্ত-দলকে নগর হইতে স্থানান্তরিত করা হইবে। লাহোর গবর্নমেন্ট আশ্রয় স্বীকৃত হইলেন যে, ঐ সকল রুটিশ-সৈন্তের অন্তর্গত 'অফিসার' কর্মচারিণ্যের জন্য, তাঁহাদের আবশ্যক, মত সুবিধাজনক বাসস্থান প্রদত্ত হইবে। ঐ সকল সৈন্ত রুটিশ-গবর্নমেন্টের আপন সেনা দিব্য হইতে বৈদেশিক রাজ্যে স্থানান্তরিত হইয়া, অঙ্গের কাছে প্রেরণ হওয়ার, ঐ সকল সৈন্ত পোষকের জন্য রুটিশ গবর্নমেন্টের যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, লাহোর গবর্নমেন্ট সে ব্যয়ভার বহন করিবেন।

৩য় সর্ত। বখানিখিত সর্ত অনুসারে শিখ সৈন্তদলের সংহার সাধনকালে লাহোর গবর্নমেন্ট অধিনে একান্ত মনে চেষ্টা করিবেন। সৈন্ত সংহার এবং সৈন্তদিগের অবস্থান দৃষ্টে, লাহোর গবর্নমেন্ট

৩৩শ স্তম্ভ : অগ্রসর হন, লাহোর যে সকল বৃটিশ-কর্মচারী থাকিবেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহের বিকল্প জ্ঞাপন করা হইবে ।

৩৪শ স্তম্ভ : পূর্বোক্ত স্তম্ভের কোন বিশান যদি লাহোর পর্বর্ষমন্টে পালন করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে, প্রথম স্তম্ভে লিখিত নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই, যে কোন সময়ে, বৃটিশ-পর্বর্ষমন্টে লাহোর হইতে সৈয়দগড়, উঠাইয়া লইতে পারিবেন ।

৩৫শ স্তম্ভ : এই স্তম্ভের সন্ধি-পত্রের তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তম্ভক্রমে, মহারাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত বৃটিশ-পর্বর্ষমন্টের রাজ্যের মধ্যে যে সকল আগামীদার, স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিং, ক্ষুদ্রা সিং এবং শের সিংহের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, ইহাদের জাতি স্বত্ব বৃটিশ পর্বর্ষমন্টে সর্ব্বদা সম্মানে বীকার করিবেন ; সেই সকল আগামীদার তাঁহাদের জীবন কাল পর্যন্ত সকল স্বত্ব স্বত্বানু থাকিবেন, এবং বৃটিশ-পর্বর্ষমন্টে তাঁহাদের সেই জাতি সহ রক্ষার জন্ত চেষ্টা করিবেন ।

৩৬শ স্তম্ভ : লাহোর সন্ধির তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভ অনুসারে বৃটিশ-পর্বর্ষমন্টে যে সকল রাজা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল রাজ্যের বন্দার এবং ম্যানেজারদিগের নিকট লাহোর-পর্বর্ষমন্টের যে বাকী প্রজনা পাওনা আছে, বর্তমান বর্ষের (অর্থাৎ ১৯০২ বিক্রমাব্দে শেষের) আর্থিক বৃত্তি উৎপত্তির সময় পর্যন্ত, সেই রাজস্ব আদায় পক্ষে স্থানীয় বৃটিশ কর্মচারিগণ লাহোর-পর্বর্ষমন্টকে বখাসাধ্য সহায়তা করিবেন ।

৩৭শ স্তম্ভ : পূর্বোক্ত স্তম্ভের লিখিত প্রদেশের হুসঙ্গমূহ হইতে কখন যাতায়াত আর সর্ব্বপ্রকার বনসম্পত্তি লাহোর পর্বর্ষমন্টে বোদ্ধাত্রমে হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন । সেই সকল সম্পত্তির কোন অংশ বৃটিশ পর্বর্ষমন্টে যদি বাকল রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, তাহার উচিত হুত লাহোর পর্বর্ষমন্টে প্রাপ্ত হইবেন, যে সকল সম্পত্তি লাহোর পর্বর্ষমন্টে হস্তান্তরিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা

ব্রিটিশ কর্তৃচালিতদেরও তাহা বদল করার আবশ্যক নাই, উক্ত পক্ষ সম্প্রতি
সুব্যবহার ভগ্ন, ব্রিটিশ কর্তৃচালিত লাহোর নববর্ষমেটকে বখাণাধ্য সহায়তা
করিলেন ।

৮ম সর্ভ । ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১ই মার্চ লাহোর সাক্ষির চতুর্থ সর্ভ
অনুসারে উক্ত রাজ্যের সীমা নির্দেশ করা, উক্ত নববর্ষমেট কর্তৃক
অধিকৃত কামিনার নিরুৎকৃষ্ট হইবে ।

বিংশ পরিশিষ্ট ।

রাজা গোলাপ সিংহের সহিত ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের সাক্ষি ।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ অনুত্তমের মহারাজ গোলাপ সিং
এবং ব্রিটিশ নববর্ষমেটের মধ্যে এই
সাক্ষি নিম্ন হইল ।

এক পক্ষে ব্রিটিশ নববর্ষমেট এবং অপর পক্ষে আমায় মহারাজ গোলাপ
সিংহ—উক্তদের মধ্যে এই সাক্ষি দাখিল হয় । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী
এবং উক্তদের হাল সমূহে) সমস্ত কার্যতত্ত্ব নির্বাহের জন্য অনারবল
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক সম্পূর্ণ কবত-প্রাপ্ত, জিউনেবদী মহারাজ
জিউনেবদী অনারবল জিউ কোম্পানীর সদস্য, নববর্ষ কোম্পানীর, রাইট
অনারবল স্যার হেনরি হার্ডিন, জি. সি. বি কর্তৃক নিরুৎকৃষ্ট এবং কবত
প্রাপ্ত, জিউনেবদী স্যার এডওয়ার্ড, এবং জিউনেবদী স্যার হেনরি
এডওয়ার্ড কর্তৃক নিরুৎকৃষ্ট, অনারবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে এক

মহারাজ গোলাপ সিং স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই সন্ধি সম্পাদ্য করিলেন :—

১ম সন্ধি। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ই মার্চ লাহোরে যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির চতুর্থ সন্ধি অনুসারে ব্রিটিশ-সম্মতিতে যে রাজ্য প্রাপ্ত হন, সেই রাজ্যের কিয়দংশ মহারাজ গোলাপ সিংহ, এবং তাঁহার পুত্রসন্তানগণ পুরুষাবৃত্তনে অধীনভাবে ভোগদখল করিতে পারিবেন : শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত এবং ইন্দাবতী নদীর পশ্চিম তীরস্থিত, সমস্ত পার্বত্য প্রদেশ ও তাহার অন্তর্গত আশ্রিত ও অধীনস্থ সাহেল ব্যতীত সমস্ত দেশ এবং চান্দা মহারাজের অধিকারভুক্ত হইল।

২য় সন্ধি। পূর্বোক্ত সন্ধিানুসারে মহারাজ গোলাপ সিং যে সকল প্রদেশে অধিকার লাভ করিবেন, তৎসমুদয়ের পূর্ব সীমা নির্ধারণের জন্য ব্রিটিশ সম্মতিতে এবং মহারাজ গোলাপ সিং কর্তৃক কমিশনার নিযুক্ত হইবেন; অরৌপ কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর শতদ্রু বাবহা-পক্ষে ভবিষ্যৎ বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবে।

৩য় সন্ধি। পূর্বোক্ত সন্ধি অনুসারে মহারাজ গোলাপ সিং এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে যে সম্পত্তি প্রদান করা হইতেছে, তাহার দরুন মহারাজ গোলাপ সিং ব্রিটিশ-সম্মতিতে ৭৫ পাঁচাত্তর লক্ষ 'বালকসাহী' টাকা দিতে বীকৃত হইলেন; এই সন্ধি অনুমোদিত হইবার সময়ই তিনি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন, এবং বর্তমান ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর বা তৎপূর্বে অবশিষ্ট ২৫ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হইলেন।

৪র্থ সন্ধি। ব্রিটিশ সম্মতিতেই সম্মতি ব্যতীত মহারাজ গোলাপ সিংহের রাজ্যের সীমানা কখনও পরিবর্তিত হইতে পারিবে না।

৫ম সন্ধি। লাহোর-সম্মতিতে কিংবা পারিপার্শ্বিক সমস্ত কোন কোন সন্ধির সহিত মহারাজ গোলাপ সিংহের কোনও কোনও বিষয়ে কিংবা

উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ-পৰ্বৰ্মেন্টে তাহার মতাবলম্বী করিবেন ; তৎসময়ে ব্রিটিশ-পৰ্বৰ্মেন্টের বিচারই মান্য করিতে হইবে ।

৬ষ্ঠ সৰ্ত্ত । ব্রিটিশ সৈন্যগণ যখন কোন পার্বত্য প্রদেশে প্রবেশা মহারাজের রাজ্যের সীমাকে যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইবে, মহারাজ গোলাপ সিংহ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিণীরা আপনাদের সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া ব্রিটিশ পৰ্বৰ্মেন্টের সহায়তা করিবেন ।

৭ম সৰ্ত্ত । ব্রিটিশ পৰ্বৰ্মেন্টের সহায়িত্য ব্যতীত মহারাজ গোলাপ সিংহের কোন কাৰ্য্যে কোন ব্রিটিশ-প্রজাকে প্রবেশা কোন ইউরোপীয় বা কোন মার্কিন প্রজাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না ।

৮ম সৰ্ত্ত । মহারাজ গোলাপ সিংহকে যে স্বাধীন প্রদেশ হইল, তাহার অন্য তিনি, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ মাসের পরবার এবং ব্রিটিশ-পৰ্বৰ্মেন্টের মধ্যে যে সন্ধির সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হইয়াছে, সেই সন্ধিপত্রের পক্ষ, যত, ও সন্তান সন্তানমুহ মানিতে বাধ্য হইবেন ।

৯ম সৰ্ত্ত । বৈদেশিক শত্রুনিপেদ আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার মহারাজার জন্য ব্রিটিশ-পৰ্বৰ্মেন্ট মহারাজ গোলাপ সিংহকে অধাসত্ত্ব সাহায্য করিবেন ।

১০ম সৰ্ত্ত । এতদ্বারা মহারাজ গোলাপ সিংহ ব্রিটিশ পৰ্বৰ্মেন্টের প্রাধিকার স্বীকার করিতেছেন ; এবং সেই প্রাধিকার স্বীকারের পরিচয় স্বরূপ প্রতি বৎসর তিনি ব্রিটিশ পৰ্বৰ্মেন্টকে একটি খোটক, বাগ্‌দী মুখাত শাল প্রভৃতির উপহারী প্রেম-বিশিষ্ট ছাগল (ছয়টি পুংছাগ এবং ছয়টি স্ত্রী-ছাগ), এবং তিন মোড়া কাশ্মিরী শাল প্রদান করিবেন ।

পৰ্বৰ্মন্ত জেনারেল রাইট অনবরতম নার হেনরী হার্ডিগ জি. সি. বি. কবোদয় কর্তৃক কামতা-প্রাপ্ত, ব্রিটিশ পৰ্বৰ্মেন্টের পক্ষীয় প্রত্যাগতিক করি প্রত্যাহার, এবং ১৮৪৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের পঞ্চম কর্তৃক বাগ্‌দী কর্তৃক এই সন্ধিপত্র এবং মহারাজ গোলাপ সিংহের লিখিত

অন্য নিশান হইল। প্রবর্তন-কেন্দ্রের কাঠে অনাবরণে মার হেনকি
হার্ডিন্স জি, সি, বি, ম্যাকগির্ন কল্লিক উক্ত সার্বজন্য অর্থাৎ যোহান্নিস
এবং অমুদ্রোদিত হইল।

১৮৮৬ খ্রীঃাব্দে ১৮ই মার্চ ১২৬২ হিঃবী, ১৭ প্রবর্তন-কেন্দ্র
বিষয়ে এই সার্বজন্য অমুদ্রোদিত হইল।

—

একবিংশ পরিশিষ্ট ।

লাহোরের সহিত ১৮৪৬ খৃস্টাব্দের দ্বিতীয় সন্ধি ।

কয়েক ডিসার্মেন্ট, বিশেষা নগর পূর্ব-

তীরস্থিত তাইয়োরাল বাট ক্যান্স,

২২শে ডিসেম্বর, ১৮৪৬ খৃস্টাব্দ ।

যখন মহারাজ গোলাপ সিং কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিতে বাল, তখন কাশ্মীরের তুতপূর্ব শাসককর্তা শেখ ইমাম উদ্দীন লাহোর-সম্মতি-মেন্টের পক্ষ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্যবল সাহায্যে তাঁহাকে বাধা দিয়া-ছিলেন ; ১৮৪৬ খৃস্টাব্দের ১ই মার্চ লাহোর-সম্মতি-মেন্টের সহিত যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধি-সত্ত্বে অনুসারে বিরোধী প্রজাবিন্দকে দমন করিয়া, ব্রিটিশ সম্মতি-মেন্টের প্রতিনিধির দ্বারা ঐ প্রদেশের জার প্রদেশের অন্য লাহোর-সম্মতি-মেন্টকে আশ্রয় করা হইয়াছিল ।

সেই কার্যের জন্য মহারাজ গোলাপ সিংহের এক লাহোর প্রেটেন্সি-বৃত্ত সৈন্যদলকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে, একদল ব্রিটিশ-সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল ; আবশ্যকমতে ঐ সৈন্যদল সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল ।

লাহোর দফতরের আদেশ অনুসারে শেখ ইমাম উদ্দীন মহারাজ গোলাপ সিংহকে বাধা প্রদান করিয়াছেন, এই কথা তিনি ব্রিটিশ সম্মতি-মেন্টকে জানাইয়াছিলেন ; তিনি আরও জানাইয়াছিলেন যে, উদ্দীন রাজা লাল সিংহের লিখিত উপদেশ অনুসরণই এই বিরোধের উৎস হইয়াছে ।

শেখ ইমাম উদ্দীন, ব্রিটিশ প্রদেশের সিন্ধু আশ্রয়সম্পন্ন কয়েক জনের সহিত লড়াই কর যে, তিনি বাধা প্রদান করিতে পারেন যে, লাহোর

করবারর, উজীর উভয়জন্য মহারাজ গোলাপ সিংহের রাজ্যাধিকারে বাধা
প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে, তাহার শরীর বা সম্পত্তির প্রতি লাহোর
করবার কোন শাস্তি বিধান করিবেন না, দুটিশ একশত তহিয়ের প্রতিশ্রু-
তি হইতেছেন। বাহাতে এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরূপক অনুসন্ধান
হয়, দুটিশ একশত তহিয়ের পৰ্য্যন্তেক অস্বীকার করাইয়া গইয়াছিলেন।

শেখ ইমাম উদ্দীন যে অভিযোগ উপস্থিত করেন, প্রকাশভাবে
তাহার অনুসন্ধান হইয়াছিল। অনুসন্धानে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়,—
মহারাজ গোলাপ সিংহ কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিতে বাইলে, শেখ
ইমাম উদ্দীন তাহাকে যে বাধা দিয়াছিলেন, রাজা লাল সিংহের গুপ্ত
উভয়জন্মাই তাহার মূলোত্ত।

অতঃপর অবিলম্বে উজীর রাজা লাল সিংহকে পদচ্যুত করিয়া
দুটিশ একশত নিরুদ্বিগ্ন করিবার লক্ষ্য, পৰ্ব্বণ জেনারেল লাহোর-ষ্টেটের
সামন্তবর্গের প্রতি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

উজীর লাল সিং গুপ্ত খড়গ ও চক্রাস্ত করিয়া সকির সন্তোষ
করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাজা লাল সিং পদচ্যুত হইলে,
পৰ্ব্বণ জেনারেল তাহাতে সুকৃত ছিলেন। উজীর লাল সিংহের কার্যে
করবারের অস্ত্র সন্তোষদিগের যে যোগাযোগ ছিল না, তাহারও কোন
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; কাশ্মীরের বিরোধমান করে এবং সকিসন্ত
পরিপালনের বাধা দূর করিতে, শিখ-সৈন্যবলের এবং সর্দারগণের ব্যবহারে
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, উজীর লাল সিংহের অপকর্মেয় সহিত সমস্ত
শিখ-জাতি নিপাত নহে।

অসিদ্ধ এবং সামন্তগণ একবারো উজীর লাল সিংহের পদচ্যুতি
কিনে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং অবিলম্বে তাহা কার্যে পরিণত
করিয়াছিলেন।

লাহোরের লাল সিংহের বিধি-ব্যবস্থা স্বতন্ত্র করবার অবশিষ্ট

সামন্তগণ সমস্ত সর্দার এবং সামন্তগণের সহিত একমত হইয়া, কয়েক দিৱসের পরামর্শের পর স্থির করিয়াছেন যে, মহারাজ দলীপ সিংহের অগ্রাণ্ড ব্যবহারকালে তাঁহার রক্ষার জন্য এবং রাজ্যের সুশাসন করণে ব্রিটিশ-গবর্নমেন্টের সাহায্য এবং মনোহতা প্রার্থনীয় ।

দুইবারের এবং সামন্তগণের সেই প্রার্থনা অনুসারে, বর্তমান অবধি এই মার্চ তারিখে লাহোরে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সহিত লাহোর গবর্নমেন্টের যে সন্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার কিছু সামগ্রিক পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে ।

সেই পরিবর্তনের নিয়ম এবং সর্ব নিম্নলিখিত চুক্তিপত্রে লিখিত হইল ।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট এবং

লাহোর-দরবারের মধ্যে এই চুক্তিপত্রের

সর্বসমূহ ধারা ধর ।

লাহোর দরবার এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্তগণ ও সর্দারগণ স্পষ্ট ভাৱে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে জানাইয়াছেন যে, মহারাজ দলীপ সিংহের অগ্রাণ্ড ব্যবহারকালে, লাহোর রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের সুব্যবহার জন্য, তাঁহার গবর্নর জেনারেলের সহায়তা ও সুপারামর্শের প্রার্থী । তাঁহাদের দ্বারা লাহোর-গবর্নমেন্টের রক্ষা করণে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে । তাঁহাদের সেই প্রার্থনা অনুসারে, কয়েকগুলি সর্তের অধীনে, গবর্নর জেনারেল নিম্নলিখিত চুক্তিপত্র, বিদ্যমান ১১ই মার্চ তারিখে লাহোরে যে চুক্তিপত্র ধাৰ্য্য হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করিতেছেন । গবর্নর জেনারেল রাইট অফ-রেকর্ড আইক্যাউট হর্ডিং, জি. সি. বি. কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে কম্বালাক, গবর্নর জেনারেলের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অংশের একেই, সেক্টর-স্টাফ-কর্পস ফোর্সি সার্ভেগেনারি লরেন্স, সি. বি. এবং ভারত গবর্নমেন্টের

সেক্রেটারী, ক্রেতারিক কারি এজেন্ট, এডভক্রেট, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের পক্ষে এই সকলসকল দ্বিধাক্ষেপে নিযুক্ত হইয়াছেন। সর্দার ডেব সিং, সর্দার শের সিং, নেওয়ান দাসনাথ, ফকীর হুসাইন, রায় কিষণ চাঁদ, সর্দার প্রভাকর সিং মজিদিয়া, সর্দার উত্তর সিং কালীওয়ারা, তাই নিধান সিং, সর্দার বাঁ সিং মজিদিয়া, সর্দার শমসের সিং, সর্দার লাল সিং মোয়াদিয়া, সর্দার বেগ সিং সিদ্ধান্তওয়ারা, সর্দার অর্জুন সিং রাওবাভ্রিয়া, লাহোরের সমবেত সমস্ত সামন্ত ও সর্দারদিগের সম্মতিক্রমে একমত হইয়াছিল হাইনেস মহারাজ বলোণ সিংহের পক্ষে এই সকলসকলে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।—

১ম স্তম্ভ। ১৮৪৬ খ্রষ্টাব্দের ১ই মার্চ ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট এবং লাহোর প্রিন্সের মধ্যে যে সন্ধি স্বাক্ষর হয়, সেই সন্ধির অন্তর্গত পঞ্চদশ ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারা বিষয়ে উক্ত গবর্নমেন্ট সম্মত হইয়া থাকিবেন; উক্ত পঞ্চদশ ধারা সম্বন্ধে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য বিকিং পরিবর্তন সাধিত হইল।

২য় স্তম্ভ। উপরোক্তরূপে সহকারিগণের সহিত একজন ব্রিটিশ কর্মচারী গবর্নর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া লাহোরে অবস্থিত করিবেন। উক্ত কর্মচারী সমস্ত বিভাগের কার্যাবলীর উপর তাঁহার আধিপত্য থাকিবে; তাঁহার আদেশমত সমস্ত সৈন্য পরিচালিত হইবে।

৩য় স্তম্ভ। জনসাধারণের প্রকৃতি এবং মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, জাতীয় আচার ব্যবহার, শিক-পদ্ধতি ও ধর্মকর্ম প্রভৃতি বিষয়ে এক লক্ষ্য লক্ষ্যবাহিনীর দ্বারা প্রকৃতি প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রকৃতি পরিচালিত হইবে।

৪র্থ স্তম্ভ। শাসনের প্রণালী এবং বিচার সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না। তবে লাহোর গবর্নমেন্টের দ্বারা বহু কক্ষের জন্য, এবং প্রাইমারী স্কুলের উদ্দেশ্যে বহু পক্ষের জন্য, শাসন প্রণালীর উদ্দেশ্যে

পরিবর্তন আবশ্যক হইলে তদ্বাচনা করা হইবে। আগাতজঃ সেনার কার্য-চারীনিগম দ্বারা এই রাজকীয় সনদ-নতীর তৎকালীন সকল কার্য সম্পন্ন হইবে; প্রধান প্রধান নাস্ত্র এবং সর্দারগণকে লইয়া ব্রিটিশ রেজিডেন্টের পরিত্যক্ত এবং শাসনাবধানে সনদ-নতী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৪ম সন্ধি। আগাতজঃ নিয়মিত ব্যক্তিগণকে লইয়া রাজকীয় সনদ-নতী (Council of Regency) প্রতিষ্ঠিত হইবে;—যথা, সর্দার ভেক সিংহ, সর্দার শেখ সিং আত্মবিজ্ঞান, দেওয়ান নৌন্দাং, ককীর হুত উদ্দল, সর্দার বজোর সিং মজিবিয়া, ভাই সিদ্দান সিং, সর্দার উজর সিং, কানৌজিয়া, সর্দার শমসের সিং সিদ্দান-ভালা। গুরুদেব আদেব এবং ভ্রমতপ্রাপ্ত ব্রিটিশ রেজিডেন্টের সন্নিতি দ্বাৰীত সনদ-নতীর কোনই পরিবর্তন হইতে পারিবে না।

৫ম সন্ধি। রাজকীয় সনদ-নতীর দ্বারা দেশের শাসনকার্য নিৰ্বাহিত হইবে, কিন্তু ব্রিটিশ রেজিডেন্টের অভিপ্রায় যত কাঁহাবিগ্নকে কাঁহা করিতে হইবে। সকল বিভাগের সকল কার্যেই ব্রিটিশ রেজিডেন্টের সম্মত ক্রমতঃ পরিপূর্ণ বিধান থাকিবে।

৬ম সন্ধি। দেশের শান্তি হকার জয় এবং যত্নবোধের পরীক্ষা করে গবর্নর জেনারেল কোন উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তৎকালীন ব্রিটিশ সৈন্য লাহোরের অধিষ্ঠিত করিবে, শত্রুদের সংখ্যা অবস্থান এবং শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে গবর্নর জেনারেলই স্থির করিবেন।

৭ম সন্ধি। দেশের শান্তি হকার পর এবং রাজধানী নিরাপন্ন স্থান করে, গবর্নর জেনারেল ইচ্ছানুসারে লাহোর জায়গার অধীনত যে কোন দুর্গ বা সেনা-নিবাস ব্রিটিশ সৈন্য দ্বারা অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন।

৮ম সন্ধি। এই সকল সৈন্য হকার পর ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের দ্বারা হইবে, তাহা নিৰ্বাহ করত, লাহোর-প্রতি প্রতি বৎসর ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে

পূর্ণ ওজনের ২২ লক্ষ নুতন 'সানকসারী' টাকা প্রকাশ করিলেন। দুই
কিরিডে, অর্থাৎ ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা প্রতিবৎসর মে ও জুন
মাসের মধ্যে, এবং ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা অবশ্যর ও ডিসেম্বর মাসে
প্রত্যেক বৎসর দিতে হইবে।

১০ম সর্ভ। মহারাজ দলীপ সিংহের জন্মী, হায় হাইনস মহারাজের
মিহের এবং তাঁহার অবৌনহগণের ভরণ-পোষণের জন্য, প্রতি বৎসর
তাঁহার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হইবে; সেই টাকা মহারাজ
কর্মচারীদের দ্বারা করিতে পারিবেন।

১১ম সর্ভ। এই সর্ভের সর্ভ সমূহ মহারাজ দলীপ সিংহের অগ্রাণ্ড
ব্যবহারকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মহারাজের বোল বৎসর বয়স
পূর্ণ হইলে, অর্থাৎ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে, এ সকল সর্ভ
ব্রহ্মিত হইবে। মহারাজের গর্ভমোচনের দ্বারা যেস্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের
স্বার্থভার বহন আর আবশ্যক হইবে না, গবর্ণর জেনারেল এবং লাহোর
দুইবার বহন তাহা বুঝিতে পারিলেন, সেই সময় গবর্ণর জেনারেল ইজ্ঞা
করিলে, মহারাজের সাবালক অবস্থা প্রাপ্তির পূর্বেই, এই সর্ভের ব্যবস্থা
ব্রহ্মিত করিতে পারিলেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ই ডিসেম্বর উল্লিখিত কর্মচারীগণ এক সর্ভের
শু সাক্ষরপত্র উপস্থিত থাকিয়া এলাহাবাদী সর্ভবৃক্ক এই সর্ভপত্র লাহোর
মহলে জিলা করিলেন।

দ্বিংশ পরিশিষ্ট

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের লখনা জুলাই মাসের রাজস্ব পারমাণ।

করদ রাজ্য।	টাকা	টাকা
বিলাসপুর, রাজস্ব ১০,০০০ মোদনা সিংহের		
শাসনাধীন ...	৭০,০০০	
মুন্সেপ ও ২৫,০০০, ও ...	৭০,০০০	
চান্দ, অজ্ঞান, মোদনা সিংহের		
শাসনাধীন ...	২,০০,০০০	
বাজাওরি ও ...	১,০০,০০০	
মুন্সেপ, রাজস্ব ৪২,০০০, ও ...	১,০০,০০০	
ইসকান্দো, ও ১,০০০, ও ...	২৫,০০০	

টিকাই।—এই সকল রাজ্যের মধ্যে
বিলাসপুর ব্যতীত অল্প সবলতালি, ওহুতা
শাসকবর্গের ইচ্ছা অনুসরণ করা হইতে
পারে, বাকী রাজ্য বলিয়া মনে না
করিলেও কান ক্ষতি সাধনা। মন সাধা
রূপে এতিনিমিত্ত ওহুতা শাসন কার্য
নির্বাহ করিয়া থাকেন; সাধারণতঃ সেই
সকল রাজ্যের ঐশ্বর্য-সম্পন্ন, এতিনিমিত্ত
পরিচালিত পদার্থ-মণ্ডির অধীন অল্পসংখ্য
করিত হইয়া থাকে। আর্থিক ব্যয়-বাহ্য্য
কিছুরই পরিচরিত, সেই সেই রাজ্যের
শাসক পদার্থ পদার্থ সঠিক ভাবে এখানে
পরিচালিত হইবে।

৫,০৫,০০০

স্বাক্ষর ।	টাকা	টাকা
('করুণ' বা ইজারা ।)		
জমি	...	৫,৩৫,০০০
বাণী ।—বাণীর রাজা ইহার ইলাহাবাদ ; তাঁহার আর চারি লক্ষ টাকা ; কিন্তু তিনি কেবল এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ । ...	৪,০০,০০০	
মুল ।—উত্তর হাঙ্গের রাজ-পরিবার বিক্র- ভোগী ।	১,২০,০০০	
জাঃমান ।—রাজ-পরিবারের একটি আর- গীর ছিল ।	১,২৫,০০০	
কাকড়া — ঐ ; ইজারা সম্বন্ধে অন্তর্ভুক্ত নহে ।	৪,০০,০০০	
কোটেশ্বর ।—রাজ-পরিবারের একটি আর- গীর ছিল ।	২৫,০০০	
শিবা ।—উত্তর রাজ-পরিবারকে সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বরদায় করা বাইকে পারে ; তাহার অধঃ সৈন্য সাহায্য প্রদান করিত ।	২০,০০০	
মুন্সী ।—উত্তর রাজ-পরিবারের আর- গীর ছিল ।	৪,০০,০০০	
হরিপুর ।— ঐ	১,০০,০০০	
সাম্বালপুর ।— ঐ	৫০,০০০	
কোটীয়া ।— ঐ	২০,০০০	
টাকা ।—উপরোক্ত রাজ্যগুলি, লেহলা বিশ্ব-স্বত্বাধীন পালন করিতেন ।	১৫,০০,০০০	৫,০০,০০০

জের	টাকা	টাকা
বিশৌনি।—সমস্ত পরিবারের সমস্ত।	১৭,৬০,০০০	৫,৬৫,০০০
রাজা হরি সিং ইহার অধিবাসী ...	৭৫,০০০	
কাশ্মীর।—শেষ গোলায় বহিউদ্দৌলার শাসনধীন।		
চুক্তি ... ২১,০০,০০০		
সেন্য ... ৫,০০,০০০		
গজিত ৪,০০,০০০	৩০,০০,০০০	
মজঃফরাবাদ, (কাশ্মীরের অধীন বা অন্ত- র্গত) মজঃফরাবাদের শাসনকর্তা, একজন জাহাঙ্গীরদার ছিলেন। ...	১,০০,০০০	
বচ হাজা- রা এবং গাংলি বামদেয়ার রাজা গোলাপ সিংহের অধীন। মজিার এবং ভারদালির মজিার- দের কড়কগুলি কাশ্মীর আজ শিক্কা ভাংরা একজন অধীন দেব হুউ- লদি কাংরা বাপুত বারে	১,৫০,০০০	
রাওলসিতী।—বেওয়ান হাকিম বারের অধীন। ...	১,০০,০০০	
হাসান আব- দুল, বাতির এবং বেশি। দেওয়ান হারদায়েন অধীন। কিছু কিছু মুন্সে কচি হাজার হাজার অধীন ছিল।	১,২০,০০০	
সেশোয়ার।—সর্দার ডেজ সিং এই		
হাতির শাসনকর্তা আফকজারী-	১০,০০,০০০	
হিজর কড়কগুলি জাহাঙ্গীর আছে ...	৩২,৬৫,০০০	৫,৬৫,০০০

	টাকা	টাকা
জেন ...	৬২,৫৫,০০০	৫,৫৫,০০০
৪৬ ব্যয়।—সেওয়ান বোল্ড ভারত করান। অত্রত্য সমস্ত সর্কার পলা- তন করেন; অধুনা সেই সর্কার সর্কারের এক জন প্রভা ভার- সীলকার	২,৫০,০০০	
ডেপু-ইন্সাইল থা।—সেওয়ান জোবত ভারত অধিকারভুক্ত; অত্রত্য সর্কার একজন ভারসীলকার	৫,৫০,০০০	
হলভান, ডেরা রাজী) সেওয়ান সাওয়ান		
১) ভারসেবা।)		
ভুক্তি ...	৩৩,০০,০০০	
সেব্য ...	১,০০,০০০	
মহিভ ইত্যাদি	২,০০,০০০	
	৩৫,০০,০০০	
হাফলব, এ.ইতি।—সেওয়ান সাওয়ান		
বল	৩,০০,০০০	
বিলি সাওয়ান।—মৃত দীওয়ান সিংহ	১,০০,০০০	
ভারত প্রদান।—হাজা গোলাপ সিং	১,০০,০০০	
শিও দায়াল দী।—	৫৫,০০০	
ভারসেবা।—	০,০০,০০০	
উজিরদার একুতি।—মৃত প্রতাপ সিং	২,০০,০০০	
শিরদার।—হাজা গোলাপ সিং	৫৫,০০০	
কলম্বার গোলাপ।—শেখ ইয়ান দীল	২২,০০,০০০	
শেখগুজ একুতি।—শেখ ইয়ান দীল	২,৫৫,০০০	
শজদার শুরিদার ইয়ান শুরিদার	৫,৫০,০০০	
শজদার শুরিদার ইয়ান		১,০০,০০০
মুজি	১,০০,০০০	১,০০,০০০

দেবোত্তর ভূমি ।	টাকা	টাকা
জের ...	১,৭২,৮৫,০০০	১,৮৫,৫০,০০০
'সোমি' মস্তাদারের অধীনস্থ দেবোত্তর ...	৫,০০,০০০	
'বেদী' মস্তাদারের অধীনস্থ দেবোত্তর ...	৪,৫০,০০০	
অন্যান্য বিবিধ দেবোত্তর ভূমি ; যথা,—		
'আকালি', 'ককীর', 'ড্রাফ্ট', এবং		
অনুত্তরদের সংলগ্ন স্থান সমূহ,		
ইত্যাদি ...	১১,০০,০০০	
আম্বুরাজগণের পার্বত্য		২০,০০,০০০
ব্যক্তিগীর সমূহ ।		
জ্যোতিষ প্রভৃতি — হীরা সিং ; অংশ		
শাসনকর্তার একটা ব্যক্তিগীর আছে ...	১,২৫,০০০	
পালের, এবং চান্দার		
অন্তর্গত অন্যান্য	গোলাপ সিং ...	১,১০,০০০
সেলা সমূহ ।		
বাধারোয়া। — গোলাপ সিং (চান্দারভেদে		
শিক্ষকের সহিত আগের জোপ		
করেন ।) ...	৫০,০০০	
আম্বকোট — সুত হুচেৎ সিং ; পরিবারস্থ		
ব্যক্তিগণের ব্যক্তিগীর আছে ।	৫০,০০০	
কজ — ঐ ঐ ঐ ...	৫০,০০০	
বাহরলতা। — ঐ ঐ ঐ ...	১,২৫,০০০	
জমিনী (রামসর) — গোলাপ সিং ...	১,৫০,০০০	
আবু { গোলাপ সিং ; পরিবারস্থের		
এবং { আর অধিকাংশ ব্যক্তি	৪,০০,০০০	
হিসাব { সত্যজানী ।	১,০০,০০০	১,০০,০০,০০০

	টাকা	টাকা
জেন	২,১৫,০০০	২,০৫,৫০,০০০
চাখা।—মৃত সুভেং সিং; পরিবারবর্গ হয় মৃত; না হয়, পলায়ন করি- গছে। ...	৪০,০০০	
কিটোয়ার।—গোলাপ সিং; পরিবারবর্গ রাজ্যভাগী ...	১,৫৫,০০০	
উষহর; কেরী { সিংহের পরিবার- গোলাপ সিং; বর্গের অধিকার- পরিবারবর্গের মৃত চাকাল। আরসীর আছে। ইহার অন্তর্ভুক্ত।	৫০,০০০	
ভীহার,—মৃত বীরাম সিং; পরিবার কয়েক জনের আরসীর আছে; অত্যন্ত সকলে বেশভাগী। ...	১,৫০,০০০	
চিৎ-কো জাভসমুহ।—মৃত বীরাম সিং; পরিবারবর্গের অধীন একটি আরসীর আছে। ...	১,০০,০০০	
রাজপুত্র—আরসীর।		১৪,২০,০০০
কোজিল।—মৃত বীরাম সিং; আরসীর...	৩০,০০০	
মুন্ডা।— ঐ হস্ত পরি- বারবর্গ বেশভাগী। ...	৭৫,০০০	
নরসিং, বাবপুর প্রভৃতি।—গোলাপ সিং; পরিবারবর্গ কয়েক জন আরসীর ভোগ করেন; কয়েক জন বন্দী; এবং অবশিষ্ট কয়েক জন বেশভাগী ... ঐ	১,০০,০০০	
গোমুদ্রাক্ষণের অধীনে বহনভুক্ত আর- সীর (সবতন, স্থানীয় অন্তর্ভুক্ত।)...	৭,০০,০০০	২,১২,৭০,০০০

কেন	টাকা	টাকা
কাউডার কাঞ্চণ (বণবীর টাল প্রদ্বাও)	৭০,০০,০০০	২,১১,৭০,০০
সর্দার লেদনঃ সিং রাজবিরা	১,০০,০০০	
সর্দার নিখাম সিং আলহুওয়াগির	৩,৫০,০০০	
সর্দার কিয়েণ সিং (জমাদার খুদাল সিংহের পুত্র)	২,২০,০০০	
সর্দার ভেঙ্গ সিং	৬০,০০০	
সর্দার প্রাম সিং এবং ছত্র সিং জাতপ্রিয়গালা	১,২০,০০০	
সর্দার শরসের সিং সিদ্ধানওয়ালা	১৫,০০০	
সর্দার কর্কুন সিং এবং হরি সিংহের অপরপুত্র পুত্র	১৫,০০০	
সুয়ার পেণ্ডাররা সিং	৫,০০০	
সুয়ার ডায়া সিং	২০,০০০	
সর্দার জোয়াহির সিং (মদীপ সিংহের পিতৃব্য)	৫০,০০০	
সর্দার মজল সিং	৫০,০০০	
সর্দার ফতে সিং বাম	৫০,০০০	
সর্দার উত্তর সিং কালিমানওয়ালা	৫০,০০০	
সর্দার হকুম সিং মালওয়াই	৫০,০০০	
সর্দার বেলা সিং মোকাল	৫০,০০০	
সর্দার মুলতান মহম্মদ, সৈয়দ মহম্মদ এবং শির মহম্মদ খাঁ	১,৫০,০০০	
সর্দার জামাল-উদ্দীন খাঁ	১,০০,০০০	
ডেপ গোলাপ হরিউদ্দীন	৫০,০০০	
সর্দার উজীল-উদ্দীন, জাহার জাহান	১,০০,০০০	
	৪৫,১৫,০০০	২,১১,৭০,০০০

	টাকা	টাকা
কমর ...	৪৫,১৫,০০০	২,১৯,৭০,০০০
কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক ...	২০,০০০	
বিবিধ প্রকার ...	৫০,০০,০০০	
বাণিজ্যিক শুদ্ধ প্রকৃতি		২৫,২৫,০০০
কলপের ধর্ম - ব্রাহ্মণ গোলাপ সিং, ...	৫,০০,০০০	
সহকারী ... — অধ্যক্ষসহ;		
মুদ্রা বীরাম সিং ...	৫,৫০,০০০	
ঐ — জাহাঙ্গীর ঐ ...	১,৫০,০০০	
অন্যদের বিবিধ প্রকার রাজস্ব ...	১,০০,০০০	
'আবকা' ('একসাইজ') ইত্যাদি ...	৫০,০০০	
বাল্যমাল্য চাপানের শুদ্ধ; সুবিধা ...		
হুইয়ে শেখোয়ার পণ্ডিত ...	৫,০০,০০০	
'মোহরানা' (টাল) ...	২,৫০,০০০	২৪,০০,০০০
মোট ...		৩,২৪,৭৫,০০০

হতিয়ান।

কাজ ; —

	টাকা
কাজ রাজ্য ...	৫,৫৫,০০০
ইলাহি ...	১৭৯,৮৫,০০০
কান ...	২০,০০,০০০
জাহাঙ্গীর ...	২৫,২৫,০০০
বাণিজ্য শুদ্ধ প্রকৃতি ...	২৫,০০,০০০
মোট	৩,২৪,৭৫,০০০

अत्रोदितं भद्रिगुह ।

୧୯୫୫-୫୬ ମସିହାରେ ନାମାଂକିତ ନୂଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରହଣ ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

402-A-C#

माहितीसाठी लिखित गुरुवात :

[illegible]

সমগ্র সৈন্তের খতিয়ান।

প্রত্যেক দলে ৭০০ শত হিসাবে ৩৮৮ পদাতিক

সৈন্যদল ৪২,০০০

“সাম্বোধন” এবং “মাকালি” ৫,০০০

অস্থায়ী সৈন্যদল এবং অকল্পিতকারী সৈন্য ৪৫,০০০

১২,০০০

পদাতিক সৈন্য।

প্রত্যেক দলে ৩০০ শত হিসাবে, ৮৮ অশ্বারোহী

সৈন্যদল ৫,৮০০

বোয় শোয়ার (অশ্বারোহী) ১২,০০০

অশ্বারোহী অশ্বারোহী সৈন্য ১৫,০০০

৩১,৮০০

অশ্বারোহী সৈন্য।

মুদ্র কাষান

৩৮৮৮ কাষান।

ষড়বিংশ পরিশিষ্ট ।

—:—

৩১৮ পৃষ্ঠার নোট উক্ত জেমসিয়ের 'পকস (হেনরি) (Henry v.
নটিকের চতুর্থ অঙ্কের অন্তর্গত চরিত্র (Chorus) বর্ণনাবাদ ;—

অবস্থার সেই স্মৃতি হয় উদ্ভব ;—

বিশেষ বিশাল পূর্ণ দেহিহাছে বধে
শুচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে ; উঠিয়াছে
আর্জনাথ,—অনুরক্ত নৈরাশ্যবাক্যক ;
নৈশ লীলভতা থাকে, শিথিলে শিথিলে
মর্মস্থদ বরণ্যাদ অক্টো মে পানি ।
এহরায় পরিচয় পাইতে এহরী ;
কে কেন কাণের কাছে মনে দুনি চুপি
অধিগুণে প্রত্যুত্তর করবে অনল ।

দৈনিকের পরিচয় বনন মণ্ডল
প্রতিভাত অনলের রূপ হৃদয় মারক ।
অবস্থার সে ছেদা রূপ দিকট, ভীষণ,—
নশাৎ বধির কর্ণে যাজে শেন সহ,—
অবস্থার করছে ওহে কীতি উৎপাদন ।
বোদ্ধবোধে সুসন্ধিত বর্ণনাবরণ,
কিপ্রবন্ধে অস্ত্র-শস্ত্র করিয়া বারণ,
বাইছে বাক্য হাড়ি শিথিলে তাজিল ;
সে স্বকারে জানাইছে সহর ঘোষণা ।

—Shakespeare, Henry v.
Act iv. Chorus

সমাপ্ত ।

বঙ্গবাসী শ্রুতক-বিভাগ।

সর্বসামান্যের জন্য বিক্রয়ার্থ।

শ্রুতকের নাম	বীনা	আবাক	ভাঙ্গা
১. হিমালয় রাজবাটীর মহানারত	৫	০	১০/০
২. কবচী (মূল টীকা ও অঙ্কবাদ)	১০	১	১
৩. বিপ্লবান পাতালনল (মূল ও বঙ্গাবাদ)	১০	১	১০/০
৪. উলবিশ্ব-সংহিতা (মূল ও অঙ্কবাদ)	১০	১০/০	১০/০
৫. বঙ্গল-সংহিতা (মূল ও অঙ্কবাদ)	১০	১০/০	১০/০
৬. উলবিশ্ব-সংহিতা (মূল ও অঙ্কবাদ)	১০/০	১০	১০/০
৭. দেবীভাগবত (মূল)	১০/০	১০	১০/০
৮. হরিবংশ (বঙ্গাবাদ)	১০	১	১০/০
৯. চৈতন্য-চরিতামৃত	১০/০	১০	১
১০. বিষ্ণুপুরাণ (বঙ্গাবাদ)	১০/০	১০	১
১১. কাম্যবন্দন ও চমৎকার-চরিতা	১০/০	০	১০/০
১২. ভক্তিচরিতা	১০/০	১০	১০/০
১৩. সত্যসাহিত্য-বিবরণ	১০	১০/০	১
১৪. বাল্মীকি (ভাগবত)	১০/০	১০/০	১০/০

প্রথম প্রকাশ

পুস্তকের নাম	বীধা	আবীধা	ভান্ডার
১৫। কুহিরাম (ঈবুক ইলেকট্রনিক বন্দোবস্তাধার প্রণীত)	১০	১০	১০
১৬। চৈতন্যবল	১০	১০	১
১৭। কুর্কপুত্র (অনুবাদ)	৫	১০	
১৮। তুলসীদাসী রামায়ণ	৫	১০	১
১৯। মার্কণ্ডেয় পুত্র (অনুবাদ)	১	৫	১
২০। অজুত রামায়ণ (মূল ও গদ্য)	১০	১০	১০
২১। ভরতপুর যুদ্ধ (ঈবুক বিহারী- লাল সরকার প্রণীত)	১০	১০	১
২২। মঙ্গীত-সার-সংগ্রহ ওয়ং যন্ত্র	০	১০	১
২৩। মঙ্গীত-ভরণ (৬ বাধাযোজন সেন প্রণীত)	৫	১০	১/
২৪। পুরুষ-পত্রিকা (১০৫তম বিদ্যা- লকার প্রণীত)	১০	১০	১০
২৫। প্রবোধ-চন্দিকা (১০৫তম বিদ্যালকার প্রণীত)	১০	১০	১০
২৬। কৌতুক-বিনাস	১০	১০	১০
২৭। হরিদাস শাস্ত্রী (ঈবুকলাল যুগো- পাধ্যায় প্রণীত)	১০	১০	১০
২৮। ককাবতী (ঈবুকলোকানন্দ যুগোপাধ্যায় প্রণীত)	১০	১০	১০
২৯। বরুণেশ্বর লেখক	১০	১০	১০
৩০। তিনিবাল চব্বিভাষ্য ০ মোগোপ্রদায় বসু প্রণীত	৫	১০	১০

বঙ্গদেশী কাব্যালয় কলিকাতা ।

শ্রুতকেন নাম	বাই	আবায়	অন্য
মোনের ঘরের ফুল			
টিকটিক ঠাকুর প্রবীত	১০	১০	১০
বায়ন	১০	০	০
কমল	১০	১০	১০
বয়না	১০	১০	১০
কলকলকল নাটক			
বায়নাবায়ন তরঙ্গিত প্রবীত	১০	১০	১০
বায়নাবায়ন বয়নকল			
মোহাম প্রবীত	১০	১০	১০
কীৰ্ত্তমান কীর্ত্তন কব			
নাম কৃত	১০	১০	১০
বয়ন বায়ন (পদ)	১০	১০	১০
কল (অনুবাদ)	১০	১০	১০
মামবয়ী (অনুবাদ)	১০	১০	১০
কীৰ্ত্তিবিদ্যুৎ সহস্রাংশ	১০	০	০
কৃত ও বায়ন কীর্ত্তনকল			
মুখোপাধায় প্রবীত	১০	১০	১০
বিল হরিবংশ (মল)	১০	১০	১০
মবীকরণ (মল ও অনুবাদ)	১০	১০	১০
বাধবাশিত্ত বায়ন (মল)	১০	১০	১০
বাধবাশিত্ত বায়ন (অনুবাদ)	১০	১০	১০
কীর্ত্তিবিদ্যুৎ সহস্রাংশ			
মামবয়ী প্রবীত	১০	১০	১০

৩৯২ নং সভাবীচরণ দফতর প্রাপ্ত

পুস্তকের নাম	বইখা	জারিদা
৩৮১। বজ্রিণ সিং নামক ৮মুতাকার বিদ্যালয়কার প্রণীত	১০০	১০
৩৮২। প্রিভিগাডলক্ষী ৮মোমেসেচল বই প্রণীত	১১০	১০
৩৮৩। ৩১ বৎসরের পুরাতন পত্রিকা	২২	১০
৩৮৪। পুরাতন পত্রিকার পরিচিষ্ট	১০	১০
৩৮৫। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৮৬। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৮৭। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৮৮। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৮৯। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৯০। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৯১। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৯২। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৯৩। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৯৪। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৯৫। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৯৬। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৯৭। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৯৮। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৩৯৯। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০
৪০০। উৎকলবৃত্ত (মূল ও বঙ্গবান)	১০	১০

বঙ্গবাসী কারিগর কলিকাতা ।

পুস্তকের নাম	বাই	আধাণা	কা মা
শ্রীমদ্রামোদন রায়ের প্রবোধনী			
বঙ্গের পালি	১১০	১১	১
যতীরাবণের আত্মকথা			
৮ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	১/০	১০	০/১
বঙ্কর গল্প—শ্রী ব্রজেন্দ্রক্যনাথ			
মুখোপাধ্যায় প্রণীত		১০/৬	৬
কালীচরণ দাসের যতীরাবণ	১১০	১০	১১
কলিকাতা বিখ্যাত রামায়ণ	১১০	১১	১
বঙ্গ-ব্রাহ্মণ (মূল ও			
বঙ্গবাসী)	১১০	১১০	১
পদ্মপুরাণের বঙ্গবাসী			
(মূল ও অঙ্কন)	৫	১০	
বিদ্যাসুন্দর ও রামায়ণ			
কেন প্রণীত	১০০	১০	
অমর-রামায়ণ (মূল ও			
অঙ্কন)	১০/৬	১০	
বঙ্গবাসী (ক্রিয়াকর্ম পদ্ধতি			
তর্করত্ন প্রণীত)	৫০	১০/০	
কালীচন্দ্র (৮ রত্না কলিকাতার			
মোহন প্রণীত)	১১	১০	
শ্রীমদ্রামোদন রায়ের পাচালী	৫০	১০/৬	
সেতন (৮৬ কাণ্ড) অঙ্কন			
রামায়ণ-কর্তৃক ব্যাখ্যা	১ ১০/৬	১০	

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পুস্তকের নাম

মূল্য

১১১. My Dairy in India—by Milton Howard

Russel Vol 11

১০

১১২. Narratives of Bengal by Francis

Glodwin

১০

১১৩. Disaster of Afganistan, by

Lady Sal,

১০

১১৪. My Dairy in India (By

William Howard Russel) Vol 1

১০

১১৫. Historical Fragments of the

Mogol Empire (by Robert

Orme)

১০

১১৬. Tavernier's in India

১০

১১৭. Thirty Five Years in the

East by Honigberger

১০

১১৮. A Visit to Europe by

T. N. Mukherji

১০

১১৯. History of the Sikhs by

J. D. Cunningham

১০

১২০. Fuzer or Hunayun's life

by Major Charles Stewatt

১০

১২১. "Ratanali" by Mithal

Madhusudan Dutt

১০

১২২. "Sarmishtha" by Mithal

Madhusudan Dutt

১০

কবিতা কবিতা কবিতা ।

পুস্তকের নাম	বীরা	আবিস	ক
Indian Tracts by Major			
Scott and Warren Hastings ২০			
Two Months in Arrah in ১৮২৭,			
an James Halls ১০			
Cative Fidelity (Autograph)			
ibed to late Babu			
shna Das Pal) ২০			
Auto-biographical Memoirs			
peror Jehanghir ২০			
ewart's History of			
ugal ১০			
ravels in Hindustan by			
Bernier ২০			

কিছু পুস্তকই কলকাতার পুনর্মুদ্রিত প্রিন্সিপাল লাইব্রেরি
 অথবা অন্যত্র প্রস্তুত নিম্নলিখিত কলকাতার পুস্তক বি-
 ক্রয়কারী আছে ।

পুস্তকের নাম	মূল্য	আবিস
১ম পত্র ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে	১০০	২০
৩য় পত্র ১ম ও ২য় খণ্ড	১০	২০
৪র্থ পত্র	১০	২০
(১ম ও ২য়) ইংরেজ কবি		
১ম পত্র ১ম ও ২য় খণ্ড		
৩য় পত্র ১ম ও ২য় খণ্ড		

